প্রথম (অ) সংস্করণ

আগস্ট ১৯৮৯

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং

২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট

গৌতম রায়

মুদ্রাকর

এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন

কলকাতা ৭০০০১২

ও

শ্রীপ্রশান্ত কুমার মণ্ডল

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৬

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব

নিউ-ইয়র্কের তিন নম্বর ফৌজদারি আদালতে আমেরিগো বনাসেরা বসে ছিল ন্যায়বিচারের আশা নিয়ে, যারা ওর মেয়েকে অমন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করেছিল, তার ধর্ম নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, তাদের ওপর প্রতিশোধের আশা নিয়ে।

বিচারকের মুখাবয়ব ভয়ঙ্কর ভারি; তিনি তাঁর কালো পোশাকের আস্তিন গুটিয়ে নিলেন, যেন তাঁর আসনের সামনে দাঁড়ানো দুই যুবককে ধরে পেটাবেন। একটা উন্নত ধরনের ঘৃণায় তাঁর মুখটা থমথম করতে লাগল। তা সত্ত্বেও আমেরিগো বনাসেরা টের পাচ্ছিল, যদিও তখনো সঠিক বুঝতে পারছিল না, এর মধ্যে কোথাও একটা বিশ্রী বুজরুগি আছে।

কর্কশভাবে বিচারক বললেন, "তোমরা যতদূর সম্ভব জঘন্য নরাধমের মতো কাজ করেছ।" আমেরিগো বনাসেরা মনে মনে বলল, "ঠিক, ঠিক। জানোয়ার স্রেফ জানোয়ার।" দুই যুবকের চকচকে চুল ছোট করে ছাঁটা, ঘষা-মাজা কাটা মুখ চোখ বিনীত অনুতাপে অবরুদ্ধ, বাধ্য ছেলের মতো মাথা দুটো নি

বিচারক বলে চললেন, "জঙ্গলের বুনো জন্তুর মতো কাজ করেছ তোমরা, তোমাদের অনেক ভাগ্য যে ও বেচারার সতীত্ব নষ্ট করতে পারনি। চোখের একেকজনকে কুড়ি বছরের জেল দিতাম।" বিচারক থামলেন, তাঁর অদ্ভুত ভুরু দেখে শ্রদ্ধা হয়, তার তলা থেকে চোখজোড়া চতুরভাবে আমেরিগো বনাসেরার ফ্যাকাশে মুখের দিকে চকিতে ফিরে, সামনে টেবিলের ওপর রাখা বিবৃতি ইত্যাদির গাদার ওপর নেমে এল। একটু ভ্রূকুটি করলেন, একটু কাঁধ তুললেন, যেন কতই না নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তারপর আবার বললেন, "কিন্তু যে-হেতু তোমাদের বয়স কম এবং আগে কখনো এ-ধরনের অপরাধ করনি, তাছাড়া অভিজাত পরিবারের ছেলে তোমরা এবং আইনের অপার মহিমা, তাই সে কখনো প্রতিশোধ দাবি করে না, এইসব কারণে তোমাদের তিন বছরের কারাবাসে দণ্ডিত করলাম। দণ্ড মকুফ রইল।"

চল্লিশ বছর ধরে পেশাদারী শোক প্রকাশের অভিজ্ঞতার জন্যই হতাশায় আর বিদ্বেষে অভিভূত হলেও আমেরিগো বনাসেরার মুখে কিছু প্রকাশ পেল না। ওর সুন্দরী তরুণী কন্যা তখনো হাসপাতালে শুয়ে, তার ভাঙা চোয়াল তার দিয়ে জোড়া দেওয়া; এদিকে এই নরাধম দুটো বেকসুর খালাস পেয়ে গেল! সবটাই তাহলে একটা প্রহসন। তাকিয়ে দেখল বনাসেরা আদরের ছেলেদের মা-বাবারা পরম আহ্লাদে কেমন তাদের ঘিরে ধরেছে। সবাই এখন কত সুখী, মুখে তাদের হাসি ধরে না।

বনাসেরার গলা দিয়ে কালো পিত্তি উঠে এল, সে কি টক, কি তেতো, দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছিল সে, তবু ফাঁক দিয়ে পিত্তি গড়িয়ে পড়ল।

ঠোঁটের ওপর সাদা মিহি সুতির রুমাল চেপে ধরল আমেরিগো। ঐভাবে ও দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দুদিকের বেঞ্চির মধ্যিখানের পথ দিয়ে বড় বড় পা ফেলে ছোকরা দুটো হেঁটে চলে গেল। কি আত্মপ্রত্যয়ে ভরা শান্ত দৃষ্টি তাদের মুখে হাসি, ওর দিকে একবার ফিরেও চাইল না। ওদের চলে যেতে দিল সে, একটি কথাও বলল না, শুধু পরিষ্কার রুমালটি মুখের ওপর চেপে ধরে রইল।

ততক্ষণে জানোয়ার দুটোর মা-বাবারাও এসে পড়েছিল, দুজন পুরুষ, দুজন মহিলা, ওরই সমবয়সী, তবে সাজসজ্জায় ওর চাইতে আরেকটু মার্কিনী ধরনের। ওর দিকে তাকিয়েছিল ওরা, একটু লজ্জিত ভাবে, কিন্তু চোখে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া বিজয়ের ভাবও ছিল।

সংযমের বাঁধ ভেঙে বনাসেরা এবার সামনে ঝুঁকে পড়ে, ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল, "আমি যেমন কেঁদেছি, তোমরাও তেমনি কাঁদবে—তোমাদের ছেলেরা আমাকে যেমন কাঁদিয়েছে, আমিও তেমনি তোমাদের কাঁদাব।" রুমালটা ততক্ষণে বনাসেরার চোখের উপরে উঠেছিল। পিছনেই প্রতিবাদী ক্ষর উকীলরা ছিল, তারা এবার মক্কেলদের একসঙ্গে জড়ো করে, ঘনসন্নিবিষ্ট দল পাকিয়ে ফেলল। ছেলে দুটো দাঁড়িয়েছিল, যেন মা-বাপকে রক্ষা জন্য, তারাও ঐ দলের মধ্যে পড়ে গেল। একজন লম্বা-চওড়া বেলিফ ছুটে এসে বনাসেরা যে সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল তার পথটি বন্ধ করতে কন্তু তার কোনো দরকার ছিল না।

তকাল অ্যামেরিকায় বাস করেছিল আমেরিগো বনাসেরা, এখানকার আইন-শৃঙ্খলার ওপর ওর আস্থা ছিল। তার ফলে ওর বৈষয়িক উন্নতিই হয়েছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে বিদ্বেষে ওর মাথায় আগুন জ্বলছিল, একটা বন্দুক কিনে ঐ দুই ছোকরাকে হত্যা করার উন্মত্ত বাসনায় মাথার খুলি পর্যন্ত ঝন্-ঝন্ করছিল। তারই মধ্যে বনাসেরা তার স্ত্রীর দিকে ফিরল, সে তখনো কিছুই বোঝেনি, বনাসেরা তাকে বুঝিয়ে বলল, "ওরা আমাদের বোকা বানিয়েছে।" একটু থেমে মন ঠিক করে ফেলল সে, যা থাকে কপালে, "ন্যায়বিচারের জন্য ডন কর্লিয়নির কাছে হাঁটু গেড়ে কেঁদে পড়তে হবে।"

এদিকে লস এঞ্জেলেসের একটা চটকদার হোটেলের দারুণ স্যুইটে যে-কোনো সাধারণ স্বামীর মতোই জনি ফন্টেন ঈর্ষার চোটে মদ খেয়ে চুর হয়ে ছিল। একটা লাল কৌচে শুয়ে, থেকে থেকে এক হাতে ধরা এক বোতল স্কচ্ হুইস্কি থেকে নির্জলা টান দিচ্ছিল সে, তার পরেই জল আর বরফের কুচি ভরা একটা কাচের বালতিতে মুখ ডুবিয়ে মদের স্বাদ ধুয়ে ফেলছিল।

তখন ভোর চারটে, জনি মোদো স্বপ্ন দেখছিল দুশ্চরিত্রা স্ত্রী বাড়ি ফিরলেই তাকে খুন করে ফেলবে। অর্থাৎ যদি সে আদৌ বাড়ি ফেরে। প্রথমা স্ত্রীকে ফোন করে মেয়ে দুটোর খবর নেওয়ার পক্ষে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছিল আর

বন্ধুদের কাউকে ডাকা সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটু 'কিন্তু' ছিল, জনির কর্মজীবনের সাফল্য যে-রকম তাড়াতাড়ি ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছিল। এমন সময় ছিল, যখন ভোর চারটের সময়ে ডাকলে ওরা কৃতার্থ হয়ে যেত; এখন ওদের বিরক্তি ধরে। এই অবস্থাতেও ভেবে একটু হাসি পেল যে যখন জনি ফন্টেনের নামডাক ছিল, তখন অ্যামেরিকার চলচ্চিত্রের সেরা তারকারাও জনির ব্যক্তিগত সমস্যার কথা শুনতে ব্যগ্র হয়ে উঠত।

স্কচের বোতল থেকে আরেক ঢোক গিলতেই, অবশেষে দরজায় স্ত্রীর চাবির শব্দ কানে এল; তবু জনি মদ গিলে চলল যতক্ষণ না সে ঘরে ঢুকে ওর সামনে দাঁড়াল। ওর চোখে এই মেয়ে কি অপূর্ব সুন্দর, দেববালার মতো মুখ, ভাবগম্ভীর বেগুনী চোখ, কি চিক্কণ ভঙ্গুর নিখুঁত দেহের গড়ন। রুপালী পরদায় সে রূপ শতগুণে বর্ধিত হয়ে, ভাবে বিভোর হয়ে দেখা দিত। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দশ কোটি পুরুষ মার্গট অ্যাশটনের ঐ মুখের প্রেমে আকুল। রুপালী পরদায় ও মুখ দেখবার জন্য তারা টাকা খরচ করত।

জনি ফন্টেন জিজ্ঞাসা করল, "কোন চুলোয় গেছিলে?"

সে বলল, "বেরিয়েছিলাম ঢলাঢলি করতে।'

জনির মাতলামির হিসাব পায়নি সে। এক লাফে ককটেল-টেবিল ডিঙিয়ে, জনি ওর গলা টিপে ধরল। কিন্তু সেই অপরূপ মুখের, সেই অপূর্ব বেগুনী চোখের অত কাছে আসবামাত্র ওর রাগ পড়ে গেল; আবার অসহায় হয়ে পড়ল জনি। ভুলক্রমে ব্যঙ্গ করে হাসল মার্গট, অমনি জনি ঘুষি তুলল। চিৎকার করে উঠল মার্গট, "মুখে নয়, জনি, আমি যে এখন ছবি করছি।"

এই হাসছিল সে। ওর পেটে এক কিল মারতেই ও মাটিতে পড়ে গেল। জনিও ওর ওপরে পড়ল। নিশ্বাস নেবার জন্য হাঁসফাঁস করছিল মার্গট, সে নিশ্বাসের গন্ধও জনির নাকে এল। তারপর ওপর হাতে আর রেশমের মতো মসৃণ রোদে-রাঙা পায়ে কিল মারতে লাগল জনি। বহুকাল আগে জনি যখন বয়সে কিশোর ছিল, নিউ ইয়র্কের গুণ্ডাপাড়া, হেল্‌স্ কিচেনে, যেমন করে নাকে-সিকনি ছোট ছেলেদের ঠ্যাঙাত, তেমনি করে আজ জনি স্ত্রীকে ঠ্যাঙাল। খুব ব্যথা লাগল বটে, কিন্তু দাঁত নড়ে কি নাক ভেঙে স্থায়ীভাবে তার রূপ নষ্ট হল না।

তবু যথেষ্ট জোর মারেনি। পারেনি মারতে। ওর দিকে চেয়ে ফিক্‌ফিক্ করে হাসছিল মেয়ে। হাত পা এলিয়ে মাটিতে শুয়েছিল, ব্রোকেডের গাউন উরুর ওপর উঠে গেছিল, তবু হাসির ফাঁকে ফাঁকে ওকে বিদ্রূপ করে বলছিল, "এসো না, ঢোকাও, জনি, আসলে তাই তো চাও।"

জনি উঠে পড়ল। মাটিতে শোয়া ঐ মেয়ে ওর দু'চক্ষের বিষ, কিন্তু ঐ রূপ যেন একটা জাদু-করা ঢালের মতো। গড়িয়ে সরে গিয়ে, নর্তকীর মতো এক লাফে উঠে পড়ে, জনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোট মেয়ের মতো ব্যঙ্গভরে সে নেচে

নেচে সুর করে বলতে লাগল, "জনি আমাকে মারেনি! জনি আমাকে মারেনি!" তারপর কেমন যেন বিষণ্ণতার সঙ্গে, সুগভীর সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে বলল, "ওরে আহাম্মুক, ছোট ছেলের মতো হাতে-পায়ে জং ধরিয়ে দিলি, হতভাগা! জনি, তুমি চিরকেলে বোকা, কাঁচা, স্বপ্নবিলাসী! প্রেম কর পর্যন্ত ছোট ছেলের মতো। তুমি এখনো ভাব মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া বুঝি সেই যে সব ন্যাকা গান গাইতে তুমি, সেইরকম!" মাথা নেড়ে সে আবার বলল, "বেচারা জনি। গুডবাই, জনি।" এই বলে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল; দরজার চাবি ঘোরানোর শব্দ জনির কানে এল।

দু হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে রইল জনি। গ্লানিকর, অপমানকর নৈরাশ্যে মন অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর যে প্রাণশক্তির জোরে রাস্তার ছেলেরা বাঁচে, যার জন্য হলিউডের জঙ্গলে ওর আজও বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে, তারই জোরে ফোন তুলে জনি এয়ার-পোর্টে যাবার জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকল। নিউ-ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে। ওর এখন যে-ক্ষমতার যে-বিচক্ষণতার দরকার, যে-ভালোবাসার ওপর ও নির্ভর করতে পারে, পৃথিবীতে একটিমাত্র লোকের কাছে সে-সব আছে, তারই কাছে যাবে জনি। ওর ধর্মপিতা কর্লিয়নি।

নাজোরিনি রুটি তৈরি করত, চেহারাটাও ওর প্রকাণ্ড ইতালীয় রুটির মতোই ফোলা-ফোলা, মচমচে। সারা গায়ে ময়দা মেখে, ওর স্ত্রীর, ওর বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ক্যাথারিনের আর ওর সহকারী এন্‌জোর দিকে ভুরু কুঁচকে নাজোরিনি তাকিয়ে ছিল। কাপড় ছেড়ে, এন্‌জো আবার তার যুদ্ধবন্দীর উর্দি পরেছিল; জামার হাতায় সবুজ অক্ষর লেখা একটা ব্যাণ্ড। এই ব্যাপারের জ... গভর্নর্স আইল্যাণ্ডে হাজিরা দিতে যদি দেরি হয়ে যায়, এই ভয়েই সে আধ... অনেক হাজার ইতালীয় যুদ্ধবন্দীকে সে সময়ে রোজ পারোলে ছেড়ে দেওয়া হ..., যাতে তারা মার্কিনী অর্থনীতির উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে। এন্‌জোর সদাই ভয় এই বুঝি ওর অনুমতি রদ হয়ে গেল।

কাজেই আজকের এই ছোটখাটো প্রহসনটি ওর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

নাজোরিনি তেরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আমার মেয়ের ধর্মনষ্ট করেছ? স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটা খুদে পোঁটলা দিয়েছ ওকে? এখন যুদ্ধ থেমে গেছে, এবার অ্যামেরিকা তোমার পশ্চাদ্ভাগে পদাঘাত করে তোমাকে সিসিলির সেই গুয়ো গাঁয়ে ফেরত পাঠাবে, সে-কথা তুমি জান।"

এন্‌জো মানুষটি খুব বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা; বুকের ওপর হাত রেখে কাঁদো কাঁদো ভাবে, কিন্তু খুব বুদ্ধি করে সে বলল, "কর্তা, যীশুর মায়ের দিব্যি, আমি কখনো আপনার দয়ার সুবিধা নিইনি। আপনার মেয়েকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। বিনীতভাবে বলছি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমি জানি

আমার কোনো অধিকার নেই, কিন্তু ওরা আমাকে একবার ইটালি পাঠালে আর আমার অ্যামেরিকায় ফেরা হবে না। তাহলে ক্যাথারিনকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

নাজোরিনির স্ত্রী ফিলোমিনার সোজা কথা, "ও সব ঢং রাখ।" তারপর নাদুসনুদুস স্বামীটিকে বলল, "জানই তো তোমাকে কি করতে হবে। এন্‌জোকে এখানে রেখে দেবে, লং আইল্যাণ্ডে আমাদের আত্মীয়দের কাছে লুকিয়ে রাখবে।"

ক্যাথারিন কান্নাকাটি করছিল। এরই মধ্যে দিব্যি মোটা হয়ে পড়েছিল সে, সাদামাটা মুখ, তাতে মিহি একটু গোঁফের রেখা। এন্‌জোর মতো সুদর্শন স্বামী আর কোথাও সে পাবে না, আর কোনো পুরুষমানুষ অমন শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমের সঙ্গে ওর শরীরের গোপন জায়গাগুলোতে হাত দেবে না। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাপকে ক্যাথারিন বলল, আমি ইটালিতে গিয়ে থাকব। তোমরা এন্‌জোকে এখানে রাখার ব্যবস্থা না করলে, আমিও পালিয়ে যাব!"

নাজোরিনি চতুর চোখে ওর দিকে তাকাল। ভারি সেয়ানা ওর এই মেয়েটা। নাজোরিনি লক্ষ্য করেছিল এন্‌জো যখন তন্দুর থেকে গরম গরম রুটি বের করে, খদ্দেরদের টেবিলের টুকরি বোঝাই করত, তখন ক্যাথারিনের পিছনে একটুখানি জায়গা দিয়ে তাকে যাওয়া-আসা করতে হত, আর ক্যাথারিন তার পরিপুষ্ট পশ্চাৎভাগটি ইচ্ছা করে ওর গায়ে ঘষত। সময়মতো ব্যবস্থা না করলে ব্যাটাচ্ছেলের গরম রুটি ঐ মেয়ের তন্দুরে উঠবে। এন্‌জোকে অ্যামেরিকাতে ধরে রাখতে হবে, ওকে অ্যামেরিকার নাগরিক বানাতে হবে। একটিমাত্র লোক আছে যে এই বন্দোবস্ত করতে পারবে। সে হল ধর্মপিতা, ডন কর্লিয়নি।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ শনিবার, শ্রীমতী কন্‌স্ট্যান্‌সিয়া কর্লিয়নির বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্য এরা সকলে এবং আরো অনেকে এন্‌গ্রেভ করা নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল। কনের বাপ ডন ভিটো কর্লিয়নি কখনো পুরনো বন্ধু কিংবা প্রতিবেশীদের কথা ভুলে যেতেন না, যদিও আজকাল তিনি লং আইল্যাণ্ডে মস্ত এক বাড়িতে থাকতেন। ঐ বাড়িতেই বিয়ের উৎসব হবে, সারাদিন ধরে আমোদ আহ্লাদ চলবে। একটা এলাহি ব্যাপার হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ সবে থেমে গিয়েছিল, কাজেই কারো ছেলে যুদ্ধ করছে এ দুশ্চিন্তা সেদিনের আমোদ-প্রমোদকে ম্লান করে দেবে না। মনের আনন্দ প্রকাশ করতে হলে বিয়েবাড়ির মতো আছে কি!

অতএব সেই শনিবারের সকালে ডন কর্লিয়নির বন্ধুবান্ধবরা তাঁর সম্মান রক্ষার্থে নিউ-ইয়র্ক শহর থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল। প্রত্যেকে ঘি রঙের খামে ভরে টাকা নিয়ে এসেছিল, বিয়েতে উপহার দেবার জন্য, চেক্‌-

টেক্ নয়। প্রত্যেকটি খামে একটা করে কার্ডে দাতার পরিচয় দেওয়া ছিল এবং তাতে করেই ধর্মপিতার প্রতি তাদের ভক্তির মাত্রাটাও প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনিও সে-ভক্তির বাস্তবিকই যোগ্য ছিলেন।

সাহায্যের জন্য সবাই ডন ভিটো কর্লিয়নির কাছে আসত, কাউকে তিনি ফিরিয়ে দিতেন না। কাউকে তিনি ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিতেন না, কাপুরুষের মতো এ-কথাও বলতেন না যে তাঁর চাইতেও প্রবল কোনো শক্তির কারণে তাঁর হাত-পা বাঁধা। সাহায্য পেতে হলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবারও দরকার ছিল না, তাঁর সে ঋণ শোধ করবার সঙ্গতি না থাকলেও কিছু এসে যেত না। কেবল একটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল। সেটি হল, প্রার্থীকে যেচে গিয়ে বন্ধুত্ব নিবেদন করতে হত। তা হলেই প্রার্থী যত দরিদ্র দুর্বলই হোক না কেন, ডন কর্লিয়নি বুক পেতে তার সমস্ত দুশ্চিন্তা নিজে গ্রহণ করতেন। আর সেই দুঃখের কারণ দূর করবার পথে কোনো বাধাকেই তিনি মানতেন না। তাঁর পুরস্কার? বন্ধুত্ব, মর্যাদাসূচক 'ডন' উপাধি, কিংবা কখনো কখনো তার চাইতেও স্নেহের সম্বোধন, "ধর্মপিতা"। আর হয়তো, শ্রদ্ধা জানাবার হেতু, লাভের জন্য নয়, তাঁর বড়দিনের ভোজের জন্য এক গ্যালন ঘরে তৈরি মদ, কিংবা সযত্নে বেক করা এক ঝুড়ি ঝাল নিমকি। তাছাড়া এই রকম বোঝাবুঝি ছিল যে যদিও ব্যাপারটা একটু লৌকিকতা ছাড়া কিছুই নয়, তবু গিয়ে বলতে হত যে তাঁর কাছে তুমি ঋণী আর ছোটখাটো কোনো কাজ দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে বলার তাঁর অধিকার রইল।

আজকের এই শুভদিনে, মেয়ের বিয়ের দিনে, ডন ভিটো কর্লিয়নি তাঁর লং বীচের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন; তারা সবাই তাঁর পরিচিত, সবাইকে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাদের মধ্যে অনেকে তাদের সমস্ত জীবনের সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে ঋণী ছিল; আজ এই আন্তরিক উপলক্ষে তারা তাঁকে সামনাসামনি ধর্মপিতা বলে ডাকবারও সাহস পাচ্ছিল। বাপের-বাড়ির কাজকর্ম করছিল যারা, তারাও তাঁর বন্ধুবান্ধব। পানীয়ের টেবিলে মদ ঢেলে দিচ্ছিল যে, সেও এক পুরনো সঙ্গী; সুপটু পরিচালনা ছাড়া সমস্ত মদ-ও তারই দেওয়া। পরিবেশকরা ছিল তাঁর ছেলেদের বন্ধুবান্ধব। বাগানের মধ্যে পিকনিকের টেবিলে সাজানো উপাদেয় খাবারগুলি ডনের স্ত্রী আর তাঁর বন্ধুদের হাতে রান্না। এক একর জায়গা জুড়ে বাগানটিকে রঙ-বেরঙের মালা দিয়ে সাজিয়েছিল কনের তরুণী বান্ধবীরা।

সমান প্রীতির সঙ্গে সকলকে ডন কর্লিয়নি স্বাগত জানাচ্ছিলেন, তা সে ধনীই হোক আর গরীবই হোক, ক্ষমতাশালীই হোক বা দীনহীনই হোক। কারো অনাদর করেননি। ঐ তাঁর স্বভাব। অতিথিরাও বারবার বলছিল কালো সান্ধ্য-পোশাকে তাঁকে কেমন সুন্দর মানিয়েছে, যে-কোনো অনভিজ্ঞ দর্শক দেখলে মনে করবে যে উনিই বুঝি বিয়ের সৌভাগ্যবান বর।

দরজার সামনে বাপের সঙ্গে ছিল তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দুজন। বড় ছেলের ভালো নাম সান্তিনো, কিন্তু বাবা ছাড়া সবাই তাকে ডাকত সনি, প্রৌঢ় ইতালীয় ভদ্রলোকরা তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন। যুবকরা তাকাচ্ছিল সশ্রদ্ধভাবে। এক পুরুষ অ্যামেরিকাবাসী ইতালীয় মা-বাপের ছেলের পক্ষে সনি ছিল বেশ লম্বা, প্রায় ছ ফুট, তার ওপর মাথাভরা এলোমেলো কোঁকড়া চুল, তাতে আরো লম্বা দেখাত। মুখখানা ছিল কিঞ্চিৎ স্থূল, কিউপিডের মতো, নাক চোখ সুগঠিত, ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁটজোড়া ছিল পুরু, দেখে মনে হত ইন্দ্রিয়াসক্ত, তার নিচে টোল-খাওয়া বিভক্ত থুতনিতে কেমন যেন অদ্ভুত অশ্লীলতার ইঙ্গিত ছিল। ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী শরীরের গড়ন, সকলেই বলত নাকি প্রকৃতি ওকে এমনি মুক্তহস্তে দান করেছিল যে অবিশ্বাসীরা সেকালে যে রকম 'র‍্যাক' নামক যন্ত্রকে ভয় করত, ওর উৎপীড়িতা স্ত্রী বেচারাও ওদের দাম্পত্য শয্যাকে তেমনি ভয় করত। কানাকানি শোনা যেত যে প্রথম যৌবনে সনি যখন বেশ্যাবাড়ি যেত, সেখানকার সবচাইতে ডাকসাইটে দুর্দান্ত মেয়েমানুষরাও একবার ওর বিশাল ইন্দ্রিয়খানির দিকে তাকিয়ে অমনি দ্বিগুণ মাসুল দাবি করত।

আজকের এই বিয়েবাড়িতেও কয়েকজন কমবয়সী চওড়া-কোমর বড়-মুখ গিন্নি গম্ভীরভাবে এবং অভিজ্ঞ চোখে সনি কর্লিয়নির মাপ নিচ্ছিল। তবে আজকের এই বিশেষ দিনে ওদের কষ্টই সার। কারণ স্বয়ং স্ত্রী ও তিনটি শিশুসন্তানের উপস্থিতি সত্ত্বেও, সহোদরার নীত-কনে লুসি ম্যানচিনিকে কেন্দ্র করে সনির অন্য মতলব ছিল। গোলাপী উৎসব-বেশে, চকচকে কালো চুলে ফুলের মুকুট পরে, বাগিচার এক টেবিলের ধারে বসে এই তরুণীও সে-বিষয়ে খুবই সচেতন ছিল। সারা সপ্তাহ ধরে যখন বিয়ের মহড়া চলেছিল, এই মেয়ে সনির সঙ্গে রঙ্গ জমিয়েছিল এবং আজ সকালেও বিয়ের অনুষ্ঠানের সময়ে সনির হাত চেপে ধরেছিল। একজন তরুণী কুমারী তার চাইতে বেশি আর কি করতে পারে ?

ছেলে যে বাপের মতো একজন মহাপুরুষ হয়ে উঠবে না, তাতে লুসি থোড়াই কেয়ার করত। সনি কর্লিয়নির গায়ে জোর আর বুকে বল ছিল। ভারি উদারও ছিল, হৃদয়টাও ওর সেই ইন্দ্রিয়টির মতোই বৃহদাকার ছিল। তবু বাবার মতো বিনয়ী ছিল না সে, তার বদলে চট্ করে রেগে উঠত আর রাগলে বিচার-বুদ্ধি হারাত। যদিও বাপের ব্যবসায়ে ও খুবই সহায়তা করত, তবু এই ছেলেই তাঁর উত্তরাধিকারী হবে কি-না সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল।

মেজ ছেলের নাম ফ্রেডারিকো, সবাই ডাকত ফ্রেড কিংবা ফ্রিডো, সব ইতালীয় মা-বাবারা এমন ছেলের জন্যই প্রার্থনা করত। কর্তব্যপরায়ণ, বিশ্বাসী, সর্বদা বাপের হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত, ত্রিশ বছর বয়সেও মা-বাপের সঙ্গে সে বাস করত। বেঁটে, কিঞ্চিৎ ভারি গড়নের, সুপুরুষ না হলেও কর্লিয়নি

পরিবারের আর সকলের মতো কিউপিডের মাথা, গোল মুখের ওপর কোঁকড়া চুলের শিরস্ত্রাণ, ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁট। তবে ফ্রেডের ঠোঁটে ইন্দ্রিয়াসক্তির চিহ্ন ছিল না, মনে হত গ্রানাইট পাথরে কোঁদা। চরিত্রে একটা শক্ত নীরস ভাব, তবু সে বাপের যষ্টিস্বরূপ ছিল, কখনো তাঁর মুখের ওপর তর্ক করত না, কিংবা নারীসংঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তাঁকে লজ্জা দিত না। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, ওর সেই প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল না যা মানুষের মনকে টানে, সেই পশু-বলও ছিল না, লোকনেতা হতে হলে যার একান্ত প্রয়োজন হয়। সেও যে বাপের উত্তরাধিকারী হবে এমন আশা কেউ করত না।

তৃতীয় ছেলে মাইকেল কর্লিয়নি বাবার আর বড় দুই ভাইয়ের সঙ্গে দরজার কাছে না দাঁড়িয়ে, বাগানের সব চাইতে নিভৃত কোণে একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল। কিন্তু সেখানে বসেও সে আত্মীয়-বন্ধুদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

মাইকেল কর্লিয়নি ছিল ডনের কনিষ্ঠ ছেলে, একমাত্র সে-ই বিখ্যাত বাপের নির্দেশ মেনে চলতে রাজী হয়নি। অন্য ছেলেদের মতো মাইকেলের ঐ কিউপিডের মতো ভারি মুখ ছিল না, কুচকুচে কালো চুলগুলো কোঁকড়া না হয়ে বরং সোজা ছিল। গায়ের রঙও কেমন পরিষ্কার সোনালী মেশানো বাদামী, কোনো মেয়ের অমন রঙ হলে সবাই তাকে সুন্দর বলত। একটা চিক্কণ মিহি ধরনের রূপ ছিল তার। এমনও সময় গেছিল যখন ছেলের পৌরুষ সম্বন্ধে ডনের দুশ্চিন্তা হত। তবে মাইকেলের যখন সতেরো বছর বয়স হল, সে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছিল।

আজ ডনের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বাগানের একেবারে কোনাতে একটা টেবিলের ধারে বসেছিল, যাতে সে যে স্বেচ্ছায় বাপের এবং বাড়ির অন্যান্যদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সে-কথা প্রকট হয়। ওর পাশে যে অ্যামেরিকান মেয়েটি বসে ছিল, তার কথা সকলেই শুনেছিল, কিন্তু এতাবৎ কেউ চাক্ষুষ দেখেনি। মাইকেল অবশ্য শীলতা বজায় রেখে বিয়েবাড়ির সকলের সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে পরিবারের সকলেও ছিল। তারা ওকে দেখে খুব একটা প্রভাবিত হয়নি। বড় বেশি রোগা, বড্ড ফরসা, মেয়েমানুষের পক্ষে মুখটা বড় বেশি চোখা চালাক, আর ভাবখানাও একজন কুমারী মেয়ের পক্ষে বড় বেশি সপ্রতিভ। ওর নামটাও ওদের কানে ভারি অদ্ভুত শোনাল, কে অ্যাডাম্‌স্‌। ঐ মেয়ে যদি ওদের বলত যে ওর পূর্ব-পুরুষরা দুশো বছর আগে অ্যামেরিকায় এসে বসবাস শুরু করেছিল এবং ওর পদবীটি সর্বজনবিদিত, তা হলেও ওরা তাচ্ছিল্য দেখিয়ে শুধু একটু কাঁধ ঝাঁকাত।

অতিথিরা সকলেই লক্ষ্য করেছিল যে ডন তাঁর এই তৃতীয় ছেলেটির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছিলেন না। যুদ্ধের আগে অবধি মাইকেলই তাঁর প্রিয়পাত্র ছিল, আর দেখেই বোঝা যেত যে সময়কালে পারিবারিক ব্যবসা চালাবার

জন্য ওকেই বেছে নেওয়া হবে। বিখ্যাত বাপের নীরব শক্তি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সবটাই ও পেয়েছিল, সেই সঙ্গে ওরও এমন ভাবে চলবার একটা জন্মগত ক্ষমতা ছিল, যাতে মানুষ মাত্রেরই ওকে শ্রদ্ধা না করে উপায় ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই মাইকেল কর্লিয়নি স্বেচ্ছায় গিয়ে মেরিন কোরে, অর্থাৎ সামুদ্রিক বাহিনীতে নাম লেখাল। বাপের বিশেষ বারণ সত্ত্বেও মাইকেল এ কাজ করেছিল।

নিজে যাকে একটা বিদেশী শক্তি বলে জ্ঞান করতেন, তার সেবার্থে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে নিহত হতে দেবেন, ডন কর্লিয়নির এমন ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিল না। ডাক্তারদের ঘুষ দেওয়া হয়েছিল, গোপন ব্যবস্থাও হয়ে গেছিল। উপযুক্ত বন্দোবস্তের জন্য প্রচুর টাকাও খরচ করা হয়েছিল। কিন্তু মাইকেলের একুশ বছর বয়স হয়ে গেছিল, তার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কিছুই করা যায়নি। নাম লিখিয়ে' প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে সে যোগদান করেছিল। ক্যাপ্টেন হয়েছিল মাইকেল, পদক পেয়েছিল। ১৯৪৪ সালে লাইফ পত্রিকাতে ওর ছবি বেরিয়েছিল, সেই সঙ্গে ওর নানান কীর্তির সচিত্র বিবরণী। পত্রিকাটা একজন বন্ধু ডন কর্লিয়নিকে দেখিয়েছিল, বাড়ির লোকদের সাহসে কুলোয়নি। একটা তাচ্ছিল্য-সূচক শব্দ করে ডন বলেছিলেন, "বিদেশীদের জন্য ও এ সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকে।"

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে যখন সামরিক বিভাগ থেকে মাইকেল কর্লিয়নি মুক্তি পেল, যাতে আহত ও অক্ষম অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে, ওর কোনো ধারণাই ছিল না যে ওর বাবাই এই নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকার পর, কাউকে কিছু না বলে মাইকেল নিউ হ্যাম্পশেয়ারের হ্যানোভার শহরে ডার্টমাথ কলেজে ভরতি হয়ে গেল। এই ভাবে সে বাপের বাড়ি ছেড়েছিল। এতদিন পরে বোনের বিয়ে উপলক্ষে সে বাড়ি এসেছিল, সেই সঙ্গে নিজের ভাবী স্ত্রীকে দেখাবার উদ্দেশ্যও ছিল, ঐ ধোপ-খাওয়া ন্যাকড়ার মতো মার্কিনী মেয়েটাকে।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে যারা একটু চটকদার, তাদের সম্বন্ধে ছোট ছোট গল্প বলে মাইকেল কর্লিয়নি কে অ্যাডমসের মনোরঞ্জন করেছিল। উল্টে কে-র চোখে যে ঐ সব লোককে ভারি রোমাঞ্চময় মনে হচ্ছিল তাই দেখে মাইকেলেরও মজা লাগছিল। তাছাড়া যা কিছু নতুন, যা কিছু ওর অভিজ্ঞতার বাইরে, তাতেই ওর এত বেশি কৌতূহল দেখে মাইকেল মুগ্ধও হচ্ছিল, সর্বদাই যেমন হত। অবশেষে কে-র চোখে পড়ল ছোট একদল লোক এক পিপে ঘরে-তৈরি মদের চারদিকে কেমন জটলা পাকিয়েছে। সেই লোকগুলি হল আমেরিগো বনাসেরা, নাজোরিনি বলে রুটিওয়ালা, অ্যান্টনি কপোলা আর লুকা ব্রাসি। ওর স্বাভাবিক সজাগ বুদ্ধির সাহায্যে কে মন্তব্য করেছিল যে চারজন লোককে দেখে খুব খুশি মনে হচ্ছে না। মাইকেল মৃদু হাসল, "খুশি তো নয়-ই ওরা।

ওরা যে গোপনে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁর কাছে কিছু চাইবে ওরা।" বাস্তবিকই, দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল যে ডন যেখানেই যাচ্ছিলেন, ওদের চোখও তাঁকে অনুসরণ করছিল।

ডন কর্লিয়নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভিবাদন জানাচ্ছিলেন, এদিকে একটা কালো বন্ধ শেভ্রলে গাড়ি এসে শান-বাঁধানো প্রাঙ্গণের উল্টো দিকে থামল। সামনের সীটে বসা দুজন লোক তাদের কোটের পকেট থেকে নোট-বই বের করে, কোন রকম গোপনীয়তার চেষ্টা না করেই, প্রাঙ্গণের চারদিকে রাখা অন্যান্য গাড়িগুলোর নম্বর টুকে নিতে লাগল। বাপের দিকে ফিরে সনি বলল, "ঐ ব্যাটারা নিশ্চয় পুলিসের লোক।"

ডন কর্লিয়নি কাঁধ তুলে বললেন, "আমি তো আর রাস্তাটার মালিক নই। ওদের যা খুশি তাই করতে পারে।"

রাগের চোটে সনির ভারি কিউপিড-মুখটা লাল হয়ে উঠল। "পাজি নচ্ছার, কোনো জিনিসের প্রতি কি ওদের শ্রদ্ধা থাকতে নেই?" বাড়ির সিঁড়ি থেকে নেমে প্রাঙ্গণ পার হয়ে সনি কালো বন্ধ গাড়িটার কাছে গেল। রেগেমেগে চালকের মুখের কাছে মুখ নিতেই, এতটুকু না ঘাবড়ে সে লোকটা ওয়ালেটের খাপ খুলে একটা সবুজ পরিচয়-পত্র দেখিয়ে দিল। কোনো কথা না বলে, সনি পিছু হটে গেল তারপর এমন ভাবে এক গাল থুতু ফেলল যাতে গাড়িটার পিছনের দরজার ওপর পড়ে, থুতু ফেলে সনি চলে এল। ওর আশা ছিল গাড়ির চালক গাড়ি থেকে নেমে ওর পিছন পিছন তেড়ে প্রাঙ্গণে উঠে আসবে, কিন্তু কিছুই হল না। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে সনি বাপকে বলল, "ব্যাটারা এফ-বি-আই-এর লোক। সব গাড়ির নম্বর টুকে নিচ্ছে! হারামজাদারা।"

ডন কর্লিয়নি জানতেন ওরা কে। তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বলে দেওয়া হয়েছিল কেউ যেন নিজের গাড়ি করে বিয়েবাড়িতে না আসে। যদিও ছেলের এই রকম নির্বোধের মতো রাগ দেখানোর তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, তবু তাতে একটা ভালো ফল দেবে। অনাহূত আগন্তুকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে তাদের আগমন একেবারে অপ্রত্যাশিত এবং তার জন্য কোনো প্রস্তুতিই হয়নি। কাজেই ডন রাগ করেননি। অনেক দিন আগেই তাঁর এই শিক্ষা হয়েছিল যে সমাজ মাঝে মাঝে মানুষের ওপর এমন সব অপমান ঢালে, চুপ করে সহ্য করতে হয়, এই আশাতে বুক বেঁধে যে এ জগতে এমন দিনও আসে যখন হীনতম ব্যক্তিও যদি চোখ কান খোলা রাখে, তাহলে অতিশয় ক্ষমতাশালীর ওপরেও প্রতিশোধ নিতে পারে। তাঁর এই জ্ঞান ছিল বলেই ডন কর্লিয়নি কখনো তাঁর সর্ববন্ধুজন-প্রশংসিত বিনয়ের ভাবটি হারাতেন না।

সে যাই হোক, ঠিক এই সময়ে বাড়ির পিছন দিকের বাগানে চার বাজনদার ব্যাণ্ড বেজে উঠল। সব অতিথিরা এসে গিয়েছিল। ডন কর্লিয়নিও অনাহূত

আগন্তুকদের চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে বিয়ের ভোজে যোগদান করতে চললেন।

ততক্ষণে মস্ত বাগানে বেশ কয়েক শো অতিথি জড়ো হয়েছিল; তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফুল দিয়ে সাজানো কাঠের মঞ্চের ওপর উঠে নাচছিল, বাকিরা নানা রকম উপাদেয় মসলাদার খাদ্যসামগ্রীর রাশি আর গ্যালন মাপের জগ ভরতি ঘরে তৈরি কালো মদে বোঝাই লম্বা লম্বা টেবিলের সামনে বসে ছিল। বিয়ের কনে, কনি কর্লিয়নি, জমকালো সাজসজ্জাসুদ্ধ একটা বিশেষ উঁচু টেবিলে, তার বর, নীত-কনেদের আর নীত-বরদের সঙ্গে শোভা পাচ্ছিল। সেকালের ইতালীয় পাড়াগেঁয়ে রীতিতে এই ভাবেই বিয়ের উৎসবের ব্যবস্থা হত। কনের এ ব্যবস্থা পছন্দ ছিল না, তবু বাবাকে খুশি করবার জন্য এমন আনাড়ি আয়োজনে সম্মত হয়েছিল, কারণ পতি-নির্বাচনের ব্যাপারে বাপকে সে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট করেছিল।

বরের নাম কার্লো রিট্‌সি, দো-আঁশলা, বাপ সিসিলির, মা ইটালির উত্তর দিকের মেয়ে; তাঁর কাছ থেকে ছেলে তার সোনালী চুল আর নীল চোখ পেয়েছিল। মা-বাপ নেভাডায় থাকতেন, আইনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অ-বনিবনার ফলে কার্লো সে রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছিল। নিউ-ইয়র্কে সনি কর্লিয়নির সঙ্গে আলাপ এবং সেই সূত্রে সনির বোনের সঙ্গেও। ডন কর্লিয়নি অবশ্য নেভাডায় বিশ্বাসী বন্ধু পাঠিয়ে খবর নিয়েছিলেন যে পুলিসের সঙ্গে অ-বনিবনাটা একটা বন্দুক নিয়ে, কাজেই তার কোনো গুরুত্ব ছিল না, খাতা থেকে ব্যাপারটাকে সহজেই মুছে ফেলা যায়, তাহলে পাত্রের কোনো খুত থাকে না। বন্ধুরা ফিরে এসে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়েছিল নেভাডায় কি ভাবে আইনানুমোদিত জুয়ো খেলা চলে থাকে। কথাটা শুনে ডনের বিশেষ কৌতূহল হয়েছিল এবং সেই ইস্তক তাই নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়াও করছিলেন। ডনের মহত্ত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে সব কিছু থেকেই তিনি লাভবান হতেন।

কনি কর্লিয়নি খুব একটা সুন্দরী ছিল না, রোগা, সহজেই ঘাবড়ে যেত, এ-ধরনের মেয়েরা একটু বয়স হলেই বড় খিটখিটে হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ সাদা বিবাহ-বেশে আর ব্যগ্র কৌমার্যের মহিমায় কনি এমন উজ্জ্বল উদ্ভাসিত রূপ ধরেছিল যে এক রকম সুন্দরীই দেখাচ্ছিল। কাঠের টেবিলের নিচে, স্বামীর পেশীবহুল উরুর ওপর কনি হাত রেখেছিল। কিউপিডের ধনুকের মতো কনির ঠোঁট তার উদ্দেশ্যে বাতাসে একটি হালকা চুমো ভাসিয়ে দিতে উদগ্র ছিল।

কনির মনে হত কার্লো অপরূপ রূপবান। অল্প বয়সে মরুভূমির খোলা বাতাসে কাজ করত, কঠিন পরিশ্রমের কাজ। তার ফলে এখন তার কি তাগড়াল বলশালী বাহু, কাঁধের পেশীর চাপে শৌখীন কোটের কাঁধ উঁচু হয়ে গেছে। বৌয়ের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-ভরা দৃষ্টিতে কার্লো গদ্‌গদ হয়ে, তার গেলাসে

মদ ঢেলে দিচ্ছিল। কনির প্রতি তার ঘটা করে সৌজন্য প্রকাশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা কোনো একটা নাটকে অভিনয় করছে। কিন্তু বরের চোখ কেবলই যাচ্ছিল কনের ডান কাঁধে ঝোলানো প্রকাণ্ড রেশমী থলিটার দিকে, ঐ থলি এখন খামেভরা টাকায় ঠাসা। কত টাকা ওতে ধরতে পারে? দশ হাজার? কুড়ি হাজার? কার্লো রিট্‌সি মুচকি হাসল। এই তো সবে শুরু। এক রকম বলতে গেলে সে এখন রাজার জামাই হয়েছে। ওরা ওর আদর-যত্ন করতে বাধ্য।

অতিথিদের ভিড়ের মধ্যে থেকে বেঁজির মতো তেল-চুকচুকে মাথাওয়ালা এক চালিয়াত ছোকরাও ঐ রেশমী থলিটার দিকে নজর দিচ্ছিল। স্রেফ অভ্যাসবশতঃ পলি গাটো ভাবছিল ঐ পুরুষ্টু টাকার থলিটি কি ভাবে ছিনতাই করা যায়। ভেবে সে মজা পাচ্ছিল। অবশ্য সে ভালো করেই জানত যে ওটা একটা অলস অর্থহীন দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়, ছোট ছেলেরা যেমন খেলার বন্দুক দিয়ে ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে। পলি দেখছিল ওর ওপরওয়ালা মোটা, আধবয়সী পিটার ক্লেমেন্‌জা কেমন কাঠের মঞ্চের ওপর উঠে, অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে উল্লসিত গ্রাম্য ট্যারান্টেলা নাচ নাচছে। বেজায় লম্বা ঐ ক্লেমেন্‌জা, চওড়াও তেমনি, অথচ নাচছিল কেমন দক্ষ বেপরোয়া ভাবে; ওর শক্ত ভুঁড়িটা কেমন বেঁটে বেঁটে ছেলেমানুষ মেয়েগুলোর বুকের সঙ্গে লাম্পট্যভরে ধাক্কা খাচ্ছিল। তাই দেখে অন্য অতিথিরা ওকে বাহবা দিচ্ছিল। একটু বয়স্ক মহিলারা এর পর ওর পার্টনার হবার জন্য ওর হাত ধরে টানাটানি করছিল। কমবয়সী পুরুষরাও সশ্রদ্ধ ভাবে ওর জন্য জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল আর ম্যাণ্ডোলিনের খ্যাপা তালের সঙ্গে তাল রেখে হাততালি দিচ্ছিল। অবশেষে ক্লেমেন্‌জা যখন হাঁপিয়ে উঠে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, পলি গাটো ওর জন্য এক গেলাস কালো মদ এনে, রেশমী রুমাল দিয়ে স্বয়ং দেবতাদের প্রধান জোভের যোগ্য ঐ কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল। তিমি মাছের মতো হাঁসফাঁস করতে করতে গলায় মদ ঢালছিল ক্লেমেন্‌জা। কিন্তু কোথায় পলিকে ধন্যবাদ দেবে, তা না, সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল, "দেখ, নাচের বিচারক হতে হবে না, যাও, নিজের কাজ কর গে। চারদিকে ঘুরে দেখ সব ঠিকঠাক আছে কি না।" পলি ভিড়ের মধ্যে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল।

ব্যাণ্ড-বাদকরা এবার একটু টিফিনের ছুটি নিল। নিনো ভ্যালেন্টি বলে এক ছোকরা পড়ে-থাকা একটা ম্যাণ্ডোলিন তুলে নিয়ে, চেয়ারের ওপর বাঁ পা তুলে দিয়ে, সিসিলির একটা কিঞ্চিৎ অমার্জিত ধরনের প্রেমের গান গাইতে লাগল। নিনোর মুখখানা ছিল বাস্তবিক সুন্দর, যদিও ক্রমাগত মদ খেয়ে খেয়ে কেমন ফুলো-ফুলো দেখতে হয়েছিল, এমন কি এরই মধ্যে নিনোর একটু নেশা ধরেছিল। জিব দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে অশ্লীল পদগুলো গাইছিল নিনো, আর তার বিলোল চোখে তাকাচ্ছিল। মেয়েরা আমোদের চোটে চিৎকার করছি

পুরুষরা প্রত্যেক চরণের শেষ শব্দটা নিনোর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উচ্চারণ করছিল।

এসব বিষয়ে ডন কর্লিয়নির গোঁড়ামির যথেষ্ট অখ্যাতি ছিল, কিন্তু তাঁর মোটা গিন্নিটি সকলের সঙ্গে সানন্দে চ্যাচাচ্ছেন দেখে তিনি বুদ্ধি করে, বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাই দেখে সনি কর্লিয়নি কনের টেবিলে গিয়ে, তরুণী নীত-কনে লুসি ম্যান্‌চিনির পাশে বসে পড়ল। এখন কোনো বিপদ নেই। সনির বৌ রান্নাঘরে গিয়ে, পরিবেশনের আগে বিয়ের কেকটাতে শেষ সাজ দিচ্ছিল। সনি তরুণীর কানে কানে কি যেন বলতেই সে উঠে পড়ল। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে সনিও তার পিছন পিছন চলল, ভিড় ঠেলে যাবার পথে দাঁড়িয়ে অতিথিদের মধ্যে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে দুটো চারটে কথাও বলে গেল।

সকলের চোখ ওদের অনুসরণ করল। এই নীত-কনে তিন বছর কলেজে পড়ে একেবারে অ্যামেরিকান বনে গেছিল; পাকা ফলটার মতো মেয়ে, এরই মধ্যে আলোচনার পাত্রীও হয়ে উঠেছিল। যতক্ষণ বিয়ের মহড়া চলেছিল, সনি কর্লিয়নিকে ঐ মেয়ে খানিকটা চটিয়ে, খানিকটা ঠাট্টা করে খেপিয়ে তুলেছিল, কারণ ওর ধারণা ছিল যে-হেতু ও নীত-কনে আর সনি নীত-বর, এতে কোনো দোষ হয় না। এখন মাটি থেকে গোলাপী গাউনটিকে একটুখানি তুলে ধরে, মুখে কপট সারল্যের হাসি নিয়ে, বাড়ির মধ্যে গিয়ে লুসি লঘু পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার স্নানের ঘরে ঢুকল। সেখানে কয়েক মিনিট ছিল সে। বেরোতেই, ওপরের ল্যাণ্ডিং থেকে সনি কর্লিয়নি ওকে ইশারায় ডাকল।

একটু উঁচু করে তৈরি একটা কোনার ঘরে ছিল ডন কর্লিয়নির আপিস। সেখানকার বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে টমাস হেগেন ফুলের মালা দিয়ে সাজানো বাগানের উৎসব দেখছিল। ওর পিছনের দেয়ালে থাকে থাকে আইনের বই সাজানো ছিল। হেগেন ছিল ডনের উকীল এবং কার্যকরী কনসিলিয়রি অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতা। এই জন্য ওঁদের পারিবারিক ব্যবসায় নিয়োজিত অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে ওর পদের একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

ডনের সঙ্গে এই ঘরে বসে হেগেন বহু জটিল সমস্যার সমাধান করেছিল, কাজেই যেই সে দেখল যে ডন উৎসবক্ষেত্র ছেড়ে বাড়িতে ঢুকলেন, হেগেন বুঝে নিল যে বিয়েই হোক আর যা-ই হোক, আজ কিছু কাজও সম্পন্ন করা হবে। ডন এসে ওর সঙ্গে দেখা করবেন। তার পরেই চোখে পড়ল সনি লুসির কানে কানে কি বলল, তার পরবর্তী প্রহসন শুরু হল এবং সনিও লুসির পিছন পিছন বাড়িতে ঢুকল। মুখ বিকৃত করে হেগেন একটুক্ষণ ভাবল কথাটা ডনের কানে তুলবে কি না, তারপর স্থির করল তা করবে না। ডেস্কের কাছে গিয়ে হেগেন একটা তালিকা তুলে নিল, যারা যারা ডনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি পেয়েছিল, তাদের নামের তালিকা। ডন ঘরে ঢুকতেই, হেগেন তাঁকে

তালিকাটা দিল। মাথা নেড়ে অনুমোদন জানিয়ে ডন কর্লিয়নি বললেন, "বনাসেরাকে সবার শেষে ডেকো।"

বাইরে যাবার লম্বা দরজা খুলে হেগেন সোজা বাগানে বেরিয়ে, যেখানে মদের পিপের চারপাশে প্রার্থীরা জটলা করছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে নাদুসনুদুস রুটিওয়ালা নাজোরিনির দিকে আঙুল দেখাল।

ডন কর্লিয়নি রুটিওয়ালাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিবাদন করলেন।

ইটালিতে দুজনে একসঙ্গে কত খেলা করেছিলেন, বন্ধুভাবেই দুজনে বড় হয়েছিলেন। প্রত্যেক বছর ঈস্টারের সময় তাজা ছানা আর সুজি নিয়ে ট্রাকের চাকার মতো প্রকাণ্ড আকারের, মুরগির ডিমের হলুদ দিয়ে সোনালী রঙ করা, সদ্য বেক করা পাই ডন কর্লিয়নির বাড়িতে এসে পৌঁছত। বড়দিনে কিংবা বাড়িতে কারো জন্মদিন উপলক্ষ্যে, উপাদেয় সব ক্ষীর-পোরা মিষ্টান্নের উপহার নাজোরিনিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। বছরের পর বছর, সুদিনে দুর্দিনে, বয়সকালে ডন যে বেকারি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাজোরিনি প্রফুল্ল মনে তার চাঁদা দিত। প্রতিদানে কখনো সে আর কোনো অনুগ্রহ ভিক্ষা করেনি, যুদ্ধের সময় কিছু কালোবাজারি চিনির কুপন কেনবার সুযোগ ছাড়া। এত দিন পরে বিশ্বাসী বন্ধুর দাবি জানাবার সময় এসেছিল; ডন কর্লিয়নিও সানন্দে তার অনুরোধ রক্ষা করবার আশায় ছিলেন।

তাকে একটা 'ডি নোবিলি' চুরুট আর এক গেলাস হলদে রঙের 'স্ট্রেগা' মদ খেতে দিয়ে, উৎসাহিত করবার জন্য তার কাঁধে হাত রাখলেন ডন কর্লিয়নি। এটি তাঁর মানবীয় গুণের প্রমাণ। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিজেও জানতেন মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষের কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইতে হলে কত সাহসের দরকার।

রুটিওয়ালা তাঁকে নিজের কন্যার আর এন্‌জোর কাহিনী বলল। সিসিলিতে বাড়ি, খাসা এক ইতালীয় ছেলে, মার্কিনী সৈন্যের বন্দী, যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাকে অ্যামেরিকা পাঠানো হয়েছিল, এদেশের সামরিক প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থে পারোলে ছাড়া পেয়েছিল। এন্‌জোর আর নাজোরিনির সযত্নে লালিত মেয়ে ক্যাথারিনের মধ্যে পবিত্র সশ্রদ্ধ প্রেমের উদ্রেক হয়েছিল, কিন্তু এবার যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে এন্‌জো বেচারিকে ইটালিতে ফেরত পাঠানো হবে আর নাজোরিনির কন্যা যে ভগ্নহৃদয় হয়ে প্রাণত্যাগ করবে সে-কথা বলাই বাহুল্য। একমাত্র ধর্মপিতা কর্লিয়নিই দুর্গতদের সাহায্য করতে পারেন। তিনিই ওদের শেষ অবলম্বন।

নাজোরিনির কাঁধে হাত রেখে ডন ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন, থেকে থেকে সহানুভূতি জানিয়ে মাথা নাড়ছিলেন যাতে লোকটা নিরুৎসাহ হয়ে না পড়ে। রুটিওয়ালার কথা শেষ হলে, তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ডন বললেন, "বন্ধু, সব দুর্ভাবনা ত্যাগ কর।" তারপর কি কি করতে হবে সব তাকে সাবধানে বুঝিয়ে দিলেন। ঐ অঞ্চলের কংগ্রেস সদস্যের কাছে আবেদন করতে হবে।

কংগ্রেস সদস্য তারপর একটা বিশেষ বিলের প্রস্তাব করবেন, তার জোরে এন্জো মার্কিনী নাগরিক হবার অনুমতি পেয়ে যাবে। সেই বিলটি কংগ্রেস থেকে অবশ্যই অনুমোদিত হয়ে যাবে। সব ব্যাটারা পরস্পরের জন্য ওটুকু করেই থাকে। ডন কর্লিয়নি বুঝিয়ে বললেন যে এর জন্য টাকা খরচ করতে হবে, চলতি বাজারে খরচ পড়বে দু হাজার ডলার। ডন কর্লিয়নি নিজে ব্যবস্থার সাফল্যের জামিন হবেন, টাকাটা তাঁর কাছেই জমা দিতে হবে। বন্ধু কি এতে সম্মত আছে?

সোৎসাহে মাথা নেড়ে রুটিওয়ালা সম্মতি জানাল। এত বড় একটা অনুগ্রহ যে বিনা পয়সায় হবে সে আশা করেনি। এ তো বোঝাই যাচ্ছে। কংগ্রেসের বিশেষ বিল কি একেবারে মাগনায় হয় কখনো? ধন্যবাদ দিতে গিয়ে নাজোরিনির চোখে জল এল। ডন কর্লিয়নি তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেলেন, তাকে আশ্বাস দিলেন যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি দোকানে গিয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করে, দরকারি দলিলপত্র প্রস্তুত করে ফেলবে। বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে রুটিওয়ালা ডন কর্লিয়নিকে আলিঙ্গন করল।

হেগেন ডনের দিকে চেয়ে হাসল। "নাজোরিনির পক্ষে একটা লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মাত্র দু হাজার ডলার দিয়ে একটা জামাই আর রুটির দোকানের জন্য সস্তায় একটা যাবজ্জীবনের লোক পেয়ে গেল।" একটু থেমে হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "এ কাজটা কাকে দেবে?"

ডন কর্লিয়নি ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বললেন, "আমাদের জাতের কাউকে নয়। পাশের পাড়ার ইহুদীকে দাও না। বাড়ির ঠিকানা সব বদলে দিও। এখন যুদ্ধ থেমে গেছে, এ ধরনের ব্যাপার আরো অনেক দেখা যাবে। ওয়াশিংটনে আমাদের আরো কিছু লোক রাখা দরকার, তারা বাড়তি প্রয়োজনটুকু সামলাবে, দর বাড়াবে না।" হেগেন তার নোটবইতে একটু টুকে নিল। ডন বললেন, "কংগ্রেস সদস্য লুটেকোকে দিয়ে হবে না। ফিশারকে চেষ্টা কর।"

এর পর যাকে হেগেন নিয়ে এল, তার ব্যাপারটা খুবই সাদাসিধা। লোকটার নাম আন্টনি কপোলা, যৌবনে যার সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে ডন কর্লিয়নি কাজ করতেন, এ তারই ছেলে। কপোলা একটা পাইয়ের দোকান খুলতে চায়, তার জন্য পাঁচশো ডলার দরকার। আসবাবপত্রের আর বিশেষ ধরনের ওভেনের জন্য আগাম টাকা জমা দিতে হবে। কতকগুলো অমুক্ত কারণে টাকা ধার পাওয়া যাচ্ছিল না। ডন পকেটে হাত দিয়ে এক গোছা নোট বের করলেন। তাতে যথেষ্ট হল না দেখে, মুখবিকৃতি করে টম হেগেনকে বললেন, "একশো ডলার ধার দাও দিকিনি। সোমবার ব্যাঙ্কে যাব, তখন ফেরত দেব।" প্রার্থী তাতে বলতে লাগল তার চারশোতেই হয়ে যাবে, কিন্তু ডন তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "এই শখের বিয়ের জন্যই তো আমার ট্যাঁক খালি।"

হেগেন টাকাটা বাড়িয়ে ধরতেই, নিজের নোটের সঙ্গে সেগুলোকেও ডন অ্যান্টনি কপোলাকে দিয়ে দিলেন।

নীরব প্রশংসার সঙ্গে হেগেন তাকিয়ে রইল। ডন বরাবর এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছিলেন যে দান যখন করা যায়, সেটিকে ব্যক্তিগত দান বলেই দিতে হয়। ডনের মতো একজন লোক ওরই জন্য টাকা ধার করলেন এতে অ্যান্টনি কপোলার মর্যাদা কতখানি বেড়ে গেল। এমন নয় যে কপোলা জানত না ডন একজন কোটিপতি, কিন্তু গরীব বন্ধুর জন্য কজন কোটিপতি নিজেদের এতটুকু অসুবিধা ঘটাতে রাজী হয়?

ডন জিজ্ঞাসু ভাবে মাথা তুললেন। হেগেন বলল, "তালিকায় যদিও ওর নাম নেই, তবু লুকা ব্রাসি একবার দেখা করতে চায়। ও বুঝতেই পারছে যে ব্যাপারটা প্রকাশ্যে হতে পারে না, তবু ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চায়।"

এই প্রথম ডনকে অপ্রসন্ন হতে দেখা গেল। একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, "তার কি কোনো দরকার আছে?"

কাঁধ তুলে হেগেন বলল, "তাকে তো আমার চাইতে আপনিই ভালো জানেন। তবে ওকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন বলে ও খুবই কৃতজ্ঞ। অতটা আশা করেনি। বোধ হয় কৃতজ্ঞতাটা প্রকাশ করতে চায়।"

মাথা দুলিয়ে, ইশারা করে ডন তাকে নিয়ে আসতে বললেন। বাগানে বসে লুকা ব্রাসির মুখে আরক্তিম হিংস্রতার ছাপ দেখে কে অ্যাডাম্‌সের ভারি কৌতূহল হয়েছিল। তার বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। মাইকেল আসলে কে-কে বিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল যাতে সে অল্পে অল্পে এবং হয়তো খুব বেশি স্তম্ভিত না হয়ে, ওর বাবার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য আহরণ করতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছিল ডনকে কে একজন কিঞ্চিৎ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসাদার ছাড়া আর কিছু মনে করেনি। কাজেই মাইকেল ভাবল পরোক্ষভাবে ওকে প্রকৃত অবস্থার কিছুটা জানিয়ে দেবে। মাইকেল তাই বুঝিয়ে বলল যে পূবদিকের গোপন আইনভঙ্গকারীদের মহলে ওর চাইতে ভয়াবহ কেউ নেই। লোকে বলে ওর সব চাইতে বড় প্রতিভা হল যে একা একা, কারো সাহায্য না নিয়ে, ও এমন চমৎকার খুন করতে পারে যে ধরা পড়ার কিংবা দণ্ডিত হবার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। মুখ বাঁকিয়ে মাইকেল বলল, "এসব কথা কতখানি সত্য তা অবিশ্যি বলতে পারি না, শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমার সঙ্গে ওর এক রকম বন্ধুর সম্বন্ধ।"

এই প্রথম কে-র চোখ ফুটল। একটু অবিশ্বাসের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আশা করি বলতে চাইছ না যে ঐ রকম একটা লোক তোমার বাবার চাকরি করে?"

মাইকেল ভাবল, আরে ধেত্তেরি! সোজাসুজি বলে বসল, "প্রায় পনেরো

বছর আগে কয়েকটা লোক আমার বাবার তেল আমদানির ব্যবসাটি বেহাত করে নেবার তালে ছিল। ওরা বাবাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, প্রায় ফেলেওছিল। তারপর লুকা ব্রাসি ওদের পিছনে লাগল। শোনা যায় যে দু সপ্তাহের মধ্যে ও ছটা লোককে সাবাড় করেছিল। ঐখানেই বিখ্যাত জলপাই-তেলের যুদ্ধের সমাপ্তি।" হাসল মাইকেল যেন কত না মজার কথা বলেছে।

কে শিউরে উঠল, "তুমি বলতে চাইছ খুনে গুণ্ডারা তোমার বাবাকে গুলি করেছিল?"

মাইকেল বলল, "পনেরো বছর আগের কথা। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেছে।" ভয় হচ্ছিল বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেনি তো!

কে বলল, "আসলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ। চাও না যে আমি তোমাকে বিয়ে করি।" হাসছিল কে, কনুই দিয়ে মাইকেলের পাঁজরায় ছোট একটা খোঁচা দিয়ে বলেছিল, "ভারি চালাক।"

মাইকেলও ওর দিকে ফিরে হেসে বলেছিল, "আমি চাই তুমি এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখ।"

কে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি সত্যি ছজন লোককে মেরে ফেলেছিল?"

মাইক বলল, "কাগজে তো তাই লিখেছিল। কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আরেকটা গল্পও আছে, যেটা কেউ কাউকে বলে না। সে নাকি এমন সাংঘাতিক গল্প যে বাবা পর্যন্ত সে-কথা মুখে আনেন না। টম হেগেন জানে, কিন্তু কিছুতেই বলবে না। একবার ওকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'লুকার গল্প শোনবার মতো বয়স আমার কবে হবে?' টম বলেছিল, 'একশো বছর বয়স হলে।'"

মাইকেল তার গেলাসে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে বলে চলল, "গল্পের মতো গল্প নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বড় ভয়ঙ্কর কিছু।"

বাস্তবিকই, লুকা ব্রাসিকে নরকের রাজা স্বয়ং শয়তান পর্যন্ত ভয় করতে পারত। বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা, বিশাল মাথার খুলি, কাছে এলেই সবার মনে বিপদ-সঙ্কেত বেজে ওঠে। মুখটা যেন হিংস্রতার মুখোশ। চোখদুটো পাটকিলে, কিন্তু তাতে পাটকিলে চোখের কোমলতা ছিল না, কেমন একটা মারাত্মক বাদামী রঙ। মুখটা দেখতে ততটা নিষ্ঠুর ছিল না, কিন্তু কি রকম প্রাণহীন; পাতলা, রবারের মতো, 'ভিল' মাংসের মতো রক্তশূন্য।

হিংসাত্মক কাজের জন্য যেমন ব্রাসির সাংঘাতিক বদনাম ছিল, তেমনি ডন কর্লিয়নির প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তির কথাও কিংবদন্তীর মতো ছিল। ও নিজে ছিল ডন কর্লিয়নির শক্তির প্রাসাদের ভিতে গাঁথা বিশাল একটা পাথরের মতো। এ-রকম মানুষ সচরাচর দেখা যায় না।

লুকা ব্রাসি পুলিসকে ভয় করত না, সমাজকে ভয় করত না, ভগবানকে ভয় করত না, নরকের সম্ভাবনাকে ভয় করত না, আর কোনো মানুষকে ভয়ও করত না,

ভালোবাসতও না। একমাত্র ডন কর্লিয়নিকে উপযাচক হয়ে, স্বেচ্ছায় ভয় করত, ভালোবাসত। এখন ওকে ডনের সান্নিধ্যে নিয়ে আসা হলে, ঐ ভয়ঙ্কর মানুষটা ভক্তির চোটে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সালঙ্কার ভাষায় অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তার তোতলামি এসে গেল, চিরাচরিত প্রথায়, সে আশা প্রকাশ করল ডন যেন প্রথমেই নাতির মুখ দেখেন। তারপর ব্রাসি নবদম্পতির জন্য উপহার-স্বরূপ টাকা দিয়ে বোঝাই করা একটা খাম ডনের হাতে দিল।

তাহলে এই উদ্দেশ্যেই তার আগমন। হেগেন ডন কর্লিয়নির মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল। যে প্রজা রাজার সেবার্থে কোনো মহান কাজ করেছে, তাকে রাজা যে-ভাবে অভ্যর্থনা করে থাকেন, খুব অন্তরঙ্গতার সঙ্গে নয়, কিন্তু রাজোচিত সম্মান সহকারে, সেইভাবে ডন ব্রাসিকে অভ্যর্থনা করলেন। প্রতিটি ভঙ্গীতে, প্রতি বাক্যে ডন কর্লিয়নি লুকা ব্রাসিকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর কাছে তার অনেক মূল্য। তাঁর হাতে ব্যক্তিগতভাবে বিবাহোপহারটি দেবার জন্য তিনি এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। তিনি সবই বুঝলেন।

অন্যান্যরা যা দিয়েছে, এখানে নিশ্চয়ই তার চাইতে অনেক বেশি টাকা আছে। অন্যদের কত টাকা দেবার সম্ভাবনা, তার সঙ্গে ব্রাসি কত দেবে তার তুলনা করে, অনেক ঘণ্টা ধরে ভেবেচিন্তে ব্রাসি নিশ্চয় টাকার মাপটা স্থির করেছিল। ও যে ডনকে সব চাইতে বেশি ভক্তি করে, এ-কথা প্রমাণ করার জন্য, ওর ইচ্ছা ও-ই সবার থেকে বেশি দেয়। সেইজন্যেই ডনের নিজের হাতে টাকাটা দেওয়া; ডনও সালঙ্কার ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ঐটুকু আনাড়িপনা সম্পূর্ণ মাপ করে দিলেন। হেগেন চেয়ে দেখল লুকা ব্রাসির মুখ থেকে হিংস্র মুখোশটা খসে পড়ল, গর্বে আনন্দে মুখখানি স্ফীত হয়ে উঠল। হেগেন দরজা খুলে ধরল, চলে যাবার আগে ব্রাসি ডনের হাতে চুমো খেল। বুদ্ধি করে হেগেন ব্রাসির দিকে একটা সৌহার্দ্যের হাসি হাসল, উত্তরে ব্রাসিও সৌজন্যসহকারে রবারের মতো রক্তশূন্য ঠোঁটদুটো ঈষৎ প্রসারিত করল।

দরজাটা বন্ধ হতেই ডন কর্লিয়নি ছোট একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। পৃথিবীতে এই একটা মাত্র লোকই তাঁকে একটু শঙ্কিত করতে পারত। লোকটা যেন একটা প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তির মতো, তাকে সত্যি করে সংযত রাখা অসম্ভব। ওকে ডিনামাইটের মতো সাবধানে ঘাঁটতে হত। ডন কাঁধ তুলে ভাবলেন, তেমন তেমন হলে ডিনামাইটেরও তো নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। জিজ্ঞাসুভাবে হেগেনের দিকে চেয়ে ডন বললেন, "আর কি শুধু বনাসেরা বাকি?"

হেগেন মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে, ডন কর্লিয়নি বললেন, "ওকে এখানে আনবার আগে সান্তিনোকে আসতে বল। তারও এ-সব কিছু কিছু শেখা দরকার।"

বাগানে বেরিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে হেগেন সনিকে খুঁজতে লাগল। বনাসেরা অপেক্ষা করছিল তাকে হেগেন একটু ধৈর্য ধরে থাকতে বলে মাইকেল কর্লিয়নি

আর তার বান্ধবীর কাছে গেল। জিজ্ঞাসা করল, "সনিকে এদিকে কোথাও দেখলে নাকি?" মাইকেল মাথা নাড়ল। হেগেন ভাবল, সনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত ঐ নীত-কনেটির সঙ্গে আসঙ্গ চালিয়ে থাকে, তাহলেই এক কাণ্ড হবে! সনির বৌ আছে, মেয়েটার বাড়ির লোকরা আছে; এর থেকে তো সর্বনাশ হতে পারে। ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে হেগেন তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে চলল, আধ ঘণ্টা আগে সনিকে ওদিক দিয়ে যেতে দেখা গেছিল।

হেগেনকে বাড়ির ভিতর যেতে দেখে কে অ্যাডাম্‌স্ মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করল, "ও কে? তোমার ভাই বলে পরিচয় করিয়ে দিলে, অথচ নাম তো আলাদা, দেখেও তো মোটেই ইতালীয় বলে মনে হয় না।"

মাইকেল বলল, "বারো বছর বয়স থেকে ও এখানে আছে। মা-বাবা মারা গেলে, পথে পথে ঘুরে বেড়াত, চোখের একটা ব্যারাম ছিল। সনি একদিন রাতে ওকে ধরে নিয়ে এসেছিল, সেই ইস্তক এখানেই আছে। যাবার একটা জায়গাই ছিল না। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ও আমাদের বাড়িতেই থাকত।"

কে অ্যাডাম্‌স্ তাই শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

"সত্যি গল্পের মতো শুনতে। তোমার বাবা নিশ্চয়ই ভারি দয়ালু। নিজের এতগুলো ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও, ঐভাবে আরক জনকে পুষ্যি নিলেন!"

বহিরাগত ইতালীয়রা যে চারটি সন্তানকে ছোট পরিবার মনে করে, সে-কথা মাইকের বুঝিয়ে বলা দরকার বলে মনে হল না, শুধু বলল, "ওকে বাবা পুষ্যি নেননি। এমনি আমাদের সঙ্গে থাকত।"

কে বলল, "তাই নাকি?" তারপর কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করল, "তা পুষ্যি নিলেন না কেন?"

মাইকেল হাসল, "তার কারণ বাবা বললেন নাম বদলানো মানে অসম্মান দেখানো। অর্থাৎ ওর মা-বাবার প্রতি অসম্মান।"

ওরা দেখতে পেল হেগেন সনিকে তাড়া দিয়ে লম্বা কাচের দরজা দিয়ে ডনের আপিসে ঢুকিয়ে, আঙুল বাঁকিয়ে আমেরিগো বনাসেরাকে ডাকল। কে জিজ্ঞাসা করল, "আজকের মতো এমন দিনে, ওরা তোমার বাবাকে কাজের কথা বলে বিরক্ত করছে কেন?"

মাইকেল আবার হাসল। "কারণ ওরা সবাই জানে যে মেয়ের বিয়ের দিন কেউ প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেবে না, সিসিলির এই রকম রীতি। সিসিলির লোকেরা কি আর অমন সুযোগ ছেড়ে দেয়।"

মাটি থেকে গোলাপী গাউনটা একটুখানি তুলে ধরে লুসি ম্যানচিনি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠল। সনি কর্লিয়নির ভারি কিউপিডের মতো মুখটা মোদো লালসায় বিশ্রী লাল হয়ে উঠেছিল, ভয় করছিল লুসির, কিন্তু এই অভিপ্রায়েই তো সারা সপ্তাহ ও সনিকে জ্বালাতন করেছিল। এর আগে কলেজে যে দুটো প্রেমের

ব্যাপারে লুসি জড়িত হয়েছিল তার মধ্যে কিছুই পায়নি। এক সপ্তাহের বেশি একটাও টেকেনি। দ্বিতীয় প্রেমিকটি ঝগড়ার মধ্যিখানে বিড়বিড় করে কি যেন বলেছিল ওর নাকি ও দিকটা বেজায় বড়। মানেটা লুসি ঠিকই ধরেছিল, তার পর থেকে আর কারো সঙ্গে ওভাবে মিশতে রাজী হয়নি।

এবার গ্রীষ্মে প্রাণের বন্ধু কনি কর্লিয়নির বিয়ের প্রস্তুতের মধ্যে লুসি সনি কর্লিয়নির সম্বন্ধে নানা রকম কানাঘুষো শুনেছিল। একটা রবিবার দুপুরে কর্লিয়নিদের রান্নাঘরে সনির স্ত্রী সানড্রা প্রাণ খুলে গল্পগুজব করছিল। সানড্রা মানুষটা একটু অমার্জিত তবে মনটা ভালো, ইটালিতে জন্মেছিল, ছোটবেলাতেই অ্যামেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। লম্বা-চওড়া মানুষটা, পীনস্তনী, বিয়ের পর পাঁচ বছরে তিনটি ছেলে-মেয়ের মা। সানড্রা আর অন্যান্য মেয়েরা কনিকে দাম্পত্য শয্যার ভয়াবহ ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করছিল। ফিক্-ফিক্ করে হেসে সানড্রা বলেছিল, "আরি বাপ! সনির ঐ ডাণ্ডা প্রথম দেখেই যেই বুঝলাম ওটি আমার মধ্যে চালাবে আমি তো চেঁচিয়েমেচিয়ে একাকার। বছর খানেকের মধ্যে আমার ভিতরটার যা অবস্থা, যেন এক ঘণ্টা ধরে ম্যাকারনি সেদ্ধ করা হয়েছে, নরম থেসথেসে! যখন শুনলাম অন্য মেয়ে নিয়ে কারবার শুরু করেছে, গির্জায় গিয়ে মোমবাতি জ্বেলে যীশুর মাকে ধন্যবাদ জানালাম।"

শুনে সবাই হেসেছিল, শুধু লুসির দুই পায়ের মাঝ দিয়ে গা শিহরিত হয়েছিল।

এখন সিঁড়ি বেয়ে সনির কাছে যাবার সময় সমস্ত দেহের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে উঠল। সিঁড়ির ওপরে পৌঁছতেই সনি ওর হাত চেপে ধরে হল ঘরের পাশে একটা খালি শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই লুসি পায়ে জোর পেল না। অনুভব করল নিজের অধরে সনির অধর। সনির ঠোঁটে পোড়া তামাকের স্বাদ, বড় কটু। মুখ খুলল লুসি। অনুভব করল নীত-কনের গাউনের নিচে সনির হাত, রেশমী কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেল। সনির গলা জড়িয়ে ধরল লুসি, সনি পোশাক খুলতে লাগল। তারপর লুসির নিতম্বের নিচে দু হাত দিয়ে সনি তাকে তুলে ধরল। শূন্যে লাফিয়ে উঠে লুসি তাকে আঁকড়ে ধরল। সনির জিব লুসির মুখে, লুসি তাকে চুষতে লাগল। সনি ওকে ঠেলে দিতেই দরজায় মাথা ঠুকে গেল লুসির। জ্বলন্ত অঙ্গারের স্পর্শ অনুভব করল লুসি। সে মিলনের অভাবনীয় আনন্দে লুসির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। জীবনে এই প্রথম পরম পরিতৃপ্তি লাভ করল সে। হাঁপ ধরে গেল, পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

হয়তো শব্দটা কিছুক্ষণ ধরেই হচ্ছিল, ওরা খেয়াল করেনি, এখন কানে গেল দরজায় কে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে। দরজা ঠেসে ধরে, যাতে বাইরে থেকে খোলা না যায়, সনি তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় ঠিক করে নিল। লুসিও খ্যাপার মতো গোলাপী গাউন হাত দিয়ে সমান করতে লাগল, ওর চোখ জ্বলছিল। তারপর শোনা গেল নিচু গলায় টম হেগেন বলছে, "সনি, আছ নাকি?"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, সনি লুসির দিকে চোখ মটকাল। "আমি, টম। কি ব্যাপার?"

তখন গলা নামিয়ে হেগেন বলল, "ডন তোমাকে তাঁর আপিসে ডেকেছেন, এক্ষুনি।" হেগেনের চলে যাবার শব্দ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে, লুসির ঠোঁটে জোরে একটা চুমো খেয়ে, নিঃশব্দে সনি দরজা খুলে বেরিয়ে হেগেনের পিছু পিছু চলল।

লুসি চুল আঁচড়াতে লাগল। কাপড়চোপড় ঠিক আছে কিনা দেখে নিল, মোজার গার্টার সোজা করল। শরীরটাকে জর্জরিত মনে হচ্ছিল, ঠোঁটদুটো ক্ষত, ব্যথিত। দরজা খুলে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানে চলে গেল লুসি। কনির পাশে কনের টেবিলে গিয়ে বসতেই, কনি খুঁতখুঁত করে বলল, "কোথায় গিয়েছিলে, লুসি? মনে হচ্ছে নেশা করেছ। আমার কাছে থাক।"

সোনালী-চুল বর লুসিকে এক গেলাস মদ ঢেলে দিতে দিতে সেয়ানার মতো হাসল। লুসির কিছুতেই এসে গেল না। শুকনো মুখে গাঢ় লাল দ্রাক্ষা-রস তুলে চুমুক দিল সে। ওর শরীর কাঁপছিল। পান করবার সময়ে, গেলাসের কানার ওপর দিয়ে ওর তৃষ্ণার্ত চোখ সনি কর্লিয়নিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। আর কারো দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না। চালাকি করে লুসি কনির কানে কানে বলল, "আর কটা ঘণ্টা সবুর কর, তার পরেই ব্যাপারটা বুঝবে।" কনি ফিকফিক করে হেসে ফেলল। লুসি ভালোমানুষের মতো টেবিলের ওপর হাত দুখানি জড়ো করে রাখল। তার মনে সে কি বিশ্বাসঘাতক উল্লাস, যেন কনের ধন চুরি করেছে।

এদিকে আমেরিগো বনাসেরা হেগেনের পিছন পিছন কোনার ঘরে গিয়ে দেখে প্রকাণ্ড ডেস্কের পিছনে ডন কর্লিয়নি বসে আছেন আর সনি কর্লিয়নি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিন এই প্রথম ডন কেমন উদাসীন ব্যবহার করলেন। আগন্তুককে আলিঙ্গনও করলেন না, হ্যাণ্ডশেকও করলেন না। বিবর্ণ মুখ লোকটি একজন আণ্ডারটেকার, মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা ও শবাধার তৈরি করা তার ব্যবসা। তার স্ত্রী ছিল ডনের স্ত্রীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেই সূত্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। নইলে তার ওপর ডন কর্লিয়নি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন।

বনাসেরা তার অনুরোধ পেশ করতে শুরু করল বাঁকা এবং সুচতুর ভাবে, "আমার মেয়ে, আপনার স্ত্রীর ধর্ম-কন্যা আজ এসে আপনাদের পরিবারকে তার শ্রদ্ধা জানাতে পারল না বলে তাকে ক্ষমা করবেন। সে এখনো হাসপাতালে।" একবার সনি কর্লিয়নি আর টম হেগেনের দিকে তাকাল বনাসেরা, বোঝাতে চাইছিল যে, তাদের সামনে কথাটা পাড়তেও অনিচ্ছুক। ডনের কিন্তু দয়া হল না।

তিনি বললেন, "তোমার মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা আমরা সকলেই জানি। তাকে যদি আমি কোনো ভাবে সাহায্য করতে পারি, সে-কথা একবার বললেই হবে। যাই হোক, আমার স্ত্রী তার ধর্মমাতা। সে সম্মানের কথা আমি কখনো ভুলি না।" এর মধ্যে একটু তিরস্কার ছিল। বনাসেরা ডন কর্লিয়নিকে কখনো ধর্মপিতা বলে সম্বোধন করত না, যদিও রীতি অনুসারে তাই করা উচিত ছিল।

বনাসেরার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। এবার সে সোজাসুজি বলল, "আপনার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারি কি?"

ডন কর্লিয়নি মাথা নাড়লেন, "এই দুজনকে আমি আমার প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। এরা আমার দুটি ডান হাত। এখান থেকে যেতে বলে ওদের অপমান করতে পারব না।"

বনাসেরা এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে, কথা বলতে শুরু করল। বড় শান্ত কণ্ঠস্বর, এই রকম স্বরেই ও মৃতদের আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দিত। "আমার মেয়েকে আমি অ্যামেরিকান ফ্যাশানে মানুষ করেছি। অ্যামেরিকাতে আমার আস্থা আছে। অ্যামেরিকাই আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছি বটে, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও শিখিয়েছি যেন কখনো নিজেদের পরিবারে কলঙ্ক না আনে। একজন ছেলে বন্ধু ছিল ওর, সে ইতালীয় নয়। তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেত আমার মেয়ে। কিন্তু মেয়ের মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করতে কখনো সে আমাদের বাড়ি আসেনি। এ সবই আমি মেনে নিয়েছিলাম, কোনো আপত্তি করিনি। সেটা আমারই দোষ। দু মাস আগে ঐ ছেলেটা ওকে মোটরে বেড়াতে নিয়ে গেছিল। সঙ্গে আরেক ছোকরা ছিল। ওরা ওকে হুইস্কি খাইয়ে ওর ধর্ম নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। ও আপত্তি করেছিল। ধর্ম রক্ষা করেছিল। ওরা ওকে তখন মেরেছিল। জানোয়ারের মতো। হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, দু চোখে কালসিটে। নাক ভাঙা। চোয়ালের হাড় টুকরো টুকরো। তার দিয়ে জোড়া দিতে হয়েছে।

অত যন্ত্রণার মধ্যে কেঁদে কেঁদে আমাকে বলল, 'বাবা, কেন ওরা এমন করল? আমাকে এমন করল কিসের জন্য?' শুনে আমিও কেঁদেছিলাম।"

আর কথা বলতে পারছিল না বনাসেরা, ওর কথায় ওর মনের আবেগ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু এখন সে আবার কাঁদল।

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডন কর্লিয়নি একটুখানি সমবেদনার ইঙ্গিত করলেন, বেদনায় বনাসেরার কণ্ঠস্বর প্রায় মানুষের মতো হয়ে এল, "কেন কেঁদেছিলাম? ও আমার চোখের আলো, বড় স্নেহশীলা মেয়ে আমার। ভারি সুন্দর দেখতে। মানুষকে ও বিশ্বাস করত, আর কখনো করবে না। আর কখনো ওকে সুন্দর দেখাবে না।" থরথর করে কাঁপছিল বনাসেরা, ফ্যাকাশে মুখে বিশ্রী গাঢ় লাল রঙ ধরেছিল।

"কর্তব্যপরায়ণ অ্যামেরিকানের মতো পুলিসের কাছে গেলাম। ছেলে দুটো

গ্রেপ্তার হল। তাদের বিচার হল। এত সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা যায় না। ওরা অপরাধ স্বীকার করল। জজ ওদের তিন বছরের জেল দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড মকুফ করে দিলেন। সেই দিনই ওরা ছাড়া পেয়ে গেল। মূঢ়ের মতো আদালতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, হারামজাদারা আমার দিকে ফিরে হাসল। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, 'সুবিচার পেতে হলে ডন কর্লিয়নির কাছে যেতে হবে।'"

এই লোকটির দুঃখের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ডন মাথা নত করলেন। কিন্তু যখন কথা বললেন, গলার স্বরে আহত আত্মমর্যাদার শৈত্য প্রকাশ পেল, "কেন গেছিলে পুলিসের কাছে? ব্যাপারটার শুরুতেই আমার কাছে আসনি কেন?"

বনাসেরা বিড়বিড় করে যা বলল, ভালো করে শোনা গেল না। "আপনি আমার কাছে কি চান? শুধু বলুন আপনার কি ইচ্ছা। কিন্তু আমার ভিক্ষা রাখুন।" কথার মধ্যে প্রায়-ঔদ্ধত্যের মতো কিছু ছিল।

গম্ভীর মুখে ডন কর্লিয়নি বললেন, "ভিক্ষাটা কি?" বনাসেরা হেগেন আর সনির দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। ডন তখনো হেগেনের ডেস্কেই বসে ছিলেন, প্রার্থীর দিকে একটু ঝুঁকে। একটু ইতস্তত করে বনাসেরা নিচু হয়ে ডনের লোমশ কানের এত কাছে মুখ নিয়ে গেল যে প্রায় ছোঁয় আর কি। গির্জার পাদ্রী যেমন করে পাপীদের স্বীকারোক্তি শোনে, তেমনি করে শুনলেন ডন, বহু দূরে তাঁর চোখ, উদাস, বিচ্ছিন্ন। দীর্ঘ এক মুহূর্ত ঐ ভাবে রইল ওরা, তারপর বনাসেরার কথা শেষ হলে, সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে ডন ওর দিকে চেয়ে রইলেন। বনাসেরার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সেও নির্ভীক ভাবে তাকিয়ে রইল।

শেষ পর্যন্ত ডন বললেন, "তা আমি করতে পারি না। তুমি আবেগের স্রোতে ভেসে যাচ্ছ।"

স্পষ্ট করে, জোরে জোরে বনাসেরা বলল, "যত চান টাকা দেব।" এ-কথা শুনেই হেগেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, মাথায় একটা শিরা দপ-দপ করতে লাগল। সনি কর্লিয়নি বুকের ওপর বাহু রেখে, মুখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে, ঘরের মধ্যেকার দৃশ্যের প্রতি এই প্রথম মনোযোগ দিল।

ডেস্কের পিছনে ডন কর্লিয়নি উঠে দাঁড়ালেন। মুখে তখনো কোনো ভাবের প্রকাশ ছিল না, কিন্তু কণ্ঠস্বর মৃত্যুর মতো হিম-শীতল, "অনেক দিন ধরে পরস্পরকে চিনি, তুমি আর আমি। কিন্তু এর আগে কখনো তুমি পরামর্শ কিংবা সাহায্যের জন্য আমার কাছে আসনি। শেষ যে কবে আমাকে তোমার বাড়িতে কফি খেতে বলেছ তা আমার মনে পড়ে না, অথচ আমার স্ত্রী তোমার একমাত্র সন্তানের ধর্ম-মা। দেখ, স্পষ্ট কথাই বলা যাক। তুমি আমার বন্ধুত্ব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছ। পাছে আমার কাছে ঋণী হও এই তোমার ভয়।"

বনাসেরা ফিসফিস করে বলল, "আমি কোনো গোলমালের মধ্যে থাকতে চাইনি।"

ডন একটা হাত তুললেন, "না। কথা বল না। তোমার মনে হয়েছিল

অ্যামেরিকা হল স্বর্গবিশেষ। তোমার ব্যবসা ভালো চলছিল, টাকাকড়ি ভালো কামাচ্ছিলে, ভেবেছিলে পৃথিবীটা ভারি নিরাপদ জায়গা, সেখানে ইচ্ছামতো ফুর্তি করা যায়। প্রকৃত বন্ধু দিয়ে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তুমি করনি। যাই হক না কেন, পুলিস আছে তোমাকে পাহারা দেবার জন্য, আইনের জন্য আদালত আছে, তোমার আর তোমার প্রিয়জনের কোনো বিপদ ঘটতেই পারে না। ডন কর্লিয়নিকে দিয়ে তোমার কোনো দরকার ছিল না। ভালো কথা। আমার মনে দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু যাদের কাছে আমার বন্ধুত্বের কোনো মূল্য নেই, যারা আমাকে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করে, জোর করে তাদের ঘাড়ে আমার বন্ধুত্ব চাপাব, আমি সে বান্দা নই।"

একটু থেমে ডন ভদ্রভাবে কাষ্ঠ হাসলেন, "আর এখন এসে কিনা বলছ, 'ডন কর্লিয়নি, আমাকে সুবিচার দাও!' তাও কিছু শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছ না। আমার মেয়ের বিয়ের দিনে আমার বাড়িতে এসে আমাকে বলছ খুন করতে, ডন ঘৃণাভরে বনাসেরার স্বরের নকল করে বললেন, 'বলছ যত টাকা চাও তত দেব!' না, না, আমি ক্ষুব্ধ হইনি, কিন্তু বল তো কি এমন করেছি আমি যে আমার প্রতি এত অসম্মান দেখাচ্ছ?"

যন্ত্রণায়, ভয়ে বলে উঠল বনাসেরা, "অ্যামেরিকা আমার সঙ্গে কত ভালো ব্যবহার করেছে। আমি চেয়েছিলাম ভালো নাগরিক হব। চেয়েছিলাম আমার মেয়ে হবে অ্যামেরিকান মেয়ে।"

দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে হাততালি দিলেন ডন কর্লিয়নি, "খাসা বলেছ। চমৎকার। তাহলে তো আর কোনো নালিশই রইল না। জজ রায় দিয়েছেন। অ্যামেরিকা রায় দিয়েছে। হাসপাতালে মেয়েকে দেখতে যাবার সময় সঙ্গে করে ফুল আর এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে যেও। তাতেই ও সান্ত্বনা পাবে। তুমিও সন্তুষ্ট হবে। যাই বল, এ তো আর তেমন গুরুতর কিছু নয়, ছেলেগুলোর বয়স কম, উত্তেজনা বেশি, একজন আবার ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদের ছেলে। না, ভাই আমেরিগো, তুমি সর্বদাই ভারি সৎ। এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে যদিও তুমি আমার বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করেছ, তবু অন্য কোনো মানুষের চাইতে, আমেরিগো বনাসেরার কথায় আমার আস্থা বেশি। অতএব কথা দাও এ পাগলামি ছাড়বে। এটা ঠিক অ্যামেরিকান কাজ নয়। ক্ষমা কর। ভুলে যেও। দুনিয়াটা দুর্ঘটনা দিয়ে ঠাসা।"

যে নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে এ-কথাগুলো বলা হল আর ডনের চাপা রাগ দেখে বনাসেরা বেচারা জেলির মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল, কিন্তু তবু সাহস করে বলল, "আমি আপনার কাছে সুবিচার চাই।"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন বললেন, "আদালত তো সুবিচার দিয়েছে।"

একগুঁয়ের মতো মাথা নাড়ল বনাসেরা, "তা নয়। ওরা ঐ ছোকরাদের সুবিচার দিয়েছে। আমাকে দেয়নি।"

মাথা দুলিয়ে এই সূক্ষ্ম বিচারের অনুমোদন করলেন ডন কর্লিয়নি। তারপর

জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসে তোমার সুবিচার হবে?"

বনাসেরা বলল, "চোখের বদলে চোখ।"

ডন বললেন, "তার চাইতে বেশি চেয়েছিলে। তোমার মেয়ে তো বেঁচে আছে।"

অনিচ্ছার সঙ্গে বনাসেরা বলল, "ও যেমন কষ্ট পাচ্ছে, ওরাও তেমনি পাক।" ডন অপেক্ষা করলেন যদি আরো কিছু বলে। সাহসের শেষ অবশিষ্টটুকু সংগ্রহ করে বনাসেরা বলল, "আপনাকে কত টাকা দেব?" কথা তো নয়, হতাশার আর্তনাদ।

ডন কর্লিয়নি পিঠে ফেরালেন। তার মানে বিদায়। বনাসেরা নড়ল না।

অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডন কর্লিয়নি আবার ফিরলেন, মনটা তাঁর ছিল ভালো, ভ্রান্ত বন্ধুর ওপর কতক্ষণ রাগ করে থাকা যায়? ততক্ষণে বনাসেরা ওর ব্যবসার মৃতদেহগুলোর মতোই ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। কোমল সহিষ্ণুভাবে বললেন ডন কর্লিয়নি, "আমাকে প্রথম থেকে বিশ্বাস করতে ভয় পাও কেন? আইনের দোরে গিয়ে মাসের পর মাস অপেক্ষা করে থাকতে হয়। উকিলদের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢাল, অথচ তারা ভালো করেই জানে তোমাকে কেমন বোকা বানানো হবে। এমন জজের রায় মেনে নাও যে পথের বেশ্যাদের মতো নিজেকে বেচে দেয়। বহু বছর আগে, তোমার টাকার দরকার হয়েছিল, তুমি ব্যাঙ্কে গিয়ে সর্বনেশে সুদ দিয়ে টাকা ধার নিলে, তার জন্য টুপি হাতে ভিখিরির মতো তোমাকে বসে থাকতে হয়েছিল আর ওরা তোমার পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত শুঁকে শুঁকে দেখে নিয়েছিল, তোমার টাকা শোধ দেবার ক্ষমতা আছে কি না!

তার বদলে যদি আমার কাছে আসতে, আমার টাকার থলি তোমার হয়ে যেত। যদি সুবিচারের জন্য আসতে, যে পাপিষ্ঠগুলো তোমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে, আজ তাদের চোখ দিয়ে নোনা জল বইত। যদি দুর্ভাগ্যবশত তোমার মতো একজন সৎ লোকের কেউ শত্রুতা করত, তারা আমার শত্রু হত।" ডন হাত তুলে বনাসেরার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "আর বিশ্বাস কর, তাহলে তারা তোমাকেও ভয় করত।"

মাথা নত করে রুদ্ধকণ্ঠে বনাসেরা বলল, "আমার বন্ধু হন। আমি সব মেনে নিলাম।"

লোকটার কাঁধে হাত রাখলেন ডন কর্লিয়নি। বললেন, "বেশ। সুবিচার তুমি পাবে। একদিন, হয়তো সেদিন কখনো আসবে না, আমি তোমাকে গিয়ে বলব এর বদলে তুমি আমার একটা কাজ করে দাও। সে পর্যন্ত মনে ভেবো এই সুবিচার আমার স্ত্রীর দান। সে তোমার মেয়ের ধর্ম-মা।"

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত বনাসেরা চলে গেলে, দরজা বন্ধ হলে, ডন কর্লিয়নি হেগেনের দিকে ফিরে বললেন, "এ ব্যাপারটা ক্লেমেন্জাকে দিও; ওকে বল যেন অতি অবশ্য শুধু নির্ভরযোগ্য লোক লাগায়, যারা রক্তের গন্ধে ক্ষেপে যাবে না এমন

লোক। বল, আমরা তো আর খুনে নই, ঐ ব্যাটা মড়াপোতার মাথায় যত পাগলামিই গজাক না কেন।" ডন কর্লিয়নি লক্ষ্য করলেন যে ওঁর পুরুষসিংহ জ্যেষ্ঠ পুত্রটি জানলা দিয়ে বাগানে উৎসবের দৃশ্যের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভাবলেন, নাঃ, ওর কোনো আশা নেই। কিছুই যদি শিখতে না চায় তাহলে সান্তিনো কখনোই পৈর্তৃক ব্যবসাটা চালাতে পারবে না, 'ডন' হওয়া ওর কর্ম নয়! আর কাউকে খুঁজে নিতে হবে। এবং শীঘ্রই। উনি নিজে তো আর অমর নন।

বাগান থেকে একটা আনন্দ-ধ্বনি শুনে, তিনজনেই চমকে উঠল। সনি কর্লিয়নি জানলা ঘেঁষে দাঁড়াল। যা দেখল, তাতে মুখে একগাল হাসি নিয়ে সনি দরজার দিকে ছুটল, "জনি এসেছে, বিয়েতে জনি এসেছে, কেমন, বলিনি আমি?" হেগেনও জানলার কাছে গিয়ে ডন কর্লিয়নিকে বলল, "বাস্তবিকই আপনার ধর্মপুত্র এসে গেছে। এখানে নিয়ে আসব নাকি?"

ডন বললেন, "না। ওরা ওকে নিয়ে আনন্দ করুক। ওর যখন ইচ্ছা হবে, আমার কাছে আসবে।" হাসলেন হেগেনের দিকে চেয়ে, "দেখলে তো, কেমন ভালো ধর্মপুত্র।"

হেগেনের একটু ঈর্ষা হল। শুকনো গলায় বলল, "দু বছর তো হল। হয়তো আবার কোনো ফ্যাসাদে পড়েছে, সাহায্যের দরকার।"

ডন কর্লিয়নি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাই যদি হয় তো ওর ধর্মবাপের কাছে ছাড়া কার কাছে যাবে শুনি?"

জনি ফন্টেনকে বাগানে ঢুকতে সবার আগে দেখেছিল কনি কর্লিয়নি। বিয়ের কনের সম্মানিত অবস্থার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে কনি "জনি-ই-ই!" বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে ওর প্রসারিত বাহুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল, জনি ওর মুখচুম্বন করল, বাকিরা যখন ওকে অভিবাদন জানাবার জন্য ঘিরে ধরল, তখনো কনিকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। এরা সবাই ওর পুরনো বন্ধু, ওয়েস্ট সাইডে এদের সঙ্গেই জনি বড় হয়েছিল। তারপর কনি ওকে ওর নববিবাহিত স্বামীর কাছে টেনে নিয়ে গেল। সেদিনকার প্রধান আসন থেকে বিচ্যুত হওয়ায় সোনালী চুল ছোকরার মুখ হাঁড়ি। তাই দেখে জনির খুব মজা লাগল। তাই সে বরটিকে জাদু করতে লেগে গেল, তার করমর্দন করল, এক গ্লাস মদ্য পান করে তাকে শুভকামনা জানাল।

ব্যাণ্ডের মঞ্চ থেকে একটা চেনা কণ্ঠ ডাক দিল, "এবার একটা গান শোনালে কেমন হয়, জনি?" ওপরে তাকিয়ে জনি দেখল ওর দিকে চেয়ে নিনো ভ্যালেন্টি হাসছে। এক সময় দুজনের ছিল গলায়-গলায় ভাব, একসঙ্গে গান গাইত, মেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে বেড়াত, যতদিন না জনি খুব নাম করতে শুরু করেছিল, রেডিওতে গাইতে আরম্ভ করেছিল। ছবি করতে জনি যখন হলিউড গেল, প্রথম প্রথম বার-দুই নিনোকে ফোন করেছিল, শুধু একটু গল্প করবার জন্য, কথা দিয়েছিল নিনোকে ও ক্লাবে গাইবার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু তা আর করেনি। এখন নিনোকে আর নিনোর হাসিখুশি, ব্যঙ্গ-ভরা, মোদো হাসি দেখে, পুরনো ভালোবাসাটা আবার

চাগিয়ে উঠল।

নিনো ম্যাণ্ডোলিনে একটু টুং-টাং শুরু করতেই, জনি ফণ্টেন ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "এ গানটা বিয়ের কনের জন্য!" বলেই পা ঠুকে সিসিলির পুরনো একটা অশ্লীল প্রেমের গান জুড়ে দিল। গানের সঙ্গে সঙ্গে নিনো যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। গর্বে কনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, অতিথির দল চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। গান শেষ হবার আগে সবাই উঠে পড়ে, পা ঠুকে প্রতি চরণের শেষের চতুর দ্ব্যর্থব্যঞ্জক পদটি সমস্বরে গর্জন করে গাইতে শুরু করে দিল। গান শেষ হলে করতালি আর থামে না, যতক্ষণ না জনি আরেকটা গান ধরল।

ওর জন্যে ওদের গর্ব কত। ও ছিল ওদেরই একজন, এখন সে বিখ্যাত গাইয়ে হয়েছে, চলচ্চিত্রের তারকা হয়েছে, দুনিয়ার সব চাইতে লোভনীয় নারীদের সঙ্গে ও ঘুমোয়। অথচ ওর ধর্মবাপকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে, তিন হাজার মাইল দূর থেকে বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। নিনো ভ্যালেণ্টির মতো পুরনো বন্ধুদের ও এখনো ভালোবাসে। জনি আর নিনো যখন ছেলেমানুষ ছিল, তখন ওদের একসঙ্গে গান গাইতে এদের অনেকেই দেখেছিল। তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে জনি একদিন হাতের মুঠোর মধ্যে পাঁচ কোটি নারীর হৃদয় ধরে রাখবে।

জনি ফণ্টেন হাত বাড়িয়ে কনিকেও মঞ্চে তুলে নিল, কনি জনির আর নিনোর মাঝখানে দাঁড়াল। ওরা দুজনে নিচু হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল, নিনো ম্যাণ্ডোলিনের তার থেকে কয়েকটা কর্কশ পদ বের করল। এটা ওদের একটা পুরনো রুটিন, নকল যুদ্ধ আর প্রেম নিবেদন। কণ্ঠস্বর যেন তলোয়ারের মতো, পালা করে একেকজন কোরাস ধরছিল। অতি সূক্ষ্ম সৌজন্যের সঙ্গে নিনোর কণ্ঠকে জনি নিজের গলাকে ছাপিয়ে উঠতে দিল, ওর হাত থেকে কনে হরণ করে নিতে দিল, নিনোকেই বিজয়ীর শেষ চরণটি গাইতে দিল, জনির গলা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। বিয়েবাড়ির সকলের সে কি উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি! একেবারে শেষে ওরা তিনজন পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। অতিথিরা আরেকটা গান দাবি করতে লাগল।

কেবলমাত্র ডন কর্লিয়নি, কোনার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আঁচ করে ছিলেন যে কোথাও একটা গোলমাল আছে। প্রফুল্লকণ্ঠে, সানন্দ অমায়িকভাবে, অতিথিদের কারো মনে কষ্ট না দিয়ে, তিনি ডেকে বললেন, "আমার ধর্মপুত্র আমাদের সম্মানিত করবার জন্য তিন হাজার মাইল দূর ছুটে এল আর ওকে একটু গলা ভেজাবার কিছু দেবার কথা কারো মনে পড়ল না?" সঙ্গে সঙ্গে গোটা বারো পূর্ণ পাত্র জনির দিকে তুলে ধরা হল। প্রত্যেক গেলাসে একটি করে চুমুক দিয়ে, জনি ধর্মবাপকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এল। তারই মধ্যে তাঁর কানে কানে কি যেন বলল জনি, তিনি তাকে সঙ্গে করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

জনি ঘরে ঢুকতেই টম হেগেন তার হাতখানি বাড়িয়ে দিল। জনি তার করমর্দন করে বলল, "কেমন আছ, টম?" কিন্তু সকলের প্রতি যে উষ্ম অন্তরঙ্গতা

ছিল জনির প্রধান আকর্ষণীয়তা, ঐ কথার স্বরে তার অভাব দেখা গেল। ডনের সব অপ্রিয় কাজ যাকে করতে হয়, এটুকু শাস্তি তাকে বহন করতেই হবে।

জনি ফণ্টেন ডনকে বলল, "বিয়ের চিঠি পেয়েই ভাবলাম তাহলে আমার ধর্মবাপ আর আমার ওপর রাগ করে নেই। আমার ডিভোর্সের পর আপনাকে পাঁচবার ফোন করেছিলাম, প্রত্যেকবার টম বলেছিল হয় আপনি বেরিয়ে গেছেন, নয়তো বড্ড ব্যস্ত আছেন। কাজেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

স্ট্রিগার হলদে বোতল থেকে পানীয় ঢেলে গেলাস ভরে দিলেন ডন। "ও সব ভুলে গেছি এখন। তোমার জন্য এখনো কিছু করতে পারি নাকি? এত বিখ্যাত, এত বড়লোক হয়ে যাওনি তো যে আমি কিছু করতে পারব না?"

আগুনের মতো হলদে পানীয়টুকু গিলে ফেলে, জনি আবার গেলাস বাড়িয়ে ধরল। গলার স্বরে একটা ফূর্তির ভাব আনার চেষ্টা করে সে বলল, "আমি তো বড়লোক নই, ধর্মবাপ, আমি পড়ে যাচ্ছি। আপনি ঠিকই বলেছিলে। ঐ যে দুশ্চরিত্রা মেয়েটাকে বিয়ে করলাম, তার জন্য স্ত্রীকে আর মেয়েদের ত্যাগ করা আমার উচিত হয়নি। আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে কিছু অন্যায় করেননি।"

ডন কাঁধ তুললেন, "তোমার জন্য ভাবনা হচ্ছিল, হাজার হোক তুমি আমার ধর্মপুত্র তো। এই আর কি!"

জনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল, "ঐ বদ মেয়েমানুষটার জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছিলাম। হলিউডের শ্রেষ্ঠ তারকা। দেখতে যেন দেববালা। একটা ছবি শেষ হলে কি করে জানেন? যে লোকটা ওর মেক-আপ করে দেয়, তার কাজ যদি ভালো হয়, অমনি তার সঙ্গে আসঙ্গ করে। ক্যামেরা-ম্যান যদি সুন্দর করে ওর ছবি তোলে, তাকে ওর কাপড় ছাড়ার ঘরে এনে, তার সঙ্গে শোয়। কাউকে বখশিশ দিতে হলে আমি যেমন পকেট থেকে রেজ্‌কি দিই, ও অমনি নিজের দেহটাকে দেয়। শয়তানের উপযুক্ত একটা বেশ্যা ছাড়া কিচ্ছু নয়।"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন কর্লিয়নি বললেন, "তোমার পরিবার কেমন আছে?"

জনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলল, "ওদের ভালো বন্দোবস্ত করেছি। ডিভোর্সের পর আদালত যা দিতে বলেছিল, তার চাইতেও বেশি দিয়েছি। সপ্তাহে একবার দেখা করতে যাই। ওদের জন্য মন কেমন করে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।" আরেকবার গেলাস ভরল জনি। "আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আজকাল আমাকে নিয়ে হাসে। আমার কেন ঈর্ষা হয় বুঝতে পারে না। বলে আমি সেকেলে, আনাড়ি, আমার গান নিয়ে বিদ্রূপ করে। আসবার আগে বেশ করে পিটুনি দিয়ে এসেছি। তবে মুখে মারিনি, ছবি করছে কি না। গায়ে খিল ধরিয়ে দিয়েছি, ছোট ছেলের মতো হাতে পায়ে মেরেছি আর ও তাই নিয়ে কেবলই হেসেছে।" একটা সিগারেট ধরাল জনি। "কাজে কাজেই, ধর্মবাপ, বেঁচে থাকায় এখন কোনো সুখ নেই।"

ডন কর্লিয়নি সরলভাবে বললেন, "এ-সব ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্যই করতে পারি না।" একটু থেমে, জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার গলায় কি হয়েছে?"

সমস্ত আত্মপ্রত্যয়, মাধুর্য, নিজেকে নিয়ে পরিহাস জনির মুখ থেকে খসে পড়ল। প্রায় ভগ্নকণ্ঠে জনি বলল, "ধর্মবাপ, আমি আর গাইতে পারি না, আমার গলায় কিছু হয়েছে, ডাক্তাররা ধরতে পারছে না।" চমকে গিয়ে হেগেন আর ডন ওর দিকে চাইলেন, জনি সর্বদাই এত জবরদস্ত। জনি বলে চলল, "দুটো ছবিতে অনেক টাকা করেছিলাম। মস্ত তারকা হয়ে গেছিলাম। এখন ওরা আমাকে ভাগাতে চাইছে। স্টুডিওর মালিক বরাবর আমার ওপর হাড়ে চটা, এবার তার শোধ তুলছে।"

ধর্মপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ডন কর্লিয়নি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন সে তোমার ওপর হাড়ে চটা?"

"আমি ঐসব প্রগতি সংস্থার জন্য গান গাইতাম, বুঝলেন, ঐ যেগুলো আপনিও পছন্দ করতেন না। জ্যাক য়োল্ট্‌স্‌ও সে-সব ভালোবাসে না। বলত আমি নাকি কমিউনিস্ট, কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। তারপর একটা মেয়েকে ও নিজের জন্য বাগিয়েছিল, তাকে আমি ছিনিয়ে নিলাম। মাত্র এক রাতের ব্যাপার আর ঐ মেয়েটাই আমাকে ধাওয়া করেছিল। আমি আর কি করতে পারি? তারপর আমার বেশ্যা বৌ আমাকে দূর করে দিল। আর জিনি আর আমার মেয়েরা আমাকে ফিরিয়ে নেবে না, এক যদি না আমি হাতে পায়ে হামা দিয়ে ক্ষমা চাই। এদিকে আমি আজকাল গাইতে পারছি না। ধর্মবাপ, এখন আমি কি করব?"

ডন কর্লিয়নির মুখটা বরফের মতো হয়ে গেছিল, এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, "প্রথমে পুরুষমানুষের মতো আচরণ করতে পার।" হঠাৎ রাগে মুখটা বিকৃত হল, চেঁচিয়ে বললেন, "পুরুষমানুষের মতো!" ডেস্কের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডন জনির চুলের মুঠি ধরলেন, ভীষণ হিংস্র স্নেহের ভঙ্গীতে। "হায় যীশু! এও কি সম্ভব যে তুমি আমার কাছে এতকাল কাটিয়েও শেষ পর্যন্ত এর বেশি কিছু হলো না! হলিউডের একটা নষ্ট মেয়ে, কেঁদে কেঁদে দয়া ভিক্ষা করে! মেয়েমানুষের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে— 'আমি কি করব? আমি কি করব?'"

এত চমৎকার অনুকরণ করলেন ডন, এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে যে হেগেন আর জনি দুজনেই চমকে হেসে ফেলল। ডন কর্লিয়নি খুশি হলেন। এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল ধর্মপুত্রকে তিনি কত ভালবাসেন। এই ভাবে যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করলে ওঁর নিজের ছেলেদের কি প্রতিক্রিয়া হত? সান্তিনোর মুখ হাঁড়ি হত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ভালো করে কথা বলত না। ফ্রিডো কেঁচো বনে যেত। মাইকেল বরফের মতো হেসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, মাসের পর মাস তার দেখা পাওয়া যেত না। কিন্তু জনি? বা, খাসা ছেলে জনি, এরই মধ্যে হাসছে, মনে জোর পাচ্ছে, ধর্মবাপের মতলবটা ঠিক ধরে ফেলেছে।

ডন কর্লিয়নি বলে চললেন, "তোমার ওপরওয়ালার মেয়েমানুষ ভাগিয়ে নিলে, তোমার চাইতে ও লোকটার ক্ষমতা বেশি, তারপর আবার অনুযোগ করছ ও তোমাকে কেন সাহায্য করছে না! এ কি রকম বাজে কথা। তোমার পরিবারকে ফেলে গেলে, সন্তানদের পিতৃহীন করলে, একটা বেশ্যাকে বিয়ে করবার জন্য! আবার কাঁদছ কেন, না ওরা কেন দু বাহু বাড়িয়ে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে না! ঐ যে বেশ্যাটা, ওর মুখে মারনি কেন, না ও যে ছবি করছে! তারপর ও তোমাকে বিদ্রূপ করল বলে অবাক হচ্ছ! একটা নির্বোধের মতো জীবন কাটিয়েছ; নির্বোধের যা পরিণাম হয়, তোমারও তাই হয়েছে।"

এবার থামলেন ডন কর্লিয়নি, সহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "এবার থেকে আমার পরামর্শমতো চলবে তো?"

জনি ফন্টেন কাঁধ তুলে বলল, "জিনিকে আবার বিয়ে করতে পারব না, ও যে-ভাবে চায় সে-ভাবে তো আর চলতে পারব না। আমাকে জুয়োও খেলতে হত, মদও খেতে হত, বন্ধুদের সঙ্গে হৈচৈও করতে হত। সুন্দরী মাগীরা আমার পিছনে ছুটত আর আমি কখনও লোভ সামলাতে পারতাম না। তারপর জিনির কাছে যখন ফিরে যেতাম, মনে সে কি গ্লানি! ও-সবের মধ্যে আবার গিয়ে ঢুকতে পারব না।"

কদাচিৎ ডন কর্লিয়নি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতেন। "আমি তো বলিনি আবার ওকে বিয়ে করতে হবে। তুমি যা চাও, তাই কর। সন্তানদের বাপের কর্তব্য করতে চাও সে তো ভালো কথা। যে পুরুষমানুষ সন্তানের বাপের কর্তব্য করে না, সে তো পুরুষমানুষই নয়। তা হলে কিন্তু ওদের মার কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কে বলেছে ওদের কাছে রোজ যেতে পাবে না? কে বলেছে এক বাড়িতে বাস করতে পারবে না? কে বলেছে তুমি যেমন চাও, সে-ভাবে জীবন কাটাতে পাবে না?"

জনি ফন্টেন হেসে বলল, "ধর্মবাপ, সবাই তো আর সেকালের ইতালীয় স্ত্রীদের মতো নয়। জিনি ও-সব সহ্য করবে না।"

এবার ডন বিদ্রূপ করতে লাগলেন, "তার কারণ তুমি যে নাটুকে ব্যবহার করেছিলে। আদালত যা বলল, তার বেশি দিলে। ঐ অন্যটার মুখে মারলে না কেন, না ও যে ছবি করছে। মেয়েদের কথামতো চল তুমি। আরে ওরা তো দুনিয়ার কাজ চালাতে অপটু অক্ষম, যদিও স্বর্গে গিয়ে ওরা 'সেণ্ট' বনে যাবে আর আমরা পুরুষমানুষরা নরকে পুড়ব। তাছাড়া এতকাল ধরে তোমার ওপর আমি নজর রেখেছি।"

তারপর ডনের কণ্ঠে গাম্ভীর্য এল, "তুমি আমার সৎ ধর্মপুত্র, সর্বদা আমাকে শ্রদ্ধা করে এসেছ। কিন্তু তোমার অন্যান্য পুরনো বন্ধুদের জন্য কি করেছ? এক বছর এর সঙ্গে বেজায় ভাব, পরের বছর অন্য কারো সঙ্গে বেজায় ভাব। ঐ যে ইতালীয় ছেলেটা, বেজায় মজার ফিল্ম করত, তার কি একটা দুর্ভাগ্য হতেই তার

সঙ্গে দেখাশুনা বন্ধ করে দিলে, তোমার কি না তখন ওর চাইতে বেশি নাম-ডাক! তারপর তোমার আরো বেশি পুরনো বন্ধু, যার সঙ্গে স্কুলে পড়তে, যে তোমার গানের পার্টনার ছিল? নিনো। হতাশ হয়ে সে মদ ধরেছে, তবু মুখে কিছু বলে না। ভীষণ খাটে, আমাদের কাঁকরের ট্রাক চালায়, শনি রবিবার গান গেয়ে কয়েক ডলার পায়। তোমারো বিরুদ্ধে একটা কথা বলে না। তাকে একটু সাহায্য করতে পার না? কেন পার না? ভালো গায় তো।"

জনি ফন্টেন ধৈর্য ধরে ক্লান্তভাবে বলল, "ধর্মবাপ, ওর যে যথেষ্ট প্রতিভা নেই। এমনিতে ভালো কিন্তু সেরকম সাফল্য করতে পারবে না।"

ডন কর্লিয়নির চোখের ওপর পল্লব নেমে এল, চোখ প্রায় বোজা, বললেন, "আর তুমি, ধর্মপুত্র, তোমারও তো এখন যথেষ্ট প্রতিভা নেই। ওর সঙ্গে কাঁকরের ট্রাকে তোমার জন্যেও একটা কাজ ঠিক করে দেব নাকি?"

জনির কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে, ডন বলে চললেন, "বন্ধুত্বই সব। প্রতিভার চাইতে অনেক বেশি। সরকারের চাইতে বেশি। প্রায় পরিবারের সমান সমান। এটা কখনো ভুলো না। তুমি যদি একটা বন্ধুত্বের প্রাচীর গড়ে তুলতে, তাহলে আর আমার কাছে সাহায্য চাইতে হত না। এবার বল, গাইতে পারছ না কেন? বাগানে তো বেশ গাইলে। নিনোর মতোই ভালো।"

এই সূক্ষ্ম খোঁচায় হেগেন আর জনি দুজনেই মৃদু হাঁসল। জনির এবার ভারিক্কিভাবে ধৈর্য ধরে থাকার পালা। "আমার গলার জোর চলে গেছে। দুটো-একটা গান গাইলে, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন গাইতে পারি না। রিহার্সাল আছে, দু-তিন বার করে গান রেকর্ড করতে হয়, সে আর পারি না। গলাটা দুর্বল হয়ে গেছে, গলায় কোনো রোগে ধরেছে।"

"তাহলে তোমার মেয়েমানুষ নিয়ে সমস্যা। গলায় রোগ। এবার বল ঐ যে হলিউডের কর্তাব্যক্তি, যে তোমাকে কাজ দিতে চাইছে না, তার সঙ্গে ঝগড়াটা কি নিয়ে।" এবার ডন হাতে-কলমে কাজে নামছিলেন।

জনি বলল, "আপনার কাপ্তানদের চাইতে ওর ক্ষমতা বেশি। ও-ই স্টুডিওটার মালিক। যুদ্ধের সময় চলচ্চিত্রে যত প্রপাগাণ্ডা হল, সে বিষয়ে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা ছিল ও-ই। মাত্র এক মাস আগে, এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের চিত্রাধিকার কিনে নিয়েছে ও। বইটা একটা বেস্ট-সেলার। গল্পের নায়ক অবিকল আমার মতো একটা লোক। আমাকে অভিনয়ই করতে হবে না, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করলেই হবে। গান পর্যন্ত গাইতে হবে না। সবাই জানে ও পার্ট আমাকেই মানাবে, আবার আমার নাম হবে। এবার অভিনেতা হিসাবে। কিন্তু জ্যাক য়োলট্‌স্ হারামজাদা আমার ওপর এক হাত নিচ্ছে, কিছুতেই ও পার্ট আমাকে দেবে না। বলে পাঠিয়েছে স্টুডিওর কমিসারিতে সকলের সামনে যদি আমি গিয়ে ওর পশ্চাদ্ভাগে চুমো খাই, তাহলে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারে।"

হাত নেড়ে ডন কর্লিয়নি এ-সব ন্যাকামি উড়িয়ে দিলেন। যারা যুক্তি মেনে

চলে, তারা কাজ-সংক্রান্ত যে-কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে। ধর্মপুত্রের কাঁধ চাপড়ে ডন বললেন, "তুমি একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছ। ভেবেছ তোমার জন্য কেউ কেয়ার করে না। অনেকখানি ঝরেও গেছ দেখছি। বোধ হয় খুব মদ খাচ্ছ? ঘুম আসে না, তাই বোধ হয় খুব বড়ি খাও?" মাথা নেড়ে ডন জানালেন যে এ-সবে তাঁর সমর্থন নেই।

বললেন, "আমি চাই এবার তুমি আমার হুকুম-মাফিক চল। আমি চাই আমার কাছে তুমি এক মাস থাক। আমি চাই তুমি ভালো করে খাও, বিশ্রাম নাও, ঘুমোও। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক, তোমার সঙ্গ আমি উপভোগ করি। আর তুমিও হয়তো তোমার ধর্মবাপের কাছ থেকে দুনিয়া সম্বন্ধে এমন কিছু শিখতে পার, যাতে তোমাদের ঐ বিখ্যাত হলিউডেও কিছু সুবিধা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গান গাইবে না, মদ খাবে না, মেয়েমানুষদের কাছে যাবে না। এক মাস পরে হলিউডে ফিরে যেতে পার আর তখন তোমার ঐ ৯০ ক্যালিবারের কাপ্তানটি তুমি যে কাজটি চাও, তোমাকে সেইটিই দিয়ে দেবে। রাজী আছ?"

জনি ফন্টেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না যে ডনের এত ক্ষমতা আছে। কিন্তু ওর ধর্মবাপ কখনো যে-কাজ করতে পারতেন না, সে-কাজ করবেন বলতেন না। জনি বলল, "ও ব্যাটা জে এডগার হুভারের ব্যক্তিগত বন্ধু। ওর সমান গলা তুলে কথাই বলা যায় না।"

অম্লানবদনে ডন বললেন, "ও তো একজন ব্যবসাদার। আমি ওকে এমন প্রস্তাব দেব যে ও 'না' বলতে পারবে না।"

জনি বলল, "বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সব কনট্রাক্ট সই হয়ে গেছে। এক হপ্তার মধ্যে শুটিং শুরু হবে। একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "তুমি যাও, পার্টিতে যোগ দাও গে। তোমার বন্ধুরা তোমার আশায় বসে আছে। আমার হাতে সব ছেড়ে দাও।" জনিকে ঠেলে তিনি ঘর থেকে বের করে দিলেন।

হেগেন তার ডেস্কের পিছনে বসে সব নোট করে নিল। ডন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আর কিছু আছে?"

ক্যালেণ্ডারের উপর কলম রেখে হেগেন বলল, "সলট্সোকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এই সপ্তাহের মধ্যেই তার সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে হবে।"

কাঁধ তুলে ডন বললেন, "বিয়ের ব্যাপার চুকল, এখন তুমি যেদিন বল।"

এই উত্তর থেকে হেগেন দুটি জিনিস বুঝল। সব চাইতে গুরুতর কথা হল যে ভার্জিল সলট্সোকে 'না' বলা হবে। দ্বিতীয় কথা হল যে মেয়ের বিয়ের আগে কোনো কথা না বলার মানেই হল ডন কর্লিয়নি মনে করছেন এর ফলে কিছু গোলমাল হবে।

সতর্কভাবে হেগেন বলল, "ক্লেমেনজাকে বলব কয়েকটা লোক এনে এ-বাড়িতে রাখতে?"

অসহিষ্ণু ভাবে ডন বললেন, "কিসের জন্য? বিয়ের আগে উত্তর দিইনি, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল না যে এমন একটা বিশেষ দিনে, দূরের আকাশেও এতটুকু মেঘ দেখা যায়। তাছাড়া আমি জানতে চাইছিলাম ও আমার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলতে চায়। সেটা এখন জানা গেছে। ও যা প্রস্তাব করবে সে বড় জঘন্য ব্যাপার।"

হেগেন বলল, "তবে কি আপনি অসম্মত হবেন?" ডন মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন। হেগেন বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় সকলে মিলে—পরিবারের সকলে মিলে ভালো করে ব্যাপারটা আলোচনা করে তারপর উত্তর দিলে ভালো।"

ডন মৃদু হাসলেন। "তোমার তাই মনে হয় বুঝি? ভালো কথা, আলোচনাই করা যাবে। তুমি কাল ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফিরে এলে পর। আমার ইচ্ছা তুমি প্লেনে করে গিয়ে জনির ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে আস। ঐ চলচ্চিত্রের কর্তাটির সঙ্গে দেখা কর। সলট্সোকে বল যে তুমি ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফিরলেই তার সঙ্গে দেখা করব। আর কিছু আছে?"

হেগেন তখন নিষ্প্রাণ ভাবে বলল, "হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছিল। কন্‌সিলিয়রি আবানদাণ্ডো মৃত্যুশয্যায়, রাত কাটবে না। ওঁর বাড়ির লোকদের ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।"

গত এক বছর ধরে হেগেনই 'কন্‌সিলিয়রি' অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতার পদে নিযুক্ত ছিল, গেন্‌কো আবানদাণ্ডো ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে বন্দী হওয়া অবধি। ডন কর্লিয়নি কখন বলবেন ঐ পদই ওর স্থায়ী হল, এই আশাতে হেগেন বসে ছিল। সেটা না হবারই সম্ভাবনা বেশি ছিল। এত উঁচু পদ কেবলমাত্র তাদেরই দেওয়া হত যাদের মা-বাবা উভয়ই ইতালীয়। এরই মধ্যে সাময়িকভাবেও ঐ পদের জন্য হেগেন নির্বাচিত হওয়াতে কিছু আপত্তি উঠেছিল। তাছাড়া ওর মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স; অনেকে মনে করতে পারত যে কন্‌সিলিয়রির কাজে সাফল্য-লাভ করতে হলে যে অভিজ্ঞতা আর চাতুরির দরকার হয়, অত কম বয়সে সেটা সম্ভব নয়।

কিন্তু ডন ওকে কোনো উৎসাহই দিলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার মেয়ে-জামাই কখন রওনা হবে?"

হেগেন হাতঘড়ি দেখল, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা কেক কাটবে, তারপর আর আধঘণ্টা।" তাতে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। "আপনার নতুন জামাইকে কি পরিবারের মধ্যে কোনো বড় পদ দেওয়া হবে?"

ডন কর্লিয়নি এমন দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন যে হেগেন চমকে উঠল। "না, কখনো না।" হাতের তেলো দিয়ে টেবিল চাপড়ে ডন আরো বললেন, "কখনো না। এমন কিছু দিও যাতে ওদের খাওয়া-পরা চলে, বেশ ভালো ভাবেই চলে। কিন্তু আমাদের পারিবারিক ব্যবসার কথা কখনো জানতে দিও না। অন্যদেরও এ-কথা বলে দিও, সনি, ফ্রিডো; ক্লেমেন্‌জাকে।"

একটু থেমে, আবার বললেন, "আমার ছেলেদের বল, তিনজনকেই বল যে ওরা আমার সঙ্গে গেন্কো বেচারিকে দেখতে হাসপাতালে যাবে। আমি চাই যে ওরা তাকে ওদের শেষ নমস্কার জানায়। ফ্রেডিকে বড় গাড়িটা চালাতে বল, জনিকে জিজ্ঞাসা কর, আমাকে খুশী করার জন্য ও আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা।" জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাল হেগেন। ডন বললেন, "আমার ইচ্ছা তুমি আজ রাতেই ক্যালিফর্নিয়া যাও। গেন্কোর সঙ্গে দেখা করবার সময় পাবে না। কিন্তু আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলবার আগেই রওনা হয়ে যেও না। বুঝেছ?"

হেগেন বলল, "বুঝেছি। ফ্রেড কখন গাড়ি নিয়ে আসবে?"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "অতিথিরা বিদায় নিলে পর। গেন্কো আমার জন্য অপেক্ষা করবে।"

হেগেন বলল, "সেনেটর ফোন করেছিলেন। নিজে আসতে পারেননি বলে ক্ষমা চাইলেন, বললেন আপনি ঠিক বুঝবেন। ঐ দুজন এফ. বি. আই-এর লোক যে রাস্তার ওধার থেকে গাড়ির নম্বর নিচ্ছিল বোধহয় তাদের বিষয় ইঙ্গিত করলেন। লোক দিয়ে ওঁর উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

ডন মাথা দোলালেন। এ-কথা বলা প্রয়োজন মনে করলেন না যে তিনি নিজেই সেনেটরকে আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। "ভালো উপহার পাঠিয়েছেন?"

প্রভাবিত সমর্থনের এমন একটা মুখ করল হেগেন, যাকে খাঁটি ইতালীয় বলা চলে, ওর ঐ আধা-জর্মান আধা-আইরিশ মুখে ভাবটা ঠিক মানাল না। "প্রাচীন রূপোর জিনিস, খুব দামী। বেচলে ওরা অন্তত হাজার ডলার পাবে। সেনেটর অনেক সময় খরচ করে ঠিক উপযুক্ত জিনিসটিই খুঁজে বের করেছেন। ঐ ধরনের লোকের কাছে দামের চাইতে তারই গুরুত্ব বেশি।"

সেনেটরের মতো একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ওঁকে এতখানি সম্মানিত করেছে দেখে ডন কর্লিয়নি আনন্দ রাখার জায়গা পেলেন না। লুকা ব্রাসির মতো এই সেনেটরটিও ডন কর্লিয়নির ক্ষমতার প্রাসাদের ভিতের একখানি বড় প্রস্তর। এই উপহার দিয়ে তিনিও নতুন করে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

জনি ফন্টেন বাগানে দেখা দেবামাত্র কে অ্যাডাম্স্ ওকে চিনতে পেরে, বাস্তবিক আশ্চর্য হয়ে বলল, "তুমি তো কখনো বলনি তোমরা জনি ফন্টেনকে চেন। এবার মন ঠিক করে ফেলেছি তোমাকে বিয়ে করব।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "ওর সঙ্গে আলাপ করবে?"

কে বলল, "এখন না।" তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "তিন বছর ধরে ওর সঙ্গে বেজায় প্রেমে পড়েছিলাম। যখনই ক্যাপিটলে ও গান গাইত, আমি নিউ ইয়র্কে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেলতাম। কি আশ্চর্য মানুষ ও।"

মাইকেল বলল, "পরে দেখা করা যাবে।"

গান শেষ করে জনি যেই ডন কর্লিয়নির সঙ্গে বাড়ির ভিতর গেল, কে মাইকেলের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বলল, "এ-কথা বল না যে জনি ফণ্টেনের মতো একজন বিখ্যাত চিত্রতারকাকেও তোমার বাবার অনুগ্রহ চাইতে হয়?"

মাইকেল বলল, "ও আমার বাবার ধর্মপুত্র। বাবা না থাকলে ও হয়তো আজ এত বড় চিত্রতারকা হয়ে উঠত না।"

আনন্দে হেসে উঠল কে। "মনে হচ্ছে ও-কথার মধ্যেও একটা রহস্যময় গল্প আছে।"

মাইকেল মাথা নাড়ল, "সে গল্প বলা যায় না।"

কে বলল, "আমাকে বিশ্বাস করতে পার।"

মাইক বলল গল্প। বলল যখন একটুও হাস্যকর শোনাল না।

একটুও গর্বের সঙ্গে বলল না। কোনো রকম কৈফিয়ৎ না দিয়ে বলল যে বছর আষ্টেক আগে বাবা আরো খেয়ালমতো চলতেন এবং ঘটনার কেন্দ্রে তাঁর ধর্মপুত্র থাকাতে, সেটাকে একটা আত্মসম্মানের ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিলেন।

গল্প বলতে বেশি সময় লাগল না। আট বছর আগে একটা জনপ্রিয় ডান্স ব্যাণ্ডের সঙ্গে গান গেয়ে জনি ফণ্টেনের অদ্ভুত নামডাক হয়েছিল। ক্রমে সে রেডিয়োর একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। দুঃখের বিষয় ঐ ব্যাণ্ড পার্টির কর্তার নাম লেস হ্যালি—সেও ঐ-সব ক্ষেত্রে ব্যবসাদার হিসাবে খুবই নাম করেছিল—সে জনিকে দিয়ে একটা পাঁচ বছরের ব্যক্তিগত কনট্র্যাক্ট সই করিয়ে নিয়েছিল। নাচ-গানের ব্যবসায় এ-রকম হামেশাই হত। এতে লেস হ্যালির জনিকে এখানে ওখানে খাটিয়ে, মুনাফাটার বেশির ভাগ পকেটস্থ করার অধিকার ছিল।

ডন কর্লিয়নি নিজেই মধ্যস্থ হয়ে একটা মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করলেন। প্রস্তাব করলেন ঐ ব্যক্তিগত কনট্র্যাক্ট থেকে জনিকে অব্যাহতি দিলে তিনি লেস হ্যালিকে কুড়ি হাজার ডলার দেবেন। হ্যালি বলল জনির রোজগারের মাত্র শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সে দাবি করছে। ডন কর্লিয়নির হাসি পেল। তিনি তখন প্রস্তাবটাকে কুড়ি হাজার থেকে দশ হাজারে নামিয়ে দিলেন। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাণ্ড পার্টির মালিক নিজের পেটোয়া নাচ-গানের ব্যবসার বাইরের দুনিয়ার কোনো খবর রাখত না, কাজেই সে মুনাফা কমাবার অর্থটা বুঝতে পারল না। সে এতে রাজী হল না।

পরদিন ডন কর্লিয়নি নিজে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে নিজের দুজন সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু নিয়ে গেলেন; একজন হল তাঁর মন্ত্রী গেন্‌কো আবানদাণ্ডো, অন্যজন লুকা ব্রাসি। অন্য কোনো সাক্ষীর অনুপস্থিতিতেই ডন কর্লিয়নি লেস হ্যালিকে একটা দলিলে সই দিতে রাজী করালেন। তাতে করে দশ হাজার ডলারের একটা সার্টিফাই করা চেকের বিনিময়ে লেস হ্যালি জনি ফণ্টেনের ব্যক্তিগত কাজের ওপর থেকে তার সমস্ত দাবি তুলে নিল। ডন

কর্লিয়নি ব্যাণ্ড লীডারের কপালের কাছে একটা পিস্তল ধরে অতিশয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেছিলেন যে ঠিক এক মিনিটের মধ্যে ঐ দলিলটার ওপর হয় হ্যালির সই নয় হ্যালির মাথার ঘিলু পড়বে। লেস হ্যালি সই দিয়েছিল। ডন কর্লিয়নি তখন পিস্তলটি পকেটে পুরে, সার্টিফাই করা চেকটি ওর হাতে দিয়েছিলেন।

বাকিটুকু ইতিহাস। ক্রমে জনি ফণ্টেন অ্যামেরিকার সব চাইতে চাঞ্চল্যকর গাইয়ে বলে প্রখ্যাত হল। হলিউডে সে এমন সব সঙ্গীতকর্ম রচনা করেছিল যার ফলে ওর স্টুডিও বড়লোক হয়ে গেছিল। ওর গানের রেকর্ড থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় হত। তারপর জনি তার ছোটবেলাকার প্রেয়সী ও বিয়ে-করা বৌকে ডিভোর্স করে, দুটি সন্তানকে ত্যাগ করে চলে গেল চলচ্চিত্রের সব চাইতে মনমোহিনী তারকাকে বিয়ে করতে। অল্প দিনের মধ্যেই জনি টের পেল স্ত্রীটি স্রেফ 'বেশ্যা'। জনি মদ খেতে, জুয়ো খেলতে, অন্য মেয়েদের পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল। ওর রেকর্ড আর বিক্রি হত না। স্টুডিও ওকে নতুন কনট্র্যাক্ট দিল না। কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত সে তার ধর্মবাপের কাছে ফিরে এল।

কে চিন্তিতভাবে বলল, "ঠিক জান যে তুমি তোমার বাবাকে ঈর্ষা কর না? আমাকে এখন পর্যন্ত যা যা বললে, তাতে দেখছি উনি সর্বদা পরের জন্য কিছু না কিছু করে থাকেন। ওঁর মনটা নিশ্চয় খুব ভালো।" বাঁকা হাসল কে। "অবিশ্যি ওঁর পদ্ধতিগুলো ঠিক বিধানানুমোদিত নয়।"

মাইকেল দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "বোধ হয় সেই রকমই শোনাচ্ছে, কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। বোধ হয় মেরু-অভিযাত্রীদের কথা শুনেছ, যারা উত্তর-মেরু যাবার পথে এখানে ওখানে খাবারের পুঁজি লুকিয়ে রেখে দেয়, যদি কখনো দরকার হয়, এই মনে করে? আমার বাবার অনুগ্রহগুলোও সেই রকম। একদিন না একদিন প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে হানা দেবেন, তখন তারা এগিয়ে না এলেই মুশকিল!"

যতক্ষণে বিয়ের কেক বের করা হল, সকলে তারিফ করল, তারপর কেটে খাওয়া হল, ততক্ষণে গোধূলি আসন্ন। নাজোরিনি ঐ কেকটি বিশেষ যত্ন করে বেক করেছিল। কি সুন্দর তার সাজ, ওপরে ক্ষীরের ঝিনুক বসানো, তার স্বাদ এমন উপাদেয় যে সোনালী-চুল বরের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাবার আগে, কনি তার গোটা কতক কেকের ওপর থেকে তুলে নিয়ে গেল। সৌজন্য সহকারে ডন তাঁর অতিথিদের বিদায় দিলেন। সে-সময়ে লক্ষ্য করলেন কালো বন্ধ গাড়িটাকে ও তার এফ. বি. আই. যাত্রীদের আর দেখা যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত গাড়ির রাস্তায় একটিমাত্র গাড়ি বাকি রইল, একটা লম্বা কালো ক্যাডিলাক, চালকের আসনে ফ্রেডি। ডন সামনের আসন নিলেন, তাঁর বয়স ও ওজনের অনুপাতে তাঁর চলাফেরা, আশ্চর্য রকম সাবলীল। সনি, মাইকেল আর জনি ফণ্টেন পিছনের সীটে বসল। ডন কর্লিয়নি তাঁর ছেলে মাইকেলকে বললেন, "তোমার বান্ধবীটি কি একা একা ঠিকমতো শহরে ফিরতে পারবে?"

মাইকেল মাথা নেড়ে বলল, "টম বলেছে ব্যবস্থা করবে।" হেগেনের দক্ষতা দেখে ডন কর্লিয়নি প্রসন্ন হয়ে মাথা দোলালেন।

তখনও পেট্রল র‍্যাশন করা ছিল, তাই ম্যানহাটান যাবার পথে বেল্ট পার্ক-ওয়েতে যানবাহন কম ছিল। ফ্রেঞ্চ হাসপাতালের রাস্তায় গাড়ি ঢুকতে এক ঘণ্টাও লাগল না। পথে ডন কর্লিয়নি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কলেজের পড়াশুনো ভালো চলছে কি না। মাইকেল মাথা নেড়ে জানাল ভালোই চলছে। পিছনের সীট থেকে সনি বাপকে জিজ্ঞাসা করল, "জনি বলছে তুমি ওর ঐ হলিউডের গোলমালটা মিটিয়ে দিচ্ছ। তুমি কি চাও যে আমি গিয়ে সাহায্য করি?"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন বললেন, "টম আজ রাতে যাচ্ছে। সাহায্যের দরকার হবে না। সামান্য ব্যাপার।"

সনি কর্লিয়নি হেসে বলল, "জনির মনে হয় ব্যাপারটা তুমি মেটাতে পারবে না। তাই ভাবছিলাম তুমি হয়তো আমাকে গিয়ে সাহায্যে করতে বলবে।"

ডন কর্লিয়নি মাথা ঘুরিয়ে জনি ফন্টেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ওপর তোমার আস্থা নেই কেন? তোমার ধর্মবাপ কি যখন যা বলেছেন, ঠিক তাই করেননি? কেউ কখনো আমাকে বোকা বানাতে পেরেছে?"

ভয়ে ভয়ে জনি ক্ষমা চাইল, "ধর্মবাপ, ঐ স্টুডিওর মালিকটি একটি '৯০ ক্যালিবারের বদমায়েস। ওর কথার নড়চড় করানো যায় না, টাকা দিয়েও না। বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ। তাছাড়া ও আমাকে দেখতে পারে না। কি করে গোলামালটা মেটাবেন তাই ভেবে পাচ্ছি না।"

সকৌতুকে, সস্নেহে ডন বললেন, "আমি বলছি ওটা তোমার হয়ে যাবে।" তারপর কনুই দিয়ে মাইকেলের পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে বললেন, "আমার ধর্মপুত্রকে তো আর নিরাশ করা যায় না, কি বল মাইকেল?"

মাইকেল কখনো মুহূর্তেকের জন্যও বাপকে অবিশ্বাস করত না, কাজেই ও মাথা নেড়ে সায় দিল।

হাসপাতালের ফটকের দিকে যাবার সময়, ডন কর্লিয়নি মাইকেলের বাহুতে হাত রাখলেন, কাজেই বাকিরা এগিয়ে গেল। ডন বললেন, "তোমার কলেজে পড়া শেষ হলে, আমার কাছে এসো, কথা আছে। আমার কতকগুলো পরিকল্পনা আছে, সেগুলো তোমার ভালোই লাগবে।"

মাইকেল কিছু বলল না। বিরক্ত হয়ে ডন হেঁড়ে গলায় বললেন, "তুমি কেমন ছেলে সে তো আমি জানি। তোমার যা পছন্দ নয়, এমন কিছু করতে বলব না। এটা একটা বিশেষ ব্যাপার। এখন যা ভালো লাগে কর, মানুষ তো হয়েছ। কিন্তু পড়াশুনো শেষ হলে, সব ছেলেরই যেমন উচিত, তুমিও একবার আমার কাছে এসো।"

হাসপাতালের দরদালানের সাদা টালির মেঝের ওপর, এক ঝাঁক পুরুষ্টু কাকের

মতো গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর পরিবারের লোকরা জড়ো হয়েছিল, ওর স্ত্রী আর তিনটি কন্যা, সবার কালো পোশাক পরনে। লিফ্‌ট থেকে ডন কর্লিয়নিকে নামতে দেখে, ওরা সাদা টালির ওপর থেকে ঠিক যেন ডানা ঝাপটে, আপনা থেকেই আশ্রয়ের জন্য ওঁর কাছে উড়ে এল। মায়ের কালো পোশাক পরা দশাসই চেহারা, মেয়েগুলো মোটাসোটা সাদা-মাটা। কাঁদতে কাঁদতে আবানদাণ্ডোর স্ত্রী ডনের গাল স্পর্শ করে বিলাপের স্বরে বলল, "তুমি দেবতার মতো, নিজের মেয়ের বিয়ে ফেলে এখানে এলে!"

ও-সব কৃতজ্ঞতার কথা ডন কর্লিয়নি গায়ে মাখলেন না, "এমন একজন বন্ধু, যে আজ কুড়ি বছর ধরে আমার ডান হাতের মতো, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানানো উচিত নয় কি?" সঙ্গে সঙ্গে ডন বুঝে নিয়েছিলেন যে এই মহিলা যার বৈধব্য আসন্ন, সে কিন্তু একটুও বুঝতে পারেনি যে আজ রাতে তার স্বামীর মৃত্যু হবে।

এক বছর ধরে এই হাসপাতালে শুয়ে গেন্‌কো আবানদাণ্ডো ক্যান্সার রোগে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ওর মর্মান্তিক রোগটাকে ওর স্ত্রী স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অঙ্গ বলেই যেন মেনে নিয়েছিল। ভাবছিল আজ রাতে আরেকটা সঙ্কট-সময় উপস্থিত হয়েছে, তার বেশি নয়। সে বকে যাচ্ছিল, "ভিতরে যাও, গিয়ে আমার স্বামীকে দেখে এসো। তোমাকে ডাকছেন। তোমার মেয়ের বিয়েতে গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আসবার ইচ্ছা ছিল বেচারির, তা ডাক্তার কিছুতেই মত দিলেন না। তারপর বললেন আজকের এই বিশেষ দিনে তুমি এসে ওঁকে দেখে যাবে। আমি কিন্তু ভাবতেও পারিনি সেটা সম্ভব হতে পারে। মেয়েদের চাইতে পুরুষদের মধ্যে বন্ধুত্বের মূল্য ঢের বেশি। ভিতরে যাও, উনি খুব খুশী হবেন।"

গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর প্রাইভেট ঘর থেকে একজন নার্স আর একজন ডাক্তার বেরিয়ে এল। ডাক্তারের বয়স কম, মুখ গম্ভীর, ভাবখানা যেন প্রভুত্ব করবার জন্যই জন্মেছে, অর্থাৎ দেখে মনে হয় চিরকাল বেজায় বড়লোক। মেয়েদের মধ্যে একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ডাঃ কেনেডি, এখন বাবাকে দেখতে যেতে পারি?"

বিরক্তির সঙ্গে ডাক্তার ওদের ঐ বড় দলটার দিকে তাকালেন। এরা কি সত্যি বুঝতে পারছে না যে ঘরের ঐ মানুষটি মৃত্যুর সম্মুখীন, অতি যন্ত্রণাময় মৃত্যুর সম্মুখীন? ওকে যদি এরা সবাই শান্তিতে মরতে দিত, তাহলে ঢের ভালো হত। অপূর্ব ভদ্র-কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, "শুধু ওর বাড়ির লোকেরা।" তার পরেই অবাক হয়ে দেখলেন যে আনাড়ি ভাবে সান্ধ্য পোশাক পরা ভারি শরীরের একজন বেঁটে মানুষের দিকে রুগীর বাড়ির লোকেরা ফিরে দাঁড়াল, যেন তাঁর মতামতের অপেক্ষায় আছে।

ভারি লোকটি কথা বললেন। কণ্ঠে সামান্য একটু ইতালীয় টান শোনা গেল: "ডাক্তার সাহেব, উনি কি সত্যি মারা যাচ্ছেন?"

ডাঃ কেনেডি বললেন, "হ্যাঁ।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "তাহলে আপনাদের আর কিছু করার নেই। আমরা এবার ভার নেব। ওঁকে সান্ত্বনা দেব, ওঁর চোখ বন্ধ করে দেব। ওঁকে সমাধিস্থ করবার সময় আমরাই চোখের জল ফেলব, তারপর ওঁর স্ত্রী-কন্যাদের দেখাশুনোও করব।" এমন স্পষ্ট কথা শুনে আবানদাণ্ডোর স্ত্রী প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগল।

ডাঃ কেনেডি কাঁধ তুললেন। এইসব চাষাভুষোদের কিছু বোঝানোই ঝকমারি। সেই সঙ্গে লোকটির কথার ন্যায্যতাও তাঁকে মানতে হল। সত্যিই ওঁর ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তখনো অপূর্ব ভদ্রতার সঙ্গে ডাক্তার বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, নার্স আপনাদের ঘরে যেতে বলবে, ওর এখনো রুগীর কিছু কাজ বাকি আছে।" এই বলে দীর্ঘ দরদালান দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন, তাঁর সাদা কোটটি উড়তে লাগল।

নার্স আবার ঘরে ফিরে গেল, ওরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে বাইরে এসে ওদের জন্য সে দরজাটি খুলে ধরল। ফিসফিস করে বলল, "জ্বরে বেদনায় উনি ভুল বকছেন। দেখবেন ওঁকে বেশি উত্তেজিত করবেন না। ওঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ কয়েক মিনিটের বেশি ঘরে থাকবেন না।" বেরিয়ে যাবার সময় জনি ফণ্টেনকে দেখে নার্স চিনতে পারল, অমনি তার চোখদুটি বিস্ফারিত হল। মৃদু হেসে স্বীকৃতি জানাল জনি, মেয়েটি প্রকাশ্যভাবে তাকে আহ্বান জানাল। জনি ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য ওর কথা মনে রেখে দিয়ে, অন্যদের সঙ্গে রুগীর ঘরে ঢুকল।

মৃত্যুর সঙ্গে লম্বা দৌড়বাজি খেলেছিল গেন্‌কো আবানদাণ্ডো, এখন হেরে গিয়ে, উঁচু করা খাটটিতে হয়রান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। মাংস ঝরে গিয়ে গেন্‌কোর দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেছিল। এক সময় মাথাভরা সতেজ কালো চুল ছিল, এখন সেগুলো বিশ্রী পাকানো দড়ির মতো হয়ে গেছিল। প্রফুল্লকণ্ঠে ডন কর্লিয়নি বললেন, "গেন্‌কো, ভাই, এই দেখ, আমার ছেলেদের এনেছি তোমাকে নমস্কার জানাবার জন্য, আর দেখ, কোথায় কোন দূরে হলিউড, সেখান থেকে জনিও এসেছে।"

মরণোন্মুখ মানুষটি জ্বরগ্রস্ত চোখ খুলে কৃতজ্ঞতাভরে ডনের দিকে তাকাল। ছেলেদের বলিষ্ঠ হাতে ওর কেঠো হাত চেপে ধরতে দিল। ওর স্ত্রী আর মেয়েরা খাটের পাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল ; ওর গালে চুমো খেয়ে, একে একে ওরা ওর অন্য হাতটি ধরল।

ডনও তাঁর পুরনো বন্ধুর হাত ধরলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ, আমরা দুজনে ইতালীতে আমাদের গ্রামে একবার বেড়াতে যাব। আমাদের বাবারা যেমন মদের দোকানের সামনে 'বক্কি' খেলতেন, এবার আমরাও খেলব।"

মৃত্যুপথযাত্রী মাথা নেড়ে, এক হাতে ছেলেদের আর ওর নিজের বাড়ির লোকদের সরে যেতে ইশারা করল, পাখির নখের মতো অন্য হাতটা দিয়ে ডন

কর্লিয়নিকে আঁকড়ে ধরল। কথা বলবার চেষ্টা করল গেন্‌কো। ডন ওর মাথাটা নামিয়ে দিয়ে, ওর খাটের পাশের চেয়ারে বসলেন। গেন্‌কো আবানদাণ্ডো ওঁদের ছোটবেলাকার বিষয়ে বকে যাচ্ছিল। তার কুচকুচে কালো চোখ চতুর হয়ে উঠল। ফিসফিস করে কি যেন বলল সে। ডন আরেকটু নিচু হলেন। ঘরের মধ্যে আর যারা ছিল, তারা অবাক হয়ে দেখল, ডন কর্লিয়নি মাথা নাড়ছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। রুগীর কম্পিত কণ্ঠে আরো জোর এল, ঘরের সবাই শুনতে পেল। একটা ক্লিষ্ট অমানুষিক চেষ্টা দিয়ে আবানদাণ্ডো মাথাটাকে বালিশ থেকে তুলে ফেলে, দৃষ্টিহীন চোখে, কাঠির মতো একটা আঙুল দিয়ে ডনকে দেখিয়ে, অন্ধের মতো বলে উঠল, 'ধর্মবাপ, ও ধর্মবাপ, মরার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। তোমার পায়ে পড়ি। হাড় থেকে গায়ের মাংসগুলো জলে যাচ্ছে, মগজে পোকা খাচ্ছে, সব আমি টের পাচ্ছি। ধর্মবাপ, তুমি আমাকে ভালো করে দাও, তোমার, সে ক্ষমতা আছে, আমার হতভাগিনী স্ত্রীর চোখের জল মুছিয়ে দাও। কর্লিয়নিতে ছোটবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম, আর এখন তুমি আমাকে মরে যেতে দেবে? পাপ করেছি তাই নরকে আমার বড় ভয়।"

ডন চুপ করে রইলেন। আবানদাণ্ডো বলল, "আজ তোমার মেয়ের বিয়ের দিন, আজ তো তুমি আমাকে 'না' বলতে পারবে না।"

গম্ভীর ভাবে, শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে আরম্ভ করলেন ডন, যাতে অবিশ্বাসীর প্রলাপ ভেদ করে কথাগুলো গেন্‌কোর কানে পৌছয়। "ভাই, তুমি আমার কত দিনের বন্ধু, তেমন ক্ষমতা আমার নেই। যদি থাকত, বিশ্বাস কর, ভগবানের চাইতে আমি বেশি দয়া দেখাতাম। কিন্তু মরাকে ভয় কর না, নরককেও ভয় কর না। প্রত্যেক দিন, সকালে আর রাতে আমি তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য উপাসনার ব্যবস্থা করব। তোমার স্ত্রী আর মেয়েরা তোমার জন্য প্রার্থনা করবে। এত লোকে তোমার জন্যে ভগবানের কাছে দয়া ভিক্ষা করলে, তিনি কি আর তোমাকে সাজা দিতে পারবেন?"

কঙ্কালসার মুখে এমন একটা ধূর্ত ভাব প্রকাশ পেল যে দেখতে বিশ্রী লাগল। আবানদাণ্ডো বলল, "তাহলে সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে?"

ডন যখন এর উত্তর দিলেন, কথাগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা, সান্ত্বনাহীন শোনাল, "অবিশ্বাসীর মতো কথা বলছ তুমি। আত্মসমর্পণ কর।"

বালিশের ওপর মাথাটা নেমে পড়ল। চোখ থেকে উন্মত্ত আশার আলো নিবে গেল। সেই সময় নার্সও ঘরে ফিরে এসে সবাইকে ভারি কাটখোট্টা ভাবে বের করে দিতে লাগল। ডনও উঠে পড়েছিলেন, কিন্তু আবানদাণ্ডো হাত বাড়িয়ে বলল, "ধর্মবাপ, তুমি আমার কাছে থাক, মৃত্যুর সম্মুখীন হতে আমাকে সাহায্য কর। হয়তো আমার কাছে তোমাকে দেখলে ভয় পেয়ে সে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে। হয়তো তুমি দু-একটা কথা বলে একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারবে, কি বল?" মৃত্যুপথযাত্রী চোখ টিপল, যেন ডনকে ব্যঙ্গ করছে, এবার অবশ্য

বাস্তবিকই ঠাট্টা করে কথাগুলো বলেছিলো। "আর যাই হোক, আমাদের তো রক্তের সম্বন্ধ।" তারপর বোধ হয় ভয় হল ডন বুঝি অসন্তুষ্ট হবেন, তাই তাঁর হাত আঁকড়ে ধরে বলল, "থাক আমার কাছে, তোমার হাতটা ধরতে দাও। কত লোককে আমরা জব্দ করেছি, ও ব্যাটাকেও করব। ধর্মবাপ, আমাকে ছেড়ে যেও না।

ডন বাকিদের ঘর থেকে যেতে ইশারা করলেন। তারপর গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর শুকনো হাতটি নিজের দুটি প্রশস্ত হাতে তুলে নিলেন। দুজনে তখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, কত কোমল আশ্বাসের কথা বলে ডন বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। যেন মানুষের জীবনের সব চাইতে বীভৎস ও পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকের হাত থেকে ডন সত্যি সত্যি গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর প্রাণটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

কনি কর্লিয়নির পক্ষে তার বিয়ের দিনটি ভালো ভাবেই শেষ হয়েছিল। কার্লো রিটসি দক্ষতা ও বলিষ্ঠতা সহকারে তার স্বামীর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলো। বিয়ের কনের টাকার থলির চিন্তায় তার উৎসাহ আরো বেড়ে গেছিল ; থলিতে কুড়ি হাজার ডলারের বেশি জমেছিল। কনে তার কুমারীত্ব যতটা আগ্রহে সমর্পণ করেছিল, থলিটাকে ততটা আগ্রহে করেনি। সেটার জন্য কার্লোকে বৌয়ের চোখে কালশিটে পড়িয়ে দিতে হয়েছিল।

এদিকে লুসি ম্যানচিনি বাড়িতে বসেছিল, সনি কর্লিয়নি কখন টেলিফোন করে, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সনি আবার দেখা করার ব্যবস্থা করবে। শেষ পর্যন্ত সনিদের বাড়িতে ফোন করতে যখন একজন মহিলা উত্তর দিল, লুসি ফোন নামিয়ে রাখল। লুসির জানার কোনো উপায়ই ছিল না ঐ মারাত্মক আধ ঘণ্টার জন্য ও আর সনি দুজনেই যে অদৃশ্য হয়ে গেছিল, সেটা বিয়ে-বাড়ির প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের চোখে পড়েছিল। চারিদিকে কানাকানি শুরু হয়ে গেছিল যে সনি কর্লিয়নি আরেকটি শিকার খুঁজে পেয়েছে। এবং নিজের বোনের নীত-কনের সঙ্গে সে আসঙ্গ করেছে।

আমেরিগো বনাসেরা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্নে দেখেছিল ডন কর্লিয়নি যেন নাক-তোলা টুপি, ওভার-অল আর ভারি দস্তানা পরে, ওর সমাধির দোকানের সামনে গুলিবিদ্ধ কয়েকটা মড়া নামাচ্ছেন আর চিৎকার করে বলছেন, "মনে থাকে যেন, আমেরিগো, কাউকে একটি কথা নয়। এগুলো তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেল।" এত জোরে এতক্ষণ ধরে আমেরিগো ঘুমের মধ্যে গোঙাতে লাগল যে ওর স্ত্রী ওকে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দিয়ে, গজগজ করে বলতে লাগল, "তুমি কেমন মানুষ গো, বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে এসে দুঃস্বপ্ন দেখ!"

পলি গাটো আর ক্লেমেন্‌জা কে অ্যাডাম্‌স্‌কে তার নিউ ইয়র্ক সিটির হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এল। ভারি সৌখীন মস্ত গাড়িটা গাটো চালাচ্ছিল। চালকের পাশে সামনের আসনে কে-কে বসতে দিয়ে, ক্লেমেন্‌জা পিছনে বসল। ওর চোখে এরা

দুজনেই পরম রোমাঞ্চময়। বড় বেশি ব্রুক্লিনের ভাষা ওদের মুখে, ওর সঙ্গে ওদের ব্যবহারেও যেন অতিরিক্ত সমীহ। যেতে যেতে ওদের সঙ্গে কে নানা বিষয়ে গল্প করতে লাগল এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করল মাইকেলের সম্বন্ধে ওরা যা বলল, তাতে স্নেহ ও শ্রদ্ধা স্পষ্ট প্রকাশ পেল। মাইকেলের কথা শুনে এত দিন কে-র ধারণা ছিল পৈতৃক পরিবেশে ও একটি বাইরের লোকের মতো। এখন কিন্তু হেঁড়ে হেঁপো গলায় ক্লেমেন্‌জা ওকে আশ্বাস দিল যে বুড়ো ভদ্রলোকের মতে তাঁর ছেলেদের মধ্যে মাইকেল সবার সেরা, ও-ই নিশ্চয় পৈতৃক ব্যবসার ওয়ারিশ হবে।

অতি স্বাভাবিক ভাবে কে জিজ্ঞাসা করল, "ওদের পৈতৃক ব্যবসাটা কি ?"

গাড়ির চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে পল একবার ওর দিকে চকিতে চাইল। পিছন থেকে আশ্চর্য হয়ে ক্লেমেন্‌জা বলল, "মাইক বলেনি ? মিঃ কর্লিয়নি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে বড় ইতালীয় জলপাই তেলের আমদানিকার। যুদ্ধ থেমে যাওয়াতে এবার ব্যবসা একেবারে ফেঁপে উঠবে। মাইকের মতো চালাক ছেলেরই ওঁর দরকার।"

হোটেলে পৌঁছে, ক্লেমেন্‌জা জোর করে ওর সঙ্গে ডেস্ক পর্যন্ত এল। কে আপত্তি করাতে, সরলভাবে বলল, "কর্তা বলে দিয়েছেন যে আপনি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেছেন কিনা সেটা দেখে যেতে হবে। তাই দেখে যেতেই হবে।"

কে তার ঘরের চাবি পেলে, ক্লেমেন্‌জা ওর সঙ্গে লিফ্‌ট অবধি গিয়ে, কে লিফ্‌টে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। মৃদু হেসে কে ওর দিকে হাত নেড়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, তার উত্তরে ক্লেমেন্‌জার মুখে বাস্তবিক প্রসন্ন হাসি দেখা দিল। ভাগ্যিস তারপর হোটেলের ক্লার্কের কাছে ফিরে গিয়ে কে ওকে জিজ্ঞাসা করতে শোনেনি, "কি নামে উনি ঘর নিয়েছেন ?"

হোটেলের ক্লার্ক অপ্রসন্নভাবে ক্লেমেন্‌জার দিকে তাকাল। ক্লেমেন্‌জার হাতে ছোট্ট একটা সবুজ কাগজের গুলি ছিল, সেটি ক্লার্কের দিকে গড়িয়ে দিতেই, সেটি কুড়িয়ে নিয়ে ক্লার্ক বলল, "মিঃ আর মিসেস মাইকেল কর্লিয়নি।"

গাড়িতে ফিরতেই পলি গাটো বলল, "বেশ ভদ্রমহিলা।" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ক্লেমেন্‌জা বলল, "মাইকেল ওর সঙ্গে সহবাস করে।" মনে মনে ভাবল, যদি না ওকে সত্যি সত্যি বিয়ে করে থাকে।

তারপর পলি গাটোকে বলল, "কাল সকাল সকাল আমাকে তুলো। হেগেন আমাদের একটা কাজ দিচ্ছে, সেটি তাড়াতাড়ি সারতে হবে।"

রবিবার অনেক রাত হলে পর তবে টম হেগেন স্ত্রীকে চুমো খেয়ে বিদায় নিয়ে, এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দেবার সময় পেল। ওর বিশেষ এক নম্বর জরুরী অনুমতিপত্র থাকাতে—পেণ্টাগনের একজন স্টাফ জেনারেল অফিসার তাঁর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ওটি দিয়েছিলেন—লস অ্যাঞ্জেলেসের প্লেনে জায়গা পেতে কোনো অসুবিধা হল না।

টম হেগেনের পক্ষে দিনটা খুবই ক্লান্তিকর হলেও, সন্তোষজনক বলতে হবে। ভোর তিনটের সময় গেন্‌কো আবানদাণ্ডো মারা গেল ; ডন কর্লিয়নি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেই টমকে জানিয়েছিলেন এখন থেকে সে-ই সরকারী ভাবে ওদের পরিবারের কনসিলিওরি, অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতা হল। তার মানেই হল হেগেন এবার নিশ্চয় বিস্তর টাকা-কড়ির মালিক হবে এবং বলা বাহুল্য ক্ষমতাও তার কম হবে না।

ডন এ ক্ষেত্রে পুরনো একটা প্রচলিত রীতির ব্যাতিক্রম করেছিলেন। এতাবৎ কনসিলিওরির পদ সর্বদা একজন খাঁটি সিসিলীয়কেই দেওয়া হয়েছে। টম যে ডনের পরিবারের একজনের মতোই মানুষ হয়ে উঠেছে তাতে কোনো তফাত করে না। প্রশ্নটা হচ্ছে রক্তের। কনসিলিওরির মতো একটা বিশ্বস্ত পদে কেবলমাত্র একজন সিসিলীয়কেই বিশ্বাস করা যায়, কারণ 'ওমের্ত্যার' নিয়ম শুধু তারই জানা থাকবে। ওমের্ত্যার নিয়ম হল মুখ বন্ধ রাখার নিয়ম।

সবার ওপরে ছিলেন গৃহকর্তা ডন কর্লিয়নি, তিনি সমস্ত সিদ্ধান্ত নিরূপণ করতেন ; একেবারে নিচে ছিল একদল লোক তারা হাতে কলমে কাজ করে ডনের আদেশ পালন করত ; এই দুই পক্ষের মাঝখানে ছিল তিনটি স্তরের কর্মী, তারা সর্বদা মধ্যস্থ থাকত। এই ভাবে কোনো কাজের সূত্র ধরে একেবারে ওপরে পৌঁছনো সম্ভব হত না। যদি না কনসিলিওরিরা বিশ্বাসঘাতকতা করত। সেই রবিবার সকালে আমেরিগো বনাসেরার মেয়েকে যে দুই ছোকরা মেরেছিল, তাদের কি ব্যবস্থা করা হবে, সে-বিষয়ে ডন কর্লিয়নি বিস্তারিত বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু আদেশটি তিনি টম হেগেনকে গোপনে দিয়েছিলেন। সে দিন আরেকটু বেলা হলে হেগেন কোনো তৃতীয় শ্রোতার অসাক্ষাতে ক্লেমেন্‌জাকে আদেশ দিয়েছিল। ক্লেমেন্‌জা আবার পলি গাটোকে কাজটা সম্পন্ন করতে বলেছিল।

এবার পলি গাটো প্রয়োজনীয় লোকজন সংগ্রহ করে কাজটা সারবে। এ কাজের কারণটা কি, কিংবা গোড়ায় কে এই আদেশ দিয়েছে, এ সব কথা পলি গাটো কিংবা তার লোকদের জানা থাকবে না। ডনকে কোনো ব্যাপারে জড়াতে হলে, শিকলের প্রত্যেকটি গিঁটকে, অর্থাৎ প্রত্যেক ধাপের কর্মীকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে। এমন অবস্থা কখনো ঘটেনি বটে, কিন্তু সর্বদাই ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনার ওষুধটিও সকলের জানা ছিল। শিকলের একটি মাত্র গিঁটকে কেটে বাদ দিলেই হল।

কনসিলিওরির নামের অর্থও যা, কাজও তাই। সে হল ডনের পরামর্শদতা, ওঁর ডান হাত এবং দ্বিতীয় মগজ। তাছাড়া সে-ই ওঁর নিকটতম সঙ্গী এবং সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু, কোনো গুরুত্বপূর্ণ যাত্রাকালে সে-ই ডনের গাড়ি চালাত, কোনো অধিবেশনের সময় সে-ই ডনের খাবারদাবার, পানীয়, কফি, স্যাণ্ডউইচ্, নতুন চুরুট এনে দিত। ডন যে বিষয়ে যতখানি জানতেন, সেও ততখানি না হলেও অন্ততঃ কাছাকাছি জানত, কোথায় কোন্ শক্তির কেন্দ্র সব বুঝত। পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই ডনের সর্বনাশ সাধন করতে পারত। কিন্তু কোনো কনসিলিওরি

কখনো তার ডনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, অন্ততঃ যে সব প্রতাপশালী সিসিলীয় পরিবার অ্যামেরিকায় এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা কেউ কখনো এমন কথা শোনেনি। তাতে কোনো লাভের আশাও ছিল না। প্রত্যেক কনসিলিওরি জানত বিশ্বাস রক্ষা করলে সে ধন, ক্ষমতা, মর্যাদা, সবই পাবে। যদি তার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তার স্ত্রী পুত্র পরিবার সে বেঁচে থাকলে, কিংবা মুক্ত থাকলে যেমন পেত, তেমনি আশ্রয় এবং যত্ন পাবে। যদি সে বিশ্বাস রক্ষা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কনসিলিওরিকে আরো প্রকাশ্যভাবে তার ডনের প্রতিনিধিত্ব করতে হত, অথচ তাঁকে জড়ালে চলত না। এই রকম একটা উদ্দেশ্যেই হেগেন প্লেনে করে ক্যালিফর্নিয়া যাচ্ছিল। হেগেন বুঝেছিল যে এই ব্যাপারের সাফল্য কিংবা বিফলতার ওপরে কনসিলিওরিরূপে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্যও নির্ভর করছিল। ওদের পারিবারিক ব্যবসার দিক থেকে দেখলে, ঐ যুদ্ধের চলচ্চিত্রে জনি ফন্টেন তার বাঞ্ছিত ভূমিকা পেল কি পেল না, সেটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তার চাইতে আগামী শুক্রবার ভার্জিল সলট্‌সোর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ-কারের বন্দোবস্ত সে করেছিল, তার গুরুত্ব ঢের বেশি। কিন্তু হেগেন এ-ও জানত ডনের কাছে উভয়েরই সমান মূল্য, যে কোনো উত্তম কনসিলিওরির পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।

এমনিতেই টম হেগেনের পেটের ভিতর খানিকটা কাঁপছিল, পিস্টন প্লেনের ঝাঁকুনির চোটে সেটা আরো বেড়ে গেল ; কাঁপুনি ঠাণ্ডা করবার জন্য এয়ার-হোস্টেসের কাছে একটা মার্টিনি চাইতে হল। চিত্রপ্রযোজক জ্যাক য়োলট্‌সের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে ডন আর জনি দুজনেই ওকে জ্ঞান দিয়েছিল। জনির কাছে যা যা শুনেছিল, তার থেকে হেগেন বুঝেছিল যে সে কখনোই য়োলট্‌স্‌কে রাজী করাতে পারবে না। কিন্তু এ বিষয়েও তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ডন জনিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটি তিনি রক্ষা করবেন। হেগেনের হল ব্যবস্থাপকের ও মধ্যস্থের ভূমিকা।

সেদিন ওকে যে সব তথ্য যোগান দেওয়া হয়েছিল, সীটে ঠেস দিয়ে বসে, হেগেন সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। হলিউডের প্রধান তিনজন প্রযোজকের মধ্যে য়োলট্‌স্ একজন ; সে নিজের স্টুডিওর মালিক, ডজন ডজন তারকাকে সে কন্‌ট্র্যাক্ট দিয়ে রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের যে সামরিক তথ্যের উপদেষ্টা সমিতি ছিল ও তার চলচ্চিত্র বিভাগের একজন সদস্য, তার সোজা অর্থ হল যে প্রপাগ্যাণ্ডা ছবি করতে ও সাহায্য করত। হোয়াইট হাউসে লোকটা ডিনার খেত। হলিউডে নিজের বাড়িতে জে এডগার হুভারকে ও আতিথ্যদান করত। কিন্তু এ সব জিনিস শুনতে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আসলে তা নয়। সবই সরকারী সম্বন্ধ। লোকটার নিজের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, তার প্রধান কারণ হল য়োলট্‌স্ অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ; আরেকটা কারণ হল তার এমনি আত্মম্ভরি অহঙ্কার যে উন্মাদের মতো সে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ভালোবসত ; তার ফলে যে ভুঁইফোঁড়ের মতো লক্ষ লক্ষ শত্রু গজাত, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

হেগেন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। জ্যাক য়োলট্স্‌কে হস্তগত করবার কোনো উপায় ছিল না। ব্রীফ-কেস খুলে টম কিছু লেখাপড়ার কাজ সারবার চেষ্টা করল, কিন্তু শরীর বড় ক্লান্ত। আরেকটা মার্টিনি ফরমায়েস দিয়ে, নিজের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। মনে কোনো খেদ ছিল না। এমন কি ওর মতে ওর কপালটা খুবই ভালো। যে কারণেই হোক, দশ বছর আগে হেগেন যে কর্ম-পথ বেছে নিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ওর পক্ষে সেটাই উপযুক্ত। যথেষ্ট সাফল্য লাভও করেছিল, একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষমানুষের পক্ষে যতটা সুখী হওয়া সম্ভব, ও-ও ততটা সুখী, তাছাড়া এ জীবনটা ওর কাছে ভারি চিত্তাকর্ষক।

টম হেগেনের বয়স পঁয়ত্রিশ, মানুষটা লম্বা, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পাতলা ছিপছিপে, চেহারাটা খুবই সাধারণ গোছের। হেগেন একজন উকিল, কিন্তু 'বার' পরীক্ষা পাস করার পর তিন বছর ওকালতি করলেও, আপাতত কর্লিয়নিদের পারিবারিক ব্যবসার খুঁটিনাটি আইনের ব্যাপারগুলো ওকে হাতে-কলমে করতে হত না।

এগারো বছর বয়সে হেগেন সনি কর্লিয়নির খেলার সাথী ছিল, তারও তখন এগারো বছর বয়স। হেগেনের মা অন্ধ হয়ে গেছিলেন, তারপর ছেলের দশ বছর পূরতেই মারাও গেছিলেন। হেগেনের বাবা চিরকালই মদ খেতেন, স্ত্রী যাবার পর একেবারে মাতাল হয়ে উঠলেন। ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজ করতেন, খাটতেন খুব। কিন্তু মদের অভ্যাসের জন্য পরিবারটির সর্বনাশ হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত তিনিও মারা গেলেন। অনাথ টম হেগেন পথে পথে ঘুরে বেড়াত, লোকের বাড়ির দোরগোড়ায় ঘুমোত। ওর একটি ছোট বোন ছিল, তাকে একজনদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু ১৯২০ সালে যে-সব বারো বছরের ছেলেরা এতই অকৃতজ্ঞ যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দয়ার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত, তারাও তাদের নিয়ে মাথা ঘামাত না। হেগেনেরও চোখের ব্যারাম ছিল। পাড়াপড়শীরা বলত মার ছোঁয়াচ লেগেই হোক, কিম্বা জন্ম থেকেই হোক, রোগটা ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল, অর্থাৎ অসুখটা ছোঁয়াচে। সবাই ওকে এড়িয়ে চলত। সনি কর্লিয়নির তখন এগারো বছর বয়স, মনে বড় দয়া, মেজাজও বটে; সে-ই একদিন বন্ধুকে বাড়ি এনে, জোরজার করতে লাগল ওকে আশ্রয় দিতেই হবে। তখন টম হেগেনকে এক বাটি তেলতেলে টোমাটো সস্ দিয়ে তৈরি গরম স্প্যাগেটি খেতে দেওয়া হল; তার স্বাদ চিরকাল ওর মুখে লেগে রইল। তারপর শোবার জন্য ধাতুর তৈরি একটা ভাঁজ-করা খাটও দেওয়া হল।

অতি স্বাভাবিক ভাবে, সে বিষয়ে কোনো কথা না বলেই, কিম্বা আলোচনা না করেই ডন কর্লিয়নি ছেলেটাকে তাঁর বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ওকে একজন বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে গিয়ে চোখের ব্যারামও সারিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে স্কুলে ও আইনের কলেজে পড়িয়েছিলেন। এ-সব ব্যাপারে তিনি বাপের স্থান না নিয়ে বরং অভিভাবকের মতো করেছিলেন। বাইরে কোনো স্নেহের প্রকাশ

ছিল না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নিজের ছেলেদের চাইতে ওর ওপর ডন বেশি সৌজন্য দেখাতেন, ওর ওপর কখনো বাপের কর্তৃত্ব চালাতেন না। স্কুলের পড়া শেষ করে আইন পড়ার সিদ্ধান্ত টম নিজেই নিয়েছিল। একবার সে ডনকে বলতে শুনেছিল বন্দুক হাতে একশোজন লোকের চাইতে ব্রীফকেস হাতে একটা উকীল বেশি টাকা চুরি করতে পারে। ওদিকে বাপের যথেষ্ট বিরক্তি সত্ত্বেও, সনি আর ফ্রেডি হাই স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়েই জোরজার করে পারিবারিক ব্যবসাতে ঢুকেছিল। একমাত্র মাইকেল স্কুলের পর কলেজে ভরতি হয়েছিল। তারপর পার্ল হারবারে দুর্ঘটনার পর সে গিয়ে মেরিন্‌সে নাম লিখিয়েছিল।

'বার' পরীক্ষা পাস করে, হেগেন বিয়ে করে নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করল। বৌটি হল নিউ জার্সির একজন ইতালীয় তরুণী। সেও কলেজ থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় অমন খুব বেশি দেখা যেত না। বলা বাহুল্য বিয়ের অনুষ্ঠান ডন কর্লিয়নির বাড়ি থেকেই হয়েছিল; বিয়ের পর ডন কর্লিয়নি প্রস্তাব করেছিলেন যে হেগেন যেখানে খুশি ব্যবসা করতে পারে, উনি তার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, তাকে মক্কেল পাঠাবেন, আপিস সাজিয়ে দেবেন, জমিজমার কাজের গোড়াপত্তন করিয়ে দেবেন।

টম হেগেন মাথা নিচু করে ডনকে বলেছিল, "আমি আপনার কোনো কাজ করতে চাই।"

ডন যেমনি অবাক হয়েছিলেন, তেমনি খুশীও হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি কি, তা তুমি জান?"

হেগেন মাথা নেড়ে জানিয়েছিল তা জানে। ডনের ক্ষমতার বিস্তার অবশ্য সে জানত না, অন্ততঃ তখনো জানত না। তারপর যে দশ বছর কেটেছিল তার মধ্যেও সম্পূর্ণ জানত না, যত দিন না গেন্‌কো আবানদাণ্ডো অসুস্থ হয়ে পড়াতে ওকে অস্থায়ী কনসিলিওরির পদে বহাল করা হল। যাই হোক, সেই সময়ে মাথা নেড়ে, ডনের চোখে চোখ রেখে ও বলেছিল, "আপনার ছেলেদের মতো আমিও আপনার কাজ করতে চাই।" হেগেন বলতে চেয়েছিল ছেলেদের মতোই পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে ডনের পৈতৃক প্রভুত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে কাজ করবে। মানুষের মন জানার যে ক্ষমতা তখন থেকেই ডনের মহিমার মূলে ছিল, তারই প্রভাবের বশ হয়ে টম হেগেন তাঁর বাড়িতে এসে অবধি এই প্রথম ডন তার প্রতি পিতৃস্নেহ প্রকাশ করলেন। হেগেনকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে দ্রুত আলিঙ্গন করলেন এবং সেই অবধি তার সঙ্গে আরো বেশি করে নিজের সন্তানের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। তবু মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, "টম, নিজের মা-বাপের কথা ভুলে যেও না।" মনে হত শুধু টমকে নয়, নিজেকেও তিনি সে-কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

অবশ্য টমের সে-কথা ভুলবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ওর মা ছিলেন অল্পবুদ্ধি, আনাড়ি, রক্তশূন্যতায় এত ভুগতেন যে নিজের সন্তানদের প্রতিও এতটুকু

স্নেহ অনুভব করতে, কিংবা তার ভান করতেও পারতেন না। বাপকে হেগেন দুচক্ষে দেখতে পারত না। মৃত্যুর আগে ওর মার অন্ধ হয়ে যাওয়া দেখে টম আতঙ্কিত হয়েছিল; তারপর নিজের যখন চোখের ব্যারাম হয়েছিল সেটাকে বিধাতার অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও-ও অন্ধ হয়ে যাবে। বাপ মারা গেলে, এগারো বছরের ছেলেটার মনটা কি অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়েছিল। জানোয়ারের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াত, মৃত্যুর অপেক্ষায়, যতক্ষণ না এক শুভদিনে সনি কর্লিয়নি ওকে একটা বাড়ির দোরগোড়ার পিছনে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে, ওকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। তারপর যা-যা হয়েছিল, সবই অলৌকিক ঘটনার মতো। তবু বহু বছর ধরে হেগেন রাতে দুঃস্বপ্ন দেখত; মনে হত ও বড় হয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, হাতে একটা সাদা লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে চলেছে আর ওর পিছন পিছন ওর অন্ধ ছেলেমেয়েরাও তাদের ছোট ছোট সাদা লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে সবাই মিলে ভিক্ষা করতে চলেছে। এক একদিন সকালে ঘুম ভাঙার প্রথম সজাগ মুহূর্তটিতে মনের মধ্যে ডন কর্লিয়নির মুখখানি ভেসে উঠত, অমনি সব ভয় দূর হয়ে যেত।

কিন্তু ডন একটা বিষয়ে জোর করেছিলেন, পারিবারিক ব্যবসার কাজের ওপরে ওকে তিন বছর আইন ব্যবসাও চালাতে হবে। এই অভিজ্ঞতা পরে অশেষ কাজে লেগেছিল, তাছাড়া ডন কর্লিয়নির জন্য কাজ করা সম্বন্ধে হেগেনের মনে যদি কোনো অনিশ্চয়তা থাকত, এরই ফলে তাও দূর হয়ে গেছিল। এর পর হেগেন ঐ অঞ্চলের সব চাইতে নাম করা ফৌজদারি উকীলদের আপিসে দু বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল; ঐ আপিসে ডনেরও কিছু প্রতিপত্তি ছিল।

অল্প দিনের মধ্যে সকলেই বুঝেছিল যে আইনের এই বিশেষ ক্ষেত্রে হেগেনের খুব প্রতিভা। ভালো কাজ করেছিল সে এবং পরে যখন ডন কর্লিয়নির পারিবারিক ব্যবসার একজন সব সময়ের কর্মী হল, পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে একবারও ডনের কোনো অনুযোগ করবার প্রয়োজন হয়নি।

হেগেন যখন অস্থায়ী ভাবে কনসিলিওরির কাজ করছিল অন্যান্য ক্ষমতাশালী সিসিলীয় পরিবারের সদস্যরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্লিয়নি পরিবারের উল্লেখ করে বলত "ঐ আইরিশ দঙ্গল"। তাই শুনে হেগেনের হাসি পেত। তবে এ শিক্ষাও হল যে ডন কর্লিয়নির পর পারিবারিক ব্যবসার কর্তৃত্ব করার ওর কোনো আশাই নেই। কিন্তু তাতেই ও সন্তুষ্ট ছিল। সে-রকম অভিপ্রায় ওর কোনো দিনই ছিল না; এমন উচ্চাশা পোষণ করার মানে ওর পরম উপকারীর এবং তাঁর রক্ত-সম্পর্কীয়দের অসম্মান করা।

লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন প্লেন নামল, তখনো চারদিকে অন্ধকার। হেগেন গিয়ে তার হোটেলে উঠে, স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, শহরের ওপর দিয়ে উষার আগমন দেখতে লাগল। তারপর ওর ঘরে ব্রেকফাস্ট আর খবরের কাগজ পাঠাতে বলে,

একটু আয়েস করে নিল, যতক্ষণ না দশটা বাজল এবং জ্যাক য়োলট্সের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় হল। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আশ্চর্য রকম সহজেই হয়ে গেছিল।

আগের দিন ডন কর্লিয়নির আদেশে হেগেন বিলি গফ্ বলে একটি লোককে ফোন করেছিল। চলচ্চিত্র শ্রমিক সঙ্ঘে তার ছিল সব চাইতে বেশি প্রতিপত্তি। হেগেন গফ্কে বলেছিল পরদিন জ্যাক য়োলট্সের সঙ্গে একবার দেখা করার বন্দোবস্ত করে দিতে। য়োলট্স্কে ইঙ্গিতে এ-কথাও জানাতে হবে 'যে হেগেনকে খুশি করতে না পারলে স্টুডিওতে একটা শ্রমিক ধর্মঘটের সম্ভাবনা আছে। এক ঘণ্টা পর গফ্ টেলিফোন করেছিল। বেলা দশটায় সাক্ষাৎ। শ্রমিক ধর্মঘটের কথাও য়োলট্স্কে জানানো হয়েছে, কিন্তু তাতে সে যে খুব প্রভাবিত হয়েছে এমন মনে হয় না। এ-কথা বলে গফ্ আরো বলেছিল, "শেষ পর্যন্ত যদি ধর্মঘটই করতে হয়, তাহলে আমি নিজে ডনের সঙ্গে একটু কথা বলে নেব।"

উত্তরে হেগেনও বলেছিল, "তেমন তেমন হলে ডনও কথা বলতে চাইবেন।" এই ভাবে হেগেন কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যাপার এড়িয়ে গেছিল। গফ্ যে ডনের ইচ্ছার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল হবে তাতে হেগেন একটুও আশ্চর্য হয়নি। সরকারী ভাবে কর্লিয়নিদের ক্ষমতা নিউ ইয়র্কের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও, ডন কর্লিয়নি শ্রমিক নেতাদের সাহায্য করেই ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই তখনো পর্যন্ত তাঁর বন্ধুত্বের কাছে ঋণী ছিল।

কিন্তু ঐ বেলা দশটার সময়টা খুব ভালো লক্ষণ ছিল না। তার মানে সেদিন সবার আগে হেগেনের সঙ্গে য়োলট্স্ দেখা করবে, তাকে দুপুরের লাঞ্চ খেতে বলবে না। অর্থাৎ য়োলট্স্ তাকে সে-রকম মূল্য দিচ্ছে না। গফ্ তাকে যথেষ্ট ভয় দেখায়নি, হয়তো তার কাছে ঘুস খায়। ডন যে সর্বদা নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতেন তাতে মাঝে মাঝে পারিবারিক ব্যবসার ক্ষতি হত। বাইরের লোকে তাঁর নামটাকে কোনো গুরুত্বই দিত না।

দেখা গেল এই বিশ্লেষণটাই ঠিক। নির্ধারিত সময়ের পর য়োলট্স্ হেগেনকে আধ ঘণ্টা বসিয়ে রাখল। তাতে হেগেনের কিছু এসে গেল না। অতিথিদের বসবার ঘরটি মখমলের গদী দিয়ে মোড়া, ভারি আরামের; হেগেনের সামনে একটা গাঢ় রঙের কৌচে একটা এগারো বারো বছরের পরমাসুন্দরী মেয়ে বসেছিলো। অথচ তার দামী কিন্তু সরল সাজসজ্জা একজন বয়স্কা মহিলার যোগ্য ছিল। অবিশ্বাস্য রকম সোনালী চুল, গভীর আয়ত চোখ, তাজা রাস্প্বেরি ফলের মতো রাঙা ঠোঁট। তাকে যে পাহারা দিচ্ছিল তাকে দেখেই ওর মা বলে মনে হচ্ছিল। সে ভদ্রমহিলা এমন অসহ্য ঔদ্ধত্যের সঙ্গে হেগেনের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি অন্যত্র ফেরাবার চেষ্টা করছিল যে হেগেনের ইচ্ছা করছিল তার মুখে এক ঘুঁষি লাগিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত অপূর্ব সাজপোশাক পরা, কিন্তু মোটাসোটা আধাবয়সী এক মহিলা

এসে, হেগেনকে একটার পর একটা আপিসের ভিতর দিয়ে, চলচ্চিত্র প্রযোজকের আপিস এবং ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল। ঘরের এবং সেখানে যারা কাজ করছিল তাদের রূপ দেখে হেগেন প্রভাবিত হল। একটু হাসল সে। এরা সব ভারি চতুর, আপিসে চাকরি নিয়ে চলচ্চিত্রের দরজায় পা দেবার জায়গা করে নেবার তালে থাকে। অথচ এদের বেশির ভাগেরই বাকি জীবনটা আপিসে কাটবে, কিংবা হয়তো হার মেনে যে-যার বাড়ি ফিরে যাবে।

জ্যাক য়োলট্‌স্‌ লোকটি মাথায় লম্বা, বলিষ্ঠ শরীর, প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা তার নিখুঁতভাবে তৈরি স্যুটে প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছিল। হেগেন ওর ইতিবৃত্ত ভালো করেই জানত। দশ বছর বয়সে য়োলট্‌স্‌ ঈস্ট সাইডে খালি মদের পিপে আর ঠেলাগাড়ি গড়িয়ে নিয়ে যেত। কুড়ি বছর বয়সে বাপের তৈরি জামার দোকানের কর্মীদের ওপর চোটপাট করত। ত্রিশ বছর বয়সে নিউ নিয়র্ক ছেড়ে পশ্চিমে পাঁচ-সেণ্ট থিয়েটারে টাকা খাটাত, আর চলচ্চিত্রের পথিকৃৎদের সঙ্গে কাজ করত। আটচল্লিশ বছর বয়সে জ্যাক হলিউডের সব চাইতে ক্ষমতাশালী চলচ্চিত্রপতি হয়ে উঠেছিল। তখনো সে কর্কশভাষী, কামাতুর, অসহায় হবু-তারকাদের দলের ওপর হিংস্র নেকড়ের মতো উৎপাত করত। পঞ্চাশ বছর বয়সে লোকটা নিজেকে বদলে ফেলল।

ভাষা প্রশিক্ষণ নিল, একজন ইংরেজ 'ভ্যালে'র কাছে থেকে সাজ-পোশাক পরতে শিখল; একজন ইংরেজ 'বাট্‌লারে'র কাছে সামাজিক আচরণ শিখল। প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে পর একজন জগদ্বিখ্যাত রূপসী অভিনেত্রীকে বিয়ে করল, সে মেয়েটির অভিনয় করতে ভালো লাগত না। এখন য়োলট্‌সের ষাট বছর বয়স, সেকালের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করত, প্রেসিডেণ্টের উপদেষ্টা সমিতির সদস্য ছিল এবং চলচ্চিত্রে শিল্পের উন্নয়নের জন্য বহু কোটি টাকা দান করে একটা স্থায়ী তহবিলের বন্দোবস্ত করেছিল।

ওর মেয়ের সঙ্গে একজন ইংরেজ লর্ডের আর ছেলের সঙ্গে একজন ইতালীয় রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছিল।

অ্যামেরিকার সমস্ত চলচ্চিত্র পত্রিকার সংবাদদাতাদের মতে য়োলট্‌সের নবতম শখ হল তার নিজস্ব ঘোড়দৌড়ের আস্তাবল; তার জন্য গত এক বছরে লোকটা দশ লক্ষ ডলার খরচ করেছিল। অবিশ্বাস্য দাম, ছ লক্ষ ডলার দিয়ে যখন য়োলট্‌স্‌ বিখ্যাত ইংলিশ রেসিং ঘোড়া 'খারটুম'কে কিনে সবাইকে জানিয়েছিল ও ঘোড়া আর দৌড়বে না, য়োলট্‌স্‌ আস্তাবলে স্টাডের জন্য থাকবে, সমস্ত কাগজে বড় বড় শিরোনামায় তখন খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল।

সৌজন্যের সঙ্গেই হেগেনকে সে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। চমৎকার ভাবে, মসৃণ, রোদে-রাঙা, নিখুঁতভাবে কামানো মুখখানা একটু বিকৃত হয়েছিল, ঐটাই ওর হাসি। এত টাকা খরচ করা সত্ত্বেও, অতি দক্ষ বিশেষজ্ঞদের এত যত্ন সত্ত্বেও, বয়সটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মুখের মাংসপেশীগুলোকে সেলাই করে

একসঙ্গে জোড়া হয়েছে। তবু ওর নড়াচড়ার মধ্যে একটা প্রচণ্ড জীবনীশক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তার সেই গুণটি ছিল, ডন কর্লিয়নি যাকে বলতেন নিজের ক্ষেত্রে সর্বময় প্রভুত্ব করার গুণ।

শুরুতেই হেগেন তার বক্তব্য পেশ করল। বলল ও জনি ফণ্টেনের এক বিশেষ বন্ধুর প্রতিনিধি। এই বন্ধুটি অতিশয় ক্ষমতাশালী এবং তিনি মিঃ য়োলট্সকে তাঁর কৃতজ্ঞতা ও চিরকালের বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যদি মিঃ য়োলট্স্ তাঁর একটি ছোট উপকার করেন। উপকারটি হল আসছে সপ্তাহ থেকে মিঃ য়োলট্সের স্টুডিওতে যে যুদ্ধের ছবি শুরু হবে, তাতে জনি ফণ্টেনকে একটি বিশেষ ভূমিকা দিতে হবে।

সেলাই-করা মুখটাকে তেমনি ভাবশূন্য ও ভদ্র দেখাতে লাগল। য়োলট্স্ জিজ্ঞাসা করল, "আপনার বন্ধু আমার কি উপকার করতে পারেন?" গলার স্বরে সামান্য একটু দাক্ষিণ্যের সুর ছিল।

হেগেন সেটাকে উপেক্ষা করে বুঝিয়ে বলল, "আপনাদের কিছু শ্রমিক আন্দোলন শুরু হবে। আমার বন্ধু সেটি মিটিয়ে দূর করে দেবেন বলে কথা দিচ্ছেন। আপনাদের একজন সেরা পুরুষ তারকা আছে, যে আপনাদের স্টুডিওর জন্য অনেক টাকা কামায়, কিন্তু সে সম্প্রতি মারিহুয়ানা ছেড়ে হেরোইন ধরেছে। আমার বন্ধু কথা দিচ্ছেন সে আর হেরোইন যোগাড় করতে পারবে না। তারপর আগামী বছরগুলোতে যদি অন্য কোনো ছোটখাটো অসুবিধা দেখা দেয়, আমাকে একবার ফোন করে জানালেই সব মিটে যাবে।"

জ্যাক য়োলট্স্ এ-সব কথা শুনল এমন ভাবে যেন কোনো ছোট ছেলের বড়াই করা শুনছে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে কথা বলল, ইচ্ছা করে ঈস্ট সাইডের ভাষায়, "তুমি কি আমার ওপর মাস্‌ল্ দিচ্ছ নাকি?"

হেগেন অম্লান বদনে বলল, "মোটেই না। আমি এসেছি একজন বন্ধুর হয়ে একটা অনুগ্রহ চাইতে। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।"

প্রায় যেন ইচ্ছা করেই য়োলট্স্ তার মুখটাকে একটা রাগের মুখোশ বানিয়ে ফেলল। মুখটা বিকৃত হল, কালো রঙ করা ঘন ভুরু কুঁচকে গিয়ে চকচকে চোখের ওপর একটা পুরু রেখার মতো হয়ে গেল। ডেস্কের ওপর দিয়ে হেগেনের দিকে ঝুঁকে সে বলল, "তবে শোন, মেনিমুখো হারামজাদা, তোমাকে আর তোমার মুনিব যে-ই হোক তাকে, এই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলাম, জনি ফণ্টেন কোনো জন্মেও ঐ ছবি করতে পাবে না। তা যতগুলো জঘন্য বুনো মাফিয়া গুণ্ডাই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুক না কেন।" চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে য়োলট্স্ আরো বলল, "এবার তোমাকে খানিকটা জ্ঞান দিই, বন্ধু। জে এডগার হুভার—ধরে নিচ্ছি তার নামটা শুনেছ—" এই বলে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসল য়োলট্স্—"আমার একজন ব্যক্তিগত বন্ধু। তাকে যদি একবার জানাই তোমরা আমাকে হুড়ো দিচ্ছ, তাহলে

আর পালাবার পথ পাবে না।"

ধৈর্য ধরে শুনল হেগেন। য়োলট্সের মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে সে এর বেশি আশা করেছিল। এও কি সম্ভব, যে-মানুষটা এমন আহাম্মুকের মতো কাজ করতে পারে, সে নিজের চেষ্টায় কোটি কোটি টাকার একটা কোম্পানির মালিক হয়ে উঠতে পেরেছে? এ-ও একটা ভাববার বিষয়, কারণ ডন টাকা খাটাবার নতুন পন্থা খুঁজছিলেন আর চলচ্চিত্র ব্যবসার কর্তারাই যদি এত গাধা হয়, এদিকেই নজর দেওয়া চলে। গালাগালিতে হেগেনের কিছুই এসে যায়নি। কেমন করে কারবার করতে হয়, সে-বিদ্যা হেগেন স্বয়ং ডনের কাছে শিখেছিল। ডন বলেছিলেন, "কখনো রেগে যাবে না। কখনো ভয় দেখাবে না। যুক্তি দেখিয়ে বোঝাবে।" যুক্তি শব্দটা ইতালীয় ভাষায় আরো ভালো শোনায়, 'রাজুনা', তার মানে 'জোড়া দেওয়া।' তার নিয়ম হল কোনো অপমান বা ভীতি প্রদর্শন গ্রাহ্য করবে না; অন্য গালটা ফিরিয়ে দেবে। হেগেন নিজের চোখে দেখেছিল ডন কেমন আট ঘণ্টা ধরে আলোচনায় বসে, সমস্ত অপমান গিলে, একজন কুখ্যাত, অহংসর্বস্ব গুণ্ডাকে তার স্বভাব বদলাতে রাজী করাবার চেষ্টা করেছেন। আট ঘণ্টা বাদে, হতাশার ভঙ্গিতে ডন কর্লিয়নি দুই হাত শূন্যে তুলে, ঐ টেবিলে আর যারা বসে ছিল, তাদের বলেছিলেন, "এর সঙ্গে কোনো যুক্তি চলে না, দেখছি।" এই বলে জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে গেছিলেন। গুণ্ডাটার মুখ'তাই শুনে ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছিল। তখুনি দূত পাঠিয়ে ডনকে ঐ ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। একটা মীমাংসাও হয়ে গেছিল; কিন্তু এই ঘটনার দু মাস পরে ঐ লোকটাকে তার পেটোয়া নাপিতের দোকানে এসে কেউ গুলি করে মেরে ফেলেছিল।

কাজেই হেগেন আবার গোড়া থেকে শুরু করে, অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, "আমার কার্ড দেখুন, আমি একজন উকীল। আমি কি নিজেকে বিপন্ন করতে পারি? একটিও ভয় দেখাবার কথা বলেছি কি? শুধু এইটুকু বলতে দিন যে জনি ফন্টেনকে ঐ ছবিতে নেওয়ার বিনিময়ে, আপনার যে-কোনো সর্তে আমরা সম্মত আছি। আমার বিশ্বাস, এত ছোট একটা অনুরোধের জন্য আমি এর মধ্যেই যথেষ্ট দিতে রাজী হয়েছি। এই অনুরোধ রক্ষা করলে, যতদূর বুঝতে পারছি, আপনার নিজেরও যথেষ্ট লাভ হবে। জনি বলেছে আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ঐ ভূমিকার পক্ষে জনিই সব চাইতে উপযুক্ত। এইটুকু বলে রাখি, তা যদি না হত, তাহলে আপনাকে এমন অনুরোধ করাই হত না। আপনি যদি আপনার টাকার বিনিয়োগ সম্বন্ধে বাস্তবিকই চিন্তিত থকেন, আমার মক্কেল ছবি করবার টাকা জোগাতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু দয়া করে সব কথা খোলাখুলি বলতে দিন। বুঝলাম যে আপনার 'না' মানেই 'না'। কেউ আপনার ওপর জোর খাটাতে পারে না, খাটাবার চেষ্টাও করছে না। মিঃ হুভারের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের কথাও আমরা জানি। এ-ও বলি যে সেজন্য আমার মুনিব আপনাকে শ্রদ্ধাও করেন। ঐ সম্পর্কটার ওপর ওঁর প্রচুর শ্রদ্ধা আছে।"

এতক্ষণ য়োলট্‌স্ একটা মস্ত লাল-পালক-দেওয়া কলম দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছিল। টাকার কথা শুনেই তার কৌতূহল জাগ্রত হল। আঁকিবুঁকি বন্ধ হল। ভারিক্কে চালে সে বলল, "এই ছবিটার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ডলার খরচ ধরা হয়েছে।"

সংখ্যাটা শুনে ও কত প্রভাবিত হয়েছে জানাবার জন্য হেগেন শিস দিয়ে উঠল। তারপর যেন প্রসঙ্গক্রমে বলল, "আমার মুনিবের অনেক বন্ধু আছে, তারা ওঁর বিচারের অনুমোদন করে থাকে।"

মনে হল য়োলট্‌স্ এই প্রথম প্রস্তাবটাতে একটু গুরুত্ব দিল। হেগেনের কার্ডটাকে ভালো করে দেখে সে বলল, "কই, তোমার নাম তো কখনো শুনিনি। নিউ ইয়র্কের নাম-করা উকীলদের প্রায় সকলকেই আমি চিনি, তুমি কোথাকার কে?"

নীরসভাবে হেগেন বলল, "ওখানে যে-সমস্ত অভিজাত কর্পোরেট প্র্যাক্‌টিস আছে, তার একটি হল আমার। এই একটা কাজের দায়িত্বই নিয়েছিলাম। যাক, আপনার আর সময় নষ্ট করব না।"

হাত বাড়িয়ে দিল হেগেন, য়োলট্‌স্ করমর্দন করল। দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হেগেন আবার বলল, "আমার বিশ্বাস আপনাকে এমন অনেক লোকের সঙ্গে কারবার করতে হয়, যাদের যত না সত্যিকার মূল্য, তার চাইতে তারা বেশি করে দেখাতে চায়। আমার বেলা ঠিক তার উল্টোটি হচ্ছে। আমাদের মধ্যস্থ বন্ধুর কাছে আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করে দেখুন না। যদি মত বদলায়, আমার হোটেলে ফোন করবেন।" একটু থেমে আরো বলল, "শুনতে হয়তো পবিত্র জিনিস নিয়ে ঠাট্টা মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মক্কেল আপনার জন্য এমন কাজও করে দিতে পারেন, যা স্বয়ং মিঃ হুভারেরও সাধ্যের বাইরে।"

হেগেন দেখল চিত্রপ্রযোজকের চোখ দুটো যেন ছোট হয়ে এল। এতক্ষণ বাদে বোধহয় ব্যাপারটা তার বোধগম্য হল। যতটা পারে খোশামুদে গলায় হেগেন বলল, "ভালো কথা, আপনার ছবিগুলোর তারিফ না করে পারলাম না। আশা করি এমন ভালো কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। দেশের এ-সব জিনিসের দরকার।"

সেদিন সন্ধ্যার দিকে হেগেনকে য়োলট্‌সের সেক্রেটারি জানাল যে এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে শহরের বাইরে মিঃ য়োলট্‌সের বাড়িতে ডিনার খেতে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি যাবে। ভদ্রমহিলা বলল, ঘণ্টা তিনেকের পথ, কিন্তু গাড়িতেই 'বার' আছে, কিছু টুকিটাকি জলখাবারও পাওয়া যাবে। হেগেন জানত য়োলট্‌স্ নিজের প্লেনে যাওয়া আসা করে, তাই ভাবছিল ওকেও কেন প্লেনে বলা হল না। সেক্রেটারি আরো বলল, "মিঃ য়োলট্‌স্ বলছিলেন একটা ব্যাগে করে রাতের দরকারি জিনিস নিয়ে যেতে পারেন, কাল সকালে উনি আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।"

হেগেন বলল, "বেশ, তাই করব।" এই আরেকটা ভাববার বিষয়। য়োলট্‌স্

কি করে জানল হেগেন কাল সকালের প্লেনে নিউ ইয়র্কে ফিরবে? এক মুহূর্ত ভাবল হেগেন। এর সবচাইতে সহজ ব্যাখ্যা হল, য়োলট্‌স্ ওর পিছনে প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়ে সমস্ত খবর নিয়েছে। তাহলে য়োলট্‌স্ নিশ্চয় এ-কথাও জানতে পেরেছে যে হেগেন হল ডনের প্রতিনিধি। তার মানে এবার ডনের বিষয়ও য়োলট্‌স্ কিছু জানতে পেরেছে এবং এতক্ষণে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত হয়েছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছু কাজ হতে পারে। এবং হয়তো সকালে যতটা মনে হয়েছিল, তার চাইতে য়োলট্‌স্ অনেক বেশি চালাক।

জ্যাক য়োলট্‌সের বাড়িটা অনেকটা একটা মুভি সেটের নকল বাড়ির মতো। একটা প্ল্যান্টেশনের প্রাসাদের মতো বাড়ি; বিস্তীর্ণ জমি; তার চারদিকে কালো মাটি-ফেলা একটা ঘোড়া দৌড়বার পথ; আস্তাবল আর একপাল ঘোড়া চরবার জন্য ঘাসজমি। চিত্রতারকাদের নখ যে-রকম কেটেকুটে পালিশ করে রাখা হয়, ঝোপঝাপ, ফুল-বাগিচা, ঘাস-জমিও তাই।

কাচ দিয়ে মোড়া, তাপনিয়ন্ত্রিত একটা বারান্দায় য়োলট্‌স্ হেগেনকে অভিবাদন করল। প্রযোজক নীল রেশমী গলা-খোলা শার্ট, হলদে সরষে-বাটা রঙের স্ল্যাক্‌স্ আর নরম চামড়ার স্যাণ্ডাল পরে ছিল। এই সব রঙের ও মূল্যবান বস্ত্রের পট-ভূমিকায় ওর দাগা দেওয়া, কর্কশ মুখটাকে কেমন বেমানান লাগছিল। হেগেনকে প্রকাণ্ড এক গেলাস মার্টিনি দিয়ে ট্রের ওপরকার তৈরি করা সামগ্রী থেকে নিজেও একটা নিল। আগের চাইতে এখন অনেক বেশি অমায়িক মনে হল। হেগেনের কাঁধের ওপর হাত রেখে য়োলট্‌স্ বলল, "ডিনার খাবার আগে একটু সময় আছে। চল আমার ঘোড়াগুলো দেখে আসি।" আস্তাবলে যাবার পথে আরো বলল, "তোমার সম্বন্ধে খবর নিয়েছি, টম, কর্লিয়নি তোমার কর্তা একথা তোমার বলা উচিত ছিল। আমি ভেবেছিলাম তুমি একটা থার্ড ক্লাস গুণ্ডা, আমাকে ধাপ্পা দেবার জন্য জনি তোমাকে পাঠিয়েছে। আমি কাকেও ধাপ্পা দিই না। তাই বলে শত্রু বানাতেও চাই না, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। এসো, আপাতত একটু আমোদ করা যাক। ডিনারের পর কাজের কথা হবে।"

আশ্চর্যের বিষয়, দেখা গেল য়োলট্‌স্ বাস্তবিকই অতিথি আপ্যায়নে পটু। অ্যামেরিকায় তার আস্তাবলটি যাতে সব চাইতে সাফল্যময় হয়ে উঠতে পারে, এই আশায় ও কি কি নতুন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়েছে, য়োলট্‌স্ সে সব বুঝিয়ে বলল। আস্তাবলগুলি অগ্নি-নিবারক, সেখানকার নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিখুঁত, এক প্রাইভেট গোয়েন্দা দলের রক্ষীদের হাতে পাহারার ব্যবস্থা। শেষে য়োলট্‌স্ ওকে একটা স্টলে নিয়ে গেল, তার বাইরের দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা তামার ফলক ঝুলছিল। ফলকে ঘোড়ার নাম লেখা ছিল, 'খারটুম'।

এমন কি হেগেনের অনভিজ্ঞ চোখেও, স্টলের ভিতরের ঘোড়াটিকে অপূর্ব সুন্দর লাগল। কুচকুচে কালো শরীর, বিশাল ললাটের মধ্যিখানে একটা সাদা রুহিতন আঁকা। আয়ত পাটকিলে চোখ সোনার আপেলের মতো উজ্জ্বল, আঁটো

শরীরের ওপরকার কালো চামড়াটি যেন রেশম। ছেলেমানুষের মতো গর্ব করে য়োলট্‌স্ বলল, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া। ছ লাখ ডলার দিয়ে গত বছর ইংল্যাণ্ডে কিনেছি। বাজি ধরতে পারি রুশের জাররাও কখনো একটা ঘোড়ার জন্য অত টাকা খরচ করেনি। কিন্তু আমি ওকে দৌড় করাব না। প্রজননের কাজে লাগাব। এত বড় ঘোড়দৌড়ের আস্তাবল গড়ে তুলব, যেমন এদেশে কেউ কখনো চোখে দেখেনি।" ঘোড়ার চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে, কোমল কণ্ঠে য়োলট্‌স্ ডাকতে লাগল, "খারটুম! খারটুম!" ওর কণ্ঠে সত্যিকার ভালোবাসা ফুটে উঠল। ঘোড়াটাও যেন তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগল। য়োলট্‌স্ হেগেনকে বলল, "জান আমি খুব ওস্তাদ ঘোড় সওয়ার, অথচ পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে কখনো ঘোড়ায় চড়িনি।" হাসল লোকটা। "কে জানে হয়তো রাশিয়াতে আমার দিদিমা-ঠাকুমা কাউকে কোনো কস্যাক বলাৎকার করেছিল, আমার গায়ে তারি রক্ত।" খারটুমের পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে য়োলট্‌স্ বলল, "লিঙ্গটা দেখেছ? আমারও ও-রকম থাকা উচিত ছিল।"

ডিনার খাবার জন্য বাড়িতে ফিরে এল ওরা। একজন বাটলারের তত্ত্বাবধানে তিনজন ওয়েটার খাবার পরিবেশন করল। টেবিলের চাদর ইত্যাদিতে সোনার সুতো বোনা ছিল, বাসনপত্র রুপোর। কিন্তু হেগেনের মনে হল ভোজ্যবস্তুগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর। বোঝাই যাচ্ছিল য়োলট্‌স্ একা থাকত আর খাবারদাবার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো লোক সে ছিল না। খাওয়া হয়ে গেলে দুজনে দুটি বড় বড় চুরুট ধরাল, তারপর হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে জনি ওটা পাচ্ছে কি না?"

য়োলট্‌স্ বলল, "ওটা করতে পারলাম না। ইচ্ছা থাকলেও এখন আর জনিকে নেওয়া যায় না। সব কন্‌ট্র্যাক্ট সই হয়ে গেছে, আসছে হপ্তা থেকেই ক্যামেরার কাজ শুরু হয়ে যাবে। কোনো মতেই ওটা করে ওঠা যায় না।"

অসহিষ্ণু ভাবে হেগেন বলল, "মিঃ য়োলট্‌স্, একেবারে খোদ কর্তার সঙ্গে কারবার করার একটা সুবিধা হল যে ও-সব কৈফিয়ৎ খাটে না। আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন।" তারপর চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, "আপনি কি বিশ্বাস করছেন না আমার মক্কেল তাঁর কথা রাখবেন?"

য়োলট্‌স্ নীরস কণ্ঠে বলল, "মনে হচ্ছে আমাদের কিঞ্চিৎ শ্রমিক আন্দোলন হবে। গফ্ সেই বিষয়ে টেলিফোন করেছিল, ব্যাটা বেল্লিক, যে-ভাবে কথা বলতে লাগল, কে বলবে যে প্রতি বছর টেবিলের তলা দিয়ে ওকে আমি এক লাখ ডলার দিই! আর যতদূর বুঝছি, তুমি আমার ঐ পৌরুষের প্রতিমূর্তি তারকাটির হেরোইন রোগ ছাড়াতে পার। কিন্তু তার জন্য আমি কেয়ার করি না আর নিজের ছবির খরচও নিজেই চালাতে পারি। কারণ ফণ্টেন হারামজাদা আমার দু চোখের বিষ। তোমার মালিককে বল যে তাঁর এই একটা অনুরোধ রাখতে পারলাম না। এছাড়া তিনি আমাকে যখন যা বলবেন তাই করব। সে যাই হোক না কেন।"

হেগেন ভাবছিল, ব্যাটা ধড়িবাজ, তাহলে আমাকে এত দূরে টেনে আনলি

কেন। ছুঁচোটার নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় হেগেন বলল, "আপনি ঠিক অবস্থাটা বুঝতে পারলেন বলে মনে হচ্ছে না। মিঃ কর্লিয়নি হলেন জনির ধর্মবাপ। ঐ সম্বন্ধটি ভারি অন্তরঙ্গ, ভারি পবিত্র একটা ধর্মীয় সম্পর্ক।" ধর্মের কথা তোলাতে য়োলট্‌স্‌ সশ্রদ্ধভাবে মাথা নোয়াল। হেগেন বলে চলল, "সেই জন্য ইতালীয় লোকরা ঠাট্টা করে বলে, পৃথিবীটা এমনি কঠিন স্থান যে একটা মানুষের দেখাশুনোর জন্য দুজন বাপের দরকার হয়, তাই ওদের একজন করে ধর্মবাপ থাকে। জনির বাপ মারা যাওয়াতে, মিঃ কর্লিয়নি তাঁর নিজের দায়িত্বটাকে আরো বেশি গুরুত্ব দেন। আর আপনাকে আর কিছু অনুরোধ করা সম্বন্ধে যা বললেন, মিঃ কর্লিয়নির মনটা ভারি স্পর্শকাতর। প্রথম অনুরোধ না রাখলে, তিনি কখনো দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেন না।"

য়োলট্‌স্‌ কাঁধ তুলে বলল, "আমি বড়ই দুঃখিত। তবু 'না' বলতে হল। কিন্তু তুমি যখন এখানেই উপস্থিত আছ, ঐ শ্রমিকদের ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে কত টাকা লাগবে? নগদ দেব। এখনি দেব।"

তাহলে একটা সমস্যার উত্তর পাওয়া গেল। জনিকে ঐ পার্টটা দিতে পারবে না এ বিষয়ে যখন য়োলট্‌স্‌ মনস্থির করে ফেলেছে, তখন হেগেনকে নিয়ে কেন সে এত সময় নষ্ট করছে, সেটা বোঝা গেল। এই সাক্ষাৎকারের ফলে তার কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। য়োলট্‌স্‌ ভারি নিশ্চিন্ত ছিল, ডন কর্লিয়নির ক্ষমতাকে সে ভয় করত না। বাস্তবিকই য়োলট্‌সের এতগুলি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক, এফ. বি, আই-এর কর্তার সঙ্গে এত দহরম-মহরম, এত টাকাকড়ির মালিক সে, চলচ্চিত্র জগতের সে এক রকম একচ্ছত্র অধিপতি, কেনই বা সে ডন কর্লিয়নিকে ডরাবে? যে-কোনো বুদ্ধিমান লোকের বিচারে, হেগেনের বিচারেও, য়োলট্‌স্‌ নিজের প্রতিষ্ঠার ঠিক মাপই নিয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি যদি সে স্বীকার করে নেয়, ডন কর্লিয়নি তাকে ছুঁতেও পারবেন না। তবে এই সমীকরণের ব্যাপারে একটি মাত্র খুঁত ছিল। ডন কর্লিয়নি তাঁর ধর্মপুত্রকে কথা দিয়েছিলেন ঐ পার্ট সে পাবে আর হেগেন যতদূর জানত এসব ব্যাপারে তিনি কখনো কথার খেলাপ করতেন না।

শান্ত কণ্ঠে হেগেন বলল, "আপনি ইচ্ছে করেই আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনি আমাকে ঘুস খাওয়ার ভাগিদার বানাচ্ছেন। শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে মিঃ কর্লিয়নি এই শ্রমিক বিক্ষোভের ব্যাপারে আপনার পক্ষ অবলম্বন করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তার বদলে আপনিও ওঁর মক্কেলের পক্ষ নেবেন। দুই বন্ধুর মধ্যে একটু প্রভাবের আদান-প্রদান, আর কিছু নয়। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি আপনি আমার কথাতে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন।"

মনে হল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার এই সুযোগটির জন্যই য়োলট্‌স্‌ অপেক্ষা করছিল। সে বলল, "খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি। ঐটাই মাফিয়া কায়দা নয় কি? একেবারে যেন জলপাই-তেল আর মিষ্টি কথা, আসলে যা করছ সেটা হল ভীতি-প্রদর্শন, কাজেই আমিও প্রকটভাবে বলি দিচ্ছি। জনি ফণ্টেন ঐ পার্ট কোনো

জন্মে পাবে না, যদিও পার্টটাতে ওকেই সব চাইতে মানাত। তার জোরে ও একজন বিখ্যাত তারকা হয়ে যেত। কিন্তু সে আর ওকে হতে হবে না, কারণ ঐ বাজে কার্তিকটি আমার দু চোখের বিষ, ওকে আমি চিত্রজগৎ থেকে ভাগিয়ে তবে ছাড়ব। কেন তাও বলে দিচ্ছি; ও আমার সব চাইতে গুণী আশ্রিতাদের একজনের সর্বনাশ করেছে। পাঁচ বছর ধরে মেয়েটাকে আমি নাচতে, গাইতে, অভিনয় করতে শিখিয়ে তৈরি করেছিলাম। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছিলাম। ওকে আমি তারকার পর্যায়ে তুলে দিতাম। আরো স্পষ্ট করেই বলছি, তাতেই বুঝবে আমি একটা হৃদয়হীন পিশাচ নই, শুধু টাকাকড়ির ব্যাপার নয়। ভারি সুন্দরী মেয়ে, এমন নিতম্বিনী আমি কোথাও দেখিনি, সারা দুনিয়া ঢুঁড়েও। জলের পাম্পের মতো মানুষকে ও শুষে বের করে নিতে পারত। তারপর জনি হারামজাদা এল, ওর ঐ জলপাই-তেল গলা আর খেলো জাদু নিয়ে, অমনি মেয়েটা কিনা ভেগে পড়ল! আমাকে বোকা বানাবার জন্যেই সমস্ত সুযোগ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমার মতো অবস্থার কারো পক্ষে, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হলে চলে না, মিঃ হেগেন। জনিকে জব্দ করতে হবে।”

এই প্রথম য়োলট্‌স্‌ হেগেনকে স্তম্ভিত করে দিতে পারল। সে ভেবেই পেল না একজন প্রৌঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য নিজের বিষয়-বুদ্ধিকে কি করে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে এতটা বিভ্রান্ত হতে দিতে পারে। হেগেনের জগতে, কর্লিয়নিদের জগতে, বৈষয়িক ব্যাপারে মেয়েমানুষদের রূপ কিংবা যৌন আকর্ষণের এক কানাকড়িও দাম ছিল না। ও-সব হল গিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার; অবশ্য বিয়ের কথা, কিংবা পারিবারিক অসম্মানের কথা আলাদা। হেগেন স্থির করল একটা শেষ চেষ্টা দেবে।

সে বলল, “যা বলেছেন, মিঃ য়োলট্‌স্‌, কিন্তু আপনার ক্ষোভগুলোকে কি অতটা প্রাধান্য দেবেন? আমার মনে হয় না আপনি বুঝতে পেরেছেন এই সামান্য অনুরোধটার মূল্য আমার মক্কেলের কাছে কত বেশি। ব্যাপতাইজ হবার সময়ে মিঃ কর্লিয়নিই জনিকে কোলে করে ছিলেন। জনির বাবা মলে, মিঃ কর্লিয়নিই বাপের কাজ করেছিলেন। বাস্তবিকই বহু লোককে মিঃ কর্লিয়নি সাহায্য করেছেন; তারাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওঁকে ধর্মবাপ বলে ডাকে। উনি কখনো ওঁর বন্ধুদের নিরাশ করেন না।”

হঠাৎ য়োলট্‌স্‌ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “যথেষ্ট শুনেছি। খুনে গুণ্ডারা আমাকে হুকুম দেয় না, আমিই তাদের হুকুম দিই। একবার যদি এই ফোনটা তুলি, তুমি আজ রাতটা ফাটকে কাটাবে। আর ঐ মাফিয়া মাস্তান যদি মারপিট করার তালে থাকে, ও টের পাবে যে আমি একটা ব্যাণ্ড-লীডার নই। ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কাহিনীও শুনেছি।’ শোন, তোমার মিঃ কর্লিয়নি তার আক্রমণকারীকে চোখেও দেখতে পাবে না। তার জন্য যদি আমাকে হোয়াইট হাউসে গিয়ে ধরণা দিতে হয় তো তাই সই।”

নির্বোধ, আহাম্মুক, হারামজাদী কোথাকার। হেগেন ভাবছিল এ ব্যাটা এত

বড় কর্তাব্যক্তি হয়ে উঠল কি করে ? প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা, পৃথিবীর বৃহত্তম চলচ্চিত্র স্টুডিওর মালিক। জনের উচিত এই ব্যবসায় নেমে পড়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এই লোকটা কিনা ওর কথার বাইরের অর্থ টাই ধরছে, ভিতরকার মর্মটা বুঝতে পারছে না !

হেগেন বলল, "আপনার ডিনার আর একটা আনন্দময় সন্ধ্যার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এয়ার-পোর্ট অবধি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ? রাতটা আর এখানে কাটাব না।" শীতল একটা হাসি দিল হেগেন, "মিঃ কর্লিয়নি অবিলম্বে দুঃসবংবাদ শুনতে ভালোবাসেন।"

বিশাল বাড়িটার থাম দেওয়া আলোকিত চত্বরে, গাড়ির জন্য হেগেন যখন অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল গাড়ির রাস্তায় দাঁড় করানো লম্বা একটা লিমুসিনে দুজন মেয়ে উঠছে। তারা হল সেই সুন্দরী বারো বছরের মেয়েটি আর তার মা, যাদের য়োলট্সের আপিসে সকাল বেলায় হেগেন দেখেছিল। এখন কিন্তু মেয়েটির নিখুঁত গড়নের মুখটি ধেবড়ে গিয়ে একটা গোলাপী পুরু পিণ্ডের মতো দেখাচ্ছে। নীল সমুদ্রের মতো চোখ দুটির ওপরে যেন একটা সর পড়েছে, খোলা গাড়ির দিকে হেঁটে যাবার সময় লম্বা লম্বা পা দুটি পঙ্গু ঘোড়ার বাচ্চার পায়ের মতো টলছিল। মেয়েটাকে তার মা ধরে রেখেছিল, গাড়িতে উঠতে সাহায্য করবার সময় দাঁতের ফাঁক দিয়ে কানে কানে কি যেন আদেশ করছিল। চকিতে একবার মাথা ঘুরিয়ে মা হেগেনের দিকে তাকিয়েছিল, তার চোখে হেগেন দেখতে পেল বাজপাখির উগ্র উল্লাস। তারপর সেও গাড়িতে উঠে পড়ল।

হেগেন ভাবল তাহলে এই জন্যে ওকে প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হয়নি। চিত্রপ্রযোজকের সঙ্গে এই মা-মেয়ে গেছিল। তাতে ডিনার খাবার আগে য়োলট্স্ খানিকটা বিশ্রাম করবার আর ঐ ছোট মেয়েটার সঙ্গ করবার সময় পেয়েছিল। আর জনি এই জগতে বাস করতে চায় ? তার কপাল খুলুক, য়োলট্সের কপাল খুলুক।

তাড়াহুড়োর কাজ পলি গাটো ভালবাসত না, বিশেষত কাজটা যদি হিংসাত্মক হয়। আগে থাকতে গুছিয়ে কাজ করতে সে ভালোবাসত। তাছাড়া আজকের এই কাজটা নেহাৎ বাজে কাজ হলেও, কেউ কোনো ভুল করে ফেললেই, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরিণত হতে পারত। এখন বীয়ারে চুমুক দিতে দিতে চারদিকে চেয়ে, পলি দেখে নিল বারের কাছে বসা রদ্দি ছোকরা দুটো খেলো মেয়েমানুষ দুটোর সঙ্গে কেমন জমিয়ে তুলছে।

ছোকরা দুটোর সম্বন্ধে যা জানবার ছিল, পলি সবই জানত। ওদের নাম জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান। দুজনারই বছর কুড়ি বয়স, দেখতে ভালোই, বাদামী রঙের চুল, লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন। দু-সপ্তাহের মধ্যে দুজনারই শহরের বাইরে কলেজে ফিরে যাবার কথা। দুজনারই বাপের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ছিল এবং সেই জন্য

আর কলেজে পড়ছে বলে বাধ্যকরি সামরিক কর্তব্যের জন্য ওদের যেতে হয়নি। আমেরিগো বনাসেরার মেয়েকে আক্রমণ করার জন্য তুজনার দণ্ডই মকুফ হয়েছে, পলি তাও জানত। পলি গাটো ভাবছিল যত সব পাজি বজ্জাত, সামরিক কর্তব্য এড়িয়ে, আইন ভেঙে, রাত বারোটার পর বারে বসে মদ খাওয়া আর বেশ্যাদের পিছনে ঘোরা হচ্ছে!

পলি শুনতে পাচ্ছিল একটা মেয়ে হাসছে আর বলছে, "ক্ষেপেছ, জেরি? তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে কোথাও যাচ্ছি নে। ঐ বেচারার মতো শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারব না।" হিংসে আর আত্মপ্রসাদে গলার স্বর মকমক্ করছিল। গাটোর পক্ষে ঐ যথেষ্ট। বীয়ারটুকু শেষ করে সে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ল। চমৎকার। রাত বারোটা বেজে গেছিল। আর একটি মাত্র বারে আলো দেখা যাচ্ছিল। বাকি সব দোকানপাট বন্ধ। থানার টহলদার গাড়ির ব্যবস্থা ক্লেমেন্জা আগেই করে রেখেছিল। রেডিওতে ডাক না পড়া অবধি তারা এদিক পানে ঘেঁষবে না, তারপর আসবে যতটা আস্তে সম্ভব।

চার-দরজাওয়ালা শেভ্রলে সিডানের দরজা ঠেস দিয়ে পলি দাঁড়িয়ে থাকল। পিছনের সীটে যে তুজন লোক বসে ছিল, তারা খুব লম্বা চওড়া হলেও, এক রকম অদৃশ্য। পলি বলল, "বেরুলেই লেগে যাবে।"

তখনো ওর মনে হচ্ছিল যে বড় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্লেমেন্জা ওকে ছোঁড়া তুটোর পুলিসের তৈরি ছবির কপি দিয়েছিল, বলে দিয়েছিল রোজ রাত্তে তারা কোথায় মদ খেতে গিয়ে, বার থেকে মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে। পলি পারিবারিক ব্যবসার তুজন গুণ্ডা এনে, ছোঁড়া তুটোকে দেখিয়ে দিয়েছিল। কি ভাবে কাজ করতে হবে তাও বলে দিয়েছিল। মাথার ওপর কিংবা পিছনে মারবে না, দৈবাৎ কেউ মারা পড়লে চলবে না। তা ছাড়া যদ্দূর যা খুশি করতে পারে। সেই সঙ্গে কানে শুধু একটা সতর্কবাণীও দিয়েছিল, "ব্যাটারা যদি হাসপাতাল থেকে এক মাসের আগে ছাড়া পায়, তোমাদেরও ফের সেই ট্রাক চালানোর কাজে লাগানো হবে।"

বিশাল মানুষ তুটো গাড়ি থেকে নামছিল। তুজনেই ছিল প্রাক্তন মুষ্টিযোদ্ধা তবে ছোট ছোট ক্লাবে খেলা দেখানোর বেশি গড়ায়নি, সনি কর্লিয়নি কিঞ্চিৎ টাকা ধার দেওয়ার কারচুপি করে ওদের এমন বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল যে ভদ্রভাবে খাওয়া-পরা চলে যেত। কাজেই ওদের পক্ষেও খানিকটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান যখন মদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে এল, তাদের অবস্থাটা একটা গণ্ডগোলেরি উপযুক্ত। বারের মেয়েটার টিটকিরিতে তাদের কাঁচা বয়সের আত্মসম্মানে খোঁচা লেগেছিল। পলি গাটো তার গাড়ির ফেণ্ডারে ঠেস দিয়ে, বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে ডেকে বলল, "কই হে ক্যাসানোভা, মেয়েগুলোর কাছে কেমন ধ্যাতানি খেলে?"

ছোকরা তুজন মহা আনন্দে ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল। পলিকে দেখেই মনে

হল নিজেদের অপমানের শোধ তুলবার এই তো সুযোগ। বেজিমুখো, বেঁটে, পাতলা, তার ওপর চালিয়াতের একশেষ। সাগ্রহে ওরা পলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে দুটো লোক এসে ওদের হাত কষে চেপে ধরল। সেই মুহূর্তে পলি গাটোও ডান হাতে ১/১৬ ইঞ্চি লোহার কাঁটা বসানো, পিতল দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি, আঙুলের গাঁট-ঢাকা, অর্থাৎ নাক্‌ল্‌ ডাস্টার পরে নিল। ওর সময়জ্ঞান ছিল নিখুঁত, সপ্তাহে তিন বার জিমনেসিয়মে গিয়ে মহড়া দিত। ওয়াগনার নামক ছোকরার নাকে প্রথমেই পলি প্রচণ্ড এক বাড়ি বসিয়ে দিল। যে লোকটা ওয়াগনারকে ধরে রেখেছিল, সে ওকে এবার শূন্যে তুলে ফেলল, তার কুঁচকিটা হাতের কাছে পাওয়াতে, পলি হাত ঘুরিয়ে লাগাল একটা মোক্ষম আপার-কাট। ন্যাতার মতো ঝুলে পড়ল ওয়াগনার, লম্বা চওড়া লোকটা তাকে মাটিতে ছেড়ে দিল। সমস্ত ব্যাপারটাতে সময় লেগেছিল বড় জোর ছয় সেকণ্ড।

এবার দুজনে মিলে কেভিন মুনানের দিকে নজর দিল। সে ব্যাটা চ্যাঁচাবার চেষ্টা করছিল। তাকে যে লোকটা পিছন থেকে ধরে রেখেছিল, সে পেশীবহুল বিশাল একটি হাতই কাজে লাগিয়েছিল। অন্য হাতটা দিয়ে এবার সে মুনানের গলা টিপে ধরল, যাতে এতটুকু শব্দ না বেরোয়।

পলি গাটো এক লাফে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। লম্বা চওড়া লোক দুটো মুনানকে পিটিয়ে ছাতু করে দিচ্ছিল। ভয়াবহ রকম সুচিন্তিত ভাবে ওকে পেটাচ্ছিল, যেন হাতে এন্তার সময় রয়েছে। এলোপাতাড়ি দমাদম পেটাচ্ছিল না, ধীরেসুস্থে একের পর এক বাড়ি দিচ্ছিল, বিশাল দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। থ্যাপ্‌ করে প্রত্যেকটা বাড়ি লাগতেই সেখানকার চমড়া ফেটে যাচ্ছিল। একবার মুনানের মুখটা গাটোর চোখে পড়ল। চিনবার জো ছিল না। তারপর ফুটপাথে মুনানকে ফেলে রেখে লোক দুটো আবার ওয়াগনারের দিকে ফিরল। সে ছোকরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, চেঁচিয়ে সাহায্য ডাকতে শুরু করেছিল। কে একজন মদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসতে, ওদের আরো তাড়াতাড়ি কাজ করতে হল। ঘুষি মেরে ওয়াগনারকে ওরা হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল। একজন ওর হাত ধরে পেঁচিয়ে দিল, তারপর শিরদাঁড়ায় এক লাথি কষাল। একটা কিছু মটকাবার শব্দ হল, ওয়াগনারের বিকট আর্তনাদের ফলে রাস্তার সব বন্ধ জানলা খুলে যেতে লাগল। ওরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগল। একজন দু হাতে ওয়াগনারের মাথাটা তুলে ধরল, অন্যজন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রচণ্ড এক কিল মারল। মদের আড্ডা থেকে আরো লোক বেরিয়ে আসতে লাগল, কিন্তু কেউ বাধা দিল না। পলি গাটো চেঁচিয়ে বলল, "চলে এসো, ঢের হয়েছে।" লম্বা-চওড়া লোক দুটোও এক লাফে গাড়িতে উঠে পড়তেই, পলি গাড়ি নিয়ে সবেগে প্রস্থান করল। পরে কেউ নিশ্চয় গাড়িটার বর্ণনা দেবে, লাইসেন্স প্লেটের নম্বর বলবে। তাতে কিছু এসে-যাবে না। চুরি করা ক্যালিফর্নিয়ার প্লেট। আর নিউ ইয়র্ক শহরে এক লাখ শেভ্রলে সিডান আছে।

দুই

বৃহস্পতিবার সকালে টম হেগেন শহরে তার আইন আপিসে এসে পৌঁছল। তার ইচ্ছা ছিল শুক্রবার ভাজিল সলট্‌সোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে কাগজ-কলমের বাকি কাজ সব সেরে ফেলে, গুছিয়ে তুলে রাখবে। এই সাক্ষাৎকারের এতই গুরুত্ব যে টম ডনকে বলেছিল পারিবারিক ব্যবসার জন্য সলট্‌সো যে প্রস্তাব দেবে, তার প্রস্তুতির জন্য একটা গোটা সন্ধ্যা লেগে যাবে। হেগেন সমস্ত খুঁটিনাটি গুছিয়ে নিতে চাইছিল, তাহলে একেবারে ভারশূন্য মনে ও প্রস্তুতি-পর্বের মিটিংটাতে যেতে পারবে।

মঙ্গলবার অনেক রাতে হেগেন যখন ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফিরে য়োলট্‌সের সঙ্গে কথাবার্তার ফলাফল জানিয়েছিল, তখন ডন এতটুকু আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হয়নি। হেগেনের কাছ থেকে তিনি বিস্তারিত বিবরণী শুনেছিলেন, সেই সুন্দর ছোট মেয়েটি আর তার মা'র কথা শুনে বিরূপতায় তাঁর মুখ বিকৃত হয়েছিল। বিড়বিড় করে মন্তব্য করেছিলেন, "কি জঘন্য!" তাঁর সব চাইতে আপত্তিব্যঞ্জক কথা। শেষে হেগেনকে একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, "লোকটার কি সত্যিকার পৌরুষ আছে?"

প্রশ্নটার কি মানে হতে পারে, তাই নিয়ে হেগেন অনেক ভেবেছিল। এক সঙ্গে অনেক বছর থাকার ফলে ও জানত যে সাধারণ লোকের চাইতে ডনের মূল্যবোধ এত আলাদা যে তাঁর কথারও অন্য মানে হতে পারে। য়োলট্‌সের কি ব্যক্তিত্ব আছে?

তার কি মনের জোর আছে? আছে বৈকি, কিন্তু সে-কথা ডন জানতে চাননি। ঐ চলচ্চিত্র প্রযোজকের কি এতটা মুরোদ আছে যে ধাপ্পায় ঘাবড়ায় না? ছবি করতে দেরি হলে যে বিস্তর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, তার প্রধান তারকার হেরোইনের নেশা এই গুজব রাষ্ট্র হলে যে নিন্দার ঝড় উঠবে, সে-সব কি সে বহন করতে রাজী আছে? আবার এর উত্তর হল, হ্যাঁ, আছে। কিন্তু ডন তাও জিজ্ঞাসা করেননি। শেষ পর্যন্ত মনে মনে হেগেন প্রশ্নটার প্রকৃত ব্যাখ্যাটাই ঠিক করে ফেলল। জ্যাক য়োলট্‌সের কি এতখানি পৌরুষ আছে যে আত্মসম্মানের জন্য, প্রতিশোধের জন্য, সব কিছু বিপন্ন করবার, সমস্ত হারাবার ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত?

হেগেন একটু হাসল। সে খুব ক্বচিৎ হাসত, এখন কিন্তু সে ডনের সঙ্গে একটু পরিহাস না করে পারল না। "আপনি জানতে চাইছেন ও একজন সিসিলীয় কি না।" প্রসন্নভাবে মাথা দোলালেন ডন, পরিহাসটার মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ ছিল সেটাকে আর তার যাথার্থ্যটাকে মেনে নিলেন।

ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। পরদিন পর্যন্ত প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন ডন। বুধবার বিকেলে হেগেনকে তাঁর বাড়িতে ডেকে, তাকে কিছু আদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদেশ পালন করতেই হেগেনের বাকি দিনটা কেটেছিল; শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে

গেছিল সে। ডন যে সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন, সে-বিষয়ে হেগেনের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না; য়োলট্‌স্ নিশ্চয়ই কাল সকালে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবে যে তার নতুন যুদ্ধের ছবিতে, প্রধান ভূমিকায় নামবে জনি ফণ্টেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যিই ফোন বেজেছিল, কিন্তু কথা বলছিল আমেরিগো বনাসেরা। কৃতজ্ঞতায় তার গলা কাঁপছিল। হেগেনকে সে অনুরোধ করল ডনের কাছে তার চিরকৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে। তিনি তাকে একবার খবর দিলেই হল। দেবতুল্য ধর্মবাপের জন্য বনাসেরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। হেগেন কথা দিল সে অবশ্যই ডনকে জানাবে।

ডেলি নিউজ কাগজের মাঝের পাতায় বড় করে একটা ছবি বেরিয়েছিল, রাস্তার মধ্যিখানে জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান পড়ে আছে। অতি সুপটু বীভৎস ছবি, দেখে মনে হচ্ছিল ওরা মানুষের থেঁতলানো দেহাবশেষ। নিউজে লিখেছিল যে আশ্চর্যের বিষয় হল যে কেউ মরেনি, যদিও তাদের অনেক মাস হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে, এবং মুখ মেরামতের জন্য প্ল্যাস্টিক সার্জারির দরকার হবে।

হেগেন একটু লিখে নিল যে ক্লেমেন্‌জাকে বলতে হবে পলি গাটোর জন্য কিছু করা উচিত। মনে হচ্ছে লোকটা খুব দক্ষ।

এর পর ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে হেগেন অতি দ্রুত সুপটু ভাবে কাজ করে গেল, ডনের জমিজমার আয়ের পাকা হিসাব, জলপাই-তেল আমদানির আর স্থাপত্য কোম্পানির আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি। আপাততঃ কোনোটা থেকেই খুব একটা লাভ হচ্ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়াতে সবগুলো থেকেই মোটা মুনাফা আশা করা যেতে পারে। জনি ফণ্টেনের সমস্যাটা হেগেন প্রায় ভুলেই গেছিল, এমন সময় ওর সেক্রেটারি জানাল ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফোন এসেছে। ফোন তুলে হেগেন বলল, "হেগেন বলছি।" মনে প্রত্যাশার শিহরণ লেগে গেছিল।

রাগে বিদ্বেষে বিকৃত, প্রায় চেনা যায় না এমন স্বরে য়োলট্‌স্ চেঁচিয়ে বলল, "বেল্লিক হারামজাদা, একশো বছরের জন্য তোমাদের জেলে পুরব। তোমাকে আমি দেখে নেব, তাতে আমি দেউলে হই আর যাই হই। তোমার ঐ জনি ফণ্টেনের অঙ্গচ্ছেদ করব, শুনতে পাচ্ছ, শালার ইতালীয় গর্ভস্রাব!"

হেগেন নরম গলায় বলল, "আমি আধা জর্মান, আধা আইরিশ।" অনেকক্ষণ চুপচাপের পর ফোন কেটে দেবার শব্দ হল। হেগেন মৃদু হাসল। এর মধ্যে একবারও য়োলট্‌স্ স্বয়ং ডন কর্লিয়নির বাপান্ত করেনি। প্রতিভার খাতির আছে।

জ্যাক য়োলট্‌স্ সর্বদা একা ঘুমোত। ওর খাটটা ছিল এত বড় যে দশজন লোক ধরে যেত, শোবার ঘরটা এত প্রকাণ্ড যে চলচ্চিত্রের একটা বল-রুমের দৃশ্য তোলা যেত। কিন্তু দশ বছর আগে ওর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ও একাই শুত। তার মানে নয় যে মেয়েদের সঙ্গে ওর কোনো দৈহিক সম্পর্ক ছিল না।

এতটা বয়স হওয়া সত্ত্বেও, ওর শারীরিক উদ্যম ছিল প্রচুর, কিন্তু আজকাল একমাত্র তরুণী কিশোরী ছাড়া কেউ ওকে উত্তেজিত করতে পারত না। এবং সন্ধ্যা বেলায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেহের আর ধৈর্যের সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হত।

যে কারণেই হোক এই বিশেষ বৃহস্পতিবারটিতে খুব ভোরে ওর ঘুম ভেঙে গেছিল। ভোরের আবছায়া আলোতে বিশাল শোবার ঘরটাকে কুয়াশা-মাখা ঘাসজমির মতো মনে হচ্ছিল। অনেক নিচে পায়ের কাছে, একটা পরিচিতি আকৃতি চোখে পড়তেই ধড়মড় করে য়োলট্‌স্ উঠে বসল, আরেকটু ভালো করে দেখবার জন্য। আকৃতিটা একটা ঘোড়ার মাথার মতো। তখনো শরীরটা ধাতস্থ না হওয়াতে, হাত বাড়িয়ে য়োলট্‌স্ টেবিলের ওপরকার রাত-বাতিটা জ্বালল।

যা দেখল তাতে ওর শরীর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। বুকের ওপর যেন বিশাল হাতুড়ির ঘা পড়ল, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করতে লাগল, গা গুলিয়ে উঠল। পুরু দামী গালচের ওপর বমি ছিটকে পড়ল।

বিশাল ঘোড়া খারটুমের কালো রেশমের মতো কালো কাটা মুণ্ডুটা এক দলা ঘনীভূত রক্তের ওপর বসানো। সাদা দড়ির মতো স্নায়ুগুলো দেখা যাচ্ছিল। মুখে ফেনা; আপেলের মতো বড় বড় চোখ দুটি সোনার মতো উজ্জ্বল ছিল, এখন সেগুলি বাসি-জমাট-বাঁধা রক্তপাতে পচা ফলের রঙ ধরেছে। বিকট জান্তব ভীতিতে য়োলট্‌সের মন সহসা ভরে গেল, সেই আতঙ্কের চোটে চিৎকার করে চাকরদের ডাক দিল আর সেই আতঙ্কেরই বশবর্তী হয়ে হেগেনকে ফোনে ডেকে য়োলট্‌সের ঐ অসংযত শাসানি।

য়োলট্‌সের বাটলার ওর ঐ উন্মাদের প্রলাপ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ওর নিজের চিকিৎসককে আর স্টুডিওর প্রধান সহকারীকে ডেকেছিল। কিন্তু তারা এসে পৌছবার আগেই য়োলট্‌স্ নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

য়োলট্‌স্ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। এ কি রকম লোক যে ছয় লক্ষ টাকা দামের একটা ঘোড়াকে বিনাশ করতে পারে? একটা সতর্কবাণী নয়। কাজটাকে, কাজটার হুকুমটাকে রদ্ করবার জন্য কোনো আলোচনা পর্যন্ত নয়। এই নির্মমতা, মূল্য সম্বন্ধে এই নিছক অবজ্ঞা এমন একটা মানুষের পরিচয় দিচ্ছে যে নিজেই নিজের আইন, এমন কি নিজের ঈশ্বর। এমন একটি লোক, যার এই রকম স্বেচ্ছাচারের পিছনে একটা প্রচণ্ড ক্ষমতা আর চাতুর্য কাজ করছে, তার ফলে য়োলট্‌সের আস্তাবলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছে! ততক্ষণে য়োলট্‌স্ খবর পেয়েছিল ঘোড়াটাকে আগে ওষুধ খাইয়ে একেবারে বেহুঁস করে ফেলে, তারপর ধীরেসুস্থে একটা কুড়ুল দিয়ে ঐ বিরাট তিনকোণা মুণ্ডুটাকে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। রাতে যাদের পাহারার ডিউটি ছিল তারা বলছে তারা কোনো শব্দই শুনতে পায়নি। য়োলট্‌সের মতে সেটা অসম্ভব। ওদের দিয়ে কথা বলানো যেতে পারে। ওদের টাকা দিয়ে কিনে রাখা হয়েছিল, কে কিনেছিল সেটা স্বীকার করতে ওদের বাধ্য করা যেতে পারে।

য়োলট্‌স্‌ মোটেই নির্বোধ ছিল না। তবে বড় বেশি দাম্ভিক। ও ভেবেছিল ওর নিজের এলাকায় ওর যা ক্ষমতা, সেটা বুঝি ডন কর্লিয়নির ক্ষমতার চাইতে প্রবল। সে-কথা যে সত্যি নয়, তার একটু প্রমাণ পাবার ওর দরকার ছিল। বার্তাটা ওর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল। বার্তাটা হল যে ওর যতই না ধনসম্পদ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এফ. বি. আইয়ের পরিচালকের বন্ধুত্বের ওপর দাবি থাকুক, অখ্যাত একটা ইতালীয় তেল আমদানিকার ওর হত্যার ব্যবস্থা করবে। বাস্তবিকই তাই করবে। কেন না একটা চলচ্চিত্রে জনি ফন্টেনকে তার ঈপ্সিত ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাপারটা একেবারে অবিশ্বাস্য। ও রকম আচরণ করবার কারো অধিকার নেই। লোকে ওরকম আচরণ করলে, পৃথিবীটার আর বাকি থাকল কি? স্রেফ পাগলামি। ওর মানেটা দাঁড়ায় যে নিজের ব্যবসায়ে, নিজের টাকা খরচ করে নিজের হুকুম চালাবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছামতো কাজ করা যায় না। এ যে কামিউনিস্টবাদের চাইতেও দশগুণ খারাপ। এ সব ভেঙে দেওয়া উচিত। এ সব চলতে দেওয়া কখনোই ঠিক নয়।

ডাক্তার ওকে মৃদু সেডেটিভ্‌ দিতে চাইলে য়োলট্‌স্‌ আপত্তি করেনি। এতে শরীরটা কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়াতে, যুক্তিযুক্ত ভাবে চিন্তা করার সুবিধা হল। আসলে যাতে ও স্তম্ভিত হয়ে গেছিল, সেটি হল ঐ কর্লিয়নি লোকটা কেমন অবলীলাক্রমে ছয় লক্ষ ডলার দামের একটা বিশ্ববিখ্যাত ঘোড়াকে বিনাশ করার আদেশ দিয়ে দিল। ছয় লক্ষ ডলার। আর এ তো সবে কলির সন্ধ্যে। য়োলট্‌স্‌ শিউরে উঠল। নিজের চেষ্টায় কেমন একটা জীবন গড়ে তুলেছে সে বিষয়ে সে ভাবতে লাগল। দস্তুর মতো বড়লোক। তর্জনী হেলনে এবং কন্‌ট্র্যাক্টের প্রতিশ্রুতি দিলেই, বিশ্বের সেরা সুন্দরীরা ওর হাতের মুঠোয়। রাজারানাদের বাড়িতে ও অতিথি হয়। টাকা ও ক্ষমতার সাহায্যে যতটা সম্ভব নিখুঁত জীবন যাপন করে। একটা খেয়ালের জন্য এসব বিপন্ন করা পাগলামি। হয়তো কর্লিয়নির নাগাল পাওয়া যেতে পারে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া মারলে, আইন কি শাস্তির ব্যবস্থা করেছে? পাগলের মতো হাসতে লাগল য়োলট্‌স্‌, ওর ডাক্তার আর চাকররা ভয় ও উদ্বেগের সঙ্গে চেয়ে রইল। হঠাৎ একটা খেয়াল হল। একজন লোক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এরকম দাম্ভিকভাবে ওর ক্ষমতাকে কাঁচকলা দেখিয়েছে বলে ও যে সারা ক্যালিফর্নিয়ার কাছে হাস্যাস্পদ হবে; তার ফলে য়োলট্‌স্‌ মন ঠিক করে ফেলল। ঐ কারণে এবং হয়তো তাহলে ওরা ওকে নাও মারতে পারে এই ভেবে। হয়তো এর চাইতে ধূর্ত আর বেদনাদায়ক কোনো মতলব জমা আছে ওদের।

প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়েছিল য়োলট্‌স্‌। সঙ্গে সঙ্গে ওর বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত কর্মচারীরা কাজে লেগে গেল। স্টুডিওর আর য়োলট্‌সের নিজের চিরন্তন আক্রোশের ভয় দেখিয়ে, চাকরদের আর ডাক্তারকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া হল যে কাউকে কিছু বলবে না। সংবাদপত্রে খবর দেওয়া হল, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া খারটুমের কোনো কঠিন রোগের দরুণ মৃত্যু হয়েছে, ইংল্যাণ্ড থেকে আসবার পথে জাহাজেই

ব্যধির সংক্রমণ হয়ে থাকবে। য়োলট্সের সম্পত্তির একটি গোপন স্থানে ঘোড়ার দেহ সমাধিস্থ হল।

এ সবের ছয় ঘণ্টা বাদে চলচ্চিত্রের কার্যকরী প্রযোজক জনি ফণ্টেনকে টেলিফোন করে জানাল সে যেন আগামী সোমবার কাজের জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় হেগেন ডনের বাড়ি গিয়েছিল, পরদিন ভার্জিল সলট্সোর সঙ্গে জরুরী বৈঠকের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিতে। ডন তাঁর বড় ছেলেকে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন; সনি কর্লিয়নির ভারি কিউপিড মুখটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, থেকে থেকে সে এক গেলাস জলে চুমুক দিচ্ছিল। হেগেনের মনে হল নিশ্চয় ঐ নীত-কনের সঙ্গে এখনো খুব চালাচ্ছে। এ আরেকটা দুশ্চিন্তার কারণ।

তাঁর ডি নোবিলি চুরুটটি টানতে টানতে ডন কর্লিয়নি আরাম-কেদারায় বসলেন। ঐ রকম এক বাক্স চুরুট হেগেন সর্বদা তার ঘরে রাখত। অনেক চেষ্টা করেছিল ডনকে ওটা ছেড়ে হাভানা ধরাতে, কিন্তু তিনি বলতেন হাভানা তাঁর গলায় ধরে।

ডন জিজ্ঞাসা করলেন, "যা যা জানা দরকার, সব আমাদের জানা হয়ে গেছে কি?"

হেগেন একটা মোড়ক খুলল, তার মধ্যে ওর সব প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা ছিল। ঐ নোটগুলোর মধ্যে এমন কিছু ছিল না যার জন্য ওদের ওপর কোনো দোষারোপ করা চলে, খালি দু-একটি দুর্বোধ্য কথার স্মারক-লিপি, যাতে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য বাদ পড়ে না যায়। হেগেন বলল, "সলট্সো আমাদের সহযোগিতা চাইতে আসছেন। উনি আমাদের পক্ষ থেকে দশ লক্ষ ডলারের মূলধন প্রার্থনা করবেন এবং কথা দেবেন তার জন্য আমাদের আইনের কবলে পড়তে হবে না। তার বদলে আমরা ব্যবসার একটা অংশ পাব, কতখানি তা অবশ্য কেউ জানে না। টাটাগ্লিয়া পরিবার সলট্সোর জামিন হচ্ছে, তারাও হয়তো একটা অংশ নেবে। ব্যবসাটা হল মাদক দ্রব্যের। তুর্কিতে সলট্সোর যোগসূত্র আছে, সেখানে পপি ফুলের চাষ হয়। সেখান থেকে জিনিসটাকে সিসিলিতে পাঠানো হয়। কোনোই অসুবিধা নেই। সিসিলিতে ওঁর কারখানা আছে, তারা আফিং থেকে হেরোইন বানায়। ওঁর সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তাতে দরকার হলে কারবারটা মর্ফিনে নামিয়ে ফেলা যায়, আবার হেরোইনে তোলা যায়। যদ্দূর মনে হচ্ছে সিসিলির হেরোইন তৈরির কারখানার ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একমাত্র অসুবিধা হল তৈরি জিনিসটা এ দেশে আনা এবং তার বিলি-ব্যবস্থা করা। তাছাড়া প্রাথমিক মূলধনও লাগবে। দশ লক্ষ ডলার তো আর গাছে হয় না।" হেগেন দেখল ডন কর্লিয়নি মুখ বিকৃত করেছেন। ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যে নিষ্প্রয়োজন চাল দেওয়া বুড়ো ভদ্রলোকের পছন্দ ছিল না। তাড়াতাড়ি হেগেন বলে চলল "ওরা সলট্সোকে 'তুর্ক'

বলে ডাকে। তার দুটো কারণ। প্রথম কথা উনি, দীর্ঘকাল ঐ দেশে কাটিয়েছেন আর শোনা যায় ওঁর নাকি তুর্কী স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে আছে। দ্বিতীয় কথা ছোরা খেলাতে উনি ওস্তাদ, অন্ততঃ কম বয়সে তাই ছিলেন। তবে শুধু ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলায় এবং তাও যদি কোনো ন্যায্য অভিযোগ থাকত। ভারি দক্ষ লোক, নিজের মুনিব নিজে। তবে ওঁর রেকর্ড আছে, দুবার জেল খেটেছেন, একবার ইতালীতে, একবার যুক্তরাষ্ট্র, কর্তৃপক্ষ ওঁকে মাদক ব্যবসায়ী বলে চিনে রেখেছে। এতে আমাদের একটু সুবিধা হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ ওঁকে কখনো সাক্ষ্য দেবার অধিকার দেওয়া হবে না, কারণ উনি ঐ ব্যবসার পাণ্ডা বলে পরিচিত, তাছাড়া ওঁর জেল খাটার রেকর্ড আছে। তার ওপর ওঁর মার্কিনী স্ত্রীও আছেন, তিনটি ছেলেমেয়ে আছে, সৎ স্বামী ও বাপ বলে নামও আছে। যতক্ষণ উনি জানতে পারছেন যে ওদের জীবনযাত্রার জন্য টাকাকড়ির অভাব হবে না, ততক্ষণ উনি যে-কোনো ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে প্রস্তুত আছেন।”

চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে ডন বললেন, “সনি, তোমার কি মত ?” সনি কি বলবে হেগেনের জানা ছিল। ডনের বুড়ো আঙুলের তলায় থেকে সনি হাঁপিয়ে উঠছিল। ও নিজের একটা স্বাধীন দায়িত্ব চাইছিল। এই রকম একটা কিছু হলে তো কথাই নেই।

স্কচ্ হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিয়ে সনি বলল, “ঐ সাদা গুঁড়োতে মেলা টাকা। কিন্তু বিপদও আছে। কেউ কেউ কুড়ি বছরের মেয়াদের মামলায় পড়ে যেতে পারে। আমার মতে যদি হাতে-কলমে কাজ থেকে সরে থাকি এবং শুধু প্রশ্রয় আর অর্থ দিই, তাহলে ভালোই হয়।”

হেগেন সনির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি দিল। ব্যাটা ভালো করেই তাস সাজিয়েছে। প্রকট ব্যবস্থার কথাই শুধু তুলেছে, ওর পক্ষে সে-ই ভালো। ডন চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে বললেন, “আর টম, তুমি কি বল ?”

সম্পূর্ণ সততা রক্ষা করার জন্য হেগেন নিজেকে তৈরি করে নিল। সে ততক্ষণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ডন কখনো সলট্সোর প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। কিন্তু তার চাইতেও খারাপ হল, হেগেনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার অভিজ্ঞতায় যেটা ক্বচিৎ হয়, এবার তাই হয়েছে, ডন ব্যাপারটাকে ভালো করে তলিয়ে দেখেননি। উনি যথেষ্ট দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করছেন না।

ওকে উৎসাহ দিয়ে ডন বললেন, “বলেই ফেল, টম, সিসিলীয় কনসিলিওরিরাও সব সময় তাদের মালিকদের সঙ্গে একমত হয় না।” সকলে হেসে উঠল।

হেগেন বলল, “আমার মনে হয় আপনার রাজী হওয়াই উচিত। প্রকট কারণগুলো তো আপনি বুঝতেই পারছেন। কিন্তু সব চাইতে প্রধান কারণ হলো এই : অন্য যে-কোনো ব্যবসার চাইতে মাদকের ব্যবসায় বেশি লাভের সম্ভাবনা। আমরা এর মধ্যে না ঢুকলে আর কেউ ঢুকে যাবে। হয়তো টাটাগ্লিয়া পরিবার ঢুকবে। ব্যবসা থেকে যে মুনাফা পাবে, তাই নিয়ে ওরা আরো বেশি করে পুলিসের আর রাজনৈতিক

পৃষ্ঠপোষকতা কিনে ফেলবে। আমাদের চাইতে ওদের বেশি প্রতিপত্তি হবে। শেষ-মেষ ওরা আমাদের পিছনে লাগবে, আমাদের যা আছে সেটিও গাপ করবার উদ্দেশ্যে। দেশে দেশে যেমন হয়। অন্যরা অস্ত্রশস্ত্র বাড়ালে আমাদেরও বাড়াতে হয়। অন্যদের যদি আর্থিক ক্ষমতা আমাদের চাইতে বেশি হয়, তারা আমাদের আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। এখন আমাদের হাতে জুয়োর ক্ষেত্রটা আছে, ইউনিয়নগুলো আছে, এতাবৎ ওগুলোই হল সবার সেরা জিনিস। তবু আমি মনে করি ভবিষ্যতে মাদক ব্যবসাই হবে সেরা ব্যবসা। আমার মতে ও-ব্যবসার খানিকটা হস্তগত করতে না পারলে, আমাদের যা আছে তাও বিপন্ন হবে। হয়তো এক্ষুনি হবে না, কিন্তু দশ বছর বাদে হবে।"

মনে হল এ-কথা শুনে ডন অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে নিচু গলায় বললেন, "বলা বাহুল্য সেটাই সব চাইতে বড় কথা।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাফেরটার সঙ্গে কাল কখন দেখা করতে হবে?"

আশান্বিত ভাবে হেগেন বলল, "উনি এখানে বেলা দশটায় আসবেন।" কে জানে, ডন হয়তো রাজীও হয়ে যেতে পারেন।

ডন বললেন,"আমার ইচ্ছা তোমরা দুজনেই আমার সঙ্গে উপস্থিত থাক।" উঠে পড়ে আড়মোড়া ভেঙে ডন ছেলের বাহু ধরলেন, "সান্তিনো আজ রাতে একটু ঘুমিও, ভূতের মতো চেহারা হয়েছে তোমার। শরীরটার দিকে একটু দৃষ্টি দিও, যৌবন কারো চিরকাল থাকে না।"

পিতৃস্নেহের এই প্রমাণটুকু লাভ করে, সনি আস্কারা পেয়ে হেগেন যে প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি, তাই করে বসল, "বাবা, কাল তুমি কি উত্তর দেবে?"

ডন কর্লিয়নি মৃদু হাসলেন, "বিনিয়োগের হার আর অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য না জেনেই কি করে বলি? তাছাড়া আজ রাতে এখানে যে জ্ঞান পেলাম, তাই নিয়ে একটু ভাববার সময় চাই তো। যাই বল, হঠকারিতা করার মানুষ তো আমি নই।" দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় কথাচ্ছলে হেগেনকে বললেন, "ভালো কথা তোমার নোটের মধ্যে এ-কথা লেখা আছে কি যে যুদ্ধের আগে বেশ্যার ব্যবসা করে তুর্ক তার খরচ চালাত? আজকাল টাটাগ্লিয়া পরিবার যেমন করে। ভুলে যাবার আগে ওটাও লিখে রাখ।" ডনের কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু ব্যঙ্গের আভাস ছিল, হেগেনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ইচ্ছা করেই ও সে-কথার উল্লেখ করেনি, ন্যায়তঃই করেনি, যেহেতু উপস্থিত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবিকই তার কোনো সম্বন্ধ ছিল না; তবে একটু ভাবনা হয়েছিল, ও-কথা শুনলে যদি ডনের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। যৌন-বিষয়ে ওঁর গোঁড়ামির কথা সকলেই জানত।

ভার্জিল 'তুর্ক' সলট্‌সোর বলিষ্ঠ গড়ন, মাথায় মাঝারি মাপের, গায়ের রঙ কালো, লোকে ওকে স্বচ্ছন্দে সত্যিকার তুর্ক মনে করতে পারত। খাঁড়ার মতো নাক, নিষ্ঠুর কালো চোখ। তবু ওর ভারিক্কে ভাব দেখলে সমীহ হত।

দরজার কাছে ওকে অভ্যর্থনা করে, সনি কর্লিয়নি আপিস-ঘরে নিয়ে এল,

সেখানে হেগেনের সঙ্গে ডন অপেক্ষা করছিলেন। হেগেনের মনে হয়েছিল এক লুকা ব্রাসি ছাড়া এমন সাংঘাতিক চেহারার মানুষ সে কখনো দেখেনি।

সৌজন্য সহকারে সকলে সকলের করমর্দন করল। হেগেন ভাবল ডন যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন এ লোকটার পৌরুষ আছে কিনা, তার উত্তর হবে, হ্যাঁ, আছে। কোনো মানুষের মধ্যে হেগেন এমন একটা শক্তির বিকাশ দেখেনি। ডনের মধ্যেও না। বাস্তবিকই ওর পাশে ডনকে যতটা বিশেষত্বহীন মনে হচ্ছিল তেমন কখনো হত না। তাঁর অভিবাদনটাও যেন বড় বেশি সরল, বড় বেশি পাড়াগাঁইয়া বলে মনে হল।

এসেই সলট্‌সো কাজের কথা পাড়ল। ব্যবসা হল মাদক দ্রব্যের। সবই ঠিক হয়ে ছিল। তুর্কীর কয়েকটা পপিফুলের ক্ষেত তাকে বছরে এতখানি করে মাল জোগাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফ্রান্সে ওর একটা নিরাপদ কারখানা ছিল। সেখানে মরফিন তৈরি হত। সিসিলিতে ওর হেরোইন তৈরির কারখানার নিখুঁত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দুটি দেশেই চোরাই কারবারের মাল পৌছনো, এসব ব্যাপার যতটা নিরাপদ হতে পারে, ততটা নিরাপদ। যুক্তরাষ্ট্রে মাল ঢোকানোর জন্য শতকরা পাঁচ ভাগ লোকশান দিতে হবে, কারণ উভয় পক্ষই জানত যে এফ. বি. আই. কে সরাসরি ঘুষ দিয়ে হাত করা একেবারে অসম্ভব। তবু এন্তার লাভ, বিপদ প্রায় কিছুই নেই।

ডন তখন ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে আমার কাছে আসা কেন? কোন্ দিক দিয়ে আমি আপনার উদারতার যোগ্য?"

সলট্‌সোর কালো মুখে কোনো ভাব দেখা গেল না। সে বলল, "আমার নগদ কুড়ি লক্ষ ডলার দরকার। এবং এর সমান জরুরী কথা হল, আমার একজন বন্ধু দরকার, যার নানান মুখ্য স্থানে শক্তিশালী বন্ধুবান্ধব আছে। যেমন বছর কাটতে থাকবে আমার প্রতিনিধিদের কেউ কেউ ধরা পড়বে। এটা অনিবার্য। কথা দিচ্ছি, তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকবে না। কাজেই যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা চলে জজরা তাদের লঘু দণ্ড দেবেন। আমার এমন একজন বন্ধু দরকার, যে গ্যারান্টি দিতে পারবে যে আমার লোকজন বিপদে পড়লে, তাদের দুই-এক বছরের বেশি জেল খাটতে হবে না। তা হলেই ওরা মুখ খুলবে না। কিন্তু দশ-বিশ বছরের মেয়াদ হলে, কিছুই বলা যায় না। এ জগতে বহু দুর্বল মানুষও আছে। তারা মুখ খুলতে পারে, তাহলে আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিপদে পড়তে পারে। আইনের হাত থেকে নিরাপত্তা না থাকলে চলবেই না। ডন কর্লিয়নি, আমি শুনেছি জুতো সাফওয়ালাদের পকেটে যত রূপোর টাকা থাকে, আপনার পকেটেও ততই জজ-সাহেব পোরা আছে।"

কষ্ট করে এই সাধুবাদের কোনো উত্তর দিলেন না ডন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের পরিবারকে শতকরা কত দেবেন?"

সলট্‌সোর চোখ চকচক করে উঠল, "শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।" একটু থেমে, এত

নরম গলায় কথা বলল যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, "প্রথম বছরে আপনার ভাগে পড়বে ত্রিশ কি চল্লিশ লক্ষ ডলার। তারপর আরো বাড়বে।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "টাটাগ্লিয়া পরিবার শতকরা কত পাবে ?"

এই প্রথম সলট্সো যেন একটু ঘাবড়ে গেল। "ওরা আমার নিজের ভাগ থেকে কিছু পাবে। কার্যকরী দিক থেকে আমার কিছু সহযোগিতার দরকার হবে।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "তাহলে আমি পঞ্চাশ ভাগ পাচ্ছি শুধু টাকা জোগাবার আর আইনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। কার্যকরী দিকটা নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, আপনি কি এই কথা বলছেন ?"

সলট্সো মাথা নেড়ে তাঁর কথার সমর্থন করল, "কুড়ি লক্ষ ডলার দেওয়াকে আপনি যদি 'শুধু টাকা জোগানো' বলেন, তাহলে আপনাকে অভিনন্দন জানাই, ডন কর্লিয়নি।"

ডন শান্ত কণ্ঠে বললেন, "টাটাগ্লিয়াদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিলাম, তাছাড়া আমি শুনেছি আপনি নিজেও শ্রদ্ধার যোগ্য গাম্ভীর্যপূর্ণ মানুষ। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারছি না, কেন পারছি না তাও বলছি। আপনার ব্যবসার লাভও যেমন বিস্তর, ঝুঁকিও তেমনি প্রচুর। আমি যদি আপনার কার্যকলাপে জড়িত হই, আমার অন্য ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। একথা সত্যি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার ঢের ঢের বন্ধু আছে, কিন্তু জুয়োর বদলে যদি আমি মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করতাম, ওরা ততটা বন্ধুভাবাপন্ন হত না। ওদের মতে জুয়ো খেলা হল মদ খাওয়ার মতো, ওসব দোষে ক্ষতি নেই। কিন্তু মাদক দ্রব্যের কারবার বড় নোংরা ব্যবসা। না না, আপত্তি করবেন না। আমি ওদের মতামতের কথা বলছি, আমার নিজের নয়। কে কেমন করে জীবিকার উপায় করে, তাই নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল যে আপনার এই ব্যবাসার ঝুঁকি বড় বেশি। গত দশ বছর ধরে, আমার পরিবারের সকলে আরামে থেকেছে, কোনো বিপদ নেই, কোনো ক্ষতি নেই। এখন লোভের পরবশ হয়ে ওদের কিংবা ওদের জীবিকাকে আমি বিপন্ন করতে পারি না।"

সলট্সোর নৈরাশ্যের একমাত্র চিহ্ন দেখা গেল ঘরময় তার চকিত দৃষ্টির মধ্যে, যেন তার বড় আশা হয় হেগেন নয় সনি, তার পক্ষ অবলম্বন করে কিছু বলুক। তারপর সলট্সো বলল,"আপনি কি আপনার কুড়ি লক্ষের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হচ্ছেন ?"

ডনের মুখে শীতল হাসি, "না।"

সলট্সো আরেকবার চেষ্টা করে দেখল, "টাটাগ্লিয়া পরিবার আপনার টাকারও গ্যারান্টি দেবে।"

ঠিক এই সময় সনি কর্লিয়নি বিচারে এবং পদ্ধতিতে একটি অমার্জনীয় ভুল করে বসল। সে ব্যগ্রভাবে বলল, "টাটাগ্লিয়া পরিবার আমাদের কাছ থেকে কোনো পার্সেন্টেজ না নিয়েই আমাদের বিনিয়োগ ফেরত দেবার জামিন হবে ?"

এই বেচালে হেগেন একেবারে স্তম্ভিত। সে লক্ষ্য করল ডন বরফের মতো ঠাণ্ডা, আক্রোশপূর্ণ চোখে বড় ছেলের দিকে চাইলেন, আর সে তো অবুঝ ক্ষোভে জমে কাঠ। সলট্‌সোর চোখ আরেকবার চঞ্চল হয়ে উঠল, এবার সন্তোষে। ডনের কেল্লার দেয়ালে ফাটল দেখেছে সে। শেষে যখন ডন কথা বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদায়ের ইঙ্গিত শোনা গেল। তিনি বললেন, "যাদের বয়স কম, তাদের লোভ বেশি। এবং আজকাল তাদের কোনো ভদ্রতাজ্ঞানও নেই। বড়দের কথায় বাধা দেয়। নাক গলায়। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের জন্য আমার কেমন একটা আবেগময় দুর্বলতা আছে, তাই বড় বেশি আদর দিয়ে ফেলেছি। সে তো দেখতেই পেলেন। সিনিয়র সলট্‌সো, আমার 'না'টা পাকা কথা। তবু এটুকু বলতে দিন, এই ব্যবসায়ে আপনার প্রচুর সাফল্য কামনা করি। এর সঙ্গে আমার নিজের ব্যবসার কোনো বিরোধ নেই। আপনাকে নিরাশ করতে হল বলে আমি বড় দুঃখিত।"

সলট্‌সো 'বাও' করল, ডনের করমর্দন করল, হেগেনের সঙ্গে বাইরে অপেক্ষমান নিজের গাড়ির কাছে গেল। হেগেনের কাছে বিদায় নেবার সময়ও তার মুখের ভাবান্তর দেখা গেল না।

ঘরে ফিরে আসতেই, হেগেনকে ডন জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটাকে কেমন মনে হল?"

নীরস কণ্ঠে হেগেন বলল, "মনে হল উনি একজন সিসিলীয়।" চিন্তান্বিত ভাবে ডন মাথা দোলালেন। তারপর ছেলের দিকে ফিরে কোমল কণ্ঠে বললেন, "সান্তিনো, নিজেদের পরিবারের বাইরের কারো কাছে কখনো নিজের মনের কথা প্রকাশ করবে না। তোমার নখের নিচে কি আছে কাউকে জানতে দেবে না। আমার মনে হচ্ছে ঐ অল্পবয়সী মেয়েটার সঙ্গে তুমি যে হাস্যকর খেল্ শুরু করেছ, তার ফলে তোমার বিচারবুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। ওসব বন্ধ করে, একটু কাজের দিকে মন দাও দিকি। এখন আমার সামনে থেকে বিদায় হও।"

সনির মুখে অবাক হবার ভাব লক্ষ্য করল হেগেন, তার পর বাপের অনুযোগের ফলে একটু রাগও দেখা দিল। ও কি সত্যি ভেবেছিল ওর ঐ বিজয়ের কথা বাপ কিছুই জানেন না? আর ও কি এ-ও বুঝতে পারেনি যে আজ সকালে ও একটি মারাত্মক ভুল করে বসেছে? তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে সান্তিনো কর্লিয়নি কখনো ডন হলে, হেগেন তার কনসিলিওরি হতে রাজী নয়।

সনি ঘর থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত ডন কর্লিয়নি অপেক্ষা করলেন। তারপর চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে, তাঁকে কিছু পানীয় দিতে টমকে ইশারা করলেন। টম তাঁকে এক গেলাস 'অ্যানিসেট' ঢেলে দিল। ডন ওর দিকে চোখ তুলে বললেন, "লুকা ব্রাসিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।"

এই ব্যাপারের তিন মাস পরে হেগেন তার শহরের আপিসে বসে তাড়াতাড়ি দলিলপত্রের কাজ সারছিল, যাতে একটু শীঘ্র বেরিয়ে স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের জন্য

কিছু বড়দিনের বাজার করতে পারে। এমন সময় জনি ফণ্টেনের কাছ থেকে টেলিফোন, তার ফুর্তি যেন উপচে পড়ছে। ছবির শুটিং হয়ে গেছে, তার 'রাশ'গুলো নাকি অপূর্ব হয়েছে, সে কি বস্তু হেগেন ভেবে পেল না। বড়দিনের জন্য জনি ডনকে এমন এক উপহার পাঠাচ্ছে, যা দেখে ডনের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। নিজেই উপহারটি সঙ্গে করে নিয়ে আসত, কিন্তু তখনো ছবির কিছু টুকিটাকি কাজ বাকি ছিল। কাজেই সাগরতীর ছেড়ে যাবার জো নেই। হেগেন তার অধৈর্য ঢাকবার চেষ্টা করছিল। জনি ফণ্টেনের আকর্ষণীয়তা তার কাছে মাঠেই মারা যেত। তবু তার কৌতূহল জেগেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করল, "জিনিসটা কি?" জনি ফণ্টেন ফিক-ফিক করে হেসে বলল, "সে বলা যায় না। বড়দিনের উপহারের ঐ তো মজা।" অমনি হেগেনের সব উৎসাহ নিবে গেল, কোনোমতে ভদ্রতা রক্ষা করে সে টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

এর দশ মিনিট বাদে হেগেনের সেক্রেটারি এসে জানাল যে কনি কর্লিয়নি টেলিফোনে ওকে ডাকছে। হেগেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। কনি যখন ছোট ছিল, ভারি চৎকার ছিল; বিবাহিত মহিলা হয়ে অবধি হয়েছে জ্বালাতনের একশেষ।

কেবলই স্বামীর নামে নালিশ। বারে বারে বাপের বাড়ি এসে মায়ের কাছে দু-তিন দিন থেকে যাবে। আর কার্লো রিট্সিও কোনো কর্মের নয়। দিব্যি একটা ব্যবসা দিয়ে ওকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটিকে সে লাটে না তুলে বোধহয় ছাড়বে না। তাছাড়া মদ খায়, বেশ্যাবাড়ি যায়, জুয়ো খেলে, থেকে থেকে বৌকে ঠ্যাঙায়। কনি বাপের বাড়ির কাউকে এ-সব কথা বলেনি, শুধু হেগেনকে বলেছিল। হেগেন ভাবছিল কে জানে এবার আবার কি নতুন করুণ কাহিনী ফেঁদে বসবে।

কিন্তু মনে হল বড়দিনের খুশির হাওয়া কনিকেও পেয়ে বসেছে। ও শুধু জানতে চাইছিল বড়দিনে কি দিলে বাবা খুশি হবেন। আর সনিকে, ফ্রেডকে, মাইককেই বা কি দেবে। মাকে কি দেবে সেটা কনি আগেই ঠিক করে ফেলেছিল। হেগেন কয়েকটা বুদ্ধি দিল, কনির সেসব পছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত ওকে ছাড়ান দিল।

আবার যখন ফোন বেজে উঠল, হেগেন তার কাগজপত্র বাস্কেটে তুলে ফেলল। চুলোয় যাক সব। এবার ও সরে পড়বে। কিন্তু টেলিফোন না ধরার কথা তার একবারও মনে হল না। ওর সেক্রেটারি যখন বলল মাইক কর্লিয়নি ফোন করছে, ও খুশি হয়ে ফোন ধরল। মাইককে ওর বরাবরই ভালো লাগত।

মাইকেল কর্লিয়নি বলল, "টম, কাল আমি কে-কে নিয়ে শহরে যাচ্ছি। বড়দিনের আগে বুড়ো ভদ্রলোককে একটা জরুরী কথা বলতে হবে। কাল তিনি বাড়িতে থাকবেন?"

হেগেন বলল, "নিশ্চয়ই। বড়দিন শেষ না করে উনি শহর থেকে বেরুবেন না। তোমার জন্য কিছু করতে পারি?"

বাপের মতোই মাইকেলের স্বভাব ছিল চাপা। সে বলল, "না। তাহলে বড়দিনে দেখা হবে। সবাই লং বীচে থাকবে তো?"

হেগেন বলল, "থাকবে।" তারপর গালগল্প না করেই মাইক যখন ফোন নামিয়ে রাখল, হেগেন মৃদু হাসল।

সেক্রেটারিকে বলল বাড়িতে ওর স্ত্রীকে জানাতে ওর ফিরতে একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু ওর জন্য যেন খাবার রাখে। আপিস-বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেগেন পা চালিয়ে মেসির দোকানের দিকে চলল। কে একজন ওর পথ আগলে দাঁড়াল। আশ্চর্য হয়ে হেগেন দেখল লোকটা হল সলট্‌সো।

সলট্‌সো ওর হাত চেপে ধরে বলল, "ভয় পেয়ো না, আমি শুধু একটু কথা বলতে চাই।" ফুটপাথের পাশে দাঁড়ানো একটা গাড়ির দরজা হঠাৎ খুলে গেল। ব্যগ্রকণ্ঠে সলট্‌সো বলল, "গাড়িতে ওঠ। আমি কিছু বলতে চাই।"

হেগেন এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিল। তখনো সে শঙ্কিত হয়নি, শুধু একটু বিরক্তি বোধ করছিল। বলল, "আমার এখন সময় নেই।" ঠিক সেই সময় দুজন লোক এসে ওর পিছনে দাঁড়াল। হঠাৎ হেগেনের পায়ের জোর কমে গেল। সলট্‌সো নরম গলায় বলল, "গাড়িতে ওঠ। তোমাকে আমাদের হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে, এতক্ষণে তুমি মরে যেতে। আমাকে বিশ্বাস কর।"

তাকে একটুও বিশ্বাস না করেই হেগেন গাড়িতে উঠল।

মাইকেল কর্লিয়নি হেগেনের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিল। আসলে ও আগেই নিউ ইয়র্কে পৌঁছে, হোটেল পেনসিলভেনিয়ার একটা ঘর থেকে ফোন করেছিল, হোটেলটার দূরত্ব দশটি ব্লক্‌ও নয়। ও ফোন নামাতেই কে অ্যাডাম্‌স্ সিগারেট নিবিয়ে বলল, "মাইক, তুমি কি চমৎকার মিছে কথা বল।"

মাইকেল খাটের ওপর ওর পাশে বসে পড়ে বলল, "সবই তোমার জন্য, মাণিক। যদি আমার বাড়ির লোকদের 'বলতাম আমরা এখানে পৌঁছে গেছি, তাহলে এখনি সেখানে যেতে হত। বাইরে ডিনার খাওয়াও হত না, থিয়েটার দেখতে যাওয়াও হত না, আজ রাতে একসঙ্গে ঘুমনোও হত না। আমার বাবার বাড়িতে ও-সব চলবে না, যদি আমাদের বিয়ে হয়ে না গিয়ে থাকে।" ওকে জড়িয়ে ধরে, ওর ঠোঁটে মাইক আস্তে একটি চুমো খেল। মুখটা বড় মিষ্টি, আস্তে আস্তে মাইক ওকে টেনে খাটে শুইয়ে দিল। কে চোখ বুজে অপেক্ষা করে রইল মাইকের প্রেম নিবেদনের জন্য, মাইকেলের মনটা অগাধ আনন্দে পূর্ণ হল। যুদ্ধের ক'বছর ও প্রশান্ত মহাসাগরে লড়াই করে কাটিয়েছিল। সেই সব রক্তাক্ত দ্বীপে ও কে অ্যাডাম্‌সের মতো একটি মেয়ের স্বপ্ন দেখত। ওর মতো রূপের স্বপ্ন। ঐ রকম ফরসা ভঙ্গুর দেহ, দুধের মতো গায়ের রঙ, কামের বিদ্যুতে উচ্চকিত। ও চোখ খুলে, চুমো খাবে বলে মাইকের মাথাটা টেনে নামাল। ডিনার খাবার আর থিয়েটারে যাবার সময় পর্যন্ত ওরা প্রেম করে কাটাল।

ডিনার খাবার পর ওরা উজ্জ্বল আলোয় ভরা, বড়দিনের ক্রেতায় বোঝাই ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় মাইক জিজ্ঞাসা করল, "আমি তোমাকে বড়দিনে কি দেব ?"

মাইকের গা ঘেঁষে বসে কে বলল, "খালি তুমি নিজেকে। তোমার বাবার আমাকে পছন্দ হবে মনে হয় ?"

কোমল কণ্ঠে মাইকেল বলল, "সেটা তো আসল কথা নয়। তোমার মা-বাবার কি আমাকে পছন্দ হবে ?"

কাঁধ তুলে কে বলল, "তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।"

মাইকেল বলল, "আইনতঃ নিজের নাম বদলাবার কথা পর্যন্ত ভেবেছি। কিন্তু একটা কিছু যদি ঘটেই যায়, ওতে কোনো সুবিধা হবে না। ঠিক জান যে তুমি কর্লিয়নি নাম নিতে চাও ?" অর্ধেক পরিহাস করে কথাটা বলা।

একটুও না হেসে কে বলল, "হ্যাঁ।" পরস্পরের গা ঘেঁষে বসে রইল ওরা। ওরা ঠিক করেছিল বড়দিনের সপ্তাহটার মধ্যে ওদের বিয়ে হবে, সিটি হলে নিরিবিলি নাম-সই করে বিয়ে, মাত্র দুজন বন্ধুকে সাক্ষী রেখে। কিন্তু মাইকেল জোরজার করছিল ওর বাবাকে জানাতে হবে। বুঝিয়ে বলেছিল ব্যাপারটাতে কোনো গোপনীয়তা না থাকলে, ওর বাবার কোনোই আপত্তি হবে না। কে-র মনে সন্দেহ ছিল। ও বলেছিল বিয়ে হয়ে যাবার আগে ওর মা-বাবাকে কিছু বলবে না। আরো বলেছিল, "ওঁরা নিশ্চয় ভাববেন আমি অন্তঃসত্ত্বা।" মাইকেল এক গাল হেসে বলেছিল, "আমার মা-বাবাও তাই ভাববেন।"

যে-কথাটা দুজনের মধ্যে কেউই উল্লেখ করেনি, সেটি হল যে এবার বাড়ির সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি মাইককে কাটাতে হবে। দুজনেই জানত খানিকটা বিচ্ছিন্ন মাইক আগেই হয়েছে, তবু ব্যাপারটা নিয়ে উভয়েই নিজেকে অপরাধী মনে করত। ওরা স্থির করেছিল কলেজে পড়া শেষ না হওয়া অবধি পরস্পরের সঙ্গে শুধু শনি-রবিবার দেখা করবে আর গ্রীষ্মের ছুটিটা একসঙ্গে কাটাবে। মনে হত সে বড় সুখের জীবন হবে।

ওরা যে গীতি-নাটক সেদিন দেখেছিল, তার নাম ছিল 'ক্যারাউসেল'; এক চালিয়াৎ চোরের আবেগময় কাহিনী; ভারি আমোদ লেগেছিল, পরস্পরের দিকে চেয়ে ওরা হাসছিল। থিয়েটারের বাইরে এসে দেখে বড্ড শীত পড়েছে। কে মাইকের গায়ের কাছে এসে বলল, "আমাদের বিয়ের পর, তুমি কি আমাকে ঠ্যাঙাবে, তারপর আকাশ থেকে তারা পেড়ে এনে উপহার দেবে ?"

মাইকেল হেসেছিল, বলেছিল, "আমি গণিতের অধ্যাপক হব।" তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, "হোটেলে যাবার আগে কিছু খাবে ?"

কে মাথা নেড়েছিল। ওর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে ছিল। সর্বদা যেমন হত, ওর প্রেমের আগ্রহ মাইকের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। চোখ নামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হেসেছিল মাইক, শীতের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওকে চুমো খেয়েছিল। মাইকেলের

খিদে পাচ্ছিল, ঠিক করেছিল ঘরে কিছু স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়ে দিতে বলবে। হোটেলের লবিতে এসে মাইকেল কে-কে সংবাদপত্রের স্ট্যাণ্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, "কাগজ কিনে আন, আমি চাবি আনছি।" ছোট একটা লাইন হওয়াতে একটু দাঁড়াতে হয়েছিল; যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও, হোটেলে তখনো লোকের অভাব ছিল। মাইক চাবি নিয়ে অসহিষ্ণুভাবে কে-কে খুঁজেছিল। কে কাগজের স্ট্যাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা কাগজ নিয়ে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। মাইক ওর কাছে যেতেই, ও চোখ তুলে তাকিয়েছিল, দু চোখ জলে ভরে গেছিল। কে বলেছিল, "ও মাইক! ও মাইক!" ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়েছিল মাইক। খুলেই দেখে নিজের বাবার ফটো, রাস্তায় পড়ে আছেন, খানিকটা রক্ত জমে আছে, তার মধ্যে বাবার মাথাটা। ফুটপাথের ধারে একটা লোক বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে। লোকটা মাইকের বড় ভাই, ফ্রেডি। মাইকেল কর্লিয়নির মনে হল তার সমস্ত শরীরটা বরফে পরিণত হয়ে গেছে। দুঃখে নয়, ভয়ে নয়, হিম-শীতল ক্রোধে। কে-র দিকে ফিরে মাইক বলল, "ঘরে যাও।" কিন্তু ওকে হাতে ধরে লিফ্‌টের কাছে নিয়ে যেতে হল। একসঙ্গে ওপরে উঠল ওরা, কেউ কোনো কথা বলল না। ঘরে গিয়ে, খাটে বসে, মাইক কাগজটা খুলে পড়ে দেখল। বড় বড় শিরোনামায় লেখা: "ভিটো কর্লিয়নি গুলিবিদ্ধ। তথাকথিত চোরা-কারবারের মালিক মর্মান্তিকভাবে আহত। কঠিন পুলিসি প্রহারায় অস্ত্রোপচার। রক্তময় গুণ্ডা-যুদ্ধের আশঙ্কা।"

মাইকেল টের পেল ওরা পা দুটো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কে-কে বলল, "মারা যাননি। বজ্জাতগুলো ওঁকে মেরে ফেলেনি।" আরেকবার বিবৃতিটা পড়ল মাইক। বাবাকে বিকেল পাঁচটায় গুলি করা হয়েছিল। তার মানে মাইক যতক্ষণ কে-র সঙ্গে প্রেম করছিল, ডিনার খাচ্ছিল, মজা করে নাটক দেখছিল বাবা ততক্ষণ মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে ছিলেন। নিজেকে এত দোষী মনে হতে লাগল যে বমি এল।

কে বলল, "আমরা কি এখন হাসপাতালে যাব?"

মাইকেল মাথা নাড়ল, "আগে বাড়িতে একটা ফোন করি। যারা এ-কাজ করেছে, তারা স্রেফ পাগল আর শেষ অবধি বাবা যখন বেঁচে গেছেন, ওরা এবার মরীয়া হয়ে উঠবে। কে জানে এর পর ওরা কি চাল দেবে।"

লং বীচের বাড়ির দুটো টেলিফোনই জোড়া ছিল, মাইকের লাইন পেতে প্রায় কুড়ি মিনিট সময় লাগল। তারপর গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ, বলুন।"

মাইকেল বলল, "সনি, আমি কথা বলছি।" সনির গলা শুনে মনে হল সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে, "হরি বল, ভাই, তোমার জন্য সকলের ভাবনা হচ্ছিল। কোন্ চুলোয় গেছিলে? আমি তো তোমাদের ঐ অজ-পাড়াগাঁয়ে লোক পাঠিয়েছি, কি হল দেখতে।"

মাইকেল বলল, "বাবা কেমন আছেন? খুব বেশি লেগেছে?"

সনি বলল, "খুব-ই লেগেছে। পাঁচটা গুলি করেছে। কিন্তু মজবুত আছেন

তো !" সনির গলায় গর্ব। "ডাক্তাররা বলেছে সেরে উঠবেন। শোন, ভাই, আমি বড্ড ব্যস্ত, কথা বলতে পারছি না। তুমি কোথায় ?"

মাইকেল বলল, "নিউ ইয়র্কে। কেন, টম বলেনি আমি আসছি ?"

সনি গলা নামাল। "ওরা টমকে ছিনতাই করেছে। তাই তোমার জন্যেও ভাবনা হচ্ছিল। টমের স্ত্রী এখানে। সে কিছু জানে না, পুলিসও কিছু জানে না। আমি চাই না ওরা জানে। যে বজ্জাতরা এই কাণ্ড করেছে, তারা নিশ্চয় পাগল। আমার ইচ্ছা তুমি এক্ষুনি এখানে চলে এসো আর মুখে কুলুপ দাও। ঠিক আছে ?"

মাইক বলল, "ঠিক আছে। কারা করেছে জান নাকি ?"

সনি উত্তর দিল, "জানি বৈ-কি। লুকা ব্রাসি দেখা দিলেই ওরা জবাই করা মাংস হয়ে যাবে। সব ঘোড়া এখনো আমাদের হাতে।"

মাইক বলল, "এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। ট্যাক্সি করে।" ফোন নামাল মাইক। কাগজগুলো বেরিয়ে গেছে তিন ঘণ্টার বেশি হল। রেডিওতেও নিশ্চয় খবর দিয়েছে। লুকা খবর, পায়নি, এমন হতেই পারে না। চিন্তিত হয়ে মাইক ভাবতে বসল। কোথায় গেল লুকা ব্রাসি ? ঠিক সেই মুহূর্তে হেগেনও অবিকল ঐ কথাই ভাবছিল। লং বীচে সনি কর্লিয়নিও ঐ কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছিল।

সেদিন বিকেল পৌনে পাঁচটায় ওঁর জলপাই-তেল কোম্পানির ম্যানেজার যে-সব কাগজপত্র তৈরি করে রেখেছিল, ডন কর্লিয়নির সেগুলো দেখা শেষ হয়েছিল। কোট গায়ে দিয়ে, তাঁর পুত্র ফ্রেডির মাথায় আস্তে গাঁট্টা মেরে, বিকেলের সংবাদপত্রে নাকগোঁজা অবস্থা থেকে তাকে ওঠালেন। বললেন, "গাটোকে গাড়ি আনতে বল। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি যেতে প্রস্তুত থাকব।"

ফ্রেডি গজগজ করতে লাগল, "আমাকেই গাড়ি আনতে হবে। সকালে পলি জানিয়েছিল ওর শরীর ভালো না। আবার নাকি সর্দি হয়েছে।"

এক মুহূর্তের জন্য ডন কর্লিয়নিকে ভাবিত মনে হল, তারপর বললেন, "এ মাসে এই নিয়ে তিনবার হল। বোধ হচ্ছে এ-কাজের জন্য ওর চাইতে স্বাস্থ্যবান কাউকে রাখা ভালো। টমকে বল।"

ফ্রেডি আপত্তি করল, "পলি ভালো ছেলে। যদি বলে অসুখ করেছে, তাহলে নিশ্চয়ই অসুখ করেছে। গাড়ি আনতে আমার কোনো কষ্ট হয় না।" এই বলে সে আপিস থেকে বেরিয়ে গেল। ডন কর্লিয়নি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলেন ছেলে নাইন্থ্ অ্যাভেনিউ পার হয়ে গাড়ি রাখার জায়গায় গেল। একবার হেগেনের আপিসে ফোন করে কোনো উত্তর পেলেন না। বাড়িতে ফোন করলেন, সেখান থেকেও কোনো জবাব নেই। বিরক্ত হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। বাড়িটার সামনে গাড়ি এনে রাখা হয়েছিল। ফেণ্ডারে ঠেস দিয়ে বুকের ওপর হাত জড়ো করে ফ্রেডি বড়দিনের বাজার করতে যারা যাচ্ছিল, তাদের দেখছিল। ডন কর্লিয়নি কোট গায়ে দিলেন। ম্যানেজার তাঁকে ওভারকোট পরতে সাহায্য করল।

ডন কর্লিয়নি চাপা গলায় ধন্যবাদ জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে দুই প্রস্থ সিঁড়ি নামতে শুরু করলেন।

রাস্তায় তখন শীতের হ্রস্ব দিনের আলো কমে এসেছিল। ফ্রেডি আনমনে ভারি বুইক গাড়িটার কেণ্ডারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সেও পথে নেমে ঘুরে চালকের আসনের দিক দিয়ে গাড়িতে উঠল। ডন কর্লিয়নিও ফুটপাত থেকে গাড়িতে উঠতে গিয়ে ইতস্তত করে, মোড়ের কাছে ফলের লম্বা খোলা স্টলের দিকে ফিরে চললেন। ইদানীং এটা তাঁর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল, অসময়ের বড় বড় ফল, হলদে রঙের পীচ, আর কমলা সবুজ রঙের বাক্সে জ্বলজ্বল করছে, দেখতে তাঁর বড় ভালো লাগত। মালিক তাঁকে ফল দেবার জন্য লাফিয়ে উঠল। ডন কর্লিয়নি হাতে করে ফলগুলো ছুঁলেন না। আঙুল দিয়ে শুধু দেখিয়ে দিলেন। একবার মাত্র ফলওয়ালা তাঁর পছন্দের প্রতিবাদ করে দেখিয়ে দিল একটা ফলের তলার দিকটাতে পচন ধরেছে। বাঁ হাতে কাগজের ঠোঙা ধরে, ডন কর্লিয়নি ফলওয়ালাকে একটা পাঁচ ডলারের নোট দিলেন। বাকি পয়সা ফেরত নিয়ে ঘুরে গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় মোড় ঘুরে দুটো লোক এসে উপস্থিত। ডন কর্লিয়নি অমনি বুঝতে পারলেন এবার কি হবে।

লোক দুটোর গায়ে কালো ওভারকোট, মাথার কালো টুপি টেনে কপালের ওপর নামানো, যাতে চিনতে পারা না যায়। ওরা ডনের কর্লিয়নির সজাগ প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলের থলি মাটিতে ফেলে দিয়ে, অমন ভারি মানুষের পক্ষে অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি গাড়ির দিকে ছুটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ফ্রিডো! ফ্রিডো!" এতক্ষণ বাদে লোক দুটো বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়ল।

প্রথম গুলিটা ডন কর্লিয়নির পিঠে লাগল। হাতুড়ির বাড়ির মতো আঘাতটা অনুভব করা সত্ত্বেও তিনি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার পরের দুটি গুলি তাঁর পাছায় লাগল, তাতে তিনি রাস্তার মধ্যিখানে আছড়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে সেই বন্দুকধারী দুজন খুব সাবধানে যাতে রাস্তায় গড়িয়ে পড়া ফলে পা পিছলে না যায়, এগিয়ে এল তাঁকে শেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে। ততক্ষণে হয়তো ডন তাঁর ছেলেকে ডাক দেবার পর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড কেটেছিল, ফ্রেডারিকো কর্লিয়নি গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির ওপর দিকে ঝুঁকে পড়ল। তখন সেই লোক দুটো নালায় পড়ে থাকা ডনের দেহে এলোমেলো ভাবে আরো দুটো গুলি ছুঁড়ল। একটা তাঁর হাতের মাংসল জায়গায় লাগল, অন্যটা ডান পায়ের গুলিতে লাগল। এই ক্ষতগুলো সব চাইতে কম বিপদের হলেও এগুলো থেকেই প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে ওঁর দেহের পাশে ছোট ছোট পুকুর তৈরি হয়ে গেল। তবে ততক্ষণে ডন কর্লিয়নি জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

ফ্রেডি তার বাপের ডাক শুনতে পেয়েছিল, বাবা তাকে তার ছোট বেলার নামে ডাকছেন। তারপরেই দুটো জোর বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল। গাড়ি থেকে

নামতে নামতে ও কেমন হতচকিত হয়ে গেছিল, বন্দুকটা অবধি বের করেনি। খুনে দুটো ইচ্ছে করলেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তারাও ভয় খেয়ে গেছিল। তারা নিশ্চয়ই জানত ছেলের হাতে অস্ত্র আছে, তাছাড়া বড় বেশি দেরি হয়ে গেছিল। মোড় ঘুরে তারা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল, পথের মধ্যে বাপের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে ফ্রেডি একা। ঐ অ্যাভেনিউ দিয়ে যারা যাচ্ছিল, তাদের বেশির ভাগ এ-দরজায় সে-দরজায় ঢুকে পড়েছিল, কিংবা মাটিতে শুয়ে পড়েছিল, কেউ কেউ গাদাগাদি করে ছোট ছোট দল পাকিয়েছিল।

তখনো ফ্রেডি বন্দুক তোলেনি। মনে হচ্ছিল যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পিচ ঢালা রাস্তায় বাপের শরীরটা পড়ে আছে, দেখাচ্ছে যেন একটা কালো রক্তের পুকুরে পড়ে আছে, ফ্রেডি সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ওর সমস্ত দেহমন অসাড় হয়ে গেছিল। ততক্ষণে পথচারীরা আবার চলাফেরা শুরু করেছিল; কে যেন লক্ষ্য করল ফ্রেডি এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে; তাই দেখে ওকে ধরে ফুটপাতের ধারে বসিয়ে দিল।

ডন কর্লিয়নির দেহের চারদিকে তখন ভিড় জমে গেছিল; সাইরেন বাজিয়ে প্রথম পুলিসের গাড়ি ভিড় ঠেলে এসে পৌছতেই, ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। পুলিসের ঠিক পিছনেই ডেলি নিউজের রেডিও গাড়ি, সে গাড়ি থামবার আগেই ওদের ফটোগ্রাফার লাফিয়ে নেমে ডন কর্লিয়নির রক্তাক্ত দেহের ছবি তুলতে লাগল। কয়েক মিনিট বাদে একটা অ্যাম্বুলেন্স এল। তারপর ফটোগ্রাফার ফ্রেডির দিকে নজর দিল; সে তখন প্রকাশ্যে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। দেখতে খুবই মজার লাগছিল, কারণ ওর কিউপিডের মতো মুখটা ছিল ভারি জবরদস্ত, পুরু নাক, পুরু ঠোঁট, তাতে সিক্নি গড়াচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে গোয়েন্দারা চারিয়ে পড়ছিল, আরো সব পুলিস-গাড়ি এসে পৌছচ্ছিল। একজন গোয়েন্দা ফ্রেডির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, তাকে জেরা করতে শুরু করল, কিন্তু হতচকিত ফ্রেডি তার কোনো উত্তর দিতে পারল না। গোয়েন্দা তখন ফ্রেডির কোটের ভিতর হাত গলিয়ে ওর ওয়ালেটটা বের করে আনল। তার মধ্যে ওর আইডেন্টিটি কার্ড অর্থাৎ পরিচয়পত্র দেখে নিজের সঙ্গীকে শিস দিয়ে ডাকল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাধারণ পোশাক পরা একদল ডিটেকটিভ ফ্রেডিকে ভিড়ের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ঘিরে ফেলল। প্রথম ডিটেকটিভ ফ্রেডির কাঁধে ঝোলানো খোপে থেকে ওর বন্দুকটি তুলে নিল। তারপর ওরা ফ্রেডিকে টেনে দাঁড় করিয়ে একটা নম্বরশূন্য গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডেলি নিউজের রেডিও-গাড়িও চলল। ফটোগ্রাফার তখনো সকলের আর সব কিছুর ছবি তুলছিল।

বাপ গুলি খাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে সনি কর্লিয়নি পর পর পাঁচটা টেলিফোন কল্ পেয়েছিল। প্রথমটি করেছিল ডিটেকটিভ জন ফিলিপ্‌স্, সে ওদের মাইনে খেত। সে সাধারণ পোশাক পরা গোয়েন্দাদের প্রথম গাড়িতে অকুস্থলে পৌছেছিল। টেলিফোনে সনিকে প্রথমেই সে বলল, "আমার গলা চিনতে পারছ ?"

"পারছি।" সনি সবে ঘুম থেকে উঠেছিল, শরীরটা তাই খুব তাজা, ওর স্ত্রী ওকে ডেকে দিয়েছিল। কোনো ভূমিকা না করে ফিলিপ্‌স্‌ বলল, "তোমার বাবার আপিসের বাইরে কেউ তাঁকে গুলি করেছে। পনেরো মিনিট আগে। বেঁচে আছেন, কিন্তু গুরুতর ভাবে আহত। ওঁকে ফ্রেঞ্চ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তোমার ভাই ফ্রেডিকে চেলসি থানায় নিয়ে গেছে। ওকে ছেড়ে দিলে, একজন ডাক্তার ডাকা ভালো। আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি, তোমার বাবার জিজ্ঞাসাবাদে সাহায্য করতে, যদি তিনি কথা বলতে পারেন। তোমাকে থেকে থেকেই খবর দেব।"

টেবিলের অন্য ধার থেকে সনির স্ত্রী সাণ্ড্রা দেখল ওর স্বামীর মুখটা উগ্র লাল হয়ে উঠল। চোখের ওপর যেন একটা পরকলা পড়ে গেল। ফিসফিস করে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে?" অস্থিরভাবে ওকে চুপ করতে ইশারা করে, সনি ঘুরে ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলল, "বেঁচে আছেন ঠিক জান?"

গোয়েন্দা বলল, "ঠিক জানি। অনেক রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু দেখতে যত খারাপ লাগছে, বোধ হয় ততটা খারাপ অবস্থা নয়।"

সনি বলল, "ধন্যবাদ। কাল সকালে বাড়ি থেকো, হাজার ডলার পাবে।"

ফোন নামিয়ে রেখে, সনি নিজেকে জোর করে স্থির ভাবে বসিয়ে রাখল। ও জানত ওর রাগটি হল ওর সব চাইতে বড় দুর্বলতা, এবং এই হল একটা সময় যখন রাগের ফলে সর্বনাশ ঘটতে পারে। প্রথম কাজ হল টম হেগেনকে ডাকা। কিন্তু ফোন তুলবার আগেই সেটি বেজে উঠল। ঘোড়দৌড়ের এক বুকমেকার ডাকছিল, ডনের আপিস পাড়ায় ওকে টাকা দিয়ে রাখা হয়েছিল। সে খবর দিল ডন মারা গেছেন, পথে কে তাঁকে গুলি করেছে। প্রশ্ন করে জানা গেল বুকমেকারের খবরদাতা ডনের দেহের কাছাকাছি যায়নি; খবরটা সনি বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিল, গোয়েন্দার খবরটাই নির্ভরযোগ্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়বার ফোন বাজল। ডেলি নিউজের রিপোর্টার বলছিল। নিজের পরিচয় দিতেই সনি ফোন নামিয়ে রাখল।

হেগেনের বাড়িতে ডায়েল করে, তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "টম বাড়ি এসে গেছে?" সে বলল, "আসেনি।" আরো মিনিট কুড়ির আগে আসার কথাও নয়, তবে টম আজ বাড়ি এসে খাবে বলে ও আশা করছে। সনি বলল, "ওকে বল আমাকে ফোন করতে।"

বসে বসে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল সনি। কল্পনা করবার চেষ্টা করল এমন পরিস্থিতিতে বাবার কি রকম প্রতিক্রিয়া হত। গোড়াতেই সনি বুঝেছিল এটা হল সলট্‌সোর কাজ, কিন্তু সলট্‌সো কখনোই ডনের মতো উচ্চপদস্থ নেতাকে আক্রমণ করতে সাহস পেত না, যদি না সে অন্যান্য ক্ষমতাশালী লোকদের সহযোগিতা পেত। টেলিফোনটা চতুর্থ বারের মতো বেজে ওঠাতে ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল। তারের অন্য প্রান্তের কণ্ঠস্বরটি বড় নরম, বড় কোমল। সে-কণ্ঠে প্রশ্ন হল, "সান্তিনো কর্লিয়নি?" সনি বলল, "হ্যাঁ, আমি।"

কণ্ঠ বলল, "টম হেগেন আমাদের হাতে। আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে তাকে

মুক্তি দেওয়া হবে, সে আমাদের প্রস্তাব নিয়ে যাবে। তার বক্তব্য শুনবার আগে না ভেবেচিন্তে কিছু করবেন না। তাতে শুধু অশেষ অশান্তির সৃষ্টি হবে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার সবাইকে বুদ্ধি করে চলতে হবে। আপনার ঐ বিখ্যাত রাগটি দেখাবেন না।" কণ্ঠে সামান্য একটু ব্যঙ্গের আভাস ছিল। ঠিক বুঝতে না পারলেও, মনে হল হয়তো সলট্‌সোর গলা। নিজের গলাটাকে দমিত বিমর্ষ করে সনি বলল, "আমি অপেক্ষা করে থাকব।" অন্য দিক থেকে ক্লিক্ করে একটা শব্দ হল। সনি তার ভারি সোনার ব্যাণ্ড লাগানো হাতঘড়ির দিকে চেয়ে টেলিফোন কল্‌টার ঠিক সময়টি টেবিলের চাদরের ওপর লিখে রাখল।

রান্নাঘরের টেবিলে ভুরু কুঁচকে বসে রইল সনি। ওর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, "সনি, কি হয়েছে?" শান্তভাবে সনি বলল, "ওরা বাবাকে গুলি করেছে।" তারপর স্ত্রীর স্তম্ভিত মুখ দেখে কর্কশভাবে বলল, "ব্যস্ত হয়ো না, বাবা মারা যাননি। আর কিছু হবে না।" হেগেনের কথা সনি বলল না ওকে। পঞ্চম বারের মতো টেলিফোন বেজে উঠল।

এবার ক্লেমেন্‌জা ফোন করেছিল। মোটা লোকটা হেঁপো গলায় লাইনের ওপর দিয়ে হাঁসফাঁস করে বলল, "তোমার বাবার কথা শুনেছ?"

সনি বলল, "শুনেছি, তবে তিনি মারা যাননি।" অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর ক্লেমেন্‌জার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল, "ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই।" তারপর উদ্বিগ্নভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক জান তো? আমি আবার শুনলাম তিনি পথে মরে পড়ে আছেন।"

সনি বলল, "তিনি বেঁচে আছেন।" ক্লেমেন্‌জার কণ্ঠের প্রত্যেকটি স্বর মন দিয়ে শুনছিল সনি। আবেগটাকে প্রকৃত বলে মনে হল, কিন্তু মোটা লোকটার কাজের একটা অঙ্গই ছিল ভালো অভিনয় করা।

ক্লেমেন্‌জা বলল, "এবার তোমাকে খেল্ চালিয়ে যেতে হবে। আমাকে কি করতে হবে তাই বল।"

সনি বলল, "বাবার বাড়ি গিয়ে পলি গাটোকে নিয়ে এসো।"

ক্লেমেন্‌জা জিজ্ঞাসা করল, "ব্যস্, আর কিছু না? কয়েকজন লোককে হাসপাতালে আর তোমাদের বাড়িতে পাঠাতে হবে না?"

সনি বলল, "না, আমি শুধু তোমাকে আর পলি গাটোকে চাই।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ক্লেমেন্‌জা ব্যাপার বুঝে নিচ্ছিল।

পরিস্থিতিটাকে আরেকটু স্বাভাবিক করে আনবার জন্য সনি বলল, "সে হতভাগা গেল কোথায়? করছেটা কি?"

এখন আর লাইনের ওপর দিয়ে হেঁপো রুগীর হাঁসফাঁস শোনা যাচ্ছিল না। সতর্ক কণ্ঠে ক্লেমেন্‌জা বলল, "পলির শরীর খারাপ লাগছিল। সর্দি হয়েছিল, কাজেই বাড়ি থেকে বেরোয়নি। সমস্ত শীতকালটাই ওর ছোটখাটো অসুখ লেগে আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সনি সজাগ, "গত দু মাসে ও ক'বার বাড়িতে বসে থেকেছে?"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "বোধ হয় তিন চার বার। আমি তো বরাবর ফ্রেডিকে জিজ্ঞাসা করেছি অন্য লোক চায় কি না, কিন্তু ও বলে চায় না। কোনো দরকারও হয়নি। জানই তো গত দশ বছর কেমন নির্বিঘ্নে কেটেছে।"

সনি বলল, "বেশ। তাহলে বাবার বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। পলিকে অতি অবশ্য নিয়ে এসো। যাবার পথে ওকে তুলে নিয়ে যেও। তা ওর যত অসুখই হোক না কেন। বুঝলে তো?" উত্তরের অপেক্ষা না করে সনি দুম করে ফোন নামিয়ে রাখল।

ওর স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদছিল। এক মিনিট তার দিকে চেয়ে, কর্কশ কণ্ঠে সনি বলল, "আমাদের নিজেদের লোক কেউ ফোন করলে, বলবে আমাকে বাবার ওখানে, তাঁর ব্যক্তিগত নম্বরে পাবে। আর কেউ ফোন করলে, বলবে তুমি কিছুই জান না। টমের স্ত্রী ফোন করলে বলবে টমের একটু দেরি হবে, কাজে বেরিয়েছে।"

একটুক্ষণ কি ভাবল সনি, তারপর বলল, "আমাদের গোটা দুই লোক এখানে থাকবে।" তারপর স্ত্রীর মুখে ভীতির ছাপ দেখে, অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "ভয়ের কিছুই নেই, আমি শুধু চাই ওরা এখানে থাকে। ওরা যখন যা বলবে, তাই করবে। আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে বাবার ব্যক্তিগত নম্বরে কর। কিন্তু বিশেষ জরুরী না হলে ফোন কর না। আর দেখ, বেশি ব্যস্ত হয়ো না।" এই বলে সনি বেরিয়ে গেল।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছিল, সমস্ত প্রাঙ্গণময় ডিসেম্বরের হিম হাওয়া নেচে বেড়াচ্ছিল। রাতে বেরুতে সনির কোনো ভয় ছিল না। এখানকার আটটা বাড়িরই মালিক ডন কর্লিয়নি। প্রাঙ্গণে ঢুকবার মুখে দু পাশের দুটি বাড়িতে পারিবারিক অনুচররা ভাড়াটে ছিল, তাদের পরিবার আর বিশেষ অতিথিরাও ছিল; অতিথিরা হল হাত-পা-ঝাড়া পুরুষমানুষ, তারা বেসমেণ্টে থাকত। অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো বাকি ছটি বাড়ির একটিতে টম হেগেন সপরিবারে থাকত, একটিতে সনি, সব চাইতে ছোট এবং কম জমকালো বাড়িতে ডন নিজে থাকতেন। বাকি তিনটি বাড়িতে ডনের অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের বিনিপয়সায় থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এই সর্তে যে উনি চাইলেই, তারা বাড়ি খালি করে দেবে। এই নির্দোষ চেহারার প্রাঙ্গণটি আসলে একটি দুর্ভেদ্য কেল্লা।

আটটি বাড়িতেই ফ্লাড-লাইট লাগানো ছিল, তাতে চারদিকের জমি এমন আলোকিত হয়ে থাকত যে কারো সাধ্য ছিল না কোথাও লুকিয়ে থাকে। রাস্তা পার হয়ে সনি তার বাবার বাড়িতে গিয়ে নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকল। চেঁচিয়ে ডাক দিল, "মা, তুমি কোথায়?" অমনি মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছন পিছন মিষ্টি লঙ্কা ভাজার গন্ধ এল। তিনি কিছু বলবার আগেই, সনি তাঁকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, "দেখ, ব্যস্ত হয়ো না, বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি আহত হয়েছেন। কাপড়চোপড় পরে সেখানে যাবার জন্য তৈরি হও। একটু পরেই আমি একটা গাড়ি আর ড্রাইভারের ব্যবস্থা করছি। ঠিক আছে?"

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে মা ইতালীয় ভাষায় বললেন, "ওরা ওঁকে গুলি করেছে ?" সনি মাথা নেড়ে জানাল ঠিক তাই। মা এক মুহূর্তের জন্য মাথা নিচু করলেন। তারপর রান্নাঘরে ফিরে গেলেন, সনিও সঙ্গে গেল। দেখল এক পাত্র লঙ্কার তলাকার গ্যাসটা নিভিয়ে, মা বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। সনি পাত্র থেকে কিছু মিষ্টি লঙ্কা দিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা টুকরি থেকে একটু রুটি নিয়ে একটা আনাড়িমতো স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে নিল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গরম জলপাই-তেল গড়াতে লাগল। কোনার মস্ত ঘরটিতে বাবার আপিসে গিয়ে, তালা-চাবি দেওয়া একটা বাক্স থেকে সনি বাবার নিজস্ব টেলিফোনটি বের করল। এটা বিশেষ ভাবে বসানো হয়েছিল ; নাম, ঠিকানা সব ভুয়ো। সবার আগে সনি লুকা ব্রাসিকে ফোন করল। কোনো উত্তর পেল না। তারপর ব্রুকলিনের নিরাপত্তা-ব্যবস্থাপক কাপ্তানকে ডাকল, ডনের প্রতি তার আনুগত্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারত না। লোকটির নাম টেসিও। সনি তাকে বলে দিল কি হয়েছে আর কি কি করতে হবে। টেসিওকে পঞ্চাশজন একেবারে নির্ভর-যোগ্য পাহারাদার যোগাড় করতে হবে। হাসপাতালে রক্ষী পাঠাতে হবে, লং বীচে কাজ করবার জন্য লোক পাঠাতে হবে। টেসিও জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কি ক্লেমেন্‌জাকেও ঘায়েল করেছে নাকি ?" সনি বলল, "ঠিক এই সময় ক্লেমেন্‌জার লোকদের কাজে লাগাতে চাই না।" টেসিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে নিল ; ক্ষণিক নীরবতার পর সে বলল, "মাপ কর, সনি, আমি এ-কথাগুলো বলছি, তোমার বাবা হলে যেমন বলতেন। বেশি তাড়াহুড়ো কর না। ক্লেমেন্‌জা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

সনি বলল, "ধন্যবাদ। আমারও তা মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই। ঠিক কি না ?"

টেসিও বলল, "ঠিক।"

সনি বলল, "আরেকটা কথা। আমার ছোট ভাই মাইক নিউ হ্যাম্প শেয়ারের হ্যানভারে কলেজে পড়ে। বস্টন থেকে আমাদের চেনা কয়েকটা লোককে সেখানে পাঠাও, মাইককে তারা এখানে এ-বাড়িতে নিয়ে আসবে, যতক্ষণ না গণ্ডগোল মিটে যায়। ওকে আমি ফোনে জানিয়ে দেব, তাহলে ওদের জন্য ও তৈরি থাকবে। এবারও আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি, যাতে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

টেসিও বলল, "ঠিক আছে। এদিকের কাজ শুরু করিয়ে দিয়ে, আমিও তোমার বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠব। ঠিক তো ? তুমি তো আমার লোকদের চেন-ই। ঠিক তো ?"

সনি বলল, "ঠিক।" বলে ফোন নামিয়ে, দেওয়ালে গাঁথা ছোট একটা সেফের কাছে গিয়ে সেটিকে খুলল। ভিতর থেকে নীল চামড়ায় বাঁধানো ইন্‌ডেক্স নম্বর দেওয়া একটা খাতা বের করল। খাতা খুলে 'টি' অক্ষর খুঁজে, প্রয়োজনীয় নামটি বের করল। তাতে লেখা ছিল : "রে ফ্যারেল, ৫০০০ ডলার, খৃস্টমাস ঈভ।

তার তলায় একটা ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। সনি সেই নম্বরে ফোন করে বলল, "ফ্যারেল ?" অন্য দিকে লোকটি বলল, "হ্যাঁ।" সনি বলল, "আমি সনি কর্লিয়নি। তোমার কাছ থেকে একটু উপকার চাই এবং এখনি চাই। দুটো ফোন নম্বর দিচ্ছি, গত তিন মাসের মধ্যে তারা কোথা থেকে কত ফোন কল পেয়েছে আর কোথায় কত ফোন করেছে, সব জেনে দিতে হবে।" এই বলে সনি পলি গাটোর আর ক্লেমেন্জার বাড়ির নম্বরগুলো দিয়ে দিল। তারপর বলল, "কাজটা খুব জরুরী। আজ রাত বারোটার মধ্যে জানিও, তাহলে তোমার বড়দিনটা আরো বেশি আনন্দে কাটবে।"

আয়েস করে বসে সব কিছু ভেবে স্থির করার আগে সনি লুকা ব্রাসির নম্বরে আরেকবার ফোন করল। আবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুর্ভাবনা হলেও, চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিলে সনি। খবর শুনলেই লুকা এসে হাজির হবে। ঘোরানো চেয়ারে সনি হেলান দিয়ে বসল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আত্মীয়স্বজনে বাড়ি গিজগিজ করবে, সবাইকে বলতে হবে কাকে কি করতে হবে। এতক্ষণ পরে হাতে একটু সময় পেয়ে সনি বুঝতে পারছিল পরিস্থিতিটা কত বিপজ্জনক।

দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম কেউ কর্লিয়নি পরিবারকে আর পরিবারের ক্ষমতাকে যুদ্ধে ডাক দিয়েছে। এর পিছনে যে সলট্সো আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিউ ইয়র্কের পাঁচটি বড় পরিবারের মধ্যে অন্তত আরেকজনের সমর্থন না পেলে সলট্সো এমন আঘাত হানতে সাহস পেত না। এই সমর্থন নিশ্চয়ই টাটাগ্লিয়াদের কাছ থেকে পেয়েছে। তার মানে হয় সামগ্রিক সংগ্রাম নয় সলট্সোর সর্তে অবিলম্বে মিটমাট। চতুর তুর্ক ভালো ফন্দি এঁটেছিল, তবে ওর ভাগ্যটা মন্দ। বাবা বেঁচে আছেন; তার মানে সামগ্রিক সংগ্রাম। লুকা ব্রাসি আর কর্লিয়নি পরিবারের সংগতি হাতে আছে যখন, তখন এর পরিণাম একটাই হতে পারে। তবু মনের পিছনে দুশ্চিন্তা খচ্খচ্ করে। লুকা ব্রাসি গেল কোথায় ?

তিন

ড্রাইভারকে নিয়ে হেগেনের সঙ্গে গাড়িতে চারজন লোক ছিল। ওরা ওকে পিছনের সীটে বসিয়েছিল; রাস্তায় ওর পিছনে যে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল, তারা ওর দু পাশে বসল। সলট্সো সামনে বসেছিল। হেগেনের ডান দিকের লোকটা ওর গায়ের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে, হেগেনের টুপিটা তার চোখের ওপর দিয়ে টেনে দিল, যাতে সে কিছুই দেখতে না পায়। বলল, "এতটুকু নড়বে না।"

একটুখানি পথ, কুড়ি মিনিটের বেশি লাগল না; গাড়ি থেকে নামল যখন হেগেন তার পরিবেশটাকে চিনতে পারল না, কারণ অন্ধকার হয়ে গেছিল। ওকে বেসমেণ্টের ঘরে নিয়ে গিয়ে, ওরা রান্নাঘরের একটা খাড়া-পিঠ চেয়ারে বসিয়েছিল। ওর সামনে রান্নাঘরের টেবিলটার অন্য ধারে সলট্সো বসে ছিল। তার কালো মুখে অদ্ভুত একটা শকুনের মতো ভাব।

সে বলল, "আমি চাই না তুমি ভয় পাও। আমি জানি তুমি ঐ পরিবারের জবরদস্তির দিকটা দেখ না। আমি চাই তুমি ওদের সাহায্য কর আর আমাকেও সাহায্য কর।"

হেগেন মুখে একটা সিগারেট পুরল, ওর হাত কাঁপছিল। লোকগুলোর মধ্যে একজন এক বোতল রাই হুইস্কি টেবিলে নিয়ে এসে, একটা চীনেমাটির কফির পেয়ালাতে খানিকটা ঢেলে দিল। অগ্নিময় পানীয়টা হেগেন কৃতজ্ঞচিত্তে গিলে ফেলল। হাত কাঁপা বন্ধ হল, পায়ে জোর এল।

সলট্‌সো বলল, "তোমার মালিক মারা গেছে।" অমনি হেগেনের চোখে জল দেখে অবাক হয়ে গেল সে। তারপর বলে চলল, "ওর আপিসের বাইরে আমরা ওকে ঘায়েল করেছি। খবরটা শুনেই আমি তোমাকে ধরে এনেছি। তোমাকে এবার সনির সঙ্গে আমার মিটমাট করিয়ে দিতে হবে।"

হেগেন কোনো উত্তর দিল না। নিজের শোকের গভীরতায় সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। আর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে একটা নিঃসঙ্গ হতাশা। সলট্‌সো আবার কথা বলতে লাগল, "আমার প্রস্তাবে সনির খুব আগ্রহ ছিল, তাই না? তুমিও জান আমার প্রস্তাব মতো চলাই বুদ্ধির কাজ। মাদকদ্রব্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাতে এত টাকা করা সম্ভব যে বছর দুইয়ের মধ্যে সবাই বড়লোক হয়ে যেতে পারে। ডন ছিল সেকেলে মাতব্বর; সে দিন চলে গেছে, ও টের পায়নি। এখন সে মারা গেছে, কোনো কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমি নতুন করে সমঝোতা করতে রাজী আছি। আমার ইচ্ছা তুমি সনিকে তাতে রাজী করাও।"

হেগেন বলল, "আপনি কোনো সুবিধে করতে পারবেন না। সনি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আপনার পিছনে লাগবে।"

অধীর ভাবে সলট্‌সো বলল, "সেটা হবে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া। তোমার কাজ তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো। টাটাগ্লিয়া পরিবার তাদের সমস্ত লোকবল নিয়ে আমাকে সমর্থন করছে। নিউ ইয়র্কের অন্যান্য পরিবারগুলোও আমাদের মধ্যে সামগ্রিক সংগ্রাম বন্ধ করবার জন্য, যে কোনো ব্যবস্থায় সম্মত হবে। আমরা লড়াই করলে ওদের আর ওদের ব্যবসারও ক্ষতি হবে। সনি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হয়, এ-দেশের অন্যান্য পরিবারগুলো মনে করবে এর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, ডনের বন্ধুরাও তাই ভাববে।"

কোনো উত্তর না দিয়ে হেগেন নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। সলট্‌সো ওকে ফুস্‌লোতে লাগল, "ডনের শক্তি কমে যাচ্ছিল। আগে হলে তাকে আমরা কখনোই বে-কায়দায় পেতাম না। অন্য পরিবারগুলোর ওর ওপর আস্থা ছিল না, কারণ ও তোমাকে তার কনসিলিওরি করেছিল, তুমি ইতালীয় পর্যন্ত নও, সিসিলীও হওয়ার কথা ছেড়েই দিলাম। বাস্তবিক যদি সামগ্রিক সংগ্রামই হয়, কর্লিয়নি পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যাবে, সকলের ক্ষতি হবে, আমারও। কর্লিয়নি পরিবারের টাকার চাইতেও ওদের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে প্রভাব আছে, আমার

সেটা দরকার। কাজে কাজেই সনির সঙ্গে কথা বলে, ক্যাপোরেজিমিদের সঙ্গে কথা বল ; তাতে অনেক রক্তপাত বন্ধ করতে পারবে।"

আরেকটু হুইস্কির জন্য হেগেন চীনেমাটির পেয়ালাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু সনি বড় ঢ্যাঁটা। আর লুকাকে ঠেকানো সনিরও কম্ম নয়। লুকা সম্বন্ধে আপনাকে সাবধান হতে হবে। আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাকে পর্যন্ত সাবধান হতে হবে।"

সলট্‌সো শান্ত কণ্ঠে বলল, "লুকার ব্যবস্থা আমি করব। তুমি সনির আর অন্য ছেলে দুটোর ভার নাও। শোন, ওদের বলতে পার যে আজ বাপের সঙ্গে ফ্রেডিরও হয়ে যেত, কিন্তু আমার লোকদের বিশেষ করে বারণ করা হয়েছিল ওকে যেন গুলি না করে। যেটুকু বিদ্বেষ অনিবার্য, তার বেশি আমার কাম্য নয়। ওদের শুধু বল যে আমার জন্যেই ফ্রেডি বেঁচে আছে।"

এতক্ষণ বাদে হেগেনের মস্তিষ্ক আবার কাজ করতে শুরু করল। এই প্রথম ওর সত্যি বিশ্বাস হল যে ওকে মেরে ফেলা, কিংবা জামিন করে আটক রাখা সলট্‌সোর উদ্দেশ্য নয়। হঠাৎ ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে একটা আরামের ঢেউ ওর শরীরকে প্লাবিত করল, তাতে ও লজ্জা পেল। ওর মনের ভাব বুঝে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সলট্‌সো ওর দিকে চেয়ে ছিল। হেগেন অবস্থাটা ভেবে দেখতে লাগল। সলট্‌সোর প্রস্তাব সমর্থন করতে ও রাজী না হলে, ওরা হয়তো ওকে মেরে ফেলবে। তবে হেগেন এ-ও বুঝল যে সলট্‌সো শুধু এইটুকু আশা করছে যে ও ওদের প্রস্তাবটা কর্লিয়নিদের কাছে উপস্থাপিত করবে এবং উপযুক্ত ভাবেই উপস্থাপিত করবে ; দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কনসিলিওরি হিসাবে ওটুকু করতে ও বাধ্য। এ-বিষয়ে ভেবে দেখে হেগেন বুঝতে পারল সলট্‌সো ঠিক কথাই বলেছে। টাটাগ্লিয়া আর কর্লিয়নিদের মধ্যে বাধাবন্ধহীন সংগ্রাম যেমন করেই হোক বন্ধ করা দরকার। কর্লিয়নিদের মৃত জনকে সমাধিস্থ করে, সব ভুলে, নতুন করে আপস করতে হবে। তারপর, সময় যখন সুপ্রসন্ন হবে, সলট্‌সোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কিন্তু চোখ তুলেই হেগেন উপলব্ধি করল ওর চিন্তাধারার সমস্তটাই সলট্‌সো টের পেয়েছে। 'তুর্ক' একটু একটু হাসছিল। হঠাৎ হেগেনের একটা খেয়াল হল। লুকা ব্রাসির এমন কি হয়েছে যে সলট্‌সো এত নিশ্চিন্ত ? লুকা কি ওর সঙ্গে আপস করেছে ? মনে পড়ল ডন কর্লিয়নি যেদিন সলট্‌সোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, লুকাকে তিনি গোপনীয় পরামর্শের জন্য আপিসে ডেকেছিলেন।

কিন্তু ও-সব ছোটখাটো কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এ নয়। লং বীচে কর্লিয়নি পরিবারের কেল্লার নিরাপত্তায় ওকে আগে ফিরে যেতে হবে। সলট্‌সোকে বলল টম, "যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, এমন কি ডনও হয়তো ঐ ভাবে কাজ করতেই বলতেন।"

গম্ভীর মুখে সলট্‌সো মাথা দুলিয়ে বলল, "খুব ভালো। আমি রক্তপাত ভালোবাসি না। আমি হলাম ব্যবসাদার মানুষ ; রক্তপাতের বড্ড দাম। ঠিক

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল, হেগেনের পিছনে যারা বসে ছিল, তাদের একজন ফোন ধরতে গেল। একটু শুনে সে বলল, "বেশ, আমি ওঁকে বলছি।" এই বলে ফোন নামিয়ে, সলট্সোর পাশে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন বলল। হেগেন দেখল সঙ্গে সঙ্গে সলট্সোর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, রাগের চোটে চোখ চকচক করতে লাগল। হেগেনের মনেও একটা আশঙ্কার শিহরণ লাগল। সলট্সো ওর দিকে এমন করে তাকিয়ে ছিল, যেন কোনো ফন্দি আঁটছে। হঠাৎ হেগেন টের পেল ওকে আর ছেড়ে দেওয়া হবে না। যা ঘটেছে, তার ফলে ওর মৃত্যু হতে পারে। সলট্সো বলল, "বুড়োটা এখনো বেঁচে আছে। ওর সিসিলীয় চামড়ায় পাঁচটা গুলি বিঁধেছে, তবু বেঁচে আছে।" ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে কাঁধ তুলল সে, বলল, "আমারও মন্দ কপাল, তোমারও মন্দ কপাল।"

চার

মাইকেল কর্লিয়নি লং বীচে বাবার বাড়িতে পৌঁছে দেখে প্রাঙ্গণে ঢুকবার সরু প্রবেশপথটা শিকল দিয়ে বন্ধ। ভিতরের প্রাঙ্গণটা আটটি বাড়ির ফ্লাড-লাইটে জ্বলজ্বল করছে, সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে অন্তত দশটা গাড়ি সিমেণ্ট বাঁধানো বাঁকা পথে দাঁড়িয়ে আছে।

শিকলটার ওপর ভর দিয়ে তুজন অচেনা লোক দাঁড়িয়েছিল। একজন ব্রুকলিনি টানে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"

মাইক নাম বলল। সব চাইতে কাছের বাড়িটা থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে নজর করে মাইকের মুখ দেখে বলল, "এ হল ডনের ছেলে। আমি ওকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।" মাইক সেই লোকটার সঙ্গে বাবার বাড়িতে এল, বাইরের দরজায় তুজন লোক ছিল, তারা মাইককে আর তার রক্ষীকে ভিতরে যেতে দিল।

প্রথমে মনে হল অচেনা লোকে বাড়ি ভরতি, তারপর মাইক বসবার ঘরে গিয়ে টম হেগেনের স্ত্রী, টেরিসাকে দেখতে পেল, আড়ষ্টভাবে একটা কৌচে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ওর সামনে একটা কফি টেবিল, তাতে এক গেলাস হুইস্কি। সোফার অন্য দিকে পুরুষ্ট চেহারার ক্লেমেন্জা বসে ছিল। ক্যাপোরেজিমির মুখ ভাবলেশহীন, কিন্তু কপালে ঘাম, হাতের চুরুটটা থুথু লেগে কালো চকচকে দেখাচ্ছিল।

সান্ত্বনা দেবার ছলে ক্লেমেন্জা ওর হাত ধরে নাড়া দিয়ে, বিড় বিড় করে বলল, "তোমার মা তোমার বাবার কাছে হাসপাতালে আছেন। বাবা সেরে উঠবেন।" পলি গাটোও হ্যাণ্ড-শেক করবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মাইকেল কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে তাকাল। ও জানত পলি হল বাবার দেহরক্ষী, কিন্তু পলি যে সেদিন বাড়িতে বসে ছিল তা জানত না। ওর রোগা শামলা মুখের চাপা উত্তেজনা মাইকের চোখে পড়ল। ও জানত যে ভারি কর্মক্ষম বলে পলির খ্যাতি, চটপটে,

জটিলতার সৃষ্টি না করে ও নানান সূক্ষ্ম ব্যাপারে সামাল দিতে পারে, কিন্তু আজ সে ব্যর্থ হয়েছে। ঘরের কোণে কোণে আরো অনেক লোক দেখল মাইক, কেউ ওর চেনা নয়। ওরা কেউ ক্লেমেন্জার লোক নয়। মাইকেল এই সব তথ্য জুড়ে একটা অর্থ করে নিল। ক্লেমেন্জা আর গাটোকে সন্দেহ করা হচ্ছে। মাইক মনে করেছিল পলি বুঝি অকুস্থলে উপস্থিত ছিল, তাই বেজি-মুখো ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করল, "ফ্রেডি কেমন আছে? ভালো তো?"

ক্লেমেন্জা বলল, "ডাক্তার ওকে একটা সুই দিয়েছে। ও ঘুমোচ্ছে।" হেগেনের স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিচু হয়ে মাইকেল ওর গালে একটা চুমো খেল। ওদের মধ্যে চিরকালের সদ্ভাব। ফিসফিস করে মাইক বলল, "ভেবো না, টম ঠিক আছে। সনির সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে?"

এক মিনিট ওকে আঁকড়ে ধরে, টেরিসা মাথা নাড়ল। চিক্কণ দেহ, ভারি সুন্দরী, ইতালীয়র চাইতে অ্যামেরিকান বেশি, আপাততঃ বেজায় ভীত। হাত ধরে ওকে মাইক সোফা থেকে তুলে ফেলে, বাবার কোণার ঘরের আপিসে নিয়ে গেল।

ডেস্কের পিছনে হাত-পা এলিয়ে সনি বসে ছিল, এক হাতে হলদে প্যাড, অন্য হাতে পেনসিল। ঘরে আর একটি মাত্র লোক, ক্যাপোরেজিমি টেসিও, তাকে মাইক চিনত। অমনি মাইক বুঝে নিল বাড়িতে আর যারা ছিল এবং বাইরে যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা সবাই টেসিওর লোক। টেসিওর হাতে কাগজ পেনসিল।

ওদের দেখেই সনি ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে, হেগেনের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ভেবো না, টেরিসা। টম ঠিক আছে। ওরা বলেছে ওর কাছে একটা প্রস্তাব দিয়ে ছেড়ে দেবে। ও তো আর আমাদের কার্যকরী দিকে নেই, ও শুধু আমাদের উকীল। ওর ক্ষতি করার কোনো কারণ নেই।"

টেরিসাকে সনি ছেড়ে দিয়েই, মাইককেও আলিঙ্গন করে গালে একটা চুমো খেল, মাইক তো অবাক! সনিকে ঠেলে দিয়ে, এক গাল হেসে মাইক বলল, "সর্বদা ধরে পিটিয়েছ,তাতেই আমার অভ্যাস হয়ে গেছিল, এখন এ-ও সইতে হবে নাকি!" বয়স যখন কম ছিল, দুজনার মধ্যে প্রায়ই মারামারি হত।

সনি কাঁধ তুলল। "শোন, ভাই। তোমাদের ঐ অজ পাড়াগাঁতে যখন তোমাকে পাওয়া গেল না, বড্ড ভাবনা হয়েছিল। আরে তোমাকে ওরা সাবাড় করলে আমার কি এসে যেত, শুধু ঐ বুড়ি ভদ্রমহিলাকে গিয়ে খবরটা দিতে হত, তাতেই আমার আপত্তি। বাবার কথা তো না বলে উপায় ছিল না।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল,"কি ভাবে নিলেন খবরটা?" সনি বলল, "ভালোভাবে এ-রকম তো আগেও আরো হয়েছে। আমারো সেই অবস্থা। তুমি তখন বড্ড ছোট ছিলে। তাই জান না, তারপর তোমার বয়স বাড়ার সময়ে তো কোনো গোলমালই ছিল না।" একটু থেমে সনি আবার বলল, "মা হাসপাতালে বাবার

কাছেই থেকে গেছেন। বাবা সেরে উঠবেন।"

মাইকেল বলল, "আমরাও সেখানে গেলে কেমন হয়?" মাথা নেড়ে নীরস কণ্ঠে সনি বলল, "ব্যাপারটা না চুকে যাওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি থেকে বেরুতে পারছি না।" টেলিফোন বেজে উঠল। সনি রিসিভার তুলে মন দিয়ে শুনতে লাগল। মাইক ততক্ষণ ডেস্কের কাছে গিয়ে সনির লেখাসুদ্ধ হলদে প্যাডটা দেখতে লাগল। সাতটি নামের তালিকা। প্রথম তিনটি হল সলট্‌সো, ফিলিপ টাটাগ্লিয়া, জন টাটাগ্লিয়া। মাইকের মনে হঠাৎ যেন একটা বাড়ি লাগল, সনি আর টেসিও একটা তালিকা তৈরি করছিল, কাকে কাকে সরাতে হবে। তার মধ্যিখানে মাইকরা এসে পড়েছিল।

সনি ফোন নামিয়ে টেরিসাকে আর মাইককে বলল, "তোমরা একটু বাইরে বসবে? টেসিওর সঙ্গে একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।"

হেগেনের স্ত্রী বলল, "ঐ টেলিফোনে কি টমের কথা কিছু হল?" কেমন তেরিয়া হয়ে কথাটা বলল টেরিসা, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কেঁদেও ফেলল। সনি ওকে জড়িয়ে ধরে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি টমের কোনো বিপদ হবে না। বাইরের ঘরে অপেক্ষা কর, কিছু খবর পেলেই তোমাকে বলব।"

বেরিয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল সনি। মাইক একটা বড় চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় বসে পড়েছিল। সনি তার দিকে একটা দ্রুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসে বলল, "আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলে কিন্তু এমন সব কথা শুনতে হবে, মাইক, যা তোমার ভালো লাগবে না।"

মাইকেল একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "আমি কাজে আসতে পারি।" সনি বলল, "না, পার না। তোমাকে এর মধ্যে জড়ালে বাবা খুব অসন্তুষ্ট হবেন।"

উঠে দাঁড়িয়ে মাইকেল চ্যাচাতে লাগল, "তুমি একটা বজ্জাত, উনি তো আমারও বাবা। ওঁকে আমি সাহায্য করতে পাব না? নিশ্চয়ই কাজে আসতে পারি। বেরিয়ে গিয়ে লোক না মারলেও, কাজে আসা যায়। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর না, যেন আমি ছোট ছেলে। আমি যুদ্ধে গেছিলাম। আমার গুলি লেগেছিল, মনে নেই? কয়েকটা জাপানী মেরেছি। তুমি কাউকে কোতোল করলে, আমি কি করব ভেবেছ? মুচ্ছো যাব?"

সনি দাঁত বের করে হাসল। "আরে, একটু বাদেই যে তুমি আমাকে ঘুষি তুলতে বলবে দেখছি! বেশ, থাক তাহলে, টেলিফোন ধর।" তারপর টেসিওর দিকে ফিরে সনি বলল, "এক্ষুনি যে ফোন এল, তাতে যে খবরের অপেক্ষায় ছিলাম সেটি পেয়ে গেলাম।"

মাইকেলের দিকে ফিরে সনি বলল, "কেউ নিশ্চয়ই বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। হয়তো ক্লেমেন্‌জা। নয়তো পলি গাটো, তার তো আজ খুব সুবিধাজনকভাবে অসুখ করেছিল। এখন উত্তরটা পেয়ে গেছি। মাইক, দেখি তোমার কত বুদ্ধি,

খুব তো কলেজে পড়। বল দিকি কে সলট্সোর কাছে ঘুষ খেয়েছে ?"

মাইকেল আবার বসে পড়ে, চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় ঠেস দিল। সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে তলিয়ে দেখল। ক্লেমেন্জা হল কর্লিয়নি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের একজন ক্যাপোরেজিমি। ডন কর্লিয়নি তাকে লক্ষপতি করে দিয়েছেন, কুড়ি বছর ধরে সে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওদের সংগঠনের সব চাইতে ক্ষমতাশালী পদাধিকারীদের একজন সে। ডনকে ধরিয়ে দিয়ে তার কি লাভ ? আরো টাকা ? যথেষ্ট ধনী সে ; তবে মানুষের লোভ কখনো মেটে না। আরো ক্ষমতা ? কোনো কল্পিত অপমান বা অবহেলার জন্য প্রতিশোধ ? হেগেনকে কনসিলিওরি করা হয়েছে বলে ? নাকি ব্যবসাদারী বুদ্ধি বলেছে শেষ পর্যন্ত সলট্সোই জয়ী হবে ? না, ক্লেমেন্জার পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা একেবারে অসম্ভব। তারপর বিষণ্ণমনে মাইকেল ভাবতে লাগল, অসম্ভব কেন ? না, ও চায় না ক্লেমেন্জার মৃত্যু হয়। মাইক যখন ছোট ছিল ঐ মোটা লোকটা ওকে ক্রমাগত উপহার এনে দিত ; ডন যখন বড্ড ব্যস্ত থাকতেন ক্লেমেন্জা ওকে বেড়াতে নিয়ে যেত। মাইকেল কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে ক্লেমেন্জা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

অপরপক্ষে, কর্লিয়নি পরিবারে আর যত কর্মী ছিল, সবার চাইতে ক্লেমেন্জাকে হাত করতেই তার আগ্রহ হবে সব চাইতে বেশি।

মাইকেল পলি গাটোর বিষয়ে ভাবতে লাগল। পলি এখনো ধনী হয়নি। ওর সম্বন্ধে সকলের ভালো ধারণা, সংগঠনে ওর অনেক উন্নতি হতে বাধ্য, তবে আর সকলের মতো ওকেও খেটে উন্নতি করতে হবে। তাছাড়া ক্ষমতার শিখরে উঠবার উচ্চাশা ওর আরো অসংযত হবারই কথা। বয়স কম হলে, তাই হয়। অপরাধী নিশ্চয়ই পলি। আবার মনে পড়ল স্কুলের ষষ্ঠ গ্রেডে পলির সঙ্গে ও এক ক্লাসে পড়েছে, কাজেই পলি অপরাধী প্রমাণ হয় মাইকের তাও ইচ্ছা নয়।

মাথা নেড়ে মাইক বলল, "না, ওদের মধ্যে কেউ নয়।" তবে ও-কথা বলল শুধু এই কারণে যে সনি একটু আগে বলেছিল কে দোষী তা ও টের পেয়েছে। ভোট দিতে হলে, পলিকে দোষী বলে ভোট দিতে হত।

সনি ওর দিকে চেয়ে হাসছিল। "কোনো ভাবনা নেই। ক্লেমেন্জা নির্দোষ, অপরাধী হল পলি।"

মাইকেল দেখতে পাচ্ছিল টেসিও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। ওরই মতো ক্লেমেন্জাও একজন ক্যাপোরেজিমি, কাজেই ওর সহানুভূতি তার দিকে। তাছাড়া এ পরিস্থিতিটা এতটা গুরুত্ব পেত না, যদি না এতখানি উচ্চপদস্থ একজন এর লক্ষ্য না হতেন। সতর্কতার সঙ্গে টেসিও বলল, "তা হলে কাল আমার লোকদের বাড়ি পাঠাতে পারবে তো ?"

সনি বলল, "পরশু। তার আগে কেউ এ-বিষয়ে জানতে পারে আমি চাই না।' শোন, আমার ভাইয়ের সঙ্গে আমি কিছু পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের ঘরে অপেক্ষা কর, কেমন ? পরে তালিকাটা

শেষ করলেই হবে। তুমি আর ক্লেমেন্‌জা দুজনে মিলে ওটা করে ফেলো।"

"অবশ্যই।" এই বলে, টেসিও বেরিয়ে গেল।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "কি করে নিশ্চিতভাবে জানলে পলি দোষী?"

সনি বলল, "টেলিফোন কোম্পানিতে আমাদের লোক আছে। তারা শুঁকে শুঁকে পলির সমস্ত ফোন কলের খোঁজ নিয়েছে, কোথা থেকে এল, কোথা গেল। ক্লেমেন্‌জারও তাই। যে তিন দিন অসুখ করেছে বলে পলি এ মাসে কামাই করেছে, সেই তিন দিনই বাবার আপিসবাড়ির উল্টো দিকের রাস্তার একটা ফোন-বুথ থেকে পলিকে কেউ ফোন করেছিল। আজকেও তাই। ওরা নিশ্চয় খবর নিচ্ছিল পলি নিজে বাবার সঙ্গে যাচ্ছে, নাকি আর কেউ তার বদলে যাচ্ছে। কিংবা হয়তো অন্য কোনো কারণে; তাতে কিছু যায় আসে না।" সনি কাঁধ দুটোকে একটু তুলে বলল, "ভগবানকে ধন্যবাদ যে পলি দোষী। আমাদের ক্লেমেন্‌জাকে বড় দরকার।"

মাইকেল একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, "একেবারে এস্পার-ওস্পার যুদ্ধ হবে নাকি?"

সনির চোখ কঠিন হয়ে এল। "টম এসে পৌছলে, ঐ ভাবেই এগোব মনে করেছি। যতক্ষণ না বুড়ো ভদ্রলোক বারণ করেন।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল,"তাহলে উনি কিছু না বলা অবধি অপেক্ষা কর না কেন?"

কৌতূহলের সঙ্গে সনি ওর দিকে চাইল, "কি করে ঐ যুদ্ধের মেডেলগুলো পেলে বল দেখি। আমরা বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, লড়াই আমাদের করতেই হবে। আমার শুধু ভয় হচ্ছে টমকে যদি ওরা না ছাড়ে।"

শুনে মাইক অবাক। "ছাড়বে না-ই বা কেন?"

সনির কণ্ঠে ধৈর্য, "ওরা টমকে ছিনতাই করেছিল, কারণ ওরা ভেবেছিল বাবাকে ঘায়েল করেছে, এবার আমার সঙ্গে রফা করতে পারবে আর গোড়ার দিকে টম তো বার্তাবহের কাজ করবে, প্রস্তাবগুলো আনবে-নেবে। এখন জেনেছে বাবা বেঁচে আছেন, কাজেই, আমি আর কিছু বলার মালিক নই, টমও ওদের কোনো কাজে লাগবে না। ছেড়েও দিতে পারে, কোতোলও করতে পারে, সলট্‌-সোর যেমন মরজি। কোতোল করলে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আমাদের জানিয়ে দেওয়া ওদের সঙ্গে চালাকি চলবে না, আমাদের ওপর জবরদস্তি খাটাবে।"

মাইকেল শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার সঙ্গে রফা হতে পারে, সলট্‌সোর এ ধারণা হল কিসে?"

সনির মুখটা লাল হয়ে উঠল, এক মিনিট চুপ করে থেকে সে বলল, "কয়েক মাস আগে আমাদের একটা মিটিং বসেছিল, মাদকব্যবসা নিয়ে সলট্‌সো একটা প্রস্তাব এনেছিল। বাবা সেটাতে রাজী হননি। কিন্তু আমি একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিলাম,ওরা জেনে গেছিল যে প্রস্তাবটাতে আমার সমর্থন আছে। সেটা আমার খুব অন্যায় হয়েছিল; বাবা যদি আমাকে কিছু শিখিয়ে থাকেন, সে হল ওরকম কখনো করতে নেই, বাইরের লোককে জানতে দিতে নেই যে আমাদের পরিবারের

ভিতর মতভেদ আছে। কাজেই সলট্‌সো ভেবেছিল বাবাকে সরাতে পারলে, আমি ঐ ব্যবসায় ওর সঙ্গে হাত মেলাব, বুড়ো ভদ্রলোক বিদায় নিলে, আমাদের ক্ষমতাও কম করে অর্ধেক হয়ে যেত। বাবা যে সব ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হত। মাদক ব্যবসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আমাদের ওর মধ্যে ঢোকা উচিত। বাবাকে আঘাত করাটা ওর একেবারে পেশাদারী চাল, ওর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। ব্যবসার দিক থেকে আমি ওর সঙ্গে হাত মেলাতাম। অবিশ্যি আমাকে ও কখনো খুব বেশি কাছে ঘেঁষতে দিত না, এ বিষয়ে ও বন্দোবস্ত করে রাখত যাতে ওকে সোজাসুজি কখনো গুলি করতে না পারি, বলা যায় না কিছু। কিন্তু সলট্‌সো এও জানে যে একবার ওর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলে, বছর দুই বাদে স্রেফ প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি যে একটা সংগ্রাম শুরু করে দেব, অন্য পরিবারগুলো তা কিছুতেই হতে দেবে না। তা ছাড়া টাটাগ্লিয়া পরিবার সলট্‌সোর পিছনে আছে।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "ওরা যদি বাবাকে মেরে ফেলত, তুমি কি করতে?"

অতি সরল ভাবে সনি বলল, "তা হলে সলট্‌সো একটা মরা লাস হত। তাতে যা ক্ষতি হয় হোক। নিউ ইয়র্কের পাঁচটা পরিবারের সঙ্গে যদি লড়াই করতে হত, তবে তাই সই। টাটাগ্লিয়া পরিবার নির্মূল হবে। তার জন্য যদি সবাইকে রসাতলে যেতে হত, তাই যেতাম।"

নিচু গলায় মাইক বলল, "বাবা কিন্তু ওভাবে কাজ করতেন না।"

সনি একটা অসহিষ্ণু অঙ্গভঙ্গি করে বলল, "আমি জানি আমি বাবার মতো হতে পারিনি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলছি, বাবাও তাই বলবেন: যখন সত্যিকার কাজের সময় আসে, আমিও কিছু দিন যে কোনো দক্ষ লোকের সঙ্গে সমানে কাজ দেখাতে পারি। এ-কথা সলট্‌সোও জানে, ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও-ও জানে। উনিশ বছর বয়সে আমি লায়েক হয়েছি, শেষবার যখন একটা পারিবারিক লড়াই হয়, বাবাকে অনেক সাহায্য করেছিলাম। কাজেই এখন আর ভাবি না। আর এ-ধরনের ব্যাপারে আমাদের হাতেই যত সব জিতের ঘোড়া। খালি লুকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে হত।"

কৌতূহল ভরে মাইক জিজ্ঞাসা করল, "সবাই যতটা বলে লুকা কি বাস্তবিক ততটা জবরদস্ত? ততটা ভালো?"

সনি মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাল, "ও একাই একশো। ওকে ঐ তিন টাটাগ্লিয়ার পিছনে লাগাব। নিজে সলট্‌সোর ব্যবস্থা করব।"

অস্বস্তির সঙ্গে মাইক চেয়ারে বসে উসখুস করে উঠল। বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল। ওর যতদূর স্মরণ হল, কিছু না ভেবে সনি মাঝেমাঝে একটু পাশবিক ব্যবহার করলেও, আসলে ওর মনটা ছিল ভালো। ভালো লোক। ওর মুখে এ-ধরনের কথা কেমন অস্বাভাবিক শোনাল; ও যে-ভাবে কাকে কাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে তাদের তালিকা লিখে রাখছিল, তাই দেখে মাইকের হাত-পা ঠাণ্ডা!

সনি যেন সদ্য-সিংহাসনারূঢ় একজন রোমক সম্রাট! এ-সবের মধ্যে ওর নিজের যে আসলে কোনো অংশ নেই এবং বাবা যখন বেঁচেই আছেন, তখন প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে ওকে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবেও না, এই সব ভেবে মাইক খুশি হল। সাহায্য করবে বৈকি, ফোন ধরবে, ফাই-ফরমায়েস খাটবে। সনি আর বাবা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারবেন, বিশেষতঃ যখন লুকা পিছনে আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের ঘরে একজন মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। মাইক ভাবল, কি সর্বনাশ, ও যে টমের স্ত্রীর মতো শোনাচ্ছে! অমনি ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল মাইক। বাইরের ঘরে সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সোফার পাশে টম হেগেন তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে অপ্রস্তুত মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। টেরিসা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, মাইকেল বুঝতে পারল যে চিৎকারটা আর কিছুই নয়, টেরিসা আনন্দে তার স্বামীর নাম ধরে ডেকে উঠেছিল। মাইক দেখল টম তার স্ত্রীর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে, তাকে আস্তে আস্তে সোফায় বসিয়ে দিল। তারপর মাইকের দিকে চেয়ে, নিরানন্দ হাসির সঙ্গে টম বলল, "তোমাকে দেখে খুশি হলাম, মাইক। বাস্তবিক খুশি।" স্ত্রী তখনো কাঁদছিল. সে-দিকে না তাকিয়েই, বড় বড় পা ফেলে সে আপিস-ঘরে গিয়ে ঢুকল। কেমন একটা গর্বে মাইকের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, ভাবল কর্লিয়নি পরিবারের মধ্যে ও কি আর বৃথাই দশ বছর বাস করেছে। বুড়ো ভদ্রলোকের খানিকটা গুণ ওর গায়েও লেগে গেছে, সনির গায়েও এবং আশ্চর্যের কথা, মাইকের নিজের গায়েও।

পাঁচ

তখন ভোর চারটে, ওরা গোল হয়ে কোণার আপিস-ঘরে বসে ছিল, সনি, মাইকেল, টম হেগেন, ক্লেমেন্‌জা, টেসিও। টেরিসা হেগেনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাশেই নিজেদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিলো। পলি গাটো তখনো বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল, সে জানত না যে টেসিওর লোকদের বলা হয়েছিল ওকে যেন চোখের আড়াল না করে, কিংবা কোথাও যেতে না দেয়।

সলট্‌সোর প্রস্তাবের কথা টম হেগেন ওদের কাছে পেশ করল। আরো বলল যে ডন বেঁচে আছেন এই খবর সলট্‌সোর কাছে যখন পৌঁছল, তখন স্পষ্ট বোঝা গেছিল হেগেনকে ওর মেরে ফেলার ইচ্ছা। হেগেন দাঁত বের করে হাসল, "কখনো যদি আমাকে কারো হয়ে সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করতে হয়, ঐ ব্যাটা তুর্কের কাছে আজ রাতে যেমন করলাম, তার চাইতে বেশি কিছু করতে পারব না। বললাম ডন বেঁচে থাকলেও কর্লিয়নিদের ওর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করতে রাজী করাব। বললাম ঐ সনি নাকি আমার কথায় ওঠে-বসে। ছোটবেলাকার বন্ধু আমরা, আর—দেখ ভাই, রেগে উঠো না—ওকে ভাবতে দিয়েছি যে বাপের গদীতে বসতে তুমি খুব একটা আপত্তি করবে না। ভগবান! অপরাধ নিও না।"

সনির দিকে কুণ্ঠিত ভাবে হাসল টম, সনিও ইশারায় জানাল ও অবস্থাটা বুঝেছে, কিচ্ছু মনে করেনি।

ডান হাতের কাছে টেলিফোন, আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে, মাইক দুজনের মুখ পর্যবেক্ষণ করছিল। হেগেন ঘরে ঢুকতেই, সনি তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটে গেছিল। ক্ষীণ একটু ঈর্ষার সঙ্গে মাইক উপলব্ধি করেছিল যে অনেক বিষয়ে সনি আর টম হেগেনের মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, নিজের বড় ভাইয়ের সঙ্গে ওর ততটা হবার কোনো সম্ভবনাও ছিল না।

সনি বলল, "এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমাদেরও কি করণীয় সেটা তো স্থির করতে হবে। টেসিও আর আমি এই তালিকাটা তৈরি করেছি, এটা একবার দেখ। টেসিও, ক্লেমেন্‌জাকে তোমার কপিটা দাও।"

মাইকেল বলল, "কি করণীয় স্থির করতে হলে তো ফ্রেডিরও উপস্থিত থাকা উচিত।"

নীরস কণ্ঠে সনি বলল, "ফ্রেডি আমাদের কোন কাজেই লাগবে না। ডাক্তার বলেছে ওর এমনি শক্ লেগেছে যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এ আমি বুঝে উঠলাম না। ফ্রেডি তো বরাবরই ভারি জবরদস্ত ছিল। বোধ হয় বুড়ো ভদ্রলোককে ওরকম গুলি খেয়ে পড়তে দেখে ভেঙে পড়েছে, ও তো চিরকাল ডনকে ভগবানের সমান করে দেখে। ও কোনোদিনই তোমার আমার মতো নয়, মাইক।"

হেগেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক আছে, ফ্রেডিকে বাদ দাও। সব কিছু থেকে বাদ দাও, একেবারে সব কিছু থেকে। দেখ সনি, আমার মতে এ-সমস্ত চুকে না যাওয়া অবধি, তোমার বাড়ি থেকে বেরুনো উচিত হবে না। তার মানে একদম বাড়ির বার হবে না। এখানে তুমি নিরাপদ। সলট্‌সোকে খুব তুচ্ছ ভেবো না ; ও একজন পাণ্ডা, একজন পেট্‌সোনোভান্‌তি হয়ে উঠেছে, '৯০ ক্যালিবারের। হাসপাতাল পাহারা দেওয়া হচ্ছে ?"

সনি মাথা দুলিয়ে জানাল যে হচ্ছে। "পুলিসের লোক জায়গাটাকে একেবারে ঘিরে রেখেছে ; আমার লোকরাও অষ্টপ্রহর বাবাকে দেখে আসছে। এই তালিকাটা সম্বন্ধে তোমার কি মত, টম ?"

তালিকা দেখে হেগেন ভ্রূকুটি করল। "যীশু খৃষ্ট ! সনি, ব্যাপারটাকে দেখছি বড্ড গায়ে মেখে নিচ্ছ ! ডন কিন্তু এটাকে একটা ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপার বলে মনে করতেন। চাবিকাঠি হল ঐ সলট্‌সো। ওকে সরালেই যে যার যথাস্থানে ঠিক হয়ে বসে যাবে। টাটাগ্লিয়াদের পিছনে লাগবার দরকার নেই।"

সনি তার দুই ক্যাপোরেজিমির দিকে তাকাল। টেসিও কাঁধ তুলে বলল, "অবস্থাটা ভারি ঘোরাল।" ক্লেমেন্‌জা কোনো কথাই বলল না।

সনি ক্লেমেন্‌জাকে বলল, "তবে আর মেলা আলোচনা না করেও একটা কাজ সারা যায়। পলিকে আর এখানে চাই না। তালিকায় ওর নাম প্রথমে রাখ।" মোটা ক্যাপোরেজিমি মাথা নেড়ে সায় দিল।

হেগেন বলল, "লুকার কি হল ? মনে হল সলট্সো ওর বিষয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না। সেই কারণেই আমার ভাবনা হচ্ছে। লুকা যদি টাকা খেয়ে থাকে তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ। সবার আগে সেইটাই আমাদের জানা দরকার। ওর সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করতে পেরেছে ?"

সনি বলল, "না। সারা রাত ওকে ফোন করেছি। হয়তো কোথাও একটা মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে আছে।"

হেগেন বলল, "না। ও কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটায় না। কাজ সারা হলেই ও বাড়ি যায়। মাইক, যতক্ষণ না উত্তর পাও, ওকে ক্রমাগত ফোন করতে থাক।" বাধ্য ছেলের মতো মাইক তখুনি ফোন তুলে ডায়েল করল। অন্য দিকে ফোন বেজে চলেছে শুনতেও পেল, কিন্তু কেউ ধরল না। শেষ পর্যন্ত ফোন নামিয়ে রাখল মাইক। হেগেন বলল, "পনেরো মিনিট অন্তর চেষ্টা করতে থাক।"

অধীরভাবে সনি বলল,"ঠিক আছে, টম, তুমি তো কন্‌সিলিওরি, কিছু পরামর্শ দাও। কি ছাই করা উচিত, তাই বল।"

ডেস্কের ওপর থেকে হুইস্কি নিয়ে একটু ঢালল হেগেন, "যতক্ষণ না তোমাদের বাবা সুস্থ হয়ে ভার নিতে পারছেন, ততক্ষণ সলট্সোর সঙ্গে কথাবার্তা চালাব। এমন কি, দরকার হলে একটা রফাও করা যাবে। তোমাদের বাবা একবার বিছানা ছেড়ে উঠলে, বেশি গণ্ডগোল না করেই, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবেন। সমস্ত পরিবারগুলো তাঁকে সমর্থন করবে।"

রেগে উঠে সনি বলল, "তোমার ধারণা আমি ঐ ব্যাটা সলট্সোকে সামলাতে পারব না ?"

টম হেগেন সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে রইল, "সনি, অবশ্যই তুমি ওকে মেরে পাট করতে পার। কর্লিয়নি পরিবারের সে-ক্ষমতা আছে। তোমাদের ক্লেমেন্‌জা আছে, টেসিও আছে, এস্পার-ওস্পার লড়াই হলে ওরা একেকজন হাজার লোক জড়ো করে ফেলতে পারে। কিন্তু লড়াইয়ের শেষে সমস্ত ঈস্ট কোস্ট্‌টা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। অন্য সমস্ত পরিবার তার জন্য কর্লিয়নিদের দায়ী করবে। অনেক শত্রু তৈরি করব আমরা। সে এমন একটা জিনিস, যাতে তোমাদের বাবার এতটুকু সমর্থন থাকবে না।"

মাইকেল সনির দিকে চেয়ে দেখল তিরস্কারটা সে ভালো ভাবেই নিচ্ছে। কিন্তু তার পরেই সনি বলল, "বাবা যদি মারাই যান, তাহলে তুমি কি পরামর্শ দেবে, কন্‌সিলিওরি ?"

হেগেন বলল, "আমি জানি তুমি আমার কথামতো চলবে না, তবু তাহলেও আমি এই পরামর্শ দেব যে সলট্সোর সঙ্গে মাদক ব্যবসা নিয়ে সত্যিসত্যি আপস করে ফেল। তোমার বাবার রাজনৈতিক যোগসূত্রগুলো আর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি হারালে, কর্লিয়নিদের ক্ষমতা ঠিক অর্ধেক হয়ে যাবে। তোমাদের বাবা না থাকলে, শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কের অন্যান্য পরিবারগুলো হয়তো টাটাগ্লিয়াদের আর সলট্সোকে

সমর্থন করতে আরম্ভ করবে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যাতে একটা দীর্ঘকালব্যাপী সর্বনাশা সংগ্রামের সূত্রপাত না হয়। বাবা যদি না বাঁচেন, রফা করে ফেলো। তারপর অপেক্ষা করে দেখো কি হয়।"

রাগে সনির মুখ সাদা হয়ে গেল। "তোমার পক্ষে বলা খুব সহজ, তোমার বাবাকে তো ওরা মেরে ফেলেনি।"

সঙ্গে সঙ্গে এবং সগর্বে হেগেন বলল, "তোমার কিংবা মাইকের মতোই আমিও তাঁর সুপুত্র, হয়তো তোমাদের চাইতেও বেশি। তোমাকে কিছু ব্যবসা-বুদ্ধি দিলাম। ব্যক্তিগত দিক থেকে সব ব্যাটা বজ্জাতকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছা করছে।"

ওর কণ্ঠস্বর আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, তাতে সনি লজ্জা পেল। সে বলল, "কি জ্বালা, টম, আমি তা বলতে চাইনি।" আসলে কিন্তু তাই বলতেই চেয়েছিল। রক্তসম্পর্ক হল রক্তসম্পর্ক, তার সমান কোনো কিছু হয় না।

সনি একটুক্ষণ চিন্তা করল, বাকিরা কুণ্ঠিতভাবে নীরবে অপেক্ষা করে রইল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, শান্ত কণ্ঠে সনি বলল, "বেশ, তাই হবে, বাবা একটা নির্দেশ না দেওয়া অবধি আমরা চুপ করে থাকব। কিন্তু, টম, আমি চাই তুমিও প্রাঙ্গণের ভিতরেই থাক। কোনো রকম ঝুঁকি নিও না। মাইক, তুমিও সাবধানে থাক; যদিও আমি মনে করি না সলট্‌সোও এই ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত পরিবারকে নিয়ে টানাটানি করবে। তাহলে সবাই ওর বিপক্ষে যাবে। তবু সাবধানে থেকো। টেসিও, তোমার লোকদের তৈরি রেখো, কিন্তু শহরময় চারিয়ে খবর আনতে বল। ক্লেমেন্‌জা, পলি গাটোর ব্যাপারটা চুকলে, তোমার লোকদের বাড়ির মধ্যে আর প্রাঙ্গণে এনে, টেসিওর লোকদের ছেড়ে দিও। কিন্তু হাসপাতালে তোমার লোকই রেখো, টেসিও। টম, কাল সকালে তোমার প্রথম কাজ হবে ফোনেই হোক, কিংবা লোক পাঠিয়েই হোক, সলট্‌সো আর টাটাগ্লিয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা। মাইক, কাল তুমি ক্লেমেন্‌জার গোটা দুই লোক নিয়ে লুকার বাড়ি গিয়ে, অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না ও দেখা দেয়, কিংবা খবর পাওয়া যায় কোন চুলোয় গেছে। খবর শুনে থাকলে খ্যাপা হারামজাদা হয়তো এখনি সলট্‌সোর খোঁজে গেছে। তুর্ক ওকে যত টাকার লোভ দেখাক না কেন, ও যে ওর ডনের বিপক্ষে যাবে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেগেন বলল, "মাইকের হয়তো এর মধ্যে এত খোলাখুলি ভাবে জড়িয়ে না পড়লেই ভালো হত।"

সনি বলল, "ঠিক। মাইক, যা বললাম ভুলে যাও। তাছাড়া এ বাড়িতে ফোন ধরবার জন্য একজন লোক দরকার, সেটা আরো জরুরী।"

মাইকেল কিছুই বলল না। ও কুণ্ঠিত বোধ করছিল, লজ্জিতও বলা চলে। তাছাড়া ওর চোখে পড়েছিল ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও সযত্নে তাদের মুখগুলোকে এমনি ভাবশূন্য করে রেখেছে যে তাতে মনে হল নিশ্চয়ই ওরা ঘৃণা চাপবার চেষ্টা

করছে। ফোন তুলে মাইক আরেকবার লুকা ব্রাসির নম্বর ডায়েল করে, রিসিভারটাতে কানে লাগিয়ে শুনতে পেল ওদিকের ফোন বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে।

ছয়

সে রাত্রে পিটার ক্লেমেন্‌জার ভালো ঘুম হল না। ভোরে উঠে নিজের জলখাবার নিজেই গুছিয়ে নিল, এক গেলাস 'গ্রাপা', পুরু এক স্লাইস জেনোয়ার বড় সসেজ বা 'সালামি', এক চাকলা তাজা ইতালীয় রুটি, আগেকার দিনের মতো এ রুটি এখনো রোজ ওর বাড়িতে দিয়ে যেত। শেষে প্রকাণ্ড একটা সাদামাটা চীনেমাটির মগ ভরতি করে গরম কফি নিয়ে তাতে একটু 'আনিসেট' মিশিয়ে পান করল। তারপর পুরনো ড্রেসিং-গাউন আর লাল বনাতের চটি পরে, এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে আসন্ন দিনের কাজগুলোর কথা ভাবতে লাগল। কাল রাতে সনি কর্লিয়নি স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পলি গাটোর ব্যবস্থা এখনি করতে হবে। তার মানে আজকেই।

ক্লেমেন্‌জার মনে বড় উদ্বেগ। গাটো ওরই আশ্রিত হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করল বলে নয়। তার জন্য ক্যাপোরেজিমির বিচারবুদ্ধির ওপর দোষ আরোপ করা যায় না। যে যাই বলুক, পলি গাটোর পটভূমিকায় কোনো খুঁত ছিল না। সিসিলীয় পরিবারের ছেলে, কর্লিয়নিদের ছেলেপিলেদের সঙ্গে একই পাড়ায় বড় হয়ে উঠেছিল, ওদের একজনের সঙ্গে স্কুলেও পড়েছিল। ধাপে ধাপে উপযুক্তরূপেই মানুষ হয়েছিল সে। তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, সে-পরীক্ষায় সে অযোগ্য বলে গণ্যও হয়নি। তারপর তার যোগ্যতা প্রমাণ হলে পর কর্লিয়নি পরিবারের কাজ করে সে যথেষ্ট উপায়ও করছিল, ঈস্ট সাইডের একটা বাজি-খেলার ব্যবসার অংশ পেত, ইউনিয়নের টাকাও পেত। এও ক্লেমেন্‌জার অজানা ছিল না যে পলি গাটো কর্লিয়নি পরিবারের কাড় আইন অমান্য করে, নিজের দায়িত্বে জোরজার খাটিয়ে টাকা আদায় করে নিজের আয়ের ঘাটতি পূরণ করত। কিন্তু তাতেও মানুষটার দক্ষতাই প্রমাণ হত। এ সব নিয়ম ভাঙাকে ওরা অতিরিক্ত প্রাণশক্তির পরিচয় বলেই ধরে নিত। উঁচুদরের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন লাগামের বন্ধনের সঙ্গে লড়ে।

তাছাড়া ঐ টাকা লুটপাটের জন্য পলি কখনো কোনো হাঙ্গামার সৃষ্টি করেনি। ব্যাপারগুলো নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত আর ন্যূনতম গণ্ডগোলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হত। কাউকে কখনো জখম করা হত না। হয়তো ম্যানহাটানের একটা তৈরি-কাপড়ের দোকানের, কিম্বা ব্রুকলিনের একটা ছোট চীনেমাটির জিনিসের কারখানার কর্মীদের মাইনের টাকাটা। যে যাই বলুক, ছেলে-ছোকরাদের হাতে কিছু বাড়তি খরচ থাকলে, সর্বদাই সুবিধা হয়। এরকম তো হয়েই থাকে। তাই বলে কে বলতে পারত যে

পলি কখনো বিশ্বাসঘতকতা করবে।

পিটার ক্লেমেন্‌জার আজকের সমস্যা হল একটা ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন নিয়ে। গাটোকে দণ্ড দেওয়াটা তো নেহাত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমস্যাটা হল গাটোর স্থানে নিচে থেকে কার পদোন্নতি ঘটানো হবে? পদোন্নয়নটার বিশেষ জরুরী ছিল, পদাধিকারীকে বলা হত 'বাট্‌ন্‌-ম্যান্‌', এ-পদ যাকে-তাকে দেওয়া যেত না। জবরদস্ত লোক হওয়া চাই, উপরন্তু চালাক-চতুর। নিরাপদ লোক হওয়া চাই, এমন মানুষ যে বিপদে পড়লেও পুলিসের কাছে মুখ খুলবে না, এমন মানুষ যার মধ্যে সিসিলীয়দের নীরবতার মন্ত্র, যার নাম 'ওমের্তা' ওতপ্রোত হয়ে আছে। তারপর নতুন কর্তব্যভারের জন্য তাকে কি রকম মুনাফা দেওয়া হবে। এই অতিগুরুত্বময় ব্যাট্‌ন্‌-ম্যানদের আরো কিছু টাকা দেবার কথা ক্লেমেন্‌জা ডনকে অনেকবার বলেছিল, কারণ বিপদের সময় এদেরই সামনে এসে দাঁড়াতে হত, কিন্তু ডন সর্বদা সিদ্ধান্তটা স্থগিত রেখেছিলেন। পলির রোজগার যদি আরেকটু বেশি হত, তাহলে হয়তো চতুর তুর্ক সলট্‌সোর প্রলোভন সে জয় করতে পারত।

শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য পদপ্রার্থীদের সংখ্যা ক্লেমেন্‌জা তিনজনে দাঁড় করাল। প্রথম হল যে লোকটাকে 'এন্‌ফর্সার' বলা হত, তাকে পরিনির্বহনের লোকও বলা চলে, সে হার্লেমের কৃষ্ণকায় 'পলিসি ব্যাঙ্কার'দের সঙ্গে কাজ করত, লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ একটা লোক, ভয়ঙ্কর গায়ের জোর, সেই সঙ্গে প্রচুর ব্যক্তিমাধুর্য, সকলের সঙ্গে সে বনিয়ে চলতে পারত, অথচ দরকার হলে তাদের প্রাণে বেদম ভয়ও ঢোকাতে পারত। কিন্তু তার কথা আধ ঘণ্টা ধরে ভেবে, ক্লেমেন্‌জা তাকে বাতিল করে দিল। লোকটার সঙ্গে কৃষ্ণকায়দের বড় বেশি দহরম-মহরম, তার মানে চরিত্রে কোথাও গলদ আছে। তাছাড়া এখন সে যে পদে আছে, তার জন্য অন্য লোক পাওয়াও মুশকিল হবে।

দ্বিতীয় একজনের কথা ক্লেমেন্‌জা চিন্তা করে প্রায় স্থিরই করে ফেলেছিল, ভারি পরিশ্রমী একজন লোক, দক্ষ ও বিশ্বস্তভাবে সে সংগঠনের কাজ করত। ম্যানহাটানে কর্লিয়নিদের লাইসেন্স দেওয়া মহাজনদের কাছ থেকে সে 'ডেলিঙ্কোয়েন্ট' বা অবহেলিত অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করত। গোড়ায় সে 'বুকমেকারে'র চর ছিল। কিন্তু এ লোকটা তখনো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

শেষ পর্যন্ত ক্লেমেন্‌জা রকো ল্যাম্পনি বলে একজনকে ঠিক করল। কর্লিয়নি পরিবারে অল্পদিন শিক্ষানবিসি করলেও, লক্ষণীয়ভাবে কাজ করেছিল। যুদ্ধের সময় আফ্রিকাতে লড়াই করে আহত হয়েছিল; ১৯৪৩ সালে সামরিক বাহিনী থেকে ছাড়া পেয়েছিল। সে সময়ে কম-বয়সী লোকের একান্ত অভাব ছিল বলে ক্লেমেন্‌জা ওকে কাজে বহাল করেছিল, যদিও আঘাতের ফলে ওর শরীর খানিকটা বিকল হয়েছিল, চোখে পড়ে এমন খুঁড়িয়ে হাঁটত। তৈরি কাপড়ের বাজারের আর ও-পি-এ আহার্য দ্রব্যের টিকিট যে-সব সরকারি কর্মচারীদের হাতে থাকত, তাদের সঙ্গে কালোবাজারি যোগসূত্র হিসাবে ক্লেমেন্‌জা ওকে কাজে লাগিয়েছিল। সেই

পদ থেকে ল্যাম্পনির উন্নতি হয়ে সে ওদের গোটা সংগঠনের বিপদত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর মধ্যে যে-গুণটি ক্লেমেন্‌জার ভালো লাগত সেটি হল ওর সূক্ষ্ম বিচারবোধ। ও জানত যে যে-অপরাধের জন্য শুধু একটা মোটা জরিমানা কিংবা ছ'মাসের জেল হতে পারে তাই নিয়ে বেশি জবরদস্ত করে কোনো লাভ নেই, বড় বড় মুনাফা লাভের জন্য সেটা যৎসামান্য দাম দেওয়া বই তো নয়। ওর এতটা সুবুদ্ধি ছিল যে ও বুঝত এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভয় না দেখিয়ে, ছোট ছোট ভয় দেখানোই ভালো। সমস্ত ব্যাপারের প্রাধান্য ও সর্বদা কমিয়ে রাখত, ঠিক যে জিনিসটি বাঞ্ছনীয়।

বিবেকসম্পন্ন পদাধিকারী যদি কর্মিবৃন্দ সংক্রান্ত কোনো জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে, তবে তার যে-রকম আরাম লাগে, ক্লেমেন্‌জারও তাই হচ্ছিল। ঠিক হয়েছে,রকো ল্যাম্পনিই ওকে সাহায্য করতে পারবে। কারণ কাজটা ক্লেমেন্‌জা নিজেই করবে বলে স্থির করেছিল। আনকোরা নতুন একজন লোককে লায়েক করে তুলবার জন্য নয়, পলি গাটোর সঙ্গে ওর নিজের একটা হিসাবনিকাশ করা দরকার। পলি ওরই প্রশ্রয়ে বড় হচ্ছিল,ওর চাইতে বেশি যোগ্য এবং বিশ্বস্ত লোকদের মাথার ওপর দিয়ে ক্লেমেন্‌জা পলিকে লায়েক হতে সাহায্য করেছিল, তাছাড়াও সব দিক দিয়ে ও পলির উন্নতির ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু পলি শুধু কর্লিয়নি পরিবারের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, নিজের গুরু পিটার ক্লেমেন্‌জার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই অশ্রদ্ধার প্রতিদান দরকার।

আর সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। পলি গাটোকে বলা হয়েছিল বেলা তিনটের সময় ক্লেমেন্‌জাকে ওর নিজের গাড়িতে তুলে নিতে, যেটার ওপর পুলিসের নজর ছিল না। এখন ফোন তুলে ক্লেমেন্‌জা রকো ল্যাম্পনির নম্বর ডায়েল করল। নিজের পরিচয় দিল না। শুধু বলল, "আমার বাড়িতে এসো। কাজ আছে।" একটা জিনিস লক্ষ্য করে ক্লেমেন্‌জা খুশি হল, এত ভোরেও ল্যাম্পনির গলার স্বরে বিস্ময় কিংবা ঘুমের জড়তা শোনা গেল না। সে শুধু বলল, "ঠিক আছে।" ভালো লোক। ক্লেমেন্‌জা ওকে আরো বলল, "খুব তাড়াতাড়ি নেই, আমার সঙ্গে দেখা করার আগে ব্রেক্‌ফাস্ট খেও, লাঞ্চ খেও। কিন্তু বেলা দুটোর চাইতে দেরি কর না।"

ওদিক থেকে আরেকটা সংক্ষিপ্ত "ঠিক আছে" শোনা গেল; ক্লেমেন্‌জা ফোন নামিয়ে রাখল। এর আগেই ও নিজের লোকদের বলে রেখেছিল কর্লিয়নি প্রাঙ্গণে টেসিওর লোকদের জায়গা যেন ওরা নেয়। কাজেই সে কাজটাও হয়ে গেছিল। ওর অধস্তন কর্মীরা ভারি দক্ষ, কাজেই এ-সমস্ত যান্ত্রিক ব্যাপারে ও হাত দিত না।

ক্লেমেন্‌জা ঠিক করল ওর ক্যাডিলাক গাড়িটা ধোবে। গাড়িটাকে ও বড় ভালোবাসত। কি নিঃশব্দে শান্তভাবে চলত গাড়ি। গদীগুলো এত দামী যে মাঝে মাঝে দিনটা ভালো থাকলে, ও গিয়ে গাড়িতে ঘণ্টাখানেক বসে থাকত, বাড়ির মধ্যে বসে থাকার চাইতে সে অনেক ভালো। তাছাড়া গাড়ি সাফ করার সময়

ওর বুদ্ধিটাও ভালো খুলত। ওর মনে পড়ত ইতালিতে ওর বাবাও তার গাধা সাফ করতে ওরকম করত।

গরম গ্যারাজের ভিতরে ক্লেমেন্‌জা কাজ করছিল, শীত ওর সহ্য হত না। মনে মনে কার্যক্রমটা আরেকবার ভেবে নিচ্ছিল। পলির কাছে সাবধানে এগোতে হবে, লোকটা বড়-ইঁদুরের মতো, বিপদের গন্ধ পায়। আর যতই জবরদস্ত হোক না কেন, এখন নিশ্চয় বুড়ো ভদ্রলোক বেঁচে আছেন শুনে অবধি কাপড়চোপড় নষ্ট করে ফেলছে। গাধার পশ্চাতে পিঁপড়ে লাগলে সে যেমন ছটফট করে, এ-ও তাই করবে। কিন্তু এ-সবে ক্লেমেন্‌জা অভ্যস্ত ছিল ; ওর যা কাজ, তাতে এমন হামেশাই হত। প্রথমে রকোকে সঙ্গে নেবার একটা অছিলা স্থির করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, তিনজনে একসঙ্গে যাবার একটা বিশ্বাসযোগ্য উদ্দেশ্যও দেখাতে হবে।

অবশ্য, সত্যি কথা বলতে কি, তার কোনো দরকার ছিল না। এ-সব ঝামেলা না করেও পলি গাটোকে হত্যা করা যেত। ওকে চাবি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, পালাবার উপায় ছিল না। কিন্তু ক্লেমেন্‌জার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সর্বদা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি মতো কাজ করা দরকার, আর কাউকে কোথাও এক কণা ছাড়ান দেওয়া নয়। কখন কি ঘটে কেউ বলতে পারে না, তাছাড়া এটা তো ঠিক যে এ-সব হল মরণ-বাঁচনের ব্যাপার।

ফিকে নীল ক্যাডিলাকটা ধুতে ধুতে পিটার ক্লেমেন্‌জা চিন্তা করছিল পলিকে কি বলবে, মুখের কেমন ভাব হবে। সংক্ষেপে কথা বলবে, যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে। গাটোর মতো যার সূক্ষ্ম বোধ আর সন্দিগ্ধ স্বভাব, এভাবে তার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে, অন্ততঃ মনে অনিশ্চয়তা আসবে। অতিরিক্ত বন্ধুত্ব দেখাতে গেলেও সতর্ক হয়ে পড়বে। একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বিরক্তি দেখাতে হবে। আর ল্যাম্পনিকে কেন আনা হয়েছে ? ওকে দেখে পলি বেজায় ঘাবড়াতে পারে, বিশেষতঃ ল্যাম্পনি যখন পিছনের সীটে বসবে। চালকের আসনে অসহায়ভাবে বসে থাকতে হবে আর ল্যাম্পনি থাকবে মাথার পিছনে, এ ব্যবস্থা পলির কখনোই পছন্দ হবে না। ক্যাডিলাক গাড়ির ধাতু দিয়ে তৈরি জায়গাগুলোকে ক্লেমেন্‌জা খুব জোরে জোরে ঘষতে মাজতে লাগল। ব্যাপারটা বেশ ঘোরেল হবে। বেজায় ঘোড়েল। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল আরেকটা লোক নেবে কি না, তারপর স্থির করল নেবে না। এখানে সে একটা প্রাথমিক যুক্তি অবলম্বন করেছিল। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির উদয় হতে পারে যেখানে ওর সহকারীদের একজন যদি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তার কিছু লাভ হয়ে যায়। মাত্র একজন সহকারী থাকলে, ওর কথার বিরুদ্ধে বড় জোর আরেকজন কথা বলবে। কিন্তু দুজন ওর বিরুদ্ধে কথা বললেই মুশকিল হয়ে যেতে পারে। না, আগে যেমন স্থির করেছিল, সেই নিয়মই ভালো। যে বিষয়ে ক্লেমেন্‌জার মন খুঁত খুঁত করছিল, সেটা হল যে দণ্ডদানের ব্যাপারটা প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ লাশটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ওটাকে অদৃশ্য করে দিতে পারলে ক্লেমেন্‌জা বেশি খুশি হত। নিকটস্থ মহাসাগর কিম্বা কর্লিয়নি পরিবারের বন্ধুবান্ধবদের নিউ

জার্সিতে যে-সব জলা জমি ছিল, সেই-সবই সাধারণতঃ সমাধিক্ষেত্রের কাজ করত। কিংবা অন্যান্য জটিল উপায়ও অবলম্বন করা হত। কিন্তু এ কাজটা প্রকাশিত হওয়া দরকার, যাতে সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকরা ভয় পেয়ে যায় আর শত্রুদেরও সতর্ক করে দেওয়া হয় যে কর্লিয়নি পরিবার এখনো কিছু নির্বোধ দুর্বল হয়ে পড়েনি। তার চর এত সহজে ধরা পড়াতে, সলট্সোও সাবধান হয়ে যাবে। কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো সম্মান খানিকটা উদ্ধার হবে। বুড়ো ভদ্রলোককে গুলি করাতে, লোকের চোখে কর্লিয়নিরা খানিকটা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল।

ক্লেমেন্জা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ততক্ষণে বিশাল একটা নীল ইস্পাতের ডিমের মতো ক্যাডিলাকটা ঝকঝক করছিল, অথচ আসল সমস্যার সমাধানের দিকে সে এক পাও এগোতে পারেনি। তারপরেই হঠাৎ সমাধানটা মনে পড়ে গেল; যুক্তিযুক্ত, লাগসই একটা সমাধান। তাতে করে রকো ল্যাম্পনির, ওর আর পলির একত্র থাকার কারণ এবং যথেষ্ট গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিপ্রায়, দুই-ই পাওয়া গেল।

যখনই পরিবারগুলোর মধ্যেকার সংগ্রামটা অতিশয় তিক্ত তীব্র হয়ে উঠত, তখনই প্রতিপক্ষীয়রা নানান্ গোপন ফ্ল্যাটে তাদের আস্তানা গাড়ত। সেখানে ওদের 'সৈনিক'রা এ-ঘরে ও-ঘরে তোশক পেতে রাতে শুতে পারত। ওদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে নিরাপদে রাখা এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ যারা যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে না তাদের ওপর হামলা করার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। এদিক থেকে বদলা নিতে গেলে সব দলেরই সমান দুর্বলতা। আসলে একটা গোপন জায়গায় বাস করা ঢের বেশি বুদ্ধির কাজ, কারণ তাহলে সকলের দৈনন্দিন গতিবিধির ওপর শত্রুরা, কিংবা যদি পুলিসের কারো নাক গলাবার ইচ্ছা হয় তারা কেউ নজর রাখতে পারে না।

এই সব কারণে সাধারণতঃ একজন বিশ্বাসী ক্যাপোরেজিমিকে একটা গোপন বাসস্থান ভাড়া করবার জন্য পাঠানো হত, সেখানে অনেকগুলো তোশক ফেলে রাখা হত। যখন শত্রুর ওপর হামলা করা হত, তখন এই সব বাসস্থান থেকেই অভিযান শুরু করা হত। এ-ধরনের উদ্দেশ্যে ক্লেমেন্জাকে পাঠানো খুবই স্বাভাবিক; সঙ্গে করে গাটো আর ল্যাম্পনিকে নিয়ে যাওয়াও তার পক্ষে স্বাভাবিক; তারা সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করবে, বাসস্থানের জন্য আসবাবপত্র যোগাড় করবে। একটু হেসে ক্লেমেন্জা ভাবতে লাগল, দেখাই গেছে পলি গাটো বড় লোভী, তার মনে নিশ্চয়ই সবার আগে এই চিন্তা জাগবে, এই খবরের জন্য সলট্সোর কাছ থেকে কত টাকা আদায় করা যাবে।

রকো ল্যাম্পনি আগেই এল, ক্লেমেন্জা তাকে বুঝিয়ে বলল কি কি করতে হবে এবং কে কি ভূমিকা নেবে। বিস্মিত কৃতজ্ঞতায় ল্যাম্পনির মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, পদোন্নতির ফলে কর্লিয়নি পরিবারের কাজ করবার সুযোগ দেবার জন্য সে ক্লেমেন্জাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাল। ক্লেমেন্জাও নিশ্চিত হল যে সে উচিত

কাজই করেছে। ল্যাম্পনির কাঁধ চাপড়ে সে বলল, "আজকের পর থেকে তুমি কিছু বেশি খরচ পাবে। সে বিষয়ে পরে কথা হবে। বুঝতেই পারছ কর্লিয়নি পরিবার এখন আরো সঙ্গীন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছে, তাদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।" ল্যাম্পনির অঙ্গভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সে ধৈর্য ধরে থাকবে, কারণ তার পুরস্কার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নেই।

ক্লেমেন্জা তার ঘরের 'সেফটা'র কাছে গিয়ে, সেটি খুলে একটা বন্দুক বের করে ল্যাম্পনিকে দিল। বলল, "এটা ব্যবহার কর। কেউ এটার সূত্র ধরতে পারবে না। পলির সঙ্গে ওটাকে গাড়িতেই ফেলে রেখো। এ-কাজটা শেষ হলেই, আমি চাই তোমার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ফ্লরিডাতে গিয়ে কদিন ছুটি কাটাও। এখন নিজের খরচায় যেও, আমি পরে টাকাটা মিটিয়ে দেব। সেখানে আরাম কর, রোদ খেও। মায়ামি বীচে কর্লিয়নিদের হোটেল আছে, সেখানে থেকো, তাহলে আমিও বুঝব দরকার হলে তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে।"

ক্লেমেন্জার স্ত্রী ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলল পলি গাটো এসে গেছে। বাড়ির সামনে রাস্তায় তার গাড়ি দাঁড়িয়েছে। গ্যারাজের ভিতর দিয়ে ক্লেমেন্জা আগে আগে চলল, ল্যাম্পনি তার পিছনে গেল। গাটোর পাশে সামনের সীটে বসে ক্লেমেনজা হাঁড়িমুখে তাকে অভিবাদন জানাল, মুখে একটা বিরক্তির ভাব। একবার ঘড়ির দিকে তাকাল, যেন ভেবেছে পলি দেরি করে এসেছে।

বেজিমুখো 'বাটন্-ম্যান' তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিল, যেন একটা নির্দেশ খুঁজছে। ল্যাম্পনি ওর পিছনের সীটে বসতেই ও একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠে বলল, "রকো, অন্য দিকে বস। তোমার মতো একটা লম্বা-চওড়া লোক ওখানে বসলে আমি চালকের আয়নায় পিছন দিকটা দেখতে পাই না।" বাধ্য ছেলের মতো ল্যাম্পনি সরে গিয়ে ক্লেমেন্জার পিছনে বসল, যেন এ-ধরনের অনুরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ক্লেমেনজা বিরসভাবে গাটোকে বল, "সনিটার নিকুচি করেছে, ব্যাটা বেজায় ঘাবড়ে গেছে। এরই মধ্যে তোশক পেতে ফেলার কথা ভাবছে। ওয়েস্ট সাইডে একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে। পলি, তোমাকে আর রকোকে নতুন আস্তানার লোকজন জিনিসপত্র যোগাড় করতে হবে, যত দিন না বাকি সৈনিকরা এসে ওখানে জড়ো হবার হুকুম পায়। কোনো ভালো জায়গার সন্ধান জান নাকি?"

ক্লেমেনজা যেমন আঁচ করেছিল, এ-কথা শুনেই গাটোর চোখ অমনি লুব্ধ হয়ে উঠল। পলি তো টোপ গিলল। এ-খবরের জন্য সলট্সোর কাছ থেকে কত টাকা আদায় করা যেতে পারে সে বিষয়ে ভাবতে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তার নিজের কোনো বিপদের ভয় আছে কি না সে-কথা ভুলেই গেল। তাছাড়া ল্যাম্পনিও চমৎকার অভিনয় করে যাচ্ছিল; উদাসীন আয়েসী ভাব দেখিয়ে সে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। ল্যাম্পনিকে বেছে নেবার জন্য ক্লেমেনজা নিজের তারিফ না করে পারছিল না।

গাটো কাঁধ তুলে বলল, "সে বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে।" ক্লেমেন্‌জা ঘোঁত-ঘোঁত করে বলল, "ভাবতে ভাবতে গাড়িটা চালাও, আমি আজ নিউ ইয়র্কে পৌঁছতে চাই।"

পলি ছিল দক্ষ চালক, তাছাড়া বিকেলের এই সময়টাতে শহরগামী গাড়ির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না; ওরা যখন পৌঁছল তখন শীতকালের দ্রুত সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছিল। গাড়িতে কেউ বাজে গল্প করেনি। ক্লেমেন্‌জা পলিকে বলল ওয়াশিংটন হাইট্‌সের দিকে যেতে। তার পর কয়েকটা ফ্ল্যাট-বাড়ি দেখে, ওকে আর্থার অ্যাভেনিউতে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। রকো ল্যাম্পনিকে গাড়িতে রেখে ক্লেমেন্‌জা নেমে গেল। নেমে ভেরা মারিও রেস্তোরাঁতে ঢুকে স্যালাড আর মাংস দিয়ে হালকা নৈশ ভোজন সেরে নিতে নিতে দু-চারজন চেনা-পরিচিত লোকের সঙ্গে দু-একটা কথাও বলে নিল। এইভাবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে কয়েক ব্লক পায়ে হেঁটে, যেখানে গাড়িটা ছিল সেখানে পৌঁছে গাড়ি চড়ল। গাড়িতে গাটো আর ল্যাম্পনি তখনও বসে ছিল।

উঠে ক্লেমেন্‌জা বলল, "গুয়ো কথা! এখন বলে কি না লং বীচে ফিরে যেতে হবে! অন্য কি কাজ দেবে আমাদের। সনি বলছে এ-কাজ পরে করলেও হবে। রকো, তুমি তো শহরের মধ্যেই থাক, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব নাকি?"

রকো আস্তে আস্তে বলল, "আপনাদের ওখানে গাড়ি ছেড়ে এসেছি, এদিকে কাল ভোরেই মা'র গাড়িটা দরকার।"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "ঠিক আছে। তাহলে তোমাকে আমাদের সঙ্গেই ফিরতে হয়।"

লং বীচ ফেরার পথে এবারও কেউ কোনো কথা বলেনি। শহরে ঢুকবার ঠিক আগে খানিকটা ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছেই হঠাৎ ক্লেমেন্‌জা বলল, "পলি, পাশ করে গাড়িটা একটু রাখ। আমার একটু জল না ছাড়লেই নয়।" গাটো জানত ক্যাপোরেজিমির মূত্রাশয়টা কিঞ্চিৎ গোলমেলে, সে অনেক সময়ই এ ধরনের অনুরোধ করত। জলার কাছের নরম মাটির ওপর পাশ করে গাটো গাড়ি রাখল। ক্লেমেন্‌জা নেমে কয়েক পা দূরে ঝোপের আড়ালে গেল। এমন কি সত্যি সত্যি কাজটাও সারল। তারপর ফিরে এসে, গাড়িতে উঠবার জন্য দরজাটা খুলে, চকিতে রাজপথের ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিল। কোথাও কোনো আলো দেখা গেল না, পথে ঘোর অন্ধকার। ক্লেমেন্‌জা বলল, "এবার লাগাও।" মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির ভিতরটা বন্দুকের বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল। পলি গাটোর শরীরটা যেন সামনের দিকে লাফিয়ে উঠে, স্টিয়ারিং হুইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েই, সীটের ওপর হেলে পড়ল। ক্লেমেন্‌জা তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেছিল, যাতে ওর গায়ে রক্তের ছিটে, খুলির কুচি না লাগে।

খচমচ করে রকো ল্যাম্পনি পিছনের সীট থেকে নেমে এল। হাতে তখনও বন্দুক ধরা, সেটাকে সে জলার মধ্যে ফেলে দিল। তারপর ও আর ক্লেমেন্‌জা

তাড়াতাড়ি কাছেই পার্ক করা একটা গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ির সীটের নিচে হাতড়াতেই, ওদেরই জন্যে রাখা চাবিটাও পেয়ে গেল। তখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রকো ক্লেমেন্জাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। তারপর ঐ পথে না ফিরে, জোন্স্ বীচ কজ্ওয়ে ধরে, মেরিক্ শহরের মধ্যে দিয়ে, মেডোব্রুক্ পার্কওয়েতে পড়ে, সোজা এগিয়ে চলল যতক্ষণ না নর্দার্ন স্টেট পার্কওয়ে পৌঁছল। সেটি ধরে লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেস্-ওয়েতে পড়ল, তারপর হোয়াইট স্টোন ব্রিজ্ পেরিয়ে, ব্রঙ্কস্ হয়ে, সোজা ম্যানহাটানে নিজের বাড়িতে।

সাত

যেদিন ডন কর্লিয়নিকে গুলি করা হয়েছিল, তার আগের দিন তাঁর সব চাইতে বলশালী, সব চাইতে বিশ্বাসী, সব চাইতে ভয়াবহ অনুচর লুকা ব্রাসি শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য তৈরি হয়েছিল। এর বেশ কয়েক মাস আগেই সে সলট্সোর দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। করেছিল ডন কর্লিয়নির হুকুমেই। করেছিল টাটাগ্লিয়া পরিবার পরিচালিত কয়েকটা নাইটক্লাবে ঘোরাঘুরি করে এবং ওদের ভাড়াটে মেয়েমানুষদের মধ্যে যে সবার সেরা, তার সঙ্গে ভাব করে। সেই মেয়ের পাশে শুয়ে শুয়ে ও গজগজ করত যে কর্লিয়নি পরিবার ওকে কিভাবে চেপে রাখে, ওর মূল্যের স্বীকৃতি দেয় না ইত্যাদি। এক সপ্তাহ এই রকম করবার পর, ঐ নাইটক্লাবটার ম্যানেজার ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ব্রুনো ছিল বাড়ির সব চাইতে ছোট ছেলে এবং বাইরে থেকে মনে হত ওদের পারিবারিক বেশ্যা-ব্যবসার সঙ্গে ওর কো[illegible] সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ওর ঐ বিখ্যাত নাইটক্লাবটি এবং সেখানকার দীর্ঘ-বৃন্ত সুন্দ[illegible]রা শহরের বহু নটবরের স্নাতকোত্তর বিদ্যালয়ের কাজ করত।

প্রথম সাক্ষাৎকারটা নির্দোষ ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। টাটাগ্লিয়া ওকে ওদের পরিবারের জবরদস্তওয়ালার কাজ দিতে চেয়েছিল। মাসখানেক দোনোমোনা করে কেটেছিল। লুকার ভূমিকা ছিল যেন বৃদ্ধ বয়সে সে এক সুন্দরী তরুণীর রূপে মোহিত। ব্রুনো টাটাগ্লিয়ার ভূমিকা ছিল যেন একজন ব্যবসাদার তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দল ভাঙিয়ে একজন কর্মচারীকে বাগাবার চেষ্টা করছে। এই ধরনের একটা সাক্ষাৎকারে লুকা ভাব দেখাল যেন সে সম্মত আছে, কিন্তু তার পরেই বলল, "তবে একটা কথা মেনে নিতেই হবে। আমি কখনো গড ফাদারের বিরুদ্ধে যাব না। ডন কর্লিয়নিকে আমি শ্রদ্ধা করি। তবে এটুকুও বুঝি যে ওঁদের পারিবারিক ব্যবসায় আমার আগে ওঁর নিজের ছেলেদের উনি স্থান দিতে বাধ্য।"

ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ছিল একজন নব্য ছোকরা; লুকা ব্রাসির মতো সেকেলে গুঁফো-গুণ্ডাদের প্রতি, এমন কি ডন কর্লিয়নির, কিংবা নিজের বাপের প্রতিও ওর গোপন অবজ্ঞা চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠত। তাই অতিরিক্ত বেশি সমীহ দেখিয়ে এবার

সে বলল, "আমার বাবা মোটেই আশা করছেন না যে কর্লিয়নিদের আপনি কোনো অনিষ্ট করবেন। তা করবেনই বা কেন ? আজকাল তো সকলের সঙ্গে সকলের ভাব, সেকালের মতো তো আর নয়। এ যেন আপনি একটা নতুন চাকরি খুঁজছেন। আমি বাবাকে সেটা বলে দিতে পারি। আমাদের ব্যবসাতে আপনার মতো লোকের সর্বদাই দরকার আছে ; ব্যবসাটা বড় কঠিন, তাই সেটা নির্বিঘ্নে চালাবার জন্য কঠিন লোকেরই দরকার হয়। আপনি যদি কখনো মন স্থির করে ফেলেন, আমাকে জানাবেন।"

লুকা কাঁধ তুলে বলল, "এখন যে কাজ করছি, সে ও খুব মন্দ নয়।" ব্যস্, ঐ অবধি কথা হয়ে রইল।

লুকার মতলব ছিল টাটাগ্লিয়াদের বোঝাতে হবে যে ও ঐ লাভজনক মাদক ব্যবসার কথা শুনেছে এবং ব্যক্তিগতভাবে ও নিজে তার একটা অংশ চায়। এই-ভাবে এগোলে হয়তো তুর্কের মাথায় যদি কোনো ফন্দি থাকে, কিংবা সে যদি ডন কর্লিয়নিকে ঘাঁটাবার মতলব করে থাকে, সে-বিষয়ে কিছু জানা যেতে পারে। ছ মাস অপেক্ষা করল লুকা, এর মধ্যে কিছু ঘটল না দেখে সে ডনকে জানাল যে ব্যাপার দেখে বোঝা যাচ্ছে সলট্সো তার পরাজয়টা ভালো ভাবেই নিয়েছে। ডন বলে দিলেন তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে, কিন্তু অন্য কাজের ক্ষতি না করে এবং বেশি গুরুত্ব না দিয়ে।

ডন কর্লিয়নি গুলি খা[illegible] র [illegible] রাতে [illegible] -ক্লাবে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রুনো টাটাগ্লিয়া এসে[illegible] টেবি[illegible] আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।" লুক[illegible] কে[illegible] [illegible]য়ে আসুন। আপনার যে কোনো বন্ধুর সঙ্গে আমি কথা বলতে র[illegible]ছিই হঠা[illegible]

ব্রুনো বলল, "না। [illegible] কটু জল [illegible]

লুকা জিজ্ঞাসা করল, [illegible] গোলমেলে, [illegible]

ব্রুনো বলল, "ঐ আমার [illegible] মাটির [illegible]ছে সে একটা প্রস্তাব দিতে চায়। আরেকটু রাত বাড়লে তার স[illegible]পুর [illegible]?"

লুকা বলল, "নিশ্চয় পারব। কখন এবং কোথায় ?"

টাটাগ্লিয়া আস্তে আস্তে বলল, "ক্লাব বন্ধ হয় ভোর চারটেয়। ওয়েটাররা যখন ঘর দোর সাফ করবে, তখন এইখানেই তার সঙ্গে দেখা করুন না কেন ?"

লুকা ভাবল, ওরা ওর অভ্যাস জানে দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় ওর ওপর নজর রেখেছে। সাধারণতঃ লুকা বেলা তিনটে চারটেয় উঠে ব্রেককাস্ট খেত। তারপর কর্লিয়নি পরিবারের কোনো সহকর্মীর সঙ্গে জুয়ো খেলে কিংবা কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাত। কখনো হয়তো রাত বারোটায় একটা ফিল্ম দেখত, তারপর একটা ক্লাবে গিয়ে মদ-টদ খেত। ভোরের আগে লুকা শুতে যেত না কাজেই ভোর চারটেতে মোলাকাত করা শুনতে যতটা অদ্ভুত, আসলে ততটা নয়।

লুকা বলল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি চারটের সময়ে এখানে ফিরে আসব।"

ক্লাব ছেড়ে ট্যাক্সি চড়ে লুকা টেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউতে তার ফার্নিশ করা বাসায় ফিরে গেল। দূরসম্পর্কীয় এক ইতালীয় পরিবারের বাড়িতে ও পয়সা দিয়ে থাকত। ওর ঘর দুটো বাড়ির বাকি অংশ থেকে আলাদা করা ছিল, মধ্যিখানে একটা বিশেষ দরজা ছিল। এই ব্যবস্থাই ওপর পছন্দ ছিল, কারণ এতে ও একটা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বাস করতে পারত, সেটি তার ভালো লাগত, অথচ যেখানে ওর সব চাইতে বড় দুর্বলতা, তার ওপর কারো হঠাৎ হামলা করার উপায় ছিল না।

লুকা ভাবছিল এবার চতুর শেয়াল-বুড়ো তার লোমশ ল্যাজ দেখাবে। যদি ব্যাপারটা যথেষ্ট গড়ায়, সলট্‌সো যদি কোনো কথা দিয়ে ফেলে, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে হয়তো বড়দিনেরর উপহার-স্বরূপ ডনকে দেওয়া যাবে। ঘরে গিয়ে লুকা তার খাটের তলার ট্রাঙ্কের চাবি খুলে গুলি-প্রতিরোধক গেঞ্জিটা বের করল। জিনিসটা বেশ ভারি। কাপড় ছেড়ে গরম অন্তর্বাসের ওপর ওটা পরে নিয়ে, তার ওপর শার্ট, কোট পরল। একবার ভাবল লং বীচে ডনের বাড়িতে ফোন করে এই নতুন পরিস্থিতিটার কথা জানিয়ে দেবে, কিন্তু ও জানত যে ডন কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতেন না। এ কাজটা তিনি গোপনে লুকাকে দিয়েছিলেন, কাজেই ওঁর ইচ্ছা ছিল না যে আর কেউ, এমন কি হেগেন কিংবা ওঁর বড় ছেলেও এ বিষয়ে জানতে পারে।

লুকার সঙ্গে সর্বদা ব [illegible] একটা লাইসেন্স ছিল; সম্ভবতঃ একটা বন্দুকের লাইসেন্সের [illegible] কোথা [illegible] নো প্রত দাম দেয়নি। এর জন্য মোট খরচ পড়েছিল দশ হা [illegible] পুলিসের যদি ওকে সার্চ করত তাহলে ঐ লাইসেন্সটার জোরেই [illegible] থেকে বেঁচে যেত। কর্লিয়নি পরিবারের একজন উর্ধ্বতন কর্মচা [illegible] এমন লাইসেন্সের যোগ্যও ছিল। আজ কিন্তু, তেমন তেমন [illegible] [illegible] ক্রম করেই দিতে হয়, তাই একটা 'নিরাপদ' বন্দুক স [illegible] ওর বলে প্রমাণ করা যাবে না। পরে সমস্ত অবস্থাটা [illegible] বেই সম্প [illegible] করেছিল, অপর পক্ষের বক্তব্যটা শুনে ধর্মবাপ, ডন [illegible] কাজ দিতে [illegible] নুমতি দেবে।

ক্লাবে ফিরে গেল লুকা, কিন্তু আর মদ খেল না। তার বদলে ফর্টিএইট্‌থ্‌ স্ট্রীটে বেরিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তারপর ওর প্রিয় ইতালীয় রেস্তোরাঁ প্যাটসিতে গিয়ে ধীরে সুস্থে একটু সাপার খেল। শেষে যখন মোলাকাতের সময় হল, আবার শহরের মধ্যিখানে ক্লাবের সদর দরজায় হাজির হল। যখন ভিতরে ঢুকল, দ্বার-রক্ষীও তখন অনুপস্থিত। যে মেয়েটা লোকের লাঠি টুপি ইত্যাদি নিত, সেও বাড়ি চলে গেছিল। খালি ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ছিল, সে ওকে অভ্যর্থনা করে ঘরের এক পাশে জনমানবশূন্য 'বারে' নিয়ে গেল। লুকা দেখতে পাচ্ছিল ওদের সামনে মরুভূমির মতো ছোট ছোট টেবিল ছড়ানো রয়েছে আর তাদের মধ্যিখানে হলদে কাঠের পালিশ করা নাচের জায়গাটা যেন একটা ছোট হীরের মতো ঝকমক করছে। ছায়ার মধ্যে দেখতে পেল শূন্য ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড, তার মাঝখান দিয়ে উঠেছে

ধাতুর তৈরি মাইক্রোফোনের কঙ্কাল।

লুকা বারের সামনে বসল, ক্রনো গেল পিছনে। লুকাকে পানীয় দিতে চাইলে, সেটি অস্বীকার করে সে একটা সিগারেট ধরাল। হয়তো ব্যাপারটা অন্য কিছু, সলট্সোর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক সেই সময় ঘরের অন্য ধারের আবছায়া থেকে লুকা সলট্সোকে বেরিয়ে আসতে দেখল।

সলট্সো ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে, ওর পাশে 'বারে' এসে বসল। টাটাগ্লিয়া তুর্কের সামনে একটা গেলাস রাখতেই, সে মাথা দুলিয়ে ধন্যবাদ জানাল। সলট্সো জিজ্ঞাসা করল, "আমি কে তা জান ?"

লুকা মাথা দুলিয়ে জানাল যে জানে। বিরস ভাবে হাসল সে। তাড়া খেয়ে বড় ইঁদুরগুলো তাহলে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে! এই দলত্যাগী সিসিলীয়টার ব্যবস্থা করার আনন্দ লুকার কপালে আছে তাহলে!

সলট্সো জানতে চাইল, "তোমাকে কি অনুরোধ করব তা জান ?"

লুকা মাথা নাড়ল।

সলট্সো বলল,"খুব লাভের ব্যবসার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, ওপরওয়ালাদের সকলের ভাগে লক্ষ লক্ষ ডলার পড়বে। প্রথম জাহাজের মাল উদ্ধারের সঙ্গে তুমি পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়ে যাবে কথা দিতে পারি। আমি মাদকদ্রব্যের কথা বলছি ; তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।"

লুকা বলল, "আমাকে বলছেন কেন ? আপনার কি ইচ্ছা আমি ডনকে গিয়ে কিছু বলব ?"

সলট্সো মুখ বিকৃত করে বলল, "আমি এর আগেই তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে এতে যোগ দিতে রাজী নয়। ঠিক আছে, তাকে বাদ দিলেও আমার চলবে। কিন্তু আমার একজন বলিষ্ঠ লোকের দরকার যে গায়ের জোর দিয়ে আমাদের ব্যবসা রক্ষা করবে। যদ্দূর জানি, কর্লিয়নি পরিবারে কাজ করে তুমি খুব সুখী নও, হয়তো চাকরি বদল করতে পার।"

লুকা কাঁধ তুলে বলল, "যদি প্রস্তাবিত চাকরিটা যথেষ্ট ভালো হয়।"

সলট্সো ওকে খুব নজর করে দেখছিল,এখন মনে হল সে মন স্থির করে ফেলেছে। "তাহলে কয়েকদিন এ বিষয়ে ভেবো তারপর আবার কথা বলা যাবে।" বলে হাত বাড়িয়ে দিল সলট্সো। লুকা ভাব দেখাল যেন কিছু দেখতেই পায়নি, সে মুখে একটা সিগারেট পুরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বারের পিছন থেকে ক্রনো টাটাগ্লিয়া যেন জাদুবলে একটা লাইটার জেলে লুকার সিগারেটের কাছে ধরল। কিন্তু তার পরেই সে একটা অদ্ভুত কাজ করল, লাইটারটা বারের ওপর ফেলে লুকার ডান হাতটা খুব জোরে চেপে ধরে রাখল।

লুকার দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া হল, বারের টুলের ওপর থেকে শরীরটাকে নামিয়ে সে পাক খেয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে সলট্সো অন্য হাতটার কব্জি চেপে ধরেছিল। তবু ওদের দুজনার চাইতে লুকার গায়ের

জোর বেশি ছিল, সে ওদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, যদি না এই সময় ওর পিছনে ছায়ার মধ্যে থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে ওর গলায় একটা রেশমী দড়ি পরিয়ে দিত। দড়িটা টেনে ধরতেই লুকার দম বন্ধ হয়ে এল। মুখের রঙ বেগুনী হয়ে গেল, হাতের জোর চলে গেল। তখন ওর হাত ধরে রাখতে টাটাগ্লিয়ার আর সলট্সোর কোনো অসুবিধাই হল না। ছেলেমানুষের মতো অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, আর লুকার পিছনে দাঁড়িয়ে অন্য লোকটা ফাঁসটাকে আরো এঁটে দিতে লাগল। লুকার গায়ে আর একটুও শক্তি অবশিষ্ট রইল না, পা দুটো মুড়ে গেল, শরীর ঝুলে পড়ল। সলট্সো আর টাটাগ্লিয়া ওর হাত ছেড়ে দিল, শুধু ফাঁস হাতে সেই লোকটা ওর কাছে রইল।

লুকার দেহটা যেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, সেও পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, দড়িটাকে এতই এঁটে দিল যে সেটা লুকার গলার মাংস কেটে বসে, অদৃশ্য হয়ে গেল। লুকার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল, যেন বেজায় আশ্চর্য হয়ে গেছে; এই আশ্চর্যের ভাবটাই তখন ওর দেহের মানবীয়তার একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে লুকা মারা গেছিল।

সলট্সো বলল, "আমি চাই না যে ওর লাসটা কেউ খুঁজে পায়। এখন ওকে যাতে পাওয়া না যায়, তার বিশেষ গুরুত্ব আছে।" এই বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আট

ডন কর্লিয়নি গুলি খাবার পরের দিনটা ওঁদের পরিবারের পক্ষে ভারি একটা ব্যস্ততার দিন ছিল। মাইকেল ফোনের ধারে বসে সনির কাছে খবরাখবর সরবরাহ করছিল। টম হেগেনও ভারি ব্যস্ত ছিল, সলট্সোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্যস্থতা করবার জন্য একটা উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করতে হবে। তুর্ক নিজে হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছিল, হয়তো টের পেয়েছিল যে ক্লেমেন্জা টেসিওর বাট্ন্ ম্যানরা ওর পিছু নেবার চেষ্টায় শহরময় আঁতিপাতি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সলটসো কিন্তু তার গোপন আস্তানার আশেপাশে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, টাটাগ্লিয়া পরিবারের মাথারাও তাই। সনি এটা আশাই করেছিল, এ-রকম একটা প্রাথমিক সতর্কতা অবলম্বন করতে শত্রুপক্ষ বাধ্য।

ক্লেমেন্জাও সেদিন পলি গাটোকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। লুকা ব্রাসি কোথায় গেল সে খবর নেবার ভার টেসিওকে দেওয়া হয়েছিল। গুলি ছোঁড়ার আগের রাত থেকে লুকা আর বাড়ি ফেরেনি, এটা খুব খারাপ লক্ষণ। কিন্তু সনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে লুকা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কিংবা কেউ তাকে অতর্কিতে ঘায়েল করেছে।

সনির মা হাসপাতালের কাছে কর্লিয়নি পরিবারের কোনো বন্ধুর বাড়িতে থেকে

গেছিলেন। ডনের জামাই কার্লো রিট্‌সি সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে ডন কর্লিয়নি তাকে যে-ব্যবসাতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, ও বরং সেদিকে নজর দিক। ব্যবসাটা ছিল ম্যানহাটানের ইতালীয় পাড়ায় ঘোড়দৌড়ের বাজির একটা লাভজনক ব্যাপার। কনি শহরে তার মা-র কাছে ছিল, যাতে হাসপাতালে বাবাকে দেখতে যেতে পারে।

বাপের বাড়ির একটা ঘরে ফ্রেডি তখনো ওষুধ খেয়ে ঘুমে অচেতন। সনি আর মাইকেল তাকে একবার দেখে আসতে গিয়ে, ওর মুখের বিবর্ণতা আর নিঃসন্দেহ অসুস্থতা দেখে অবাক হয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে সনি মাইকেলকে বলেছিল, "কি সর্বনাশ! দেখে মনে হচ্ছে বাবার চেয়েও ও-ই বেশি গুলি খেয়েছে!"

মাইকেল কাঁধ তুলেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের ঐরকম অবস্থা ওর দেখা ছিল। তবে ফ্রেডের যে কোনো কালে অমন হতে পারে এ-কথা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। ওর মনে পড়ল ছোটবেলায় ঐ মেজ ভাইটিই ছিল সবচাইতে জবরদস্ত। কিন্তু ও-ই ছিল বাবার সবচাইতে বাধ্য সন্তান। তবু সকলেই জানত, এই মধ্যম পুত্রটি যে কোনো কালে ব্যবসার খুব উন্নতি করবে, বহু দিন আগেই এমন আশা ডন ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফ্রেডি যথেষ্ট চালাক-চতুর ছিল না; সে দিকটা বাদ দিলে, যথেষ্ট নির্মমও ছিল না। পিছনে সরে থাকতে ভালোবাসত; ওর একটা শক্তিশালী ব্যক্তিত্বও ছিল না।

সন্ধ্যার দিকে হলিউড থেকে জনি ফণ্টেন ফোন করেছিল। সনি ফোন ধরল। "না জনি, বাবাকে দেখবার জন্য এখানে এসে কোনো লাভ নেই। বাবা এখনো বড়ই অসুস্থ, তাছাড়া এতে তোমার হয়তো খানিকটা অখ্যাতি প্রচার হতে পারে; আমি জানি বাবা নিজেও সেটা চাইতেন না। উনি একটু সেরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, ওঁকে বাড়ি নিয়ে এলে, তবে দেখা করতে এসো। হ্যাঁ, নিশ্চয়, ওঁকে তোমার শুভেচ্ছা জানাব।" ফোন নামিয়ে মাইকের দিকে ফিরে সনি বলল, "বাবা শুনে খুশি হবেন যে জনি ওকে দেখবার জন্য ক্যালিফর্নিয়া থেকে উড়ে আসতে চেয়েছিল।"

আরেকটু সন্ধ্যা হলে, ক্লেমেন্‌জার লোকদের মধ্যে একজন মাইককে কোম্পানির তালিকাভুক্ত ফোনটা ধরবার জন্য রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেছিল। কে ফোন করছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বাবা ভালো আছেন?" ওর গলাটা একটু ক্লিষ্ট শোনাল, একটু যেন অস্বাভাবিক। মাইকেল বুঝতে পেরেছিল যে বা যা ঘটেছিল সবটা কে-র ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না; মাইকের বাবা যে সত্যি সত্যি সংবাদপত্র বর্ণিত একজন গুণ্ডা সর্দার বা গ্যাংস্টার, এ-কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মাইক বলল, "বাবা ঠিক আছেন।"

কে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যখন হাসপাতালে ওঁকে দেখতে যাবে, আমিও যেতে পারি?"

মাইকেল হাসল। তার মানে কে-র মনে আছে মাইকেল একবার বলেছিল বুড়ো

ইতালীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হলে এই ধরনের কাজ করতে হয়। মাইক বলল, "এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি। সাংবাদিকরা যদি তোমার নাম আর পরিচয় জানতে পারে, তাহলে 'ডেলি নিউজে'র তৃতীয় পৃষ্ঠার খবরটা এইভাবে বেরিয়ে যাবে —'প্রাচীন ইয়াঙ্কি বংশের কন্যা বিখ্যাত মাফিয়া সর্দারের পুত্রের সঙ্গে জড়িত।' তাহলে তোমার মা-বাবার কেমন লাগবে ?"

নীরস গলায় কে বলল, "আমার মা-বাবা 'ডেলি নিউজ' পড়েন না।" আবার একটু কুণ্ঠাজড়িত নীরবতার পর কে বলল, "তুমি ঠিক আছ তো, মাইক, তোমার কোনো বিপদের ভয় নেই তো ?"

মাইক আবার হাসল। "লোকে বলে আমি নাকি কর্লিয়নি পরিবারের নাড়ু-গোপাল। আমার কাছ থেকে কারো কোনো আশঙ্কা নেই। কাজেই কেউ কষ্ট করে আমার পিছনে লাগবে না। না না, কে, ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছে; কেউ আর কিছু করবে না। সমস্তটাই আসলে একটা আকস্মিক ঘটনার মতো। দেখা হলে সব কথা বলব।"

কে জিজ্ঞাসা করল, "সেটা হবে কবে ?" মাইকেল একটু চিন্তা করে বলল, "আজ একটু বেশি রাতে হলে কেমন হয় ? তোমার হোটেলে কিঞ্চিৎ পানাহার করা যাবে, তারপর আমি বাবাকে দেখতে যাব। কেবল ফোন ধরে ধরে হাঁপিয়ে উঠেছি। ঠিক আছে তো ? কাউকে বল না কিন্তু। খবরের কাগজে আমাদের যুগল-ছবি দেখতে চাই না। ঠাট্টা নয়, কে, সবটাই বেজায় কুণ্ঠার বিষয়, বিশেষ করে তোমার মা-বাবার পক্ষে।"

কে বলল, "বেশ, আমি অপেক্ষা করে থাকব। তোমার জন্য কিছু বড়দিনের বাজার করে দিতে পারি ? কিংবা আর কিছু ?"

মাইকেল বলল, "না। শুধু তৈরি থেকো।"

ছোট্ট একটা উত্তেজিত হাসির সঙ্গে কে বলল, "তাই থাকব। সর্বদাই থাকি না কি ?"

মাইক বলল, "হ্যাঁ, সত্যি থাক। তাই তুমি আমার বান্ধবী।" কে বলল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি ও-কথা বলতে পার না ?"

মাইকেল রান্নাঘরের মধ্যে চারটে গুণ্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, "না। আজ রাতের ব্যাপারটা তাহলে ঠিক ?"

সে বলল, "ঠিক।" মাইক টেলিফোন নামাল।

সারা দিনের কাজ সেরে ক্লেমেন্জা শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে রান্নাঘরময় হৈ-চৈ করে মস্ত এক হাঁড়ি টোমাটো-সস্ চড়িয়েছিল। মাইকেল তার দিকে মাথা নেড়ে, কোণার ঘরে গিয়ে দেখে হেগেন আর সনি ওর জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে। সনি জিজ্ঞাসা করল, "ওদিকে ক্লেমেন্জা আছে ?"

মাইকেল হেসে বলল, "আছে, সৈনিকদের জন্য স্প্যাগেটি বাঁধছে, পল্টনের মতো।"

সনি অসহিষ্ণুভাবে বলল, "ওকে বল ও-সব রেখে এক্ষুনি এখানে আসতে। ওর জন্য তার চাইতে দরকারি কাজ আছে। ওর সঙ্গে টেসিওকেও ডাকো।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে আপিস-ঘরে সবাই জড়ো হল। সনি সংক্ষেপে ক্লেমেন্জাকে বলল, "ওর ব্যবস্থা করেছ ?"

ক্লেমেন্‌জা মাথা দুলিয়ে বলল, "তাকে আর দেখতে পাবে না।"

মাইকের শরীরে ছোট একটা শিহরণ লাগল ; ও বুঝল ওরা পলি গাটোর কথা বলছে ; পলি ছোকরা মারা গেছে ; বিয়েবাড়ির হাসিখুশি নাচিয়ে ক্লেমেন্জা ওকে খুন করেছে।

সনি হেগেনকে জিজ্ঞাসা করল, "সলট্সোর বিষয়ে কোনো সুবিধা হল ?"

হেগেন মাথা নাড়ল। "মনে হয় ও আর ঐ আপসের ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। অন্ততঃ সে-রকম আগ্রহ নেই। কিংবা হয়তো এমনিতেই সাবধান হয়ে গেছে, যাতে আমাদের বাট্‌ন্-ম্যানরা ওকে পাকড়াও করতে না পারে। সে যাই হোক, এখন পর্যন্ত একটা প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থ ঠিক করতে পারিনি, যাকে ও-ও বিশ্বাস করবে। কিন্তু ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে এখন একটা আপস না করলেই নয়। বুড়ো ভদ্রলোককে যে-মুহূর্তে বেঁচে বেরিয়ে আসতে দিল, ও-ও সেই মুহূর্তে ওর সুযোগ হারাল।"

সনি বলল, "কিন্তু ভারি চালাক-চতুর। আমাদের পরিবারের সঙ্গে এত চতুর কেউ কখনো রেষারেষি করেনি। হয়তো আঁচ করে নিয়েছে যে বাবা সেরে ওঠা অবধি, কিংবা তাঁর একটা নির্দেশ না পাওয়া অবধি আমরা শুধু বাজে অছিলায় সময় কাটাচ্ছি।"

হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "যা বলেছ, ও সেই রকমই আঁচ করেছে। তবু ওকে একটা রফা করতেই হবে। না করে উপায় নেই। কাল একটা বন্দোবস্ত করে ফেলব। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

ক্লেমেন্জার লোকদের একজন দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। সে ক্লেমেন্জাকে বলল, "এইমাত্র রেডিওতে বলা হল যে পুলিস পলি গাটোকে পেয়েছে। তার গাড়িতে মৃত অবস্থায়।"

ক্লেমেন্জা মাথা নেড়ে লোকটিকে বলল, "তাই নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হবার কিছু নেই।" লোকটা প্রথমে অবাক হয়ে তার ক্যাপোরেজিমির দিকে তাকিয়েছিল, তারপরেই ব্যাপার বুঝে রান্নাঘরে ফিরে গেল।

এ ঘরের আলোচনা চলতে লাগল, যেন মধ্যিখানে কোনো বাধা পড়েনি। সনি হেগেনকে জিজ্ঞাসা করল, ডনের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে ?"

হেগেন মাথা নাড়ল, "ভালোই আছেন, তবে আরো দিন দুই না গেলে কথা-বার্তা বলতে পারবেন না। শরীরটা খুব দুর্বল। অপারেশনের ধকল কাটিয়ে উঠছেন। তোমার মা আজ বেশির ভাগ সময় ওঁর কাছে ছিলেন, কনিও। হাসপাতালের সর্বত্র পুলিসের লোক ; টেসিওর লোকরাও ঘোরাঘুরি করছে, যদি

দরকার হয়। আর দুদিন গেলে উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, তখন বোঝা যাবে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে ওঁর কি মতামত। ততক্ষণ আমাদের দেখতে হবে সলট্‌সো যাতে অবুঝের মতো কিছু করে না বসে। সেই জন্যেই আমি চাই তুমি ওর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দাও।"

সনি হেঁড়ে গলায় বলল, "যতদিন তা না করছে, ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে লাগিয়েছি ওকে খুঁজে বের করতে। হয়তো ভাগ্য আমাদের ওপর সদয় হবে, সমস্ত ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে পারব।"

হেগেন বলল, "ভাগ্য কিছু সদয় হবে না। সলট্‌সো বড্ড বেশি চালাক।" তারপর একটু থেমে আবার বলল, "ও জানে যে একবার এই টেবিলে এসে বসলে, অনেকখানি আমাদের ইচ্ছামতোই চলতে হবে। তাই এড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আন্দাজ করছি ও এখন নিউ ইয়র্কের অন্যান্য পরিবারগুলোর সমর্থন যোগাড় করবার চেষ্টা করছে, যাতে বুড়ো ভদ্রলোক একবার হুকুম করলেই আমরা ওর পিছনে না লাগি।"

সনি ভুরু কুঁচকে বলল, "ওরা তা করতে যাবে কোন্ দুঃখে?"

ধৈর্য ধরে হেগেন বুঝিয়ে বলল, "যাতে একটা বড় গোছের যুদ্ধ বেধে না যায়, তাতে সকলেরই ক্ষতি হয়, তাছাড়া সংবাদপত্রগুলো আর গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ে। সলট্‌সো ওদের সকলকে ব্যবসার ভাগ দেবে। জানই তো মাদক ব্যবসার কি দারুণ লাভ। কর্লিয়নি পরিবারের ও-সব দরকার নেই, আমাদের জুয়োর ব্যবসাটা রয়েছে, সেটাই সবচাইতে ভালো। কিন্তু অন্য পরিবারগুলোর বেজায় খিদে। সলট্‌সো অভিজ্ঞ লোক, ওরা সবাই জানে ব্যবসাটাকে ও ফলাও করে জমিয়ে তুলতে পারবে। ওর বেঁচে থাকা মানে ওদের পকেটে টাকা আসা, ও মলেই ওদের যত মুশকিল।"

সনির এরকম মুখের চেহারা মাইকেল কখনো দেখেনি। ওর ভারি কিউপিডের মুখ আর তামাটে রঙ যেন ছাইয়ের মতো। সনি বলল, "ওরা কি চায় না চায় তা আমি থোড়াই কেয়ার করি। এই যুদ্ধে যেন কেউ নাক গলাতে না আসে।"

ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও চেয়ারে বসে অস্বস্তির সঙ্গে উসখুস করে উঠল, গোলন্দাজ নেতারা যেমন করে থাকে। তাদের জেনারেল যদি পাগলের মতো হুকুম দেয় যে একটা দুর্ভেদ্য পর্বত আক্রমণ করতেই হবে, তার জন্য যত ক্ষতি হয় হোক। হেগেন কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুভাবে বলল, "কি যে বল, সনি, তোমার বাবা ও-রকম কথা শুনলে কখনোই খুশি হতেন না। জানই তো উনি সর্বদা কি বলেন, 'ওটা স্রেফ লোকশান!' এ কথা ঠিক যে বুড়ো ভদ্রলোক যদি বলেন সলট্‌সোকে চেপে ধরতে হবে, তাহলে কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। কিন্তু এটা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, এটা ব্যবসার ব্যাপার। যদি তুর্কের পিছনে লাগি আর অন্য পরিবারগুলো বাধা দিতে চায়, তাহলে কথাবার্তা বলতে হয়। তারা যেই দেখবে যে সলট্‌সোকে আমরা ঘায়েল করব বলে সঙ্কল্প করেছি, তারা হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে

ওদের সুবিধা করে দিয়ে ডন ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। তাই বলে এই ধরনের একটা ব্যাপার নিয়ে একেবারে রক্তলোলুপ হয়ে উঠো না। এ হল ব্যবসার কথা। এমন কি তোমর বাবাকে গুলি করাটাও ব্যবসার খাতিরে, ব্যক্তিগত কারণে নয়। এত দিনে তোমার সেটুকু বোঝা উচিত ছিল।"

সনির চোখে তখনো কঠিনতা দেখা যাচ্ছিল। "আচ্ছা আচ্ছা, তা না হয় বুঝলাম। তবে এটুকু তোমাকে মেনে নিতেই হবে যে সলট্‌সোর পিছনে যখন লাগব, তখন কেউ বাধা দিতে পাবে না।"

সনি টেসিওর দিকে ফিরল, "লুকার কোনো খবর পেলে?"

টেসিও মাথা নেড়ে বলল, "কিচ্ছু না। নিশ্চয়ই সলট্‌সোর কবলে পড়েছে।"

শান্তভাবে হেগেন বলল, "লুকার বিষয়ে সলট্‌সো ঘাবড়াচ্ছিল না, সেটা আমার একটু অদ্ভুত লেগেছিল। সলট্‌সোর মতো চালাক কেউ লুকার মতো লোককে ভয় করবে না, এটা হয় না। আমার মনে হয় যে উপায়েই হোক না কেন, লুকাকে ও দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিয়েছে।"

সনি বিড়বিড় করে বলল, "কি সর্বনাশ! আশা করি লুকা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে না। ঐ একটি জিনিসকে আমি ভয় করি। ক্লেমেন্‌জা, টেসিও, তোমাদের কি মনে হয়?"

ক্লেমেন্‌জা আস্তে আস্তে বলল, "যে-কেউ বিগড়ে যেতে পারে। পলিকেই দেখ না। কিন্তু লুকার বেলা অন্য কথা, তার একটিমাত্র পথ। একটিমাত্র মানুষকে ও বিশ্বাস করে, ভয় করে, সেই মানুষ হল ধর্মবাপ। শুধু তাই নয়, সনি, লুকা ওঁকে যত ভক্তি করে, তেমন আর কেউ করে না, যদিও তিনি সকলের ভক্তি অর্জন করেছেন। না, লুকা কখনোই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করাও শক্ত যে সলট্‌সো যতই ধূর্ত হোক না কেন, লুকাকে সে কখনো বাগে পাবে। লুকা সর্বদাই সব রকম বিপদের জন্য প্রস্তুত। হয়তো ইচ্ছা করেই সে কয়েক দিনের জন্য কোথাও গেছে। যে-কোনো সময় বোধ হয় ওর খবর পাওয়া যাবে।"

সনি টেসিওর দিকে ফিরল। ব্রুকলিনের ক্যাপোরেজিমি কাঁধ তুলে বলল, "যে-কোনো লোক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। লুকা বড় অল্পেই আঘাত পেত। হয়তো ডন ওকে কোনো ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। সেটা খুবই হতে পারে। তবু আমার মনে হয় সলট্‌সো ওকে অতর্কিতে ধরেছে। কনসিলিওরির সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে মতের মিল আছে। আমাদের এবার সবচাইতে বড় বিপদের জন্য তৈরি থাকা দরকার।"

সনি তখন সবাইকে বলল, "পলি গাটোর এবার সলট্‌সোর কানে পৌঁছনো উচিত। তাতে ওর কেমন প্রতিক্রিয়া হবে?"

ক্লেমেন্‌জোর মুখখানা কঠোর দেখাচ্ছিল, সে বলল, "শুনে ওর ভাবনা হওয়া উচিত। ও বুঝবে কর্লিয়নিরা নির্বোধ নয়। ও বুঝতে পারবে কাল ও কপাল

র পার পেয়েছিল ?”

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সনি বলল, “ওটা কপাল জোরে হয়নি। অনেক সপ্তাহ ধরে সলট্‌সো ঐ ফন্দিটা পাকিয়েছিল। ওরা নিশ্চয়ই রোজ রোজ বাবার পিছন পিছন ওঁর আপিস পর্যন্ত যেত, ওঁর কার্যক্রম লক্ষ্য করত। তার পর পলিকে ঘুষ দিয়ে হাত করেছিল, হয়তো লুকাকেও। টমকেও ঠিক সময়টিতে ছিনতাই করেছিল। যা যা চেয়েছিল, সবই ওরা করেছিল। কপাল জোরে ওটা হয়নি, কপালটা ওদের মন্দ ছিল বলেই হয়নি। ঐ যে খুনেগুলোকে ওরা ভাড়া করেছিল, তারা যথেষ্ট দক্ষ ছিল না, বাবা বড্ড তাড়াতাড়ি সরে গেছিলেন। যদি বাবাকে মেরে ফেলত, আমি রফা করতে বাধ্য হতাম, সলট্‌সোর জিত হত। এখনকার মতো। আমি হয়তো সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম, তারপর পাঁচ-দশ বছর বাদে ওকে বাগে পেতাম। তবু ওটাকে কপাল-জোর বল না, পীট, তাহলে ওকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, ইদানীং আমরা ওটা বড় বেশি করেছি।”

বাটন্‌-ম্যানদের একজন রান্নাঘর থেকে এক পাত্র স্প্যাগেটি নিয়ে এল, তারপর প্লেট, কাঁটা, মদ আনল। কথা বলতে বলতে ওরা খেতে লাগল। মাইকেল অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ও নিজে কিছু খেল না, টমও না। কিন্তু সনি, ক্লেমেন্‌জা, টেসিও তৃপ্তি করে খেল, রুটির টুকরো দিয়ে ঝোলটুকু মুছে নিল। ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর। আলোচনা চলতে লাগল।

টেসিওর মতে পলি গাটোর অন্তর্ধানে সলট্‌সো একটুও ঘাবড়াবে না, এমন কি তুর্ক হয়তো সেইরকম কিছু মনেই করেছিল, হয়তো তাতে সন্তুষ্টই হয়েছিল। একটা অপদার্থের মাস-মাইনে বেঁচে গেল। এবং সে মোটেই ভয় পাবে না। কর্লিয়নিরা কি এমন অবস্থায় পড়লে ভয় পেত ?

এবার মাইকেল নম্র গলায় বলল, “আমি জানি এ-সব ব্যাপারে আমি আনকোরা কাঁচা, কিন্তু সলট্‌সো সম্বন্ধে তোমরা সবাই যা বললে, তার ওপর যখন সে হঠাৎ টমের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে, সমস্ত মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে ও নিজের কোনো গোপন সুবিধা করে নিয়েছে হয়তো এমন কোনো ওস্তাদি চাল চেলে বসবে, যার ফলে ও-ই কর্তা হয়ে দাঁড়াবে। সেটা যে কি, সেইটে ধরতে পারলেই আমরা গিয়ে চালকের আসনে বসতে পারব।”

অনিচ্ছার সঙ্গে সনি বলল, “ঠিক, আমিও তাই ভাবছিলাম। একমাত্র সুবিধার বিষয় হতে পারে লুকা। চারদিকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে যে কর্লিয়নি পরিবারে ওর পুরনো দায়িত্বগুলো নেবার আগে ওকে একবার এখানে আসতে হবে। এ ছাড়া আর একটিমাত্র কথা মনে হচ্ছে যে হয়তো সলট্‌সো এর মধ্যেই নিউ ইয়র্কের অন্যান্য পরিবারগুলোর সঙ্গে আপস করে নিয়েছে এবং কালকেই আমরা খবর পেতে পারি যে একটা সংগ্রাম বাধলে ওরা আমাদের বিপক্ষে যাবে। তাহলে তুর্কের প্রস্তাবে আমাদের রাজী হতেই হবে। ঠিক কি না, টম ?”

হেগেন মাথা নেড়ে সায় দিল, “সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। আর তোমার

বাবার অনুমতি ছাড়া আমরা তো আর ঐ ধরনের বিরোধের সম্মুখীন হতে পারব না। একমাত্র উনিই অন্য পরিবারগুলোর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারেন। যে-সমস্ত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ওদের সব সময় দরকার হয়, সেগুলোর বদলে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া উনিই করতে পারেন। অবশ্য যদি তেমন-তেমন ইচ্ছা থাকে।

যে লোকের প্রধান বাট্‌ন্‌-ম্যান সম্প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার পক্ষে যেন একটু ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই ক্লেমেন্‌জো বলল, "সলট্‌সো কখনো এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না, কর্তা, সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।"

একটুক্ষণ চিন্তান্বিতভাবে ওর দিকে চেয়ে, সনি টেসিওকে বলল, "হাসপাতালে কি ব্যবস্থা হয়েছে ? তোমার লোকজনরা পাহারা দিচ্ছে তো ?"

সেদিনের আলোচনায় এই প্রথম মনে হল টেসিও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলছে, "ভিতরে বাইরে পাহারার ব্যবস্থা। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে। পুলিসের লোকরাও ভালো বন্দোবস্ত করেছে। ওঁর ঘরের দোরগড়ায় গোয়েন্দারা বসে আছে, উনি একটু সুস্থ হলেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। ডনকে এখনো নল দিয়ে ঐ-সব দেওয়া হচ্ছে, খাবার দাবার দেওয়া যাচ্ছে না, কাজেই রান্নাঘর পাহারা দেবার কথা উঠছে না। ঐ তুর্কের দলের সঙ্গে কারবার করতে হলে ও বিষয়ে ভাবতে হয়, ওরা বিষে বিশ্বাস করে। এ-ভাবে ওরা ডনের নাগাল পাবে না, কোনো দিক দিয়েই নয়।"

সনি তার চেয়ারটাকে পিছু হেলিয়ে বলল, "আমাকে দিয়ে তো চলবে না। এমন হলে ওদের আমার সঙ্গে কারবার করতে হবে, ওদের দরকার আমাদের পারিবারিক যন্ত্রটাকে।" মাইকেলের দিকে চেয়ে হেসে সনি বলল, "তুমি হলে চলবে কি না কে জানে ? হয়তো সলট্‌সো মতলব করেছে তোমাকে ছিনতাই করে, জামিন রেখে আমাদের সঙ্গে রফা করবে।"

ক্ষুণ্ণমনে মাইকেল ভাবছিল, কে'র সঙ্গে বেরোনো তাহলে হয়ে গেল ! সনি ওকে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেবে না। কিন্তু অসঙ্কোচভাবে-হেগেন বলল, "না, যদি জামিনেরই দরকার ছিল, তাহলে তো যে কোনো সময় ওরা মাইককে ধরে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু মাইক যে পারিবারিক ব্যবসার মধ্যে নেই, এ-কথা সবাই জানে। ও একজন সাধারণ নাগরিক ; সলট্‌সো যদি ওকে ধরে, তাহলে নিউ ইয়র্কের আর সব পরিবারের সমর্থন হারাবে ! টাটাগ্লিয়ারা পর্যন্ত সলট্‌সোকে ধরে আনতে সাহায্য করতে বাধ্য হবে। না, ব্যাপারটা খুবই সহজ। কাল সব পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এসে আমাদের জানাবে যে তুর্কের সঙ্গে আমাদের কারবার করতেই হবে। এরই জন্য ও অপেক্ষা করে আছে। এটাই হল ওর গোপন সুবিধা।"

নিশ্চিন্ত হয়ে মাইকেল একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "খুব ভালো। আমাকে আজ রাতে শহরে যেতে হবে।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সনি বলল, "কেন ?"

মাইকেল এক গাল হাসল। "ভাবছি হাসপাতালে গিয়ে বাবাকে, মাকে, কনিকে দেখে আসব। তাছাড়া আরো কাজ আছে।" ডনেরই মতো, মাইক-ও তার আসল উদ্দেশ্য কাউকে বলত না, কাজেই কে'র সঙ্গে দেখা করবে, এ-কথা সনিকে জানাতে ইচ্ছা করল না। না জানাবার অবশ্য কোনো কারণ ছিল না, ঐ ওর একটা অভ্যাস।

রান্নাঘরে চাপা গলায় জোরে জোরে কথাবার্তা শোনা গেল। কি হল দেখতে ক্লেমেন্‌জা সেখানে গেল। ফিরে এল যখন, ওর হাতে দেখা গেল লুকা ব্রাসির গুলি প্রতিরোধক গেঞ্জিটা। তার মধ্যে জড়ানো মস্ত একটা মরা মাছ।

নীরস কণ্ঠে ক্লেমেন্‌জা বলল, "তুর্ক তার চর পলি গাটোর কথা জেনেছে।"

তেমনি নীরস কণ্ঠে টেসিও বলল, "আর আমরা এখন লুকা ব্রাসির কথা জানলাম।"

সনি একটা চুরুট ধরিয়ে হুইস্কি ঢেলে নিল। মাইকেলের কেমন গোলমাল লাগছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, "মরা মাছের মানেটা কি?" আইরিশ কনসিলিওরি হেগেন সে-কথার উত্তর দিল। "মাছের মানে লুকা ব্রাসি মহাসাগরের নিচে ঘুমিয়ে আছে। ও হল একটা পুরনো সিসিলীয় বার্তা।"

নয়

সেদিন রাতে মাইকেল কর্লিয়নি যখন শহরে গেল, মনটা ওর বিমর্ষ হয়ে ছিল। ওর মনে হচ্ছিল যে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে পারিবারিক ব্যবসাতে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, এমন কি সনি যে ওকে দিয়ে টেলিফোন ধরাচ্ছিল, তাতেও ওর মন বিরূপ হয়ে উঠছিল। পারিবারিক পরামর্শের কেন্দ্রস্থলে থাকতে ও অস্বস্তি বোধ করছিল, যেন খুনের মতো গোপন কাজ দিয়ে ওকে একেবারে বিশ্বাস করা যায়। এখন যে কে'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, সে বিষয়ও কেমন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। নিজের পরিবারের সব কথা ও কে'র কাছে প্রকাশ করেনি। ওঁদের বিষয়ে কিছু কিছু বলেছিল বটে, কিন্তু তাও পরিহাসের ছলে, ছোট ছোট সব রঙদার ঘটনা, শুনে সত্যিকার ব্যাপারের চাইতে সেগুলোকে রঙীন চলচ্চিত্রের চাঞ্চল্যকর কাহিনীর মতো লাগত। আর এখন ওর বাবাকে গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়তে হয়েছে, আর ওর বড় ভাই খুনের ষড়যন্ত্র করছে। সোজা কথা তো ঐ, কিন্তু ওভাবে তো আর কে-কে কথাটা বলা হবে না। ওকে আগেই মাইক বলে রেখেছে বাবার গুলি খাওয়াটা অনেকটা আকস্মিক ঘটনার মতো। আর সব গোলমাল মিটে গেছে। এখন মনে হচ্ছে এই তো সবে কলির সন্ধ্যা। সনি আর টম সলট্‌সোর প্রকৃত মাপ পাচ্ছে না, ওরা এখনো ওকে ছোট করে দেখছে, যদিও বিপদের সম্ভাবনা দেখবার মতো বুদ্ধি সনির আছে। মাইকেল ভাবতে চেষ্টা করছিল তুর্কের গোপন মতলবটা কি। নিঃসন্দেহে লোকটার সাহস আছে, বুদ্ধি

আছে, অসাধারণ শক্তি আছে। ওর দিক থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সনি, টম, ক্লেমেন্‌জা, টেসিও সবাই একমত যে অবস্থাটা সামলানো গেছে ; মাইকের চাইতে ওদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা বেশি। মাইক ভাবল হাসির কথা হল যে এই লড়াইয়ে ও-ই হল সাধারণ নাগরিক। তাছাড়া এ যুদ্ধে যোগ দিতে ওকে রাজী করাতে হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওকে যে-সব পদক ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল, তার চাইতেও ভালো জিনিস দিতে হবে।

এই চিন্তা মনে আসতেই, বাবার জন্য কেন আরো সহানুভূতি হচ্ছে না ভেবে, নিজেকে আবার অপরাধী মনে হতে লাগল। নিজের বাবার সারা গায়ে বন্দুকের গুলি বিঁধেছে, অথচ কি এক অদ্ভুত উপায়ে ও-ই সব চাইতে ভালো করে বুঝতে পেরেছিল টমের সেই কথার মানে—এ হল ব্যবসার কথা, ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সারাজীবন বাবা যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, সকলের কাছ থেকে যে সম্মান আদায় করে এসেছেন, এবার তার দাম দিতে হচ্ছে।

মাইকেলের মন যা চাইছিল সে হল, এর বাইরে, এই সমস্ত থেকে দূরে বেরিয়ে পড়ে, নিজের পছন্দ মতো জীবন কাটাতে। কিন্তু উপস্থিত সঙ্গীন অবস্থা কেটে না যাওয়া অবধি পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না। সাধারণ নাগরিক হিসাবে ওদের যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে। সহসা মাইকের চোখ খুলে গেল, ও বুঝতে পারল ওকে যে ভূমিকাটা দেওয়া হচ্ছে আসলে তাতেই ওর আপত্তি, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অসামরিক ব্যক্তির ভূমিকা, বিবেকের দোহাই দিয়ে যে সামরিক কর্তব্য থেকে রেহাই পায়, তার ভূমিকা। সেই জন্যেই ঐ সাধারণ নাগরিক কথাটা মনে এলেই এত বিরক্ত লাগছিল।

হোটেলে পৌঁছে মাইক দেখল কে ওর জন্য লবিতে অপেক্ষা করছে। ক্লেমেন্‌জার জনা-দুই লোক ওকে গাড়ি করে শহরে পৌঁছে দিয়ে, আগে চারদিকে ভালো করে দেখে নিয়েছিল কেউ পিছু নিয়েছে কি না, তারপর ওকে হোটেলের কাছে মোড়ের মাথায় ছেড়ে দিয়েছিল।

ওরা একসঙ্গে ডিনার খেল, কিছু পানীয়ও নিল। কে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বাবাকে দেখতে যাবে কটার সময় ?"

মাইকেল ঘড়ি দেখে বলল, "সাড়ে আটটার পর কাউকে দেখতে যেতে দেয় না। ভাবছি সবাই চলে গেলে তবে যাব। আমাকে ঢুকতে দেবে ঠিকই। বাবার নিজের আলাদা ঘর, আলাদা নার্স, কাজেই ওঁর কাছে একটুক্ষণ বসতেও পারব। এখনো কথা বলতে পারছেন বলে মনে হয় না, আমি যে আছি তাই হয়তো টের পাবেন না। তবু তাঁকে তো শ্রদ্ধা জানাতে হবে।"

শান্তকণ্ঠে কে বলল, "তোমার বাবার জন্য এত দুঃখ হচ্ছে। বিয়ের সময় দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল কত ভালো মানুষ। কাগজে ওঁর সম্বন্ধে যা লিখেছে, সে আমার বিশ্বাস হয় না। আমি ঠিক জানি তার বেশির ভাগ-ই মিথ্যা কথা।"

সৌজন্য রক্ষা করে মাইকও বলল, "আমারও তাই মনে হয়।" কে-র সঙ্গে

নিজেকে এত ঢেকে কথা বলতে দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কে-কে ও ভালোবাসত, বিশ্বাস করত, তবু বাবার বিষয় কিংবা পারিবারিক ব্যবসা সম্বন্ধে ওকে মাইক কখনো কিছু বলবে না। কারণ ও বাইরের লোক।

কে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি করবে? খবরের কাগজে যে মহা ফলাও করে ঐ-সব দল-যুদ্ধের কথা লিখেছে, তুমিও কি তার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে নাকি?"

এক গাল হেসে, মাইক কোটের বোতাম খুলে, সামনেটা ফাঁক করে ধরে বলল, "দেখ, বন্দুক-টন্দুক নেই।" কে হাসল।

রাত হয়ে যাচ্ছিল, ওরা নিজেদের ঘরে গেল। দুজনার জন্য পানীয় তৈরি করে, মাইকের কোলে বসে সেটা পান করল কে। পোশাকের নিচে রেশমী অন্তর্বাস। মাইকের হাত ওর উরুর উদ্ভাসিত ত্বক স্পর্শ করল। বিছানায় শুয়ে পড়ে, ওরা প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হল, বেশভূষা ছাড়ল না, অধরে অধর। তারপরে চুপ করে শুয়ে রইল দুজনে, কাপড় চোপড় ভেদ করে দেহের উষ্ণতা অনুভূত হতে থাকল। কে চাপা গলায় বলল, "একেই কি সৈনিকরা 'কুইকি' বলে?"

মাইক বলল, "হ্যাঁ।"

ঝিমিয়ে পড়েছিল, দুজনে, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে হাতঘড়ির দিকে তাকাল মাইক, "কি জ্বালা! প্রায় দশটা বাজে। একবার হাসপাতালে যেতে হয়।" স্নানের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে এল সে। কে-ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে, পিছন থেকে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, "আমাদের বিয়ে হবে কবে?"

মাইকেল বলল, "যখনি বলবে। আমাদের এই পরিবারিক ব্যাপারটা চুকলেই, বাবা একটু সুস্থ হলেই। তবে তোমার মা-বাবাকে এখনি সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলা উচিত।"

শান্তভাবে কে বলল, "কোন কথা বুঝিয়ে বলা উচিত?"

চুলের মধ্যে দিয়ে চিরুনি চালাতে চালাতে মাইক বলল, "শুধু এইটুকু বল যে ইতালীয় বংশের একজন সাহসী সুদর্শন ব্যক্তির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। ডার্টমাথের ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্র, যুদ্ধে ডিস্‌টিঙগুইশ্‌ড্ সার্ভিস্ ক্রস, তার ওপর পাপ্‌ল্ হার্ট দ্বারা ভূষিত। পরিশ্রমী। কিন্তু ছেলের বাপ একজন ম্যাফিয়া নেতা, তিনি দুষ্টু লোকদের মেরে ফেলতে এবং মাঝে-মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিতে বাধ্য হন। এ-সব কাজ করতে গিয়ে নিজেও সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে থাকেন। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর সৎ এবং পরিশ্রমী ছেলের কোনো সম্পর্ক নেই। এত সব কথা তোমার মনে থাকবে মনে হয়?"

ওকে ছেড়ে দিয়ে, কে স্নানের ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। "সত্যি তাই? ঐ রকম করেন উনি?" তারপর একটু থেমে আবার বলল, "লোক মারেন?"

চুল আঁচড়ানো শেষ করে মাইক বলল, "সেটা ঠিক বলতে পারছি না। কেউ পারে না। কিন্তু মারলে কিছুই আশ্চর্য হব না।"

মাইকেল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে কে জিজ্ঞাসা করল, "আবার কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?"

মাইক ওকে চুমো খেয়ে বলল, "আমার ইচ্ছা তুমি তোমাদের ঐ অজ পাড়াগেঁয়ে শহরে ফিরে গিয়ে সমস্ত কথা একটু ভালো করে ভেবে দেখ। আমার ইচ্ছা নয় তুমি এই ব্যাপারে কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়। বড়দিনের ছুটির পর আমি আবার কলেজে ফিরে যাব, তখন হ্যানভারেই দুজনার দেখা হবে, কেমন ?"

কে বলল, "বেশ।" দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল মাইক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, লিফ্‌টে উঠবার আগে একবার হাত নাড়ল। এর আগে কখনো নিজেকে মাইকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ, এত নিগূঢ় প্রেমে আবদ্ধ বলে মনে হয়নি। এই সময় কেউ যদি ওকে বলত তিনটি বছর না পেরোলে মাইকের সঙ্গে আর দেখা হবে না, সে গভীর বেদনা কে সইতে পারত না।

ফ্রেঞ্চ হসপিটালের সামনে মাইকেল যখন ট্যাক্সি থেকে নামল, সে আশ্চর্য হয়ে দেখল যে রাস্তাটা সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। পরে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে, লবিটাকেও একেবারে জনহীন দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। এর কি মানে! ক্লেমেন্‌জা টেসিও করছেটা কি ? যদিও ওরা ওয়েস্ট পয়েণ্টের সামরিক প্রশিক্ষণ পায়নি, তবু সামরিক পদ্ধতির এটুকু তো ওদের জানা ছিল যে পাহারাদার রাখতে হয়। লবিতে অন্ততঃ গোটা দুই লোক থাকা উচিত ছিল।

শেষ আগন্তুকরাও চলে গেছিল, প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেছিল। ততক্ষণে মাইকেল সজাগ, সচেতন হয়ে উঠেছিল। ইনফর্মেশন ডেস্কে ও দাঁড়াল না, বাবার ঘরের নম্বর ওর জানা ছিল, চার তলায়। স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে চড়ে উঠে গেল মাইক। অবাক কাণ্ড, চার তলায় নার্সদের বসবার জায়গায় পৌঁছবার আগে কেউ ওকে থামাল না। নার্সের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, মাইক বাবার ঘরে ঢুকল। দরজার বাইরে কেউ ছিল না। যে দুজন গোয়েন্দার ওখানে থাকার কথা ছিল, বাবাকে পাহারা দেবার এবং প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে, তারাই বা কোন চুলোয় গেল ? টেসিও, ক্লেমেন্‌জার লোকরা কোথায় ? ঘরের মধ্যে কেউ আছে নাকি ? কিন্তু দরজাটা খোলাই ছিল। মাইকেল ভিতরে গেল।

খাটে কেউ একজন শুয়েছিল। জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে ডিসেম্বরের শীতল চাঁদের আলো এসে খাটে পড়েছিল, মাইকেল ওর বাবার মুখটা দেখতে পেল। তখন পর্যন্ত তাঁর মুখে কোনো ভাব ছিল না, অসমান নিশ্বাস, বুকটার বড় মৃদু ওঠা-পড়া। ইস্পাতের ফাঁসিকাঠ থেকে নল ঝুলে এসে নাসারন্ধ্রে ঢুকেছে। নিচের মেঝেতে একটা কাচের আধারে পাকস্থলীর অশুদ্ধ বস্তু অন্য নল দিয়ে বেরিয়ে এসে জমা হচ্ছে। কয়েক মিনিট সেখানে রইল মাইক, দেখে নিল বাবা ভালো ভাবেই রয়েছেন, তারপর পিছু হটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নার্সকে বলল, "আমার নাম মাইকেল কর্লিয়নি, আমি বাবার কাছে শুধু একটু

বসে থাকতে চাই। যে গোয়েন্দাদের পাহারা দেবার কথা ছিল, তারা কোথায় গেল ?"

নার্সটির বয়স কম, দেখতে সুন্দর, নিজের পদগত ক্ষমতার ওপর অগাধ আস্থা। সে বলল, "আপনার বাবার কাছে বড্ড বেশি লোকজন আসছিল, হাসপাতালের কাজের ব্যাঘাত হচ্ছিল। দশ মিনিট আগে পুলিসের লোক এসে তাদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আর সবে পাঁচ মিনিট হল হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরী টেলিফোন এসেছিল, পুলিসদের ডেকে দিলাম, তারপর তারাও চলে গেল। কিন্তু একটুও চিন্তা করবেন না। আমি একটু পর-পরই আপনার বাবার ঘরে উঁকি মারছি, সেখান থেকে টুঁ শব্দটি শুনতে পাচ্ছি না। ঐ জন্যেই দরজাগুলো খুলে রাখা হয়।"

মাইকেল "বলল, ধন্যবাদ। আমি একটু বাবার কাছে বসি, কেমন ?"

মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে হেসে বলল, "একটুক্ষণ বসুন, তারপর কিন্তু আপনাকে চলে যেতে হবে। এই রকমই নিয়ম, জানেন তো।"

মাইকেল বাবার ঘরে ফিরে গেল। ফোন তুলে হাসপাতালের অপারেটরের কাছে লং বীচের নম্বর চাইল, কোণায় আপিস-ঘরের নম্বর। সনি উত্তর দিল। মাইকেল ফিসফিস করে বলল, "সনি, আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। এখানে দেরি করে এসে দেখি, কেউ কোথাও নেই। টেসিওর লোকরা কেউ নেই। দরজায় গোয়েন্দারা নেই। বাবা একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় আছেন।" মাইকের গলা কাঁপছিল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর উল্টো দিক থেকে সনির গলা শোনা গেল, চাপা এবং উদ্বিগ্ন, "এটা হল সলট্‌সোর চাল, যার কথা তুমি বলেছিলে।"

মাইক বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ও কি করে পুলিসের লোকদের সবাইকে সরাতে পারল ? তারা গেলই বা কোথায় ? টেসিওর লোকদের কি হয়েছে ? কি সর্বনাশ, সলট্‌সো ব্যাটা বজ্জাত কি নিউ ইয়র্কের পুলিস ডিপার্টমেণ্টকেও হাত করে ফেলেছে নাকি ?"

সান্ত্বনার সুরে সনি বলল, "ব্যস্ত হয়ো না, ভাই। আমাদের কপাল ভালো বলতে হবে যে তুমি এত দেরি করে হাসপাতালে গেলে। বাবার ঘরেই থাকো। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। পনেরো মিনিটের মধ্যে কয়েকজন লোক পাঠাচ্ছি, কয়েকটা ফোন করতে যেটুকু সময় লাগবে। চুপ করে বসে থাক, ঘাবড়িও না। ঠিক আছে, ভাই।"

মাইকেল বলল, "না, ঘাবড়াব না।" এই ব্যাপারটা শুরু হয়ে অবধি এই প্রথম একটা প্রচণ্ড রাগ ওকে পেয়ে বসল, বাবার শত্রুদের ওপর হিমশীতল একটা বিদ্বেষ। ফোন তুলে, ঘণ্টি বাজিয়ে মাইক নার্সকে ডাকল। এবার সে সনির পরামর্শ অমান্য করে, নিজের বিচার মতো কাজ করবে স্থির করল। নার্স আসতেই, মাইক বলল, "তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না, কিন্তু বাবাকে এক্ষুনি এখান

থেকে সরাতে হবে। অন্য ঘরে, কিংবা অন্য তলায়। ঐসব টিউবগুলো খুলে ফেলতে পারবে ? যাতে খাটটাকে চাকার ওপর ঠেলে বের করে নেওয়া যায়।"

নার্স বলল, "তাই কখনো হয় ? ডাক্তারের অনুমতি নিতে হবে যে।"

মাইকেল দ্রুতকণ্ঠে বলল, "কাগজে নিশ্চয় বাবার কথা পড়েছ। দেখতেই পাচ্ছ আজ ওঁকে পাহারা দেবার কেউ নেই। আমি এক্ষুনি খবর পেলাম, ওঁকে মেরে ফেলবার জন্য কয়েকজন লোক এই হাসপাতালে আসবে। দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস কর, আমাকে সাহায্য কর।"

মাইকেলের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, ইচ্ছা করলেই সবাইকে প্রভাবিত করতে পারত।

নার্স বলল, "টিউব খুলবার দরকার নেই, খাটের সঙ্গে ঐ স্ট্যাণ্ডটারও চাকা গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।"

মাইক ফিসফিস করে বলল, "খালি ঘর আছে ?"

নার্স বলল, "হলের ও মাথায় আছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই, দ্রুত দক্ষভাবে কাজ সারা হল। তারপর মাইকেল নার্সকে বলল, "যতক্ষণ না সাহায্য এসে পৌঁছয়, ওঁর সঙ্গে এখানে থেকো। যদি বাইরে তোমার নিজের জায়গায় থাক, তাহলে তুমিও আহত হতে পার।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকেল বিছানা থেকে বাবার গলার স্বর শুনতে পেল, গলাটা ভাঙা কিন্তু জোরালো, "মাইকেল তুমি নাকি ? কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি ?"

খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে, বাবার হাতটা নিজের হাতে ধরল মাইক, "আমি মাইক। ভয় পেও না। শোন, বাবা, একটুও শব্দ কর না। বিশেষতঃ কেউ যদি এসে তোমার নাম ধরে ডাকে। কয়েকটা লোক তোমাকে মেরে ফেলতে চায়, বুঝতে পারছ ? কিন্তু আমি এখানে আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।"

তখনো ডন কর্লিয়নি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারছিলেন না কাল তাঁর কি হয়েছিল ; শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, তবু কনিষ্ঠ পুত্রের দিকে সদাশয় ভাবে হাসলেন, দেহে শক্তি নেই কিন্তু মনের ইচ্ছা তাকে বলেন, "এখন কেন ভয় পাব ? বারো বছর বয়স থেকে কত অচেনা লোক আমাকে মেরে ফেলবার জন্যে এসেছে।"

দশ

হাসপাতালটি ছোট, বে-সরকারী, তারপর একটিমাত্র প্রবেশপথ। জানলা দিয়ে মাইকেল নিচে রাস্তার দিকে তাকাল। বাঁকা একটা উঠোন থেকে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে যাওয়া যেত, রাস্তায় একটাও গাড়ি ছিল না। কিন্তু হাসপাতালের ভিতরে যে-ই আসুক, তাকে ঐ একটি প্রবেশপথ দিয়েই আসতে হত। মাইকেল জানত হাতে বেশি সময় নেই, তাই দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, চার প্রস্থ সিঁড়ি নেমে, এক তলার চওড়া সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে এল। এক ধারে অ্যাম্বু-

লেন্স রাখার বাঁধানো জায়গাটা দেখা গেল, কিন্তু সেখানেও কোনো গাড়ি কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ছিল না।

হাসপাতালের বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মাইকেল একটা সিগারেট ধরাল। তারপর কোটের বোতাম খুলে রাস্তার একটা বাতির নিচে গিয়ে দাঁড়াল, যাতে সবাই তার মুখ দেখতে পায়। নাইন্থ অ্যাভেনিউ থেকে একজন যুবক তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিল, তার বগলের তলায় একটা প্যাকেট। যুবকের পরনে কম্ব্যাট-জ্যাকেট, মাথায় ঘন কালো চুলের রাশি। আলোর নিচে আসতেই মুখখানাকে চেনা-চেনা লাগল, কিন্তু কে তা ঠাওর হল না। এদিকে যুবক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে, ভারি ইতালীয় টান দিয়ে বলল, "ডন মাইকেল, আমাকে মনে নেই? আমি এন্‌জো, রুটিওয়ালা নাজরিনি পানিতেরার সহকারী, তাঁর জামাইও। আপনার বাবা সরকারকে বলে আমার অ্যামেরিকায় থাকার বন্দোবস্ত করেছিলেন, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।"

মাইকেল তার কর-মর্দন করল, এবার তাকে মনে পড়ল। এন্‌জো বলে চলল, "আপনার বাবাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। এত রাতে কি আমাকে হাসপাতালে ঢুকতে দেবে?"

মৃদু হেসে মাইক মাথা নাড়ল। "না, তবু অনেক ধন্যবাদ। আমি ডনকে বলব তুমি এসেছিলে।" গর্জন করে একটা গাড়ি এল, মাইক অমনি সজাগ হয়ে উঠল। এন্‌জোকে বলল, "এখান থেকে শীগ্‌গির চলে যাও। গোলমাল হতে পারে। আর পুলিসের সঙ্গে গোলমালে জড়িত হয়ে কাজ নেই।"

ইতালীয় ছোকরার মুখে ভীতির ভাব দেখা গেল। পুলিসের সঙ্গে গোলমালে পড়ার ফলে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হতে পারে, হয়তো নাগরিকত্বও পাবে না। ছোকরা কিন্তু তবু সটাং দাঁড়িয়ে রইল। ইতালীয় ভাষায় ফিসফিস করে বলল, "গোলমাল বাধলে, আমি এখানে থেকে সাহায্য করব। ধর্মবাপের কাছে সেটুকু ঋণী আমি।"

কথাটা মাইকেলের মনে লাগল। সবে আরেকবার তাকে চলে যেতে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মনে হল, থেকেই যাক না ছোকরা। হাসপাতালের সামনে দুজন লোককে দেখলে হয়তো সলট্‌সোর দঙ্গলের কেউ কাজ হাসিল করতে এসে, পেছপাও হতে পারে। একজনকে দেখে কখনোই হবে না। এন্‌জোকে একটা সিগারেট দিয়ে, সেটি ধরিয়ে দিল মাইকেল। ডিসেম্বরের সেই শীতের রাতে দুজনে পথের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে রইল। হাসপাতালের জানলার হলদে সার্সিগুলো বড়দিন উপলক্ষ্যে সবুজ পাতার মালায় দ্বিখণ্ডিত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তারা ওদের দিকে মিটমিট করে চাইছে। সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় নাইন্‌থ অ্যাভেনিউ থেকে একটা নিচু লম্বা কালো গাড়ি থার্টিয়েথ স্ট্রীটে ঢুকে ফুটপাত ঘেঁষে ওদের দিকে এগিয়ে এল। প্রায় থেমে গেছিল গাড়িটা। মাইকেল আরোহীদের মুখ দেখবার জন্য গাড়ির মধ্যে উঁকি মারল, নিজের অজ্ঞাতসারে ওর

শরীরটা কুঁকড়ে এল। গাড়িটা থামতে গিয়েও আবার বেগ বাড়িয়ে এগিয়ে গেল। মাইকেলকে কেউ চিনতে পেরেছিল। মাইক এন্‌জোকে আরেকটা সিগারেট দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল রুটিওয়ালার হাত কাঁপছে। আশ্চর্য হয়ে দেখল নিজের হাত অকম্পিত।

বড়জোর দশ মিনিট ওরা পথে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেল, তারপর পুলিস গাড়ির সাইরেনের শব্দে নৈশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল। নাইন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউ থেকে একটা টহলদার গাড়ি এত জোরে মোড় নিল যে টায়ারগুলো ফ্যাঁশ-ফ্যাঁশ করে উঠল; গাড়িটা হাসপাতালের সামনে থামল। পিছন পিছন আরো দুটো স্কোয়াড গাড়ি এসে দাঁড়াল। হাসপাতালের প্রবেশপথে ইউনিফর্ম পরা পুলিস আর গোয়েন্দা গিজগিজ করতে লাগল। মাইকেল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সাবাস্‌ সনি! সে নিশ্চয় পত্রপাঠ পুলিসে খবর দিয়েছিল। ওদের দিকে মাইক এগিয়ে গেল।

দুজন বিশালদেহ হোঁৎকা পুলিসের লোক ওর দু হাত চেপে ধরল। আরেকজন দেখে নিল সঙ্গে বন্দুক আছে কিনা। লম্বা-চওড়া এক পুলিসের কাপ্তান, টুপিতে সোনালী ফিতে বসানো, সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল, ওর লোকরা সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে ওর যাবার পথ করে দিল। অতখানি মোটা মানুষ, টুপির নিচ থেকে দেখা যাচ্ছিল চুল পেকেছে, কিন্তু শরীর কেমন ক্ষিপ্র। মুখটা গোমাংসের মতো লাল। লোকটা মাইকেলের কাছে এসে কর্কশকণ্ঠে বলল, "আমার ধারণা ছিল তোমার মতো সব চালবাজ গুণ্ডাদের ফাটকে পোরা হয়েছে। তুমি কে হে, এখানে করছই বা কি?"

মাইকেলের পাশ থেকে একজন পুলিস বলল, "ওর কাছে অস্ত্রশস্ত্র নেই, ক্যাপ্টেন।"

মাইকেল কোনো উত্তর দিল না। পুলিসের এই কাপ্তানকে সে খুব নজর করে দেখছিল, আবেগশূন্য ভাবে ওর মুখ, ওর ইস্পাতের মতো নীল চোখ পর্যবেক্ষণ করছিল। সাধারণ পোশাক পরা একজন গোয়েন্দা বলল, "উনি হলেন মাইকেল কর্লিয়নি, ডনের ছেলে।"

শান্তকণ্ঠে মাইক জিজ্ঞাসা করল, "যে-সব গোয়েন্দাদের বাবাকে পাহারা দেবার কথা ছিল, তাদের কি হল? ও-কাজ থেকে কে তাদের সরাল।"

রাগের চোটে পুলিস কাপ্তনের মুখ আরো লাল হয়ে উঠল, "ব্যাটা বজ্জাত গুণ্ডা, কোথাকার কে তুমি যে আমাকে আমার কাজ শেখাতে এসেছ? আমি ওদের সরিয়েছি। যত সব ডেগো গুণ্ডারা কে কাকে খুন করল, তাতে আমার বয়ে গেল। যদি আমার কথায় কাজ হত, তাহলে তোমার বাপকে বাঁচাতে একটা আঙুল তুলতাম না। এবার এখান থেকে কেটে পড় দেখি। এই রাস্তা থেকে সরে পড়, হারামজাদা, আর রুগীদের সঙ্গে দেখা করবার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া এই হাসপাতালে এসো না।"

মাইকেল তখনো মনোযোগ দিয়ে তার মুখ দেখছিল। ও যা বলল তাতে

মাইকের একটুও রাগ হয়নি। বিদ্যুৎবেগে ওর মস্তিষ্ক কাজ করছিল। এও কি সম্ভব যে ঐ প্রথম গাড়িতে সলট্সো ছিল এবং সে মাইককে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল? এও কি সম্ভব যে তারপর সলট্সো গিয়ে এই কাপ্তানটাকে ফোন করে বলেছিলো, "এটা কি করে হল যে কর্লিয়নির লোকরা এখনো হাসপাতালের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে? ওদের আটক করে রাখার জন্য তোমাদের না টাকা দেওয়া হয়েছে?" এ-ও কি সম্ভব যে সনি যেমন বলেছিল এ সমস্তই সযত্নে পূর্ব-পরিকল্পিত? সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। তখনো মাথা ঠাণ্ডা রেখে মাইক কাপ্তানকে বলল, "বাবার ঘরের চারদিকে তুমি পাহারাওয়ালা না বসানো পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।"

কাপ্তান কোনো উত্তর না দিয়ে, পাশেই যে গোয়েন্দা দাঁড়িয়েছিল, তাকে বলল, "ফিল, এই হতভাগাকে আটক কর।"

গোয়েন্দাটি ইতস্ততঃ করে বলল, "ছোকরার কাছে অস্ত্র নেই, ক্যাপ্টেন! যুদ্ধে ওর বীরত্বের খ্যাতি ছিল, ও কখনো কোনো বে-আইনী কাজে জড়িত থাকেনি। কাগজে এই নিয়ে বিশ্রী সমালোচনা হতে পারে।"

কাপ্তান অমনি গোয়েন্দার দিকে রুখে দাঁড়িয়ে, রাগে মুখ লাল করে, গর্জন করে উঠল, "উচ্ছন্ন যাও! বলিনি ওকে আটক কর।"

মাইক তখনো ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করছিল; একটুও রাগ না দেখিয়ে সুচিন্তিত বিদ্বেষের সঙ্গে সে বলল, "বাবাকে ঘায়েল করবার জন্য সলট্সো তোমাকে কত টাকা দিচ্ছে, ক্যাপ্টেন?"

তখন পুলিস-কাপ্তান ওর দিকে ফিরে, সেই দুই হোঁৎকা গোয়েন্দাদের বলল, "ওকে ধর।" মাইকেল টের পেল দু পাশ থেকে ওর দুই হাত ওরা চেপে ধরল। তারপর দেখতে পেল কাপ্তানের বজ্রমুষ্টি বাঁকা ভাবে ওর মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। সরে যাবার চেষ্টা করল মাইক, তবু ঘুষিটা গিয়ে গালের হাড়ে লাগল। মাথার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। মুখের ভিতরটা রক্তে আর ছোট ছোট শক্ত হাড়ের কুঁচিতে ভরে গেল, কুচিগুলো যে ওর দাঁত মাইক সেটা বুঝল। আরো অনুভব করল যে মাথার একটা পাশ ফুলে উঠেছে, বাতাস পুরলে যেমন হয়। পায়ের কোনো ওজন ছিল না, পড়েই যেত, পুলিসের লোক দুটো যদি ওকে ধরে না রাখত। তখনো কিন্তু ওর জ্ঞান ছিল। সাধারণ পোশাক পরা গোয়েন্দাটি মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, যাতে কাপ্তান ওকে আবার মারতে না পারে, সে বলছিল, "কি সর্বনাশ, কাপ্তান, ওকে বড়ই জখম করলেন যে!"

কাপ্তান জোরে জোরে বলল, "আমি ওকে ছুঁইনি। ও-ই আমাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পড়ে গেছে। বুঝলে কথাটা? গ্রেপ্তার হতে আপত্তি করছিল।"

একটা লাল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মাইক দেখল আরো কয়েকটা গাড়ি এসে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে লোকজন নামছিল। একজনকে চিনতেও পারল, সে হল ক্লেমেন্জার উকীল; সে পুলিস-কাপ্তানকে দৃঢ় কায়দাদুরস্ত ভাবে

বলছিল,"কর্লিয়নি পরিবার একটা বেসরকারী গোয়েন্দা কোম্পানিকে ভাড়া করেছে মিঃ কর্লিয়নিকে পাহারা দেবার জন্য। আমার সঙ্গে যে-সব লোক এসেছে তাদের বন্দুকের লাইসেন্স আছে,ক্যাপ্টেন। ওদের যদি আপনি গ্রেপ্তার করেন কাল সকালে একজন জজের সামনে আপনাকে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শাতে হবে।"

উকীল তারপর মাইকেলের দিকে ফিরে বলল, "যে তোমার এই হাল করেছে; তার নামে কি তুমি অভিযোগ আনতে চাও ?"

মাইকেলের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। চোয়াল দুটো একসঙ্গে মিলছিল না, তবু কোনোমতে বিড়বিড় করে বলল, "আমি পা পিছলে পড়ে গেছিলাম।" দেখলে কাপ্তান ওর দিকে ফিরেছে, চোখে জয়োল্লাসের দৃষ্টি। তার উত্তরে মাইক হাসবার চেষ্টা করল। ওর অভিপ্রায়, যেমন করে হোক মনের ঐ মধুর হিমশীতল ভাবটা, সারা দেহে প্রবাহিত বরফের মতো ঠাণ্ডা আক্রোশের ভাবটা গোপন করতে হবে। এখন মনের মধ্যে যা হচ্ছিল, সেটার সম্বন্ধে দুনিয়ার কাউকে সতর্ক করে দেবার ওর ইচ্ছা হচ্ছিল না। ডনেরও হত না। তারপরেই টের পেল ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর মাইক জ্ঞান হারিয়েছিল।

সকালে উঠে মাইক দেখল ওর চোয়াল দুটি তার দিয়ে বাঁধা, আর মুখের বাঁ ধারের চারটে দাঁত নেই। খাটের পাশে হেগেন বসে ছিল।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে কি ওষুধ দিয়ে বেহুঁস করা হয়েছিল।"

হেগেন বলল, "হ্যা। মাড়ি থেকে হাড়ের কুঁচি বের করতে হয়েছিল। ওরা ভাবল তাতে তোমার বড্ড ব্যথা লাগবে। তাছাড়া এমনিতেই তো প্রায় বেহুঁশ হয়েই ছিলে।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "আর কোথাও জখম হয়েছি ?" হেগেন বলল, "না। সনি তোমাকে লং বীচের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে। যেতে পারবে মনে হয় ?"

মাইকেল বলল, "নিশ্চয়ই। ডন ভালো আছেন ?" হেগেনের মুখটা লাল হয়ে উঠল। "মনে হয় এবার ও সমস্যাটা মেটানো গেছে। একটা বেসরকারী গোয়েন্দা কোম্পানি ভাড়া করা হয়েছে, সমস্ত জায়গাটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। গাড়িতে উঠে তোমাকে আরো বলব।"

ক্লেমেন্‌জা গাড়ি চালাচ্ছিল, মাইকেল আর হেগেন পিছনে বসে ছিল। মাইকের মাথা দপ-দপ করছিল। "কাল রাতে আসলে কি কাণ্ড ঘটেছিল তা তোমরা বের করতে পেরেছিলে কি ?"

হেগেন শান্ত ভাবে বলল, "সনির একজন লোক আছে পুলিসে, ঐ যে ফিলিপ্‌স্ বলে গোয়েন্দা, যে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। ও-ই আমাদের সব জানিয়েছে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি বলে ঐ পুলিসি-কাপ্তান পুলিসে ঢুকে অবধি বেজায় ঘুষ খায়। আমাদের পরিবারও ওকে প্রচুর টাকা দিয়েছে। ব্যাটা ভারি লোভী, তার ওপর ওকে বিশ্বাস করা যায় না। তবে সলট্‌সো নিশ্চয় দেদার টাকা দিয়েছে। রুগীদের সঙ্গে দেখা করবার সময় পেরিয়ে যাবামাত্র ম্যাক্‌ক্লাস্কি টেসিওর লোকদের

হাসপাতালের ভিতর থেকে, বাইরে থেকে ধরে নিয়ে গেছিল। কারো কারো সঙ্গে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও কোনো সুবিধা করতে পারেনি। তারপর ডনের ঘরের দরজা থেকে সরকারী পাহারাদার গোয়েন্দাদেরও ব্যাটা সরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল ওদের আরেকটা কাজের জন্য দরকার. ওদের জায়গায় অন্য পুলিস এসে পাহারার ভার নেবে, কিন্তু ও-সব ওর চালাকি! সব ভুয়ো। ডনকে ঘায়েল করার সুবিধা করে দেবার জন্য হতভাগা টাকা খেয়েছিল। ফিলপ্‌স্‌ বলছে ও এমনি লোক যে আবার চেষ্টা করবে। সলট্‌সো নিশ্চয়ই শুরুতেই ওকে এন্তার টাকা দিয়ে রেখেছে আর কাজ হাসিল হলে আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেবে বলেছে।"

"আমার আহত হওয়ার কথা কাগজে বেরিয়েছিল ?

হেগেন বলল, "না। ওটা আমরা চেপে গেছি। কেউ চায় না যে ওটা জানাজানি হয়। পুলিসও না, আমরাও না।"

মাইকেল বলল, "ভালো কথা। এন্‌জো ছোকরা সরে পড়তে পেরেছিল ?"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ। ও তোমার চেয়ে চটপটে। পুলিস দেখা দিতেই ও অদৃশ্য হয়ে গেছিল। এখন বলছে এখান দিয়ে সলট্‌সোর গাড়ি চলে যাবার সময় ও তোমাকে ঠেকা দিয়েছিল। সত্যি নাকি ?"

মাইকেল বলল, "হ্যাঁ। ছেলেটা ভালো।"

হেগেন বলল, "সেজন্য ওর ভালো ব্যবস্থা হবে। তোমার এখন কেমন লাগছে ?" হেগেনের মুখে উদ্বেগ। "দেখতে বিশ্রী লাগছে।"

মাইকেল বলল, "আমি ভালোই আছি। পুলিস-কাপ্তানের কি নাম বললে ?"

হেগেন বলল, "ম্যাক্‌ক্লাস্কি। ভালো কথা, হয়তো শুনে খুশি হবে যে শেষ পর্যন্ত কর্লিয়নি পরিবার একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছে। ব্রুনো টাটাগ্লিয়া, ভোর চারটের সময়।"

মাইকেল সোজা হয়ে উঠে বসল, "কি করে হল ? আমি তো ভেবেছিলাম আমরা এখন চুপ করে এঁটে বসে থাকব।"

হেগেন কাঁধ তুলল। "হাসপাতালের ঐ ব্যাপারের পর সনির মন শক্ত হয়ে গেল। সারা নিউ-ইয়র্ক, নিউ-জার্সিময় আমাদের বাট্‌ন-ম্যানরা চারিয়ে ছিল। কাল রাতে তালিকা তৈরি হয়ে গেল। আমি সনিকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি, মাইক। তুমিও ওর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার। একটা বড় রকম লড়াই না বাধিয়েও গোটা ব্যাপারটা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব।"

মাইকেল বলল, "ওর সঙ্গে কথা বলে দেখব। আজ সকালে পরামর্শ করা হবে নাকি ?"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ। শেষ অবধি সলট্‌সো যোগাযোগ করেছে, আমাদের সঙ্গে বসতে চায়। একজন মধ্যস্থ হয়ে খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করছে। তার মানে আমাদের জিত। সলট্‌সো জানে ও হেরে গেছে, এখন প্রাণ নিয়ে সরে পড়তে পারলে বাঁচে।" একটু হেসে হেগেন বলল, "হয়তো ভেবেছিল আমরা কমজুরি হয়ে পড়েছি, হার

মানতে আমারা তৈরি, কারণ আমরা উল্টে মার দিইনি। এখন টাটাগ্লিয়াদের এক ছেলে মরাতে, ও টের পেয়েছে আমরা সহজে ছেড়ে দেব না। ডনকে আক্রমণ করে ব্যাটা মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিল। ভালো কথা, লুকা সম্বন্ধে পাকা খবর পাওয়া গেছে। তোমার বাবাকে গুলি করবার আগের রাতে ওরা ওকে মেরে ফেলেছিল। ব্রুনোর নাইট-ক্লাবে। বোঝ একবার!"

মাইকেল বলল, "নিশ্চয়ই ওকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল।"

লং বীচের বাড়ির প্রবেশপথে আড়ভাবে একটা লম্বা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে, রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। গাড়ির হুডে ঠেস দিয়ে দুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। মাইক লক্ষ্য করল দুই পাশের বাড়ি দুটোর ওপর-তলার জানলাগুলো খোলা। সনি তাহলে সত্যিই সহজে ছাড়বে না।

প্রাঙ্গণের বাইরে ক্লেমেন্‌জা গাড়ি দাঁড় করাল, ওরা হেঁটে ভিতরে গেল। রক্ষীরা দুজনই ক্লেমেন্‌জার লোক, ওদের দেখে সে ভুরু কুঁচকাল, ঐ রকমই তার অভিবাদন। তারাও মাথা দুলিয়ে স্বীকৃতি জানাল। কেউ হাসল না, কেউ মুখে অভিবাদন করল না। ক্লেমেন্‌জা হেগেনকে আর মাইকেল কর্লিয়নিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। ওরা ঘণ্টি দেবার আগেই আরেকজন রক্ষী দরজা খুলে দিল।

বোঝাই গেল সে ওপরের জানলা থেকে চোখ রাখছিল। কোণের আপিস ঘরে গিয়ে ওরা দেখল সনি আর টেসিও ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। সনি উঠে মাইকেলের কাছে এসে, দুই হাতে ছোট ভাইয়ের মাথাটি ধরে তামাশা করে বলল, "বাঃ, চমৎকার, চমৎকার!" মাইকেল ওর হাত ঠেলে সরিয়ে ডেস্কের কাছে গিয়ে খানিকটা স্কচ্ হুইস্কি ঢেলে নিল, তাতে যদি তার-বাঁধা চোয়ালের চাপা বেদনাটা কমে।

ঘরের চারদিকে পাঁচজন বসে পড়ল, এবার কিন্তু ঘরের আবহাওয়াটা আগের বারের চাইতে আলাদা। সনি আরো খুশি, আরো প্রফুল্ল; মাইকেল বুঝতে পারল সে প্রফুল্লতার অর্থটা কি। বড় ভাইয়ের মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই। সে স্থির করে ফেলেছে, কিছুতেই তাকে আর বিচলিত করা যাবে না। আগের রাতের সলট্‌সোর ঐ চেষ্টাটার পর আর কথা নয়। মিটমাট করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সনি হেগেনকে বলল, "তুমি যখন ছিলে না, তখন যে লোকটা মধ্যস্থতা করছিল, তার কাছ থেকে খবর পেলাম, তুর্ক এখন দেখা করতে চায়।" সনি হাসতে লাগল, "ব্যাটাচ্ছেলের বুকের পাটা দেখেছ!" কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধার সুর "কাল ঐরকম তাড়া খেয়ে আজ কিংবা আগামী কাল আবার দেখা করতে চায়! এদিকে আমরা বুঝি চুপ করে শুয়ে শুয়ে ও যা বলবে তাই মেনে নেব! হারামজাদার আস্পর্ধা কম নয়!"

টম সাবধানে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি উত্তর দিলে?" এক গাল হেসে সনি বলল "আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখা করব না কেন? ও যখনি বলবে।

আমাদের কোনো তাড়া নেই। চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় আমাদের শতখানেক বাট্‌ন্‌-ম্যান ঘুরছে। সলট্‌সো তার পোঁদের রোঁয়াটুকু দেখালে ওরা ওকে কোতোল করবে। যত সময় চায়, নিক না ওরা।"

হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "কোনো পাকা প্রস্তাব দিয়েছিল?" সনি বলল, "হ্যাঁ। মাইক যেন গিয়ে ওদের প্রস্তাব শুনে আসে। মধ্যস্থ লোকটা ওর নিরাপত্তার জামিন হবে। সলট্‌সো নিজের নিরাপত্তার জামিন চায়নি, ও জানে তা চাইবার কারণ নেই। কোনো প্রয়োজনও নেই। ওদের দিক থেকেই মোকাবিলার বন্দোবস্ত করা হবে। ওর লোকরাই মাইককে তুলে মিটিং-এর জায়গায় নিয়ে যাবে। মাইক সলট্‌সোর কথা শুনবার পর, ওরা ওকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু মিটিং-এর জায়গাটা প্রকাশ করা হবে না। ওরা কথা দিচ্ছে যে প্রস্তাবটা এত ভালো যে আমরা কখনোই সেটা প্রত্যাখ্যান করব না।"

হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "আর টাটাগ্লিয়াদের কি খবর? ক্রনোর বিষয় নিয়ে তারা কি করবে?"

"ওটাও প্রস্তাবের মধ্যে আছে। মধ্যস্থ বলছে টাটাগ্লিয়া পরিবার সলট্‌সোকে সমর্থন করে যাবে বলে স্থির করেছে। ক্রনোর কথা ওরা মন থেকে মুছে ফেলবে। বাবাকে ওরা যা করেছিলো, ক্রনো তারি দাম দিয়েছে। সব শোধ-বোধ হয়ে গেছে।" সনি আবার হাসতে লাগল, "হারামজাদাদের সতর্কতা দেখ!"

সাবধানে হেগেন বলল, "ওদের কি বলার আছে, সেটা আমাদের শোনা উচিত।"

সনি মাথা নাড়ল, "না, না, কনসিলিওরি, এবার নয়।" ওর কণ্ঠে সামান্য একটু ইতালীয় টান শোনা গেল। মজা করবার জন্য, ইচ্ছা করে সনি বাপের নকল করছিল। "আর মিটিং নয়। আর আলোচনা নয়। সলট্‌সোর চালাকি আর নয়। মধ্যস্থ যেই আমাদের উত্তর শুনবার জন্য আবার যোগাযোগ করবে, আমার ইচ্ছা তুমি তাকে একটিমাত্র উত্তর দাও। আমি সলট্‌সোকে চাই। না পেলে, সামগ্রিক লড়াই। আমরা তোশক নেব; বাট্‌ন্‌-ম্যানদের সবাইকে পথে ছাড়ব। ব্যবসার ক্ষতি হবে, সে আর কি করা যায়।"

হেগেন বলল, "অন্য পরিবারগুলো সামগ্রিক লড়াইতে সম্মত হবে না। তাতে সকলের বড় ক্ষতি হয়।"

সনি কাঁধ তুলে বলল, "তার একটা সহজ সমাধান আছে। হয় আমার কাছে সলট্‌সোকে দাও, নয় কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে লড়াই কর।" একটু থামল সনি, তারপর কর্কশ ভাবে বলল, "কি করে মিটমাট করা যায়, সে সম্বন্ধে আর কোনো পরামর্শ নয়, টম। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। তোমার কাজ হল আমাকে জয়লাভ করতে সাহায্য করা। বুঝলে তো।"

হেগেন মাথা নিচু করল। একটুক্ষণের জন্য সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হল। তারপর বলল, "থানায় তোমার চরের সঙ্গে কথা হল। সে বলছে ক্যাপ্টেন

ম্যাক্‌ক্লাস্কি অবশ্যই সলট্‌সোর কাছে টাকা খায় এবং বড় টাকা খায়। শুধু তাই নয়, তাকে মাদক-ব্যবসার একটা ভাগ দেওয়া হবে। সে সলট্‌সোর দেহরক্ষী হতে রাজী হয়েছে। সঙ্গে ম্যাক্‌ক্লাস্কি না থাকলে গর্ত থেকে তুর্ক নাকটি পর্যন্ত বাড়াবে না। আলোচনার জন্য যখন সলট্‌সো মাইকের সামনে বসবে, ম্যাক্‌ক্লাস্কি ওর পাশে বসে থাকবে। সাধারণ পোশাক পরে, কিন্তু বন্দুক নিয়ে। এখন তোমাকে একথা বুঝতে হবে, সনি, যে যতক্ষণ সলর্টসো এভাবে রক্ষিত থাকবে, ওকে ধরা-ছোঁয়া-যাবে না। আজ পর্যন্ত কেউ কোনো নিউ-ইয়র্ক পুলিস-কাপ্তানকে গুলি করে মেরে পার পায়নি। শহর তাহলে অসহ্য রকম গরম হয়ে উঠবে, খবরের কাগজ, পুলিস বিভাগ, গির্জার কর্তৃপক্ষ, সকলে তেরিয়া হয়ে উঠবে। সে এক সর্বনেশে অবস্থা হবে। ইতালীয় পরিবারগুলোও তোমাদের বিপক্ষে যাবে। কর্লিয়নি পরিবারকে এক ঘরে করা হবে। এমন কি বুড়ো ভদ্রলোকের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকরাও পালিয়ে বাঁচবে। এ-সমস্ত ভেবে নিয়ে তবে কাজ কর।"

সনি কাঁধ তুলল, "ম্যাক্‌ক্লাস্কি তো আর চিরকাল তুর্কের কাছে থাকতে পারবে না। আমরাও অপেক্ষা করব।"

টেসিও আর ক্লোমন্‌জা অস্বস্তির সঙ্গে চুরুট ফুঁকছিল, কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না কিন্তু ঘেমে ঝোল হচ্ছিল। ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, ওদেরই গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে দড়িতে শুকোনো হবে।

এই প্রথম মাইকেল কথা বলল। হেগেনকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবাকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে আসা যায় না?"

হেগেন মাথা নাড়ল। "আমিও প্রথমেই ও-কথা জানতে চেয়েছিলাম। একেবারে অসম্ভব। তাঁর অবস্থা খুব খারাপ। বেঁচে উঠবেন, কিন্তু নানা রকম যত্ন দরকার, হয়তো আরো অস্ত্র করতে হতে পারে। অসম্ভব।"

মাইকেল বলল, "তাহলে এখনি সলট্‌সোকে ধরতে হবে। আর অপেক্ষা করা যায় না। ব্যাটা বড্ড সাংঘাতিক। কখন কোন নতুন ফন্দি আঁটবে। মনে রেখো, বাবাকে সরাতে পারলেই ওর জিত। ও সেটা জানে। বেশ ও বুঝছে যে অবস্থা সঙ্গীন, তাই আপাততঃ প্রাণের নিরাপত্তার বদলে হার মানতে রাজী আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি ওর কপালে মরণই লেখা থাকে, তাহলে ডনকে মারবার আরেকটা চেষ্টা ও দেবেই। আর ঐ পুলিস কাপ্তান স্যাঙাৎ থাকলে, কখন কি হয়, তাই বা কে বলতে পারে। সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। এখনি সলট্‌সোকে ঘায়েল করতে হবে।"

সনি চিন্তিত ভাবে দাড়ি চুলকোচ্ছিল। সে বলল, "যা বলেছ, ভাই। একেবারে মোক্ষম কথাই বলেছ। বাবাকে মারবার আরেকবার চেষ্টা করার সুযোগ সলট্‌সোকে কখনই দেওয়া যায় না।"

আস্তে আস্তে হেগেন বলল, "আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির কি হবে?"

ঠোঁটে ছোট্ট এবং অদ্ভুত একটা হাসি নিয়ে সনি মাইকের দিকে ফিরল, "হ্যাঁ,

তাহলে জাঁদরেল পুলিস-কাপ্তানের কি ব্যবস্থা হবে ?"

মাইকেল আস্তে আস্তে বলল, "বেশ, এটা একটা চরম অবস্থা। কিন্তু এমন সব সময় আসে যখন চরম ব্যবস্থাও অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এখন এই ভাবে চিন্তা করতে হবে যে ম্যাক্‌ক্লাস্কিকেও মেরে ফেলা দরকার। সেটা করবার একটা উপায় হল ওকে এমন জটিল ভাবে জড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে সকলেই দেখতে পাবে যে কর্তব্যরত একজন সৎ পুলিস কাপ্তানকে হত্যা করা হয়নি, বরং একজন দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস কর্মচারী নানান বে-আইনী কীর্তিকলাপে জড়িত ছিল, অন্যান্য দুষ্কৃতকারী-দের মতো সেও তার উচিত সাজা পেয়েছে। আমাদের মাইনে করা কর্মীদের মধ্যে সাংবাদিকরাও আছে, তাদের কাছে বিবৃতি দেওয়া যায় ; বিবৃতির সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণও দেওয়া যায়। তাতে গরম ভাবটা কিছু কমবে। কি রকম মনে হয় ?" বিনীতভাবে মাইকেল অন্যদের দিকে তাকাল। টেসিও আর ক্লেমেন্‌জার মুখ হাঁড়ি, দুজনেই কিছু বলতে নারাজ। সেই রকম অদ্ভুত করে হেসে সনি বলল, "বলে যাও, ভাই, খাসা বলছ। ডন সর্বদা বলতেন, 'শিশুদের মুখ থেকেই...'। থেমো না, আরো বল।"

হেগেনও অল্প হেসে, মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। মাইকেলের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। "দেখ ওরা চায় আমি সলট্‌সোর সঙ্গে কথা বলতে যাই। আমি, সলট্‌সো আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি ছাড়া কেউ থাকবে না। সে রকম ব্যস্থাই হোক, আজ থেকে দুদিন বাদে ; তারপর আমাদের গুপ্তচরদের লাগাও, কোথায় মিটিং হবে খুঁজে বের করুক। বলে দিও সাক্ষাৎকারটা প্রকাশ্য জায়গায় হতে হবে, আমি কারো ফ্ল্যাটে, কিংবা বাড়িতে যেতে রাজী নই। একটা রেস্তোরাঁয়, কিংবা 'বারে', ডিনার খাবার ভিড়ের সময়, তাহলে আমি নিরাপদ বোধ করব। ওরাও তাই করবে। সলট্‌সো পর্যন্ত সন্দেহ করবে না যে ক্যাপ্টেনকে গুলি করবার সাহস আমাদের হবে। আমি পৌঁছতেই নিশ্চয়ই ওরা দেখে নেবে সঙ্গে অস্ত্র আছে কি না, তখন বন্দুক থাকলে চলবে না ; কিন্তু ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় কি উপায়ে আমার কাছে বন্দুক পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটা তোমরা ভেবে দেখো। তাহলে আমি দুজনকেই ঘায়েল করব।'

চারটে মুখ ওর দিকে ফিরে হাঁ করে চেয়ে রইল। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও গম্ভীর হলেও অবাক্। হেগেনের মুখখানি করুণ, কিন্তু বিস্মিত নয়। কি যেন বলতে শুরু করে আবার মত বদলাল সে। শুধু সনির কিউপিডের মতো ভারি মুখটা আমোদে কুঁচকে উঠল, তার পরেই সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। নকল হাসি নয়, পেটের ভিতর থেকে উঠে আসা সত্যিকারের হাসি। ও বাস্তবিকই আহ্লাদে আটখানা। মাইকেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, হাসির দমকের মাঝে মাঝে সনি কথা বলবার চেষ্টা করছিল, 'তুমি হলে কলেজের সেরা ছেলে, পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে তুমি কোনোদিনও জড়িত হতে চাও না। এখন কি না সেই তুমি-ই তুর্ককে আর এক পুলিস কাপ্তানকে নস্যাৎ করতে চাও, কেন না ম্যাক্‌ক্লাস্কি তোমার

মুখ ভেঙে দিয়েছে। ব্যাপারটাকে তুমি ব্যক্তিগত ভাবে নিচ্ছ। আরে এটা একটা ব্যবসার বিষয়, ব্যক্তিগত কিছু নয়। একটা চড় খেয়েই তুমি দু-দুটো লোককে মেরে ফেলতে চাইছ। যত সব ভাঁওতা। এতকাল শুধু ভাঁওতা দিয়েই এসেছ!"

ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও সমস্ত ব্যাপারটাকেই ভুল বুঝল, ওরা ভাবল যে ছোট ভাইয়ের তেজ দেখে সনি বুঝি তামাশা করছে, কাজেই তারাও মাইকেলের দিকে খানিকটা কৃপার ভাব দেখিয়ে গাল ভরে হাসতে আরম্ভ করেছিল। একমাত্র হেগেন সতর্কতা অবলম্বন করে মুখে কোনো ভাব প্রকাশও করেনি।

মাইকেল সবার দিকে তাকিয়ে, শেষে সনির দিকে চোখ ফেরাল, সনি তখনো হাসি থামাতে পারেনি। সনি বলল, "তুমি কিনা দুজনকে ঘায়েল করবে? দেখ ভাই, এর জন্য কেউ তোমাকে পদক দেবে না, বরং ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে বসাবে। সেটা জান তো? এটা কিছু বাহাদুরের খেল নয়, ভাই, এক মাইল দূর থেকে কাউকে গুলি করা নয়। লোকদের চোখের সাদাটা দেখা গেলে তবে গুলি ছুঁড়তে হয়, মনে নেই স্কুলে এই রকম শেখানো হয়েছিল? একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে হয় আর ওদের মাথার ঘিলু তোমার সুন্দর আইভি লীগ স্যুটের উপর ছিটিয়ে পড়ে। কি মনে হয়, ভাই, এক ব্যাটা বুদ্ধু পুলিস তোমাকে থাপ্পড় দিয়েছে বলে তোমার ঐ রকম করতে ইচ্ছা করছে?" তখনো সনি হাসছিল।

মাইকেল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এবার হাসিটা থামালে ভালো হয়।" ওর মধ্যে এমন এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গেল যে ক্লেমেন্‌জার আর টেসিওর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল।

মাইকেল খুব লম্বা-চওড়া ছিল না, কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা থেকে যেন বিপদের সঙ্কেত বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে ওকে ডন কর্লিয়নিরই অবতার বলে মনে হচ্ছিল। চোখ দুটি কেমন ফিকে বাদামী দেখতে হয়েছিল, মুখ সম্পূর্ণ বিবর্ণ। মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে ওর চাইতে বড় আর জোরালো ভাইয়ের ওপর ও আছড়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে মাইকের হাতে অস্ত্র থাকলে, সনির বিপদ হত। সনি হাসি থামাল। ঠাণ্ডা মারাত্মক স্বরে মাইক বলল, "তুমি কি ভাবছ এ আমি করতে পারব না, হারামজাদা?"

সনি তার হাসির বেগ সামলে নিয়েছিল। সে বলল, "আমি জানি তুমি পারবে। তুমি যা বললে তাই নিয়ে আমি হাসিনি, মাইক। শেষ পর্যন্ত কি রকম অদ্ভুত অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তাই ভেবে হাসছিলাম। আমি সর্বদাই বলে এসেছি যে কর্লিয়নি পরিবারে তুমিই সব চাইতে জবরদস্ত, ডনের চাইতেও জবরদস্ত। একমাত্র তুমিই বুড়ো ভদ্রলোকের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছিলে। তোমার ছোটবেলাকার কথা আমার মনে আছে। বাপরে, কি প্রচণ্ড মেজাজ ছিল তোমার! আরে তুমি আমার সঙ্গেও মারামারি করতে, অথচ আমি তোমার চাইতে কত বড়। আর ফ্রেডিকে তো প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তোমাকে পিটিয়ে ছাতু করতে হত। এখন সলট্‌সো তোমাকে পরিবারের নাড়ুগোপাল ঠাউরেছে, কারণ তুমি

ম্যাক্‌ক্লাস্কির কাছে মার খেয়েও কিছু বলনি, তাছাড়া পারিবারিক লড়াই থেকে তুমি সর্বদা সরে থেকেছ। ও ভেবেছে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করলে ভাবনার কিছু নেই। ম্যাক্‌ক্লাস্কিও তোমাকে ভীতু ঠাউরেছে।" সনি একটুক্ষণ থেমে আস্তে আস্তে বলল, "কিন্তু তুমিও তো একজন কর্লিয়নি, ওরে ব্যাটা বেল্লিক। সে-কথা আমি ছাড়া কেউ জানত না। গত তিনদিন বাবার গুলি লাগা অবধি, আমি এইখানে বসে বসে অপেক্ষা করছি কখন তুমি তোমার ঐ আইভি লীগের যোগ্য বীর যোদ্ধার ভুয়ো সাজ খুলে ফেলে বেরিয়ে পড়বে। আমি অপেক্ষা করে ছিলাম কখন তুমি আমার ডান হাত হয়ে উঠবে, তখন দুজনে মিলে যত হারামজাদা আমাদের বাবাকে আর পরিবারকে ধ্বংস করতে চাইছে, সব কটাকে নিকেশ করে দেব। শুধু চোয়ালে একটা ঘুষির অপেক্ষায় ছিল সব। কি বলবে বল।" ভারি মজার একটা অঙ্গভঙ্গি করল সনি, একটা ঘুষির মতো, তারপর আবার বলল, "কি বলবে বল।"

ঘরের আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেছিল। মাইক মাথা নেড়ে বলল, "সনি, আমি এরকম করছি কারণ এ ছাড়া উপায় নেই। বাবাকে মারার সুযোগ সলট্‌সোকে আর দেওয়া যায় না। মনে হচ্ছে একমাত্র আমিই ও ব্যাটার খুব কাছে যেতে পারব। সমস্তটা আমি এঁটে রেখেছি। একজন পুলিস কাপ্তান কোতল করার জন্য তোমরা আর কাউকে পাবে বলে আমার মনে হয় না। হয়তো তুমি নিজে করতে পারতে, সনি, কিন্তু তোমার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তাছাড়া বাবা ভালো হয়ে না ওঠা অবধি পারিবারিক ব্যবসাটাও তো তোমাকেই দেখতে হবে। তাহলে বাকি থাকি আমি আর ফ্রেডি। ফ্রেডির তো শক্ লেগেছে, কিছুই করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত রইলাম আমি। এ তো সহজ যুক্তির কথা। চোয়ালে ঘুষির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

সনি উঠে এসে মাইককে বুকে জড়িয়ে ধরল। "কেন কি করছ তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না, যতক্ষণ তুমি আমাদের দলে আছ। আরেকটা কথাও বলে রাখি, যা যা বললে, ঠিকই বলেছ। তুমি কি বল, টম?"

হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "যুক্তিতে তো কোনো খুঁত নেই। তার কারণ আমার মতে ঐ রফা করার ব্যাপারে তুর্কের কোনো সততা দেখা যাবে না। আমার মনে হয় ওসব সত্ত্বেও ও ডনের ক্ষতি করতে চায়। এতাবৎ ওর যে-রকম হালচাল দেখেছি, তাতে অন্ততঃ সেই রকমই মনে হয়। কাজেই সলট্‌সোকে ঘায়েল করতে হবে। তার জন্য যদি পুলিস কাপ্তানকেও ঘায়েল করতে হয় তো তাই সই। কিন্তু কাজটা যে করবে, তার ওপর বেদম চাপ পড়বে। মাইককেই কি ও কাজ করতে হবে?"

সনি আস্তে আস্তে বলল, "আমি করতে পারি।" অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়ল হেগেন। "দশটা পুলিস কাপ্তান পাশে থাকলেও, ও তোমাকে ওর এক মাইলের মধ্যে পা দিতে দেবে না। তাছাড়া তুমি সাময়িক ভাবে আমাদের

পরিবারের মাথা। তোমাকে বিপদের ঝুঁকি নিতে দেওয়া যায় না।" তারপর থেমে, ক্লেমেন্‌জা টেসিওর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের মধ্যে কারো কোনো সুপটু বাটন্‌-ম্যান আছে, বিশেষ দক্ষ কেউ, যে এ কাজের ভার নিতে রাজী আছে? বাকি জীবনটা তার আর টাকাকড়ির জন্য ভাবতে হবে না।"

ক্লেমেন্‌জাই আগে কথা বলল, "সলট্‌সো চেনে না এমন কেউ নেই, দেখলেই ও সব বুঝে ফেলবে। আমি কিংবা টেসিও গেলেও একই কথা।"

হেগেন বলল, "খুব জবরদস্ত কেউ নেই, যে এখনো নাম করেনি, খুব ভালো, কিন্তু আনকোরা নতুন কেউ?"

দুই ক্যাপোরেজিমি মাথা নাড়ল। কথার ঝাঁঝ কমাবার জন্য একটু হেসে টেসিও বলল, "ও হল আন্তর্জাতিক খেলায় রংরুট নামানোর মতো।"

সনি তখন সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল, "তাহলে মাইককে যেতে হয়। তার লক্ষ লক্ষ কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণ হল যে ওরা ওকে আনাড়ি ঠাউরেছে। কাজটা ও করতে পারবে, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি; তারও গুরুত্ব আছে, কারণ ঐ ছ্যাচড় হারামজাদা তুর্ককে ঘায়েল করার এই একটাই সুযোগ পাওয়া যাবে। কাজেই এখন আমাদের ভাবতে হবে কি উপায়ে মাইকের সুবিধা করে দেওয়া যায়। টম, ক্লেমেন্‌জো, টেসিও, তোমরা খুঁজে বের কর সাক্ষাৎকারের জন্য মাইককে ওরা কোথায় নিয়ে যাবে। তার জন্য যতই খরচ হয় হোক। জায়গাটা জানলে, ওর হাতে কি ভাবে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া যাবে সে-কথা ভাবা যাবে। ক্লেমেন্‌জা, তোমার সংগ্রহ থেকে একটা সত্যিকার নিরাপদ বন্দুক ওকে দেবে। সব চাইতে ঠাণ্ডা অস্ত্র, যার কোন সূত্র ধরা যাবে না। দেখো যেন ব্যারেল বেঁটে আর বিস্ফোরণের ক্ষমতা বেশি হয়। বন্দুকের লক্ষ্য খুব নির্ভুল না হলেও চলবে। ব্যবহারের সময় মাইক তো একেবারে ওদের ঘাড়ের ওপর থাকবে। মাইক, বন্দুক ছুঁড়েই ওটাকে মাটিতে ফেলে দেবে। ওটা সমেত ধরা পড় না। ক্লেমেন্‌জা, ব্যারেলে আর ঘোড়াতে ঐ যে তোমার সেই বিশেষ জিনিসটা টেপ করে দিও, তাহলে আঙুলের ছাপ পড়বে না। মনে রেখো মাইক, আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ইত্যাদির সব বন্দোবস্ত করতে পারব, কিন্তু গ্রেপ্তার হবার সময় হাতে বন্দুক থাকলে কিছুই করতে পারব না। যানবাহন, রক্ষণাবেক্ষণ, সব তৈরি থাকবে। তারপর তুমি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, লম্বা ছুটি উপভোগ করবে, যত দিন না এদিককার চাপটা কেটে যায়। অনেক দিনের মতো তোমাকে বাইরে থাকতে হবে, মাইক, কিন্তু আমি চাই না তুমি তোমার বান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় নাও, কিংবা আদৌ তাকে ফোন কর। সব চুকেবুকে, তুমি বিদেশে গেলে, আমি ওকে জানিয়ে দেব যে তুমি ভালো আছ। এই আমার আদেশ।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সনি বলল, "এখন ক্লেমেন্‌জার কাছে কাছে থেকে, ও যে-বন্দুক বেছে দেবে, সেটি সরগড় করে নাও দিকি। পার তো

একটু অভ্যাসও করে নিও। আর সব ব্যবস্থা আমরা করব। সব। ঠিক আছে, ভাই?

আরেকবার মাইকেল কর্লিয়নি তার সমস্ত শরীর দিয়ে সেই মধুর সজীব শীতলতা অনুভব করল। বড় ভাইকে বলল, "এ রকম একটা বিষয় সম্বন্ধে বান্ধবীকে কিছু বলা নিয়ে ও-সব যা-তা বলার কোনো দরকার ছিল না। তুমি কি ভেবেছিলে আমি ওকে টেলিফোন করে বিদায়-গ্রহণ করব?"

সনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, তবে এখনো তো তুমি একজন রংরুট, তাই বানানটানানগুলো বলে দিচ্ছিলাম। ওসব ভুলে যাও।

এক গাল হেসে মাইক বলল, "ও আবার কেমন কথা, রংরুট? তুমি যেমন মন দিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের কথা শুনতে, আমিও তেমন শুনতাম। নইলে এত চালাক হলাম কি করে?" দুজনেই হাসতে লাগল।

হেগেন সকলের জন্য পানীয় ঢেলে দিল। তার মুখটাকে একটু হাঁড়িপানা দেখাচ্ছিল রাষ্ট্রনীতিবিৎকে জোর করে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে, আইনজ্ঞকে আইনের শরণ নিতে হচ্ছে। শেষটা টম বলল, "সে যাই হোক গে, কি করা হবে না হবে সেটা অন্ততঃ জানা গেল।"

এগারো

ক্যাপ্টেন মার্ক ম্যাক্‌ক্লাস্কি তার আপিসে বসে বসে বাজির স্লিপে বোঝাই তিনটে খাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কপালে ভ্রূকুটি, মনে মনে ভাবছিল স্লিপের ওপর গোপন সঙ্কেতে লেখা তথ্যগুলো পড়তে পারলে হত। পড়তে পারার খুবই দরকার। আগের রাতে কর্লিয়নি পরিবারের একজন বুকমেকারের আস্তানায় হামলা দিয়ে ওর লোকরা ওগুলো সংগ্রহ করে এনেছিল। এখন বুকমেকারটিকে ওগুলো আবার কিনে নিতে হবে, নইলে বাজি-খেলোয়াড়রা তাদের জিতের টাকা দাবি করতে না পেরে ওকে মেরে ছাতু করবে।

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির দিক থেকে বাজির কাগজের অর্থ উদ্ধার করার খুবই দরকার ছিল, বুকমেকারের কাছে ওগুলি আবার বিক্রি করবার সময় যাতে ঠকতে না হয়। যদি পঞ্চাশ হাজার ডলারের কারবার হয়, তাহলে হয়তো পাঁচ হাজার চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি বড় বড় বাজি ধরা হয়ে থাকে, লাখ দু-লাখের ব্যাপার যদি হয়, তাহলে তো দামটা আরো অনেক বেশি হওয়া উচিত। কিছুক্ষণ খামগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর ম্যাক্‌ক্লাস্কি স্থির করল বুকি ব্যাটা খানিক ভেবে মরুক, তারপর সে-ই একটা প্রস্তাব দিক। তার থেকেই বোঝা যাবে আসল দাম কত হওয়া উচিত।

আপিসের দেয়ালে টানানো থানার ঘড়ির দিকে তাকাল কাপ্তান। তেলতেলে তুর্ক সলট্‌সোকে তুলে নেবার সময় হয়ে গেছিল, কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে

কোথায় যেন দেখা করবার জন্য তাকে নিয়ে যেতে হবে। দেয়াল-আলমারির কাছে গিয়ে, ইউনিফর্ম ছেড়ে ম্যাক্ক্লাস্কি সাধারণ পোশাক পরতে লাগল। কাপড় ছাড়া হলে, স্ত্রীকে ডেকে বলে দিল রাতে বাড়িতে খাবে না, একটা কাজে বেরোতে হচ্ছে। স্ত্রীকে সে কোনো কথাই বলত না। তার ধারণা ছিল স্বামীর পুলিসের চাকরির আয় থেকেই ওদের ও-ভাবে চলত। ভেবে মজা লাগছিল ম্যাক্ক্লাস্কির যে ওর মারও ঐরকম বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ও নিজে অল্প বয়সেই সব জেনে গেছিল। বাবাই ওকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবা ছিলেন পুলিস সার্জেন্ট। প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি ছ বছরের ছেলেকে সঙ্গে করে নিজের এলাকাটা ঘুরে আসতেন আর দোকানদারদের কাছে ওকে চিনিয়ে দিয়ে বলতেন, "এটি আমার ছেলে।"

তারা ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে, ওর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত, তারপর ক্যাশ-রেজিস্টার খুলে ওকে পাঁচ-দশ ডলার উপহার দিত। দিনের শেষে খুদে মার্ক ম্যাক্ক্লাস্কির প্রত্যেকটা পকেট নোটে বোঝাই হয়ে যেত। ওর ভেবেও বেজায় গর্ব হত যে বাবার বন্ধুরা ওকে এত ভালোবাসে যে প্রত্যেক মাসে ওকে দেখলেই উপহার দেয়। বাবা অবশ্য টাকাগুলো ওর জন্য ব্যাঙ্কে জমা করে দিতেন, যাতে ওর কলেজে পড়ার খরচ ওঠে; খুদে মার্ক বড় জোর একটা পঞ্চাশ সেণ্টের মুদ্রা হাতে পেত।

তারপর বাড়ি ফিরলে যখন ওর পুলিস-কাকারা জিজ্ঞাসা করত বড় হয়ে ও কি হবে, ও আধো-আধো বুলিতে বলত, "পুলিস-ম্যান হব।" শুনে তারা হাসিতে ফেটে পড়ত। বলা বাহুল্য, পরে যদিও বাবার ইচ্ছা ছিল যে আগে ও কলেজের পড়া শেষ করুক, হাই-স্কুল শেষ করেই ও পুলিসে ঢুকবার জন্য পড়াশুনো করতে শুরু করে দিয়েছিল।

ভালো পুলিস ছিল ও, খুব সাহসী। পথের মোড়ে যত সব গুণ্ডা মাস্তান ছোকরা দৌরাত্ম্য করে বেড়াত, ও কাছে এলেই তারা পালাত। শেষ পর্যন্ত ওরা ওর এলাকাটাই ছেড়ে চলে গেছিল। জবরদস্ত পুলিস ছিল ও।

ন্যায়বিচার ও করত। নিজের ছেলেকে ও কখনো দোকানদারদের কাছে নিয়ে যেত না; আঁস্তাকুড়ের নিয়ম ভাঙার জন্য কিংবা বে-আইনী ভাবে গাড়ি রাখার জন্য কেউ ওর ছেলেকে টাকা দিত না। টাকাটা ও নিজের হাতেই নিত, ওর মনে হত ওটা ও-ই রোজগার করেছে। অন্যান্য পুলিসদের মতো, পায়ে হেঁটে টহল দেবার সময় ও কখনো বিশেষ করে শীতের রাতে সিনেমা হলে ঢুকে পড়ত না, চুপিসারে কোনো রেস্তোরাঁতেও ঢুকত না। ও সর্বদা রঁদে ঘুরত। দোকান-গুলোর যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করত, অনেক সুবিধাও করে দিত। 'বাওয়ারি'র দিক থেকে যদি মোদোরা আর মাতালরা গুটিগুটি ওর বীটের মধ্যে এসে উৎপাত শুরু করত, ও তাদের এমনি কঠোর ভাবে বিদায় করে দিত যে বাছাধনরা আর সেখানে মুখ দেখাত না। ওর এলাকার দোকানদাররা সেজন্য কৃতজ্ঞ ছিল এবং সে কৃতজ্ঞতটা

তারা প্রকাশও করত।

ম্যাক্‌ক্লাস্কি নিজেও নিয়ম মেনে চলত। ওর এলাকার বুকিরা জানত নিজে একটু বেশি লাভ করার উদ্দেশ্যে ও কখনো ওদের বিপদে ফেলবে না। থানার কমিশনের ন্যায্য ভাগ নিয়েই ও সন্তুষ্ট থাকত। তালিকায় আর সকলের সঙ্গে ওর নামও ছিল, বাড়তি মুনাফার ও কোনো চেষ্টা করত না। লোকটা ছিল একজন সৎ পুলিস কর্মী, ঘুষ খেত ন্যায্য ভাবে, ফলে পুলিস বিভাগে ওর পদোন্নতি কিছু চাঞ্চল্যকর না হলেও, নিয়মিত ভাবেই হয়ে চলেছিল।

এরই মধ্যে ও চারটি ছেলে নিয়ে একটা বড় পরিবার প্রতিপালন করেছিল। তাদের মধ্যে কেউই পুলিসে ঢোকেনি। সকলেই ফর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে গেছিল; ততদিনে মার্ক ম্যাক্‌ক্লাস্কিও সার্জেন্ট থেকে লেফটেনান্ট, অবশেষে কাপ্তানের পদে উন্নীত হওয়াতে ওর পরিবারকে কখনো অভাবের সম্মুখীন হতে হয়নি। ঠিক এই সময়ই সকলে বলতে শুরু করল ম্যাক্‌ক্লাস্কির বড় বেশি টাকার খাঁই। ওর এলাকার বুকমেকারদের শহরের অন্যান্য এলাকার লোকদের চাইতে বেশি করে বাটা দিতে হত। তবে সেটা হয়তো চার-চারটে ছেলের কলেজে পড়ার খরচ যোগাতে হত বলে।

ম্যাক্‌ক্লাস্কির নিজের ধারণা ছিল ন্যায্য ঘুষে কোনো দোষ নেই। পুলিস বিভাগ তাদের কর্মীদের খরচপত্র দিয়ে ভালোভাবে পরিবার প্রতিপালন করবার মতো মাইনে দেয় না বলে ওর ছেলেরাই বা কিসের জন্য সি-সি-এন্-আই কিংবা কোনো সস্তা দক্ষিণী কলেজে পড়তে যাবে? ও প্রাণ দিয়ে এই সমস্ত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করত, কর্মস্থলে ওর কর্ম-বিবরণীতে উল্লেখ ছিল বন্দুকধারী ডাকাতদের সঙ্গে ও কত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিল, কত সব ঠ্যাঙাড়ে ঘুষখোর, বেশ্যাদের দালালদের সঙ্গে। বদ-মায়েসগুলোকে ও পিটিয়ে একেবারে মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিল। এই বিশাল শহরের মধ্যে ওর নিজের ছোট্ট কোণটিকে সাধারণ লোকের পক্ষে ও একেবারে নিশ্চিন্ত নিরাপদ করে রেখেছিল। ঐ যে প্রতি সপ্তাহে একটি মাত্র একশো ডলারের নোট হাতে আসত, ওর নিশ্চয়ই তার চাইতে বেশি পাওয়া উচিত। তবে কম মাইনের জন্য ওর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না, এটুকু ও বুঝত যে যে-যার নিজেরটা গুছোতে ব্যস্ত।

ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ছিল ওর একজন পুরনো বন্ধু ম্যাক্‌ক্লাস্কির এক ছেলের সঙ্গে সে ফর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে গেছিল, তারপর ব্রুনো তার নাইট-ক্লাবটা খুলেছিল আর মাঝে-মধ্যে যদি কখনো ও সপরিবারে শহরে সন্ধ্যা কাটাতে যেত, ব্রুনোর নাইট-ক্লাবে বিনি-পয়সায় পানাহার ক্যাবারে শো উপভোগ করত। নতুন বছরের আগের সন্ধ্যায় ম্যানেজমেণ্টের অতিথি হবার জন্য ওরা এন্‌গ্রেভ করা নিমন্ত্রনপত্র পেত, সেখানে উপস্থিত হলে সব চাইতে ভালো টেবিলের একটাতে ওদের জায়গা হত। ব্রুনো দেখত যাতে ওর ক্লাবে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নাচ গান করত, তাদের সঙ্গে ম্যাক্‌ক্লাস্কিদের আলাপ হয়, তাদের মধ্যে কয়েকজন নামকরা গাইয়ে আর

হলিউডের তারকাও থাকত। অবশ্য মাঝে মাঝে ক্রনো ওর কাছে কোনো ছোট-খাট উপকার চাইত, যেমন হয়তো ক্যাবারেতে কাজের লাইসেন্স পেতে কোনো কর্মীর রেকর্ড অনুমোদন করে দেওয়া, কর্মীটি সাধারণতঃ পুলিসের খাতায় দুর্নীতিপূর্ণ কর্মের জন্য নাম লেখা কোনো সুন্দরী মেয়ে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি খুশি হয়ে ব্যবস্থা করে দিত।

ম্যাক্‌ক্লাস্কির একটা নিয়ম ছিল, অন্য লোকের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে সে যে কিছু টের পেয়েছে, সেটা কাউকে বুঝতে দিত না। সলট্‌সো যখন অনুরোধ করল যে বুড়ো কর্লিয়নিকে হাসপাতালে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে হবে, সে তখনো তার কারণ জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু কত টাকা পাবে জানতে চেয়েছিল। সলট্‌সো যখন বলল, দশ হাজার ডলার, ম্যাক্‌ক্লাস্কি বুঝল কেন। একটুও ইতস্ততঃ করল না সে। কর্লিয়নি হল দেশের সব চাইতে ক্ষমতাশালী মাফিয়া দলের একটির পাণ্ডা, তার যত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক ছিল, অ্যাল ক্যাপনিরো তত ছিল না। ওকে যে ঘায়েল করবে সে দেশের একটা বড় উপকার করবে। কাজেই ম্যাক্‌ক্লাস্কি টাকাটা আগাম নিয়ে, কাজটা করে ফেলল। সলট্‌সো যখন খবর দিল যে তখনো কর্লিয়নিদের দুজন লোক হাসপাতালের সামনে রয়েছে ও চটে কাঁই। টেসিওর সমস্ত লোককে ফাটকে পুরেছিল, হাসপাতালে কর্লিয়নির দরজা থেকে সব গোয়েন্দা রক্ষীদের সরিয়ে দিয়েছিল। আর এখন কি না, যেহেতু সে সৎ, তাই দশ হাজার ডলার ফেরত দিতে হবে। ঐ টাকা দিয়ে ও মনে মনে নাতিদের লেখাপড়ার জন্য বীমা করে রাখবে বলে স্থির করেছিল। সেই রাগের মাথায় ম্যাক্‌ক্লাস্কি হাসপাতালে গিয়ে মাইকেল কর্লিয়নিকে ঘুষি মেরেছিল।

শেষ পর্যন্ত তাতে অবশ্য ভালোই হয়েছিল। টাটাগ্লিয়া নাইট-ক্লাবে সলট্‌সোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং আগের চাইতেও ভালো রফা করা গেছিল। এবারও সে কোনো প্রশ্ন করেনি, কারণ উত্তরগুলো তার সব জানা ছিল। শুধু দামটা ঠিক করে নিয়েছিল। ওর একবারও মনে হয় নি যে নিজের কোনো বিপদ আছে। কেউ যে এক মুহূর্তের জন্যও একজন নিউ ইয়র্ক শহরের পুলিস-কাপ্তানকে মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারে, এটা তার কল্পনার বাইরে ছিল। নিচু স্তরের কোনো পুলিসের লোকও তাকে থাপ্পড় দিয়ে বেড়ালে, মাফিয়াদের সব চাইতে জবরদস্ত গুণ্ডারা চুপ করে থাকত। পুলিস মেরে কোনো লাভ ছিল না। কারণ তা করলে হঠাৎ একগাদা গুণ্ডাও মারা পড়ত, গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, কিংবা কোনো দুষ্কর্মের অকুস্থল থেকে পালাতে গিয়ে। এ ব্যাপারের কে-ই বা কোন সুরাহা করতে পারত?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ম্যাক্‌ক্লাস্কি থানা থেকে বেরিয়ে পড়বার ব্যবস্থা করতে লাগল। সমস্যা, কেবলই সমস্যা। আয়ারল্যাণ্ডে ওর শালী সবে মারা গেছিল, অনেক বছর ক্যান্সার রোগের সঙ্গে লড়াই করবার পর, তার জন্য ম্যাক্‌ক্লাস্কিরও কম টাকা খরচ হয়নি। এখন তাকে সমাধি দেবার জন্য আরো বেশি টাকা ঢালতে

হবে। মাতৃভূমিতে ওর নিজের বুড়ো কাকা পিসিদেরও মাঝে মাঝে সাহায্যের দরকার হত, তাদের আলুর ক্ষেত চালু রাখবার জন্য ; সেজন্য ও তাদেরও টাকা পাঠাত। তাতে ওর কোনো আপত্তি ছিল না। ও আর ওর স্ত্রী যখন পুরনো দেশে গেছিল, রাজার সমাদর পেয়েছিল। হয়তো এবার গ্রীষ্মকালে আরেকবার যাওয়া যেতে পারে, যুদ্ধও থেমে গেছে, হাতেও এতগুলো বাড়তি টাকা এসে যাচ্ছে। ওর পুলিস কর্মচারী কেরানীকে ম্যাক্‌ক্লাস্কি বলে গেল দরকার হলে ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে। কোনো সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার বলে মনে হয়নি। তেমন তেমন হলে সর্বদাই বলা যাবে যে সলট্‌সো কিছু খবর সরবরাহ করবে বলে ওর সঙ্গে দেখা করেছিল। থানা থেকে বেরিয়ে কয়েকটা ব্লক হেঁটে গিয়ে ম্যাক্‌ক্লাস্কি একটা ট্যাক্সি নিয়ে যে বাড়িতে সলট্‌সোর সঙ্গে দেখা করতে হবে সেখানে গেল।

মাইকেলের দেশ ত্যাগের সব ব্যবস্থা টম হেগেনকে করতে হয়েছিল, ওর নকল পাসপোর্ট, ওর নাবিক কার্ড, একটা ইতালীয় মালবাহী জাহাজে ওর জন্য বার্থের ব্যবস্থা ; জাহাজটি একটা সিসিলীয় বন্দরে গিয়ে পৌছবে। সেই দিনই প্লেনে করে সিসিলিতে ওদের চর চলে গেল, সিসিলির পার্বত্য অঞ্চলে একজন মাফিয়া নেতার কাছে মাইকের লুকিয়ে থাকার জায়গা স্থির করবার জন্য।

সনি একটি গাড়ি আর একজন একান্ত বিশ্বাসী চালকের বন্দোবস্ত করেছিল, সলট্‌সোর সঙ্গে যে রেস্তোরাঁতে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখান থেকে বেরিয়েই মাইক ঐ গাড়িতে চড়তে পারবে। চালক স্বয়ং টেসিও। সে স্বেচ্ছায় ঐ কাজের ভার নিয়েছিল। লড় ঝড়ে চেহারার একটি গাড়ি, কিন্তু তার মোটরটি নিখুঁত। গাড়িতে নকল লাইসেন্স প্লেট ঝোলানো থাকবে, গাড়ির সূত্রে কেউ কিছু জানতে পারবে না। এ-গাড়ি তুলে রাখা হয়েছিল, বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে, যখন ভালো জিনিসের দরকার পড়বে।

ক্লেমেন্‌জার সঙ্গে দিনটা কাটাল মাইক, যে ছোট বন্দুকটি ওর হাতে পৌছে দেওয়া হবে, সেটি নিয়ে অভ্যাস করে। একটা ·২২ বন্দুক তাতে নরম-মুখো গুলি ভরা, সে গুলি ঢুকবার সময় পিন ফোটার মতো ছোট ছাঁদা আর দেহ থেকে বেরোবার সময় মস্ত মস্ত হাঁ-করা গর্ত বানায়। মাইক আবিষ্কার করল যে লক্ষ্যের কাছ থেকে পাঁচ পদক্ষেপ দূরে থাকলে, টিপ হয় অব্যর্থ। তারপর গুলিটা যেদিকে-সেদিকে চলে যেতে পারে। ঘোড়াটি ছিল বড় আঁটো, তবে ক্লেমেন্‌জা কয়েকটা হাতিয়ার ব্যবহার করবার পর অনেকটা ঢিলা হয়ে এল। ওরা স্থির করেছিল বিস্ফোরণের শব্দ বন্ধ করা হবে না। ওদের ইচ্ছা ছিল না যে কোনো নির্দোষ পথচারী পরিস্থিতিটা বুঝতে না পেরে, ভ্রান্ত বীরত্ব দেখিয়ে, হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করে। বন্দুকের শব্দ কানে গেলেই ওরা মাইকেলের কাছ থেকে সরে থাকবে।

প্রশিক্ষণের সময় ক্লেমেন্‌জা ওকে বারবার বলেছিল, "বন্দুক ছোড়া হয়ে গেলেই, ওটাকে ফেলে দেবে। হাতটা পাশে ঝুলিয়ে দিও, বন্দুকটা ফস্কে নিচে পড়ে যাক। কেউ লক্ষ্য করবে না। সবাই ভাববে তখনো তোমার হাতে বন্দুক

রয়েছে। ওরা তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে ওখান থেকে বেরিয়ে যেও, কিন্তু দৌড়িও না। কারো চোখের দিকে সোজা তাকিও না, তাই বলে চোখ ফিরিয়েও নিও না। মনে রেখো, ওরা সবাই তোমাকে দেখে ভয় পাবে, বিশ্বাস কর, সবাই ভয় পাবে। কেউ বাধা দেবে না। বাইরে বেরিয়েই দেখবে টেসিও গাড়িতে অপেক্ষা করছে। উঠে পড়ে, বাকিটা ওর হাতে ছেড়ে দিও। কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে বলে ভেবো না। এ-সব ব্যাপার কেমন সুষ্ঠু ভাবে চলে দেখে অবাক হয়ে যাবে। এবার এই টুপিটা পর তো, দেখি কেমন দেখায়।" একটা ছাই রঙের ফিডরা টুপি মাইকের মাথায় চাপিয়ে দিল সে। মাইক মুখ বিকৃত করল, সে কখনো টুপি পরত না। ক্লেমেন্‌জা ওকে আশ্বাস দিল, "এতে তোমাকে চেনা শক্ত হবে, সে-রকম অবস্থা যদি হয়। সাধারণতঃ আমরা সাক্ষীদের জানান দিলে ঐ টুপিটার জন্যই ওরা কাউকে সনাক্ত করা বিষয়ে মত বদলাবার একটা অছিলা পেয়ে যায়। মনে রেখো মাইক, আঙুলের ছাপ নিয়ে মাথা ঘামিও না, হাতল আর ঘোড়ার ওপর বিশেষ টেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্দুকের অন্য কোনো জায়গায় হাত দিও না, সেটা ভুলে যেও না।"

মাইকেল বলল, "সনি কি জানতে পেরেছে সলট্‌সো আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

ক্লেমেন্‌জা কাঁধ তুলে বলল, "এখনো না। সলট্‌সো বেজায় সাবধানে কাজ করছে। কিন্তু ও তোমার কোনো অনিষ্ট করবে ভেবে ঘাবড়িও না। তুমি নিরাপদে ফিরে না আসা পর্যন্ত মধ্যস্থ লোকটা তো আমাদের হাতে থাকবে। তোমার কিছু হলে, ওকে দাম দিতে হবে।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "সে কেন বিপদের ঝুঁকি নেবে?"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "মোটা মুনাফা পাবে বলে। ছোটখাটো একটা রাজঐশ্বর্য। পরিবারগুলোর মধ্যে তার যথেষ্ট সম্মানও আছে। ও জানে সলট্‌সো তোমার কোনো অনিষ্ট হতে দিতে পারবে না। সলট্‌সোর কাছে ঐ মধ্যস্থটির প্রাণের দাম তোমার প্রাণের দামের চাইতে বেশি। খুব সহজ ব্যাপার। তোমার কোনো বিপদ হতে পারে না। আমাদেরই পরে বেদম ঠেকায় পড়তে হবে।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "কত খারাপ অবস্থা হবে?"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "খুব খারাপ। টাটাগ্লিয়া পরিবারের সঙ্গে কর্লিয়নিদের সমূহ লড়াই। অন্যদের বেশির ভাগই টাটাগ্লিয়াদের পক্ষ নেবে। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগকে এই শীতে একগাদা লাস কুড়োতে হবে।" কাঁধ দুটো একটু তুলে ক্লেমেন্‌জা আরো বলল, "বছর দশেক অন্তর এই ধরনের ব্যাপার ঘটে থাকে। তাতে দূষিত রক্ত দূর হয়। তাছাড়া ছোটখাটো ব্যাপারে যদি আমরা ওদের মেনে নিই, অমনি ওরা সর্বস্ব গাপ্‌ করতে চাইবে। গোড়াতেই ওদের খেল্‌ বন্ধ করতে হবে। মিউনিকেই যেমন হিটলারের খেল বন্ধ করা উচিত ছিল। ওখানে ওকে পার পেতে দেওয়া উচিত হয়নি। ঐখানেই যত নষ্টের গোড়া, ওকে পার পেতে

দেওয়া ঠিক হয়নি।"

এ-কথা মাইকেল ওর বাবাকেও আগে বলতে শুনেছিল, যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগেই, ১৯৩৯ সালে। একগাল হেসে মাইকেল ভাবল নিউ ইয়র্কের পাঁচটি পরিবারের হাতে যদি রাষ্ট্র বিভাগ পরিচালনার ভার থাকত, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটতই না।

ওরা গাড়ি করে প্রাঙ্গণের মধ্যে ডনের বাড়িতে ফিরে এল, তখনো সেখানেই সনির হেডকোয়ার্টার। মাইক ভাবছিল আর কত দিন সনি প্রাঙ্গণের নিরাপদ আবেষ্টনীর মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকতে পারবে। শেষ পর্যন্ত তাকে বেরোতেই হবে। গিয়ে দেখল সনি কৌচে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, দুপুরের খাওয়া সে দেরিতে খেয়েছিল, একটা কফি টেবিলে তার ধ্বংসাবশেষ পড়ে ছিল, স্টেকের টুকরো, রুটির ছিল্‌কা, আধ বোতল হুইস্কি।

বাবার সাধারণতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আপিস-ঘরটি ক্রমে একটা অযত্নে রাখা ভাড়াটে ঘরের আকার ধারণ করছিল। মাইকেল বড় ভাইকে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বলল, "এ রকম একটা বাউণ্ডুলের মতো এখানে কতদিন থাকবে? জায়গাটা পরিষ্কার করাও না কেন?"

হাই তুলে সনি বলল, "কি ছাই করছ তুমি, ব্যারাক পরিদর্শন নাকি? মাইক, এখনো খবর পেলাম না ওরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে,' ঐ সলট্‌সো হারাম-জাদা আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি। সেটা না জানতে পারলে, বন্দুকটা কি করে তোমার কাছে পৌঁছে দেব?"

মাইক জিজ্ঞাসা করল, "সঙ্গে নিতে পারব না? হয়তো ওরা খুঁজে দেখবে না, কিংবা যদি আমরা তেমন ধূর্ত হই, খুঁজলেও পাবে না। আর যদি পায়ও, তাহলেই বা কি? নিয়ে নেবে, এই তো, তাতে ক্ষতি কি?"

সনি মাথা নাড়ল, "না। সলট্‌সো হারামজাদাকে এবার কোতোল না করলেই নয়। মনে থাকে যেন, সম্ভব হলে ওকেই আগে নেবে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি আরো ধীরে নড়েচড়ে, আরো বোকা। তাকে নেবার যথেষ্ট সময় পাবে। ক্লেমেন্‌জা তোমাকে বলেছে কি যে বন্দুকটা অবশ্যই মাটিতে ফেলে দেবে?"

মাইকেল বলল, "দশ লক্ষবার বলেছে।"

সনি সোফা থেকে উঠে গা মোড়ামুড়ি দিল। "চোয়ালটা এখন কেমন, ভাই?"

মাইকেল বলল, "বিশ্রী।" মুখের বাঁ দিকটার খানিকটা অসাড় হয়ে ছিল, কারণ ওষুধ-মাখা তার দিয়ে ভাঙা চোয়াল বাঁধা হয়েছিল, বাকিটুকুতে বড় ব্যথা। টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা তুলে, লম্বা একটা চুমুক দিতেই ব্যথাটা কমল।

সনি বলল, "সাবধান, মাইক, মদ খেয়ে হাতের টিপ কমানোর সময় এটা নয়।"

মাইকেল বলল, "ধুত্তোর, সনি, আর দাদাগিরি ফলিও না। সলট্‌সোর চাইতে আরো কড়া শত্রুর সঙ্গে এর আগে লড়াই করেছি, আরো সঙ্গীন অবস্থাতে। ওর মর্টার কোথায়? মাথার ওপর রক্ষীবিমান আছে? ভারি কামান? ল্যাণ্ড মাইন?

ব্যাটা তো শুধু একটা অতি-চালাক বেজম্মা বেল্লিক আর স্যাঙাৎটি একটা হাম্বড়া পেয়াদা। একবার যদি মন ঠিক করে ফেলা যায় যে ওদের মারতে হবে, তারপর আর কোনো সমস্যাই থাকে না। ঐটেই শক্ত, ঐ মন ঠিক করে ফেলাটা। কে যে ওদের মারল তাই টের পাবে না ওরা।"

ফোন বেজে উঠল। সনি ধরল, অন্য হাতটা তুলে রাখল যেন ওদের চুপ করতে ইশারা করছে, যদিও কেউ কোনো কথাই বলেনি। একটা প্যাডে কয়েকটা কথা লিখে নিয়ে সনি বলল, "বেশ, ও যাবে সেখানে।" ফোন নামিয়ে রাখল সনি।

হাসছিল সনি, "সলট্‌সো হারামজাদা বাস্তবিক একটি চিজ্‌! এইরকম ব্যবস্থা করেছে সে। আজ রাত আটটার সময় ব্রড্‌ওয়ের ওপর জ্যাক ডেম্পসির বারের সামনে থেকে ও আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি মাইককে তুলে নেবে। তারপর কোথাও একটা যাবে কথাবার্তার জন্য, তারপর আরো শোনো, মাইক আর ও ইতালীয় ভাষায় কথা বলবে, যাতে কাপ্তান কিছু না বোঝে। আরো বলল ব্যাটা, কোনো ভাবনা নেই, ও জানে যে কাপ্তান এক বর্ণ ইতালীয় জানে না, একটি কথা বাদে, সেটি হল 'সল্ডি'! আর তোমার বিষয় খবর নিয়ে সলট্‌সো জেনেছে তুমি সিসিলীয় পরিভাষাও বোঝ।"

নীরস কণ্ঠে মাইক বলল, "ও ভাষায় আমি খুব কাঁচা, সে যাই হোক গে, বেশিক্ষণ তো আর কথা বলতে হবে না।"

টম হেগেন বলল, "মধ্যস্থটি এসে না পৌছলে মাইককে ছাড়া হবে না। ঠিক তো?"

ক্লেমেন্‌জা মাথা দুলিয়ে সায় দিল। "মধ্যস্থটি এসে আমার বাড়িতে আমার তিনটি লোকের সঙ্গে পিনক্‌ল্‌ খেলছে। আমি না বললে ওকে ওরা ছাড়বে না।"

সনি চামড়ার আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসে পড়ল, "তাহলে কি উপায়ে সাক্ষাৎকারের জায়গাটা জানা যায়? টম, টাটাগ্লিয়া পরিবারের মধ্যেই তো আমাদের চর রয়েছে, এটা কি করে হল যে তারা কোনো খবর দিচ্ছে না?"

হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "সলট্‌সো হতভাগা সত্যি বেজায় চালাক। এ ব্যাপারটা ও একেবারে ঢাকাচাপা দিয়ে করছে, এমন কি নিরাপত্তার জন্যেও লোক রাখছে না। ওর বিশ্বাস কাপ্তান সঙ্গে থাকলেই হল, ওরকম নিরাপত্তা বন্দুকের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। সেকথা ঠিক। মাইকের পিছনে আমাদের কেউ রেখে, আশায় আশায় থাকতে হবে।"

সনি মাথা নাড়ল, "না, ইচ্ছে থাকলে যে কেউ ফেউ ঝেড়ে ফেলতে পারে। ওরা প্রথমেই দেখবে কেউ পিছু নিল কিনা।"

ততক্ষণে বিকেল পাঁচটা বেজে গেছিল। সনি উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "তাহলে হয়তো মাইককে তুলতে যখন গাড়ি আসবে, গাড়িতে যে-ই থাকুক তাকে গুলি করাই ভালো।"

হেগেন মাথা নাড়ল, "যদি গাড়িতে সলট্‌সো না-ই থাকে? তাহলে মিছিমিছি

হাতের তাস দেখানো হবে। কি জ্বালা, সলট্সো ওকে কোথায় নিয়ে যাবে, সেট। তো জানা দরকার।"

ক্লেমেন্জা বলল, "হয়তো আমাদের এও জানতে হবে সলট্সোই বা কেন এমন ঢাক-ঢাক-গুড়গুড় কাণ্ড করছে।"

অসহিষ্ণুভাবে মাইকেল বলল, "কারণ লাভের অংশের কথাও যে উঠছে। যদি আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটা জানাবেই বা কেন? তাছাড়া, বিপদের গন্ধও পাচ্ছে। ছায়ার মতো পুলিস কাপ্তান সঙ্গে থাকলেও, ভয়ে নিশ্চয় ওর প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া।"

হঠাৎ হেগেন আঙুল মটকে বলল, "আচ্ছা ঐ যে গোয়েন্দা ফিলিপ্স্, ওকে একবার ফোন কর না কেন, সনি? ও হয়তো বলতে পারবে কাপ্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে, কোথায় তাকে পাওয়া যেতে পারে। একবার চেষ্টা দেওয়া উচিত। ও কোথায় যাচ্ছে, সে-কথা কে জানল না জানল তাতে তো ম্যাক্‌ক্লাস্কির ভারি বয়ে গেল।"

সনি ফোন তুলে একটা নম্বর ডায়েল করল। আস্তে কিছু বলে আবার ফোন নামাল, "ও আমাদের জানাবে।"

প্রায় ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর ফোন বেজে উঠল, ফিলিপ্স্ কিছু বলল। সনি প্যাডের ওপর কি যেন লিখে নিল, তারপর টেলিফোন নামিয়ে রাখল। ওর মুখের পেশীগুলোকে কেমন আড়ষ্ট দেখাচ্ছিল, বলল, "পাওয়া গেল মনে হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি সর্বদা খবর রেখে যায় ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। আজ রাত আটটা থেকে দশটা অবধি ব্রঙ্ক্সে 'লুনা অ্যাজিওর' রেস্তোরাঁয় ও থাকবে। জায়গাটা কেউ চেন নাকি?"

নিশ্চয়তার সঙ্গে টেসিও বলল, "আমি চিনি। আমাদের পক্ষে আদর্শ জায়গা। ছোট একটা পারিবারিক ব্যাপার, বড় বড় খোপ আছে, সেখানে লোকে নিরিবিলি কথা বলতে পারে। ভালো খাবার দেয়। যে যার নিজের কাজে মন দেয়। আদর্শ ব্যাপার।" সনির ডেস্কের ওপর ঝুঁকে টেসিও কয়েকটা পোড়া সিগারেট দিয়ে নক্সা সাজাল। "এটা হল ঢুকবার দরজা। মাইক, তোমার কাজ হয়ে গেলে বেরিয়ে এসে বাঁয়ে ঘুরো, তারপর একটা মোড় নিও। আমিই তোমাকে খুঁজে নিয়ে হেডলাইট জ্বেলে, চলন্ত অবস্থায় তোমাকে তুলে নেব। কোনো অসুবিধা হলে চেঁচিও; আমি ভিতরে গিয়ে তোমাকে বের করে আনার চেষ্টা করব। ক্লেমেন্জা, তোমাকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। ওখানে কাউকে পাঠিয়ে দাও, বন্দুক রেখে আসার জন্য। ওদের পায়খানাটা সেকেলে ধরনের, জলের ট্যাঙ্কি আর দেয়ালের মধ্যিখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ওর পিছনে তোমার লোক যেন বন্দুকটা টেপ দিয়ে আটকে রাখে। দেখ মাইক, গাড়িতে একবার যখন ওরা হাতড়ে দেখবে তোমার কাছে অস্ত্র নেই, তারপর আর তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটু অপেক্ষা করে, উঠবার অনুমতি চেও। তার চাইতেও

ভালো হয় পায়খানায় যেতে চেও। আগে একটু ভাব দেখিও যেন কিছু অসুবিধে হচ্ছে, তা তো খুবই স্বাভাবিক। ওরা কিছুই সন্দেহ করবে না। কিন্তু পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে আর সময় নষ্ট কর না। আবার টেবিলের ধারে বস না, অমনি গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিও। কোনো চান্স নিও না। মাথায় মারবে, একেকজনকে দুবার, তার পরেই যত তাড়াতাড়ি পার সরে পড়বে।"

সনি মন দিয়ে শুনে ক্লেমেন্জাকে বলল, "বন্দুক রেখে আসার জন্য খুব দক্ষ খুব নিরাপদ কাউকে দরকার। আমি চাই না আমার ভাই বিনা অস্ত্রে পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসে।"

ক্লেমেন্জা জোর গলায় বলল, "বন্দুক ঠিকই থাকবে।"

সনি বলল, "বেশ। তাহলে যে যার কাজে লাগো।"

টেসিও আর ক্লেমেন্জা বিদায় নিল। টম হেগেন বলল, "সনি, আমার কি মাইককে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে দেওয়া উচিত?"

সনি বলল, "না। তোমাকে এখানে চাই। মাইকের কাজ শেষ হলে আমাদের কাজ শুরু হবে, তখন তোমাকে দরকার। সাংবাদিকদের ব্যবস্থা করে রেখেছ?"

হেগেন মাথা দুলিয়ে বলল, "এদিকের ব্যাপার শুরু হলেই ওদের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য পরিবেশন করতে থাকব।"

সনি উঠে এসে মাইকের সামনে দাঁড়াল। মাইকের হাত ধরে নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, ভাই। কাজ শুরু করে দাও। মাকে বুঝিয়ে বলব, কেন যাবার আগে দেখা করে গেল না। আর তোমার বান্ধবীকেও খবর দেব, যখনি মনে করব তার সময় হয়েছে। ঠিক আছে?"

মাইক বলল, "ঠিক আছে। কবে ফিরতে পারব মনে হয়?"

সনি বলল, "অন্ততঃ এক বছর বাদে।"

টম হেগেন মাঝখান থেকে বলল, "ডন হয়তো আরো তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করতে পারবেন। কিন্তু তার ওপর নির্ভর কর না মাইক। সময়ের বিষয়টা অনেকগুলো অন্যান্য ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে। খবরের কাগজে কতটা সাফল্যের সঙ্গে আমরা বিবৃতি দিতে পারি। পুলিস বিভাগ কতখানি চাপা দিতে চায়। অন্যান্য পরিবারগুলো কতখানি তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া করে। ভীষণ চাপের সৃষ্টি হবে, আবহাওয়া গরম হয়ে উঠবে। ঐ একটি বিষয়ে নিশ্চয় করে বলা যায়।"

মাইকেল হেগেনের করমর্দন করে বলল, "যতটা পার কর। আবার বাড়ি ছেড়ে তিন বছর বাইরে বাইরে থাকতে চাই না।"

কোমল কণ্ঠে হেগেন বলল, "এখনো পেছিয়ে যাবার সময় আছে, মাইক। আর কাউকে পাঠানো যায়, অন্য যারা আছে তাদের কথা আরেকবার ভাবা যেতে পারে। হয়তো সলট্সোকে কোতোল করবার তেমন দরকার নেই।"

মাইকেল হাসল, "নিজেদের বোধ হয় যা ইচ্ছা বোঝানো যায়। কিন্তু প্রথমে যেটা স্থির করেছিলাম সেটাই ঠিক। চিরকাল আমি শুধু আরামই করে এসেছি,

এখন তার দাম দেবার সময় হয়েছে।"

হেগেন বলল, "ঐ ভাঙা চোয়ালটা দিয়ে নিজেকে অতখানি প্রভাবিত হতে দিও না। ম্যাক্‌ক্লস্কি ভারি নির্বোধ আর ওটাও ব্যবসার:খাতিরে হয়েছিল, ব্যক্তিগত কিছু নয়।"

এই দ্বিতীয়বার হেগেন দেখল মাইকেলের মুখটা জমে একটা মুখোসের মতো হয়ে গেল, তার সঙ্গে ডনের মুখের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য। মাইক বলল, "টম, কাউকে ভোগা দিও না। সবটাই ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমস্ত ব্যবসার বিষয়গুলোও। যত অপমান মানুষকে সারা জীবন ধরে রোজ সইতে হয়, সে সমস্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাকে ব্যবসা বলতে চাও, ভালো কথা, তবু সবই নরক-যাতনার মতো ব্যক্তিগত। জান ও-কথা কার কাছে শিখেছি? ডনের কাছ থেকে। আমার বাবা। ধর্মবাপ। যদি তাঁর কোনো বন্ধুর মাথায় বাজ পড়ে, বাবা সেটাকেও ব্যক্তিগত ভাবে নেন। আমি যখন নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম, বাবা সেটাকে ব্যক্তিগত ভাবে নিয়েছিলেম। ঐ জন্যই তিনি মহৎ। মহান ডন। সব কিছুকে উনি ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ে থাকেন। ভগবানের মতো। চড়াইপাখির ল্যাজ থেকে একটা পালক খসে পড়লেও তিনি জানতে পারেন, সে পালকটা কোন চুলোয় গেল তাও জানেন। ঠিক কিনা? আরেকটা কথা জান? যারা আকস্মিক ঘটনাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করে, তাদের কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটে না। আমি দেরিতে এসেছি ঠিক কথা, কিন্তু সমস্ত পথটা আমি পার হয়ে আসছি। ঠিক বলেছ, ঐ ভাঙা চোয়ালটাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিচ্ছি। ঠিক বলেছ, বাবাকে মারবার জন্য সলট্‌সোর চেষ্টাকেও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছি! হেসে উঠল মাইক, "বুড়ো ভদ্রলোককে বল এসব আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। আর বল যে আমার জন্য তিনি যে এত করেছেন তার প্রতিদান দেবার এই সুযোগ পেয়ে আমি সুখী। বড় ভালো আমার বাবা।" তারপর একটু থেমে চিন্তিত ভাবে হেগেনকে আরো বলল, "জান, বাবা আমাকে কখনো মেরেছেন বলে মনে করতে পারি না। কিংবা সনিকে। কিংবা ফ্রেডিকে। আর কনির কথা তো ছেড়েই দিলাম, তাকে কখনো জোরে বকেননি পর্যন্ত। আর সত্যি কথা বল টম, ডন কজন লোককে মেরেছেন, কিংবা মারিয়েছেন?"

টম হেগেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আমিও একটা জিনিসের কথা বলব যা তুমি তাঁর কাছে শেখনি: এখন যেমন কথা বলছ, ওভাবে কথা বলা। কোনো কোনো জিনিস কাজ করে দেখাতে হয়; সেগুলো করতে হয়, তাই নিয়ে কখনো কথা বলতে হয় না। সেগুলোর ন্যায্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হয় না। প্রমাণ করা যায় না। শুধু করে যেতে হয়। তারপর ভুলে যেতে হয়।"

মাইকেল কর্লিয়নি ভ্রূকুটি করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "কনসিলিওরি হয়ে তুমি স্বীকার করছ যে সলট্‌সোকে বেঁচে থাকতে দেওয়া বাবার এবং আমাদের পরিবারের পক্ষে বিপজ্জনক?"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ।"

মাইকেল বলল, "বেশ, তাহলে সলট্সোকে মেরে ফেলতে হয়।"

ব্রডওয়েতে মাইকেল কর্লিয়নি জ্যাক ডেম্পসির রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সলট্সো ঠিক সময় মতোই আসবে। মাইকেল ইচ্ছা করেই হাতে যথেষ্ট সময় রেখে পৌঁছেছিল। পনেরো মিনিট ধরে সে অপেক্ষা করছিল।

লং বীচ থেকে এত দূর আসবার পথে ও হেগেনকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলোকে ভুলতে চেষ্টা করছিল। কারণ যা বলেছিল তাই যদি ওর প্রকৃত বিশ্বাস হয়ে থাকে, তাহলে এখন থেকে ওর জীবনটা এক অপ্রত্যাহার্য গতি নেবে। কিন্তু আজ রাতের পর কি তার অন্যথা হওয়া সম্ভব? কঠোর ভাবে মাইক ভাবল এসব বাজে কথা মন থেকে দূর না করলে আজ রাতের পর ওর মৃত্যুও হতে পারে। হাতের কাজের ওপর সমস্ত মন নিবদ্ধ করতে হবে। সলট্সো কিছু একটা খেলার পুতুল নয়, আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি ভারি জবরদস্ত লোক। ক্লান্ত চোয়ালে বেদনা অনুভব করে, মাইক সে ব্যথাকে স্বাগত জানাল, ওর জন্যই ওকে সজাগ থাকতে হবে।

যদিও থিয়েটার যাত্রীদের আসবার সময় আগত, ব্রডওয়েতে এই ঠাণ্ডা শীতের রাতে সেরকম ভিড় হয়নি। একটা লম্বা কালো গাড়ি ফুটপাথের ধারে এসে থামতেই মাইকেল সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। গাড়ির চালক ঝুঁকে পড়ে দরজা খুলে বলল, "উঠে পড়, মাইক।" চালকটি ওর অচেনা, ছোকরা এক মাস্তান, চকচকে কালো চুল, গলা খোলা শার্ট, তবু উঠে পড়ল মাইক। পিছনের সীটে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি আর সলট্সো।

সলট্সোর সীটের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, মাইকেল হ্যাণ্ডশেক করল। হাতটা অচল, উষ্ণ, শুকনো। সলট্সো বলল, "তুমি এসেছ বলে খুশি হয়েছি, মাইক। আশা করি আমরা সব মিটিয়ে ফেলতে পারব। এ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার, এ-রকম দাঁড়াবে তা আমি আদৌ চাইনি। এ-রকম হওয়াই উচিত হয়নি।"

শান্ত ভাবে মাইকেল কর্লিয়নি বলল, "আশা করি আজ রাতে সব মিটমাট করে ফেলা যাবে। আমি চাই না যে বাবাকে আর বিরক্ত করা হয়।" আন্তরিক ভাবে সলট্সো বলল, "তাঁকে আর বিরক্ত করা হবে না। আমার সন্তানদের দিব্যি, আর হবে না। কথাবার্তার সময় শুধু মনটাকে খোলা রেখো। আশা করি তোমার ভাই সনির মতো তোমারও মাথা গরম নয়। ওর সঙ্গে কোনো কাজের কথা বলাই অসম্ভব।"

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি হেঁড়ে গলায় বলল, "ও বড় ভালো ছেলে, ও ঠিক আছে।" এই বলে সামনে ঝুঁকে মাইকেলের কাঁধে সস্নেহে একটু থাবড়ে দিল।

সে রাতের জন্য আমি খুব দুঃখিত, মাইক। এ কাজের পক্ষে বোধ হয় বড্ড বুড়ো হয়ে পড়ছি, মেজাজটা বিগড়ে যায়। মনে হচ্ছে শীগগিরই আমার অবসর নেওয়া উচিত। কোনো রকম ঝামেলা সইতে পারি না, আর রোজ কিনা খালি ঝামেলা। জানই তো কি রকম হয়।" তারপর করুণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেশ ভালো করে হাতড়ে দেখে নিল মাইকেলের কাছে কোনো অস্ত্র আছে কি না।

চালকের মুখে ক্ষীণ একটু হাসি লক্ষ্য করল মাইক। ওরা পশ্চিম দিকে চলেছিল, কেউ পিছু নিয়ে থাকলে তাকে ঝেড়ে ফেলার কোনো চেষ্টা দেখা গেল না। যানবাহনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি ওয়েস্ট সাইড হাইওয়ে দিয়ে সবেগে চলল। কেউ পিছু নিয়ে থাকলে তাকেও ঠিক তাই করতে হত। তারপর মাইক দেখে হতাশ হল যে গাড়িটা জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজে ঢুকবার পথটা ধরল, ওরা নিউ জার্সির দিকে চলেছিল। মিটিংএর জায়গা সম্বন্ধে যে সনিকে খবর দিয়েছিল, সে তাহলে ভুল বলেছিল।

গাড়িটা ব্রিজে উঠবার পথে সযত্নে এগিয়ে চলে, ব্রিজের ওপরেও উঠল, আলোক-সজ্জিত শহর পিছনে পড়ে রইল। মুখটাকে ভাবশূন্য করে রেখেছিল মাইক। ওকে কি ওরা জলাভূমিতে ডুবিয়ে দেবে নাকি, না চতুর সলট্‌সো শেষে মুহূর্তে জায়গা বদলেছে? প্রায় সবটা পার হয়ে গিয়ে হঠাৎ চালক চাকা ধরে একটা জোরে প্যাচ দিল। ভারি গাড়িটা শহরে ফিরে যাবার লেনগুলিকে আলাদা করে রেখেছিল যে বেড়া, তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। তারপর বেড়া ডিঙিয়ে শহরে ফেরার লেনে পড়ল। সলট্‌সো আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল অন্য কোনো গাড়ি ঐভাবে বেড়া ডিঙোল কি না। এদিকে চালক প্রচণ্ড বেগে আবার নিউ ইয়র্কের দিকে চলেছিল, তার পরেই ব্রিজ থেকে নেমে ওরা ঈস্ট ব্রঙ্কসের দিকে চলল। ছোটো রাস্তা দিয়ে চলেছিল ওরা, কেউ পিছু নেয়নি। ততক্ষণ প্রায় নটা বেজে গেছিল। কেউ যে পিছন পিছন আসছে না সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিন্ত। ম্যাকক্লাস্কির আর মাইকের সামনে সিগারেটের প্যাকেট ধরল সলট্‌সো, ওরা কেউ নিল না, সলট্‌সো একাই সিগারেট ধরাল। সলট্‌সো চালককে বলল, "খুব ভালো কাজ দেখালে। আমি মনে করে রাখছি।"

দশ মিনিট বাদে, ইতালীয় পাড়ার মধ্যে ছোটখাটো একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামল। রাস্তায় জনমানব ছিল না, এত রাতে ভিতরেও মাত্র কয়েকজন লোক ডিনার খাচ্ছিল। মাইকেলের ভাবনা হচ্ছিল চালক যদি ওদের সঙ্গে ভিতরে আসে, কিন্তু সে বাইরে গাড়িতে থেকে গেল। মধ্যস্থ লোকটি কোনো চালকের কথা বলেনি, কেউ বলেনি। নিয়মের দিক থেকে দেখতে গেলে সলট্‌সো ওকে এনে চুক্তির সর্ত ভেঙেছিল। কিন্তু মাইকেল স্থির করল সেটার উল্লেখ করবে না, ও জানত যে ওরাও কিছু বলতে সাহস পাবে না, পাছে আলোচনার সাফল্যের সম্ভাবনা কমে যায়।

সলট্‌সো খোপের মধ্যে বসতে রাজী না হওয়াতে ওরা তিনজন ঘরের একমাত্র

গোল টেবিলে বসল। রেস্তোরাঁয় তখন মাত্র আরো দুজন লোক ছিল। মাইকেল ভাবছিল তারা সলট্‌সোর চর কি না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না। ওরা হস্তক্ষেপ করবার আগেই ব্যাপারটা চুকে যাবে।

সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে ম্যাক্‌ক্লাস্কি জিজ্ঞাসা করল, "এখানকার ইতালীয় খাবার কি খুব ভালো ?"

সলট্‌সো ওকে আশ্বস্ত করে বলল, "'ভীল'টা খেয়ে দেখ, নিউ ইয়র্কে কোথাও এত ভালো পাবে না।" একমাত্র ওয়েটার ওদের টেবিলে এক বোতল মদ এনে তার ছিপি খুলে দিল। তিনটি গেলাস সে ভরে দিল। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাক্‌ক্লাস্কি মদ খেত না। সে বলল, "আমিই হয়তো একমাত্র আইরিশম্যান যে মদ ছোঁয় না। মদ খেয়ে খেয়ে বড্ড বেশি লোককে বিপদে পড়তে দেখেছি কিনা।"

সলট্‌সো একটু খোশামোদের সুরে কাপ্তানকে বলল, "মাইকের সঙ্গে আমি ইতালীয় ভাষায় কথা বলব, তোমাকে বিশ্বাস করি না বলে নয়, আমি সব কথা ইংরিজিতে ভালো করে বোঝাতে পারি না বলে, আমি চাই মাইক বিশ্বাস করে যে আমার উদ্দেশ্যটা ভালো, আজ রাতে যদি আমরা একটা রফা করে ফেলতে পারি, তাহলে সকলেরই লাভ হবে। এতে কিন্তু অপমান বোধ কর না, তোমাকে যে আমি অবিশ্বাস করি, এমন নয়।"

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি কাষ্ঠ হেসে বলল, "নিশ্চয়ই আপনার কথা বলতে থাকুন। আমি আমার ভীল আর স্প্যাগেটির দিকে মন দিই।"

দ্রুত সিসিলীয় ভাষায় সলট্‌সো মাইকেলকে বলতে লাগল, "এটা তোমাকে বুঝতে হবে যে তোমার বাবার সঙ্গে আমার যা ঘটে সেটা একেবারে একটা ব্যবসা সম্পর্কীয় ব্যাপার। আমি ডন কর্লিয়নিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর কাজ করবার সুযোগ ভিক্ষা করি। কিন্তু তোমাকে এ-ও বুঝতে হবে যে তোমার বাবা বড় সেকেলে ধরনের। তিনি উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। আমি যে ব্যবসা করি, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সে ব্যবসার ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সকলে অগুনতি লক্ষ ডলার কামাতে পারে। কিন্তু কতকগুলো অবাস্তব সংস্কারের জন্য তোমার বাবা তাতে বাধা দিচ্ছেন। বাধা দিতে গিয়ে আমার মতো লোকদের ওপর তাঁর ইচ্ছাটা আরোপ করছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তিনি আমাকে বলেছেন, 'তুমি তোমার ব্যবসা চালিয়ে যাও।' কিন্তু তুমি আমি দুজনেই জানি কথাটা অবাস্তব। তাহলে আমরা দুজনেই পরস্পরের বিরক্তির কারণ হব। উনি যা বলেন তার আসল মানে হল ও ব্যবসা আমি চালাতে পারব না। আমার আত্মসম্মান আছে; আরেকজন লোক আমার ওপর তার ইচ্ছা আরোপ করবে, এ আমি হতে দিতে পারি না, কাজেই যা হবার তা হয়েছে। এটুকু বলতে চাই যে নিউ ইয়র্কের সমস্ত পরিবার নীরবে আমাকে সমর্থন করেছে। টাটাগ্লিয়া পরিবার আমার পার্টনার হয়েছে। এই বিরোধ যদি চলতে থাকে, তাহলে কর্লিয়নি পরিবারকে সকলের বিপক্ষে একলা দাঁড়াতে হবে। তোমাদের বাবা সুস্থ থাকলে সেটা হয়তো

সম্ভব হত। কিন্তু তাঁর বড় ছেলে ধর্মবাপের মতো হয়নি, অবিশ্যি আমি কাউকে কোনো অসম্মান দেখাতে চাই না। আর ঐ আইরিশ কনসিলিওরি হেগেন কিছু গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর মতো নয়, ঈশ্বর তাকে শান্তি দিন। কাজেই আমি শান্তির প্রস্তাব করছি, অস্ত্র সংবরণের প্রস্তাব। যতদিন না তোমাদের বাবা সেরে উঠে এই সব দরাদরির ভার নিতে পারেন, ততদিন বিরোধিতা বন্ধ থাকুক। আমার অনুরোধে, আমার জামিনে, টাটাগ্লিয়া পরিবার তাদের ছেলে ব্রুনোর জন্য বদলা নেবার দাবি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আমাদের মধ্যে শান্তি হোক। ইত্যবসরে আমাকেও তো জীবিকা অর্জন করতে হবে, নিজের ব্যবসা চালাতে হবে। তোমাদের সহযোগিতা চাইছি না, শুধু অনুরোধ করছি কর্লিয়নি পরিবার যেন আমার ব্যবসায় বাধা না দেয়। এই আমার প্রস্তাব। ধরে নিচ্ছি রফা করবার অধিকার তোমাকে দেওয়া হয়েছে।”

সিসিলীয় ভাষায় মাইকেল বলল, “আপনি কি ভাবে ব্যবসা শুরু করতে চান, সে-বিষয়ে আরেকটু বলুন, আমাদের পরিবার কি ভূমিকা নিতে পারে, তাতে লাভই বা কত আশা করা যায়?”

সলট্‌সো বলল, “তবে কি তুমি সমস্ত পরিকল্পনাটা আগাগোড়া শুনতে চাও?”

গম্ভীর মুখে মাইকেল বলল, “সব চাইতে বড় কথা হল আমি নিশ্চিত গ্যারান্টি চাই যে আমার বাবার প্রাণহানির আর চেষ্টা হবে না।”

আবেগ ভরে দু হাত তুলে সলট্‌সো বলল, “আমি আবার কি গ্যারান্টি দেব? আমিই তো শিকারের পশু। আমিই তো সুযোগ হারিয়েছি। তুমি আমাকে বড় বেশি মান দিচ্ছ, বন্ধু, আমার অত বুদ্ধি নেই।”

এতক্ষণে মাইকেল নিশ্চিত বুঝল যে এই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল হাতে কিছু সময় পাওয়া। ডনকে মারতে সলট্‌সো আরেকবার চেষ্টা করবে। সব চাইতে চমৎকার কথা হল যে সলট্‌সো ওকে অনভিজ্ঞ ছোকরা ঠাউরেছে। সারা দেহে মাইক আবার সেই অদ্ভুত মধুর শৈত্য অনুভব করল। জোর করে নিজের মুখে একটা উদ্বেগের ভাব আনল সে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সলট্‌সো জিজ্ঞাসা করল, “কি হল?”

একটু অপ্রতিভ ভাবে মাইকেল বলল, “মদটা আমার ব্লাডারে পৌঁছেছে। এতক্ষণ চেপে রেখেছিলাম। একবার বাথরুমে যেতে পারি?”

কালো চোখ দিয়ে সলট্‌সো নিবিষ্ট ভাবে ওর মুখ দেখছিল। হাত বাড়িয়ে রূঢ় ভাবে মাইকেলের কুঁচকির চারপাশে হাতড়ে কোনো অস্ত্র লুকোনো আছে কি না দেখে নিল। মাইকেলের মুখে ক্ষুব্ধ ভাব। ম্যাক্‌ক্লাস্কি সংক্ষেপে বলল, “আমি দেখেছি। হাজার হাজার মাস্তান হাতড়েছি। ওর কাছে কোনো অস্ত্র নেই।”

ব্যাপারটা সলট্‌সোর পছন্দ হচ্ছিল না। কোনো কারণ ছিল না, তবু পছন্দ হচ্ছিল না। ওদের উল্টো দিকে একটা লোক একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল, তার দিকে ফিরে, সলট্‌সো বাথরুমের দরজার প্রতি ভুরু তুলে ইঙ্গিত করল। সেও

সামান্য মাথা নেড়ে জানাল যে বাথরুমটা সে পরীক্ষা করেছে, ভিতরে কেউ নেই। তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সলট্‌সো বলল, "বেশি দেরি কর না।" অদ্ভুত ওর বোধশক্তি ; ও ভয় খাচ্ছিল।

মাইকেল উঠে বাথরুমে গেল। প্রস্রাব পাত্রে তারের জালে ধরা একটা লম্বা গোলাপী সাবান ছিল। ছোট ঘরটাতে ঢুকল মাইক। বাস্তবিকই যাবার দরকার হয়েছিল, পেট কেমন আলগা হয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে, এনামেল করা জলাধারের পিছনে হাতড়ে, টেপ দিয়ে আটকানো খুদে, ভোঁতা-নাকের বন্দুকটা পেল। সেটাকে টেনে খুলে আনল, মনে পড়ল ক্লেমেন্‌জা বলেছিল টেপে আঙুলের ছাপ পড়লেও ব্যস্ত হয়ো না। বন্দুকটাকে কোমরে গুঁজে, তার ওপর দিয়ে কোটের বোতাম এঁটে দিল। হাত ধুল, চুল ভেজাল। রুমাল দিয়ে কলের ওপর থেকে আঙুলের ছাপ মুছে ফেলল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সলট্‌সো ঐ দরজাটার দিকে মুখ করে বসে ছিল, কালো চোখ সজাগ, চকচকে। মাইক একটু হেসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "এবার কথা বলতে পারব।"

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির ভীল আর স্প্যাগেটি এসে পৌছেছিল, সে তাই খেতে ব্যস্ত ছিল। ওদিকে দেয়ালের সামনের লোকটা সতর্কতায় আড়ষ্ট হয়ে ছিল, তাকেও এবার ঢিল দিতে দেখা গেল।

মাইকেল আবার বসল। মনে পড়ল ক্লেমেন্‌জা এটা বারণ করেছিল, বলেছিল বাথরুম থেকে বেরিয়েই গুলি ছুঁড়তে। কিন্তু সে তা করল না, কোনো স্বভাবজাত সতর্কতা থেকেই হোক, কিংবা স্রেফ ভয়ের কারণেই হোক। ওর মনে হয়েছিল হঠাৎ যদি একটা দ্রুত কিছু করতে যায়, ওরা ওকে কেটে ফেলবে। এখন অনেকটা নিরাপদ মনে হচ্ছিল, খানিকটা ভয় নিশ্চয়ই পেয়েছিল, কারণ পায়ের ওপর এখন দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল না বলে বেশ আরাম লাগছিল। কাঁপুনির চোটে পায়ে জোর ছিল না।

সলট্‌সো ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। মাইকেলের পেটের দিকটা টেবিলের আড়ালে ছিল, সে কোটের বোতাম খুলে, মন দিয়ে শুনতে লাগল। কিন্তু লোকটা কি যে বলছে এক বর্ণ বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল কি সব আবোলতাবোল বকছে। ওর মন তখন উদ্যত রক্তস্রোতে এমন পরিপূর্ণ হয়ে গেছিল যে কোনো কথারই মানে বুঝছিল না। টেবিলের নিচে ওর ডান হাতটা কোমরে গোঁজা বন্দুকের ওপর গিয়ে পড়তেই, সেটিকে টেনে বের করে আনল। ঠিক সেই সময় ওয়েটার ওদের ফরমায়েস শুনতে এল, সলট্‌সো তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য মাথা ফেরাল। অমনি বাঁ হাতে টেবিলটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডান হাতে বন্দুকটাকে মাইকেল প্রায় সলট্‌সোর মাথায় ঠেকিয়ে ধরল। লোকটার এমনি তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া যে মাইকেলের হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরটাকে একপাশে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাইকেলের বয়স কম, প্রতিক্ষেপ তীক্ষ্ণতর, অমনি সে ঘোড়া টিপে দিল। সলট্‌সোর চোখের আর কানের মধ্যিখান দিয়ে গুলিটা ঢুকে যখন অন্য দিক দিয়ে

বেরিয়ে গেল, এক দলা রক্ত আর খুলির হাড়ের টুকরো স্তম্ভিত ওয়েটারের কোটের উপর ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল টের পেল একটা গুলিই যথেষ্ট। শেষ মুহূর্তে সলট্সো মাথা ঘুরিয়েছিল, ওর চোখে প্রাণের আলো নিবে যেতে দেখেছিল. মাইক, মোমবাতির শিখা যেমন নিবে যায়, তেমনি স্পষ্ট করে।

মাইকেলের ঘুরে ম্যাক্‌ক্লাস্কির দিকে বন্দুকের নিশানা করতে মাত্র এক সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। পুলিস-কাপ্তান ওর দিকে এমন নিরুদ্বেগ বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়েছিল যেন ব্যাপারটার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের সঙ্কট সম্বন্ধে একটুও সচেতন বলে মনে হল না। মাংসসুদ্ধ কাঁটাটি তার হাতে ধরা রইল, চোখ দুটো সবে মাইকেলের দিকে ফিরছিল, মুখের ভাবে এমন একটা ক্ষুব্ধ আত্মপ্রত্যয়, যেন আশা করে আছে মাইকেল হয় এক্ষুনি ক্ষমা চাইবে, নয়তো দৌড়ে পালাবে যে মাইকও বন্দুকের ঘোড়া টিপবার সময় মৃদু হাসছিল। ভালো নিশানা হয়নি, লোকটা মরল না। ষাঁড়ের মতো মোটা গলায় গিয়ে গুলি লাগল, বিষম খেল ম্যাক্‌ক্লাস্কি, যেন বড্ড বড় টুকরো মাংস গিলে ফেলেছে। তারপর বিদীর্ণ ফুসফুস থেকে কাশি উঠতেই চারদিকের বাতাস যেন রক্তময় কুয়াশায় ভরে গেল। খুব ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবেচিন্তে ওর সাদা চুলে ঢাকা মাথার খুলিতে মাইক তার দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়ল।

বাতাসটা যেন গোলাপী কুয়াশায় ভরা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা লোকটার দিকে মাইক ঘুরে দাঁড়াল। সে এক চুল নড়েনি। যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে। এবার সে সযত্নে টেবিলের ওপর হাত দুটো তুলে দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে নিল। ওয়েটার টলতে টলতে পিছু হটে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, মুখে ভীষণ আতঙ্কের ভাব নিয়ে সে মাইকেলের দিকে চেয়ে ছিল যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সলট্সো তখনো চেয়ারে বসে, শরীরের পাশটা টেবিলের ধারে ঠেকা দেওয়া। ম্যাকক্লাস্কি তার দেহের ভারে নিচের দিকে ঝুলে গিয়ে, চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেছিল। মাইকেল বন্দুকটা ছেড়ে দিতেই, ওর গায়ে একটু ধাক্কা খেয়ে নিঃশব্দে সেটা নিচে পড়ে গেল। মাইক দেখল যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা লোকটা, কিংবা ওয়েটার, কেউই বন্দুক ফেলে দেওয়াটা লক্ষ্য করেনি। কয়েক পদক্ষেপে দরজার কাছে পৌঁছে, দরজা খুলে ফেলল মাইক। সলট্সোর গাড়ি তখনো ফুটপাথের ধারে দাঁড় করানো, কিন্তু চালকের টিকি দেখা গেল না। মাইকের বাঁ দিকে ফিরে, মোড় ঘুরে এগিয়ে গেল। অমনি হেড-লাইট জ্বেলে একটা লড়ঝড়ে সিড্যান এসে দাঁড়াল, তার দরজাটি খুলে গেল। লাফিয়ে উঠে পড়ল মাইক, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও গর্জন করে ছুটে চলল। মাইক দেখল টেসিও গাড়ির চালক, তার পারিপাটি মুখ চোখ শ্বেতপাথরের মতো কঠিন।

টেসিও জিজ্ঞাসা করল, "সলট্সোর ওপর কাজ সারলে ?"

টেসিওর ভাষা শুনে মুহূর্তের জন্য মাইকেল অবাক হল। ও-কথা সর্বদা যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে বলা হত, কোনো মেয়ের ওপর কাজ সারা মানে তার সঙ্গে যৌন

সম্বন্ধ করা। টেসিওর এ-ভাবে ও-কথার ব্যবহার একটু অদ্ভুত শোনাল। মাইকেল বলল, "দুজনের ওপরেই।"

টেসিও জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক জান?"

মাইকেল বলল, "ওদের মগজের ঘিলু দেখলাম।"

বেশ পরিবর্তন করবার জন্য একপ্রস্থ পোশাক ছিল গাড়িতে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সিসিলিগামী একটা মালবাহী জাহাজে মাইকেল আরূঢ় হল। দুঘণ্টা বাদে জাহাজটা সমুদ্রে পাড়ি দিল। নিজের ক্যাবিন থেকে মাইকেল দেখতে পেল নিউ ইয়র্ক শহরের আলোগুলো নরকের কুণ্ডের মতো জ্বলছে। গভীর স্বস্তি অনুভব করছিল সে। এবার ও-সব থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। মনের এই ভাবটি ওর পরিচিত, মনে পড়ল যুদ্ধের সময় ওদের নৌ-বহর একটা দ্বীপ আক্রমণ করেছিল, সেখানকার সমুদ্রতীর থেকেও ওকে উদ্ধার করা হয়েছিল। যুদ্ধ তখনো চলেছিল, সামান্য জখম হয়েছিল মাইকেল, নৌকো করে ওকে হাসপাতল-জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখনকার মতো তখনো গভীর একটা স্বস্তি অনুভব করেছিল সে। এবার নরক ভেঙে বেরিয়ে আসুক, কিন্তু মাইকেল এখানে থাকবে না।

সলট্‌সো আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির খুনের পরদিন নিউ ইয়র্ক শহরের প্রত্যেক থানার পুলিস-কাপ্তান আর লেফ্‌টেনাণ্টরা চারদিকে আদেশ পাঠাল, আর জুয়ো-খেলা চলবে না, বেশ্যাবৃত্তি চলবে না, কোনো রকম চাল চলবে না, যতদিন না কাপ্তানকে যে খুন করেছে সে ধরা পড়ছে। শহরের সমস্ত বে-আইনী ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

সেদিন আরো পরে ইতালীয় পরিবারগুলোর একজন প্রতিনিধি কর্লিয়নি পরিবারকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওরা খুনেকে সমর্পণ করতে রাজী আছে কি না। ওরা বলল খুনের ব্যাপারের সঙ্গে কর্লিয়নিদের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই রাতে লং বীচে কর্লিয়নিদের প্রাঙ্গণে একটা বোমা বিস্ফোরণ হল, একটা গাড়ি প্রবেশ-পথের শিকলের সামনে এসে, বোমাটা ছুঁড়ে, আবার গর্জন করে চলে গেল। সেই রাতেই কর্লিয়নিদের দুজন বাট্‌ন্‌-ম্যান গ্রেনিচ ভিলেজের ছোট একটা ইতালীয় রেস্তোরাঁতে নিরিবিলি ডিনার খাচ্ছিল, সেখানে তারা নিহত হল। ১৯৪৬ সালের পাঁচ পরিবারের লড়াই এই ভাবে শুরু হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

বারো

হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চাকরটাকে বিদায় করে দিয়ে জনি ফন্টেন বলল, "কাল সকালে দেখা হবে, বিলি।" কৃষ্ণকায় বাটলার প্রকাণ্ড যুগ্ম খাবার-ঘর বসবার-ঘর থেকে 'বাও' করে বেরিয়ে গেল। ঐ ঘর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দৃশ্য দেখা যেত। 'বাও'টা ঠিক চাকরের 'বাও' ছিল না বরং দুই বন্ধুর মধ্যে বিদায় নেবার 'বাও'। ডিনারের অতিথি উপস্থিত না থাকলে, বাটলার 'বাও' করত না।

অতিথিটি হল শ্যারন মূর বলে একটি মেয়ে; সে নিউ ইয়র্ক শহরের গ্রেনিচ ভিলেজ থেকে এসেছিল, একটা ফিল্মে পার্ট পাবার চেষ্টায়, ফিল্মের প্রযোজক ওরই এক পুরনো ভক্ত, এখন সে খুব নাম করেছিল। জনি যখন য়োলট্‌সের ছবি করছিল, ও তখন সেট্ দেখতে এসেছিল। জনি দেখল মেয়েটি তরুণী, সুকুমারী মিষ্টি, সুরসিকা, তাই তাকে রাতে ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করল। জনির ডিনারের নিমন্ত্রণের খ্যাতি বরাবরই ছিল, অনেকটা রাজাদেশের মতোও ছিল, মেয়েটি অবশ্যই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

জনির যে-রকম নাম ছিল, শ্যারন মূর নিশ্চয় ভেবেছিল ও তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলতে চাইবে, কিন্তু জনি হলিউডের ঐ গোগ্রাসে মাংস গেলার ভাবটি দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কোনো মেয়ের সঙ্গে ও শুত না, যদি না তার মধ্যে বিশেষ কোনো মোহিনী গুণ দেখতে পেত। মাঝে মাঝে অবশ্য বড্ড বেশি মদ খেয়ে সকালে উঠে দেখত এ কার সঙ্গে শুয়ে আছে, একে কখনো চিনেছে বা দেখেছে বলেও স্মরণ হত না। এখন জনির পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, একটা বিয়ে ভেঙেছে, দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই, হয়তো হাজার মেয়ের দেহ অধিকার করেছে,— আজকাল আর তার আগেকার সে আগ্রহ নেই। তবু শ্যারন মূরের মধ্যে এমন কোন গুণ ছিল, যার জন্য জনির মনে স্নেহের উদ্রেক হয়েছিল, তাই ওকে নেমন্তন্ন করেছিল।

জনি নিজে বেশি কিছু খেত না, কিন্তু ও জানত সুন্দরী তরুণী মেয়েরা না

খেয়ে টাকা জমিয়ে, ভালো ভালো কাপড়চোপড় কেনে আর কেউ নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে খুব সাঁটায়; সেই জন্য টেবিলে যথেষ্ট খাবারের ব্যবস্থা ছিল। যথেষ্ট পানীয়ও ছিল; একটা বালতিতে শ্যাম্পেন, তাছাড়া স্কচ্‌ রাই, ব্র্যাণ্ডি, আর সাইডবোর্ডের ওপর লিকিওর। জনি পানীয়গুলোকে আর প্লেটে করে সাজানো খাবার পরিবেশন করল। খাওয়াদাওয়ার পর শ্যারনকে ওর প্রকাণ্ড বসবার ঘরে নিয়ে গেল, তার একটা দেয়াল আগাগোড়া কাচের তৈরি, তার ভিতর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যেত। 'হাই-ফাই'য়ের ওপর একগোছা এলা ফিট্‌স্‌-জেরাল্ডের রেকর্ড রেখে, জনি শ্যারনের পাশে কৌচের ওপর আরাম করে বসল। কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে গাল-গল্প করে, ও ছেলেবেলায় কেমন ছিল সে-সব খবর বের করল; দুরন্ত ছেলের মতো ছিল; নাকি ছেলে দেখলে ক্ষেপে যেত; সাদামাটা ছিল, নাকি সুন্দরী; একা থাকত, নাকি ফুর্তিবাজ ছিল। এ-সব ছোটখাটো তথ্য সর্বদা ওর মনে লাগত। প্রেম করতে হলে ওর যে কোমলতার প্রয়োজন হত, এতে তারই উদ্রেক হত।

সোফার ওপর দুজনে কাছাকাছি বসে ছিল, ভারি অন্তরঙ্গ ভাবে, ভারি আরামে। শ্যারনের ঠোঁটে চুমো খেল জনি, নিষ্কাম বন্ধুত্বের চুমো, শ্যারনও যখন ঐ ভাবটিই রক্ষা করল, জনিও তাই করল। প্রকাণ্ড জানলার বাইরে চাঁদের আলোতে দেখতে পাচ্ছিল গাঢ় নীল প্রশান্ত মহাসাগর সমতলভাবে বিস্তীর্ণ।

শ্যারন জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যে বড় তোমার রেকর্ড বাজাচ্ছ না?" সুরে একটু পরিহাস। জনি ওর দিকে চেয়ে হাসল। ওকে শ্যারন পরিহাস করছে বলে ওর মজা লাগছিল। বলল, "অতটা হলিউডি নই আমি।"

শ্যারন বলল, "কিছু বাজিয়ে শোনাও। কিংবা গান শোনাও। জান তো ফিল্মে কেমন করে। আর আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে তোমার ওপর গলে পড়ব, পর্দার ওপর মেয়েরা যেমন করে।"

জনি হেসে উঠল। যখন বয়স কম ছিল, ঠিক ঐ সব জিনিসই ও করত, তার ফলটাও বেশ নাটুকে হত, মেয়েগুলো বিগলিত মোহিনী চেহারা ধারণ করবার চেষ্টা করত, একটা কল্পিত রূপকথার ক্যামেরার উদ্দেশ্যে তাদের চোখগুলোকে কামোদ্ভাসিত করে আনত, আজকাল কোনো মেয়েকে গান গেয়ে শোনাবার কথা ও স্বপ্নেও ভাবত না; প্রথম কথা অনেক মাস ও গানই গায়নি, নিজের গলার ওপর ও আস্থা হারিয়েছিল। দ্বিতীয় কথা শখেরা শিল্পীদের কোনো ধারণাই ছিল না পেশাদার গাইয়েরা যে অত ভালো গান করে, তার কতখানি যান্ত্রিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। অবশ্য নিজের গানের রেকর্ড বাজাতে পারত, কিন্তু নিজের তরুণ উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে কেমন একটা কুণ্ঠা বোধ করত, যেমন চুল পাতলা হয়ে আসা, মোটা হয়ে পড়া আধা-বয়সী অভিনেতারা নিজেদের পরিপূর্ণ যৌবনের ছবি দেখাতে লজ্জা পায়।

তাই জনি বলল, "গলাটা ঠিক জুত নেই. তাছাড়া নিজের গান শুনে শুনে

বিরক্তি ধরে গেছে।"

দুজনে গেলাসে চুমুক দিল। তারপর শ্যারন বলল, "শুনছি এই ছবিতে তুমি একেবারে মাত করে দিয়েছ। সত্যিই কি বিনা পয়সায় ছবিটা করেছ ?"

জনি বলল, "ঐ নামেমাত্র একটু নিয়েছি।"

শ্যারনের ব্র্যাণ্ডির গেলাস আবার ভরে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল জনি, ওকে একটা সোনালী মনোগ্রাম করা সিগারেট দিয়ে, সেটি জ্বালিয়ে দেবার জন্য লাইটার বাড়িয়ে ধরল। সিগারেট টানতে আর ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে লাগল শ্যারন, জনি আবার তার পাশে গিয়ে বসল।

শ্যারনের চাইতে নিজের গেলাসে অনেক বেশি করে ব্র্যাণ্ডি ঢেলেছিল; শরীরটাকে গরম করতে, মনটাকে প্রফুল্ল করতে, উৎসাহ জমাবার জন্য ওটুকুর ওর দরকার ছিল। সাধারণ প্রেমিকদের ঠিক উল্টো অবস্থা ওর। মেয়েটিকে উন্মত্ত না করে ওর নিজেকে উন্মত্ত করতে হত। সাধারণতঃ মেয়েটি একটু বেশি করেই রাজী থাকত, কিন্তু ও নিজে থাকত না। গত দু বছরে ওর আত্মসম্মান বড় বেশি আহত হয়েছিল, তাই সেটাকে সুস্থ করে তুলবার জন্য এই সহজ উপায় অবলম্বন করেছিল, এক রাতের জন্য কোনো সুকুমারী তরুণীর পাশে শুয়ে, তাকে বার কতক বাইরে ডিনার খেতে নিয়ে গিয়ে, একটা দামী উপহার দিয়ে, তারপর যাতে তার মনে কষ্ট না লাগে এই রকম নম্র ভাবে তাকে ঝেড়ে ফেলা ? পরে ঐ মেয়েরা বলে বেড়াতে পারত যে বিখ্যাত জনি ফণ্টেনের সঙ্গে তাদের একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। প্রকৃত প্রেম না হলেও, মেয়েটি যদি রূপসী আর বাস্তবিকই ভালো হত তাহলে হেনস্থা করবার মতোও কিছু নয়। কঠিন মেয়েমানুষগুলোকে ও দেখতে পারত না, তারা ওর সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ করেই, অমনি বন্ধুবান্ধবদের বলতে ছুটত যে বিখ্যাত জনি ফণ্টেনের সঙ্গে তারা আশনাই করেছে। আবার সেই সঙ্গে জুড়ে দিত যে তার চাইতে ভালো অভিজ্ঞতা তাদের আছে। সব চাইতে অবাক হত জনি ওদের সহানুভূতিশীল স্বামীদের দেখে, তারা প্রায় ওর মুখের ওপরেই বলে দিত যে স্ত্রীদের তারা স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করছে, যেহেতু অতিশয় সতীসাধ্বী স্ত্রীদের বিখ্যাত জনি ফণ্টেনের সঙ্গে ব্যাভিচার করবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এ-কথা শুনে জনি বাস্তবিকই হতভম্ব হয়ে যেত।

রেকর্ডের এলা ফিট্‌স্‌জেরাল্ডকে ও ভালোবাসত। ঐ ধরনের স্পষ্ট ভাবে গাওয়া, অমন পরিচ্ছন্ন গানের পদ ও ভালোবাসত। জীবনে ঐ একটি মাত্র জিনিসই জনি বুঝত এবং ও এও জানত ও-কথা ওর চাইতে ভালো করে দুনিয়াতে আর কেউ বুঝত না। এই মুহূর্তে কৌচে হেলান দিয়ে শুয়ে গলায় ব্র্যাণ্ডির উত্তাপ অনুভব করে, ওর গাইতে ইচ্ছা করছিল; সুর করে গান গাইতে নয়, রেকর্ডের সঙ্গে সঙ্গে পদ বেঁধে গাইতে, অথচ একজন বাইরের লোকের সামনে সেটা তো সম্ভব ছিল না। এক হাতের গেলাস থেকে চুমুক দিতে দিতে অন্য হাতটি জনি শ্যারনের কোলে রাখল। কোনো চাতুরি না করে; উত্তাপের সন্ধানে শিশুর মতো

ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে, শ্যারনের কোলে রাখা হাতটি দিয়ে জনি তার রেশমী পোশাক একটু টেনে তুলতেই, সোনালী বুনটের মোজার ওপর দুধের মতো সাদা খানিকটা উরু দেখা গেল। তাই দেখে সব মেয়েগুলোকে, বছরগুলোকে, অভ্যাসগুলোকে ভুলে গেল জনি, তার সারা দেহের মধ্যে দিয়ে একটা সান্দ্র উষ্ণ জোয়ার বয়ে গেল। এখনো সেই অসম্ভব সম্ভব হত। কিন্তু আর যখন হবে না, গলার স্বর যেমন আর সম্ভবে না, তখন জনি কি করবে?

এবার জনি প্রস্তুত। লম্বা মীনে-করা কক্‌টেল-টেবিলের ওপর হাতের পানীয় নামিয়ে রেখে জনির দেহ শ্যারনের দিকে ফিরল। কোনো অনিশ্চয়তা নেই, সুচিন্তিত অথচ বড় কোমলভাবে। জনির আদরে ধূর্ত কিছু ছিল না, লোচ্ছা লাম্পট্যও ছিল না। ওর ঠোঁটে চুমো খেল জনি, জনির হাত ওর বক্ষ স্পর্শ করে, ওর উষ্ণ উরুতে এসে পড়ল, রেশমের মতো মোলায়েম ওর ত্বক। উত্তরে শ্যারন ওকে চুমো খেল, তাতে স্নেহ ছিল, কাম ছিল না। এখন জনির ঐ রকমই ভালো লাগছিল। যে-সব মেয়েরা হঠাৎ গরম হয়ে উঠত, জনির তাদের ভালো লাগত না। তাদের দেহগুলো যেন লোমশ একটা সুইচের স্পর্শে জেগে ওঠা মোটরের মতো।

তারপর জনি সর্বদা যা করত তাই করল, এতে ও নিজে উচ্চকিত হয়ে উঠত। খুব আস্তে অনুভূতি রক্ষা করতে যতটা হাল্কাভাবে সম্ভব, ওর মধ্যম আঙুলের আগাটি দিয়ে শ্যারনের উরুর মাঝখানে সুগভীর স্পর্শ করল। প্রেম করার এই ভূমিকা কোনো কোনো মেয়ে লক্ষ্যই করত না। কেউ কেউ বিহ্বল হয়ে উঠত, বুঝতে পারত না ওটি দৈহিক স্পর্শ কি না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে জনি ওদের অধরে গভীরভাবে চুমো খেল। কেউ কেউ যেন আঙুলটাকে চুষে খেত। এবং বলা বাহুল্য, জনি বিখ্যাত হবার আগে, কোনো কোনো মেয়ে ওর গালে টেনে চড় লাগাত। এটাই ছিল ওর কর্মপদ্ধতি, সাধারণতঃ এতে বেশ ফল পাওয়া যেত।

শ্যারনের প্রতিক্রিয়া হল অন্য রকমের। সবটাই সে গ্রহণ করল, স্পর্শটুকু, চুম্বনটি, তারপর জনির মুখ থেকে মুখ সরিয়ে, নিজের শরীরটাকেও কোচের ওপর খুব সামান্য একটু সরিয়ে নিয়ে, পানীয়ের গেলাসটা তুলে নিল। শীতল কিন্তু সুনিশ্চিত প্রত্যাখ্যান। মাঝে মাঝে এমন হত। কদাচিৎ; কিন্তু হত। জনিও তার পানীয় তুলে নিয়ে, সিগারেট ধরাল।

কিছু বলছিল শ্যারন, ভারি মিষ্টি করে, ভারি লঘু ভাবে। "তোমাকে যে আমার ভালো লাগে না, এমন নয়, জনি; যতটা ভেবেছিলাম, তুমি তার চাইতে ঢের ভালো এবং আমি ওরকম মেয়ে নই বলেও নয়, কথা হল যে কারো সঙ্গে ওরকম সম্বন্ধ করতে হলে আমার নিজের খানিকটা প্রেরণার দরকার হয়, আমার কথা বুঝতে পারলে জনি?"

জনি ফন্টেন ওর দিকে ফিরে মৃদু হাসল। তখনো ওকে ভালো লাগছিল। "আর আমার কাছে সে প্রেরণা পাও না বুঝি?"

শ্যারন একটু কুণ্ঠিত হয়ে উঠল, "বুঝলে কি না, তুমি যখন বিখ্যাত গাইয়ে বলে

নাম করেছিলে, আমি তখনো খুব ছোট। আমি ঠিক তোমার নাগাল পাই না, আমি এক পুরুষ পরে জন্মেছি। সত্যি বলছি, আমি খুব একটা ভালো মানুষ নই। তুমি যদি একজন চিত্রতারকা হতে, ছোটবেলা থেকে যাকে দেখে এসেছি, এক্ষুনি কাপড়-চোপড় খুলে ফেলতাম।"

এখন আর ওকে ততটা ভালো লাগছিল না জনির। মিষ্টি বটে, সুরসিকা, বুদ্ধিমতী। ওর সঙ্গে রমণ করতে উঠি-পড়ি করে ছুটেও আসেনি, ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলে চিত্রজগতে সুবিধা হতে পারে বলে ওকে ছুড়োও দেয়নি। সত্যি ভারি খাঁটি মানুষ। তবু আরেকটা জিনিসও জনি বুঝতে পেরেছিল। এ রকম এর আগেও কয়েকবার হয়েছিল। কোনো কোনো মেয়ে ওর সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবার আগেই মনে মনে ঠিক করে রাখত ওর সঙ্গে শোবে না, তা ওকে যত ভালোই লাগুক না কেন, যাতে করে সে বন্ধুবান্ধবদের, এমন কি নিজেকেও, বলতে পারবে যে বিখ্যাত জনি ফন্টেনের সঙ্গে শোবার সুযোগ সে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন জনির বেশ বয়স হয়েছে, তাই ঐ মনোভাব বুঝতে পারল এবং রাগ হল না। শুধু আগের মতো শ্যারনকে অতটা ভালো লাগল না, আগে সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল।

আর এখন তাকে ততটা ভালো লাগছিল না বলেই জনি অনেকখানি আশ্বস্ত হল। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে, ও গেলাসে চুমুক দিতে লাগল। শ্যারন বলল, "আশা করি তুমি চটে যাওনি, জনি। হয়তো একটু অদ্ভুত ব্যবহার করছি, বোধহয় হলিউডে সঙ্গীকে গুড্‌নাইট করবার সময় একটা চুমো খাওয়াও যা, তার সঙ্গে সহবাস করাকেও সকলে সেই রকমই মনে করে। আমি তো এখানে খুব বেশি দিন থাকিনি।"

মৃদু হেসে জনি ওর গাল থাবড়ে দিল। হাত নামিয়ে জনি ওর স্কার্টটাকে টেনে আরো সভ্যভব্যভাবে ওর সুগোল রেশমী হাঁটুদুটি ঢেকে দিল। বলল, "মোটেই চটিনি। সেকেলে মেয়ের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে ভালো লাগে।" তাহলে তাকে মনের কথা বলতে হয় না : দক্ষ প্রেমিক বলে প্রমাণ দেবার দরকার থাকে না, পর্দায় প্রক্ষিপ্ত দেবমূর্তির মান রাখতে হয় না : তাই মনে কি আরাম। ও সেই মূর্তির যোগ্য আচরণ করেছে এবং মেয়েটার ওপরেও উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হয়েছে, এই সব শুনবার দরকার হয় না। সহজ সরল নিত্যনৈমিত্তিক একটা ঘটনাকে বেশি করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবারও দরকার করে না।

ওরা আরেকবার ব্র্যাণ্ডি খেল, আরো কতকগুলো ঠাণ্ডা চুমোর আদানপ্রদান হল, তারপর শ্যারন স্থির করল এবার যেতে হয়। সৌজন্য দেখিয়ে জনি বলল, "একদিন তোমাকে কোথাও ডিনার খেতে নিয়ে যেতে পারি?"

শেষ পর্যন্ত শ্যারন সরল ও সততাপূর্ণ আচরণ করেছিল। বলেছিল, "আমি জানি তুমি খানিকটা সময় নষ্ট করে, শেষে নিরাশ হতে চাও না। এই চমৎকার সন্ধ্যাটার জন্য ধন্যবাদ। একদিন আমার ছেলে-মেয়েদের বলব যে একবার বিখ্যাত

জনি ফণ্টেনের সঙ্গে তার বাড়িতে একা সাপার খেয়েছিলাম।"

মৃদু হাসল জনি, বলল, "এবং তুমি হার মানোনি।" দুজনেই হেসে ফেলল। শ্যারন বলল, "ও কথাটা ওরা কখনোই বিশ্বাস করবে না।" তারপর জনি একটু কৃত্রিমতা অবলম্বন করে বলল, "না হয় লিখে দেব; তাই চাও নাকি?" মাথা নাড়ল শ্যারন। জনি বলে চলল, "কেউ যদি অবিশ্বাস করে, আমাকে একটা ফোন করতে বলো, আমি সব ঠিক করে দেব। বলব তোমাকে বাড়িময় তাড়া করে বেড়িয়েছিলাম, তবু তুমি সতীত্ব রক্ষা করেছিলে, কেমন?"

অবশেষে ব্যবহারটা একটু নিষ্ঠুর হয়ে গেছিল, ওর কচি মুখে বেদনার ছাপ দেখে জনির সে কি দুঃখ। শ্যারন বুঝতে পেরেছিল জনি বলতে চাইছে সে যথেষ্ট চেষ্টা করেনি। বিজয়ের আনন্দের মধুরতাটুকু জনি হরণ করে নিল। এখন ওর মনে হবে ওর মাধুর্যের কিংবা আকর্ষণীয়তার অভাবের জন্যই আজ রাতেও জয়ী হয়েছিল। আর ও যেমন মেয়ে, যখনই কারো কাছে গল্প করবে কেমন করে বিখ্যাত জনি ফণ্টেনের প্রলোভন ও জয় করেছিল, তখন একটু বাঁকা হেসে সেই সঙ্গে জুড়ে দেবে, "অবিশ্যি ও তেমন চেষ্টাও করেনি।" কাজেই ওর ওপর জনির মায়া হল, বলল, "কখনো যদি খুব বেশি বিমর্ষ বোধ কর, আমাকে ফোন কর, কেমন? আমি যত মেয়েকে চিনি, সকলের সঙ্গে কিন্তু শুয়ে পড়ি না।"

সে বলল, "ফোন করব।" এই বলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। জনির হাতে সারা দীর্ঘ শূন্য সন্ধ্যাটা পড়ে রইল। জ্যাক য়োলট্‌স্ যাকে বলত 'মাংসের কারবার', ছোট ছোট উৎসুক হবু-তারকাদের আস্তাবলে যেতে পারত জনি, কিন্তু ও চাইছিল কোনো সত্যিকার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। ওর প্রথম স্ত্রী ভার্জিনিয়ার কথা মনে পড়ল। এখন ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার মেয়েদের একটু সময় দিতে পারা যাবে। আবার ওদের জীবনের একটা অঙ্গ হতে ইচ্ছা করছিল। ভার্জিনিয়ার জন্যেও ভাবনা হত। হলিউডের মাস্তানগুলোকে সামলাবার ক্ষমতা ওর ছিল না, ওরা হয়তো ওর পিছনে লাগবে, পরে যাতে বড়াই করে বেড়াতে পারে যে জনি ফণ্টেনের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যতদূর জনির জানা ছিল এখন পর্যন্ত ও-কথা কেউ বলতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে ভেবে মন বিরূপ হল যে দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলা কিন্তু ও-কথা সবাই বলতে পারে। ফোন তুলল জনি।

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরটি চিনতে পারল, কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। দশ বছর বয়সে, দুজনে যখন ফোর-বি ক্লাসে পড়ত, তখন প্রথম ঐ গলা শুনেছিল। জনি বলল, "শোন জিনি, আজ রাতে কি তুমি খুব ব্যস্ত আছ, একটুক্ষণের জন্য আসতে পারি?"

জিনি বলল, "বেশ, এসো। মেয়েরা কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের জাগাতে চাই না।"

জনি বলল, "ঠিক আছে। তোমার সঙ্গেই শুধু একটু কথা বলতে চাইছিলাম।"

জিনি স্বরটা একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর অতি সাবধানে, যাতে কোনো

উদ্বেগ প্রকাশ না পায়, গলাটা সামলে নিয়ে জিনি জিজ্ঞাসা করল, "জরুরী কিছু নাকি, গুরুতর কিছু ?"

জনি বলল, "না। ছবিটা আজ শেষ হয়ে গেল, তাই ভাবলাম তোমাকে একবার দেখি, একটু গল্প করি। হয়তো মেয়েদেরও একবার দেখতে পাব, যদি মনে কর ওরা জেগে যাবে না।"

জিনি বলল, "ঠিক আছে। তুমি যে পার্টটা চেয়েছিলে সেটা পেয়ে গেলে জেনে খুশি হয়েছিলাম।"

জনি বলল, "ধন্যবাদ। আধঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে।"

বেভারলি হিলসে যে বাড়িটা একদিন ওর বাসস্থান ছিল, সেখানে পৌঁছে জনি ফণ্টেন কিছুক্ষণ বাড়িটার দিকে চেয়ে চুপ করে গাড়িতে বসে রইল। মনে পড়ল ধর্মবাপ বলেছিলেন, নিজের ইচ্ছামতো জীবনটাকে গড়ে নেওয়া যায়। কি যে ইচ্ছা সেটা জানা থাকলে ভারি সুবিধা হয়। কিন্তু ওর নিজের ইচ্ছাটা কি ?

দরজার কাছে ওর প্রথম স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। লাবণ্যময়ী, ছোটখাটো, গাঢ় রঙের চুল, মিষ্টি একটি ইতালীয় মেয়ে। পাশের বাড়ির মেয়ে, যে কখনো অন্য কোনা পুরুষের দিকে তাকাবে না এবং সে সময় সেটাকেই বড় কথা বলে মনে হয়েছিল। এখনো কি ওকে পেতে ইচ্ছা করে, এ-কথা জনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর এল 'না'। একটা কারণ হল ওর সঙ্গে আর প্রেম করা চলত না, দুজনার মধ্যেকার স্নেহটা বড় বেশি পুরনো হয়ে গেছিল। তাছাড়া যৌন সম্পর্ক বাদ দিয়েও আরো কয়েকটা জিনিস জিনি কখনোই ক্ষমা করতে পারত না। তাই বলে ওদের মধ্যে এখন আর কোনো শত্রুতাও ছিল না।

ওর জন্য কফি করে দিল জিনি, বসবার ঘরে বসিয়ে ওকে ঘরে তৈরি মিষ্টি খাওয়াল। বলল, "ঐ সোফাটাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়, তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।" কোট আর জুতো খুলে ফেলল জনি, গলার টাইটা ঢিলা করে দিল ; জিনি ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে, মুখে ছোট্ট একটু গম্ভীর হাসি নিয়ে বলল, "এ তো বড় মজার।"

কফিতে চুমুক দিতে দিতে, শার্টে একটু ছল্‌কে ফেলে জনি জিজ্ঞাসা করল, "কি বড় মজার ?"

জিনি বলল, "বিখ্যাত জনি ফণ্টেনের সন্ধ্যা কাটবার সঙ্গী নেই।"

জনি বলল, "বিখ্যাত জনি ফণ্টেন যদি শরীরটাকে আবার চাগিয়ে তুলতে পারে, তবে ওর অনেক ভাগ্য।"

এত স্পষ্ট কথা ও সাধারণতঃ বলত না। জিনি জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি কিছু হয়েছি নাকি ?"

জনি এক গাল হেসে উত্তর দিল, "আমার ফ্ল্যাটে একজন মেয়ের 'ডেট' ছিল, সে আমাকে ঝেড়ে ফেলেছে। আর জান, তাতে আমি ভারি আরাম বোধ করেছি।"

বলেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল জিনির মুখে চকিত একটা রাগের ভাব প্রকাশ পেল। সে বলল, "ঐ সব বদ মেয়েমানুষদের নিয়ে মন খারাপ কর না। ও নিশ্চয় ভেবেছিল ওরকম ব্যবহার করলে তোমার আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে।" জনির ভেবে মজা লাগল যে ঐ মেয়েটা ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে জিনি তার ওপর সত্যি সত্যি চটে যাচ্ছে।

জনি বলল, "দূর ছাই, ওসব থাক গে, আমার ওতে বিরক্তি ধরে গেছে। এক সময় তো আমাকে সাবালক হতে হতই। এখন আর গাইতে পারি না, কাজেই মহিলাদের ব্যাপারে খানিকটা কষ্ট তো পেতেই হবে। জানই তো, শুধু চেহারার জোরে আমি খুব একটা সুবিধা করতে পারি না।"

আনুগত্য রক্ষা করে জিনি বলল, "ছবিতে যেমন ওঠে, তার চাইতে তুমি বরাবরই বেশি ভালো দেখতে।"

জনি মাথা নাড়ল। "মোটা হয়ে যাচ্ছি, টাক পড়ছে। এ ছবির সাহায্যে যদি আমার পুরনো খ্যাতি ফিরে না পাই, তাহলে আমার 'পিট্‌সা পাই' তৈরি করতে শেখা উচিত। কিংবা তোমাকে ছবিতে নামানো যেতে পারে, তোমার খাসা চেহারা।"

দেখে বোঝা যেত ওর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। সযত্নে লালিত পঁয়ত্রিশ হলেও, পঁয়ত্রিশই বটে। হলিউডে পঁয়ত্রিশও যা, একশোও তাই। সুন্দরী তরুণীরা ইঁদুরের মতো দলে দলে শহরময় চারিয়ে থাকত, কেউ এক বছর টিকত, কেউ বা দু বছর। তাদের মধ্যে কেউ বা এত রূপসী যে দেখলেই বুকের ধুকপুক বন্ধ হয়ে আসে, যতক্ষণ না তারা মুখ খুলছে, যতক্ষণ না সাফল্যের লোভে চোখের অপরূপ রূপমাধুরী আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। দৈহিক রূপের দিক থেকে সাধারণ মেয়েরা কখনোই ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। আর মুখে যতই না মাধুর্য, বুদ্ধিমত্তা, কায়দা-কেতা, গাম্ভীর্যের কথা বলা যাক, ঐ মেয়েগুলোর আনকোরা সৌন্দর্যের কাছে সব কিছু হার মেনে যায়। হয়তো অত অসংখ্য সুন্দরী না থাকলে, সাধারণ সুশ্রী মেয়েরাও এক-আধটা সুযোগ পেয়ে যেত। আর যেহেতু জনি ফণ্টেন যখন ওদের সকলকে, কিংবা প্রায় সকলকেই অধিকার করতে পারত, জিনি বুঝতে পারল শুধু ওকে খুশি করার জন্যই এত সব বলা হল। ঐ দিক দিয়ে জনির ব্যবহার সর্বদাই বড় ভালো। সাফল্যের শিখরে দাঁড়িয়েও মেয়েদের প্রতি ও চিরকাল ভারি সৌজন্য দেখাত, প্রশংসা করত, সিগারেট ধরাবার জন্য লাইটার জ্বেলে দিত, দরজা খুলে দিত।

এ সমস্ত সাধারণতঃ অন্য লোকে জনির জন্যেই করত; যে সব মেয়েদের সঙ্গে ও বেরোত, তারা তাই দেখে আরো প্রভাবিত হত। সব মেয়েদের সঙ্গেই জনি ঐ রকম ব্যবহার করত, এমন কি এক রাতের কি যেন তোমার নাম বান্ধবীদের সঙ্গেও।

ওর দিকে চেয়ে হাসল জিনি, বন্ধুর মতো হাসল। "তুমি তো আমাকে

আগেই অধিকার করেছিলে, জনি, মনে নেই ? বারো বছর ধরে। এখন আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোফায় লম্বা হল জনি, "ঠাট্টা নয়, জিনি, তোমাকে বড় ভালো দেখতে লাগে। আমাকেও যদি অতটা ভালো দেখাত তাহলে বেশ হত।"

জিনি সে কথার উত্তর দিল না। দেখতেই পাচ্ছিল জনির মন খারাপ। জিজ্ঞাসা করল, "ছবিটা ভালো হয়েছে মনে হয় ? তাতে তোমার কিছু সুবিধা হবে তো ?"

জনি মাথা দুলিয়ে সায় দিল, "তা হবে। হয়তো আগেকার প্রতিষ্ঠা ফিরে পেতেও পারি। যদি আকাদেমির স্বীকৃতিটা পাই আর বুদ্ধি করে অগ্রসর হই, তাহলে গান না গেয়েও আগের মতো নাম করতে পারব। তাহলে হয়তো তোমাকে আর মেয়েদের আরো কিছু টাকা দিতে পারব।"

জিনি বলল, "আমাদের যা আছে, তা যথেষ্টর চাইতেও বেশি।"

জনি বলল, "মেয়েদের আরো বেশি দেখতে চাই। স্থিতি হয়ে এবার একটু বসতে চাই। প্রত্যেক শুক্রবার রাতে এখানে এসে যদি আমি খাই, তাতে কি কোনো বাধা আছে ? কথা দিচ্ছি একটা শুক্রবার বাদ দেব না, তা সে যত দূরেই থাকি না কেন, যত কাজই থাকুক না। তারপর যখনই সম্ভব শনি-রবি এসে কাটাতে পারি, কিংবা মেয়েরা তাদের ছুটির খানিকটা আমার সঙ্গে কাটাতে পারে।"

জনির বুকের ওপর একটা ছাইদানি রেখে জিনি বলল, "আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি আর বিয়ে করলাম না, যাতে তুমি ওদের বাবার পদেই থাকতে পার।" কোনো রকম আবেগ না দেখিয়ে জিনি কথাগুলো বলল। কিন্তু ছাদের দিকে তাকিয়ে জনি বুঝতে পারছিল এক সময়ে যে সমস্ত নিষ্ঠুর কথা জিনি ওকে বলেছিল, সেই যখন ওদের বিয়ে ভেঙে গেছিল আর জনির কর্মজীবনের অবনতি শুরু হয়েছিল, এ কথাগুলো তারই ক্ষতিপূরণ।

জিনি বলল, "ভালো কথা, বল তো কে আমাকে ফোন করেছিল ?"

ও খেলায় জনি নামল না, কোনো কালেই নামত না। জিজ্ঞাসা করল, "কে ?"

জিনি বলল, "আহা, একবার আন্দাজ করার চেষ্টা করতে পার তো!" জনি কোনো উত্তর দিল না। জিনি বলল, "তোমার ধর্মবাপ।"

জনি বাস্তবিক অবাক হয়ে গেল। "উনি তো কাউকে ফোন করেন না। কি বললেন ?"

জিনি বলল, "বললেন তোমাকে সাহায্য করতে। বললেন আবার তুমি অনেক দিন আগের মতো নাম করতে পার, করতে শুরুও করেছ। কিন্তু তোমার ওপর আস্থা আছে, তোমার এমন লোকের দরকার। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি কেন সাহায্য করব ? বললেন, কারণ তুমি আমার সন্তানদের বাবা। এমন মিষ্টি

মানুষ উনি আর ওরা ওঁর নামে কি সব সাংঘাতিক কথা বলে।"

ভার্জিনিয়া ফোন পছন্দ করত না। তাই নিজের শোবার ঘরের আর রান্নাঘরের ফোন ছাড়া, বাড়ির সব এক্স্‌টেনশন খুলে ফেলিয়ে ছিল। ঠিক সেই সময় ওরা রান্নাঘরের ফোনটা শুনতে পেল। জিনি ফোন ধরতে গেল। যখন আবার বসবার ঘরে ফিরে এল, ওর মুখে বিস্ময়ের ভাব। বলল, "তোমার ফোন, জনি। টম হেগেন ডাকছে, নাকি বড় জরুরী কথা।"

জনি রান্নাঘরে গিয়ে ফোন তুলে বলল, "বল, টম।" টম হেগেনের কণ্ঠে উদ্বেগ ছিল না, "জনি, ধর্মবাপের ইচ্ছা আমি গিয়ে কয়েকটা ব্যবস্থা করে আসি, তাতে তোমার সুবিধা হবে, ছবি তো এখন শেষ হয়ে গেছে। বলছেন সকালের প্লেন ধরতে। তুমি লস এঞ্জেলেসে আসবে কি, প্লেনটা নামার সময়? ঐ রাতেই আমাকে আবার নিউ ইয়র্কে ফিরতে হবে, কাজেই আমার জন্য রাতটা খালি রাখার বিষয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

জনি বলল, "নিশ্চয়ই, টম। আমার একটা রাত নষ্ট হবে বলে মাথা ঘামিও না। থেকে গিয়ে একটু আরাম কর। আমি একটা পার্টির আয়োজন করব, চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজন লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হোক।" এ প্রস্তাব ও সর্বদা করত, ও চাইত না যে পুরনো প্রতিবেশীরা মনে করে ওদের নিয়ে ও লজ্জিত।

হেগেন বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যিই আমাকে ভোরের প্লেন ধরে ফিরে আসতে হবে। ঠিক আছে, তুমি তাহলে সকাল সাড়ে এগারোটায় নিউ ইয়র্কের প্লেন নামার সময় উপস্থিত থাকবে?"

জনি বলল, "নিশ্চয়ই থাকব।"

বসবার ঘরে ফিরে যেতেই জিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল। জনি বলল, "ধর্মবাপ আমার খানিকটা সুবিধা করে দেবার মতলব করেছেন। ঐ ছবিটাতে কি উপায়ে যে আমার পার্টটা বাগালেন সে আমার আজও জানা নেই। কিন্তু বাকিটাতে উনি আর জড়িয়ে না পড়লেই ভালো হত।"

সোফার কাছে ফিরে গেল জনি। বড়ই ক্লান্ত লাগছিল। জিনি বলল, "আজ রাতটা আমার অতিথিদের শোবার ঘরে শোও না কেন, বাড়িতে না গিয়ে? তাহলে মেয়েদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে পারবে আর এত রাতে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না। যাই বল, তোমার ঐ বাড়িতে তুমি একা থাক ভেবেও আমার খারাপ লাগে। তোমার কি একা লাগে না?"

জনি বলল, "বাড়িতে তো খুব বেশি থাকি না।"

জিনি হেসে বলল, "তাহলে খুব বেশি বদলাওনি তুমি।" তারপর একটু থেমে বলল, "অন্য শোবার ঘরটা ঠিক করে দিই তাহলে?"

জনি বলল, "তোমার শোবার ঘরে শুতে পাব না কেন?" জিনির মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠল, বলল, "না।" ওর দিকে চেয়ে হাসল জিনি, জনিও হাসল। দুজনার

মধ্যে বন্ধুত্বটা তখনো টিকে ছিল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে জনি দেখল অনেক বেলা হয়ে গেছে। পর্দাগুলো টানা, তার ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছিল। বিকেলে ছাড়া ওভাবে ঘরে কখনো রোদ ঢুকত না। জনি চেঁচিয়ে বলল, "কোথায় গেলে জিনি? ব্রেক-ফার্স্ট পাব তো এখনো?" দূর থেকে জিনির গলা শোনা গেল, "এই যে, এক সেকেণ্ড।"

সত্যিই এক সেকেণ্ড। সব জিনিস নিশ্চয় তৈরি রেখেছিল, ওভেনের আঁচে, ট্রেও নিশ্চয় কাছেই ছিল, সাজিয়ে দিলেই হল। কারণ দিনের প্রথম সিগারেট ধরাতে না ধরাতে, শোবার ঘরের দরজা খুলে গেল আর ওর ছোট ছোট মেয়ে দুটি ব্রেক-ফার্স্টের গাড়িটি ঠেলে নিয়ে এল।

এত সুন্দর ওরা, দেখে জনির বুক ফেটে গেল। মুখগুলি নির্মল, সমুজ্জ্বল, চোখ-গুলি কৌতূহলে আর ওর কাছে ছুটে আসবার ব্যগ্রতায় উদ্ভাসিত। চুলগুলো সেকেলে নিয়মে লম্বা লম্বা দুটো করে বেণী বাঁধা, সেকেলে ফ্রক গায়ে, সাদা পেটেণ্ট লেদারের জুতো। ব্রেকফার্স্টগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে জনির সিগারেট নেবানো দেখতে লাগল ওরা, অপেক্ষা করে রইল কখন জনি ডাকবে ওদের, দু হাত বাড়িয়ে দেবে। ডাকবামাত্র ছুটে এল ওরা। জনি ওদের কচি সুগন্ধী দুটি গালের মধ্যিখানে নিজের মুখ চেপে ধরল, ওদের গালে দাড়ি-মুখ ঘষে দিল, ওরাও চ্যাঁচাতে লাগল। শোবার ঘরের দরজায় জিনি দেখা দিয়ে ব্রেকফার্স্ট-গাড়িটাকে বাকি পথটুকু ঠেলে খাটের পাশে নিয়ে এল, যাতে জনি শুয়ে শুয়ে খেতে পারে। খাটের কিনারায় ওর পাশে বসে জিনি কফি ঢেলে দিল, রুটিতে মাখন মাখিয়ে দিল। ছোট মেয়ে দুটি শোবার ঘরের কৌচে বসে জনিকে দেখতে লাগল। আজকাল বালিশ নিয়ে লড়াই করা, কিংবা শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়ার পক্ষে ওরা বড্ড বড় হয়ে গেছিল। এর মধ্যেই ওরা নিজেদের এলোমেলো চুল ঠিক করছিল। জনি ভাবছিল, কি সর্বনাশ! দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে যে ওরা! হলিউডের মাস্তানরা ওদের পিছু নেবে!

খেতে খেতে ওদের টোস্টের আর বেকনের ভাগ দিচ্ছিল জনি, কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিচ্ছিল। সেই যখন ব্যাণ্ডে গান গাইত জনি, তখনকার পুরনো অভ্যাস। তখন ওদের সঙ্গে কচিৎ খাওয়া হত, কাজেই ও যেমন যখন-তখন খেতে বসত, ওরাও এসে ভাগ বসাত, হয়তো বিকেলে ব্রেকফার্স্ট, কিংবা সকালে রাতের খাওয়া। খাবার সময়ের এই উল্টোপাল্টা ব্যবস্থা ওরা বড়ই উপভোগ করত, সকাল সাতটায় মাংসের স্টেক আর মোটা করে আলু ভাজা, কিংবা বিকেলে বেকন আর ডিম খাওয়া।

একমাত্র জিনি আর নিকট বন্ধু দু-চারজন জানত মেয়ে দুটিকে জনি কি ভয়ঙ্কর ভালোবাসত। বিয়ে ভাঙা আর বাড়ি ছাড়ার ব্যাপারের ঐটাই ছিল সব চাইতে বেদনাময় অংশ। ঐ একটা জিনিস নিয়ে এবং ওরই জন্য জনি আদালতে লড়েছিল, যাতে ওদের বাপের পদ থেকে বিচ্যুত না হয়। ভারি চতুর ভাবে জিনিকে ও

জানিয়ে দিয়েছিল সে আবার বিয়ে করলে জনি খুশি হবে না, ওর বিষয়ে ঈর্ষার কারণে নয়, নিজের পিতৃপদের ঈর্ষায়। এমন ভাবে টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল যাতে বিয়ে না করলেই জিনির অনেক বেশি লাভ হয়। দুজনার মধ্যে এই রকম একটা বোঝাপড়াও হয়ে গেছিল যে জিনির প্রণয়ী পর্যন্ত থাকতে পারে, কিন্তু ওর পারিবারিক জীবনে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। তবে এই বিষয়ে জিনির ওপর জনির অগাধ বিশ্বাস ছিল। যৌন ব্যাপারে ও চিরকালই আশ্চর্য রকম রক্ষণশীল ও লাজুক ছিল। হলিউডের নটবররা ওর চারদিকে ঘোরাঘুরি করত আর ছোঁক ছোঁক করে বেড়াত ওর বিখ্যাত স্বামী ওর নামে কত টাকা লিখে দিয়েছে তার লোভে, স্বামীটির কাছ থেকে কত রকম সুবিধা আদায় করা যায়, এই সব উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু কেউ কোনো সুবিধা করতে পারেনি।

জনির মনে কোনো ভয় ছিল না যে গত রাতে জিনির সঙ্গে শুতে চেয়েছিল বলে জিনি আশা করবে ও আবার সব মিটমাট করে নেবে। পুরনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুজনার মধ্যে কেউই ফিরে চাইত না। জিনি ওর রূপতৃষ্ণা বুঝতে পারত, জিনির চাইতে শতগুনে সুন্দরী মেয়েদের প্রতি জনির দুর্নিবার আকর্ষণ। সবাই জানত যে ওর সহকর্মী তারকাদের সঙ্গে ও অন্ততঃ একবার করে শুত। জনির কাছে ওদের সৌন্দর্যের মতো, ওদের কাছেও জনির সুকুমার মাধুরীর একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল।

জিনি বলল, "এবার উঠে তোমাকে তৈরি হতে হবে। টমের প্লেন আসার সময় হয়ে এল।" এই বলে মেয়েদের ঘর থেকে ভাগিয়ে দিল।

জনি বলল, "ঠিক। ভালো কথা, জিনি, জান বোধহয় আমি আবার বিয়ে ভাঙছি? আবার একজন মুক্ত পুরুষ হয়ে যাব।"

ওর কাপড় পরা দেখতে লাগল জিনি। ডন কর্লিয়নির মেয়ের বিয়ের পর থেকে দুজনার মধ্যে এই নতুন সম্পর্কটা গড়ে উঠে অবধি জিনির বাড়িতে ও এক-প্রস্থ কাপড়চোপড় রাখত।

জিনি বলল, "বড়দিনের মাত্র দু সপ্তাহ বাকি। তুমি এখানে থাকবে ধরে নিয়ে ব্যবস্থা করব?"

ছুটির কথা এই প্রথম জনির মনে পড়ল। গলা যখন ভালো ছিল, কত লাভ-জনক গান গাইবার ডাক পেত, কিন্তু তখনো বড়দিনকে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান বলে মনে হত। এবার বড়দিন বাদ দিলে, এই নিয়ে দুবার হবে। গত বছর এই সময়টা স্পেনে কেটেছিল, দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিয়েতে মত করাবার চেষ্টায়।

জনি বলল, "হ্যাঁ, বড়দিনের আগের দিনটা আর বড়দিনটা।" নতুন বছরের আগের রাতের কথা আর উল্লেখ করল না। মাঝেমাঝে ওর একেকটা বেপরোয়া রাতের দরকার হত, বছরের শেষদিন সেই রকম একটা বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রাণ ভরে মদ খাবার রাত, বৌ-টৌ সঙ্গে থাকলে মুশকিল। তাই নিয়ে নিজেকে অপরাধীও মনে হল না।

কোট পরতে সাহায্য করল জিনি, ব্রাশ্ করে দিল কোটটাকে। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সর্বদাই জনি বড় খুঁতখুঁতে ছিল। জিনি লক্ষ্য করল আজ যে শার্টটা পরেছিল সেটি ওর পছন্দমতো ধোলাই হয়নি বলে জনি ভুরু কোঁচকাল; হাতার বোতাগুলোও অনেকদিন পরা হয়নি, আজকাল জনি আর অত জমকালো বোতাম পরত না। আস্তে আস্তে একটু হেসে জিনি বলল, "টম কোনো তফাত লক্ষ্য করবে না।"

বাড়ির তিন মেয়ে ওর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেল, তারপর বাইরে গাড়ি অবধি। ছোট ছোট মেয়ে দুটি ওর দুই হাত ধরে দুপাশে চলেছিল। স্ত্রী একটু পিছনে। জনিকে কত সুখী দেখাচ্ছে, লক্ষ্য করে জিনিরও আনন্দ হচ্ছিল। গাড়ির কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে পালা করে দুই মেয়েকে অনেক উঁচুতে শূন্যে তুলে ধরে, নামাবার সময়ে ওদের চুমো খেল জনি। তারপর স্ত্রীকে চুমো খেয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে বিদায় নেওয়া ওর পছন্দ ছিল না।

জনির সহকারী এবং জন-সম্পর্কের লোকটি অর্থাৎ 'পি-আর', সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। বাড়িতে একটা গাড়ি এবং চালক অপেক্ষা করছিল, গাড়িটি ভাড়া করা। গাড়িতে ছিল ঐ জন-সম্পর্কের লোকটি আর তার একজন বিভাগীয় সঙ্গী। জনি নিজের গাড়ি পার্ক করে, ঐ গাড়িতে উঠে পড়ল, অমনি ওরা বিমানঘাঁটি অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। জনি গাড়িতে বসে রইল, 'পি-আর' গেল টম হেগেনের প্লেন নামা দেখতে। তারপর টম এসে গাড়িতে উঠলে, ওরা হ্যাণ্ডশেক করে, আবার বাড়িমুখো চলল।

অবশেষে বসবার ঘরে ও আর টম ছাড়া আর কেউ রইল না। দুজনার মধ্যে একটু হৃদ্যতার অভাব ছিল। জনির বিয়ের আগের সেই দুঃসময়ে যখন ডন জনির ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তখন ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করাতে টম বাধা দিয়েছিল বলে জনি তাকে তখনো ক্ষমা করেনি। হেগেন কখনো নিজের কাজের কৈফিয়ত দিত না। দিতে পারতই না। ডন যে-সব ক্ষোভের কারণ হতেন, নিজের ওপর সেগুলি টেনে নেওয়া ছিল হেগেনের কাজের একটা অংশ, ঠিক যেমন বজ্রের শক্তি টেনে নেবার জন্য লোকে বাড়ির ছাদে লোহার ডাণ্ডা রাখে।

হেগেন বলল, "তোমার ধর্মবাপ আমাকে পাঠিয়েছেন, তোমাকে কয়েকটা বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য। বড়দিনের আগেই আমার ওসব সেরে ফেলবার ইচ্ছা।"

জনি ফণ্টেন কাঁধ তুলল। "ছবি শেষ। পরিচালক লোক ভালো, আমার সঙ্গে যথাযোগ্য ভালো ব্যবহার করেছে। য়োলট্‌স আমাকে জব্দ করতে চায় বলে যে আমার দৃশ্যগুলো কেটে বাদ দিয়ে দেবে তার জো নেই, কারণ দৃশ্যগুলোর গুরুত্ব খুব বেশি। ও তো আর একটা এক কোটি ডলার দামের ছবি নষ্ট করে ফেলতে পারে না। কাজেই এখন সব নির্ভর করছে জনসাধারণের ছবি দেখে আমাকে

কতটা ভালো মনে করে, তার ওপর।"

সতর্ক ভাবে হেগেন বলল, "ঐ আকাদেমি অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটা কি কোনো অভিনেতার কর্মজীবনের উন্নতির পক্ষে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ? নাকি শুধু লোক দেখানো বাজে জিনিস, যার আসলে ভালো-মন্দ কোনো মূল্যই নেই?" একটু থেমে তাড়াতাড়ি হেগেন বলল, "অবিশ্যি গৌরবের কথা আলাদা। গৌরব কে না চায়।"

জনি ফণ্টেন এক গাল হেসে বলল, "আমার ধর্মবাপ ছাড়া। আর তুমি ছাড়া। না, টম, একেবারে বাজে জিনিস নয় ওটা। আকাদেমি পুরস্কার পেলে দশ বছরের মতো সে অভিনেতা দাঁড়িয়ে গেল। বেছে বেছে ইচ্ছামতো ভূমিকা নিতে পারে সে। জনসাধারণ তাকেই দেখতে যায়। ওটাই সব নয়, তবু একজন অভিনেতার কাছে ওটার গুরুত্বই সব চাইতে বেশি। আমি আশা করছি আমি পাব। আমি ভয়ঙ্কর ভালো অভিনেতা বলে নয়, সবাই আমাকে প্রধানত: গাইয়ে বলেই জানে বলে, আর ও ভূমিকায় ভুল করা অসম্ভব। তাছাড়া বাস্তবিকই আমি ভালো অভিনয় করেছি, ঠাট্টা নয়।"

টম হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "তোমার ধর্মবাপ বলছেন যে এখন যেমন পরিস্থিতি, তোমার ও পুরস্কার পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।"

জনি ফণ্টেন চটে গেল, "কি বাজে বকছ তুমি? ছবিটা এখনো কাটাই হয়নি, কোথাও দেখানো দূরে থাকুক। তাছাড়া ডন এ-ব্যবসার মধ্যে নেইও। এ-রকম গুয়ো কথা বলতে তুমি তিন হাজার মাইল উড়ে এলে কেন?" এত বিচলিত হয়ে গেছিল জনি, চোখে প্রায় জল এসে গেছিল।

উদ্বিগ্ন হয়ে হেগেন বলল, "জনি, এই সব চলচ্চিত্র ব্যাপারের বিষয়ে আমি কিচ্ছু জানি না। মনে রেখো, আমি হলাম শুধুমাত্র ডনের বার্তাবহ। কিন্তু তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা দুজনে বহুবার আলোচনা করেছি। উনি তোমার সম্বন্ধে, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড্ড ভাবেন। ওঁর মনে হয় তোমার এখনো ওঁর সাহায্যের দরকার; তোমার সমস্যাগুলো এবার তিনি চিরকালের মতো মিটিয়ে দিতে চান। সেই জন্যেই আমি এসেছি, কাজ শুরু করে দিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু জনি, তোমাকেও এবার সাবালক হতে আরম্ভ করতে হবে। নিজেকে একজন গাইয়ে কিংবা অভিনেতা বলে ভাবা এবার বন্ধ কর। নিজেকে এখন থেকে একজন প্রধান ব্যবস্থাপক এবং ক্ষমতাশালী কেউ বলে ভাবতে আরম্ভ কর।"

জনি ফণ্টেন হেসে ওর গেলাস ভরে দিল। "ঐ অস্কারটা যদি না পাই, তাহলে আমার মেয়ে দুটোর সমান ক্ষমতা হয়ে যাবে আমার। গলাটা গেছে, ওটি ফিরে পেলে কিছু কাজের কথা হত। কি জ্বালা, আমার ধর্মবাপ কি করে জানলেন পুরস্কারটা আমি পাব না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি উনি জানেন। উনি কখনও ভুল কথা বলেন না।"

হেগেন সরু একটা চুরুট ধরিয়ে বলল, "আমরা খবর পেয়েছি যে তোমার প্রার্থীর পদ সমর্থন করবার জন্য জ্যাক য়োলট্‌স্ স্টুডিওর এক পয়সাও খরচ করবে

না। সত্যি কথা বলতে কি, যারা যারা ভোট দেবে ও তাদের সকলকে খবর দিয়েছে যে ও চায় না তুমি পুরস্কার পাও। বিজ্ঞাপন ইত্যাদির টাকা বন্ধ করে দিলেই তো হয়ে গেল। তাছাড়া আরেকজন কে লোক আছে, সে যাতে বিরোধী পক্ষের যতগুলো সম্ভব ভোট পায়, ও সে-ব্যবস্থাও করেছে। সব রকম ঘুষ দিচ্ছে—চাকরি, টাকা, মেয়েমানুষ, সব। এবং এ-সব করছে ছবির কোনো ক্ষতি না করে, কিংবা যতটা পারে কম ক্ষতি করে।"

জনি ফন্টেন কাঁধ তুলল। হুইস্কি ঢেলে গেলাস ভরল, ঢক্ করে গিলে ফেলে বলল, "তবে আমি মরে গেছি।" বিরাগের চোটে মুখ বিকৃত করে হেগেন ওর কাণ্ড দেখছিল। সে বলল, "মদ খেলে তোমার গলা কিন্তু সারবে না।"

জনি বলল, গোল্লায় যাও।"

হঠাৎ হেগেনের মুখটা মোলায়েম ও ভাবশূন্য হয়ে গেল, "বেশ, শুধু কাজের কথাই বলছি।"

জনি ফন্টেন মদের গেলাস নামিয়ে রেখে, হেগেনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "ও-কথা বললাম বলে আমি দুঃখিত, টম। সত্যি দুঃখিত। ঐ বেজন্মার ব্যাটা জ্যাক য়োলট্‌সকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছা করছে বলে আর ধর্মবাপকে কিছু বলতে সাহস কুলোয় না বলে, তোমার ওপর ঝাল ঝাড়ছি। তোমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছি। "জনির চোখে জল। খালি গেলাসটা দেয়ালের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল জনি, তাও এত ক্ষীণ ভাবে যে ভারি কাচের গেলাসটা ভাঙল না, মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর কাছেই ফিরে এল, পরাহত বিদ্বেষের সঙ্গে সেটার দিকে জনি চেয়ে রইল। তার পর হেসে ফেলে বলল, "হরি হে!"

ঘরের অন্য দিকে গিয়ে জনি হেগেনের সামনে বসে পড়ে বলল, "বুঝলে, বহু দিন ধরে যখন যেমন চেয়েছি তেমনি হয়েছে। তারপর জিনির সঙ্গে বিয়ে ভাঙলাম আর সমস্ত বিষিয়ে গেল। গলা গেল। রেকর্ড বিক্রি বন্ধ হল। চলচ্চিত্রে আর কাজ পেলাম না। তারপর আমার ধর্মবাপ আমার ওপর চটে গেলেন, আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন না, আমি নিউ ইয়র্ক গেলে আমার সঙ্গে দেখা করতেন না। তুমিই সর্বদা পথে বাধা দিতে, কিন্তু আমি জানতাম যে ডন সে-রকম আদেশ না দিলে তুমি বাধা দিতে না। কিন্তু তাঁর ওপর তো আর রাগ ঝাড়া যায় না। সে তো ভগবানের ওপর রাগ ঝাড়ার মতো হয়। তবে তুমি বরাবরই ঠিক কথা বলেছ। আর তোমার কাছে যে আমি সত্যি ক্ষমা চাইছি তার প্রমাণস্বরূপ তোমার পরামর্শ মেনে নিচ্ছি। আমার গলা ঠিক না হওয়া অবধি আর মদ ছোঁব না।"

ক্ষমা প্রার্থনা ও মন থেকেই করেছিল। হেগেনও রাগ ভুলে গেল। এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের ছোকরার মধ্যে নিশ্চয় কিছু ছিল, নইলে ডন ওকে এতোটা ভালোবাসতেন না। হেগেন বলল, "ও-সব ভুলে যাও, জনি।" জনির আবেগের গভীরতা দেখে ও কুণ্ঠিত হচ্ছিল, এ কথা মনে করেও কুণ্ঠিত হচ্ছিল যে হয়তো জনির আবেগের মূলে ছিল ভয়, পাছে হেগেন জনির বিরুদ্ধে ডনের মন বিগড়ে দেয়,

এই ভয়। অবশ্য কেউ কখনো কোনো কারণেই ডনের মন বিগড়ে দিতে পারত না। ওঁর স্নেহ শুধু উনি নিজে বদলাতে পারতেন।

হেগেন জনিকে বলল, "অবশ্য অবস্থাটা অত খারাপ নয়। ডন বলছেন, য়োলট্‌স্‌ তোমার বিরুদ্ধে যা-ই করুক না কেন, উনি সব রদ করে দিতে পারেন। তুমি পুরস্কারটা পাবে, এটা প্রায় নিশ্চিত, কিন্তু ওঁর ধারণা তাতে তোমার সমস্যার সমাধান হবে না। উনি জানতে চাইছেন নিজে প্রযোজক হবার মতো মগজ আর মুরোদ তোমার আছে কি নেই। একটা ছবি আগাগোড়া নিজে তৈরি করতে পারবে?"

অবিশ্বাসের সঙ্গে জনি বলল, "উনি কি করে আমাকে পুরস্কার পাইয়ে দেবেন?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেগেন বলল, "য়োলট্‌স্‌ ও-সমস্ত ঘটাতে পারবে আর তোমার ধর্মবাপ পারবেন না, এ-কথা অত সহজে বিশ্বাস করতে পার কি করে? আমাদের ব্যবস্থার বাকি অংশটাতে তোমার আস্থা থাকা দরকার বলে এ-কথা বলছি। কথাটা বাইরে প্রকাশ কর না। জ্যাক য়োলট্‌সের চাইতে তোমার ধর্মবাপের ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি। যে-সব ক্ষেত্রের লোক সব কিছুকে অনেক বেশি খতিয়ে দেখে, সেখানেও তাঁর ক্ষমতা ঢের বেশি। কি করে পুরস্কার পাইয়ে দেবেন বলছ? এই ব্যবসা-সংক্রান্ত যত শ্রমিক-সংঘ আছে, সবগুলি তাঁর বাধ্য, কিংবা যাদের বাধ্য তারা ডনের বাধ্য। এরাই সব ভোট দেবে, কিংবা প্রায় সব। অবশ্য তোমারও গুণ থাকা চাই, নিজের গুণেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হবে। তার ওপর জ্যাক য়োট্‌সের চাইতে তোমার ধর্মবাপের মগজ বেশি। উনি কিন্তু ঐ সব লোকদের সামনে গিয়ে, মাথার কাছে বন্দুক ধরে বলবেন না জনি ফন্টেনকে ভোট দাও, নয় তো তোমার চাকরি যাবে! যেখানে গায়ের জোর চলে না, কিংবা জোর খাটাতে গেলে বড় বেশি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সেখানে তিনি কিছু গায়ের জোর খাটান না। তোমাকে উনি ওদের ভোট পাইয়ে দেবেন, কারণ ওরাই সেটা চাইবে। কিন্তু উনি ও-ব্যাপারে উৎসুক না হলে, ওরা তোমাকে ভোট দিতে চাইবে না। এবার আমার কথা মেনে নাও যে উনি তোমাকে ঐ পুরস্কার পাইয়ে দিতে পারেন। এবং উনি চেষ্টা না করলে, তুমি পুরস্কার পাবে না।"

জনি বলল, "বেশ। আমি তোমার কথা মেনে নিলাম। তাছাড়া প্রযোজক হবার মগজ আর মুরোদ দুই-ই আমার আছে, কিন্তু টাকাটা নেই। কোনো ব্যাঙ্ক আমাকে টাকা দেবে না। ছবি করতে হলে কোটি কোটি টাকা লাগে।"

নীরস কণ্ঠে হেগেন বলল, "পুরস্কারটা যখন পাবে, নিজের তিনটে ছবি করার তোড়জোড় শুরু করে দিও। সব চাইতে ভালো লোকদের নিয়োজিত কর, সব চাইতে ভালো যান্ত্রিক কর্মীদের, শ্রেষ্ঠ তারকাদের আর যাদের যাদের দরকার হবে। তিনটি থেকে পাঁচটি ছবির পরিকল্পনা কর।"

জনি বলল, "ক্ষেপেছ? অতগুলো ছবি করতে দু কোটি ডলার লাগবে।"
হেগেন বলল, "যখন টাকার দরকার হবে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ কর। এখানে

ক্যালিফর্নিয়ার যে ব্যাঙ্ক থেকে দরকার মতো টাকাকড়ি নিতে পারবে, আমি তার নাম জানিয়ে দেব। কোনো চিন্তা নেই, এরা সর্বদাই ছবির টাকার যোগান দেয়। বিধিমতে ওদের কাছে টাকা চাইবে, যথাযোগ্য কারণ দর্শাবে, সব ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। ওরা অনুমোদন করে দেবে। কিন্তু তার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে, কত টাকা দরকার, কি তোমার পরিকল্পনা, সব জানাবে। কেমন ?"

জনি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শান্ত কণ্ঠে বলল, "আর কিছু বলবে ?"

হেগেন মৃদু হেসে বলল, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ দু কোটি ডলারের পরিবর্তে তোমাকে কিছু করতে হবে কি না ? অবশ্যই করতে হবে।" জনি কি বলে তাই শুনবার জন্য একটু অপেক্ষা করে হেগেন আবার বলল, "তবে এমন কিছু নয় যা ডন এমনিতেই বললে তুমি করতে না।"

জনি বলল, "যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়, তাহলে কিন্তু ডনের নিজের মুখে শুনতে চাই, আমার কথাটা বুঝলে ? তোমার কিংবা সনির কথায় চলবে না।"

জনির এত সুবুদ্ধি দেখে হেগেন অবাক হল। তাহলে ফণ্টেনের মাথায় কিছু মগজ আছে। এতটা বুদ্ধি আছে যে বুঝতে পারছে ডন ওকে এতটা ভালোবাসেন এবং তিনি এত চালাক যে ওকে তিনি কখনো এমন কিছু করতে বলবেন না যাতে নির্বোধের মতো বিপদ ডেকে আনা হবে, কিন্তু সনি ও-রকম বলতে পারে। হেগেন তখন জনিকে বলল, "একটা বিষয়ে তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি। তোমার ধর্মবাপ সনিকে আর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা কখনো তোমাকে কোনো ব্যাপারে এমন ভাবে না জড়াই, যার ফলে আমাদের দোষে তোমার সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়। আর নিজেও তিনি কখনো ও-কাজ করবেন না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি উনি তোমাকে যদি কিছু করতে বলেন, উনি না বলতেই তুমি সেটা করতে চাইবে। ঠিক আছে ?"

জনি হেসে বলল, "ঠিক আছে।"

হেগেন আরো বলল, "তাছাড়া তোমার ওপর তাঁর আস্থা আছে। ওঁর ধারণা তোমার বুদ্ধি আছে, কাজেই উনি আঁচ করছেন এই বিনিয়োগে ব্যাঙ্কের লাভ হবে, অর্থাৎ উনি নিজেও কিছু মুনাফা পাবেন। অতএব এটাও একটা ব্যবসার কথা, এটা কখনো ভুলো না। টাকাটা দিয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে বেড়িও না। তুমি ওঁর পেয়ারের ধর্মপুত্র হতে পার, কিন্তু দু কোটি ডলার চাট্টিখানি কথা নয়। টাকাটা যাতে তুমি অবশ্যই পাও, সেজন্য ওঁকেও কিছু ঝুঁকি নিতে হবে।"

জনি বলল, "ওঁকে ভাবনা করতে মানা কর। জ্যাক য়োলট্সের মতো একটা লোক যদি একজন চলচ্চিত্রের জাদুকর হতে পারে, তা হলে যে-কেউ পারবে।"

হেগেন বলল, "তোমার ধর্মবাপেরও সেই রকম ধারণা। আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারবে ? যা বলতে এসেছিলাম সব বলা হয়ে গেছে। যখন সব কাজের জন্য কনট্র্যাক্ট সই করতে শুরু করবে, নিজের উকিল ঠিক কর, আমি ওর মধ্যে থাকব না। কিন্তু তুমি কিছু সই করার আগে আমি সেটা

দেখতে চাই, যদি তোমার আপত্তি না থাকে। আরেকটা কথা, তোমাকে কখনো শ্রমিক বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হবে না। তাতে ছবির খরচ খানিকটা কমবে, কাজেই হিসাবনবিশরা যদি ঐ খাতে কিছু খরচ জুড়ে দেয়, সেটা বাতিল করে দিও।"

জনি সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "আর কোন বিষয়ে তোমাদের অনুমোদনের দরকার হবে নাকি, কাহিনী, তারকা ইত্যাদি বিষয়ে?"

হেগেন মাথা নেড়ে বলল, "না। তবে এমন হতে পারে যে কোনো বিষয়ে ডনের আপত্তি হল, সেক্ষেত্রে উনি নিজেই তোমাকে জানাবেন। তবে কোন বিষয়ে যে তাঁর আপত্তি হতে পারে সে আমি ভেবেই পাচ্ছি না। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর একেবারেই কৌতূহল নেই, কোনো দিক দিয়েই নেই, কাজেই তাই নিয়ে উনি মাথা ঘামান না। তাছাড়া আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, উনি পরের ব্যাপারে নাক গলানোতে বিশ্বাস করেন না।"

জনি বলল, "ভালো কথা। আমি নিজেই তোমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাব। আমার হয়ে ধর্মবাপকে ধন্যবাদ দিও। আমি নিজেই টেলিফোন করে দিতাম, কিন্তু উনি আবার ফোন ধরেন না। ভালো কথা, কেন ফোন ধরেন না বল তো?"

হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "ফোনে প্রায় কখনোই উনি কথা বলেন না। উনি চান না, ওঁর কণ্ঠস্বর রেকর্ডে তোলা হয়, নিতান্ত নির্দোষ কিছু বললেও নয়। ওঁর ভয় ওরা কথাগুলো কেটেকুটে এমনভাবে জুড়ে নিতে পারে যাতে উনি বললেন এক কথা, অথচ শোনাবে অন্য রকম। বোধহয় ঐ হল কারণ। অন্ততঃ ওঁর একমাত্র দুশ্চিন্তা হল যে কোন দিন কর্তৃপক্ষ না ওঁকে ফাঁকি দিয়ে ফাঁদে ফেলে। কাজেই ওদের কোনো সুযোগ দিতে চান না।"

জনির গাড়ি চড়ে ওরা এয়ারপোর্টে গেল। হেগেন ভাবছিল ও যতটা ভেবেছিল জনি তার চাইতে অনেক ভালো। এরই মধ্যে ও কিছুটা শিখে নিয়েছে, এই যে নিজে ওকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিচ্ছে, সেটাই তার প্রমাণ। ওটা ব্যক্তিগত সৌজন্য, ডন তাতে বিশ্বাস করেন। তারপর ঐ যে ক্ষমা চাইল, সেটাও আন্তরিক। অনেক দিন ধরে জনিকে চিনত টম, ভয়ের চোটে ক্ষমা চাইবার ছেলে ও নয়। সর্বদাই জনির বুকের পাটা অনেকখানি। সেইজন্যই সর্বদাই ও মুশকিলে পড়ত, চলচ্চিত্রের কর্তাদের সঙ্গে, মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তাছাড়া যে মুষ্টিমেয় লোক ডনকে ভয় করত না, ও ছিল তাদের একজন। হেগেনের চেনা লোকদের মধ্যে হয়তো শুধু ফণ্টেন আর মাইকেল সম্বন্ধেই ও-কথা বলা চলত কাজেই ক্ষমা চাওয়াটা ছিল আন্তরিক এবং সেইভাবেই ওটিকে হেগেন গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে ওর সঙ্গে জনির ক্রমাগত দেখা-সাক্ষাৎ হবে। এর পরের পরীক্ষাটাতেও জনিকে উত্তীর্ণ হতে হবে, তাহলেই বোঝা যাবে ও কত চালাক চতুর। ডনের জন্য এমন একটা কাজ করে দিতে হবে, যা ডন নিজের মুখে কখনো করতে বলবেন না, কিংবা চুক্তির অঙ্গ বলে জোরও করবেন না।

হেগেন ভাবছিল চুক্তির ঐ অংশটুকু বুঝে নেবার মতো বুদ্ধি জনির আছে কি না।

হেগেনেক এয়ারপোর্টে নামিয়ে দেবার পর—হেগেনই জোর করে বলেছিল প্লেন ছাড়া অবধি ওর সঙ্গে বসে থাকার কোনো মানে হয় না—জনি আবার জিনির বাড়ি গেল। ওকে দেখে জিনি অবাক। সমস্ত বিষয়টাকে ভালো করে ভেবে নিয়ে একটা পরিকল্পনা তৈরি করবার জন্য জনির জিনির বাড়িতে থাকার ইচ্ছা। ও বুঝেছিল হেগেনের কথার অনেক গুরুত্ব ; জনির সমস্ত জীবনটাকেই বদলে দেওয়া হচ্ছে। এক সময় জনি শ্রেষ্ঠ তারকাদের একজন ছিল, এখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ওর কর্মজীবনের সর্বনাশ হয়েছে। তাই নিয়ে নিজেকে কোনো ভাঁওতা দিচ্ছিল না জনি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেলেও, তার ফলে কি ছাই লাভ হবে ওর ? কিচ্ছু না, যদি ওর গলা ফিরে না আসে। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা লোক হয়ে যাবে ও,কোনো সত্যিকার ক্ষমতা থাকবে না, সত্যিকার যোগ্যতা থাকবে না। ঐ যে মেয়েটা ওকে ফিরিয়ে দিল, ভালোভাবেই দিয়েছিল, বুদ্ধি করে, বেশ মজা করেই ; কিন্তু জনি যদি এখনো খ্যাতির শিখরে আসীন থাকত, ঐ মেয়ে কি অতটা উদাসীন থাকত ? এখন ডনের টাকার পৃষ্ঠপোষকতা পেলে, ও আবার হলিউডের কেউকেটা হয়ে যাবে। একটা রাজা হয়ে যাবে জনি। আরে গেল যা ! হয়তো একটা ডন-ই বনে যাবে !

কয়েক সপ্তাহ, কিংবা তারও কিছু বেশিদিন, জিনির কাছে থাকতে খুব ভালো লাগবে। মেয়েদের রোজ বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবে, হয়তো দু-চারজন বন্ধুকেও ডাকতে পারবে। মদ ছাড়বে, সিগারেট ছাড়বে, নিজের শরীরের সত্যি যত্ন করবে। হয়তো গলায় আবার জোর পাবে। তাই যদি হয়, তার ওপর ডনের টাকা পায়, তাহলে কেউ ওর ধার-কাছে আসতে পারবে না। সেকালের রাজা-মহারাজার মতো আমেরিকাতে যতটা হওয়া সম্ভব, তাই হয়ে যাবে জনি। আর গলা টিকল কি না, কিম্বা জনসাধারণের ওর অভিনয় পছন্দ হল কি না, এ-সবের উপর কিছুই নির্ভর করবে না। এ যেন একটা সাম্রাজ্য পাচ্ছে, যার মূলে থাকবে টাকা ; সেই সঙ্গে সব চাইতে বিশিষ্ট, সব চাইতে লোভনীয় ক্ষমতাও পাবে।

জিনি ওর জন্য অতিথিদের ঘরটি গুছিয়ে দিল। দুজনেই বুঝল জিনির ঘরে জনি থাকবে না, স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবে না ওরা। ও সম্বন্ধ আর কখনও গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। আর যদিও বহির্জগতের বাসিন্দারা, কাগজের চুটকি-লেখকরা, চলচ্চিত্র-ভক্তরা ওদের বিবাহের বিফলতার জন্য একমাত্র জনিকে দায়ী করত, অদ্ভুতভাবে দুজনেই জানত যে ওদের দুজনার মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য যত না দায়ী জনি, তার চাইতেও বেশি দায়ী জিনি।

জনি ফন্টেন যখন চলচ্চিত্রের সব চাইতে জনপ্রিয় গাইয়ে আর গীতি-নাট্যাভিনেতা হয়ে উঠেছিল, তখনো ওর কখনো মনে হয়নি ও স্ত্রীকে আর

সন্তানদের ছেড়ে যেতে পারে। বড় বেশি ইতালীয় ভাবাপন্ন ছিল জনি, বড় সেকেলে। বলা বাহুল্য ও স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করত। ওর যা ব্যবসা ছিল এবং চারদিকে সদাই এত বেশি প্রলোভন ছিল যে সেটা ছিল অনিবার্য। তাছাড়া শুঁটকো ক্ষীণদেহী হলেও, অনেক ল্যাটিন জাতির ছেলেদের মতো সরু সরু হাড়ের সঙ্গে ওর এক ধরনের তীব্র সক্রিয়তা ছিল। আর মেয়েদের নানান অপ্রত্যাশিত দিক দেখে ও মুগ্ধ হত। সলজ্জ সুকুমারী মিষ্টি মুখের কোনো মেয়ের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে গিয়ে, যখন তার বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেখত কি অভাবিত বঙ্কিম পরিপূর্ণতা, কাটা-কাটা চিক্কণ মুখখানির সঙ্গে তার কত প্রভেদ, জনি আহ্লাদে পূর্ণ হত। ওদিকে কামুক চেহারার মেয়েদের মধ্যে যখন দেখত ভীরু লাজুক যৌন-সঙ্কোচ, তাও ভালো লাগত। ধূর্ত বাস্কেট-বল খেলোয়াড়ের মতো তাদের কত নকল ভঙ্গী, ভাবখানা যেন কতশত পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। অথচ অনেকক্ষণ ধরে অনেক কষ্ট করে যদি বা প্রবেশাধিকার পেল, তখন দেখে কি না মেয়েগুলো অনাঘ্রাত কুমারী।

জনি কুমারী মেয়ে পছন্দ করত বলে হলিউডের লোকরা কত হাসাহাসি করত। বলত সেকেলে রুচি, অস্বাভাবিক। তাছাড়া কুমারী মেয়েদের রাজী করাতেই কত সময় কেটে যায়, কত ঢাক-ঢোল পেটাতে হয়, তারপর শেষকালে দেখা যায় ওরা কোনো কর্মের নয়। কিন্তু জনি জানত সমস্তই নির্ভর করে মেয়েটির কাছে কিভাবে এগোনো যায় তার ওপর। ঠিক ভাবে এগোতে পারলে, কুমারী মেয়ের প্রথম যৌন-আস্বাদনের মতো মধুর আর আছে কি ? ঐ প্রশিক্ষণটি বড় উপভোগ্য। ওদের বৈচিত্র্যই বা কত, উরুগুলি ভিন্ন আকারের, নিতম্বের গড়ন আলাদা গায়ের রঙ কত রকমের—সাদা, পাটকিলে, লালচে। সেবার যখন ডেট্রয়টে সেই কৃষ্ণকায় মেয়েটির সঙ্গে শুয়েছিল—জনি যে নাইট-ক্লাবে গাইত, ওর বাবাও সেখানে জ্যাজ গাইত—মনে হয়েছিল অমন মিষ্টি মেয়ে ও জন্মে দেখেনি। ঠোঁট দুটির স্বাদ বাস্তবিকই ঈষদুষ্ণ মধুর সঙ্গে একটু গোলমরিচ মেশালে যেমন হয়, গায়ে মেটে রঙের চামড়ার কি জৌলুস, মাখনের মতো মসৃণ, ওর চাইতে মধুর করে ভগবান কোনো মেয়ে গড়েননি। সে মেয়েও ছিল কুমারী।

অন্যরা সর্বদা দ্রুত যৌন সম্বন্ধের গল্প করত, হেনা-তেনা কত কি, ওর আসলে সে-সব ভালো লাগত না। ওর দ্বিতীয় স্ত্রীরও নানা রকম রুচি ছিল, তাই নিয়ে জনির সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। জনিকে ও বিদ্রূপ করত, বলত ওর অদ্ভুত পছন্দ, চারদিকে রটে গেছিল জনি অনভিজ্ঞ ছেলের মতো প্রেম করে। হয়তো সেইজন্যই কাল রাতে ঐ মেয়ে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। চুলোয় যাক গে, যদ্দূর মনে হয় ওর সঙ্গে শুয়ে কোনো আনন্দ পাওয়া যেত না। যে-মেয়েরা রমণ করতে ভালোবাসে, তারাই সব চাইতে আনন্দ দেয়। বিশেষ করে যারা খুব বেশিদিন ও-সব অভ্যাস করেনি। কেউ কেউ বারো বছর বয়সে যৌনজীবন শুরু করেছিল, কুড়ি হতেই তারা শেষ হয়ে গেছিল। তারপর শুধু অঙ্গভঙ্গীটুকুই করতে পারত,

এদের মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও ছিল, দেখে অন্যরকম মনে হত।

জিনি ওর শোবার ঘরে কফি আর কেক নিয়ে এসে, ঘরের যে দিকটাতে বসবার জায়গা, সেখানে একটা লম্বা টেবিলের ওপর রাখল। জনি ওকে সরলভাবে জানাল যে একের পর এক কতকগুলো ছবি তৈরি করবার টাকার ক্রেডিট যোগাড় করতে হেগেন ওকে সাহায্য করছে, তাই শুনে জিনির কি উত্তেজনা। জনি আবার তার প্রাধান্য ফিরে পাবে। কিন্তু ডন কর্লিয়নির আসলে যে কতখানি প্রতিপত্তি, সে-বিষয়ে জিনির কোনো ধারণাই ছিল না, কাজেই নিউ ইয়র্ক থেকে হেগেনের এখানে আসার মর্মটা সে ধরতে পারল না। জনি বলল আইনের খুঁটিনাটি নিয়েও হেগেন ওকে সাহায্য করছে।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে জনি বলল ওকে সেদিন রাতেও কাজ করতে হবে, কিছু ফোন করতে হবে, ভবিষ্যতের জন্য কয়েকটা ব্যবস্থা করতে হবে। জনি বলল, "এ সমস্তর অর্ধেক থাকবে মেয়েদের নামে।" জিনি একটা কৃতজ্ঞ হাসি দিয়ে, চুমো খেয়ে গুড্‌নাইট বলে, ঘর থেকে চলে গেল।

একটা কাচের পাত্রে ওর প্রিয় নাম-লেখা সিগারেট ওর লিখবার টেবিলে রাখা ছিল, একটা বায়ু-রোধক কৌটোয় পেনসিলের মতো সরু কালো কিউবার চুরুট ছিল। জনি চেয়ারটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে ফোন করতে শুরু করল। মাথার মধ্যে মগজটা চাকার মতো ঘুরছিল। যে বই থেকে ঐ নতুন ছবিটা হয়েছিল, সেটি একটি 'বেস্ট-সেলার', সব বইয়ের চাইতে তার বিক্রি বেশি, তার রচয়িতাকে জনি ফোন করল। রচয়িতা ওরই সমবয়সী, সে-ও কষ্ট করে নাম করেছিল, এখন সাহিত্য-জগতে তার অনেক নাম-ডাক। সে হলিউডে এসেছিল, গুণী লোকের যোগ্য আদর পাবে এই আশা নিয়ে, পেয়েছিল যাচ্ছেতাই ব্যবহার, যেমন অধিকাংশ লেখকই পেয়ে থাকে। ব্রাউন ডার্বিতে জনি একবার ঐ সাহিত্যিককে অপমান হতে দেখেছিল। একজন পীনস্তনী ছোট তারকার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবে বলে সেখানে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তিনি, পরে অবশ্যই একসঙ্গে রাতও কাটাবেন। কিন্তু ডিনার খাবার সময় ঐ খুদে তারকাটি বিখ্যাত সাহিত্যিককে ফেলে চলে গেল, কেন না এক ব্যাটা ইঁদুরমুখো চলচ্চিত্রের ভাঁড় তাকে আঙুল নেড়ে ডেকেছিল। হলিউডের নৈশভোজে কার কোথায় স্থান, সে সম্বন্ধে সেইদিনই ঐ সাহিত্যিকের শিক্ষা হয়ে গেছিল। তাঁর বইয়ের জন্য পৃথিবীময় যে তাঁর খ্যাতি, এখানে তার কোনো মূল্য নেই। খুদে তারকারা তাঁর চাইতে বেশি পছন্দ করে যত সব অঘামারা ছুঁচোমুখো ধাপ্পাবাজ চলচ্চিত্রের নটদের।

এই সাহিত্যিকের নিউ ইয়র্কের বাড়িতে জনি এখন ফোন করল তাঁর বইতে ওর জন্য অমন চমৎকার ভূমিকা রচনা করেছেন বলে অভিনন্দন জানাবার জন্য। খোশামোদ করে লোকটার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিল জনি। তারপর কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল তাঁর নতুন বই কেমন এগোচ্ছে, বইটার বিষয়বস্তুই বা কি। জনি একটা চুরুট ধরাল, ওদিকে লেখক ওঁর নতুন বইয়ের বিশেষ চিত্তাকর্ষক একটা অধ্যায়ের কথা

বলে গেলেন। তারপর জনি বলল, "ইশ্! লেখা হয়ে গেলেই ওটা আমি পড়তে চাই। আমাকে এক কপি বই পাঠালে কেমন হয়? হয়তো ওর একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিতে পারব, য়োলট্স্ যা করেছিল তার চাইতেও ভালো।"

লেখকের কণ্ঠস্বরের আগ্রহ থেকেই বোঝা গেল জনি ঠিকই ভেবেছিল। য়োলট্স্ বেচারাকে ঠকিয়েছিল, বইটার জন্য খুদকুঁড়োর বেশি দেয়নি। জনি বলল যে ছুটির পরেই ও হয়তো নিউ ইয়র্কে যাবে, লেখক যদি ওর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খান, ও খুশি হবে। মস্করা করে বলল, "কয়েকজন রূপসী মেয়ে জানা আছে আমার।" লেখক হেসে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

তারপর যে ছবিটা সবেমাত্র শেষ হয়েছিল, জনি তার পরিচালককে আর ক্যামেরাম্যানকে থেকে ছবি তোলার সময়ে ওকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাল। বিশ্বস্তভাবে জনি ওদের বলল যে ও জানত যে য়োলট্স্ বরাবরই ওর বিপক্ষে ছিল, তাই এদের সহযোগিতার জন্য ও দ্বিগুণ কৃতজ্ঞ এবং কখনো যদি ওদের জন্য জনি কিছু করতে পারে, একবার বললেই হবে।

তারপর কঠিনতম টেলিফোনটি করল জনি, য়োলট্স্কে ডাকল। ছবিতে ওকে ঐ ভূমিকা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে দরকার হলেই য়োলট্সের ছবিতে ও খুশি হয়ে কাজ করবে। এটা করল স্রেফ য়োলট্সের চোখে ধুলো দেবার জন্য। এখন পর্যন্ত জনি সাধু ও সরল ব্যবহারই করে এসেছিল। আর কটা দিন পরেই য়োলট্স্ জনির ব্যবস্থাপনার কথা শুনে এই টেলিফোনটির প্রবঞ্চনার কথা ভেবে হতভম্ব হয়ে যাবে। ঠিক তাই চাইছিল জনি।

তারপর ডেস্কে বসে বসে চুরুট ফুঁকতে লাগল। পাশের টেবিলে হুইস্কি ছিল, কিন্তু নিজের এবং হেগেনের কাছে জনি একরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে মদ ছোঁবে না। এমন কি চুরুটটাও খাওয়া ঠিক হচ্ছিল না। কাজটা নির্বোধের মতো; মদ খাওয়া চুরুট টানা ছাড়লেই যে গলার ব্যাধি সেরে যাবে, তাও নয়। খুব বেশি উপকার হবে না, তাতে কি? খানিকটা তো হতে পারে, আপাততঃ জনি অনেকদিন বাদে একটা লড়বার সুযোগ পেয়েছে, এখন কোনো সুবিধাই ছাড়া নয়।

ততক্ষণে বাড়িটা চুপচাপ হয়ে গেছিল, ওর বিয়ে-ভাঙা স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল, আদরের মেয়ে দুটিও ঘুমোচ্ছিল, এখন জীবনের সেই দুঃসময়ের কথা মনে করা যেতে পারে, যখন সে ওদের ত্যাগ করে চলে গেছিল। ত্যাগ করেছিল একটা দুশ্চরিত্রা কুলটা মেয়েমানুষের জন্য, যে ওর দ্বিতীয়া স্ত্রী হয়েছিল। তবু এখন পর্যন্ত ওর কথা মনে করতেই জনির মুখে হাসি দেখা দিল। কত দিক দিয়ে কি রূপসী ঐ মেয়ে; তাছাড়া একটিমাত্র জিনিসের জন্যও প্রাণে বেঁচে গেছিল, সে হল সেই দিনটি, যে-দিন জনি প্রতিজ্ঞা করেছিল কখনো কোনো মেয়েকে ঘৃণা করবে না, অর্থাৎ যেদিন ও এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে ও প্রথমা স্ত্রীকে, কিংবা মেয়েদের, বান্ধবীদের, দ্বিতীয়া স্ত্রীকে, তার পরবর্তী বান্ধবীদের, একেবারে শ্যারন মূর পর্যন্ত, যে-মেয়ে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যাতে পরে বড়াই করতে পারে যে বিখ্যাত জনি ফণ্টেনের

শয্যাসঙ্গিনী হতে সে রাজী হয়নি, এদের কাউকে ঘৃণা করলে জনির চলবে না।

ব্যাণ্ডের সঙ্গে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াত জনি, তারপর বেতার তারকা হয়েছিল, রঙ্গমঞ্চের তারকা হয়েছিল, অবশেষে সত্যিকার চলচ্চিত্রের তারকাও হয়েছিল। আর সব সময় যেমন খুশি থেকেছিল, যে মেয়ের সঙ্গে খুশি শুয়েছিল, কিন্তু তাতে ওর নিজের ব্যক্তিগত জীবনটাকে ও প্রভাবিত হতে দেয়নি। তারপর ওর ভাবী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মার্গট অ্যাশ্‌টনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল; ওর জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছিল জনি। ওর কর্মজীবন চুলোয় গেল, গলা চুলোয় গেল, পারিবারিক জীবন চুলোয় গেল। তারপর এমন একটা দিন এল যখন জনির আর কিছুই বাকি রইল না।

আসল কথা হল, জনি চিরকালই উদার আর ন্যায়বান ছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের সময় ওর যথাসর্বস্ব তাকে দিয়ে দিয়েছিল। এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে ও যা রোজগার করত, মেয়েরা দুজন তার একটা অংশ পায়, প্রত্যেকটা রেকর্ডের, প্রত্যেকটা ছবির, প্রত্যেকটা ক্লাবের আসরের। তাছাড়া যখন ওর টাকাকড়ি নামডাক ছিল, প্রথম পক্ষের স্ত্রী যা চাইত জনি তাই দিত। তার ভাই বোনদের, মা বাবাকে, তার স্কুলের সহপাঠিনীদের এবং তাদের পরিবারবর্গকে, সবাইকে জনি টাকা দিয়ে সাহায্য করত। কখনো বিখ্যাত লোকদের মতো জনি দেমাক করত না। স্ত্রীর দুই ছোট বোনের বিয়েতে গিয়ে গান গেয়ে এসেছিল, ওভাবে গাইতে ওর খুব খারাপ লাগত। কোনো কিছু ওকে দিতে জনি অস্বীকার করেনি, বাদে নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সমর্পণ।

তারপর যখন ওর চরম অধঃপতন ঘটেছিল, ছবিতে কাজ পেত না, গাইতে পারত না, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করত, তখন জিনি আর তার মেয়েদের সঙ্গে কয়েক দিন কাটাবার জন্য জনি গিয়েছিল। মন এতই ভেঙে গেছিল যে এক রকম বলতে গেলে জিনির পায়ে কেঁদে পড়েছিল। সেদিন ও নিজের একটা গানের রেকর্ডিং শুনেছিল, এত বিশ্রী শুনিয়েছিল যে জনি প্রথমে অভিযোগ করেছিল যে যন্ত্র-কর্মীরা ইচ্ছা করে ওর রেকর্ড নষ্ট করে দিয়েছে। শেষে বুঝতে পেরেছিল যে ওর গলাটাই আজকাল ঐ রকম হয়ে গেছে। তখন মূল রেকর্ডটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আর গাইতে রাজী হয়নি জনি। এমন লজ্জা হয়েছিল যে আর গানই গায়নি সে, কনি কর্লিয়নির বিয়েতে নিনোর সঙ্গে ছাড়া।

জনির দুর্ভাগ্যের কথা শুনে জিনির মুখের ভাবটা কেমন হয়ে গেছিল, সে-কথা জনি কোনোদিনও ভুলে যায়নি। এক মুহূর্তের জন্য ভাবটি মুখে প্রকাশ পেয়েছিল, চিরকাল মনে রাখবার জন্য জনির পক্ষে সেই যথেষ্ট। একটা উগ্র উল্লসিত সন্তোষের ভাব। সে ভাব দেখলে জনির একটি মাত্র কথাই মনে হওয়া সম্ভব : এত বছর জিনি ওর প্রতি কত ঘৃণা কত বিদ্বেষ পোষণ করেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে খানিকটা শীতল মামুলী সহানুভূতি জানিয়েছিল জিনি। জনিও সেটি গ্রহণ করার ভান করেছিল। তার পরবর্তী কদিন জনি তার অনেক বছরের পুরনো তিনজন

বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল, এদের সঙ্গে তখনো তার বন্ধুত্ব ছিল, মাঝেমাঝে তাদের সঙ্গে গিয়ে শুত ও; এদের সাহায্য করবার জন্য সর্বদা জনি যথাসাধ্য করেছিল, হয়তো লক্ষ ডলারের মতো জিনিসপত্র উপহার, কাজের সুযোগ ইত্যাদি দিয়েছিল। তাদের মুখেও জনি সেই একই উগ্র উল্লসিত সন্তোষের ভাবটি লক্ষ্য করেছিল।

সেই সময়েই জনি বুঝেছিল যে এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হলিউডের সার্থক বহু প্রযোজক, লেখক, পরিচালক ও অভিনেতার মতো হওয়া যায়। তারা সুন্দরী মেয়েদের এক রকম কামুক বিদ্বেষের সঙ্গে উপভোগ করত। হিসাব করে ক্ষমতা কিংবা টাকাকড়ির সুবিধা প্রয়োগ করত, কে কখন বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাই সদাই সজাগ থাকত, সদাই মনে এই ধারণা পোষণ করত যে মেয়েরা ওদের প্রবঞ্চনা করবে, পরিত্যাগ করবে। মেয়েরা হল শত্রু, তাদের পরাহত করতে হবে। কিংবা মেয়েদের ঘৃণা করতে অস্বীকার করা যায়, সর্বদা তাদের বিশ্বাস করা যায়।

জনি জানত মেয়েদের না ভালেবেসে ও থাকতে পারবে না; যতই বিশ্বাস-ঘাতক প্রবঞ্চক তারা না হোক না কেন, তবু তাদের ভালো না বাসলে, জনির অন্তরের খানিকটা মরে যাবে। পৃথিবীতে যাদের ও সব চাইতে বেশি ভালোবাসত, চঞ্চলা ভাগ্যদেবীর কোপে পড়ে ওকে ভগ্ন, লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখলে, তারাই যে গোপনে উল্লসিত হয়ে উঠত, তাতে জনির কিছু এসে যেত না; যৌন সম্বন্ধ বাদ দিয়ে, কেমন একটা বিষম বিকটভাবে ওরা যে ওর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করত, তাতেও ওর কিছু এসে যেত না। ওর অন্য কোনো উপায় ছিল না। ওদের মেনে নিতে ও বাধ্য হত। কাজেই ও সকলের সঙ্গে প্রেম করত, সকলকে উপহার দিত, ওর সর্বনাশে ওদের আনন্দের বেদনা লুকিয়ে রাখত। ওদের ও ক্ষমা করত, কারণ ও জানত যে এতকাল নারী জাতির কাছ থেকে ও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পেরেছে, অথচ নারীদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ আদর পেয়েছে, তাই এখন ওরা তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এখন আর ওদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে জনির নিজেকে দোষী মনে হত না। জিনির সঙ্গে যে ব্যবহার করত, তার জন্যেও নিজেকে দোষ দিত না, সন্তানদের একমাত্র বাপের আসনটি জুড়ে থাকছে, অথচ জিনির আরেকবার বিয়ে করার কথা মনেও স্থান দিচ্ছে না। এমন কি জিনিকে ওর বর্তমান মনের অবস্থা জানতেও দিত। শিখর থেকে পতনের সময়ে ঐ একটি মাত্র জিনিসই ও রক্ষা করতে পেরেছিল। মেয়েদের যে বেদনা দিত, সে বিষয়ে মনের চারদিকে একটা পুরু চামড়া গজিয়ে নিয়েছিল।

শরীরটা ক্লান্ত, শুতে যেতে ইচ্ছা করছিল, তবু একটি স্মৃতি মনের মধ্যে লেগে ছিল: সে হল নিনোর সঙ্গে গান গাওয়ার স্মৃতি। হঠাৎ জনি বুঝতে পারল কি করলে ডন কর্লিয়নি সব চাইতে খুশি হবেন। ফোনটা তুলে অপারেটরকে বলল নিউ ইয়র্ক দিতে। তারপর সনি কর্লিয়নিকে ডেকে নিনো ভ্যালেন্টির নম্বর চাইল। তারপর নিনোকে ডাকল। সর্বদা যেমন হত, নিনোকে কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত মনে হল।

জনি বলল, "এই নিনো, এখানে এসে আমার সঙ্গে কাজ করতে তোর কেমন লাগবে? আমার একটা বিশ্বাসী লোক দরকার।"

নিনো একটু রঙ্গ করে বলল, "কি জানি, জনি, আমার এই ট্রাক চালানোর কাজটাই বা মন্দ কি, পথে যেতে গিন্নিদের সঙ্গে রস জমাই, প্রত্যেক হপ্তায় পাক্কা দেড়শো ডলার কামানো। তুই আমাকে কি দিতে পারবি?"

জনি বলল, "পাঁচশোতে শুরু, চিত্রতারকাদের সঙ্গে না-দেখা 'ডেট', কেমন লাগবে? আর হয়তো আমি যখন পার্টি দেব, তোকে গান গাইতে দেব।"

নিনো বলল, "তাই বুঝি? খুব ভালো; তাহলে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হয়, আমার উকীল আর অ্যাকাউণ্টেণ্ট আর যে-লোকটা আমাকে ট্রাক চালাতে সাহায্য করে, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হয়।"

জনি বলল, "ইয়ার্কি রাখ্, নিনো, আমার এখানে তোকে চাই। আমার ইচ্ছা তুই কাল উড়ে চলে এসে, হপ্তায় পাঁচশো ডলার মাইনের একটা এক বছরের কন্ট্র্যাক্ট সই করে যাস্। তাহলে পরে যদি তুই আমার মেয়েমানুষদের ভাগিয়ে নিস্ আর আমি তোর চাকরি খেয়ে নিই, অন্ততঃ এক বছরের মাইনে তো পেয়ে যাবি। কি বলিস্, ঠিক তো?"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিনোর গলা, "হ্যাঁ রে জনি, ঠাট্টা করছিস্ না তো?" তার নেশা ছুটে গেছিল।

জনি বলল, "সত্যি বলছি, ভাই। নিউ ইয়র্কে আমার এজেণ্টের আপিসে যাস্। তারা তোকে প্লেনের টিকিট আর কিছু টাকাকড়ি দেবে। কাল ভোরে উঠে সবার আগে ওদের ফোন করে বলে দেব। তুই ওখানে দুপুরের পরে যাস্। ঠিক আছে? এদিকে এয়ারপোর্টে কাউকে রাখব, সে তোকে আমার এখানে নিয়ে আসবে।"

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর নিনোর গলা, ভারি সংযত, অনিশ্চিত, "ঠিক আছে, জনি।" স্বরে নেশার চিহ্নমাত্র ছিল না।

জনি এবার ফোন রেখে, শোবার তোড়জোড় করতে লাগল। সেই মূল রেকর্ডটা ভেঙে ফেলে অবধি তার মন কখনো এত ভালো হয়নি।

তেরো

প্রকাণ্ড রেকর্ডিং স্টুডিওতে বসে জনি ফণ্টেন একটা হলদে প্যাডে খরচের হিসাব কষছিল। বাজিয়েরা সারি বেঁধে ঢুকছিল, ছোকরা বয়সে জনি যখন ব্যাণ্ডে গান গাইত, তখন থেকেই এদের সবাইকে ও চিনত। বাদ্য-পরিচালক ছিল পপ্ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন, জনির জীবনে যখন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, এই লোকটির কাছ থেকে সে সহানুভূতি পেয়েছিল। এখন সে প্রত্যেকটি বাদককে একতাড়া করে স্বরলিপির কাগজপত্র আর মুখে মুখে কিছু নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছিল। তার নাম ছিল এডি নীল্স্। নিজের হাতে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও, জনির প্রতি

বিশেষ আনুকূল্যের কারণে সে এই রেকর্ড করার ভার নিয়েছিল।

নিনো ভ্যালেন্টি একটা পিয়ানের সামনে বসে ভয়ে ভয়ে চাবিগুলোতে টুংটাং করছিল আর একটা প্রকাণ্ড গেলাস ভরা রাই হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিল। জনির তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। ও জানত যে মাতাল হোক বা নাই হোক, জনি সমান ভালো গাইবে আর আজ যে কাজ হচ্ছে তার জন্য নিনোর খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হবে না।

কতকগুলো পুরনো ইতালীয় আর সিসিলীয় গানের ব্যবস্থা করেছিল এডি নীল্‌স্ আর ঐ যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীত নিনো আর জনি কর্লিয়নির বিয়ের দিন গেয়েছিল, সেটিকেও বিশেষ ভাবে রেকর্ড করা হবে। জনির এই রেকর্ড করার প্রধান কারণ হল ডন এসব গান বড় ভালোবাসতেন, ; ঐ রেকর্ডটি খাসা একটা বড়দিনের উপহার হবে। তাছাড়া জনির কেমন মনে হচ্ছিল রেকর্ডটা বিক্রি হবে ভালো, অবশ্য দশ লক্ষ হবে না। জনি আঁচ করেছিল নিনোকে সাহায্য করাই হল ডনের অভিপ্রেত প্রতিদান। আর যাই হোক, নিনোও তো তাঁর আরেকটি ধর্মপুত্র।

ক্লিপবোর্ড আর হলদে প্যাড পাশের চেয়ারে রেখে, জনি উঠে পিয়ানোর পাশে দাঁড়াল। জনি বলল, "ও হে দেশ-ভাই!"

নিনো মুখ তুলে হাসবার চেষ্টা করল। ওকে একটু অসুস্থ দেখাচ্ছিল। ঝুঁকে পড়ে জনি ওর কাঁধের হাড় ঘষে দিল। বলল, "ঘাবড়িও না, ভাই। আজ ভালো করে গেয়ো তাহলে আমি তোমার সঙ্গে হলিউডের সব চাইতে বিখ্যাত নিতম্বিনীর বন্দোবস্ত করে দেব।"

নিনো এক ঢোক হুইস্কি গিলে বলল, "সে কে? ল্যাসি কুকুরটা নাকি?"

জনি হেসে বলল, "না ডানা ডান। খাসা মেয়ে, কথা দিচ্ছি।"

নিনো শুনে খুশি হল, তবু একটা মেকি আশান্বিত ভাব দেখিয়ে বলল, "কেন, ল্যাসির সঙ্গে ঠিক করে দিতে পার না?"

অর্কেস্ট্রাতে মিশ্র সঙ্গীতের প্রথম গানের সুর বেজে উঠল। জনি কণ্টেন মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। এডি নীল্‌স্ একবার সব কটি গানের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে বাজিয়ে নেবে। তারপর রেকর্ডের জন্য প্রথম 'টেক্' হবে। শুনতে শুনতে জনি মনে মনে মক্স করে নিচ্ছিল প্রত্যেকটি পদ কি ভাবে গাইবে, কি ভাবে প্রত্যেকটি গান শুরু করবে। ও জানত ওর গলা বেশিক্ষণ টিকবে না, কিন্তু নিনোই বেশির ভাগ গাইবে, জনি শুধু সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এক ঐ দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীতটি বাদে। সেটার জন্যেই গলাটাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

হাত ধরে টেনে নিনোকে দাঁড় করিয়ে দিল জনি, দুজনে গিয়ে নিজের নিজের মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াল। নিনো গোড়াতেই ভুল করল, তারপর আবার ভুল করল। অপ্রস্তুত হয়ে মুখ লাল। জনি ঠাট্টা করতে লাগল, "কি রে, ওভারটাইম নেবার তালে আছিস নাকি?"

নিনো বলল, "হাতে ম্যাণ্ডোলনটা না থাকলে সুবিধে লাগে না।"

জনি এক মিনিট ভেবে বলল, "ঐ মদের গেলাসটা হাতে করে ধরে রাখ না।"

মনে হল তাতেই হয়ে গেল। গাইতে গাইতে নিনো মাঝে-মধ্যে চুমুক দিচ্ছিল বটে,কিন্তু খাসা গাইছিল। জনিও সহজ সুরেই গাইছিল, গলায় কোনো রকম জোর দিচ্ছিল না, নিনোর প্রধান সুরের চারদিকে যেন ওর স্বরটা নেচে বেড়াচ্ছিল। এ ভাবে গান গেয়ে মনে কোনো সুখ পাওয়া যাচ্ছিল না, তবু নিজের গলার পেশাদারী দক্ষতা দেখে জনি নিজেই অবাক হচ্ছিল। দশ বছরের গানের পেশা থেকে তাহলে কিছু শেখা গেছিল।

রেকর্ডের শেষ গান হল ওদের সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীত, জনি এবার গলা ছেড়ে গাইল; রেকর্ড করা শেষ হয়ে গেলে কণ্ঠনালীতে বেদনা শুরু হয়ে গেছিল। শেষ গানের সময়ে বাদ্যকররাও যেন কেমন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল, ওদের মতো ঝুনো বাজিয়েদের ওরকম বড় একটা হত না। বাদ্যযন্ত্রগুলো পিটিয়ে, পা ঠুকে তারা অভিনন্দন জানিয়েছিল, ঢোল-বাদকরা একপ্রস্থ ড্রাম পিটিয়ে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছিল, পরামর্শ করতে হচ্ছিল, প্রায় চর ঘণ্টা খাটবার পর তবে সেদিন ওরা কাজ বন্ধ করেছিল। এডি নীল্স্ জনির কাছে এসে আস্তে বলেছিল, "গলাটা তো চমৎকার শোনাল, ভাই। এবার হয়তো একটা রেকর্ড করতে পারবে। আমার হাতে একটা নতুন গান আছে, ঠিক যেন তোমার জন্যেই তৈরি!"

জনি মাথা নাড়ল, "যাও যাও, এডি, আমার সঙ্গে মস্করা কর না। তাছাড়া ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে গলা এত ভেঙে যাবে যে কথা বলাই কষ্টকর হবে। আজ যে-ধরনের জিনিস রেকর্ড করলাম, তোমার মতে এ রকম আরো অনেকখানি করতে হবে নাকি?"

চিন্তিতভাবে এডি বলল, "নিনোকে কাল একবার স্টুডিওতে আসতে হবে, কয়েকটা ভুল করেছে। কিন্তু যতখানি ভেবেছিলাম, ও দেখছি তাই চাইতে ঢের ঢের ভালো। কিছু যদি আমার অপছন্দ হয়, শব্দ-যন্ত্রীদের দিয়ে সেটুকু ঠিক করিয়ে নেব। ঠিক আছে?"

জনি বলল, "ঠিক আছে প্রেসিংটা কবে শুনতে পাব?"

এডি নীল্স্ বলল, "কাল রাতে। তোমার বাড়িতে?

জনি বলল, "হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ, এডি। তাহলে কাল দেখা হবে।"

এই বলে নিনোর বাহু ধরে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এল। জিনির বাড়ি না গিয়ে জনিরা নিজের বাড়ি গেল।

ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছিল। নিনোর তখনো অর্ধেক নেশা ছিল। জনি ওকে ঝরনা-কলে স্নান করে, এক ঘুম দিয়ে নিতে বলল। রাত এগারোটায় একটা বড় পার্টিতে দুজনকে যেতে হবে।

নিনোর ঘুম ভাঙলে জনি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিল। বলল, "এই পার্টিটা হল চিত্রতারকাদের একটা 'লোন্‌লি হার্টস্‌ ক্লাবের' পার্টি। আজ যে-সব মেয়েমানুষদের দেখতে পাবে, তাদের তুমি পরদার ওপর মোহিনী মায়াবিনী রূপে দেখেছ, তাদের সঙ্গে প্রেম করতে পারলে, লক্ষলক্ষলোক তাদের ডান হাত কেটে দিতে রাজী হয়। তাদের আজকের এই পার্টিতে আসার একমাত্র কারণ হল তারা একটি করে নাগর চায়। কেন জান? কারণ ঐ জিনিটার জন্য লালায়িত, অথচ বয়সটা কিঞ্চিৎ বেশি। তাছাড়া সব মেয়েদের মতোই; জিনিসটাকে ওরা, খানিকটা কায়দাদুরস্তভাবে চায়।"

নিনো জিজ্ঞাসা করল, "তোমার গলার আবার কি হল?"

জনি প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছিল, "একটুক্ষণ গাইলেই আমার ঐরকম হয়। এর পর এক মাস গাইতে পারব না। তবে দিন দুইয়ের মধ্যে গলা-ভাঙাটা সেরে যাবে।"

চিন্তিতভাবে নিনো বলল, "ভারি মুশকিল তো।"

জনি কাঁধ দুটো তুলে বলল, "শোন, নিনো আজ রাতে বেশি মাতাল হয়ে পড় না। হলিউডের ঐ মেয়েমানুষগুলোকে দেখিয়ে দিতে হবে যে আমার পাড়াগাঁয়ের বন্ধুটি একেবারে আহাম্মুক নয়। তোমাকে জমিয়ে তুলতেই হবে। মনে রেখো, ঐ মেয়েমানুষদের চিত্রজগতে বেজায় প্রতিপত্তি, ওরা তোমাকে কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। নিজের সুবিধা করে নিতে পারলে, খানিকটা মিষ্টি ব্যবহার করতে ক্ষতি কি?"

নিনো আবার গেলাসে মদ ঢালছিল, সে বলল, "আমি সর্বদাই মিষ্টি ব্যবহার করি।" গেলাসটা নিঃশেষ করে, এক গাল হেসে নিনো বলল, "ঠাট্টা রাখ, সত্যি বল আমাকে ডীনা ডানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারবে?"

জনি বলল, "অত ভাববার কিছু নেই। যে রকম মনে করছ, এ সে রকম ব্যাপারই নয়।"

হলিউডের চিত্রতারকাদের লোন্‌লি হার্ট্‌স্‌ ক্লাবের নাম দিয়েছিল ছোকরা তারকারা, তাদের উপস্থিত ছিল বাধ্যতামূলক। প্রতি শুক্রবার রাতে সভ্যরা য়োলট্‌স ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রেস এজেণ্ট—বরং তাকে জন-সংযোগ উপদেষ্টা বলা চলে—রক ম্যাক্‌এল্‌রয়ের প্রাসাদোপম বাসগৃহে মিলিত হত। বাড়িটার আসল মালিক হল ঐ স্টুডিওটি। ম্যাক্‌এল্‌রয়ের বাড়ির পার্টি হলেও, বুদ্ধিটা এসেছিল জ্যাক য়োলট্‌সের কার্যকরী মস্তিষ্ক থেকে। যে-সব তারকাদের জন্য স্টুডিওর এত রোজগার, তাদের মধ্যে কারো কারো এখন বয়স হয়ে গেছিল। বিশেষ আলোকসম্পাত আর মেক্‌-আপওয়ালাদের জাদু ছাড়া তাদের বয়স বোঝাও যেত। তাই তাদের নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও তাদের ফুর্তি খানিকটা কমে গেছিল। আর

তারা 'প্রেমে পড়তে' পারত না। আর তারা মৃগয়ার পাত্রীর ভূমিকা নিতে পারত না। বড় বেশি মেজাজীও হয়ে পড়েছিল তারা, অত টাকা, অত নামডাক. অতখানি প্রাক্তন রূপের কারণে। য়োলট্‌স্ এই পার্টিগুলো দিত, যাতে তাদের পক্ষে পছন্দ-মতো প্রণয়ী খুঁজে নেওয়া সহজ হয়। প্রথমে এক রাত্রের ব্যাপার, তারপর লেগে গেলে, সব সময়ের শয্যাসঙ্গীর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, ক্রমশঃ উন্নতি। ব্যাপারটা মাঝে মাঝে নামতে নামতে মারপিট, যৌন আতিশয্যে দাঁড়াত, তখন আবার পুলিসের হাঙ্গামা বাধত। শেষটা য়োলট্‌স্ স্থির করল পার্টিগুলোকে জন-সংযোগ উপদেষ্টার বাড়িতে করতে হবে, সে ভদ্রলোক নিজে উপস্থিত থেকে গোলমাল মিটিয়ে দেবে, সাংবাদিকদের আর পুলিস-অফিসারদের টাকাকড়ি দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেবে, যাতে ঐ নিয়ে বেশি হট্টগোল না হয়।

স্টুডিও থেকে মাইনে-করা সতেজ তরুণ পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যে যারা তখনো তারকার পদে উন্নীত হয়নি, তাদের কারো কারো কাছে ঐ শুক্রবারের পার্টিগুলোকে সব সময় খুব একটা উপভোগ্য কর্তব্য বলে মনে হত না। তার একটা প্রমাণ এই যে বাইরে মুক্তি দেওয়া হয়নি, এমন আনকোরা নতুন একেকটা ছবি ঐ পার্টিতে দেখানো হত। এমন কি সেটাকে উপলক্ষ্য করেই পার্টি। লোকে বলত, 'চল, অমুকের তৈরি নতুন ছবিটা দেখে আসা যাক।' এই ভাবে পার্টিগুলোতে একটা পেশাদারী রঙ চড়ানো হত।

শুক্রবার রাতের পার্টিগুলোতে তরুণী ছোট তারকাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। অন্ততঃ তাদের না যাওয়াটাকেই উৎসাহ দেওয়া হত। বেশির ভাগই ইঙ্গিতটা বুঝতে পারত।

রাত দুপুরে নতুন ছবি দেখানো হত, জনি আর নিনো এগারোটার সময় গিয়ে পৌছল। প্রথম দর্শনেই রয় ম্যাক্‌এল্‌রয়কে বেজায় ভালো লাগত। ফিটফাট, চমৎকার সাজ-পোশাক। জনি ফন্টেনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে সে সানন্দে বলে উঠল, "ও কি। তুমি এখানে কি করছ?" বাস্তবিকই সে অবাক হয়ে গেছিল।

জনি ওর সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করে বলল, "আমার দেশ-ভাইকে দ্রষ্টব্য স্থান সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছি। নিনোর সঙ্গে আলাপ কর।"

ম্যাক্‌এল্‌রয় নিনোর সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করে, তার দিকে তাকিয়ে যাচাই করে নিয়ে জনিকে বলল, ওরা ওকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।" এই বলে ওদের পিছন দিকের চাতালে নিয়ে গেল।

পিছনের চাতাল বলতে আসলে পর পর সাজানো কয়েকটা বিশাল ঘর, তাদের মস্ত মস্ত কাচের দরজার বাইরে একটি বাগান আর পুকুর। প্রায় শত-খানেক লোক সেখানে ভিড় করেছিল, সবার হাতে পানীয়। জায়গাটা এমনি নিপুণভাবে আলোকিত যাতে নারীদের মুখ আর গায়ের চামড়া সুন্দর দেখায়। নিনো যখন তরুণ কিশোর তখন আঁধার-করা ছবির পর্দায় এদেরই দেখতে পেত। ওর কৈশোরের প্রেম-স্বপ্নে এরা সব ভূমিকা নিত। এখন তাদের স্থূল দেহ দেখে

মনে হল ওরা বুঝি বিকট কিছু সেজে এসেছে। ওদের দেহ মনের অসীম ক্লান্তি কোনো কিছুতে ঢাকা পড়বার নয়। কালের প্রকোপে পড়ে তাদের দেবত্ব ঘুচে গেছে। ওদের ভঙ্গিমা, ওদের চলাফেরা সেই আগেকার স্মৃতিচিত্রের মতো হলেও, দেখাচ্ছিল যেন মোমের ফল, তাতে পুরুষের গ্রন্থিতে স্নেহের উদ্রেক হয় না। নিনো দুটো পানীয় নিল, তারপর ঘুরতে ঘুরতে একটা টেবিলের ধারে গিয়ে, একগোছা বোতলের পাশে দাঁড়াল। জনিও ওর কাছে সরে এল। দুজনে মদ খেতে লাগল, যতক্ষণ না পিছন থেকে ডীনা ডানের গলার স্বর কানে এল।

আরো লক্ষ লক্ষ পুরুষের মতো নিনোর মনেও ঐ কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে ছিল। ডীনা ডান, দুবার আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিল। হলিউডের যে ছবি সব চাইতে টাকা কামিয়েছিল তাতে ডীনা ডান ছিল। পর্দার ওপর ওর মধ্যে কেমন একটা মার্জারীসুলভ নারীত্বের লাবণ্য প্রকাশ পেত যা দেখে কোনো পুরুষ অবিচলিত থাকতে পারত না। কিন্তু সেই মেয়ের মুখে এখন যে কথা শোনা গেল, রূপোলী পর্দায় তেমন কেউ শোনেনি। "জনি হারামজাদা, আবার আমাকে আমার সিকায়াট্রিস্টের কাছে যেতে হল, কারণ তুমি মাত্র এক রাতের ব্যবস্থা করলে। দ্বিতীয় বারের জন্য আর এলে না কেন শুনি ?"

ডীনা গাল বাড়িয়ে দিতে, জনি তাতে চুমো খেল, "তুমি যে আমাকে এক মাসের মতো ঘায়েল করে ফেলেছিলে। এবার আমার মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ কর। খাসা এক বলিষ্ঠ ইতালীয় ছোকরা। ও হয়তো তোমার সঙ্গে সমানে টেক্কা দিতে পারবে।"

ডীনা ডান মাথা ঘুরিয়ে নিনোর দিকে নিরুত্তাপভাবে তাকাল। "ও কি ছবির আগাম দেখতে ভালোবাসে ?"

জনি হাসল, "কখনো সুযোগ পেয়েছে কি না সন্দেহ। তুমি ওকে শিখিয়ে নাও না কেন ?"

ডীনা ডানের সঙ্গে একলা পড়ে নিনোকে বড় এক গেলাস হুইস্কি খেয়ে নিতে হল। নির্বিকার হবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু কাজটা খুব শক্ত। অ্যাংলো-স্যাক্সন রূপসীদের মতো ডীনা ডানের নাকের ডগাটা একটু তোলা, মুখটা কাটা-কাটা নিখুঁত। তাছাড়া ওকে নিনো খুব ভালো করেই জানত। একটা শোবার ঘরে ওকে একাকিনী দেখেছিল, মৃত পাইলট স্বামীর জন্য কাঁদছে; কতকগুলো পিতৃহীন সন্তান। ওকে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, অপমানিত হতে দেখেছিল, যখন লোচ্চা ক্লার্ক গেব্‌ল্‌ প্রথমে নিজের সুবিধা করে নিয়ে, তারপর একটা মোহিনী মেয়েমানুষের জন্য ওকে ত্যাগ করে চলে গেল; তখনো কেমন একটা গাম্ভীর্যময় গৌরবে ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। চলচ্চিত্রে ডীনা কখনো মোহিনী মেয়ের ভূমিকায় নামত না। ডীনাকে পরিতৃপ্ত প্রেমে রাঙা মুখে তার প্রিয়তমের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেখেছিল, এবং অন্ততঃ আধ ডজন বার কি সুন্দর করে মরে যেতে দেখেছিল। ওকে দেখেছিল, শুনেছিল, ওর স্বপ্ন দেখেছিল, তবু ওকে একা পেয়ে প্রথম যে কথা ডীনা বলল,

তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলেছিল, "এ শহরে যে দু-একজন পুরুষের মুরোদ আছে, জনি তাদের একজন। বাকি সবাই নিষ্কর্মা, রুগ্ন ক্লীব, ওদের মুখে একগাড়ি স্প্যানিশ মাছি পুরে দিলেও কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে আসঙ্গ করতে পারবে না।" এই বলে নিনোর হাত ধরে, লোক-চলাচল এবং প্রতিযোগিতা থেকে দূরে, ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে নিরুত্তাপ মাধুর্যের সঙ্গে ওর নিজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। ওকে চিনতে নিনোর বাকি রইল না। ও বুঝতে পারল ডীনা এবার এক-জন ধনী অভিজাত কন্যার আস্তাবলের সইস, কিংবা গাড়ির চালকের প্রতি দয়া দেখানোর ভূমিকা করছে। ছবিতে যদি ছোকরা প্রেম করতে যেত, তাহলে ঐ ভূমিকায় স্পেন্সার ট্রেসি নামলে দাবড়ি খেত, কিন্তু ক্লার্ক গেব্‌ল্ নামলে তার প্রতি কামাসক্ত হয়ে ঐ মেয়ে সব ছেড়েছুড়ে ওর সঙ্গে চলে যেত। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। নিনো দেখল ও দিব্যি বলে যাচ্ছে ও আর জনি কেমন একসঙ্গে নিউ ইয়র্কে ছোট থেকে বড় হয়েছিল, ওরা কেমন ছোট ছোট ক্লাবের ব্যাপারে ডাক পেয়ে একসঙ্গে গাইত। আশ্চর্য রকম সমবেদনা আর মনোযোগের সঙ্গে ডীনা সব কথা শুনছিল। একবার কথাচ্ছলে ডীনা জিজ্ঞাসা করল, 'জনি কি করে হতভাগা জ্যাক য়োলট্‌সের কাছ থেকে ঐ পার্টটা আদায় করেছিল জান কি?' অমনি কাঠ হয়ে গিয়ে মাথা নেড়েছিল নিনো। ডীনাও কথাটাকে আর টানেনি।

য়োলট্‌সের নতুন ছবি দেখার সময় হয়ে এল। ডীনা ডান তখন উষ্ণ হাতে নিনোর হাত চেপে ধরে ওকে বাড়ির ভিতরের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সে-ঘরের কোনো জানলা ছিল না; আসবাবের মধ্যে ছিল গোটা পঞ্চাশেক দুজন করে বসবার কৌচ, সেগুলি ঘরময় এমনভাবে ছড়ানো ছিল যে প্রত্যেকটি কৌচ যেন একেকটি প্রায় নির্জনতার দ্বীপ।

নিনো দেখল কৌচের পাশে ছোট টেবিল, টেবিলে বরফের পাত্র, গেলাস, মদের বোতল, ট্রেতে সাজানো সিগারেট। ডীনা ডানকে ও একটা সিগারেট দিয়ে, সেটি ধরিয়ে দিল। তারপর দুজনার জন্য পানীয় মিশিয়ে নিল। পরস্পরের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি ওরা। একটু পরে ঘরের আলোগুলো নিবে গেল।

সাংঘাতিক কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল নিনো। হলিউডের কলুষিত ব্যাপারের বিষয়ে কত কাহিনী ওর শোনা ছিল। ভদ্র এবং বন্ধুজনোচিত সতর্কবাণী না দিয়েই যে ডীনা ডান ওর ওপর ওরকম আছড়ে পড়বে, তার জন্য নিনো একেবারেই তৈরি ছিল না। নিনো মদের গেলাসে একটু একটু চুমুক দিতে আর চলচ্চিত্রটা দেখতে লাগল, যদিও কোনো স্বাদও পাচ্ছিল না, কিছু দেখতেও পাচ্ছিল না। নিনো যে রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল তেমন আর কখনো হয়নি, তার খানিকটা কারণ হল যে নারী অন্ধকারে ওর সেবায় রত ছিল, সে ছিল ওর কৈশোরের স্বপ্নের নায়িকা।

আবার অন্য দিক দিয়ে ওর পৌরুষ অপমানিত হচ্ছিল। কাজেই যখন

বিশ্ববিখ্যাত ডীনা ডান পরিতৃপ্ত হয়ে, ওকে আবার সাজিয়ে-গুজিয়ে দিল, ও অম্লান বদনে অন্ধকারে তার জন্য এক গেলাস পানীয় ঢেলে দিল, একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে দিল আর পরম আয়েসের সঙ্গে বলল, "মনে হয় ছবিটা ভালোই।"

কৌচের ওপর ডীনা ডানের শরীরটা কাঠ হয়ে উঠেছে, নিনো টের পেল। এও কি হতে পারে যে ও দু-একটা প্রশংসাবাক্যও আশা করছে? অন্ধকারে হাতের কাছে যে বোতলটা পেল, তার থেকে মদ ঢেলে গেলাস ভরে নিল। চুলোয় যাকগে। ডীনা ডান এমন ব্যবহার করেছিল যেন ও একটা পুরুষ বেশ্যা। যে কারণেই হোক, এখন এই মেয়েগুলোর ওপর ওর এক রকম নিরুত্তাপ রাগ হচ্ছিল। আরো মিনিট পনেরো ওরা ছবিটা দেখল। নিনো এক পাশে হেলে শুয়েছিল, যাতে পরস্পরকে স্পর্শ করতে না হয়।

শেষ পর্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করে ডীনা বলল, "ওরকম অপোগণ্ড ছুঁচোর মতো ভাব দেখাচ্ছ কেন, বেশ তো ভালো লাগল।"

নিনো আরো দুটো চুমুক দিয়ে, আলগোছে স্বাভাবিক গলায় বলল, "ঐ রকমই থাকি সারাক্ষণ। উত্তেজিত হলে দেখতে হয়।"

একটু হাসল ডীনা ডান, তারপর ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল। অবশেষে ছবিও শেষ হল, আলোও জ্বলে উঠল। নিনো চারদিকে তাকিয়ে দেখল। বুঝতে পারল অন্ধকারে দিব্যি একটা বল নাচ হয়ে গেছে, আশ্চর্যের বিষয় ও তার কিছুই শুনতে পায়নি। কিন্তু মহিলাদের কারো কারো মুখ দেখতে কেমন শক্ত চকচকে লাগছিল, চোখও জ্বলছিল, খুব খানিকটা হয়ে গেলে যেমন হয়। প্রজেকশন ঘর থেকে ওরা ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এল। অমনি ডীনা ডান ওকে ছেড়ে দিয়ে একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথা বলতে চলে গেল। নিনো তাকে চিনতে পারল, একজন বিখ্যাত অভিনেতার মুখ চোখ। এখন কিন্তু চাক্ষুষ দেখে নিনো বুঝল লোকটি একটা ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছু নয়। চিন্তান্বিত ভাবে নিনো মদের গেলাসে চুমুক দিল।

জনি ফন্টেন পাশে এসে বলল, "কি বন্ধু, মজা করছ?" নিনো এক গাল হাসল, "ঠিক বলতে পারছি না। অন্য রকম লাগছে। এখন আমার পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়ে বলতে পারব ডীনা ডান আমাকে অধিকার করেছিল।"

জনি হাসল, "তোমাকে ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলে, ওর চাইতে ভালো হবে। করেছে নাকি?"

নিনো মাথা নাড়ল, "ছবিটাতে আমার বড্ড বেশি মন বসে গেছিল।" এবার কিন্তু জনি হাসল না।

সে বলল, "ভালো কথা শোন, ভাই, ঐ রকম একজন মহিলা তোমার অনেক উন্নতি করে দিতে পারে। আরে, তুমি তো যার-তার সঙ্গে শুয়ে পড়তে। কি সব কদাকার মেয়েদের সঙ্গে আশ্‌নাই করতে, এখন মনে করলেও আমি দুঃস্বপ্ন দেখি!" মাতালের মতো গেলাস নেড়ে, জোরে জোরে নিনো বলল, "তা

কদাকার হতে পারে,কিন্তু ওরা মেয়েমানুষ তো বটে।" ঘরের কোণ থেকে ডীনা মাথা ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। নিনো গেলাস নেড়ে অভিবাদন করল।

জনি ফন্টেন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "ঠিক আছে। তুমি একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত।"

মধুর মোদো হেসে নিনো বলল, "বদলাবও না কখনো।" জনি ওকে ঠিক বুঝেছিল। ও জানত নিনো যতটা দেখাচ্ছে আসলে ততটা মাতাল হয়নি। নিনো ওরকম ভান করছে যাতে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যে-সব কথা বলা অভদ্রতা হবে, মাতাল সেজে সেগুলো বলতে পারে। জনি সস্নেহে নিনোর ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "ব্যাটা, তোর তো ভারি বুদ্ধি। তুই জানিস এক বছরের কনট্রাক্ট পেয়ে গেছিস, কাজেই যা খুশি করতে পারিস্, বলতে পারিস, আমার সাধ্য নেই তোকে ছাড়াই!"

মাতালের ধূর্ততার সঙ্গে নিনো বলল, "আমাকে ছাড়াতে পার না?"

জনি বলল, "না।"

নিনো বলল, "তাহলে গোল্লায় যাও।"

এক মুহূর্তের জন্য চমকে জনি চটে যাচ্ছিল। নিনোর মুখের তাচ্ছিল্যের হাসিটা চোখে পড়ল। কিন্তু গত ক বছরে ওর নিশ্চয় সুবুদ্ধি হয়েছিল, কিংবা তারকার পদ থেকে নেমে এসে অনুভূতিগুলো আরো সূক্ষ্ম হয়ে গেছিল। সেই একটা মুহূর্তেও নিনোকে বুঝে ফেলল কেন ওর কৈশোরের গানের সাথী কখনো বেশি সাফল্য অর্জন করেনি, এখনো কেন সাফল্যের সম্ভাবনাটুকু নষ্ট করে দিতে চাইছে। সাফল্যের জন্য যে দাম দিতে হয়, তার বিরুদ্ধে নিনোর এই প্রতিক্রিয়া, ওর জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তাতে ও এক ধরনের অপমান বোধ করে।

নিনোর বাহু ধরে জনি তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল। ততক্ষণে নিনোর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল, জনি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল, "বেশ ভাই, তুমি শুধু আমার জন্য গান গেয়ো। আমি তোমার সাহায্যে কিছু পয়সা করে নিতে চাই। তোমার জীবন পরিচালনা করতে চেষ্টা করব না। তোমার যা খুশি তুমি তাই করবে। কেমন, পাড়াগাঁইয়া? আমার জন্য গাইবে, আমাকে টাকা পাইয়ে দেবে, এখন তো আর আমি নিজে গাইতে পারি না। বুঝলে ভাই?"

নিনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার জন্য গাইব, জনি।" ওর কথা এত জড়িয়ে যাচ্ছিল যে ভালো করে বোঝাই যাচ্ছিল না। "আজ কাল আমি তোমার চাইতে ভালো গাই। বরাবরই আমি তোমার চাইতে ভালো গাই, তা জান তো?"

জনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, এই তবে কারণ। ও জানত যে গলা ভালো থাকলে নিনো ওর ধারেকাছেও আসতে পারত না, ছোটবেলায় অত বছর দুজনে যে একসঙ্গে গেয়েছিল, কোনোদিনই নিনো ওর মত গায়নি। চেয়ে দেখল ক্যালিফর্নিয়ার চাঁদের আলোতে ওর উত্তরের অপেক্ষায় নিনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। জনি কোমল কণ্ঠে বলল, "গোল্লায় যাও।" অমনি দুজনে একসঙ্গে

হেসে উঠল, পুরনো দিনগুলোতে দুজনে যখন সমান তরুণ ছিল, তখন যেমন করে হাসত।

জনি ফণ্টেন যখন ডন কর্লিয়নির গুলি খাওয়ার কথা শুনল, ও শুধু ওর ধর্মবাপের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েনি, ওর ছবির টাকা যোগান দেবার কথাটা ঠিক আছে কি না ভেবেও উদ্বিগ্ন হয়েছিল। নিউ ইয়র্কে গিয়ে, হাসপাতালে শোওয়া ধর্মবাপকে ওর শ্রদ্ধা জানাতে চাওয়াতে ওকে বলা হয়েছিল যে ওঁর নামে কোনো অপপ্রচার হয়, সেটা ডন কর্লিয়নির একেবারেই অভিপ্রেত নয়। কাজেই জনি অপেক্ষা করে রইল। এক সপ্তাহ পরে টম হেগেনের কাছ থেকে লোক এল। টাকা যোগান দেওয়া হবে, তবে একেক বারে একটি ছবির জন্য।

এদিকে জনি নিনোকে হলিউডে ক্যালিফর্নিয়ায় যা খুশি করতে দিত। ছোট ছোট কম-বয়সী তারকাদের সঙ্গে নিনো বেশ জমিয়ে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে জনি ওকে ডেকে পাঠাত, রাতে একসঙ্গে বেরোবে বলে, কিন্তু ওর ওপর কখনো নির্ভর করে থাকত না। ডনের গুলি খাওয়া সম্বন্ধে কথা হতে নিনো বলেছিল, "জান জনি, একবার আমি ডনকে ওঁর সংগঠনে একটা চাকরি দিতে বলেছিলাম। কিছুতেই দিলেন না। ট্রাক চালাতে আর ভালো লাগছিল না, অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে ইচ্ছা করছিল। কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের একটি মাত্র নিয়তি থাকে, আমার নিয়তি হল শিল্পী হওয়া। অর্থাৎ ঐ সব বে-আইনী কারবারে আমি কিছু করতে পারব না।"

কথাটা জনি ভেবে দেখল। ধর্মবাপের মতো বুদ্ধিমান দুনিয়াতে বোধহয় আর কেউ নেই। উনি দেখেই টের পেয়েছিলেন নিনোকে দিয়ে কালো কারবারি চলবে না। হয় বিপদে পড়ে যাবে, নয়তো কেউ মেরেই দেবে। ঐ রকম চালাক-চালাক কথা বলতে গিয়ে প্রাণটা হারাবে। কিন্তু ও যে শিল্পী হবে, সে-কথা ডন জানলেন কি করে? কারণ, দুত্তেরি ছাই, উনি আঁচ করেছিলেন আমি নিনোকে একদিন সাহায্য করব। কি করে আঁচ করেছিলেন? কারণ উনি একদিন কথাটা আমার কানে একটু তুলে দেবেন আর আমিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করব। অবিশ্যি কোনোদিনও আমাকে কিছু করতে বলেননি। শুধু একটু জানিয়ে দিয়েছিলেন ওটা করলে উনি খুশি হবেন। জনি ফণ্টেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এখন ধর্মবাপ নিজে আহত, বিপদগ্রস্ত, কাজেই আকাদেমি পুরস্কারের আশা ছেড়ে দিতে হবে, ওদিকে য়োলট্স্ ওর বিরুদ্ধে লড়ছে, ওর পক্ষে কেউ নেই। একমাত্র ডনেরই সেই সব ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল, যার জোরে চাপ দেওয়া চলে, কর্লিয়নি পরিবারের অন্যদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। জনি ওদের সাহায্য করতে চেয়েছিল, হেগেন সটাং 'না' বলে দিয়েছিল।

নিজের ছবি তৈরির কাজ শুরু করতে জনি ব্যস্ত ছিল। যে বইতে জনি নায়কের ভূমিকা নিয়েছিল, তার রচয়িতা তাঁর নতুন উপন্যাস শেষ করে, জনির

আহ্বানে পশ্চিমে এলেন। যাতে এজেন্ট কিংবা স্টুডিও বাগড়া দিতে না পারে এবং দুজনে নিরিবিলি কথাবার্তা বলতে পারে। জনি যা চাইছিল, এই দ্বিতীয় বইটি ঠিক তাই। গানটান গাইতে হবে না, খাসা এক রুক্ষ শক্তির গল্প, প্রচুর মেয়েমানুষ আর যৌন ব্যাপার, তাছাড়া এমন একটা ভূমিকাও ছিল যা একেবারে নিনোর জন্যেই তৈরি। চরিত্রটির কথাবার্তা নিনোর মতো, কাজ নিনোর মতো, চেহারাটা পর্যন্ত নিনোর মতো। কেমন যেন ভূতুড়ে ব্যাপার। নিনোকে কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু মঞ্চে উঠে নিজের মতো চলতে ফিরতে হবে।

তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগল জনি। নিজেই আবিষ্কার করল যে প্রযোজনা সম্বন্ধে নিজের যতটা জানা আছে ভেবেছিল, আসলে তার চাইতেও বেশি জানে। তবু একজন কার্যকর প্রযোজক ভাড়া করল, দক্ষ একজন লোক, যার বিরুদ্ধে ব্ল্যাক লিস্ট ছিল বলে কোথাও কাজ পাচ্ছিল না। জনি তার সুবিধা নিয়ে ওর সঙ্গে একটা ন্যায্য চুক্তিই করেছিল। তাকে খোলাখুলি বলেও ছিল, "আমি আশা করছি তা করলে তুমি আমার অনেক টাকা বাঁচিয়ে দেবে।"

কাজেই জনি অবাক হয়ে গেল যখন ঐ প্রযোজকটি এসে বলল যে ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হবে। ওভারটাইম কাজ করা, লোক নিয়োগ করা ইত্যাদি নিয়ে নাকি অনেকগুলো সমস্যা উঠছে, টাকাটা যোগ্য ভাবেই খরচ হবে। জনি খানিক ভাবল প্রযোজক চালাকি করছে কি না, তারপর বলল, "ইউনিয়নের লোকটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

সে লোকটার নাম বিলি গফ্। জনি তাকে বলল, "আমার ধারণা ছিল যে ইউনিয়নের ব্যাপারটা আমার বন্ধুরা গুছিয়ে রেখেছে। আমাকে বলা হয়েছিল ঐ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। একটুও না।"

গফ্ জিজ্ঞাসা করল, "কে বলেছে ও-কথা ?"

জনি বলল, "তুমি ভাল করেই জান কে বলেছে। তার নাম বলব না, কিন্তু সে কিছু বললে, তার কথাই থাকে।"

গফ্ বলল, "এখন সব অন্য রকম হয়ে গেছে। তোমার বন্ধু বিপদে পড়েছে, এত দূরে পশ্চিমে তার কথা আর খাটে না।"

জনি কাঁধ তুলে বলল, "দিন দুই পরে আবার দেখা কর, কেমন ?"

গফ্ হাসল, "অবশ্যই, জনি। তবে নিউ ইয়র্ককে ডেকে কোনো সুবিধা করতে পারবে না।"

কিন্তু নিউ ইয়র্ককে ডেকে সুবিধা হয়েছিল বৈকি। হেগেনের আপিসের ফোনে তার সঙ্গে কথা হল। হেগেন স্পষ্ট বলে দিল, টাকা দিও না। সে বলল, "ঐ হারামজাদাকে একটা পয়সা দিলে তোমার ধর্মবাপ বেজায় বিরক্ত হবেন। ওতে ওঁর সম্মানহানি করা হবে, এক্ষুনি তা করলে ওঁর ক্ষতি হবে।"

জনি জিজ্ঞাসা করল, "ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ? তুমি কথা বলবে ? ছবিটা শুরু করে দিতে চাই যে।"

হেগেন বলল, "আপাততঃ কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তিনি বড়ই অসুস্থ। ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার বিষয়ে সনির সঙ্গে কথা বলব। তবে এটুকু সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিচ্ছি। ঐ চালিয়াত চন্দরকে একটা পয়সাও দিও না। এদিকে যদি কোনো পরিবর্তন হয়, তোমাকে জানাব?"

বিরক্ত হয়ে জনি ফোন নামাল। ইউনিয়নের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়া মানেই একগাদা বাড়তি খরচ, আর সমস্ত কাজ পণ্ড হওয়া। একবার ভেবেছিল চুপিচুপি গফ্‌কে টাকাটা দিয়ে দেবে কি না। যে যাই বলুক, ডন নিজের মুখে কিছু বললেন, আর হেগেন কিছু বলল কিংবা হুকুম দিল, এ দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তবু কয়েক দিন অপেক্ষা করাই স্থির করল।

অপেক্ষা করাতে পঞ্চাশ হাজার ডলার বেঁচে গেল। এর দুটো রাত বাদে, গ্লেন-ডেলে গফের বাড়িতে গফের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেছিল। আর ইউনিয়নের সঙ্গে কোনো গণ্ডগোলের কথা শোনা যায়নি। ঐ হত্যার ব্যাপারে জনি খানিকটা বিচলিত হয়েছিল। এই প্রথম ডনের দীর্ঘ বাহু জনির এত কাছে মর্মান্তিক ভাবে আঘাত করেছিল।

যেমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগল, জনির কাজের পরিমাণও বাড়তে লাগল, পাণ্ডুলিপি তৈরি করা, কাকে কোন্ ভূমিকা দেওয়া হবে স্থির করা, প্রয়োজনার হাজার রকম খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করা। এত সবের মধ্যে নিজের গলার কথা, গাইতে না পারার কথা জনি ভুলে গেল। তবু যখন আকাদেমি পুরস্কারের প্রতিযোগীদের নাম বেরুল এবং তার মধ্যে জনি নিজের নাম দেখল, জনি বড়ই মুষড়ে পড়ল, কারণ সেদিনের অনুষ্ঠানে অস্কার পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত একটি গানও ওকে গাইতে বলা হয়নি। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সারা দেশে টেলিভিশনে দেখানো হবে। তবু দুঃখটাকে ঝেড়ে ফেলে জনি কাজ করে যেতে লাগল। ধর্মবাপ কোনো চাপ দিতে পারবেন না, অতএব আকাদেমি পুরস্কার পাবার কোনো আশাই ছিল না, তবু তালিকাতে যে ওর নামটা ছিল, তারও কিছুটা মূল্য ছিল।

ও আর নিনো যে রেকর্ডটা করেছিল, যাতে ঐ সব ইতালীয় গানগুলো ছিল, সেটা ইদানিং যত রেকর্ড জনি করেছিল সবগুলোর চাইতে ভালো বিক্রি হচ্ছিল। তবে ও জানত সেটা ওর চাইতে নিনোর বাহাদুরি। মনকে জনি বুঝিয়ে নিয়েছিল যে আর কখনো পেশাদার গান গাইতে পারবে না।

সপ্তাহে একদিন জনি জিনি আর মেয়েদের সঙ্গে ডিনার খেত। যত কাজের চাপই থাক না কেন, ওটি কখনো বাদ দিত না। কিন্তু জিনির সঙ্গে শুত না। ইতিমধ্যে ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেক্সিকো গিয়ে একটা ডিভোর্স বাগিয়ে নিয়েছিল, কাজেই জনির আবার অবিবাহিত অবস্থা হয়েছিল। অদ্ভুত কথা হল সহজলভ্য হবু তারকাদের সঙ্গে প্রেম করবার জন্য ও একটুও লালায়িত হত না। আসলে ও বড় বেশি উন্নাসিক ছিল। ওর একটা দুঃখ ছিল যে অল্পবয়সী তারকারা, কিংবা এখনো শিখরাসীনা অভিনেত্রীরা ওর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ত না। তবে খাটুনির

একটা আনন্দ ছিল। অধিকাংশ রাতে একা বাড়ি ফিরে, রেকর্ড-প্লেয়ারে নিজের একটা পুরনো রেকর্ড চাপিয়ে, হাতে একটা পানীয় নিয়ে, সেগুলির সঙ্গে গুনগুন করে দুচার কলি গাইত। সত্যি ভালো গাইত, বড্ড ভালো গাইত। তখন টের পেত না কত ভালো গায়। ওর ঐ বিশেষ কণ্ঠ-স্বরের কথা বাদ দিলেও—গলা তো যার-তার থাকতে পারে—বড় ভালো গাইত জনি। সত্যিকার শিল্পী ছিল সে, অথচ নিজেই সে-কথা জানত না, গান গাইতে সে যে কত ভালোবাসত তাও বুঝত না। দম খেয়ে আর তামাক টেনে আর মেয়েমানুষের সঙ্গে ফুর্তি করেই নিজের গলার সর্বনাশ করেছিল, ঠিক যখন সমস্ত ব্যাপারটা নিজে ভাল করে বুঝতে আরম্ভ করেছিল।

মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে এক গেলাস মদ খাবার জন্য নিনো আসত, সেও গান-গুলো শুনত আর জনি তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলত, 'ওরে ব্যাটা আনাড় ভূত, অমন গান তুই জন্মে গাস্‌নি।" তখন নিনোও ওর সেই অদ্ভুত মিষ্টি হাসি হেসে, মাথা নেড়ে বলত, "নারে, গাইওনি, গাইবও না।" গলায় ওর সমবেদনার স্বর থাকত, যেন জনির মনের কথা বুঝতে পারছে।

অবশেষে, নতুন ছবির শুটিং আরম্ভ হবার এক সপ্তাহ আগে, আকাদেমি পুরস্কার বিতরণের রাত আগত হল। জনি নিনোকে নেমন্তন্ন করেছিল, কিন্তু নিনো রাজী হয়নি। জনি বলেছিল, "বন্ধু, তোমার কাছে আমি কখনো কিছু চাইনি, ঠিক কি না? আজ চাইছি, এসো আমার সঙ্গে। আমি পুরস্কার না পেলে, তুমি ছাড়া কেউ আমার জন্য দুঃখ করবে না।"

এক মুহূর্তের জন্য নিনো যেন চমকে উঠল। তারপর বলল, "নিশ্চয়ই যাব, ভাই।" একটু থেমে, আবার বলল, "পুরস্কার না পেলে ও-কথা ভুলে যেও। যত পার মদ খেও, আমি তোমাকে দেখব। আরে, আজ আমি নিজে মদ ছোঁব না। কি বল, বন্ধুর মতো কাজ কি না?"

জনি ফণ্টেন বলল, "বন্ধু বলে বন্ধু!"

পুরস্কার বিতরণের রাত এল, নিনোও তার কথা রাখল। জনির বাড়িতে এল একেবারে প্রকৃতিস্থ অবস্থায়, একসঙ্গে দুজনে পুরস্কার বিতরণের থিয়েটারে গেল। নিনো ভেবে পাচ্ছিল না জনি কেন তার বান্ধবীদের কাউকে কিংবা প্রাক্তন স্ত্রীদের একজনকে নৈশভোজে আসতে বলেনি। বিশেষ করে জিনিকে। ও কি মনে করেনি জিনি ওর হয়ে উৎসাহ দেখাবে? নিনো ভাবছিল এক গেলাস মদ পেলে বেশ হত, দীর্ঘ রাতটা খুব ভালো কাটবে মনে হচ্ছিল না।

সমস্ত ব্যাপারটাকেই ওর বিরক্তিকর মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ না শ্রেষ্ঠ পুরুষ অভিনেতার নাম ঘোষিত হল। তখন 'জনি ফণ্টেনের' নাম শুনেই নিনো দেখল সে নিজে লাফাতে আর জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য জনি হাত বাড়িয়ে দিল, নিনো হাতটা ধরে খুব ঝাঁকাল। ও বুঝেছিল যে যাকে বিশ্বাস করা যায়, এমন কারো সঙ্গে ওর বন্ধুর একটা মানবিক সংস্পর্শ দরকার

আর এই তার পরম গৌরবের মুহূর্ত। নিনোর চাইতে ভালো কাউকে জনি পেল না বলে, নিদারুণ দুঃখে নিনোর অন্তঃকরণ ভরে গেল।

তারপর যা ঘটল সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো।

জ্যাক য়োলট্‌সের ছবি সমস্ত প্রধান পুরস্কারগুলো বাগিয়ে নিয়েছিল, কাজেই স্টুডিওর পার্টিতে যত সব সাংবাদিক আর মতলববাজ নারী-পুরুষ ভিড় করে এল। মদ খাবে না বলে নিনো কথা দিয়েছিল, সে-কথা সে রেখেছিল, জনির ওপর চোখ রাখবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু উপস্থিত মেয়েমানুষরা ক্রমাগত জনিকে একটা না একটা শোবার ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, নাকি গল্প করবে, আর জনিও ক্রমে ক্রমে আরো বেশি মাতাল হয়ে পড়ছিল।

এদিকে যে মহিলা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিল, তারও ঐ একই অবস্থা, তবে অবস্থাকে সে আরো বেশি উপভোগ করছিল, সামলাচ্ছিলও আরো ভালো করে। নিনো ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, অন্য কোনো পুরুষ তা করেনি।

শেষটা কার মাথায় চমৎকার এক বুদ্ধি খেলল। দুই পুরস্কার-প্রাপককে প্রকাশ্যে মিলিত করতে হবে। উপস্থিত আর সকলে দর্শকের স্থান নেবে। অভিনেত্রীর কাপড়চোপড় ছাড়ানো হল, অন্য কতকগুলো মেয়ে জনি ফন্টেনের কাপড় ছাড়াতে আরম্ভ করে দিল। ঠিক সেই সময়, অকুস্থলের একমাত্র প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, নিনো, অনাবৃত জনিকে টেনে নিয়ে, নিজের কাঁধের ওপর ফেলে, সকলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি চালিয়ে জনিকে বাড়ি নিয়ে যাবার পথে নিনো ভাবছিল এর নাম যদি সাফল্য হয়, তাহলে ও দিয়ে ওর দরকার নেই।

তৃতীয় পর্ব

চোদ্দ

বারো বছর বয়সেই ডন সাবালক হয়ে গেছিলেন। মাথায় কালো চুল, ছিপছিপে শরীর, সিসিলি দ্বীপের কর্লিয়নি অঞ্চলে মূরদের গ্রামের মতো দেখতে অদ্ভুত একটা গ্রামে বাস। জন্মে অবধি নাম ছিল ভিটো আন্দোলিনি, কিন্তু যখন ওঁর বাবাকে মেরে ফেলে, ওঁকেও মারবার চেষ্টায় কয়েকজন অচেনা লোক গ্রামে এসে উপস্থিত হল, ওঁর মা ওঁকে অ্যামেরিকাতে তাঁর বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন দেশে এসে, দেশ-গ্রামের সঙ্গে একটা সংযোগ রাখবার উদ্দেশ্যে ভিটো নিজের নাম বদলে কর্লিয়নি পদবী নিয়েছিলেন। আবেগের প্রকাশ জীবনে তিনি কমই করেছিলেন, এটি তার একটি।

উনিশ শতকের শেষে মাফিয়ারা ছিল সিসিলির দ্বিতীয় শাসনকর্তা; রোমের আসল সরকারের চাইতে তাদের ক্ষমতা ছিল ঢের বেশি। ভিটো কর্লিয়নির বাবার আরেকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে, সে মাফিয়া সরকারের শরণাপন্ন হয়েছিল। বাপ তাদের কথা মেনে না নেওয়াতে প্রকাশ্য মারামারি হয় আর ঐ মাফিয়া নেতা মারা পড়ে। তার এক সপ্তাহ পরে ভিটোর বাবার মৃতদেহ পাওয়া গেল, লুপারা বন্দুকের গুলিতে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। তাঁকে সমাধিস্থ করার এক মাস পরে মাফিয়া বন্দুকধারীরা ছেলেমানুষ ভিটোকে খুঁজতে এসেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল ঐ ছেলে দুদিন বাদেই সাবালক হয়ে বাপের মৃত্যুর বদলা নেবে। তখন বারো বছর বয়স্ক ভিটোর আত্মীয়স্বজনরা লুকিয়ে তাঁকে জাহাজে করে অ্যামেরিকায় পাচার করল। সেখানে তিনি আবানদাণ্ডোদের বাড়িতে উঠেছিলেন, পরে তিনি ডন হলে, তাদের ছেলে গেনকোই তাঁর কন্‌সিলিওরি হয়েছিল।

নিউ ইয়র্কের 'হেল্‌স্ কিচেনে', নাইন্‌থ অ্যাভেনিউতে, আবানদাণ্ডোদের মুদীখানায় ভিটো কাজ আরম্ভ করেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে সিসিলি থেকে নবাগত ষোল বছর বয়সের এক ইতালীয় মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। মেয়েটি ভালো রাঁধত আর অতিশয় সুগৃহিণী ছিল। ভিটোর কর্মস্থল থেকে মাত্র কয়েকটা ব্লক দূরে, থার্টি-ফিফ্‌থ স্ট্রীটের কাছেই টেন্‌থ্ অ্যাভেনিউতে একটা সস্তা ভাড়া-বাড়ির অংশে ওঁরা সংসার পাতলেন। দু বছর বাদে ওঁদের প্রথম সন্তান সান্তিনো জন্মাল, ছেলেটা বাপের বড় ন্যাওটা ছিল বলে সবাই ওকে ডাকত 'সনি'।

ঐ পাড়াতেই ফান্নুচি বলে একটা লোক থাকত। গুণ্ডা-মার্কা হিংস্র চেহারার একটা ইতালীয়, দামী দামী ফিকে রঙের স্যুটের সঙ্গে মাথায় ঘি-রঙের ফিডরা টুপি পরত। সবাই বলত, নাকি 'ব্ল্যাক্‌-হ্যাণ্ড' দলের লোক, মাফিয়া দল থেকেই ওদের উৎপত্তি, মারের ভয় দেখিয়ে গৃহস্থদের আর দোকানদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা ছিল ওদের পেশা। তবে ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দা নিজেরাও নানান হিংসাত্মক কাজ করত, কাজেই ফান্নুচি মারের ভয় দেখিয়ে ফল পেত শুধু এমন কয়েকজন বুড়োবুড়ির কাছ থেকে, যাদের কোনো ছেলে ছিল না যে মা-বাপকে রক্ষা করবে। নিজেদের সুবিধার জন্য দোকানদাররা কেউ কেউ ওকে সামান্য কিছু টাকাকড়ি দিত। সে যাই হোক, ফান্নুচি চোরের ওপর বাটপাড়িও করত; যে-সব লোক বে-আইনীভাবে ইতালীয় লটারির টিকিট বেচত, কিংবা, নিজেদের বাড়িতে জুয়োর আড্ডা চালাত, তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় হত। আবানদাণ্ডোরা ওকে সামান্য কিছু দর্শনী দিত, যদিও গেন্‌কো ছোকরার তাতে খুব আপত্তি ছিল, সে মাঝে মাঝে বাপকে বলত ফান্নুচিকে একদিন দেখে নেবে। বাপ বারণ করত। ভিটো কর্লিয়নি এ সমস্তর মধ্যে কোনো ভাবে জড়িত না হয়েও, সব লক্ষ্য করতেন।

ফান্নুচিকে এক দিন তিনজন যুবক আক্রমণ করে, এ-কান থেকে ও-কান অবধি গলা চিরে দিল, এতটা গভীরভাবে কাটেনি যে লোকটা মরে যায়, তবে ফান্নুচি যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছিল, অনেক রক্তপাতও হয়েছিল। ঘাতকদের কাছ থেকে ফান্নুচিকে পালাতে দেখেছিলেন ভিটো, গলার গোল ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছিল। দৌড়বার সময়ে ফান্নুচিকে নিজের থুতনির নিচে তার ঘি-রঙের ফিডরা টুপিতে রক্ত ধরতে দেখেছিলেন, যেন স্যুটটা যাতে নষ্ট না হয়, কিংবা লজ্জাস্কর রক্তচিহ্ন দেখা না যায়। সে দৃশ্য চিরকাল তাঁর মনে ছিল।

তবে ফান্নুচির পক্ষে এই আক্রমণটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাপে বর। ছেলে তিনটে খুনে ছিল না, ওরা ছিল ভারি জবরদস্ত, ওদের উদ্দেশ্য ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে আর চোরের ওপর বাটপাড়ি না করে। কিন্তু ফান্নুচি যে সত্যি একটা খুনে, এবার সেটা দেখা গেল। যে-ছেলেটা ছোরা ধরেছিল, কয়েক সপ্তাহ পরে, তাকে কেউ গুলি করে মেরে ফেলল। বাকি দুই ছোকরার বাড়ির লোকরা ফান্নুচিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল। এর পর থেকে ফান্নুচির দর্শনীর হারটা বেড়ে গেল এবং ফান্নুচি পাড়ার একটা জুয়োর আড্ডার অংশীদার হয়ে উঠল। এ সমস্তর সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে ভুলে গেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানি করা জলপাই তেলের খুব অভাব দেখা দিল; ফান্নুচি তখন আবানদাণ্ডোর মুদীখানায় শুধু জলপাই-তেল নয়, সেই সঙ্গে ইতালী থেকে আনা সালামি, হ্যাম, চিজ্‌ জুগিয়ে, নিজে ঐ কারবারের একজন অংশীদার হয়ে উঠল; তারপর নিজের এক ভাইপোকে এনে দোকানে বসাল এবং ভিটো

কর্লিয়নির চাকরি গেল।

ততদিনে ওঁদের দ্বিতীয় সন্তান ফ্রেডারিকোও জন্মেছিল, ভিটো কর্লিয়নিকে চারটি পেট ভরাতে হত। এতকাল তিনি ছিলেন চুপচাপ চাপা ধরনের মানুষ, মনের কথা মনেই রাখতেন। ওঁর সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল দোকানের মালিকের ছেলে গেন্‌কো আবানদাণ্ডো; ভিটো যখন তার বাপের কাজের জন্য বন্ধুকে দোষ দিলেন, দুজনেই অবাক হলেন। লজ্জায় মুখ লাল করে গেন্‌কো ভিটোকে কথা দিল যে খাবার জন্য তাঁকে ভাবতে হবে না। বন্ধুর প্রয়োজন মেটাবার জন্য গেন্‌কো নিজে বাপের দোকান থেকে চুরি করে খাবার এনে দেবে। ভিটো কিন্তু কড়াভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, বাপের কাছ থেকে ছেলে চুরি করবে, সে বড় লজ্জার কথা।

ভয়াবহ ফান্নুচির ওপর তরুণ ভিটোর মনে কি রকম হিমশীতল একটা রাগ জন্মাল। রাগটা কিন্তু তিনি কোনোভাবে প্রকাশ না করে, সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। কয়েক মাস তিনি রেলে চাকরি করলেন, তারপর যুদ্ধের শেষে চাকরির বাজারে মন্দা পড়ল, তখন মাসের মধ্যে মাত্র কয়েক দিন রোজগার হত। তাছাড়া ফোরম্যানদের বেশির ভাগই ছিল হয় আইরিশ, নয় অ্যামেরিকান, তারা শ্রমিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। পাথরের মতো মুখ করে ভিটো সব সহ্য করতেন, ভাবখানা যেন কিছুরই মানে বুঝতে পারছেন না, যদিও উচ্চারণে একটু টান থাকলেও, ইংরিজি বুঝতে তাঁর বাকি ছিল না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় ভিটো তাঁর পরিবারের সঙ্গে খেতে বসেছেন, এমন সময় জানলায় একটা টোকা পড়ল। ঐ জানলার বাইরে হাওয়া চলাচলের জন্য একটা ছোট্ট ঘেরা জায়গা ছিল, তার ওধারে পাশের বাড়ি। জানলার পর্দা সরিয়ে ভিটো অবাক হয়ে দেখলেন ঘেরা জায়গাটার উল্টো দিকের জানলা দিয়ে পিটার ক্লেমেন্‌জা বলে পাড়ার একজন যুবক বাইরে ঝুঁকে রয়েছে। হাতে করে সে সাদা কাপড়ে জড়ানো একটা পুঁটলি বাড়িয়ে ধরে আছে।

ক্লেমেন্‌জা বলল, "ও হে, দেশ-ভাই, যদ্দিন না আমি এটা চাইছি, একটু রেখে দেবে কি? তাড়াতাড়ি কর।" যন্ত্রচালিতের মতো হাওয়া চলাচলের ফাঁকা জায়গাটুকুর এধার থেকে হাত বাড়িয়ে ভিটো পুঁটলিটা নিয়ে নিলেন। ক্লেমেন্‌জার মুখে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ভাব ছিল। নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছিল, তাই আপনা থেকেই ভিটো ওকে সাহায্য করেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে পুঁটলি খুলে দেখলেন পাঁচটি তেলচুকচুকে বন্দুক, পুঁটলিতে তেলের দাগ। ওগুলো শোবার ঘরের আলমারিতে পুরে, ভিটো অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে শুনলেন ক্লেমেন্‌জাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। ফাঁকা জায়গায় ওধার থেকে পুঁটলিটাকে যখন সে পাচার করছিল, পুলিস নিশ্চয় তখন ওর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।

ভিটো কাউকে একটি কথাও বলেননি এবং বলা বাহুল্য যে ভয়ের চোটে ওঁর স্ত্রীও অন্য বিষয়ে গালগল্প করতেও দু ঠোঁট আলগা করেনি, পাছে ওর স্বামীটিকে

পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। দুদিন বাদে পাড়ার মধ্যে পিটার ক্লেমেন্‌জাকে আবার দেখা গেল। কথাচ্ছলে সে ভিটোকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার জিনিসগুলো তোমার কাছে এখনো আছে নাকি?"

ভিটো মাথা দুলিয়ে জানালেন যে আছে। কম কথা বলাই তাঁর স্বভাব ছিল। ক্লেমেন্‌জা ওঁর বাড়িতে এলে, তাকে এক গেলাস মদ দেওয়া হল; ভিটো তাঁর শোবার ঘরের আলমারি থেকে তার পুঁটলিটা বের করে এনে দিলেন।

মদটুকু খাবার সময় ক্লেমেন্‌জা তার ভারি গড়নের অমায়িক মুখখানি ভিটোর দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওর মধ্যে কি আছে দেখেছিলে?"

ভিটোর মুখের ভাব বদলালো না, মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "অন্যের ব্যাপারে আমি নাক গলাই না।"

সেদিন বাকি সন্ধ্যাটুকু ওঁরা একসঙ্গে মদ খেয়ে কাটিয়েছিলেন। পরস্পরের সঙ্গে মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন ওঁরা। ক্লেমেন্‌জা খুব গল্প বলতে পারত, ভিটো কর্লিয়নি গল্প শুনতেন। মোটামুটি একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

এর কয়েকদিন পরে ক্লেমেন্‌জা ভিটোর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল বসবার ঘরের জন্য একটা গালচে চায় কি না। গালচে বয়ে নিয়ে আসবার জন্য সে ভিটোকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে, তার প্রবেশপথ আর দু পাশের বড় বড় দুই থাম শ্বেতপাথরের তৈরি। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ওরা একটা শৌখীন ফ্ল্যাটে ঢুকল। ঘোঁত ঘোঁত করে ক্লেমেন্‌জা বলল, "ঘরের ওধারে গিয়ে এটাকে গুটোতে সাহায্য কর।"

চমৎকার লাল পশমের তৈরি গালচেটা। ক্লেমেন্‌জার উদারতা দেখে ভিটো অবাক হলেন। গালচেটাকে গোটানো হলে, ক্লেমেন্‌জা এক মাথা ধরল, ভিটো ধরলেন অন্য মাথা। গালচে নিয়ে ওরা সদর দরজার দিকে রওনা হল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সদরের ঘণ্টি বাজল। ক্লেমেন্‌জা অমনি গালচে ফেলে জানলার কাছে গিয়ে পর্দাটা অল্প সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে যা দেখল, তাতে কোটের ভিতর থেকে বন্দুক বের করতে হল। এতক্ষণ বাদে ভিটো কর্লিয়নি বুঝতে পারলেন যে ওঁরা কোনো অচেনা লোকের বাড়ি থেকে গালচে চুরি করছিলেন।

আবার ঘণ্টি বাজল। কি হচ্ছে দেখবার জন্য ভিটো গিয়ে ক্লেমেন্‌জার পাশে দাঁড়ালেন। দরজায় একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিসের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের চোখের সামনে পুলিসের লোকটা শেষ বারের মতো ঘণ্টি টিপে, কাঁধ তুলে, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

সন্তুষ্টভাবে একটা ঘোঁত শব্দ করে ক্লেমেন্‌জা বলল, "চল, এবার যাওয়া যাক।" গালচেটার এক মাথা ও ধরল, অন্য মাথা ধরলেন ভিটো। পুলিসের লোকটিও সবে মোড় ঘুরেছে আর ওঁরা দুজনেও গালচের দুই মাথা ধরে, ভারি ওক্ কাঠের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পথ ধরলেন। এর ত্রিশ মিনিট বাদে ওঁরা ভিটো কর্লিয়নির বসবার ঘরের মাপে গালচেটাকে কাটতে বসে গেলেন। এতটা বাকি রইল যে শোবার

ঘরেও কুলিয়ে গেল। ক্লেমেন্‌জা ছিল একজন নিপুণ কর্মী, ওর গায়ের মাপের চাইতে বড়, ঢিলেঢালা কোটের পকেটের মধ্যে যত রকম গালচে কাটার যন্ত্র দরকার হতে পারে, সব ছিল। অত দিন আগে যদিও সে এখনকার মতো মোটা ছিল না, তবু তখনো ঢিলে কাপড়চোপড়ই পছন্দ করত।

সময় কেটে যেতে লাগল, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হল না। কর্লিয়নি পরিবার তো আর ঐ চমৎকার গালচেটা খেয়ে পেট ভরাতে পারত না। কি আর করা যায়, কাজকর্ম নেই, স্ত্রী আর ছেলেদের উপোস করতে হবে। বন্ধু গেন্‌কোর কাছ থেকে কয়েক পুঁটলি খাবার নিতে হল, এদিকে কি করা যায় ভাবতে লাগলেন। অবশেষে ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও বলে পাড়ার আরেক গুণ্ডা ছোকরা একদিন ওঁর কাছে এল। এরা দুজনেই ওঁকে এবং উনি যেভাবে চলতেন, সেটাকে শ্রদ্ধা করত, তাছাড়া ওরা জানত উনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ওরা প্রস্তাব করল উনি ওদের দলে যোগ দিন। থার্টিফার্স্ট স্ট্রীটের রেশমের তৈরি পোশাকের কারখানা থেকে ট্রাক বোঝাই হয়ে মাল চালান যেত, ওদের দল সেই ট্রাকগুলোকে ছিনতাই করত। কোনো বিপদের ঝুঁকি ছিল না। ট্রাকের চালকরা ছিল বুদ্ধিমান শ্রমিক, বন্দুক দেখলেই দেবদূতের মতো ভালো মানুষ সেজে ফুটপাথে নেমে পড়ত, ছিনতাইকারীরা ট্রাক চালিয়ে এক বন্ধুর মালগুদোমে পৌঁছে মাল খালাস করত।

কিছু সামগ্রী একজন ইতালীয় পাইকারি ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দেওয়া হত, কিছু লুটের মাল ইতালীয় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ফেরি হত—ব্রঙ্ক্‌সের আর্থার অ্যাভেনিউতে, মালবেরি স্ট্রীটে, ম্যানহ্যাটানের চেলসি অঞ্চলে—খদ্দেররা গরীব ইতালীয় পরিবার, যারা সস্তা জিনিস খুঁজত, তাদের মেয়েরা কখনোই এত ভালো পোশাক-আশাক কিনতে পারত না। গাড়ি চালাবার জন্য ওদের ভিটোকে দরকার, ওরা জানত আবান্দাণ্ডোর দোকানের গাড়ি নিয়ে ও বাড়ি বাড়ি মাল পৌঁছে দিত। ১৯১৯ সালে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাড়ির চালক মানে অনেক খরচ।

নিজের সুবুদ্ধির বিপক্ষে ভিটো কর্লিয়নি ওদের প্রস্তাবে রাজী হলেন। যে যুক্তির বিরুদ্ধে কোনো উত্তর খুঁজে পাননি, সেটি হল এই কাজটির জন্য ওঁর ভাগে পড়বে এক হাজার ডলার। তরুণ সঙ্গীদের কিন্তু বড় বেপরোয়া মনে হয়েছিল, পরিকল্পনা বড় এলোমেলো, লুটের মালের ব্যবস্থাপনায় বড় বেশি হঠকারিতা; ওদের সমস্ত কর্মপদ্ধতিই এত অযত্নপ্রসূত যে ওঁর পছন্দ হচ্ছিল না। ওঁর মতে ওদের দুজনারই সৎ নির্ভরযোগ্য চরিত্র। পিটার ক্লেমেন্‌জার চেহারাটা ঐ বয়সেই ভারিক্কে ধরনের, দেখে মনে হত অনেকখানি নির্ভরযোগ্য, রোগা বিষণ্ণ চেহারার টেসিওকে দেখে প্রত্যয় হত।

নিখুঁত ভাবে কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল। সঙ্গীরা যখন বন্দুক দেখিয়ে রেশমের ট্রাকের চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল, তখনো মনে এতটুকু ভয়ের উদ্রেক হল না দেখে, ভিটো কর্লিয়নি নিজেই অবাক হলেন। তাছাড়া ক্লেমেন্‌জার আর টেসিওর অমন ঠাণ্ডা মাথা দেখে ভিটো খুবই প্রভাবিত হলেন। ওরা এতটুকু

উত্তেজিত হয়নি, উল্টে বরং চালকের সঙ্গে মস্করা করে বলেছিল ও যদি লক্ষ্মী ছেলে হয়, তাহলে ওর বৌকে খানকতক পোশাক পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু ভিটোর মনে হয়েছিল বাড়ি বাড়ি পোশাক বিক্রি করা বোকার মতো কাজ, কাজেই তাঁর ভাগের সমস্তটাই চোরা-কারবারির হাতে তুলে দিয়েছিল, ফলে লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র সাতশো ডলারে। তবে ১৯১৯ সালে সাতশো ডলার ছিল অনেক টাকা।

এর পরদিন ঘি-রঙের স্যুট, সাদা ফিডরা টুপি পরা ফানুচি ভিটো কর্লিয়নিকে পথে দাঁড় করাল। ফানুচি লোকটার চেহারাটা বড়ই পাশবিক, থুতনির তলাকার, এ-কান থেকে ও-কান অবধি টানা ফাঁসের মতো সাদা দাগটা ঢাকবার কোনো চেষ্টাই ছিল না। পুরু কালো ভুরু, কর্কশ মুখাবয়ব, অথচ হাসলে মুখটাকে কেন জানি অমায়িক দেখাত।

খুব বেশি সিসিলীয় টান ছিল তার উচ্চারণে; সে বলল, "কি হে ছোকরা, লোকে বলে তুমি নাকি বড়লোক হয়ে গেছ। তুমি আর তোমার দুই বন্ধু। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে আমার সঙ্গে খানিকটা ছোটলোকি করেছ? যাই বল, এটা আমার এলাকা, কাজেই আমাকেও একটু ঠোঁট ভেজাতে দেওয়া উচিত ছিল।" লোকটা ম্যাফিয়াদের একটা পুরনো প্রবাদের উল্লেখ করেছিল, তাতে 'পিট্‌স্যু' কথাটার ব্যবহার ছিল, পিট্‌স্যু মানে ক্যানারি কিংবা ঐ রকম ছোট পাখির ঠোঁট। অর্থাৎ লুটের মালের ভাগ দেওয়া উচিত ছিল।

যেমন তাঁর অভ্যাস, ভিটো কর্লিয়নি কোনো উত্তর দিলেন না। ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেও তিনি স্পষ্ট দাবির অপেক্ষায় রইলেন।

ফানুচি মুচকি হাসল, সোনা বাঁধানো দাঁত বেরিয়ে পড়ল, গলার ফাঁসের মতো দাগটা টান খেয়ে মুখের চার ধারে এঁটে এল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল ফানুচি, কোটের বোতাম খুলল যেন বড্ড গরম লাগছিল, আসল উদ্দেশ্য ঢিলেঢালা পেন্টেলুনের কোমরে গোঁজা বন্দুকটা দেখানো। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমাকে পাঁচশো ডলার দিও, তাহলে অপমানের কথাটা ভুলে যাব। যাই বল, আমার মতো লোকের প্রতি কি করে শ্রদ্ধা দেখাতে হয়, আজকালকার ছেলে-ছোকরারা তা জানেই না।"

ভিটো কর্লিয়নি ওর দিকে চেয়ে হাসলেন, তখনো তাঁর তরুণ বয়স, রক্তে দীক্ষা হয়নি, তবু ঐ হাসিটার মধ্যে এমন একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা ভাব ছিল যে ফানুচি একটু ইতস্ততঃ করে তবে বাকি কথাটা বলল, "তা না হলে তোমার বাড়িতে পুলিস আসবে, তোমার স্ত্রী পুত্ররা অপমান হবে, পথে দাঁড়াবে। অবিশ্যি তোমার লাভের অঙ্কটা যদি ভুল শুনে থাকি, তাহলে ঠোঁটটা আরো কম ডোবাব। তাই বলে তিনশোর কমে হবে না। আর দেখ, আমাকে ঠকাবার চেষ্টা কর না।"

এই প্রথম ভিটো কর্লিয়নি কথা বললেন। কণ্ঠস্বরে রাগ ছিল না, ছিল যুক্তি। ভদ্রভাবেই কথা বললেন, ফানুচির মতো নাম করা একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে এক-জন যুবকের যে-ভাবে কথা বলা উচিত। নরম গলায় ভিটো বললেন, "আমার দুই

বন্ধুর কাছে আমার ভাগের টাকাটা আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।”

ফানুচি আশ্বস্ত হল, “তোমার দুই বন্ধুকে এ-কথাও বলতে পার যে আমি আশা করে আছি ওরাও ঐ একই ভাবে আমাকে ঠোঁট ভেজাতে দেবে।” সাহস দিয়ে আরো বলল সে, “বলতে ভয় পেয়ো না। ক্লেমেন্‌জাকে আমি খুব চিনি, ও এ-সব বোঝে। ওর কথামতো চল। ওর এ-সব ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা আছে।”

ভিটো কর্লিয়নি কাঁধ তুললেন। একটু কুণ্ঠিত ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বুঝলেন তো, এ-সব আমার কাছে একেবারে নতুন। আমার সঙ্গে ধর্মবাপের মতো কথা বলার জন্য ধন্যবাদ।”

ফানুচিও শুনে প্রভাবিত হল, “তুমি বড় ভালো ছেলে।” এই বলে ভিটোর হাতটা নিজের দুটো লোমশ হাতে ধরল। “তুমি শ্রদ্ধা দেখাতে জান। অল্প বয়সে ওটা বড় গুণ। এর পরের বার তুমিই আগে কথা বল, কেমন? হয়তো তোমাদের মতলব বাগাতে আমি কিছু সাহায্যও করতে পারি।”

এর অনেক বছর পরে ভিটো কর্লিয়নি বুঝতে পেরেছিলেন যে ফানুচির সঙ্গে অমন নিখুঁত কৌশল করে কথা বলার আসল কারণ হল যে সিসিলিতে ম্যাফিয়াদের হাতে ওঁর নিজের রগ-চটা বাবার মৃত্যুর স্মৃতি। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর মনের মধ্যে একটি মাত্র অনুভূতি ছিল; হিম-শীতল একটা ক্রোধ; যে-টাকার উপায় করতে নিজের প্রাণ, নিজের মুক্তি পর্যন্ত পণ রাখতে হয়েছিল, এই লোকটা এসে কিনা সেই টাকা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। বাস্তবিকই সেই মুহূর্তে ওঁর মনে হয়েছিল যে ফানুচি একটা পাগল, একটা আহাম্মুক। ক্লেমেন্‌জাকে উনি যতটুকু জানতেন, তাতে মনে হয়েছিল ঐ গাঁট্টাগোঁট্টা সিসিলীয় লোকটি প্রাণ দেবে, তবু লুটের একটি পয়সা দেবে না। সামান্য একটা গালচে চুরি করবার জন্য সে তো একটা পুলিসের লোককে খুন করতে প্রস্তুত ছিল। আর ঐ পাতলা ছিপছিপে টেসিওর মধ্যে বিষধর সাপের মতো একটা মারাত্মক ভাব ছিল।

কিন্তু সেই রাতেই আরো পরে, হাওয়া-চলাচলের জায়গাটার ও-ধারে, ক্লেমেন্‌জার বাড়িতে বসে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর নতুন শিক্ষার আরেক পাঠ নিয়েছিলেন। ক্লেমেন্‌জা শাপাতে লাগল, টেসিও ভুরু কোঁচকাল। তারপর দুজনে বলাবলি শুরু করে দিল দুশো ডলার পেলে ফানুচি সন্তুষ্ট হবে কি না। টেসিওর মতে হতেও পারে।

ক্লেমেন্‌জার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, সে বলল, “না, দাগামুখো হারামজাদা নিশ্চয়ই ঐ পাইকারি ব্যবসাদারের কাছ থেকে জেনেছে আমরা কত টাকা কামিয়েছি। তিনশো ডলারের এক পয়সা কম নেবে না ও। টাকা আমাদের দিতেই হবে।”

ভিটো আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন, কিন্তু যাতে সেটা প্রকাশ না পায়, সে-বিষয়ে সতর্ক ছিলেন, “কেন টাকা দিতেই হবে? ও একলা আমাদের তিনজনের কি করতে পারে? ওর চাইতে আমাদের জোর বেশি। আমাদের বন্দুক আছে। আমাদের

রোজগারের টাকা ওকে দেব কেন ?"

ধৈর্য ধরে ক্লেমেন্জা বোঝাতে লাগল, "ফান্নুচির অনেক বন্ধু আছে, একেকজন একেকটা জানোয়ার বিশেষ। পুলিসের সঙ্গে ওর ষড় আছে। ও চায় আমাদের মতলবের কথা ওকে বলি, যাতে আমাদের পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিয়ে, তাদের কৃতজ্ঞতা পায়। তাহলে তারাও ওর সুবিধাটা দেখবে। ও তো ঐভাবেই কাজ করে। এই অঞ্চলে কাজ করবার জন্য ও স্বয়ং মারান্জালার কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়েছে।"

মারান্জালা ছিল আরেকজন গুণ্ডা, কাগজে প্রায়ই তার বিষয়ে নানা কথা বেরুত ; লোকে বলত ও নাকি একটা দুষ্কৃতকারীদের দলের পাণ্ডা, ওদের পেশা ছিল জোর করে টাকা আদায় করা, জুয়ো খেলা, সশস্ত্র ডাকাতি।

ক্লেমেন্জা নিজের তৈরি মদ খাওয়াল ওদের। ওর স্ত্রী টেবিলের ওপর এক প্লেট সালামি, জলপাই আর ইতালীয় রুটি রেখে দিয়ে, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। অল্পবয়সী ইতালীয় মেয়ে, মাত্র কয়েক বছর হল অ্যামেরিকায় এসেছে, তখনো ইংরিজি বোঝে না।

ভিটো কর্লিয়নি তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে বসে মদ খেতে লাগলেন। এর আগে কখনো তিনি আজকের মতো বুদ্ধি খাটাননি। নিজের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা দেখে নিজেই অবাক হচ্ছিলেন। ফান্নুচি সম্বন্ধে যা যা জানতেন সব মনে করলেন। যেদিন লোকটার গলা কাটা হয়েছিল, রক্ত ধরবার জন্য থুতনির নিচে টুপি নিয়ে কেমন ফান্নুচি ছুটেছিল, সে-কথা মনে করলেন। যে-লোকটা ছুরি চালিয়েছিল তাকে কিভাবে খুন করা হয়েছিল আর বাকি দুজনকে টাকা দিয়ে তবে পার পেতে হয়েছিল, এ-সব কথা মনে করলেন। হঠাৎ মনে হল ফান্নুচির কখনোই কোনো বড় পৃষ্ঠপোষক নেই, থাকতেই পারে না। যে-লোক পুলিসের কাছে চুকলি করে, প্রতিশোধের বদলে টাকা নেয়, তার পৃষ্ঠপোষক থাকে না। সত্যিকার ম্যাফিয়া পাণ্ডারা বাকি দুজনকেও মেরে ফেলত। না। ফান্নুচি সুবিধা পেয়ে একটা লোককে খুন করেছিল, কিন্তু ও ভালো করেই জানত অন্য দুজন এবার সতর্ক হয়ে গেছে, তাদের মারা যাবে না। কাজেই বদলার বদলে টাকা নিল। স্রেফ নিজের পশুবলের জোরে দোকানদারদের কাছ থেকে, বস্তী-বাড়ির জুয়োর আড্ডা থেকে বাটা টাকা আদায় করত। অন্ততঃ একটা জুয়োর আড্ডার কথা ভিটো জানতেন যারা কখনো ফান্নুচিকে টাকা দিত না, কিন্তু সেখানকার মালিকের তো কোনো বিপদ হয়নি।

কাজেই ফান্নুচি নিশ্চয়ই একা কাজ করে। দরকার হলে হয়তো নগদ টাকা দিয়ে বন্দুকধারী ভাড়া করে। এর ফলে ভিটো কর্লিয়নিকে আরেকটা সিদ্ধান্ত নিতে হল। যথা তাঁর জীবন এবার কোন্ পথ নেবে।

এই অভিজ্ঞতার ফলে ভিটো কর্লিয়নির মনে যে বিশ্বাস জন্মেছিল, সেটা তিনি প্রায়ই বলতেন : প্রত্যেক মানুষের একটি অপরিহার্য নিয়তি থাকে। সেই রাতে ফান্নুচিকে তার দাবি দিয়ে, তিনি আবার একটা মুদীখানার কেরানী হয়ে যেতে পারতেন, হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে নিজেরই একটা মুদীখানা হত। কিন্তু নিয়তির

নির্দেশ তাঁকে একজন 'ডন' হতে হবে, তাই তাঁকে নির্দিষ্ট পথে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য তাঁর জীবনে ফান্নুচির আগমন।

মদের বোতলটা শেষ হয়ে গেলে, অতি সতর্কভাবে ভিটো ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে বললেন, "যদি তাই চাও তো তোমরা একেকজন ফান্নুচিকে দেবার জন্য দুশো ডলার আমাকে দিতে পার। বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দিও। আমি সন্তোষজনকভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিচ্ছি।"

অমনি সন্দেহে ক্লেমেন্‌জার চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। ভিটো ঠাণ্ডাভাবে তাকে বলল, "যাদের বন্ধু বলে মেনে নিয়েছি, তাদের কাছে আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। কাল তুমি নিজেই ফান্নুচির সঙ্গে কথা বলে দেখো। ও তোমাদের কাছেই টাকা চাক। কিন্তু টাকাটা দিও না। আর যাই হোক, ওর সঙ্গে ঝগড়াও কর না। বল যে টাকাটা যোগাড় করতে হবে, তারপর আমার কাছে দেবে, আমি ওকে দেব। ওকে বুঝতে দিও যে ও যা চায়, তোমরা তাই দিতে রাজী আছ। দরদস্তুর কর না। দর কষাকষি আমি করব। তোমরা যতটা বলছ, সত্যিই যদি ও ততটা সাংঘাতিক হয়, তাহলে ওকে চটিয়ে কি লাভ?"

তাই মেনে নিয়েছিল ওরা। পরদিন ক্লেমেন্‌জা ফান্নুচির সঙ্গে কথা বলে, যাচাই করে নিল যে ভিটো কিছু বানিয়ে গল্প করেননি। পরে ভিটোর বাড়ি এসে ক্লেমেন্‌জা দুশো ডলার দিয়ে গিয়েছিল। ভিটোর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্লেমেন্‌জা বলেছিল, "ফান্নুচি বলেছে তিন শো ডলারের এক পয়সা কমে চলবে না। তুমি কমাবে কি করে?"

যুক্তিযুক্তভাবেই ভিটো কর্লিয়নি বলেছিলেন, "তাই দিয়ে ভাই, তোমার তো কোনো দরকার নেই। খালি মনে রেখো, আমি তোমার একটা উপকার করলাম।"

টেসিও এসেছিল আরো পরে। ক্লেমেন্‌জার চাইতে ওর স্বভাব আরো চাপা, আরো ধারালো, আরো চালাক, কিন্তু অত জোরালো নয়। ও আঁচ করেছিল কোথাও একটা গরমিল আছে, ঠিক ঠিক সব মিলে যাচ্ছে না। একটু উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছিল। ভিটো কর্লিয়নিকে বলেছিল, "ঐ ব্ল্যাক হ্যাণ্ড হারামজাদার সঙ্গে বুঝেসুঝে কারবার কর, পাদ্রীর মতো ধূর্ত ব্যাটা। তুমি কি চাও যে টাকা দেবার সময় আমি সাক্ষী থাকি?"

ভিটো কর্লিয়নি শুধু মাথা নেড়েছিলেন। উত্তর দেবার কষ্টটুকুও করেননি। টেসিওকে শুধু বলেছিলেন, "ফান্নুচিকে বলে দিও যে এইখানে আমার বাড়িতে আজ রাত নটার সময় ওকে টাকাটা দেব। এক গেলাস মদ খাওয়াব, কথাবার্তা বলব, বুঝিয়ে সুঝিয়ে কম টাকা নিতে রাজী করাব।"

টেসিও মাথা নেড়ে বলেছিল, "তেমন কপাল করে আসনি। ফান্নুচি কখনো দাবি ছাড়ে না।"

ভিটো কর্লিয়নি বলেছিলেন, "বুঝিয়ে দেখব।" ভবিষ্যতে ঐ কথাগুলো ওঁর মুখে এতবার শোনা গিয়েছিল যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। মর্মান্তিক আঘাতের আগে

কথাগুলো ছিল সতর্কবাণীর মতো, র‍্যাট্‌লস্নেকের ল্যাজের ঘড়ঘড়ানির মতো। পরে যখন 'ডন' হয়ে বিপক্ষ দলের লোকদের ওঁর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে বলতেন, তারা বুঝত খুন-খারাবি বাদ দিয়ে মিটমাট করবার এই হল শেষ সুযোগ।

সে রাতে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর স্ত্রীকে বললেন খাওয়া-দাওয়ার পর দুই ছেলে, সনি আর ফ্রিডোকে ঐ রাস্তায় অন্য কারো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে। তিনি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন কোনো কারণেই বাড়ি না ফেরে। স্ত্রী নিজে বাড়ির দরজায় পাহারায় বসে থাকবে। ফানুচির সঙ্গে ওঁর কিছু গোপন পরামর্শ আছে, তাতে কোনো বাধা পড়লে চলবে না। স্ত্রীর মুখে ভীতির ছাপ দেখে, ভিটো বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, "তুমি কি ভেবেছ যে একটা আহাম্মককে বিয়ে করেছ?" স্ত্রী কোনো উত্তর দেয়নি। উত্তর দেয়নি কারণ ওর ভয় হচ্ছিল; এখন আর ফানুচিকে ভয় নয়, নিজের স্বামীকে ভয়। ওর চোখের সামনে উনি কেমন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে এমন একটা মানুষে পরিণত হচ্ছিলেন যার গা থেকে একটা সাংঘাতিক শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সর্বদাই মানুষটা ছিলেন চুপচাপ, স্বল্পভাষী, সর্বদা কোমল স্বভাবের ছিলেন, যুক্তি মেনে চলতেন, অল্পবয়সী সিসিলীয় পুরুষরা ও-রকম হত না। এখন চোখের সামনে ওঁর স্ত্রী দেখতে পাচ্ছিল নিয়তির পথে সঞ্চালিত হবার জন্য তিনি তৈরী হচ্ছেন, নিরাপত্তার জন্য এতদিন যে নির্দোষ ভালোমানুষের খোলস পরে থাকতেন, সেটাকে এবার ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছেন। দেরিতে শুরু করেছিলেন, বয়স হয়েছিল পঁচিশ, কিন্তু সমারোহ করেই শুরু করেছিলেন।

ভিটো কর্লিয়নি স্থির করেছিলেন ফানুচিকে খুন করবেন। তার ফলে ব্যাঙ্কে বাড়তি সাতশো ডলার জমবে। ব্ল্যাক হ্যাণ্ড সন্ত্রাসবাদীকে তাঁর নিজের দেয় তিনশো ডলার, টেসিওর দুশো ডলার, ক্লেমেন্‌জার দুশো। ফানুচিকে না মারলে তাকে নগদ সাতশো ডলার দিতে হবে। ফানুচিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য উনি সাতশো ডলার দিতে রাজী ছিলেন না। নিজের প্রাণ বাঁচাতে ফানুচির যদি একটা অপারেশন দরকার হত আর তার জন্য সাতশো ডলার লাগত, তবু অস্ত্র চিকিৎসকের জন্য সে-টাকা ভিটো দিতেন না। ফানুচির প্রতি তাঁর কোনো কৃতজ্ঞতার ঋণ ছিল না; ওদের কোনো রক্ত-সম্পর্ক ছিল না; ওকে উনি ভালো-বাসতেন না। তাহলে কিসের জন্য তাকে সাতশো ডলার দিতে যাবেন?

এর অপরিহার্য সিদ্ধান্ত হল যে ফানুচি যখন জোর করে তাঁর কাছ থেকে সাতশো ডলার নিতে চায়, কেন উনি তাকে মেরে ফেলবেন না? দুনিয়া নিশ্চয়ই ঐ-রকম একটা লোকের অভাব বোধ করবে না? এর বিরুদ্ধে অবশ্য কতকগুলো বাস্তব যুক্তিও ছিল। ফানুচির হয়তো শক্তিমান বান্ধুবান্ধব আছে, তারা প্রতিশোধ নিতে চাইবে। ফানুচি নিজে যথেষ্ট সাংঘাতিক লোক, ওকে মারা খুব সহজ কাজ নয়। পুলিস আছে বৈদ্যুতিক চেয়ার আছে। কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর থেকেই ভিটো কর্লিয়নি প্রাণদণ্ডের ছায়ায় বাস করেছেন। বারো বছর বয়সে ঘাতকদের কাছ

থেকে পালিয়ে, মহাসাগর পার হয়ে ছদ্মনামে, অচেনা জায়গায় বাস করেছেন। বহু বছর ধরে নিরিবিলি পরিদর্শনের ফলে, তাঁর এই প্রত্যয় হয়েছিল যে অন্যদের চাইতে তাঁর বুদ্ধি ও সাহস অনেক বেশি, যদিও এতাবৎ গুণগুলো কাজে লাগাবার সুযোগ হয়নি।

তা সত্ত্বেও নিয়তির পথে প্রথম পদক্ষেপের আগে তিনি ইতস্ততঃ করেছিলেন। এমন কি সাতশো ডলারের একটা তোড়া বেঁধে পেন্টেলুনের পাশের পকেটে একটা সুবিধামতো জায়গায় রেখেও ছিলেন। কিন্তু বাঁ দিকের পকেটে রেখেছিলেন। ডান দিকের পকেটে ছিল সেই বন্দুক, রেশমের ট্রাক ছিনতাই করার আগে ক্লেমেন্জা যেটা তাঁকে দিয়েছিল।

ঠিক নটার সময়ে ফানুচি এল। ভিটো কর্লিয়নি টেবিলের ওপর ক্লেমেন্জার দেওয়া এক বোতল ঘরে তৈরি মদ রাখলেন।

মদের বোতলের পাশে ফানুচি তার সাদা ফিডরা টুপিটি রাখল। তারপর রঙচঙে ফুল-কাটা চওড়া টাইটা ঢিলা করল, উজ্জ্বল নক্‌শার ওপর টোমাটোর দাগ দেখা যাচ্ছিল না। গ্রীষ্মকালের রাতটি ছিল বড় গরম, গ্যাসের আলো বড় ক্ষীণ। বাড়ির ভিতর সব চুপচাপ। কিন্তু ভিটো কর্লিয়নির শরীর যেন বরফ। নিজের সততা দেখাবার জন্য তিনি নোটের তোড়াটা ফানুচির হাতে দিয়ে সাবধানে চেয়ে দেখলেন ফানুচি টাকা গুনে, চওড়া একটা চামড়ার ওয়ালেট বের করে, তার মধ্যে নোটগুলো গুঁজে রাখল। ফানুচি মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল, "আমি আরো দুশো ডলার পাই।" ঘন ভুরুর নিচে ফানুচির মুখ ভাবলেশহীন।

ভিটো কর্লিয়নি ঠাণ্ডা গলায় বুঝিয়ে বললেন, "আমার এখন একটু টানাটানি যাচ্ছে, চাকরি নেই। কয়েক সপ্তাহ আমাকে ঋণী থাকতে দিন।"

কৌশলটা চলতে পারে। বেশির ভাগ টাকা তো ফানুচি পেয়েই গেছিল, কিছুদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। হয়তো আর বেশি না নিতে, কিংবা আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতেও রাজী হতে পারে। মদ খেতে খেতে ফিক ফিক করে হেসে ফানুচি বলল, "ভারি চালাক তো হে তুমি, ছোকরা। এর আগে তোমাকে লক্ষ্য করিনি কেন বল তো? এত চুপচাপ থাকলে নিজের সুবিধা করা যায় না। আমি তোমাকে এমন সব কাজ পাইয়ে দিতে পারি যাতে তোমার খুব লাভ হবে।"

অতি ভদ্রভাবে মাথা নেড়ে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর আগ্রহ দেখালেন। তারপর বেগুনী জগ থেকে ওর গেলাসটি আবার ভরে দিলেন। কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে, ফানুচি চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ভিটোর সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করে বলল, "গুড্‌ নাইট। কিছু মনে করনি তো? যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারি, আমাকে জানিও। আজ যা করলে তাতে তোমারই সুবিধা হবে।"

ভিটো ফানুচিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দিলেন। রাস্তায় প্রত্যক্ষদর্শীরা গিজগিজ করছিল, সবাই দেখল ফানুচি নির্বিঘ্নে কর্লিয়নিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ভিটো জানলা দিয়ে দেখলেন, ফানুচি ইলেভেন্‌থ্‌

অ্যাভেনিউর দিকে মোড় নিল ; বুঝলেন বাড়ির দিকে যাচ্ছে, সম্ভবতঃ লুটের মাল তুলে রেখে আবার বেরিয়ে এসে পথে পথে ঘুরবে। হয়তো বন্দুকটাও উঠিয়ে রাখবে। ভিটো কর্লিয়নি নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চড়লেন। একটার পর একটা চৌকো ছাদ পেরিয়ে, একটা খালি গুদামখানার লোহার সিঁড়ি দিয়ে সে বাড়ির পিছনের উঠোনে গিয়ে নামলেন। মেরে পিছনের দরজা খুলে গুদোমের ভিতর দিয়ে গিয়ে, সামনের দরজা লাথি দিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাস্তার ওপারেই ফানুচির অল্প ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়ি।

পশ্চিম দিকে এই সব অল্প ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়িগুলো টেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইলেভেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউতে বেশির ভাগ বাড়িই মালগুদাম, কিংবা নানান্‌ কোম্পানির ভাড়া করা গুদামঘর। নিউইয়র্ক সেণ্ট্রাল রেলরোড দিয়ে যারা মাল চালান করত, তারা চাইত ওখান থেকে হাড্‌সন নদী পর্যন্ত যে-সব মালের ইয়ার্ড্‌ মৌচাকের মতো একটার পর একটা ছড়িয়ে ছিল, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা যাতায়াতের পথ। এই মালগুদামের মরুভূমির মাঝখানে যে খানকতক বসতবাড়ি তখনো টিকে ছিল, ফানুচিদের বাড়ি তার একটি। ঐ বাড়ির বাসিন্দারা বেশির ভাগই অবিবাহিত রেল-কর্মী, ইয়ার্ডের শ্রমিক আর সব চাইতে সস্তা যত বেশ্যা। সচ্চরিত্র ইতালীয়দের মতো এরা কেউ রাস্তায় বসে গল্প করত না, এরা সব বীয়রের দোকানে মাইনের টাকাগুলো গিলত। কাজেই নির্জন ইলেভেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউ পার হয়ে ফানুচির ফ্ল্যাট বাড়ির হলঘরে চুপিসারে ঢুকে পড়া ভিটো কর্লিয়নির পক্ষে কিছুই কঠিন ব্যাপার ছিল না। সেখানে পৌঁছে, বন্দুক বের করে ভিটো অপেক্ষা করে রইলেন, বন্দুকটা তখন পর্যন্ত ব্যবহারই করেননি।

হলঘরের কাচের দরজা দিয়ে ভিটো বাইরে চোখ রেখেছিলেন, উনি জানতেন ফানুচি আসবে টেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউয়ের দিক থেকে। ক্লেমেন্‌জা ওঁকে বন্দুকটার সেফ্‌টি-ক্যাচ্‌ দেখিয়ে দিয়েছিল, ট্রিগারের সাহায্যে গুলি বের করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শৈশবে সিসিলিতে বাবার সঙ্গে ভিটো অনেক সময় শিকারে যেতেন, ন বছর বয়সেই তিনি 'লুপারা' নামক ভারি শট্‌-গান ছুঁড়তে পারতেন। অত কম বয়সে তাঁর লুপারায় দক্ষতা দেখেই বাপের হত্যাকারীরা ওঁকেও প্রাণদণ্ড দিয়ে রেখেছিল।

এখন অন্ধকার হলঘরে দাঁড়িয়ে ভিটো দেখতে পেলেন একটা সাদা অস্পষ্ট ছায়ার মতো ফানুচি দরজার দিকে এগোচ্ছে। ভিটো পিছু হটে, ভিতরের সিঁড়ির দিকে যাবার দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন। গুলি করবার জন্য হাতটা বাড়িয়ে রাখলেন। বাইরের দরজা থেকে হাতটার দূরত্ব মাত্র দুই পদক্ষেপ। দরজাটা ভিতর দিকে খুলে গেল। চওড়া, সাদা, গায়ে-গন্ধ ফানুচি আলোর চৌকোটাকে আড়াল করে দিল। ভিটো কর্লিয়নি গুলি ছুঁড়লেন।

খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা শব্দ বাইরে পৌঁছল, বিস্ফোরণের বাকি শব্দে বাড়ি কেঁপে উঠল। ফানুচি দরজার দুই পাশ ধরে খাড়া থাকবার চেষ্টা করছিল,

বন্দুক ধরবার চেষ্টা করছিল। বিস্ফোরণের চোটে কোটের বোতাম ছিঁড়ে, কোটটা হাঁ হয়ে ছিল। বন্দুক দেখা যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে পেটের ওপর সাদা শার্টে মাকড়সার মতো একটা আঁকাবাঁকা লাল রেখাও দেখা যচ্ছিল। খুব সাবধানে, যেন শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছেন, এমনভাবে ঠিক ঐ লাল জালটির ওপর ভিটো কর্লিয়নি দ্বিতীয়বার গুলি করলেন।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ফানুচি, ঠেলা লেগে দরজাটা খুলে গেল। মুখ থেকে বিকট একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল, নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণায় মানুষ যেমন করে গোঙায়, কিন্তু তার একটা হাস্যকর দিকও ছিল। বরাবর গোঙাতে লাগল সে, ভিটোর পরে মনে হয়েছিল অন্ততঃ তিনবার গোঙানি শুনেছিলেন, তারপর ফানুচির ঘর্মাক্ত মেদবহুল গালে বন্দুকের নল লাগিয়ে তার মগজের মধ্যে গুলি করলেন। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে ফানুচি মাটিতে পড়ে গেল, ওর দেহের চাপে দরজা হাট হয়ে খুলে রইল।

খুব সাবধানে ওর কোটের পকেট থেকে চওড়া ওয়ালেটটা বের করে, ভিটো নিজের শার্টের মধ্যে পুরলেন। তারপর রাস্তা পার হয়ে গুদামবাড়িতে ঢুকলেন, তার ভিতর দিয়ে উঠোনে পৌছলেন, সেখান থেকে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চড়লেন। সেখান থেকে একবার রাস্তাটাকে দেখে নিলেন। ফানুচি তখনো দরজার সামনে পড়ে ছিল, ধারে কাছে কেউ ছিল না। ফ্ল্যাট বাড়িটার দুটো জানলা খুলে গেছিল, কয়েকটা কালো কালো মাথা বাইরে বেরিয়ে ছিল, কিন্তু ভিটো যখন তাদের মুখ চোখ দেখতে পাচ্ছিলেন না, তারাও নিশ্চয় ওঁর মুখ চোখ দেখতে পায়নি। তাছাড়া ঐ ধরনের লোকরা কখনো পুলিসে খবর দেয় না। ফানুচি হয়তো ঐখানেই ভোর অবধি পড়ে থাকবে, যদি না কোনো টহলদার পুলিসের লোক রঁদে বেরিয়ে ওর গায়ে হোঁচট খায়। ঐ বাড়িটার একটি লোকও যেচে পুলিসের সন্দেহের বা জিজ্ঞাসাবাদের পাত্র হবে না। যে যার ঘরের দরজা এঁটে, ভান করবে যেন কেউ কিছু শুনতে পায়নি।

ভিটো কর্লিয়নির তাড়াহুড়ো করবার দরকার ছিল না। অন্য বাড়িগুলোর ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে, নিজের বাড়ির ছাদে পৌঁছে, ছাদের দরজা খুলে তিনি আবার নিজের ফ্ল্যাটে নেমে এলেন। ফ্ল্যাটের দরজার চাবি খুলে, ভিতরে ঢুকে, আবার চাবি লাগালেন। ওয়ালেটে ঐ সাতশো ডলার ছাড়া, শুধু কয়েকটা এক ডলারের আর একটা পাঁচ ডলারের নোট ছিল।

খাপের ভিতরে গোঁজা ছিল একটা পুরনো পাঁচ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা। হয়তো পয় আনবার জন্য। ফানুচি যদি বাস্তবিক-ই একজন পয়সাওয়ালা গুণ্ডা হয়ে থাকে, সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে অন্ততঃ সে ঘুরত না। এতে ভিটোর কতকগুলো পুরনো সন্দেহ সমর্থন পেল।

উনি জানতেন যে ওয়ালেটটা আর বন্দুকটা দূর করে দিতে হবে। এও তখনি বুঝেছিলেন যে স্বর্ণমুদ্রাটিও ওয়ালেটের মধ্যেই রেখে দিতে হবে। আবার ছাদে

উঠলেন ভিটো, কয়েকটা ছাদ পেরোলেন, কয়েকটা পাঁচিল টপকালেন। তারপর একটা বাতাস চলাচলের জায়গায় ওয়ালেটটা ফেলে দিলেন। বন্দুক থেকে গুলি বের করে ফেললেন; নলটাকে পাঁচিলে আছড়েও ভাঙতে পারলেন না। তখন উল্টে ধরে একটা ধোঁয়ার চোঙার গায়ে কাঠের হাতলের বাড়ি মেরে সেটাকে দু-ভাগ করে ফেললেন। আরো কয়েকটা বাড়ি দিতেই নল আর হাতল আলাদা হয়ে গেল। তারপর একেকটা বাতাস-চলাচলের জায়গায় একেক টুকরো ফেলে দিলেন। পাঁচ তলা থেকে নিচে মাটিতে পৌঁছবার সময় এতটুকু শব্দ না করে, টুকরোগুলো সেখানে জমানো আবর্জনার ঢিপিতে একেবারে ডুবে গেল। সকালে সমস্ত জানলা থেকে আরো আবর্জনা ফেলা হবে, তখন কপাল জোরে সব ঢাকা পড়ে যাবে। ভিটো এবার নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেন।

শরীরটা একটু কাঁপলেও, খুবই প্রকৃতিস্থ ছিলেন। কাপড়চোপড় ছাড়লেন, ভয় হল যদি দুচার ফোঁটা রক্ত, কাপড় জামায় ছিট্‌কে পড়ে থাকে, তাই ছাড়া কাপড়গুলোকে ওঁর স্ত্রীর ধাতুর তৈরি কাপড় কাচার গামলায় ফেললেন। খানিকটা কাপড় কাচার সোডা আর মেটে রঙের ঘন কাপড় কাচার সাবান দিয়ে কাপড়চোপড়গুলো ভিজিয়ে দিলেন, তারপর বাসন ধোবার সিঙ্কের নিচেকার ধাতুর বোর্ডে ভালো করে সেগুলোকে রগড়ালেন। তারপর গামলা আর সিঙ্কটা সোডা সাবান দিয়ে মেজে সাফ করলেন। শোবারঘরের কোণায় দেখলেন একগাদা সদ্য কাচা কাপড়চোপড় রয়েছে, তার সঙ্গে নিজের কাপড়গুলো মিলিয়ে রাখলেন। তারপর পরিষ্কার শার্ট পেন্টেলুন গায়ে দিয়ে, বাড়ির সামনে স্ত্রী ছেলেদের আর পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে জমায়েৎ হলেন।

এত সব সতর্কতার আসলে কোনো দরকার ছিল না। ভোরে পুলিস মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু ভিটো কর্লিয়নিকে কোনো প্রশ্ন করেনি। উনি বাস্তবিক আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন যে যে-রাতে ফান্নুচিকে গুলি করে মারা হয়েছিল, সে-রাতে ও ভিটোর বাড়িতে গেছিল এ-কথা পুলিসের কানে পৌঁছয়নি। ভেবেছিলেন বহু লোকে ফান্নুচিকে ওঁদের বাড়ি থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসতে দেখেছিল, তাতেই ওঁর নির্দোষিতা প্রমাণ হত। অনেক পরে ভিটো শুনেছিলেন যে ফান্নুচি মারা পড়াতে, পুলিস বিভাগ মহা খুশি হয়েছিল, হত্যাকারীদের ধরবার কোনো আগ্রহই তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। ওরা ধরে নিয়েছিল এ-ও আরেকটা গোষ্ঠীলড়াইয়ের হত্যাকাণ্ড। যে-সমস্ত গুণ্ডারা চোরা-কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে পুলিসের জানা ছিল, যাদের খুনে-বাটপাড় বলে অখ্যাতি ছিল, তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। ভিটো কখনো কোনো গোলমালে পড়েননি বলে ওঁকে কেউ এর সঙ্গে জড়ায়নি।

অবশ্য পুলিসের চোখে ধুলো দিলেও, স্যাঙাৎদের কথা আলাদা। এর পর এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ পীট ক্লেমেনজা আর টেসিও ওঁকে এড়িয়ে চলেছিল, তারপর একদিন সন্ধ্যায় ওরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। প্রকাশ্য শ্রদ্ধা নিয়েই এল।

নির্বিকার সৌজন্যের সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নি ওদের অভিবাদন করে, মদ পরিবেশন করলেন।

ক্লেমেন্‌জা আগে কথা বলল। নরম গলায় বলল, "নাইন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউয়ের দোকানদারদের কাছ থেকে কেউ চাঁদা নিচ্ছে না। তাসের আর জুয়োর আড্ডা থেকেও কেউ কিছু সংগ্রহ করছে না।"

স্থির দৃষ্টিতে ভিটো কর্লিয়নি ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। টেসিও তখন বলল, "আমরা তো ফানুচির খদ্দেরদের ভার নিতে পারি। ওরা আমাদের টাকা দেবে।" ভিটো কর্লিয়নি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমার কাছে কেন এলে? আমার ও-সবে আগ্রহ নেই।"

ক্লেমেন্‌জা হাসল। যুবা বয়সেও, অত বড় ভুঁড়ি বাগাবার আগেও, ওর হাসিটা ছিল মোটা মানুষের হাসি। এবার সে ভিটো কর্লিয়নিকে জিজ্ঞাসা করল, "ট্রাকের ব্যাপারের জন্য তোমাকে যে বন্দুকটা দিয়েছিলাম, সেটার কি হল? আর যখন দরকার হবে না, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দিলে পার।"

ধীরেসুস্থে সুপরিকল্পিতভাবে ভিটো কর্লিয়নি পাশের পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে, পাঁচটা দশ ডলারের নোট খুলে নিলেন, "এই নাও, দামটা দিয়ে দিচ্ছি। ট্রাকের কাজের পর বন্দুকটা ফেলে দিয়েছিলাম।" ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ভিটো।

সে সময়ে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর ঐ হাসির প্রতিক্রিয়াটা বুঝতেন না। বরফের মতো ঠাণ্ডা ছিল ঐ হাসি, কারণ ওতে ভয় দেখাবার চেষ্টা ছিল না। এমন করে হাসতেন যেন একটা মজার কথা মনে পড়েছে, যার রস তিনি ছাড়া কেউ উপভোগ করবে না। কিন্তু যেহেতু নিতান্ত মারাত্মক ব্যাপার না হলে কখনো ওভাবে হাসতেন না এবং যে-হেতু মজার কথাটা বাস্তবিকই গোপনীয় ছিল এবং যে-হেতু ওঁর চোখদুটি হাসত না এবং যে-হেতু বাইরে থেকে ওঁর চরিত্র ছিল অতি যুক্তিসংগত ধরনের আর অতি চুপচাপ, ঐ রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে ওঁর আসল সত্তার প্রকাশটা হত বিষম ভয়াবহ।

ক্লেমেন্‌জা মাথা নেড়ে বলল, "টাকা আমি চাই না।" ভিটো নোটগুলোকে আবার পকেটে ভরলেন। ভরে অপেক্ষা করে রইলেন। তিনজনে তিনজনকে ভালো করেই জানতেন। ওরা জানত উনি ফানুচিকে হত্যা করেছিলেন আর যদিও সে-কথা ওরা কারো সামনে মুখেও আনেনি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পাড়াসুদ্ধ সকলেই জেনে গেল। সকলেই তখন ভিটো কর্লিয়নিকে একজন 'শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি' বলে খাতির করতে লাগল। অথচ ফানুচির নানান বে-আইনী কারবার আর টাকা আদায়ের ব্যবসা হস্তগত করবার উনি কোনো চেষ্টাই করেননি।

তারপর যা হল সেটা অনিবার্য। একদিন রাতে ভিটোর স্ত্রী একজন বিধবা প্রতিবেশিনীকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। ইতালীয় মহিলা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। বাপ-মরা ছেলেপুলেদের মানুষ করবার জন্য তিনি আপ্রাণ খাটতেন। পুরনো দেশের

নিয়মমতো ওঁর ষোল বছরের বড় ছেলে সীলমুদ্ধ মাইনের টাকাটি এনে মায়ের হাতে দিত। সতেরো বছরের মেয়েটি একটা দরজির দোকানে কাজ করত, সে-ও তাই করত। রাতে অন্যায় রকম কম পারিশ্রমিকের জন্য ওদের পরিবারের সবাই কার্ডের ওপর বোতাম সেলাই করত। মহিলার নাম ছিল সিনিয়রা কলম্বো।

ভিটো কর্লিয়নির স্ত্রী বললেন, "সিনিয়রা তোমার কাছে একটু অনুগ্রহ চাইছেন। উনি একটু মুশকিলে পড়েছেন।"

ভিটো কর্লিয়নি ভেবেছিলেন ভদ্রমহিলা বুঝি টাকা চাইবেন, টাকা দিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু যতদূর বুঝলেন শ্রীমতী কলম্বোর একটা কুকুর ছিল, সেটা তাঁর ছোট ছেলের বড় আদরের। বাড়িওয়ালার কাছে নালিশ গেছিল কুকুরটা নাকি রাতে ডাকে। সে শ্রীমতী কলম্বোকে কুকুর বিদায় করতে বলেছিল। তিনিও ভাব দেখিয়েছিলেন যেন বিদায় করেছেন। তারপর বাড়িওয়ালা টের পেল ভদ্রমহিলা ওকে ঠকিয়েছেন, তখন সে তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলল। ভদ্রমহিলা বললেন এবার সত্যিই কুকুর বিদায় করে দেবেন এবং বাস্তবিকই তাই দিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা বেজায় চটে গেছে, ওঁদের বাড়ি-ছাড়ার হুকুম কিছুতেই সে রদ করছে না। হয় তাঁকে নিজের থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নয়তো পুলিস দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। এদিকে লং আইল্যাণ্ডের এক আত্মীয়কে কুকুরটা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে ছোট ছেলেটার সে কি কান্না। মাঝখান থেকে মিছিমিছি ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কোমল কণ্ঠে ভিটো কর্লিয়নি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আমার কাছে সাহায্য চাইছেন কেন?"

শ্রীমতী কলম্বো ভিটোর স্ত্রীর দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "ও যে বলল আপনাকে বলতে।"

অবাক হলেন ভিটো। ফানুচিকে হত্যা করার রাতে উনি যে কাপড় কেচেছিলেন সে-বিষয়ে তিনি কখনো একটি কথা জিজ্ঞাসা করেননি। কখনো জানতে চাননি যে চাকরি নেই অথচ এত টাকা আসে কোত্থেকে। এখনো তাঁর মুখে কোনো ভাবের প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল না। ভিটো তখন শ্রীমতী কলম্বোকে বললেন, "বাড়ি বদল করার সুবিধার জন্য কিছু টাকা দিতে পারি, আপনি কি তাই চান?"

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, তাঁর চোখে জল দেখা গেল, "আমার সব বন্ধুরা এ-পাড়ায় থাকে, ইতালীতে যে-সব মেয়েদের সঙ্গে বড় হয়েছিলাম, তারা সবাই। কি করে আমি অন্য পাড়ায় অচেনা লোকদের মাঝখানে থাকব? আমি চাই আপনি বাড়িওয়ালাকে বলে আমার এখানেই থাকার অনুমতি করিয়ে দিন।"

ভিটো মাথা দুলিয়ে বললেন, "তাহলে তো হয়েই গেল। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। কাল সকালে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলব।"

ওঁর স্ত্রী ওঁর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তার কোনো উত্তর দিলেন না ভিটো,

কিন্তু খুশি হলেন। শ্রীমতী কলম্বোর মনে একটু অনিশ্চয়তা রয়েছে মনে হল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ঠিক জানেন ও রাজী হবে, ঐ বাড়িওয়ালা?"

আশ্চর্য হয়ে ভিটো বললেন, "সিনিয়র রবার্টো? অবশ্যই সে রাজী হবে। ওর মনটা খুব ভালো। একবার যদি আপনার অবস্থাটা ভালো করে বুঝিয়ে বলি, আপনার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে ওর নিশ্চয় দয়া হবে। অত ভাববেন না। ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বাস্থ্যটা দেখবেন।"

বাড়িওয়ালা, মিঃ রবার্টোর ঐ পাড়াতেই পাঁচটা কম ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়ি ছিল, সে রোজ সেগুলো দেখতে আসত। লোকটি ছিল গরীবদের পৃষ্ঠপোষক; ইতালীয় শ্রমিকরা জাহাজ থেকে নামবামাত্র রবার্টো তাদের নানান বড় বড় কর্পোরেশনের কাছে বিকিয়ে দিত। সেই লাভের টাকা থেকে একে একে সস্তায় ফ্ল্যাট বাড়ি-গুলোকে কিনেছিল। উত্তর ইটালিতে বাড়ি, লোকটা ছিল শিক্ষিত; সিসিলি নেপ্‌লস্‌ থেকে আগত এই সব নিরক্ষর দক্ষিণদেশী লোকগুলোর প্রতি ওর অসীম ঘৃণা ছিল। ওর বাড়িগুলোতে এরা পোকার মতো গিজগিজ করত, বাতাস চলাচলের জায়গায় আবর্জনা ফেলতো, আরশোলায় আর ইঁদুরে ঘরের দেয়াল খুবলে খেলেও, বাড়িওয়ালার সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য একটা আঙুল পর্যন্ত তুলত না। লোকটা এমনিতে মন্দ ছিল না, সৎ স্বামী, ভালো বাপ, কিন্তু দিনরাত কেবলই অর্থ চিন্তা করে, কোথায় টাকা খাটল, কত টাকা রোজগার হল, বিষয় থাকলেই যে-সমস্ত খরচপত্র অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেই নিয়ে ভেবে ভেবে ওর মেজাজ এমনি খিঁচড়ে গেছিল, যে সব সময় রেগেই থাকত। একটা কথা বলবার জন্য ভিটো কর্লিয়নি যখন তাকে পথের মধ্যে দাঁড় করাল, মিঃ রবার্টো সংক্ষেপে কথা বলল। ঠিক অভদ্রতা করল না, কারণ এই ছোকরাটাকে নিরীহ মনে হলেও, ঐ সব দক্ষিণদেশীদের দিয়ে বিশ্বাস নেই, একটু চটিয়ে দিলেই হয়তো ছোরা মেরে বসবে।

ভিটো কর্লিয়নি বললেন, "সিনিয়র রবার্টো, আমার স্ত্রীর বন্ধু গরীব বিধবা, তার কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই। তার কাছে শুনলাম কোনো কারণে তাকে আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। সে তো হতাশায় ভেঙে পড়েছে। টাকাকড়ি নেই, এই পাড়ার মধ্যে ছাড়া কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই। ওকে বলেছি আমি আপনার সঙ্গে কথা বলে দেখব, আপনি যুক্তিযুক্ত কাজ করেন, হয়তো কিছু ভুল বুঝেছেন। নষ্টের মূল ঐ জানোয়ারটাকে তো ওরা বিদায় করেই দিয়েছে, তাহলে আর থেকে যেতে পারবে না কেন? আপনিও ইতালীয়, আমিও তাই; আপনার কাছে এই উপকারটুকু চাইছি।"

সিনিয়র রবার্টো তাঁর সামনে দাঁড়ানো যুবকটির দিকে তাকালেন। দেখলেন লোকটি মাথায় মাঝারি, কিন্তু গড়নে বলিষ্ঠ, চাষাভুষো হয়তো, তবে ডাকাত নয়; যদিও এমনই তার হাস্যকর আস্পর্ধা যে ইতালীয় বলে নিজের পরিচয় দেয়। কাঁধ তুলে রবার্টো বলল, "আমি তো আরো বেশি ভাড়ায় অন্য ভাড়াটে ঠিক করে ফেলেছি। তোমার বন্ধুর জন্য তো তাদের হতাশ করতে পারি না।"

কথাটা বুঝে অমায়িকভাবে মাথা দোলালেন ভিটো, "মাসে কতটা বেশি ভাড়া ?"

মিঃ রবার্টো বলল, "পাঁচ ডলার।" একেবারে মিথ্যা কথা। রেলের ধারে ফ্ল্যাট, চারটে অন্ধকার ঘর, তার জন্য বিধবা ভদ্রমহিলা দেন বারো ডলার, নতুন ভাড়াটেও তার চাইতে বেশি দিতে রাজী ছিল না।

ভিটো কর্লিয়নি পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে তিনটি দশ ডলারের নোট খুলে বললেন. "ধরুন, ছ' মাসের বাড়তি ভাড়ার আগাম। ওঁকে কিছু বলবার দরকার নেই, ভারি আত্মসম্মানবোধ ওঁর। ছ'মাস পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অবশ্যই কুকুরটা রাখতে দেবেন।"

মিঃ রবার্টো বলল, "দেব না আরো কিছু! কোথাকার তুমি কে হে, বড় যে হুকুম চালাচ্ছ। মুখ সামলে কথা বল, নয়তো এক লাথি খেয়ে সিসিলীয় পোঁদের ওপর পথের মধ্যিখানে পড়বে গিয়ে!"

আশ্চর্য হয়ে ভিটো কর্লিয়নি দু হাত তুললেন। "একটা অনুগ্রহ চাইলাম, ব্যস্, আর কিছু নয়। কবে কার বন্ধুজনের দরকার হয় কে বলতে পারে, ঠিক কি না ? আমার সদিচ্ছার চিহ্ন বলে টাকাটা নিয়ে, নিজের মন স্থির করুন। তাই নিয়ে আপত্তি করার স্পর্ধা আমার নেই।" টাকাটা ভিটো বরার্টোর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "এইটুকু উপকার করুন, টাকাটা নিয়ে, ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। কাল সকালে যদি ওটা ফেরত দিতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই দেবেন। আপনি যদি ভদ্রমহিলাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চান, আমি কি করে বন্ধ করব বলুন ? যাই হোক, সম্পত্তিটা তো আপনার। কুকুর রাখতে দিতে চান না, সেটা বুঝি। আমি নিজেও জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করি না।" তারপর মিঃ বরার্টোর কাঁধ চাপড়ে ভিটো আরো বললেন, "আমার এই উপকারটুকু করবেন, কি বলেন ? আমি কখনো ভুলব না। পাড়ার মধ্যে আপনার বন্ধুবান্ধবদের আমার কথা জিজ্ঞাসা করবেন। সবাই বলবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে বিশ্বাস করি।"

বলা বাহুল্য এরই মধ্যে মিঃ রবার্টোর চোখ ফুটতে আরম্ভ করেছিল। সেদিন সন্ধ্যাতেই সে ভিটো কর্লিয়নি সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছিল। পরদিন সকাল পর্যন্তও অপেক্ষা করেনি। সেই রাতেই ভিটো কর্লিয়নির দরজায় টোকা দিয়েছিল, এত রাত করে আসার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল এবং ভিটোর স্ত্রীর হাত থেকে এক গেলাস মদ নিয়েছিল। ভিটো কর্লিয়নিকে সে বুঝিয়ে বলেছিল যে সবটাই বিশ্রী একটা ভুল বোঝাবুঝি, অবশ্যই সিনিয়রা কলম্বো তাঁর বাড়িতে থাকতে পারেন এবং কুকুর রাখতে পারেন। যে সব ভাড়াটেরা অত কম ভাড়া দেয়, রাতে কুকুর ডাকে বলে নালিশ করবার তাদেরই বা কি অধিকার আছে ? কথা শেষ করে রবার্টো টেবিলের ওপর ত্রিশটা ডলার ফেলে, অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে বলল, "এই গরীব বিধবাকে এভাবে সাহায্য করছেন সে কেবল আপনার মহৎ হৃদয়ের জন্য, তাই দেখে আমি বড়ই লজ্জা পেয়েছি। আমি দেখাতে চাই যে আমার মধ্যেও কিছু খৃষ্টানসুলভ দয়া আছে। ওঁর ভাড়া বাড়ানো হবে না।"

এই ছোট প্রহসনটিতে সকলেই অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করেছিল। ভিটো মদ ঢাললেন, কেক ফরমায়েস করলেন, মিঃ রবার্টোর করমর্দন করলেন, তাঁরা সহৃদয়তার প্রশংসা করলেন। মিঃ রবার্টোও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল ভিটো কর্লিয়নির মতো একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে, মানবচরিত্রে তার বিশ্বাস ফিরে এসেছে। সব শেষে তাঁরা অনেক কষ্টে পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন। কানের এত কাছ দিয়ে বিপদ ঘেঁষে গেল ভেবেও মিঃ রবার্টোর দু হাঁটু কাদা! ট্রামে চেপে কোনোমতে বাড়ি গিয়ে সে তো শয্যা নিল। এ পাড়ার বাড়ি দেখতে তিন দিন এল না।

পাড়ার মধ্যে আজকাল ভিটো কর্লিয়নি একজন মাতব্বর ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। লোকে বলত উনি সিসিলির ম্যাফিয়া দলের সদস্য। একজন লোক একটা কার্নিশ করা ঘর ভাড়া নিয়ে পাড়ায় তাসের আড্ডা চালাত, সে এসে যেচে প্রতি সপ্তাহে কুড়ি ডলার দিয়ে যেত, তাঁর 'বন্ধুত্বে'র জন্য। তার বদলে ওঁকে হপ্তায় দু-একবার তাসের আড্ডায় ঘুরে আসতে হত, যাতে খেলোয়াড়রা বুঝতে পারে তারা তাঁর প্রশ্রয় পাচ্ছে।

যে-সব দোকানদারদের গুণ্ডা ছোকরারা জ্বালাতন করত, তারা এসে ওঁকে বলত মিটমাট করিয়ে দিতে। করতেনও তাই, উপযুক্ত পারিতোষিকও পেতেন। দেখতে দেখতে ভিটো ঐ সময়ের আর ঐ জায়গার পক্ষে যাকে বলা যায় দস্তুরমতো মোটা আয় করতে লাগলেন, হপ্তায় একশো ডলার মতো। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও ছিল তাঁর বন্ধু, তাঁর সাকরেদ, কাজেই তাদেরও কিছু দিতে হত, তারা না চাইতেই দিতেন। অবশেষে ভিটো স্থির করলেন কৈশোরের বন্ধু গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর সঙ্গে জলপাই-তেল আমদানির ব্যবসায়ে নামবেন। গেন্‌কো কারবারটা সামলাবে, ইতালী থেকে জলপাই-তেল আমদানি করবে, ন্যায্য দামে কিনবে, ওর বাবার গুদামে মজুত রাখবে। ব্যাবসার এদিকটা দেখবার ওর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও তেল বিক্রি করবে। ওরা প্রথমে ম্যানহ্যাটানের, তারপর ব্রুক্‌লিনের, তারপর ব্রঙ্কসের প্রত্যেকটা ইতালীয় মুদীর দোকানে গিয়ে, 'গেন্‌কোর বিশুদ্ধ জলপাই তেল' কিনতে রাজী করাবে। স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে ভিটো ব্যবসাটাতে নিজের নাম দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনিই অবশ্য কোম্পানির কর্তা, কারণ টাকার বেশির ভাগ যোগাতেন তিনি। তাছাড়া যেখানে দোকানদাররা ক্লেমেন্‌জা টেসিওর কথায় মাল নিতে রাজী হবে না, সেখানেই তাঁর ডাক পড়বে। সে-সব ক্ষেত্রে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর নিজস্ব মারাত্মক পদ্ধতি লাগিয়ে তাদের মত করাবেন।

এর পর কয়েক বছর ধরে ভিটো কর্লিয়নি একজন ছোটখাটো ব্যবসাদারের উপযুক্ত অতি সন্তোষজনক জীবন যাপন করলেন; একটা সচল বর্ধমান অর্থ নৈতিক পটভূমিকায় তিনিও তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যবসার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কর্তব্যপরায়ণ বাপ ও স্বামী হলেও সব সময়ই তাঁর হাতে এত বেশি কাজ থাকত যে

স্ত্রীর বা ছেলেদের জন্য খুব বেশি সময় দিতে পারতেন না। ক্রমে ক্রমে যেমন বিশুদ্ধ গেন্‌কো তেল অ্যামেরিকার সব চাইতে জনপ্রিয় আমদানির তেল হয়ে উঠল, ওঁর ব্যবসাও ফেঁপে উঠল। যে কোনো দক্ষ বিক্রেতার মতো উনিও আস্তে আস্তে বুঝলেন যে ব্যবসা বাড়াতে হলে অন্য প্রতিযোগীদের চাইতে দামটা একটু কম করতে হয়; এবং তাদের জিনিস কম করে রাখতে দোকানদারদের রাজী করিয়ে, তাদের মাল সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিতে হয়। যে-কোনো দক্ষ ব্যবসাদারের মতো তাঁরও অভিপ্রায় ছিল প্রতিযোগীদের হয় বিক্রির ক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে, নয়তো তাঁর কাছে কারবার তুলে দিতে রাজী করিয়ে, ক্রমে একটা একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলবেন। সে যাই হোক, যে-হেতু উনি টাকাকড়ির দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অসহায় অবস্থাতেই ব্যবসা শুরু করেছিলেন, যেহেতু তিনি বিজ্ঞাপন দেওয়াতে বিশ্বাস না রেখে, বরং মুখের কথার ওপরেই নির্ভর করতেন আর সত্যি কথা বলতে কি, যে-যেতু ওঁর জলপাই তেলটা প্রতিযোগীদের তেলের চাইতে কোনো অংশে ভালো ছিল না, সেইজন্য মামুলি ব্যবসায়ীদের সাধারণ কৌশলগুলো উনি ব্যবহার করতে পারতেন না। ওঁকে নির্ভর করতে হত নিজের ব্যক্তিত্বের জোরের ওপর, একজন 'শ্রদ্ধাভাজন' ব্যক্তি বলে নিজের খ্যাতির ওপর।

যুবা বয়সেও ভিটো কর্লিয়নিকে সকলেই একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলে জানত। কাউকে কখনো উনি শাসাতেন না। এমন সব যুক্তি দেখিয়ে কথা বলতেন যে কেউ তাঁর বক্তব্য অস্বীকার করতে পারত না। অন্যরাও যাতে তাদের ন্যায্য ভাগ পায়, সেদিকে সর্বদা তাঁর দৃষ্টি থাকত। কারো ক্ষতি হত না। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ উপায়েই এসব তিনি করতেন। অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবসায়ীর মতো উনিও বুঝেছিলেন যে মুক্ত প্রতিযোগিতায় বড় ক্ষতি হয়, একচেটিয়া ব্যবসা অনেক বেশি সুফলপ্রদ। কাজেই উনি সেই সুফলপ্রদ একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলবারই ব্যবস্থা করতেন। ব্রুকলিনে কয়েকজন পাইকারি তেল ব্যবসায়ী ছিল, ভারি মেজাজ তাদের, ভারি জেদ, কিছুতেই যুক্তির কথা শুনবে না। এরা কিছুতেই ভিটো কর্লিয়নির স্বপ্নের কথা মানবে না, স্বীকার করবে না, যদিও ভিটো নিজে অনেকখানি ধৈর্য ধরে সমস্ত খুঁটিনাটি সুদ্ধ ব্যাপারটা তাদের কাছে বুঝিয়ে বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে শূন্যে দু হাত তুলে, ভিটো গিয়ে, টেসিওকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রুকলিনে একটা আস্তানা গেড়ে, সমস্যাটার সমাধান করতে। তারপর কত মালগুদাম পুড়ল, গাড়ি গাড়ি সবুজ জলপাই-তেল মাটিতে পড়ে জলের ধারের পাথর-বাঁধানো পথে কত পুকুর সৃষ্টি করল। একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক ছিল, ভারি দাম্ভিক, মিলানে বাড়ি তার, সাধুসন্তদের যীশুখৃষ্টে যত না বিশ্বাস, এ-লোকটার পুলিসের ওপর তার চাইতেও বেশি বিশ্বাস। সে সত্যি সত্যি পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে দেশভাইদের নামে নালিশ করতে গেল, দশ শতকের পুরনো 'ওমের্তা' অর্থাৎ নীরবতার নিয়ম পর্যন্ত ভাঙল। কিন্তু ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবার আগেই পাইকারি ব্যবসাদারটি অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ তাকে আর কখনো চোখে

দেখল না, সতীসাধ্বী স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল, তবে ভগবানের দয়ায় ছেলেমেয়েগুলো যথেষ্ট বড় হয়েছিল, তারা ব্যবসার ভার নিতে পারল, নিয়ে তারা গেন্কোর বিশুদ্ধ তেলের কোম্পানির সঙ্গে মিটমাট করে নিল।

মহৎ লোকেরা কিন্তু মহৎ হয়েই জন্মান না, তাঁরা ক্রমে ক্রমে মহৎ হয়ে ওঠেন, ভিটো কর্লিয়নিও তাই হলেন। আইনতঃ যখন মদ নিষিদ্ধ হয়ে গেল, মদ বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন ভিটো কর্লিয়নি চরম পদক্ষেপ নিয়ে, একজন সাধারণ, কিঞ্চিৎ নির্মম ব্যবসাদারের পদ থেকে বে-আইনী ব্যবসার জগতে একজন প্রতিপত্তিশালী ডন বা নেতার পদে উন্নীত হলেন। এক দিনে এটা সম্ভব হয়নি, এক বছরেও নয়, কিন্তু মদ নিষিদ্ধ হবার সময়টার শেষে যখন অ্যামেরিকার সব ব্যবসাতে নিদারুণ মন্দা পড়েছিল, ততদিনে ভিটো কর্লিয়নি হয়ে উঠেছিলেন ধর্মবাপ, ডন, ডন কর্লিয়নি।

হেলাফেলা করেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। ততদিনে গেন্কোর বিশুদ্ধ তেল কোম্পানির মাল সরবরাহের জন্য ছটা ট্রাক কেনা হয়েছিল। একদল ইতালীয় বে-আইনী মদ চালানকারী ক্লেমেন্জার মধ্যস্থতায় ভিটো কর্লিয়নির কাছে এসেছিল। তারা ক্যানাডা থেকে অ্যাল্কোহল আর হুইস্কি বে-আইনী ভাবে নিয়ে আসত। নিউইয়র্ক শহরে মাল সরবরাহের জন্য তাদের ট্রাক আর কর্মী দরকার। এমন সব লোক দরকার, যারা নির্ভরযোগ্য, বিচক্ষণ, যাদের মনের আর গায়ের জোর আছে। ট্রাক ভাড়া আর লোক ভাড়া বাবদ তারা ভিটো কর্লিয়নিকে টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল। এত বেশি টাকা দিতে প্রস্তুত যে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর তেলের ব্যবসা অনেকখানি খাটো করে এনে, ট্রাকগুলোকে প্রায় সর্বক্ষণের জন্য বে-আইনী ব্যবসায়ীদের কাজে লাগালেন। ঐ লোকগুলোর প্রস্তাবের সঙ্গে খানিকটা মোলায়েম শাসানি থাকা সত্ত্বেও তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। অত কাল আগেও ভিটো কর্লিয়নির বুদ্ধি এতখানি পরিণত ছিল যে দুটো-একটা শাসানিতে তিনি অপমান বোধ করতেন না। কিংবা রেগেমেগে কোনো লাভজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন না। শাসানিটাকে যাচাই করে দেখেছিলেন, ওতে কোনো পদার্থ আছে বলে মনে হয়নি; নতুন সহকর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা একটু নেমে গেছিল, এমনি নির্বোধ ব্যাটারা, যেখানে শাসানির কোনো দরকার নেই, সেখানেও শাসায়! সময়কালে তাঁকে এই বিষয়ে খানিকটা ভেবে দেখতে হবে।

এবারও ভিটো সাফল্য লাভ করলেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হল, খানিকটা জ্ঞান, কয়েকটা যোগসূত্র আর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ব্যাঙ্কাররা যে ভাবে জামিনের দলিলপত্র জমা করে রাখে, উনি সেইভাবে সৎকর্ম সংগ্রহ করতে লাগলেন। এর পরবর্তী ক বছরের মধ্যে দেখা গেল যে ভিটো কর্লিয়নি শুধু যে গুণীই ছিলেন তা নয়, নিজের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভাও ছিল।

ওদিকে যত ইতালীয় পরিবার নিজদের বাড়িতে বে-আইনী ভাবে ছোট ছোট

মদের আড্ডা খুলে, অবিবাহিত শ্রমিকদের কাছে পনেরো সেন্টে এক গেলাস মদ বেচত, ভিটো কর্লিয়নি তাদের সকলের রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীমতী কলম্বোর ছোট ছেলে যখন গির্জায় 'আস্থাবান' হল, উনি তার 'ধর্মবাপ' হয়েছিলেন, তাকে একটা কুড়ি ডলারের সোনার টাকা উপহার দিয়েছিলেন। এদিকে পুলিস যে মাঝে মাঝে তাঁর দুটো-একটা ট্রাক আটক করবে সেটা তো জানা কথা, কাজেই গেন্‌কো আবানদাণ্ডো একজন ওস্তাদ উকিল ভাড়া করে রাখল, যার সঙ্গে পুলিসের আর বিচারালয়ের বহু লোকের খুব খাতির ছিল। টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হল, দেখতে দেখতে কর্লিয়নি সংগঠনের একটা বেশ বড়সড় ফিরিস্তি তৈরি হল, তাতে যে-সব পদাধিকারীদের মাসে মাসে টাকা দেওয়া হবে, তাদের নাম লেখা হয়ে থাকল। উকিল যখন এত খরচের জন্য কুণ্ঠিত হয়ে, ফিরিস্তিটা ছোট করার চেষ্টা করেছিল, ভিটো কর্লিয়নি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'না, না। সকলের নাম রাখ, এখনি আমাদের কাজে না লাগলেও, রাখ। আমি বন্ধুত্বে বিশ্বাস করি, এবং আগে আমার দিক থেকেই বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে রাজী আছি।"

সময়কালে কর্লিয়নি সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃত হল, আরো ট্রাক কেনা হল, ফিরিস্তিটা আরো লম্বা হল। তাছাড়া টেসিও আর ক্লেমেন্‌জার সঙ্গে যে লোকরা কাজ করত, তারাও সংখ্যায় বাড়ল। সমস্ত ব্যাপারটাকে সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ভিটো কর্লিয়নি সংগঠনটাকে একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেললেন। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে 'ক্যাপোরেজিমি' বা কাপ্তান উপাধি দিলেন; তাদের নিচে যারা কাজ করত, তারা সবাই হল সৈনিক। গেন্‌কো আবানদাণ্ডোকে করলেন নিজের 'কনসিলিওরি', অর্থাৎ উপদেষ্টা। নিজের আর যে-কোনো প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যিখানে অনেকগুলো নিরাপত্তার স্তর রাখলেন। হুকুম দিলে, দিতে হয় গেন্‌কোকে, নয়তো ক্যাপোরেজিমিদের একজনকে, সেখানে আর কেউ উপস্থিত থাকত না। ওদের মধ্যে বিশেষ কাউকে কোনো হুকুম দিলে, কদাচিৎ তার কোনো সাক্ষী থাকত। তারপর টেসিওর দলকে আলাদা করে দিয়ে, ওদের হাতে ব্রুকলিনের ভার দিলেন। টেসিওকেও ক্লেমেন্‌জার কাছ থেকে সরালেন। যেমন বছরগুলো কাটতে লাগল, ভিটো ওদের বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁর ইচ্ছা নয় ওরা পরস্পরের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে, এমন কি নিতান্ত দরকার না পড়লে, সামাজিক ভাবেও নয়। টেসিওর বুদ্ধি বেশি, তার কাছে কথাটা বলতেই, সে তাঁর উদ্দেশ্যটা বুঝে নিল; যদিও ভিটো বলেছিলেন আইনের কাছ থেকে নিরাপত্তার জন্যই এটা দরকার। টেসিও বুঝতে পেরেছিল যে আসলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার সুযোগ ভিটো তাঁর ক্যাপোরেজিমিদের দিতে চান না।

টেসিও এও বুঝত যে এর মধ্যে কোনো আক্রোশের কথা নেই, এ-সবই হল নিরাপত্তার বিচক্ষণ ব্যবস্থা। তার বদলে টেসিওকে ব্রুক্‌লিনে ভিটো অনেকখানি

স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যদিও ক্লেমেন্‌জার ব্রুক্সের জায়গীরটা নিজের হাতের মুঠোয় রাখতেন। ক্লেমেন্‌জার সাহস ছিল বেশি, মানুষটা বেশি বেপরোয়া, বাইরে থেকে অত হাসিখুশি হলেও, নিষ্ঠুরও বেশি। তার খানিকটা কড়া বাঁধন দরকার ছিল।

ত্রিশের মন্দার ফলে ভিটো কর্লিয়নির ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছিল। বাস্তবিক সেই সময় থেকেই সকলে তাঁকে ডন কর্লিয়নি বলে ডাকতে শুরু করেছিল। শহরের সর্বত্র সৎ লোকেরা বৃথাই সৎ চাকরি খুঁজে বেড়াত। গর্বিত লোকেরা নিজেদের আর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মাথা হেঁট করে দাম্ভিক সরকারী ব্যবস্থা থেকে দান গ্রহণ করতে বাধ্য হত। কিন্তু ডন কর্লিয়নির লোকেরা সেই সময় মাথা উঁচু করে, টাকায় নোটে পকেট বোঝাই করে, পথে বেরোত। তাদের চাকরি যাবার ভয় ছিল না। এমন কি ডন কর্লিয়নির মতো একজন বিনয়ী পুরুষও একটুখানি গর্ব বোধ না করে পারতেন না। তাঁর নিজের এলাকার, নিজের লোকদের জন্য তিনি যথেষ্ট করতেন। যারা তাঁর ওপর নির্ভর করত, তাঁর জন্য কপালের ঘাম ফেলত, তাঁর কাজে জীবন ও মুক্তি পণ করত, তাদের তিনি ডুবিয়ে দিতেন না। দৈবাৎ যদি তাঁর কোনো কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যেত, হতভাগার পরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য টাকা দেওয়া হত, কিপ্টের মতো ভিখিরির যোগ্য খুদকুঁড়ো নয়, স্বাধীন অবস্থায় লোকটি যত মাইনে পেত, তার সবটুকুই!

এটাতে অবশ্য শুধু খৃষ্টান বদান্যতা ছিল না। তাঁর সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও ডন কর্লিয়নিকে স্বর্গের দেবতা বলে মনে করত না। এই দাক্ষিণ্যের মধ্যেও খানিকটা স্বার্থ ছিল। তাঁর যে কর্মীরা জেলে যেত, তারা জানত যে মুখটা একটু বুজে থাকলেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কোনো অভাব হবে না। পুলিসের কাছে চুকলি না করলে জেল থেকে বেরিয়েই সাদর অভ্যর্থনা পাবে। তার বাড়িতে ভোজের আয়োজন করা হবে; ঘরে তৈরি 'রাভিওলি', মদ, পেস্ট্রি দিয়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা ওর স্বাধীনতা উৎসব করবে। তারপর রাতে এক সময় কনসিলিওরি গেন্‌কো আবানদাণ্ডো, চাই কি ডন নিজেও, একবার এসে এমন জবরদস্ত বাহাদুরকে অভিনন্দন জানিয়ে যাবেন। ওর সম্মানার্থে হয়তো তিনি এক গেলাস মদ খেয়ে, প্রচুর টাকা উপহার দিয়ে যাবেন, লোকটি যাতে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে যোগ দেবার আগে দু-এক সপ্তাহ সপরিবারে কিঞ্চিৎ আমোদ করতে পারে। এমনি অপার ছিল ডন কর্লিয়নির সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা।

এই সময় ডনের ধারণা হল যে বৃহত্তর জগৎ ক্রমাগত তাঁর চলার পথে বাদ সাধে, তাকে তাঁর শত্রুরা যে-ভাবে পরিচালিত করে, উনি তাঁর নিজের এলাকাটি তার চাইতে ঢের ভালোভাবে চালান। পাড়ার যে-সব গরীব লোকরা সাহায্যের জন্য বারেবারে তাঁর কাছে আসত, তারাও এই ধারণাটিকে পরিপুষ্ট করত। সরকারী জন-সাহায্য পেতে, কোনো অল্প-বয়সী ছেলেকে চাকরি পাইয়ে দিতে, কিংবা জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে, অতি বড় দুর্দিনে কিছু টাকা ধার দিতে,

বেকার ভাড়াটের কাছ থেকে অবুঝ বাড়িওয়ালারা ভাড়া দাবি করলে মধ্যস্থতা করতে, তিনি ছাড়া আর কে ছিল।

সবাইকে ডন ভিটো কর্লিয়নি সাহায্য করতেন। শুধু তাই নয়, খুশি হয়েই সাহায্য করতেন, সেই সঙ্গে দুটো উৎসাহের কথাও বলতেন, যাতে ভিক্ষার তিক্ত স্বাদটা ঘুচে যায়। কাজেই রাজ্যের বিধান মণ্ডলে, কিংবা পৌর সংস্থানে, কিংবা কংগ্রেসে ওদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য কাকে ভোট দেবে ভেবে না পেয়ে, ঐ সব ইতালীয় নাগরিকরা যে পরামর্শের জন্য ওদের ধর্মবাপ ডন কর্লিয়নির কাছে ছুটে আসবে সে আর বিচিত্র কি। এইভাবে তিনি ক্রমে একটা রাজনৈতিক পাণ্ডা হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর কাছে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন দলীয় নেতারা পরামর্শ করতে আসত। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদের বুদ্ধি দিয়ে তিনি নানা ভাবে এই ক্ষমতাটাকে আরো জোরদার করে তুললেন : গরীব ইতালীয় পরিবারের গুণী ছেলেদের কলেজে পড়ার খরচ চালাতে সাহায্য করতেন। এই সব ছেলেরাই পরে উকিলের, সহকারী আঞ্চলিক অ্যাটর্নির, এমন কি আদালতের বিচারকের পদ পেত। একজন মহান্ জাতীয় নেতার মতো তিনি দূরদৃষ্টি দিয়ে নিজের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতেন।

যখন মদ নিবারণ আইন উঠে গেল, ডনের এই সাম্রাজ্য একটা মোক্ষম আঘাত খেল, কিন্তু তারও প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছিলেন। ১৯৩৩ সালে, ম্যানহ্যাটানের সমস্ত জুয়োখেলা, ডকের যত 'ক্র্যাপ' খেলা এবং সেই সঙ্গে বেস্‌বল খেলার সঙ্গে যেমন হট্‌ডগ বিক্রি চলে, তেমনি যে-সব টাকাকড়ির খেল্ চলত, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কিংবা ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলা, বে-আইনী জুয়োর আড্ডায় পোকার খেলা, হারলেমে যত পলিসি কিংবা নম্বর নিয়ে নষ্টামি চলত—এই সমস্তই চালাত যে লোকটি, তার কাছে ডন তাঁর একজন অনুচর পাঠালেন। লোকটির নাম ছিল সাল্‌ভাতোরি মারান্‌জানো, সে ছিল নিউ ইয়র্কের দুষ্কৃতকারীদের জগতের একজন সর্বজনস্বীকৃত 'পেৎসোনো ভাস্তি', '৯০ ক্যালিবার', অর্থাৎ পাণ্ডা। কর্লিয়নিদের অনুচররা প্রস্তাব করল আধাআধি বখরার ব্যবস্থা হোক, তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ হবে। কর্লিয়নির ছিল সংগঠন, পুলিসি আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, তার সাহায্যে তিনি মারান্‌জানোদের ক্রিয়াকলাপের ওপর একটা সংরক্ষণের মজবুত ছাতা ধরতে পারতেন, তাছাড়া ব্রুকলিন আর ব্রঙ্কস্ পর্যন্ত তাদের সক্রিয়তা বিস্তার করার ক্ষমতা যোগাতে পারতেন। কিন্তু মারান্‌জানো লোকটার দৃষ্টি বেশিদূর যেত না, সে কর্লিয়নির প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। বিখ্যাত অ্যাল ক্যাপনি ছিল মারান্‌জানোর বন্ধু, তার নিজেরও একটা সংগঠন ছিল, নিজের লোকজন ছিল, বিস্তর যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল। এই ভুঁইফোঁড়টার যত না একজন প্রকৃত ম্যাফিওসি বলে খ্যাতি ছিল, তার চাইতে বেশি খ্যাতি ছিল পার্লামেণ্টে তর্ক করার জন্য। মারান্‌জানোর এই প্রত্যাখ্যানের ফলে ১৯৩৩ সালের বিখ্যাত দলীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছিল; তারই ফলে নিউ ইয়র্ক শহরের দুষ্কৃতকারীদের

জগতের সমস্ত গঠন প্রণালীই বদলে গেছিল।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়েছিল দু পক্ষের শক্তি সমান নয়। সাল্ভাতোরি মারান্জানোর ছিল একটা শক্তিশালী সংগঠন, জোরালো সব গুণ্ডা। শিকাগোর ক্যাপনির সঙ্গে তার ভাব ছিল, সেখান থেকে সাহায্য আনতে পারত। টাটাগ্লিয়া পরিবারের সঙ্গেও তার সদ্ভাব ছিল, তাদের হাতে ছিল শহরের বেশ্যা ব্যবসা আর ছিল সে-সময়কার যৎসামান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। তার ওপর কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী বণিক নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ ছিল, তারা ওর গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়ে তৈরি-পোশাক কেন্দ্রের ইহুদী শ্রমিকসঙ্ঘবাদীদের আর বাড়ি তৈরির ব্যবসার ইতালীয় নৈরাশ্যবাদীদের সঙ্ঘের ওপর অত্যাচার করত।

এর বিপক্ষে ডন কর্লিয়নি মাত্র দুটি ছোট ছোট, কিন্তু ক্লেমেন্জা আর টেসিওর নেতৃত্বে নিখুঁত ভাবে সংগঠিত, সেনাদল এনে ফেলতে পারতেন। ডনের রাজনৈতিক আর পুলিসি পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থন মারান্জানোর বণিক নেতাদের বলের কাছে নিরর্থক হয়ে যেত। তবে ডনের একটা সুবিধা ছিল যে তাঁর সংগঠন সম্বন্ধে শত্রুপক্ষের কিছুই জানা ছিল না। দুষ্কৃতকারীদের জগৎ তাঁর সৈনিকদের প্রকৃত শক্তির কথা জানত না, এমন কি সকলের ধারণা ছিল যে ব্রুক্লিনে টেসিওর সংগঠনটি একটা আলাদা এবং স্বাধীন ব্যাপার।

তা সত্ত্বেও দুই পক্ষের শক্তি সমান ছিল না, যতদিন না এক মোক্ষম চাল চেলে ভিটো কর্লিয়নি সমস্ত বিজোড় সংখ্যাগুলো সমান করে দিলেন।

ঐ ভুঁইফোঁড়টাকে 'নেই' করে দেবার জন্য মারান্জানো ক্যাপনির কাছে তার সব চাইতে দক্ষ বন্দুকধারীদের দুজনকে চেয়ে পাঠিয়েছিল। শিকাগোতে কর্লিয়নি পরিবারেরও বন্ধুবান্ধব গুপ্তচর ইত্যাদি ছিল, তারা খবর দিল যে ঐ বন্দুকধারীরা ট্রেনে করে আসছে। ভিটো কর্লিয়নি ওদের একটা ব্যবস্থা করবার জন্য লুকা ব্রাসিকে পাঠালেন। লুকাকে এমন সব নির্দেশ দিলেন যার ফলে ঐ অদ্ভুত লোকটির মনের সব চাইতে নৃশংস পৈশাচিক দিকটা ছাড়া পেল।

ব্রাসি আর তার চারজন লোক রেল-স্টেশনে গিয়ে শিকাগোর ঘাতকদের অভ্যর্থনা জানাল। ব্রাসির লোকদের একজন একটা ট্যাক্সি যোগাড় করে, চালক হয়ে বসে রইল। স্টেশনের মালবাহক আগন্তুকদের ব্যাগগুলো তুলে, ওদের ঐ ট্যাক্সিটার কাছেই নিয়ে গেল। ওরা যেই গাড়িতে উঠল, ব্রাসি আর তার একজন লোক, বন্দুক বাগিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, নিচে পা রাখার জায়গায় ওদের শুইয়ে দিল। ডকের কাছে একটা মালগুদাম ব্রাসি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিল, ট্যাক্সি সেখানে পৌঁছল।

ক্যাপনির লোক দুটোর হাত পা বাঁধা হল আর মুখে ছোট দুটো তোয়ালে পোরা হল, যাতে চ্যাঁচাতে না পারে।

তারপর দেয়ালের কাছ থেকে একটা কুড়ুল নিয়ে ব্রাসি ক্যাপনির একটা লোককে কোপাতে আরম্ভ করল। প্রথমে পায়ের পাতা দুটো কেটে ফেলে দিল,

তারপর হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটোকে, তারপর জোড়ার কাছ থেকে উরু দুটো, ভারি শক্তিশালী শরীর ছিল ব্রাসির, তবু অনেকবার করে কুড়ুল বসাতে হয়েছিল। ততক্ষণে অবশ্য তার শিকারটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল আর মালগুদামের মেঝেতে রক্ত-মাংসের ছড়াছড়ি হয়ে জায়গাটা একেবারে পিছল হয়ে গেছিল। তারপর দ্বিতীয় শিকারের দিকে ফিরে ব্রাসি দেখল আর কষ্ট করবার দরকার নেই। স্রেফ ভয়ের চোটেই ক্যাপনির দু নম্বরের ঘাতক তোয়ালে গিলে, দম আটকে, মরে রয়েছে। ময়না তদন্তের সময় পুলিসের ডাক্তার লোকটার পেটের ভিতরে ঐ তোয়ালে পেয়েছিল।

এর কিছুদিন পরে শিকাগোতে ক্যাপনিরা ভিটো কর্লিয়নির কাছ থেকে এক বার্তা পেল। বার্তার সারমর্ম হল : "এখন তো বুঝলে আমি শত্রুদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করি। দুজন সিসিলীয়র মধ্যে যদি ঝগড়া হয়, তার মাঝখানে একজন নিয়াপলিটান হস্তক্ষেপ করে কেন? যদি তোমরা আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের কাছে অনুগ্রাহী হয়ে থাকব এবং তোমরা দাবি করলেই সে ঋণ শোধ করব। তোমার মতো মানুষ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে এমন বন্ধু থাকা কত বেশি লাভজনক, যে তোমার কাছে কোনো সাহায্য চাইবে না, নিজের ব্যাপার নিজে সামলাবে, অথচ ভবিষ্যতে তোমার কোনো বিপদ হলে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। যদি আমার বন্ধুত্ব না চাও, তবে তাই হোক। কিন্তু তাহলে আমি তোমাকে জানাতে বাধ্য যে এখানকার আবহাওয়া বড় আর্দ্র, নিয়াপলিটানদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, অতএব তোমাকে পরামর্শ দিই এখানে কখনো এসো না।"

এই চিঠির দাম্ভিকতাটা ইচ্ছাকৃত। ক্যাপনিরা নির্বোধ, প্রকাশ্য ভাবে গলাকাটা খুনে, তাই ডন ওদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন প্রকাশ্যে বড় বেশি চালবাজি করে আর দুর্নীতি-লব্ধ টাকার জাঁক করেই ক্যাপনি তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি হারিয়েছে। ডন বুঝতেন, এমন কি নিশ্চিত জানতেন যে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আর একটা সামাজিক ছদ্মবেশ না থাকলে, ক্যাপনির কিংবা ঐ ধরনের আর কারো জগৎকে সহজেই ধূলিসাৎ করে দেওয়া যায়। উনি জানতেন ক্যাপনি এবার ধ্বংসের পথ ধরেছে। তিনি এও জানতেন যে শিকাগো শহরের ভিতরে ক্যাপনির ক্ষমতা যতই ভয়াবহ আর বিস্তৃত হোক না কেন, সে ক্ষমতা শহরের সীমানার বাইরে অবধি পৌঁছত না।

ডনের চালটি সফল হল। হিংস্রতার কারণে নয়, তাঁর প্রতিক্রিয়ার হাড়-জমানো দ্রুততার জন্য, ত্বরিৎ গতির জন্য। ওরা বুঝল ওদের খবর সরবরাহের বিভাগকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে এখন আর কিছু করতে গেলে বিষম বিপদ হবে। তার চাইতে অনেক ভালো, অনেক বুদ্ধির কাজ হল ওঁর বন্ধুত্বের এবং তৎসংলগ্ন সুবিধাগুলোর প্রস্তাবটি গ্রহণ করা। ক্যাপনিরা উত্তরে জানাল তারা আর হস্তক্ষেপ করবে না।

দু হাতের তাস সমান হল। ক্যাপনিদের মাথা হেঁট করার ফলে সারা যুক্ত-

রাষ্ট্রের দুষ্কৃতকারীদের জগতে ভিটো কর্লিয়নির সম্মান অনেকখানি বেড়ে গেল। ছ মাস ধরে তিনি মারানজানোদের ওপর টেক্কা দিলেন। তাদের ক্র্যাপ খেলার এলাকায় হানা দিলেন, হারলেমে তাদের প্রধান পলিসি ব্যাঙ্কারকে খুঁজে বের করে, তার কাছ থেকে একদিনের খেলার ফল বাগিয়ে নেওয়ালেন, শুধু টাকাকড়িগুলো নয়, নথিপত্রসুদ্ধ। সমস্ত রণক্ষেত্রে তিনি শত্রুদের সম্মুখীন হলেন। এমন কি, তৈরি কাপড়ের ব্যবসার ক্ষেত্রেও ক্লেমেনজাকে সদলবলে পাঠালেন শ্রমিকসঙ্ঘের পক্ষ নিয়ে, মারানজানো আর পোশাকের কারবারের মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়তে। প্রত্যেক রণক্ষেত্রেই ওঁর বুদ্ধি ও পরিচালনা বেশি ভালো ছিল, কাজেই তিনিই হলেন জয়ী। ক্লেমেনজার সহাস্য হিংস্রতাকে কর্লিয়নি খুব কৌশল করে খাটাতেন, তার ফলে যুদ্ধের গতি ফিরে যেত। তারপর ডন কর্লিয়নি টেসিওর সযত্নে রক্ষিত সেনাদল পাঠালেন স্বয়ং মারানজানোর উদ্দেশ্যে।

ততদিনে শান্তি প্রার্থনা করে মারানজানো দূত পাঠিয়েছিল। ভিটো কর্লিয়নি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি, কোনো না কোনো অজুহাতে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ওদিকে মারানজানোর দলের লোকরা তাদের নেতাকে ফেলে পালাচ্ছিল, যে যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত তাতে প্রাণ দিয়ে কি লাভ? বুকমেকাররা আর মহাজনরা কর্লিয়নি সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য টাকা দিচ্ছিল। যুদ্ধ একরকম শেষই হয়ে গেছিল।

অবশেষে ১৯৩৩ সালের বর্ষারম্ভের আগের রাত এল। এদিকে টেসিও মারানজানোর সংরক্ষণ সীমানার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। মারানজানোর লেফটেনান্টরা তার সঙ্গে মিটমাট করতে ব্যগ্র হয়ে তাদের নেতাকে সর্বনাশের হাতে সঁপে দিতে রাজী হয়েছিল। তারা মারানজানোকে বলল, ব্রুকলিনের একটা রেস্তোরাঁতে কর্লিয়নির সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মারানজানোর দেহরক্ষী হয়ে তারাও সঙ্গে গেল। খোপ-কাটা একটা টেবিলে তাকে বসিয়ে দিল তারা। সে বিমর্ষচিত্তে এক টুকরো রুটি চিবুতে লাগল। এমন সময় টেসিও চারজন লোক নিয়ে ঢুকল, দেহরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে পালাল। টেসিওর দণ্ডদান যেমন দ্রুত তেমনি অব্যর্থ। বন্দুকের গুলিতে মারানজানোর শরীর ক্ষতবিক্ষত, মুখভরা আধ-চিবোনো পাঁউরুটি। যুদ্ধ থেমে গেল।

মারানজানোর সাম্রাজ্য এর পর কর্লিয়নি সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেল। ডন কর্লিয়নি দর্শনী সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন; যে যার বুকমেকিং আর পলিসি নম্বরের চালবাজিতে থেকে গেল। মুনাফা হিসাবে তৈরি কাপড়ের কেন্দ্রের শ্রমিকসঙ্ঘে তাঁর একটা পা রাখার জায়গা হল; পরবর্তীকালে এর অনেকখানি গুরুত্ব দেখা গেছিল। এদিকে ব্যবসার গণ্ডগোল মিটিয়ে নেবার পর, ডন দেখলেন বাড়িতেও গণ্ডগোল।

সান্তিনো কর্লিয়নি, সনির, তখন ষোল বছর বয়স; সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাথায় ছ ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, ভারি মুখ, দেখতে ইন্দ্রিয়াসক্ত, তবে একেবারেই

মেয়েলী নয়। ফ্রিডো যেমন চুপচাপ, আর মাইকেল সবে হাঁটতে শিখেছে, শুধু সনিকে নিয়ে একটার পর একটা গোলমাল। কেবলই মারামারিতে জড়িয়ে পড়ত, স্কুলে পড়াশুনো করত না, শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধ্যায় ক্লেমেন্‌জা এল ডনের কাছে। সে ছিল ছেলেটার ধর্মবাপ, কিছু বলা তারই কর্তব্য, ডনকে সে জানাল যে সনি একটা সশস্ত্র ডাকাতিতে যোগ দিয়েছিল, বোকার মতো কাজ, কিন্তু তার ফলটা খুব খারাপ হতে পারত। বোঝাই যাচ্ছিল যে সনিই হল পালের গোদা, অন্য ছেলে দুটো ওরই সাকরেদ।

ভিটো কর্লিয়নি কদাচিৎ রেগে চতুর্ভুজ হতেন, এবার হলেন। বছর তিনেক ধরে টম হেগেনও ওঁদের বাড়িতে বাস করছিল; ভিটো ক্লেমেন্‌জাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাপ-মা মরা ছেলেটাও ঐ ব্যাপারে জড়িত ছিল কি না। ক্লেমেন্‌জা মাথা নাড়ল। তখন ভীষণ রেগে উঠে, ভিটো তাঁর হোঁৎকা ছেলেকে সিসিলীয় ভাষায় গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিলেন। রাগ দেখাবার জন্য সিসিলীয় ভাষার মতো ভাষা নেই। শেষে ভিটো একটা প্রশ্ন করলেন, "এমন একটা কাজ করবার অধিকার তুমি কোথায় পেলে? এমন কাজ করবার ইচ্ছাই বা হল কেন?"

সনি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডন বললেন, "আর কি বুদ্ধি! এক রাত খেটে পেয়েছিলে কত? একেকজনে পঞ্চাশ ডলার? নাকি কুড়ি ডলার? কুড়িটা ডলারের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিলে, অ্যাঁ?"

শেষের কথাগুলো যেন কানেই যায়নি এমনভাবে উদ্ধত কণ্ঠে সনি বলল, "তুমি ফানুচিকে মেরেছিলে, আমি দেখেছিলাম।"

ডন বললেন, "ও-ও!" বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। সনি বলল, "ফানুচি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে, মা বলল এখন বাড়ির ভিতর যেতে পারি। দেখলাম তুমি ছাদে উঠলে, আমিও পিছন পিছন উঠলাম। কি কি করলে সব দেখলাম। ছাদেই ছিলাম, তোমাকে ওয়ালেটটা আর বন্দুকটা ফেলে দিতে দেখলাম।"

তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডন বললেন, "তাহলে কি রকম ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে তোমাকে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু তুমি কি স্কুলের পড়া শেষ করতে চাও না, উকিল হতে চাও না? এক হাজার লোক মুখোশ পরে বন্দুক নিয়ে যত টাকা চুরি করতে পারে, একটা ব্রীফকেসের সাহায্যে একেকজন উকিল তার চেয়ে বেশি পারে।"

সনি মুচকি হেসে ধূর্তভাবে বলল, "আমি আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকতে চাই।" যখন দেখল ডনের মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হল না, রসিকতাটা শুনেও হাসলেন না, সনি তাড়াতাড়ি বলল, "আমি জলপাই-তেল বিক্রি শিখতে পারি।"

তবু ডন কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে কাঁধ তুলে বললেন, "প্রত্যেকটি

মানুষের একটা নিয়তি থাকে।" সেই সঙ্গে এ-কথা অবশ্য বললেন না যে ফানুচির হত্যাকাণ্ড দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলের নিয়তিও নির্দিষ্ট হয়ে গেছিল। মুখটা শুধু ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "কাল সকালে নটার সময় এসো। কি করতে হবে গেন্‌কো দেখিয়ে দেবে।"

কন্‌সিলিওরির কাজ করতে হলে যে বিচক্ষণ অন্তর্দৃষ্টির দরকার, তার সাহায্যে গেনকো আবানদাণ্ডো নিশ্চয়ই ডনের আসল ইচ্ছাটা বুঝে নিয়েছিল। সনিকে সে প্রধানতঃ ডনের দেহরক্ষীর কাজে রাখত; তাহলে ডন হওয়ার সূক্ষ্ম দিকগুলো সম্বন্ধেও সনির চাক্ষুষ শিক্ষা হবে। এর ফলে ডনেরও একটা অধ্যাপনার দিক খুলে যেতে লাগল। বড় ছেলেকে পাঠ দেবার অভিপ্রায়ে, কি করে সাফল্য লাভ করতে হয়, এই বিষয়ে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন।

একদিকে যেমন ডন প্রায়ই বলতেন মানুষের একটাই নিয়তি থাকে, অপর দিকে থেকে থেকে রেগে ওঠার জন্য সনিকে উনি প্রায়ই তিরস্কার করতেন। ডন মনে করতেন লোককে শাসানো হল নিজের দুর্বলতা প্রকাশের মূঢ়তম উপায়। না ভেবেচিন্তে রাগ দেখানো যে কোনো মানুষের সব চাইতে বিপজ্জনক অভ্যাস। ডনকে কেউ কখনো কাউকে খোলাখুলি ভয় দেখাতে শোনেনি, রেগে সংযম হারাতে তাঁকে কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর পক্ষে সে-রকম ব্যবহার চিন্তার বাইরে ছিল। কাজেই নিজের প্রশিক্ষণগুলি তিনি সনিকে শেখাবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, "শত্রু যদি তোমার দোষগুলো বড় করে দেখে তার চাইতে বেশি সুবিধা জীবনে আর হয় না, এক যদি না বন্ধুরা তোমার গুণগুলোকে ছোট করে দেখে।"

ক্যাপোরেজিমি ক্লেমেন্‌জা তখন সনিকে হাতে নিয়ে, তাকে গুলি চালাতে, ফাঁস পরাতে শেখাল। সনির ঐ ইতালীয় কায়দার দড়ির ফাঁস পছন্দ ছিল না, ও বড় বেশি মার্কিনীভাবাপন্ন ছিল। ওর পছন্দ ছিল সহজ, সরল, নৈর্ব্যক্তিক অ্যাংলোস্যাক্সন বন্দুক। এতে ক্লেমেন্‌জা দুঃখ পেত। সনি কিন্তু ক্রমে বাপের নিত্য এবং প্রিয় সহচর হয়ে উঠল, ওঁর গাড়ি চালাত, খুঁটিনাটি কাজে ওঁকে সাহায্য করত। এর পরের দু বছর ওদের দেখে মনে হত একজন সাধারণ ছেলে যেন বাপের ব্যবসা শিখেছে। খুব বুদ্ধিমানও ছিল না সে, খুব বেশি আগ্রহও দেখা যেত না, একটা আরামের চাকরি পেয়ে তাকে সন্তুষ্ট বলেই মনে হত।

এদিকে ওর কৈশোরের বন্ধু এবং প্রায় পুষ্যি নেওয়া ভাইয়ের স্বরূপ টম হেগেন কলেজে পড়াশনা করছিল। ফ্রিডো তখনো হাইস্কুলে; সবার ছোট ভাই মাইকেল গ্র্যামার স্কুলে, আর ছোট বোন কনি চার বছরের শিশু। অনেক দিন হল ওরা ব্রঙ্কসে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছিল, ডন কর্লিয়নি লং আইল্যাণ্ডে একটা বাড়ি কেনার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্যান্য যে-সব পরিকল্পনা ছিল, তার সঙ্গে ঐ ব্যবস্থাটাকে খাপ খাইয়ে নিতে চাইছিলেন।

ভিটো কর্লিয়নি ছিলেন আদর্শবাদী। অ্যামেরিকার সমস্ত বড় শহরের বে-আইনী ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে মরছিল। এখানে-ওখানে

ডজন ডজন গেরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত হচ্ছিল ; যত সব উচ্চাভিলাষী গুণ্ডারা নিজেদের জন্য একটা করে সাম্রাজ্য গড়ে নেবার চেষ্টা করছিল ; অপর পক্ষে ডন কর্লিয়নির মতো লোকরা নিজেদের সীমানা আর বে-আইনী ব্যবসার নিরাপত্তা রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলেন। ডন কর্লিয়নি দেখলেন সংবাদপত্র আর সরকারী প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত খুনখারাপিগুলোকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে লাগিয়ে ক্রমশঃ আরো কড়া আইন প্রবর্তন করতে, আরো কঠোর পুলিসি নিয়ম চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারলেন যে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে হয়তো শেষ পর্যন্ত অনেক গণতান্ত্রিক অধিকার লোপ পাবে, তাহলে তাঁর আর তাঁর লোকদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভিতরে ভিতরে তাঁর নিজের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সুরক্ষিত ছিল। তিনি স্থির করলেন আগে নিউ ইয়র্ক শহরের যুদ্ধ-লিপ্ত দলগুলোর মধ্যে, তারপর সমস্ত দেশের মধ্যেও শান্তি আনবেন।

এ ধরনের প্রচেষ্টাতে যে বড় একটা বিপদের ঝুঁকি ছিল সে-বিষয়ে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। প্রথম বছরটা ভিটো কাটালেন নিউ ইয়র্কের নানান বে-আইনী দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে, জমি তৈরির খসড়া করে, নেতাদের বাজিয়ে দেখে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলোর ভাগ-বাঁটরা হয়ে যাক, সকলে মিলে একটা শিথিল নিয়মে আবদ্ধ মিত্রসঙ্ঘ গড়ে, তাকে মেনে চলুক। কাজের বেলায় দেখা গেল বড় বেশি দলাদলি, বড় বেশি স্বার্থের সংঘর্ষ। একমত হওয়া অসম্ভব। ইতিহাস-খ্যাত বহু স্বনামধন্য শাসনকর্তা আর আইন-প্রবর্তকদের মতো ডন কর্লিয়নিও এই সিদ্ধান্তে এলেন যে যতদিন না স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্যের সংখ্যা কমিয়ে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, ততদিন শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা অসম্ভব।

পাঁচ-ছটা 'পরিবার' ছিল, তাদের এত ক্ষমতা যে তাদের উচ্ছেদ করা যায় না। কিন্তু বাকিরা : প্রতিবেশী ব্ল্যাক হ্যাণ্ড সন্ত্রাসবাদীরা, স্বাবলম্বী মহাজনরা, ঘোড়দৌড়ের মাঠের ঠ্যাঙাড়ে বুকমেকাররা, যারা যথাযোগ্য অর্থাৎ ন্যায্য কর্তৃপক্ষের টাকা দিয়ে কেনা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কারবার করত,—এদের সকলকে উৎখাত করা দরকার। কাজেই এই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে ভিটো কর্লিয়নি যাকে বলা যায় দস্তুরমতো একটা ঔপনিবেশিক অভিযান শুরু করে দিয়ে, তাদের বিপক্ষে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন।

নিউ ইয়র্ককে ঠাণ্ডা করতে তিন বছর লেগেছিল ; কতকগুলো অপ্রত্যাশিত লাভও হয়েছিল। ব্যাপারটা প্রথমে কয়েকটা শোচনীয় ঘটনার আকার নিয়েছিল। একদল খ্যাপা আইরিশ লুটেরার দলকে ডন নির্মূল করবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু সে ব্যাটারা তাদের মরকত দ্বীপের বেপরোয়া বাহাদুরি দিয়ে আরেকটু হলেই যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিল। আত্মঘাতী বীরের সঙ্গে একজন আইরিশ বন্দুকধারী দৈবাৎ ডনের নিরাপত্তার প্রহরা ভেদ করে তাঁর বুকে গুলি মেরে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীর দেহও গুলিতে গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল, কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছিল।

এতে অবশ্য সান্তিনো কর্লিয়নি তার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। বাপ অপারগ হয়ে পড়াতে, সনি একটা দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। তার নিজের সৈন্যদল; সে তাদের ক্যাপোরেজিমি হয়ে, তরুণ অখ্যাত একটি নেপোলিয়নের মতো নগর-যুদ্ধে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। সেই সঙ্গে একটা নির্মম নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দিয়েছিল। বিজয়ী বীর হিসাবে ডন কর্লিয়নিকে বিচার করতে গেলে, একমাত্র এই জিনিসটারই তাঁর অভাব ছিল।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের জগতের সব চাইতে ক্রূর নির্মম ঘাতক বলে সনির খ্যাতি হয়েছিল। কিন্তু নিছক ভয়াবহতায় লুকা ব্রাসি বলে সাংঘাতিক মানুষটা ওকে ছাড়িয়ে যেত।

বাকি আইরিশ বন্দুকধারীদের পিছনে ব্রাসি লেগেছিল, এক হাতে সে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। একবার ছটি ক্ষমতাশালী 'পরিবারে'র একটি অনধিকার-প্রবেশ করে, দলের বাইরের লোকদের রক্ষক হবার চেষ্টা করেছিল। ব্রাসি একা গিয়ে, বাকিদের সকলকে সাবধান করে দেবার উদ্দেশ্যে, ঐ পরিবারের নেতাকে হত্যা করেছিল।

১৯৩৭ সালের মধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য ছোট-খাটো ঘটনা ঘটত বৈকি, ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি; বলা বাহুল্য মাঝে মাঝে তার মর্মান্তিক পরিণামও হত।

প্রাচীন শহরের শাসনকর্তারা যেমন নগর প্রাচীরের বাইরে ভ্রাম্যমাণ অসভ্য জাতিগুলোর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ডন কর্লিয়নিও তেমনি তাঁর এলাকার বাইরের জগতের কারসাজির ওপর চোখ রাখতেন। তিনি লক্ষ্য করলেন হিটলার কেমন এল, স্পেনের পতন হল, মিউনিকে জর্মানি কেমন ব্রিটেনকে ছুড়ো দিল। বহির্জগতের ঠুলি তাঁর চোখে বাঁধা না থাকাতে, তিনি স্পষ্ট দেখলেন একটা বিশ্ব-যুদ্ধ আসন্ন, তার অর্থটা কেমন দাঁড়াবে তাও তিনি আঁচ করে নিলেন। তাঁর নিজের জগৎটুকু আগের চাইতেও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, সজাগ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা যুদ্ধের সময় অশেষ ধনসম্পদ যোগাড় করতে পারবে। কিন্তু সেটা করতে হলে, বাইরের পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হয় হোক, তাঁর নিজের এলাকাতে শান্তি স্থাপন করা দরকার।

সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে ডন কর্লিয়নি তাঁর বার্তা পাঠালেন। লস্ এঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিস্কো, ক্লীভল্যাণ্ড, শিকাগো, ফিলাডেল্‌ফিয়া, মায়ামি; বস্টন, সমস্ত জায়গায় তাঁর দেশভাইদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। দুষ্কৃতকারীদের জগতে তিনি ছিলেন শান্তির দূত; ১৯৩৯ সালের মধ্যে তিনি রোমের পোপের চাইতেও বেশি সাফল্য লাভ করেছিলেন। দেশের সব চাইতে প্রতিপত্তিশালী দুষ্কৃতকারীদের সংগঠনের মধ্যে একটা সক্রিয় মতৈক্য স্থাপন করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মতো এই চুক্তিতে নিজের রাজ্যে বা শহরে, প্রত্যেক সদস্যের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল শুধু কার কোথায় কি ক্ষমতা থাকবে, তবে সকলেই দুষ্কৃতকারীদের জগতে

শান্তিরক্ষা করবে বলে কথা দিয়েছিল।

অতএব যখন ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তারপর যখন ১৯৪১ সালে অ্যামেরিকা সেই যুদ্ধে যোগদান করল, তখন ডন ভিটো কর্লিয়নির জগতে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। অ্যামেরিকার এক দিকের বাজার হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিল, সেখানকার সোনালী ফসল ঘরে তুলবার জন্য সকলে একেবারে প্রস্তুতও ছিল। কালোবাজার থেকে ও. পি. এ. খাবারের টিকিট, পেট্রলের কুপন, এমনকি যাতায়াতের অনুমতিপত্র পর্যন্ত সরবরাহ করাতে কর্লিয়নি পরিবারের হাত ছিল। ওরা যুদ্ধের নানান কন্‌ট্র্যাক্ট যোগাড় করে দিতে পারত, তার পর কাপড় তৈরির ব্যবসায় লিপ্ত যে সমস্ত কারবার যথেষ্ট কাঁচা মাল যোগাড় করতে পারত না, কারণ তারা সরকারী কন্‌ট্র্যাক্ট পায়নি, তাদের কাছে কালোবাজার থেকে কাপড় সরবরাহ করত। ডন কর্লিয়নির সংগঠনে যারা কাজ করত, তাদের মধ্যে যারা সামরিক বিভাগে যোগ দিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল, সেই সমস্ত যুবকদের ঐ ভিন-দেশী লড়াই থেকে তিনি খালাস করিয়ে আনতে পারতেন। এটা তিনি করতেন ডাক্তারদের সাহায্য নিয়ে; তারা বলে দিত শারীরিক পরীক্ষার আগে কি কি ওষুধ খেতে হবে; নয়তো ছেলেগুলোর কোনো সামরিক কারখানায় চাকরি করিয়ে দিতেন, সেখান থেকে যুদ্ধের জন্য লোক নেওয়া হত না।

কাজেই তাঁর শাসনব্যবস্থা নিয়ে ডনের যথেষ্ট গর্বের কারণ ছিল। যারা তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তাঁর জগতে তারা সকলে নিরাপদে বাস করতে পারত। অন্য সব লোক, যারা আইন-শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করত, তারা লাখে লাখে মরছিল। সুখের একমাত্র অন্তরায় ছিল যে তাঁর নিজের ছেলে মাইকেল কর্লিয়নি, তাঁর সাহায্য অস্বীকার করে স্বেচ্ছায় গিয়ে দেশরক্ষার্থে নাম লেখাল। ডন আরো অবাক হলেন দেখে যে তাঁর সংগঠন থেকে আরো কয়েকজন যুবকও তাই করল। তাদের মধ্যে একজন তার ক্যাপোরেজিমিকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করে বলেছিল, "এ-দেশটা যে আমার সঙ্গে বড্ড ভালো ব্যবহার করেছে।" ডনের কানে এ কাহিনী পৌঁছতেই তিনি রেগে বলেছিলেন, "আমিও ওর সঙ্গে বড্ড ভালো ব্যবহার করেছি।" ওরা সকলেই হয়তো খুব মুশকিলে পড়ে যেত, কিন্তু ডন যখন নিজের ছেলেকে ক্ষমা করেছিলেন, তখন এইসব অন্য যুবকদেরও ক্ষমা করতে হল, যদিও ডনের প্রতি, নিজেদের প্রতি ওদের কোনো কর্তব্যজ্ঞানই ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ডন কর্লিয়নি বুঝেছিলেন তাঁর জগৎটার আবার ভোল বদলাতে হবে। বাইরের বৃহত্তর জগতের ধরনধারণের সঙ্গে আরো অনায়াসে খাপ খেয়ে যেতে হবে। তাঁর মনে হল মুনাফার হার না কমিয়েও সেটা করা সম্ভব হতে পারে।

এই বিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা। দুটি ব্যক্তিগত ব্যাপারের ফলে তিনি ঠিক পথটি ধরেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের গোড়ার দিকে, নাজরিনির বয়স কম ছিল, সে একজন রুটিওয়ালার সহকারীর কাজ করত, এদিকে বিয়ে

করবার ইচ্ছাও ছিল। সে এসেছিল তাঁর কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য। সে আর তার ভাবী স্ত্রী, ভারি লক্ষ্মী এক ইতালীয় মেয়ে, দুজনে মিলে টাকা জমিয়ে, আসবাব-পত্রের একজন পাইকারি ব্যবসাদারকে, কারো সুপারিশের ফলে, একেবারে অনেক-গুলো টাকা—তিনশো ডলার দিয়ে বসেছিল। পাইকারি ব্যবসায়ী তার দোকান থেকে ওদের সস্তার বাড়ি সাজাবার জন্য যা যা দরকার সব বেছে নিতে বলেছিল। শোবার ঘরের জন্য মজবুত একপ্রস্থ আসবাব, তার মধ্যে দুটি ডেস্ক আর বাতিও ছিল। বসবার ঘরের জন্য পুরু গদী-আঁটা কৌচ-কেদারা, সোনালী-সুতো বোনা কাপড়ের গদী-মোড়া আসবাবে ঠাসা, প্রকাণ্ড এক গুদাম থেকে সারাদিন ধরে মহানন্দে নাজরিনি আর তার ভাবী বৌ তাদের পছন্দের জিনিসগুলো বেছে নিয়েছিল। পাইকারি লোকটা ওদের টাকা নিয়েছিল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা তিনশো ডলার, তারপর টাকাটা পকেটে পুরে বলেছিল এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত আসবাব ওদের সদ্য-ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দেবে।

তার পরের সপ্তাহেই কিন্তু ঐ কোম্পানি লাটে উঠল। আসবাবে ঠাসা প্রকাণ্ড গুদামে তালা মেরে সীল করে দেওয়া হল, পাওনাদারদের টাকা শুধবার জন্য জিনিসপত্র আটক হল। অন্যান্য পাওনাদারদের শূন্যে রাগ ঝাড়বার সুযোগ দিয়ে ব্যবসাদার নিজে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের মধ্যে নাজরিনিও ছিল। সে তার উকিলের কাছে গেছিল ; উকিল বলল আদালতে মামলা শেষ হলে, পাওনাদাররা তাদের প্রাপ্য পাবে। তার আগে কিছু করা যাবে না। হয়তো তিন বছর সময় লাগবে আর নাজরিনি যদি প্রতি ডলারে তিন সেণ্টও পায়, তাহলেও বলতে হবে ওর কপাল ভালো।

সহাস্য অবিশ্বাসের সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নির নাজরিনির বিবৃতি শুনেছিলেন। আইন কখনো এরকম চুরিধ প্রশ্রয় দিতে পারে? ঐ পাইকারি ব্যবসাদার একটা প্রাসাদতুল্য বাড়ির মালিক, লং আইল্যাণ্ডে তার সম্পত্তি, চমৎকার একটা মোটরগাড়ি, ছেলে-দের সে কলেজে পড়ায়। গরীব রুটিওয়ালা নাজরিনির তিনশো ডলার সে কি বলে নিল, অথচ আসবাবগুলো দিল না? তবু, একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্য ভিটো কর্লিয়নি গেন্‌কো আবানদাণ্ডোকে বলে গেন্‌কোর 'বিশুদ্ধ তেল' কোম্পানির উকিলকে দিয়ে সমস্ত খবর আনালেন।

নাজরিনি সত্যি কথাই বলেছিল। ব্যবসাদারের সমস্ত সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামে লেখা। তার ব্যবসাটাও নিগমভুক্ত, ব্যক্তিগতভাবে সে এক পয়সার জন্য দায়ী নয়। সে যখন জানত যে দেউলের খাতায় নাম উঠেছে, তখন নাজরিনির টাকাটা নেওয়া অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু অমন তো অনেকেই করে। আইনের দিক থেকে কিছু করবার ছিল না।

বলা বাহুল্য ব্যাপারটা খুব সহজেই মিটে গেছিল। ডন কর্লিয়নি তাঁর কনসিলিওরি গেন্‌কো আবানদাণ্ডোকে পাঠিয়ে দিলেন পাইকারি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলতে এবং যেমন আশা করা গেছিল, চালাক চতুর ব্যবসাদার সঙ্গে সঙ্গে

পরিস্থিতিটা বুঝে, নিয়ে, নাজরিনি যাতে তার আসবাব পায়, সে-ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তবে অল্প-বয়সী ভিটো কর্লিয়নির পক্ষে এই ব্যাপারটা থেকে কিছু শিখবার মতো জিনিস ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া আরো সুদূরপ্রসারী ছিল। ১৯৩৯ সালে ডন কর্লিয়নি স্থির করলেন সপরিবারে শহরের বাইরে থাকবেন। যে-কোনো বাপের মতো তাঁরও ইচ্ছা হত তাঁর ছেলেরা ভালো স্কুলে পড়ে, ভালো সঙ্গীদের সঙ্গে মেশে। ব্যক্তিগত কারণেও তিনি শহরতলাতে অজ্ঞাতবাস করতে চাইতেন, যেখানে তাঁর বিষয়ে কেউ কিছু জানে না। তাই তিনি লং বীচের ঐ প্রাঙ্গণসুদ্ধ সম্পত্তিটা কিনেছিলেন। তখন সেখানে মাত্র চারটি নতুন বাড়ি ছিল, কিন্তু আরো বাড়ি তুলবার জন্য প্রচুর জায়গা ছিল। সাণ্ড্রার সঙ্গে সনির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, শীগ্‌গির বিয়েও হবে, একটা বাড়ি ওদের জন্য দরকার হবে। একটাতে ডন থাকবেন। একটাতে গেন্‌কো সপরিবার থাকবে। বাকিটা সে-সময়ে খালি রাখা হয়েছিল।

ওঁরা নতুন বাড়িতে উঠে আসার এক সপ্তাহ পরে একটা ট্রাকে করে তিনজন ভালো মানুষের মতো লোক এসে বলল তারা নাকি শহরের ফার্নেস ইন্সপেক্টর, 'ফার্নেস' অর্থাৎ বাড়ি গরম রাখার উনুন। ডনের অল্পবয়সী দেহরক্ষীদের একজন লোকগুলোকে বেস্‌মেন্টের ফার্নেসের কাছে নিয়ে গেল। ডন তখন তাঁর স্ত্রী আর সনির সঙ্গে বাগানে বসে সমুদ্রের নোনা হাওয়া খেয়ে আরাম করছিলেন।

এমন সময় দেহরক্ষী এসে ডনকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল, তিনি তো মহা বিরক্ত। কারিগররা তিনজনেই লম্বা চওড়া দেখতে, তারা ফার্নেসটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ফার্নেসটা ওরা খুলে ফেলেছিল, অংশগুলো ঘরের সিমেন্টের মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিল। দলের যে পাণ্ডা তার চেহারাটা কর্তাব্যক্তির মতো, সে হেঁড়ে গলায় ডনকে বলল, "আপনার ফার্নেসটার তো খুবই দুরবস্থা। যদি বলেন ওটাকে সারিয়ে আবার জুড়ে বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু খাটুনি আর ফালতু অংশ ইত্যাদি নিয়ে লাগবে দেড়শো ডলার। তারপর সরকারী পরিদর্শকের জন্য ওটাকে আমরা পাস্ করিয়ে দেব।" এই বলে একটা লাল কাগজের লেবেল বের করে দেখাল, "এই সীলটা আমরা একবার লাগিয়ে দিলে, আর কেউ এসে আপনাদের বিরক্ত করবে না।"

ডনের খুব মজা লাগল। একঘেয়ে বিরক্তিকরভাবে সপ্তাহটা কেটেছিল, নতুন বাড়িতে গেরস্থালী তুলে আনলে যা হয়, হাজার রকম খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কাজে যাওয়া হয়নি। ডনের ইংরিজি কথায় সামান্য একটু টান ছাড়া কোনো খুঁত ছিল না; ইচ্ছা করেই ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে তিনি বললেন, "টাকা না দিলে আমার ফার্নেসের কি হবে?"

কারিগরদের পাণ্ডা তার কাঁধ দুটো একটু তুলে বলল, "কি আর হবে, ও-সব যেমন আছে তেমনি ফেলে রেখে আমরা চলে যাব।" এই বলে ঘরময় ছড়ানো ধাতুর অংশগুলোকে দেখাল।

কাচুমাচু ভাবে ডন বললেন, "দাড়াও, টাকা নিয়ে আসছি।" এই বলে বাগানে গিয়ে সনিকে বললেন, "শোন কয়েকটা কারিগর ফার্নেসের কাজ করছে। তারা কি চায় ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাও তো, একটা ব্যবস্থা করে এসো।" সবটা শুধু ঠাট্টা ছিল না। ডন ছেলেকে তাঁর সহকারী করে নেবার কথা ভাবছিলেন। ব্যবসার পদাধিকারীদের এই ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

কিন্তু সনি যেভাবে সমস্যার সমাধান করল, ওর বাপ তাতে খুব খুশি হতে পারলেন না। বড় বেশি খোলাখুলি ব্যবস্থা, সিসিলির সেই বিখ্যাত সূক্ষ্মতার অভাব। এ তো তলোয়ারের ঘা নয়, এ যেন মুগুরের বাড়ি! যেই না সনি দলের পাণ্ডার দাবি শুনল, অমনি বন্দুকের সাহায্যে তিনজনকে কোণঠাসা করে, দেহরক্ষীদের ডেকে, বেশ করে উত্তম-মধ্যম দেওয়ালো। তারপর ওদের দিয়ে ফার্নেস মেরামত করিয়ে, বেসমেণ্টের ঘরটি সাফ করাল। শেষে ওদের গা তল্লাসী করে, সনি আবিষ্কার করল ওরা বাস্তবিকই একটা গৃহ সংস্কার সংস্থার কর্মী, ওদের হেড কোয়ার্টার সাফক্ কাউন্টিতে। কোম্পানির মালিকের নাম জেনে নিল সনি, তারপর লাথি মারতে মারতে ওদের ট্রাকে পৌঁছে দিয়ে বলল, "আবার যদি লং বীচে তোমাদের কোনো দিন দেখি, দুঃখের আর শেষ থাকবে না।"

বয়স বাড়ার সঙ্গে আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠবার আগে, কম-বয়সী সান্তিনোর অভ্যাস ছিল, যেখানে যাদের সঙ্গে বাস করত, তাদের সকলের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠত। ঐ ঘটনার পর ও সত্যি সত্যি সেই গৃহ সংস্কার সংস্থার মালিকের সঙ্গে দেখা করে, তাকে বলে দিয়েছিল লং বীচে যেন কখনো কোনো লোক না পাঠায়। স্থানীয় পুলিসের সঙ্গে কর্লিয়নি পরিবারের অভ্যস্ত যোগাযোগ হলে পর এই ধরনের সব অভিযোগের কথা, পেশাদার আইন ভঙ্গকারীদের নানা রকম অপরাধের কথা সব ওদের কানে আসত। বছর শেষ হবার আগেই, সারা দেশে ঐ আকারের সব শহরের মধ্যে লং বীচ হয়ে উঠল সব চাইতে অপরাধ মুক্ত। পেশাদার লুটেরাদের আর গুণ্ডাদের একবার মাত্র সাবধান করে দেওয়া হত যেন ঐ শহরে ব্যবসা না চালায়। একবার অপরাধ করলে, তাদের ক্ষমা করা হত। দ্বিতীয়বার করলে, তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। যত সব ভণ্ড গৃহ সংস্কার সংস্থার কারিগর জাতের লোক আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা ধাপ্পাবাজি করে বেড়াত, তাদের সবাইকে ভদ্রভাবে বলে দেওয়া হল লং বীচের কেউ তাদের চায় না। যে সব ধাপ্পাবাজদের আত্মপ্রত্যয় এত বেশি ছিল যে তারা সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করত, তাদের পিটিয়ে মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া হত। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যে সব বদমাইস ছোকরা ছিল, যারা আইন কিংবা ন্যায্য কর্তৃপক্ষকে মানত না, বাপের মতো করে তাদের উপদেশ দেওয়া হত যেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। লং বীচ একটি আদর্শ শহর হয়ে উঠল।

ঐ সব বেচা-কেনার ধাপ্পাবাজির আইনের দিকটা দেখে ডন সব চাইতে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উনি যখন একজন সততাপরায়ণ যুবা ছিলেন, তখন যে আলাদা দুনিয়াটাতে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না, এখন স্পষ্ট দেখা গেল সেখানে

তাঁর মতো গুণী লোকের যথেষ্ট স্থান আছে। ডন সেই জগতে প্রবেশ করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেন।

এইভাবে লং বীচের প্রাঙ্গণের ধারে তিনি সুখে বাস করতে লাগলেন এবং ক্রমে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে লাগলেন, যতদিন না যুদ্ধ শেষ হল আর তুর্ক সলট্সো শান্তি ভঙ্গ করে, ডনের জগৎটাকে তার নিজস্ব একটা যুদ্ধে নিমজ্জিত করে, ডনকে হাসপাতালের বিছানায় পেড়ে ফেলল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

পনেরো

নিউ হ্যাম্পশেয়ারের ঐ গ্রামে বিজাতীয় কিছু ঘটলেই গিন্নিরা জানলা থেকে উঁকি মেরে, দোকানীরা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, সমস্ত লক্ষ্য করত। কাজেই যখন নিউ ইয়র্কের নম্বর ঝোলানো কালো মোটর গাড়িটা অ্যাডাম্‌স্‌দের বাড়ির সামনে এসে থামল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রামের সব বাসিন্দারা ব্যাপারটা জেনে গেল।

কে অ্যাডাম্‌স্‌ কলেজে পড়া মেয়ে হলেও আসলে যথেষ্ট পাড়াগেঁয়ে ছিল, সে-ও তার শোবার ঘরের জানলা থেকে উঁকি মেরে দেখছিল। পরীক্ষার পড়া বন্ধ করে সবেমাত্র নিচে এসে লাঞ্চ খাবার যোগাড় করছে, এমন সময় চোখে পড়ল গাড়িটা আসছে এবং যে-কারণেই হোক, সেটা যখন ওদেরই বাড়ির সামনের ঘাস-জমির ধারে থামল, কে একটুও আশ্চর্য হল না। দুজন লোক নামল, লম্বা-চওড়া দুজন লোক, দেখতে অনেকটা ফিল্মের গুণ্ডার মতো। অমনি কে এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, ওদের আগেই সদর দরজায় পৌঁছল। ওর মনে হচ্ছিল ওরা নিশ্চয় মাইকেলের কিংবা তার বাড়ির কারো কাছ থেকে এসেছে। আলাপ করিয়ে দেবার আগে ওরা এসে ওর মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করবে, এটা কে-র ভালো লাগছিল না। মনে মনে ভাবছিল যে মাইকের বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে ও যে লজ্জিত, তা নয়। তবে মা-বাবা হলেন সেকেলে নিউ ইংল্যাণ্ডবাসী ইয়াঙ্কি, এ-ধরনের লোকের সঙ্গে মেয়ের কি করে আলাপ হতে পারে, সেটা তাঁরা আদৌ বুঝবেন না।

ঘণ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে পৌঁছে, মাকে ডেকে বলল, "আমি যাচ্ছি।" দরজা খুলতেই দেখল লম্বা-চওড়া লোক দুটি দাঁড়িয়ে আছে। ফিল্মের গুণ্ডারা যেভাবে বুক পকেটে হাত দিয়ে বন্দুক বের করে, একজন ঠিক সেইভাবে বুক পকেটে হাত দিতেই, কে এমনি চমকে উঠল যে মুখ দিয়ে জোরে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। লোকটা কিন্তু ছোট্ট একটা চামড়ার কেস্‌ বের করে, খুলে ধরতেই একটা পরিচয়পত্র দেখা গেল। সে বলল, "আমি নিউ ইয়র্কের পুলিস বিভাগের ডিটেকটিভ, জন ফিলিপস্‌।" বলে অন্য লোকটির দিকে ইশারা করল। সে লোকটির গায়ের রঙ কালো আর ভুরু দুটিও খুব পুরু, কুচকুচে কালো। "এ আমার সহকারী ডিটেকটিভ সিরিয়ানি। আপনি কি মিস্‌ কে অ্যাডাম্‌স্‌?"

কে মাথা দুলিয়ে জানাল যে তাই। ফিলিপ্‌স্‌ বলল, "আমরা একটু ভিতরে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি? মাইকেল কর্লিয়নি সম্বন্ধে কিছু কথা আছে।"

এক পাশে সরে গিয়ে কে ওদের যাবার পথ করে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে, তাঁর পড়ার ঘরে যাবার পথে, এক পাশের ছোট হল ঘরে বাবাকে দেখা গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে, কে ?"

মাথার চুল পাকা, ছিপছিপে গড়নের, অভিজাত চেহারার মানুষটি, শুধু যে ওখানকার ব্যাপ্‌টিস্ট গির্জার পাদ্রী তা নয়, ধর্মীয় মহলে তাঁর পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট খ্যাতিও ছিল। কে আসলে বাবাকে খুব ভালো করে চিনত না, একটু ধাঁধা লাগত, তবু ও জানত উনি ওকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন, যদিও মানুষ হিসাবে ওর দিকে বড় একটা নজর দিতেন না। পরস্পরের মধ্যে খুব একটা অন্তরঙ্গতা না থাকলেও, তাঁর ওপর কে-র আস্থা ছিল। কাজেই সহজভাবে বলল, "এঁরা নিউ ইয়র্কের ডিটেকটিভ। আমার চেনা একটি ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করতে চান।"

মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌ একটুও অবাক হলেন বলে মনে হল না। বললেন, "আমরা আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসি না কেন ?"

মৃদু স্বরে ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্‌ বলল, "আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে পারলে ভালো হত, মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌।"

মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌ ভদ্রভাবেই বললেন, "দেখুন, সেটা বোধ হয় কে-র ওপরেই নির্ভর করছে। কি বল মা, এঁদের সঙ্গে আলাদা কথা বলবে, নাকি আমি থাকলে ভালো হয় ? কিংবা তোমার মা ?"

কে মাথা নেড়ে বলল, "আলাদাই কথা বলব।"

মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌ ফিলিপ্‌স্‌কে বললেন, "আমার পড়ার ঘরে কথা বলতে পারেন। আপনারা কি লাঞ্চ খেয়ে যাবেন ?" তারা মাথা নাড়ল। কে ওদের পড়ার ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে কে তার বাবার বড় চামড়া-বাঁধানো-চেয়ারে বসল, ওরা অস্বস্তির সঙ্গে কৌচের কিনারায় বসল। এই বলে ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্‌ কথা শুরু করল, "মিস্‌ অ্যাডাম্‌স্‌, গত তিন সপ্তাহের মধ্যে কোনো সময়ে কি আপনি মাইকেল কর্লিয়নিকে দেখেছেন বা তার কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছেন ?" ওকে সাবধান করে দেবার পক্ষে ঐ একটি প্রশ্নই যথেষ্ট। তিন সপ্তাহ আগে বস্টনের সংবাদপত্র পড়েছিল কে, তাতে বড় বড় শিরোনামায় নিউ ইয়র্কের একজন পুলিস কাপ্তান আর ভার্জিল সলট্‌সো বলে মাদক দ্রব্যের একজন চোরাকারবারির হত্যাকাণ্ডের কথা ছিল। খবরের কাগজে লিখেছিল সমস্ত ব্যাপারটাই কর্লিয়নি পরিবার সংক্রান্ত দলীয় যুদ্ধের অংশ।

মাথা নেড়ে কে বলল, "না। ওকে যখন শেষ দেখি, ও তখন হাস-পাতালে ওর বাবাকে দেখতে যাচ্ছিল। হয়তো হপ্তা তিনেক হবে।"

অন্য ডিটেকটিভ কর্কশ কণ্ঠে বলল, "ঐ দেখা হওয়াটার কথা আমরা জানি। তারপর আর দেখা হয়েছে কি না ?"

কে বলল, "না, হয়নি।"

ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্ নম্র গলায় বলল, "তার সঙ্গে যদি যোগাযোগ হয়, আমাদের জানালে ভালো হয়। মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে আমাদের কথা বলার বড় দরকার। আপনাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য, তার সঙ্গে আপনার কোনো রকম যোগাযোগ থাকলে, আপনি কিন্তু একটা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বেন। তাকে কোনো ভাবে সাহায্য করলে আপনি সম্ভবতঃ বিষম বিপদে পড়বেন।"

কে তার চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, "তাকে সাহায্য করব না-ই বা কেন? আমাদের বিয়ে হবে, বিবাহিত লোকরা তো পরস্পরকে সাহায্য করে।"

এ-কথার জবাব দিল ডিটেকটিভ সিরিয়ানি, "যদি সাহায্য করেন, তাহলে আপনি খুনের সহযোগিতার দায়ে পড়বেন। আমরা আপনার বন্ধুটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কারণ সে নিউ ইয়র্কের একজন পুলিস ক্যাপ্টেনকে, উপরন্তু একজন গুপ্তচরকে মেরে ফেলেছে, গুপ্তচরের সঙ্গে ক্যাপ্টেন কথা বলছিল। আমরা ভালো করেই জানি যে-লোক গুলি চালিয়েছিল সে হল মাইকেল কর্লিয়নি।"

কে হাসল। সে এমন সরল অবিশ্বাসের হাসি যে গোয়েন্দারা দুজনেই প্রভাবিত হল। কে বলল, "মাইক কখনোই অমন কাজ করবে না। ওর বাড়ির লোকদের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। ওর বোনের বিয়েতে গেছিলাম, দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ওর সঙ্গে ওরা বাইরের লোকের মতো ব্যবহার করে, প্রায় আমারই মতো। এখন যে লুকিয়ে আছে, তার কারণ লোকের চোখের সামনে থেকে ও সরে থাকতে চায়, যাতে এইসব ব্যাপারের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে না পড়ে। মাইক তো একটা গুণ্ডা নয়। আপনাদের কিংবা আর কারো চাইতে আমি ওকে ভালো জানি। এত ভালো লোকের পক্ষে খুনের মতো জঘন্য কাজ করা সম্ভব নয়। আমার চেনা-জানা লোকদের মধ্যে ও-ই সব চাইতে বেশি আইন মেনে চলে, ওকে কখনো মিথ্যা কথা বলতেও শুনিনি।"

মৃদু স্বরে ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্ জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন চেনেন ওকে?"

কে বলল, "এক বছরের ওপর!" তাই শুনে গোয়েন্দারা মুচকি হাসল দেখে কে অবাক হল।

ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্ তখন বলল, "আমার মনে হয় কয়েকটা কথা আপনার জানা উচিত। সেই রাতে আপনার কাছ থেকে ও হাসপাতালে গেছিল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই একজন পুলিস ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর বচসা হয়েছিল, সে লোকটি বিভাগীয় কাজে ওখানে গেছিল। ও তাকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে মার খায়। সত্যি কথা বলতে কি ওর একটা চোয়াল ভেঙে যায়, কয়েকটা দাঁত পড়ে যায়। ওর বন্ধুরা ওকে লং বীচে

কর্লিয়নিদের বাড়িতে নিয়ে যায়। পরদিন রাতে, যে পুলিস ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছিল তাকে কেউ গুলি করে মেরে ফেলে আর মাইকেল কর্লিয়নি নিখোঁজ হয়ে যায়। একেবারে উপে গেছে। আমাদের নানা সংবাদদাতা আছে, গুপ্তচর আছে। তারা সবাই মাইকেল কর্লিয়নিকে নির্দেশ করেছে, কিন্তু আদালতের গ্রাহ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একজন ওয়েটার গুলি চালানোর সময় উপস্থিত ছিল, সে মাইকের ছবি দেখে চিনতে পারেনি, তবে চাক্ষুষ দেখলে হয়তো চিনতে পারবে। তাছাড়া সলট্‌সোর গাড়ির চালক আছে, সে ব্যাটা কিছু বলতে রাজী নয়। কিন্তু মাইকেল কর্লিয়নিকে ধরতে পারলে, সে মুখ খুলতে পারে। আমাদের সমস্ত লোকরা তাই মাইকেল কর্লিয়নিকে খুঁজছে, এফ্‌-বি-আই তাকে খুঁজছে, সবাই তাকে খুঁজছে। এখন পর্যন্ত কোনো পাত্তা নেই, কাজেই মনে হল আপনি কিছু জানলেও জানতে পারেন।"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কে বলল, "আপনাদের একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না।" কিন্তু তার মনটা বিষিয়ে উঠেছিল, বুঝতে পেরেছিল মাইকের চোয়াল ভাঙার কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি। অবশ্য সেজন্য মাইক কিছু খুন করতে যাবে না।

ফিলিপ্‌স্‌ জিজ্ঞেস করল, "মাইক আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমাদের জানাবেন কি?"

কে মাথা নাড়ল। সিরিয়ানি বলে অন্য গোয়েন্দাটি তখন কর্কশ ভাবে বলল, "আপনারা একসঙ্গে থাকতেন, সে-খবর পেয়েছি। হোটেলে কাগজপত্র সাক্ষী ইত্যাদি আছে। সে খবর সংবাদপত্রে যদি জানিয়ে দিই, আপনার মা-বাবার খুব ভালো লাগবে না। তাঁদের মতো শ্রদ্ধাভাজন লোকদের মেয়ে যদি একটা গুণ্ডার সঙ্গে রাত কাটায়, সে মেয়ে সম্বন্ধে তাঁদের কিছু ভালো ধারণা হবে না। আপনি যদি এখনি সব কথা খুলে না বলেন, আপনার বুড়ো বাপকে ডেকে স্পষ্ট কথা বলে দেব।"

কে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর উঠে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে, দরজাটা খুলল। দেখল বাবা বসবার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছেন। কে ডেকে বলল, "বাবা, একবার আসতে পার?" বাবা ফিরে, ওর দিকে চেয়ে, একটু হেসে পড়বার ঘরে এলেন। দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা হাত দিয়ে মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন, "কি হয়েছে, বলুন মশাই।"

ওরা কোনো উত্তর দিল না দেখে কে নিরুত্তাপ কণ্ঠে সিরিয়ানিকে বলল, "এবার স্পষ্ট কথা বলুন।"

সিরিয়ানির মুখটা লাল হয়ে উঠল, সে বলল, "মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌, আপনার মেয়ের মঙ্গলের জন্যই এ-কথা আপনাকে বলছি। ওর সঙ্গে একটা খুনে গুণ্ডার

ভাব হয়েছে। আমাদের এ-কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে সে লোকটা একজন পুলিস অফিসারকে খুন করেছে। আমি ওঁকে বলেছি যে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে উনি বিষম বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সে-কথা উনি কিছুতেই বুঝছেন না। আপনি হয়তো ওঁকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।"

মিঃ অ্যাডামস্ ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, "এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

সিরিয়ানি থুতনি বাগিয়ে বলল, "আপনার মেয়ে আর মাইকেল কর্লিয়নি এক বছরের বেশি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী বলে নাম লিখিয়ে এক সঙ্গে হোটেলে থেকেছেন। একজন পুলিস অফিসারের খুনের ব্যাপারে আমরা মাইকেল কর্লিয়নিকে খুঁজছি। আমাদের যাতে সাহায্য হতে পারে, এমন কোনো তথ্য আপনার মেয়ে জানাতে রাজী হচ্ছেন না। এই তো হল ব্যাপার। আপনি বলতে পারেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কিন্তু আমি প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারি।"

মৃদু গলায় মিঃ অ্যাডামস্ বললেন, "আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না মশাই, যেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে, সেটা হল যে আমার মেয়ে এর জন্য গুরুতর বিপদে পড়তে পারে। এক যদি আপনি বলতে চান যে ও একটা..." এই অবধি বলা হলে তাঁর মুখে একটা পণ্ডিতি অনিশ্চয়তা দেখা গেল, "একটা ইয়ে—বোধহয় যাকে বলে 'মল'।"

আশ্চর্য হয়ে কে তার বাবার দিকে চাইল। ও বুঝতে পেরেছিল বাবা একটু মাস্টারি গোছের রসিকতা করলেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাকে উনি এত লঘুচিত্তে নিতে পারছেন দেখে কে অবাক হয়ে গেছিল।

দৃঢ়কণ্ঠে মিঃ অ্যাডামস্ বললেন, "সে যাই হোক গে, এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে ঐ ছোকরা যদি এখানে তার মুখ দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে আমি তার উপস্থিতির কথা এখানকার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব। আমার মেয়েও তাই করবে। এখন আমাদের মাপ করবেন, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

প্রচুর সৌজন্য দেখিয়ে লোক দুটিকে তিনি বিদায় করে দিলেন এবং তারা বেরিয়ে গেলে দরজাটা আস্তে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বন্ধ করে দিলেন। তারপর কে-র বাহু ধরে, বাড়িটার একেবারে পিছনে, রান্নাঘরের দিকে তাকে নিয়ে চললেন। "চল, মা, তোমার মা খাবার নিয়ে বসে আছেন।"

রান্নাঘরে পৌছতে পৌছতে কে নীরবে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। দুর্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, বাবার এমন প্রশ্নহীন ভালোবাসার জন্য। রান্নাঘরে মা যেন ওর কান্না দেখতেই পেলেন না, তাতে কে বুঝতে পারল বাবা নিশ্চয় তাঁকে ঐ দুই গোয়েন্দার কথা বলে রেখেছিলেন। নিজের জায়গায় বসে পড়ল

সে, মাও কোনো কথা না বলে খাবার পরিবেশন করলেন। তিনজনে বসলে পর, খাবার আগে মাথা নিচু করে বাবা একটু প্রার্থনা করলেন।

মিসেস্ অ্যাডামস্ মানুষটি মোটা, বেঁটে, সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরা, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। কে কখনো তাঁকে বিস্রস্ত বেশবাসে দেখেনি। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে মায়ের ব্যবহারে সর্বদা একটু কৌতূহলের অভাব দেখা যেত, কেমন যেন ওকে একটু তফাতে সরিয়ে রাখতেন। এখনো তাই করলেন, "দেখ, কে, অত নাটুকেপনা কর না। আমার তো মনে হয় এত ঝামেলা করবার কোনো কারণই নেই। যাই বল, ছেলেটা তো ডার্টমাথ থেকে পাস করেছে, এ ধরনের কোনো নোংরামির মধ্যে ও যেতেই পারে না।"

কে চমকে মুখ তুলে তাকাল, "তুমি কি করে জানলে মাইক ডার্টমাথে গেছিল?"

মা নির্বিকারভাবে বললেন, "তোমরা ছেলেমানুষরা রহস্যের সৃষ্টি করে, নিজেদের ভারি চালাক মনে কর। ওর কথা আমরা বরাবরই জানি, কিন্তু তুমি কিছু না বললে, আমরা কথাটা তুলি কি করে?"

কে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু জানতে পারলে কি করে?" বাবার দিকে তখনো তাকাতে পারছিল না সে, বাবা যে জেনে গেছেন মাইকের সঙ্গে ও রাত কাটিয়েছে। কাজেই কথাটার উত্তর দেবার সময়, বাবার মুখের হাসিটা কে দেখতে পেল না, "তোমার চিঠি খুলে দেখে ছাড়া আবার কেমন করে জানব।"

শুনে কে স্তম্ভিত, রাগত। এবার বাবার দিকে সে তাকাতে পারল। বাবা যা করেছেন সে তো ওর নিজের অপরাধের চাইতেও খারাপ। উনি এমন করতে পারেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, "না বাবা, তুমি দেখনি, দেখতে পার না।"

বাবা ওর দিকে চেয়ে হাসলেন, "আগে অনেক ভাবলাম, কোনটা বেশি মন্দ কাজ, তোমার চিঠি খোলা, নাকি আমাদের একমাত্র সন্তান কোথায় কোন বিপদে পড়ছে সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকা। উত্তরটা সহজ এবং সৎ।"

দু গ্রাস মুরগি সিদ্ধের ফাঁকে মা বললেন, "যাই বল, মা, বয়সের তুলনায় তুমি বড় কাঁচা। আমাদের জানা দরকার, অথচ তুমি ওর কথা কিছুতেই বলবে না।"

এই প্রথম একথা ভেবে মনে মনে কে কৃতজ্ঞতা বোধ করল যে মাইকেল তার চিঠিতে কখনো ভালোবাসার কথা লিখত না। ওর নিজের লেখা কোনো কোনো চিঠি যে মা-বাবা দেখেননি, সে-কথা ভেবে ও কৃতজ্ঞ হল। "ওর কথা তোমাদের কিছু বলিনি, কারণ ভেবেছিলাম ওদের বাড়ির কথা শুনলে তোমরা আঁতকে উঠবে।"

মিঃ অ্যাডামস্ প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "তাই উঠেও ছিলাম। ভালো কথা,

মাইকেল তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি তো?"

কে মাথা নেড়ে বলল, "ও কোনো অপরাধ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

কে লক্ষ্য করল টেবিলের দুই ধার থেকে মা বাবা দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর নরম গলায় মিঃ অ্যাডামস্ বললেন, "যদি অপরাধ না করে থাকে, অথচ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে, তাহলে হয়তো ওর আর কিছু হয়েছে।"

প্রথমটা কে বুঝতে পারেনি। তারপর টেবিল থেকে উঠে ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল।

তিনদিন পরে লং বীচে কলিয়নিদের প্রাঙ্গণের সামনে একটা ট্যাক্সি থেকে কে অ্যাডামস্ নামল। আগেই ফোন করেছিল, ওরা জানত ও আসবে। টম হেগেন দরজার কাছে এগিয়ে এল, তাই দেখে একটু নিরাশ হল। ও জানত টম কিছু বলবে না।

বসবার ঘরে বসিয়ে টম ওর হাতে একটা পানীয় দিল। আরো জনা দুই লোককে এ-ঘর ও-ঘর করতে দেখল কে, কিন্তু তাদের মধ্যে সনি ছিল না। তখন সে সোজাসুজি টম হেগেনকে জিজ্ঞাসা করল, "মাইক কোথায় জানেন? ওর সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করতে পারি বলতে পারেন?"

মোলায়েম স্বরে হেগেন বলল, "ও ভালো আছে এটা জানি, তবে ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় আছে বলতে পারি না। ক্যাপ্টেনের গুলি খাওয়ার কথা শুনে ওর ভয় হল, এবার ওকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। তাই ও ঠিক করল নিখোঁজ হয়ে যাবে। আমাকে বলে গেছে কয়েক মাস বাদে যোগাযোগ করবে।"

বিবৃতিটা সত্যি নয়, তবে এমন ভাবে বলাও হল যাতে কে সেটা বুঝতে পারে। সে জিজ্ঞাসা করল, ঐ ক্যাপ্টেন কি সত্যি ওর চোয়াল ভেঙে দিয়েছিল?"

টম বলল, "দুঃখের বিষয়, ওটা সত্যি কথা। তবে মাইক তো কোনো দিনই প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল না। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি তার সঙ্গে পরের ঘটনাটার কোনো সম্পর্ক নেই।"

কে তার ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বের করে বলল, "ও যদি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাহলে এই চিঠিটা ওকে দেবেন।"

হেগেন মাথা নাড়ল, "ও চিঠি যদি আমি নিই আর পরে আপনি আদালতে বলেন আমি চিঠি নিয়েছিলাম, তার এ-রকম মানে করা যায় যে মাইক কোথায় আছে আমি জানতাম। আরেকটু অপেক্ষা করেন না কেন? মাইকই যোগাযোগ করবে।"

পানীয়টুকু শেষ করে, বাড়ি যাবার জন্য কে উঠে দাঁড়ল। হেগেন তাকে হল অবধি নিয়ে গেল, কিন্তু দরজা খুলতেই, বাইরে থেকে একজন মহিলা এসে ঢুকলেন। কালো পোশাক পরা, মোটা বেঁটে একজন মহিলা।

কে তাঁকে চিনতে পারল, তিনি মাইকেলের মা। হাত বাড়িয়ে কে বলল, "কেমন আছেন, মিসেস্ কর্লিয়নি ?"

মহিলাটির ছোট ছোট কালো চোখ মুহূর্তের জন্য ওর দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করল, তারপরই কোঁচকানো, কর্কশ চামড়ায় ঢাকা, পাঁশুটে মুখে ছোট সংক্ষিপ্ত একটা হাসি দেখা দিল, সে হাসিটি কেমন অদ্ভুত ভাবে সত্যিকার হৃদ্যতায় ভরা ছিল। মিসেস্ কর্লিয়নি বললেন, "ও হো, তুমি তো মাইকের বান্ধবী।" কথায় কড়া ইতালীয় টান, কে প্রায় বুঝতেই পারছিল না কি বলছেন। "কিছু খাবে ?" কে বলল 'না', কিছু খাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু মিসেস্ কর্লিয়নি রেগেমেগে টম হেগেনের দিকে ফিরে তাকে ইতালীয় ভাষায় খানিকটা বকাবকি করে শেষে বললেন, "বেচারা মেয়েটাকে কিছু খেতে পর্যন্ত দাওনি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।" তারপর কে-র হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর হাতখানিকে মনে হল আশ্চর্য রকম উষ্ণ, প্রাণবন্ত। "একটু কফি আর তার সঙ্গে কিছু খাও, তারপর কেউ তোমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তোমার মতো একটা ভালো মেয়ে ট্রেনে করে একা যাবে, এ আমার ভালো লাগে না।" কে-কে চেয়ারে বসিয়ে রান্নাঘরময় ব্যস্ত হয়ে বেড়াতে লাগলেন তিনি, নিজের টুপি খুলে, কোট খুলে, একটা চেয়ারের ওপর ঝুলিয়ে রাখলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে টেবিলে রুটি, চিজ, সালামি রাখা হল, স্টোভের ওপর কফি বুড়বুড় করতে লাগল।

ভয়ে ভয়ে কে বলল, "মাইকের খোঁজ নিতে এসেছিলাম, ওর কোনো খবর পাইনি। মিঃ হেগেন বলছেন ও কোথায় আছে কেউ জানে না, কিছু দিন বাদে নাকি নিজেই এসে উপস্থিত হবে।"

হেগেন তাড়াতাড়ি বলল, "ওর বেশি ওকে কিছু বলা যায় না, মা।" মিসেস্ কর্লিয়নি একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে টমকে প্রায় ভস্ম করে ফেলে বললেন, "কি করতে হবে না হবে, সে কি তুই আমাকে শেখাবি নাকি ? আমার স্বামী পর্যন্ত শেখায় না, ভগবান তাঁর ওপর দয়া করুন।" বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন মা।

কে জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ কর্লিয়নি ভালো আছেন ?"

মিসেস্ কর্লিয়নি বললেন, "খুব ভালো আছেন। 'বুড়ো হয়েছেন, বুদ্ধি-শুদ্ধিও লোপ পেয়েছে, নইলে অমন ঘটনা ঘটতে দেন কখনো !" এই বলে ভদ্রমহিলা অশ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের মাথায় টোকা দিলেন।' তারপর কফি ঢেলে, জোর করে কে-কে চিজ রুটি খাওয়ালেন।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে, নিজের দুটি মেটে রঙের হাতে কে-র একটা হাত ধরে, আস্তে আস্তে বললেন, "মাইকি তোমাকে চিঠি লিখবে না, তুমি তার কাছ থেকে কোনো খবর পাবে না। দু-তিন বছর সে লুকিয়ে থাকবে। হয়তো তারও বেশি, তার চাইতে অনেক বেশি। তুমি বাড়ি যাও, তারপর

একটি ভালো ছেলে দেখে বিয়ে কর।"

কে ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে বলল, "এটা তাকে পাঠিয়ে দেবেন ?"

বুড়ি ভদ্রমহিলা চিঠিটা নিয়ে, কে-র গালে আস্তে থাবড়ে বললেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়।" হেগেন আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভদ্রমহিলা ইতালীয় ভাষায় চ্যাচাতে লাগলেন। তারপর কে-কে দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিয়ে, চট্ করে গালে একটা চুমো খেয়ে বললেন, "মাইকির কথা ভুলে যেও। সে আর তোমার উপযুক্ত নয়।"

বাইরে ওর জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছিল, তার সামনের সীটে দুজন লোক বসে ছিল। তারা মুখে কোনো কথা না বলে ওকে একেবারে নিউইয়র্কে পৌঁছে দিয়ে এল। কে-ও কোনো কথা বলল না। সে মনে মনে এই চিন্তা অভ্যাস করবার চেষ্টা করছিল যে তার ভালোবাসার মানুষটি একজন নৃশংস হত্যাকারী। এ কথা যে তাকে বলেছে তাকে অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ সে হল ওর নিজের মা।

ষোল

কার্লো রিট্‌সি দুনিয়ার ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে ছিল। কর্লিয়নি পরিবারে বিয়ে করা সত্ত্বেও, ওকে ম্যানহাটানের আপার ঈস্ট সাইডের একটা বুক-মেকারের ব্যবসা দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ও আশা করেছিল, লং বীচের প্রাঙ্গণের একটা বাড়ি ওকে দেওয়া হবে; ও জানত ডন ইচ্ছা করলেই ও-সব বাড়ি থেকে তাঁর অনুচরদের পরিবারগুলোকে সরিয়ে দিতে পারেন। মনে মনে ও নিশ্চিত ছিল যে তাই করবেন তিনি, তাহলে কার্লো সব ব্যাপারের কেন্দ্রস্থলে থাকতে পারবে। ডন কিন্তু ঠিক ন্যায্য ব্যবহার করেননি। অবজ্ঞার সঙ্গে কার্লো মনে মনে বলল—এই না সেই মহামান্য ডন! ভারি তো এক গুঁফো সর্দার, একটা অখ্যাত খুদে গুণ্ডার মতো কিনা পথের মধ্যিখানে গুলি খেয়ে পড়লেন! বুড়ো মলে ঠিক হয়। সনি এক সময় ওর বন্ধু ছিল, সনি যদি পরিবারের মাথা হয়, তাহলে হয়তো কার্লোর কিছু সুবিধা হতে পারে, একেবারে ভিতরে সেঁদোতে পারে।

তাকিয়ে দেখল ওর স্ত্রী কফি ঢালছে। মাগো, কি ছিরির বৌ-ই না হয়েছে! বিয়ে তো হয়েছে মোটে পাঁচ মাস, এরই মধ্যে কি বিশ্রী ফুলে ফেঁপে উঠেছে! ঈস্টের এই সব ইতালীয় মেয়েমানুষগুলো একেকটি আনাড়ি মাগী বিশেষ।

হাত বাড়িয়ে কনির নরম ফুলো পশ্চাদ্‌ভাগ টিপে দেখল কার্লো। কনি একটু হাসল, কার্লো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "একটা শুওরের চেয়েও তোমার গায়ে 'হ্যাম' বেশি।"[২] কনির মুখের ব্যথিত ভাব আর চোখে জল দেখে খুশি

হল কার্লো। মহামান্য ডনের মেয়ে হতে পারে, কিন্তু কনি ওর স্ত্রী; ওর সম্পত্তি, তার সঙ্গে যেমন খুশি ব্যবহার করা যেতে পারে। কর্লিয়নিদের একজন ওর পায়ের পাপোশ, ভেবেও নিজেকে খুব প্রতাপশালী বলে মনে হতে লাগল।

উপযুক্ত ভাবেই কনির বিবাহিত জীবন শুরু করিয়েছিল কার্লো। ঐ থলি ভরতি উপহারের টাকা সে নিজের জন্য রাখবার চেষ্টা করেছিল, এক ঘুষিতে কনির চোখে কালসিটে পড়িয়ে দিয়ে, টাকাটা কার্লো কেড়ে নিয়েছিল। টাকা দিয়ে কি করেছিল তাও বলেনি। তাহলে বোধ হয় সত্যি সত্যি একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হত। এখন পর্যন্ত কার্লোর বিবেক একটু একটু দংশন করছিল। আরি বাপ! প্রায় পনেরো হাজার ডলার স্রেফ রেস খেলে আর থিয়েটারের মেয়েমানুষদের পিছনে উড়িয়ে দিয়েছিল!

কার্লো টের পাচ্ছিল কনি ওর পিঠের দিকে চেয়ে আছে, কাজেই টেবিলের অন্য ধার থেকে এক প্লেট মিষ্টি বান্ নেবার জন্য হাত বাড়াবার সময় পেশীগুলোকে দিব্যি খানিকটা খেলিয়ে নিল। সবেমাত্র প্রচুর হ্যাম আর ডিম সাঁটিয়েছে, তবে লম্বা চওড়া মানুষের সকালের খাবার দরকার হয় বেশি। ওর স্ত্রী ওর যে-চেহারা দেখতে পাচ্ছিল তাই নিয়ে ও মহা খুশি। এ ওদের ঐসব চিরকেলে তেলতেলা কালো ভূত স্বামী নয়, কেমন সোনালী ক্রু-কাটের চুল, সোনালী লোমে ঢাকা বাহু, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। তাছাড়া ঐ যে-সব তথাকথিত জবরদস্ত কর্মীগুলো এদের কাজ করে, তাদের চাইতে কার্লোর গায়ের জোরও ঢের বেশি। ক্লেমেন্‌জা, টেসিও, রকো ল্যাম্পনির মতো সব ওস্তাদ। আর পলি বলে সেই ব্যাটা, যাকে কে যেন খতম করে দিয়েছে। কার্লো ভাবছিল এর ভিতরের ব্যাপারটা কি তাই বা কে জানে। কি জানি কেন, তার পরেই সনির কথা মনে হল। সামনাসামনি ধস্তাধস্তিতে ও সনির সঙ্গে বেশ পেরে উঠত, যদিও সনি আরেকটু লম্বা, আরেকটু ভারি। যে জিনিসটাতে ওর ভয় ছিল, সেটা হল সনির কুখ্যাতি; অবশ্য নিজে তো সনিকে সর্বদাই দেখত হাসিখুশি মুখে তামাসা করে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, সনি ওর ইয়ার-বন্ধু। বুড়ো গেলে হয়তো কার্লোর কপাল খুলে যাবে।

অনেকক্ষণ ধরে কফি খেল সে। এই ফ্ল্যাটটা ওর দুচক্ষের বিষ। পশ্চিমের বড় বড় বাড়িতে থেকে ওর অভ্যাস, তাছাড়া একটু বাদেই ওকে শহরের উল্টোদিকে ওর কর্মস্থলে গিয়ে দুপুরের বাজির কাজ শুরু করতে হবে। সেদিন ছিল রবিবার, সারা-সপ্তাহের মধ্যে সেদিন কাজের চাপ সব চাইতে বেশি। এক দিকে বেস্-বল চলছে, বাস্কেট-বলের মরশুমের শেষের দিকটুকু তখনো রয়েছে, রাতের ঘোড়ার খেলও শুরু হল বলে। ক্রমে খেয়াল হল কনি ওর পিছনদিকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘুরছে। মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল কার্লো। কনি সাজগোজ করছিল, সেই চকমকে নিউ ইয়র্কের শহুরে কায়দায়, যেটা

কার্লো দেখতে পারত না। ফুলের নক্সা করা, বেল্ট বাঁধা একটা রেশমী গাউন, জমকালো ব্রেসলেট, কানের ফুল, জামার হাতায় কুঁচি। দেখে মনে হচ্ছিল বয়সটা কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। কার্লো জিজ্ঞাসা করল, "কোন চুলোয় যাচ্ছ ?"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কনি বলল, "লং বীচে বাবাকে দেখতে। এখনো তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, লোকজন গেলে খুশি হন।"

কার্লোর কৌতূহল হল, "সনি এখনো খেল্ চালাচ্ছে নাকি ?"

ভাবশূন্য মুখে তাকিয়ে কনি বলল, "কি খেল্ ?"

ভীষণ রেগে গেল কার্লো। "বদমাইস মাগী কোথাকার! আমার সঙ্গে ও-ভাবে কথা বললে, পিটিয়ে তোমার পেটের ছেলে বের করে দেব।" মনে হল কনি ঘাবড়ে গেছে, তাতে কার্লোর রাগ আরো বেড়ে গেল। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে কনির মুখে সে প্রচণ্ড থাপ্পড় মারল, অমনি একটা লাল দাগ পড়ে গেল। পর পর হিসাব করে আরো তিনটে চড় দিল। কনির ওপরের ঠোঁট ফেটে, রক্ত পড়তে লাগল, ঠোঁট অমনি ফুলে গেল। তাই দেখে কার্লো থেমে গেল। দাগ থাকে এটা তার ইচ্ছে ছিল না। ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে, দুম করে দরজা বন্ধ করে দিল কনি, কার্লোর কানে চাবি ঘোরানোর শব্দ এল। হেসে আবার সে কফির পেয়ালায় মন দিল।

বসে বসে সিগারেট খেতে লাগল সে, যতক্ষণ না কাপড়চোপড় পরবার সময় হল। তখন দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "খোল বলছি, নইলে লাথি মেরে দরজা ভাঙব।" কোনো উত্তর নেই। কার্লো চেঁচিয়ে বলল, "খোল, আমাকে কাপড় ছাড়তে হবে।" শুনতে পেল কনি খাট থেকে উঠে দরজার দিকে আসছে, তারপর চাবি ঘোরার শব্দ। ঘরে ঢুকে কনির পিছন দিকটা দেখতে পেল, বিছানায় ফিরে গিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরতে লাগল কার্লো, তারপর লক্ষ্য করল কনি সেমিজ গায়ে শুয়ে আছে। কার্লোর ইচ্ছা ও বাপকে দেখতে যায়, যদি কিছু খবর আনতে পারে এই আশায়। "আবার কি হল ? কয়েকটা চড় খেয়েই দম বেরিয়ে গেল ?" ভারি কুঁড়ে মাগী।

"আমি যেতে চাই না।" গলায় কান্নার সুর, কথা অস্পষ্ট। অসহিষ্ণুভাবে হাত বাড়িয়ে টেনে ওর মুখ ফিরিয়ে দিল কার্লো। দিয়েই বুঝল কনি কেন যেতে চাইছে না ; মনে হল না গেলেই ভালো।

যতটা ভেবেছিল বোধহয় তার চাইতে জোরেই চড় দিয়েছিল। বাঁ গালটা ফুলে গেছিল, ওপরের ঠোঁটটা কেটে ফুলে নাকের তলায় কি রকম সাদা মতো দেখাচ্ছিল। কার্লো বলল, "ঠিক আছে, আমি কিন্তু অনেক দেরি করে ফিরব। রবিবার আমার বড্ড কাজ।"

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে, গাড়ির কাছে গিয়ে দেখে ভুল জায়গায় পার্ক করার জন্য পুলিস টিকিট লাগিয়ে দিয়ে গেছে, পনেরো ডলারের সবুজ টিকিট। আরো

একগোছা টিকিটের সঙ্গে এটাকেও সে গ্লাভ রাখার খোপে পুরে রাখল। মেজাজটা ভালো হয়ে গেছিল। আহ্লাদে মাগীকে পেটালে ওর মন সর্বদা ভালো হয়ে যেত। কর্লিয়নিরা ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বলে মনের মধ্যে যে ক্ষোভ জমা হত, এতে তার খানিকটা কমে যেত।

প্রথমবার পিটিয়ে লাল করবার পর একটু ভাবনা হয়েছিল। কারণ অমনি কনি মা-বাবার কাছে নালিশ করতে আর চোখের কালসিটে দেখাতে লং বীচে গেছিল। বাস্তবিক ঘাবড়ে গেছিল কার্লো। কিন্তু ফিরে এল কনি যেন ভারি বাধ্য কর্তব্যপরায়ণা একজন ইতালীয় বৌ। তার পরের কয়েক সপ্তাহ আদর্শ স্বামী সেজে রইল কার্লো, খুব যত্ন করল স্ত্রীর, খুব ভালোবাসা দেখাল, সকাল বিকেল ওর সঙ্গে শুল। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়িতে কি হয়েছিল সে-কথা বলেছিল কনি, কারণ তার ধারণা হয়েছিল কার্লো আর কখনো ও-রকম করবে না।

বাপ-মার কাছ থেকে একটুও সহানুভূতি পায়নি কনি এবং অদ্ভুত কথা হল ব্যাপার শুনে তাঁদের মজা লেগেছিল। মার একটু সমবেদনা হয়েছিল বটে, স্বামীকে বলেছিলেন কার্লোকে একটু বোঝাতে। বাবা রাজী হননি। বলেছিলেন, "আমার মেয়ে হতে পারে, কিন্তু এখন ওর স্বামীর হেপাজতে আছে। সে তার কর্তব্য জানে। ইটালির রাজা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাননি। বাড়ি যাও, কনি, স্বামীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর, তাহলে সে আর কখনো তোমার গায়ে হাত তুলবে না।"

রেগেমেগে কনি বাপকে বলেছিল, "তুমি কখনো তোমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছ?" ওকেই বাপ সব চাইতে আদর দিতেন, কাজেই এতটা বেয়াদবি করবার সাহস পেয়েছিল। বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, "তিনি কখনো কারণ দেখেননি।" আর মাও মাথা দুলিয়ে হেসেছিলেন।

কনি ওঁদের বলেছিল ওর স্বামী কি রকম করে বিয়েতে উপহার পাওয়া টাকাগুলো নিয়ে নিয়েছে। সে টাকা দিয়ে ও কি করল তা পর্যন্ত বলছে না। বাবা একটু কাঁধ তুলে বলেছিলেন, "আমার স্ত্রী যদি তোমার মতো বেয়াড়া হত, আমিও ঠিক তাই করতাম।"

কাজেই কনি একটু অবাক হয়ে, একটু ভয় পেয়ে, আবার বাড়ি ফিরে এসেছিল। চিরকালই ও বাবার বড় আদুরে ছিল, এখন কেন তাঁর সহানুভূতি পাচ্ছে না, এ-কথা সে ভেবেই পেল না।

যতটা ভাব দেখিয়েছিলেন, আসলে ডন ততটা সহানুভূতিশূন্য ছিলেন না। খোঁজ খবর নিয়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন বিয়ের টাকা দিয়ে কার্লো কি করেছিল। তখন তিনি কার্লোর বুক-মেকার ব্যবসার ওপর নজর রাখবার জন্য লোক রেখে দিলেন, তারা রিট্সি তার কর্মস্থলে কি করে না করে, সব তথ্য হেগেনের কাছে পেশ করত। কিন্তু ডন কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। যে

পুরুষ তার শ্বশুরবাড়ির লোকদের ডরায়, সে আবার স্বামীর কর্তব্য পালন করবে কি করে? এই রকম অসম্ভব পরিস্থিতে উনি কি করে নাক গলাবেন? তারপর যখন কনির পেটে ছেলে এল, বাপের মনে হয়েছিল তিনি উচিত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, তাঁর পক্ষে হস্তক্ষেপ করা কখনোই ঠিক নয়। কনি অবশ্য মার কাছে গিয়ে আরো কবার পিটুনি খাবার কথা বলেছিল, মাও শেষ পর্যন্ত এত ব্যস্ত হয়েছিলেন যে স্বামীর কানে কথাটা তুলেছিলেন। কনি এমন কি আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়েছিল সে বিয়ে ভাঙার কথা ভাবছে। কনির জীবনে এই প্রথম বাবা তার ওপর রাগ করলেন। বললেন, "সে তোমার সন্তানের বাপ। বাপ না থাকলে এ সংসারে একটা ছোট ছেলের জন্মে কি লাভ?"

এ সব কথা শুনে কার্লো রিট্সির সাহস আরো বেড়ে গেছিল। আর তার কোনো ভয় রইল না। বুক-মেকারের আপিসে স্যালি র‍্যাগ্‌স আর কোচ বলে তার দুই কর্মীর কাছে ও বড়াই করত যে বৌ বেশি চাল দিলে তাকে ধরে ক্যায়সা পেটায়। কর্মীদের মুখ দেখেই বোঝা যেত যে মহামান্য ডন কর্লিয়নির মেয়ের গায়ে হাত তোলে এমন সাহসী লোকের ওপর তাদের কত ভক্তি।

কিন্তু রিট্সির নিজেকে অতটা নিরাপদ মনে হত না যদি জানতে পারত যে ঐ মারের কথা শুনে সনির মাথায় খুনের মতো রাগ চড়ে গেছিল, শুধু স্বয়ং ডনের অতি কড়া হুকুমের জন্যেই সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। ডনের হুকুম অমান্য করার স্পর্ধা সনিরও ছিল না। সেই জন্যই সনি রিট্সিকে এড়িয়ে যেত, কি জানি দেখা হলে যদি রাগ সামলাতে না পারে।

কাজেই এই চমৎকার রবিবারের সকালটাতে কার্লোর মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না। সে গাড়ি হাঁকিয়ে ৯৬ স্ট্রীট থেকে শহরের অন্য দিকে ঈস্ট সাইডে যাবার সময় লক্ষ্যই করল না উল্টোদিক থেকে সনির গাড়ি এসে ওদের বাড়ির দিকেই গেল।

সনি কর্লিয়নি প্রাঙ্গনের নিরাপত্তা ছেড়ে সে রাতটা শহরে লুসি ম্যান্‌চিনির সঙ্গে কাটিয়েছিল। এখন সে বাড়ি যাচ্ছিল, সঙ্গে চারজন দেহরক্ষী, সামনে দুজন, পিছনে দুজন। পাশেই রক্ষী বসে থাকার কোনো দরকার ছিল না, একবার কেউ সোজাসুজি আক্রমণ করলে সনি নিজেই তাকে ঠেকাতে পারত। রক্ষীরা তাদের নিজেদের দুটো গাড়িতে যাওয়া আসা করত, লুসির ফ্ল্যাটের দুদিকের দুটি ফ্ল্যাটে তারা থাকত। লুসির বাড়িতে যাওয়াতে কোনো বিপদ ছিল না, খুব বেশি না গেলেই হল। কিন্তু শহরে পৌঁছে মনে হল ছোট বোন কনিকে তুলে লং বীচে নিয়ে গেলে বেশ হয়। সনি জানত কার্লো কাজে গেছে, পাজি ছুঁচোটা তো আর ওকে গাড়ি কিনে দেবে না। কাজেই কনিকে তুলে নিয়ে গেলে হয়।

একটু অপেক্ষা করল সনি, সামনের লোক দুটো আগে বাড়িতে ঢুকল, তার

পর সনি ঢুকল। দেখতে পেল পেছনের লোক দুটি ওর গাড়ির পিছনে তাদের গাড়ি থামিয়ে, গাড়ি থেকে নেমে, রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। নিজের চোখও খোলা রেখেছিল সনি। ও যে শহরে এসেছে শত্রুদের সেটা জানার সম্ভাবনা দশ লাখে এক, তবু সাবধানের মার নেই। ১৯৩০-এর লড়াইতে সনির এই শিক্ষাটি হয়েছিল।

সনি কখনো লিফটে উঠত না। ওগুলো হল মরণের ফাঁদ। আট প্রস্থ সিঁড়ি তাড়াতাড়ি হেঁটে উঠে কনির ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে, দরজায় টোকা দিল সে। কার্লোর গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখে বুঝেছিল কনি নিশ্চয় একা আছে। কোনো উত্তর পেল না। আরেকবার টোকা দিতেই বোনের গলার আওয়াজ শুনতে পেল, কেমন যেন ভীতত্রস্ত। কনি জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

কণ্ঠস্বরে অত ভয় শুনে সনি স্তম্ভিত হয়ে গেল। ছোট বোনটার তো চিরকাল বেজায় দড়, ভারি চালবাজ, বাড়ির আর সকলের মতোই জবরদস্ত। ওর আবার কি হল? সনি বলল, "আমি সনি।" দরজার ছিটকিনি টানার শব্দ হল, দরজা খুলে গেল, কাঁদতে কাঁদতে কনি ওর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। এত অবাক হয়ে গেল সনি যে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কনিকে একটু সরিয়ে দিতেই ওর ফোলা মুখ চোখে পড়ল, অমনি সনি বুঝে নিল কি হয়েছে।

ওর কাছ থেকে সরে, সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে, কনির স্বামীর পিছনে তাড়া করে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল সনির। আগুনের হল্কার মতো রাগে শরীর জ্বলে উঠেছিল, মুখ বিকৃত হয়ে গেছিল। তাই দেখে কনি ওকে আঁকড়ে ধরে রইল, ছাড়ল না, টেনে ঘরে মধ্যে নিয়ে এল। এখন কনি কাঁদছিল স্রেফ ভয়ে। বড় ভাইয়ের রাগ ওর জানা ছিল, ভয়ও করত কম নয়। তাই ওর কাছে কখনো কার্লোর নামে নালিশ করেনি। এখন ওকে জোর করে ঘরে এনে বলল, "আমারই দোষ। আমিই ঝগড়া শুরু করেছিলাম, ওকে মারবার চেষ্টা করছিলাম, তাই ও-ও আমাকে মেরেছে। এতটা জোরে মারবার ইচ্ছা ছিল না ওর, আমিই এগিয়ে-বাগিয়ে গেছিলাম।"

সনি তার ভারি কিউপিডের মতো মুখটাকে সংযত করে রেখেছিল। "আজ বাবাকে দেখতে যাবে নাকি?"

কনি কোনো উত্তর দিল না দেখে সনি বলল, "ভাবলাম হয়তো যাবে, তাই তুলে নিতে এলাম। অন্য কাজে শহরে এসেছিলাম।"

কনি মাথা নাড়ল, "না ওঁরা আমাকে এ-ভাবে দেখেন সেটা আমি চাই না। আসছে হপ্তায় যাব।"

সনি বলল, "বেশ।" বলে ওর রান্নাঘরের ফোন তুলে একটা নম্বর ডায়ে করে বলল, "ডাক্তার ডাকলাম, একবার তোমাকে এসে দেখুক। এ অবস্থায় তোমার সাবধানে থাকা দরকার। ছেলে হতে আর ক মাস বাকি?"

কনি বলল, "হু মাস। সনি, কিছু কর না। লক্ষীটি কিছু কর না।"

সনি হাসল। নিষ্ঠুর নিবিষ্ট চোখে বলল, "ভেবো না। তোমার ছেলে জন্মাবার আগেই তাকে অনাথ বানাব না।"

কনির যে-গালটা অক্ষত ছিল তাতে একটা চুমো খেয়ে সনি বেরিয়ে গেল।

ঈস্ট ১১২তম স্ট্রীটে, একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দু লাইন গাড়ি পার্ক করা ছিল, ঐ দোকানটি হল কার্লো রিট্‌সির বুক-মেকার ব্যবসার কেন্দ্র। দোকনের সামনে ফুটপাথের ওপর অনেকগুলো ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাদের বাবারা বল লোফালুফি খেলছিল। আজ রবিবার সকালে বাজি রাখতে বাবারা দোকানে এসেছিল, ছেলেমেয়েগুলোকে সঙ্গে এনেছিল। কার্লো রিট্‌সিকে আসতে দেখে বাবারা খেলা থামিয়ে, ছেলেমেয়েগুলোকে চুপ করিয়ে রাখবার জন্য আইসক্রীম কিনে দিল। তারপর তারা খবরের কাগজ নিয়ে খেলার গোড়ার 'পিচার'দের তালিকা দেখতে লাগল, সেদিন বেস্‌-বল খেলায় কে জিতবে, কার ওপর বাজি ধরবে, এইসব চিন্তা করতে বসে গেল।

কার্লো গেল দোকানের পিছনের বড় ঘরটায়। কর্মীদের বলা হত 'রাইটার', তারা ছিল দুজন, ছোটখাটো পাকানো দড়ির মতো একজন, তার নাম স্যালি র‍্যাগ্‌স্‌ আর লম্বা চওড়া হোঁৎকা মতো একজন, তার নাম কোচ। কাজ কখন শুরু হবে বলে তারা বসে ছিল। সামনে ছিল বড় বড় লাইন টানা প্যাড, তাতে বাজির অঙ্ক লেখা হবে। একটা কাঠের স্ট্যাণ্ডে একটা ব্ল্যাকবোর্ড তোলা ছিল, তার ওপর খড়ি দিয়ে বড় লীগের ষোলটা বেস্‌-বল দলের নাম লেখা ছিল, কার সঙ্গে কে খেলছে তাও জোড়ায়-জোড়ায় দেখানো ছিল। প্রত্যেক জোড়ার পাশে একটা করে খোপ কাটা, সেদিনের বাজির অসমতা, যাকে বলা হয় 'অড্‌স্‌', সেইখানে লেখা থাকবে।

কার্লো এসে কোচকে জিজ্ঞাসা করল, "দোকানের ফোন আজ কি 'ট্যাপ' করা আছে?"

কোচ মাথা নেড়ে বলল, "না, 'ট্যাপ' এখনো বন্ধ।"

দেয়ালে গাঁথা ফোনের কাছে গিয়ে কার্লো একটা নম্বর ডায়েল করল। নির্বিকারভাবে স্যালি র‍্যাগ্‌স্‌ আর কোচ ওর দিকে চেয়ে রইল, ও সেদিনের সব খেলার 'অড্‌স্‌' যথাস্থানে টুকে টুকে রাখল। তারপর ফোন তুলে রেখে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে কার্লো প্রত্যেক খোপে সেই খেলার 'অড্‌স্‌' লিখে দিল। ওরা তখনো চেয়ে রইল। কার্লো না জানলেও, ওরা এর আগেই সংখ্যাগুলো পেয়ে গেছিল, এবং মনে মনে কার্লোর কাজের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল। এই কাজে ঢুকবার পর প্রথম সপ্তাহেই কার্লো ব্ল্যাকবোর্ডে সংখ্যা লিখতে গিয়ে একটা ভুল করে ফেলেছিল, তার ফলে সব জুয়াড়িদের যা স্বপ্ন' সেই রকম একটা 'মিড্‌ল্‌' তৈরি করে ফেলেছিল। 'মিড্‌ল্‌' মানে একজনের কাছে

বোর্ডে লেখা 'অড্‌স্' মতো বাজি ধরে, আরেকজন বুক-মেকারের কাছে আসল 'অড্‌স্' অনুসারে বাজি রাখা। এতে জুয়াড়ির কখনো লোকসান হয় না। লোকসান হয় শুধু কার্লোর খাতার বা 'বুকের'। কার্লোর ঐ একটি ভুলের জন্য সেই সপ্তাহে খাতার বা 'বুকের' লোকসানের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ছ হাজার ডলার এবং জামাই সম্বন্ধে ডনের ধারণা সমর্থন পেয়েছিল। তার পর থেকে উনি হুকুম দিয়েছিলেন যে কার্লোর সব কাজ আরেকবার করে মিলিয়ে দেখতে হবে।

সাধারণতঃ কর্লিয়নি পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের এ-সব খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাত না। ওদের কাছে পৌঁছতে গেলে মধ্যিখানে পাঁচটি পর্যায় ভেদ করে যেতে হত। কিন্তু 'বুক'টাকে যখন জামাইকে বাজিয়ে নেবার ক্ষেত্রস্বরূপ ব্যবহার করা হচ্ছিল, ওটিকে টম হেগেনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। রোজ তার কাছে বিবৃতি যেত।

লাইন টানবার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের পিছনের বড় ঘরে জুয়াড়িরা সবাই গিয়ে ভিড় করে, যে যার খবরের কাগজে 'অড্‌স্'গুলিকে, খেলার তথ্যের পাশে পাশে লিখে নিতে লাগল। কেউ কেউ ব্ল্যাকবোর্ড দেখবার সময়ে, নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে রেখেছিল। একজন লোক বড় বড় বাজি ফেলছিল, সে তার ছোট মেয়েটির হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, "আজ তোমার কাকে পছন্দ, মানিক, জায়েণ্টদের নাকি পাইরেটদের?" এমন রোমাঞ্চকর নাম শুনে মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে বলল, "জায়েণ্টদের গায়ে কি পাইরেটদের চাইতে বেশি জোর?" বাপ হাসতে লাগল।

তারপর 'রাইটার'দের সামনেও এক সারি লোক দাঁড়াল। একটা পাতায় লেখা হয়ে গেলে, রাইটার সেটা ছিঁড়ে নিয়ে, সংগৃহীত টাকার চারদিকে জড়িয়ে, সবসুদ্ধ কার্লোর হাতে দিয়ে দিতে লাগল। ঘরের পিছনেও একটা দরজা ছিল, সেটা দিয়ে বেরিয়ে, এক প্রস্থ সিঁড়ি উঠে, দোকানের মালিকের পরিবারের জন্য যে ঘর ছিল, কার্লো সেখানে হাজির হল। সেখান থেকে নিজের সেণ্ট্রাল এক্সচেঞ্জে বাজির তথ্য জানিয়ে, টাকাগুলোকে দেয়ালে গাঁথা ছোট একটা লোহার সিন্দুকে পুরে রাখল। জানলার পরদা একটু বেশি করে টেনে দিলে সেটাকে দেখা যেত না। তারপর কার্লো আবার মিষ্টির দোকানে ফিরে গেল, অবিশ্যি তার আগে বাজির কাগজটাকে পুড়িয়ে, বাথরুমের ড্রেনে ফেলে, শিকলটা টেনে দিল।

যাকে বলা হত 'ব্লু ল' অর্থাৎ রবিবারের খেলা নিয়ন্ত্রণ করার আইন, সেগুলি বলবৎ থাকায় বেলা দুটোর আগে খেলা আরম্ভ হত না। কাজেই প্রথম জুয়াড়ির দলের বেশির ভাগই ছিল গৃহস্থ মানুষ, তাদের তাড়াতাড়ি করে বাজিগুলো ধরে দিয়ে, বাড়ি যেতে হত, সপরিবারে সমুদ্রের ধারে যেতে হবে। তাদের পর দুজন একজন করে যারা আসত, তাদের মধ্যে ছিল কিছু অবিবাহিত

লোক, আর ছিল কতকগুলো গোঁড়া ধরনের লোক, তারা তাদের পরিবার-বর্গকে শহরের গরম ফ্ল্যাটে ফেলে, নিজেরা বেরিয়ে পড়ত। বড় বড় বাজি ধরত অবিবাহিত লোকরা, টাকাও বেশি রাখত, আবার বেলা চারটের সময় আরেকবার ঘুরে আসত, দ্বিতীয়বারের খেলায় বাজি ধরতে। এদের জন্যই রবিবারে কার্লোকে অত খাটতে হত, ওভারটাইম করতে হত, অবশ্য মাঝে-মধ্যে বিবাহিত লোকরাও কেউ কেউ সমুদ্রের ধার থেকে ফোন করে, ক্ষতিটতি হয়ে থাকলে, সেটা পূরণ করার চেষ্টা করত।

বেলা দেড়টার মধ্যে জুয়াড়িদের ভিড়টা খুব কমে গেছিল, কাজেই কার্লো আর স্যালি র‍্যাগস্ বাইরে গিয়ে, মিষ্টির দোকানের পাশে রকের সিঁড়িতে বসে একটু হাঁপ ছাড়তে পারল। কিছুক্ষণ ওরা ছোট ছেলেদের ডাণ্ডা-গুলি খেলা দেখল, তারপর একটা পুলিসের গাড়ি গেল, ওরা সেটাকে দেখেও দেখল না। ওদের এই জুয়ার আড্ডাটা বড় থানা থেকে মোটা পৃষ্ঠপোষকতা পেত, স্থানীয় কেউ ওদের গায়ে হাত দিতে পারত না। এ দোকানে খানাতল্লাসী করতে হলে একেবারে পুলিস বিভাগের কর্তাদের কাছ থেকে হুকুম আসা চাই, তাও প্রচুর সময় থাকতেই ওদের সাবধান করে দেওয়া হত।

কোচ বেরিয়ে এসে, ওদের পাশে বসল। বেস্‌বল সম্বন্ধে, মেয়েদের সম্বন্ধে, ওরা খানিক গল্পগুজব করল। কার্লো হাসতে হাসতে বলল, "বৌটাকে আজ আবার ধরে পেটাতে হল; বাড়ির কর্তা কে, সেটা ওকে শেখানো দরকার।"

কথাচ্ছলে কোচ বলল, "ওঁর ছেলে হবার সময় হয়ে এসেছে না?"

কার্লো বলল, "আরে, গালে কয়েকটা চড় মেরেছি, আর কিছু না।" তারপর একটু ভেবে বলল, "ও ভাবে আমার ওপর সর্দারি করবে, তা আমি সইব কেন।"

তখনো কয়েকজন জুয়াড়ি ঘোরাঘুরি করছিল, হাওয়া খাচ্ছিল, কেউ কেউ কার্লোদের কয়েক ধাপ ওপরের সিঁড়িতে বসে ছিল। হঠাৎ ছেলেপিলেগুলো খেলা ছেড়ে হাওয়া। সশব্দে একটা গাড়ি এসে মিষ্টির দোকানের সামনে থামল। এতই আচমকা থামল যে চাকাগুলো ফ্যাঁশ-ফ্যাঁশ করে উঠল এবং প্রায় গাড়ি থামবার আগেই চালকের আসন থেকে একটা লোক ছিটকে বেরিয়ে এমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল যে সকলে একেবারে চলৎশক্তিরহিত হয়ে গেল। লোকটি হল সনি কর্লিয়নি।

পুরু বাঁকা ঠোঁট আর ভারি কিউপিডের মতো মুখ রাগে বিকৃত বিকট হয়ে গেছিল। নিমেষের মধ্যে বারান্দায় উঠে সে কার্লো রিট্‌সির গলা টিপে ধরল। অন্যদের কাছ থেকে ওকে টেনে হিঁচড়ে পথে নামাবার চেষ্টা করতে লাগল সনি, কিন্তু কার্লো তার পেশীবহুল বিশাল বাহু দিয়ে সিঁড়ির লোহার রেলিং আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইল। কুঁকড়ে গিয়ে সে মুখ মাথা নিজের ঘাড়ে গুঁজে, সেগুলোকে খানিকটা বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। কার্লোর শার্টটা

ছিঁড়ে সনির হাতে খুলে এল।

তারপর যা হল তা দেখলেও গা-বমি করে। হাত দুটোকে মুঠি পাকিয়ে সঙ্কুচিত কার্লোকে দমাদম পেটাতে লাগল সনি আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ-বিকৃত স্বরে গাল দিতে লাগল। অমন প্রকাণ্ড মজবুত শরীর সত্ত্বেও, কার্লো কোনো বাধা দিল না, কোনো আপত্তি জানাল না, দয়া ভিক্ষা করল না। কোচের আর স্যালি র‍্যাগ্‌সের কিছু বলবার সাহস হল না। ওরা ভেবেছিল সনি বোধ-হয় ভগ্নীপতিকে মেরেই ফেলতে চায়, সহমরণের শখ ছিল না ওদের। ডাণ্ডা-গুলি খেলছিল যে ছেলেগুলো তারা আবার জটলা পাকিয়ে খেলা নষ্ট করার জন্য গাড়িটার চালকের সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিল, কিন্তু এসে তারা স্তম্ভিত মনোযোগ দিয়ে কাণ্ড দেখছিল। জবরদস্ত ছেলে সব কটা, কিন্তু সনির বিকট রাগ দেখে একেবারে থ!

ইতিমধ্যে সনির গাড়ির পিছনে আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল, রক্ষীরা দুজন লাফিয়ে নেমে পড়ল। ব্যাপার দেখে তারাও হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাচ্ছিল না। সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা, কোনো নির্বোধ পথচারী যদি কার্লোকে সাহায্য করতে আসে, তাহলে মুনিবকে বাঁচাতে হবে।

ঐ দৃশ্যের সব চাইতে বীভৎস দিকটা হল যে কার্লো একেবারে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে রইল, তবে হয়তো সেই জন্যই তার প্রাণটা বেঁচে গেল। দু হাতে রেলিং ধরে সে এমনি ঝুলে রইল যে সনি তাকে কিছুতেই রাস্তায় টেনে নামাতে পারল না, অথচ সমান গায়ের জোর থাকা সত্ত্বেও, কিছুতেই সে উল্টে মারতে রাজী হল না। ওর ঘাড়ে মাথায় ঘুষির পর ঘুষি নামতে লাগল, ও কিছুই করল না, অবশেষে সনির রাগ পড়ে গেল। হাঁপের চোটে সনির বুক তোলা-পড়া করছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার্লোর দিকে চেয়ে সে বলল, "হতভাগা নচ্ছার, ফের আমার বোনের গায়ে হাত তুলবে তো মেরেই ফেলব।"

তাই শুনে আর সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কারণ, বলা বাহুল্য লোকটাকে মেরে ফেলাই যদি ওর উদ্দেশ্য হত, তাহলে আর ওকে ও ভাবে কখনোই শাসাত না। কথাটা অবিশ্যি ক্ষোভের সঙ্গে বলা হয়েছিল, যেহেতু শাসানিটাকে কার্যে পরিণত করা যাচ্ছিল না। কার্লো সনির দিকে মুখ তুলে তাকাল না। মাথা নিচু করে, দু হাতে লোহার রেলিং জাপটে বসে রইল। ঐ ভাবেই থেকে গেল সে, যতক্ষণ না গাড়িটা গর্জন করে চলে গেল আর কানে এল কোচ তার অদ্ভুত পিতৃসুলভ স্বরে বলছে, "ঠিক আছে, কার্লো, দোকানের ভেতরে এসো। লোকের চোখের আড়ালে যাওয়া যাক।"

এতক্ষণ পর রকের পাথরের সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা ছেড়ে, রেলিং থেকে হাত খুলে, কার্লো উঠে দাঁড়াবার সাহস পেল। উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল রাস্তার ছেলেপিলেগুলো ওর দিকে ফ্যাকাশে হতচকিত মুখে

তাকিয়ে আছে, আরেকটা মানুষের চরম অপমান চোখে দেখলে মানুষ যেমন তাকিয়ে থাকে। একটু একটু মাথা ঘুরছিল, কিন্তু সেটা শক্ লেগে, যে নগ্ন আতঙ্ক ওর শরীরটাকে পেয়ে বসেছিল, তারই ফল। অত প্রচণ্ড জোরে ঘুষি লাগা সত্ত্বেও, আসলে খুব বেশি জখম হয়নি সে। দোকানের পিছনের ঘরে কোচ ওকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে, ওর মুখে বরফ দিতে লাগল; মুখটা কেটে-কুটে যায়নি, রক্তও পড়েনি, কিন্তু কালসিটে পড়েছিল, ফুলে গেছিল। ভয়টাও এতক্ষণে দূর হয়ে গেল; যে অপমানটা সইতে হয়েছিল, তার কথা ভেবে গা গুলিয়ে উঠছিল, খানিকটা বমিও হয়ে গেল। মুখ ধোবার গামলার ওপর কোচ ওর মাথাটাকে নিয়ে ধরল; ওকে ঠেকা দিয়ে রাখতে হল, মাতালকে যেমন দিতে হয়। তারপর ধরে ধরে ওপরের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ওকে একটা শোবার ঘরে শুইয়ে দিল। কার্লো লক্ষ্যই করল না যে স্যালি র‍্যাগ্‌স্ কখন অদৃশ্য হয়ে গেছিল।

স্যালি র‍্যাগ্‌স্ এদিকে থার্ড অ্যাভেনিউতে গিয়ে রকো ল্যাম্পনিকে ফোনে ডেকে সমস্ত ঘটনাটার বিবৃতি দিল। ঠাণ্ডা মাথায় খবরটা শুনে রকো আবার তার ক্যাপোরেজিমি পীট ক্লেমেন্‌জাকে জানাল। ক্লেমেন্‌জা আর্তস্বরে বলল, "কি সর্বনাশ! এই সনি আর তার মেজাজ নিয়ে তো পারা গেল না।" তবে কথাটা বলার সময় বুদ্ধি করে কনেক্‌শনটা কেটে দিয়েছিল, কাজেই রকো এক বর্ণ শুনতে পায়নি।

ক্লেমেন্‌জা তখন লং বীচের বাড়িতে ফোন করে টম হেগেনকে ধরল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর টম বলল, "যত শীগগির পার তোমার কয়েকজন লোককে গাড়ি দিয়ে লং বীচের রাস্তায় পাঠাও, দৈবাৎ যদি যান-বাহনের ভিড়ে, কিংবা কোনো অ্যাক্সিডেণ্টের জন্য সনি আটকা পড়ে। ঐ রকম রাগ চাপলে কি করছে না করছে ওর জ্ঞান থাকে না। হয়তো আমাদের বিপক্ষ দলের বন্ধুরা জেনে থাকতে পারে সনি শহরে গেছিল। কিছুই বলা যায় না।"

অনিশ্চয়তার সঙ্গে ক্লেমেন্‌জা বলল, "আমি কাউকে রাস্তায় দাঁড় করাবার আগেই সনি বাড়ি পৌঁছে যাবে। টাটাগ্লিয়ারাও তা জানে।"

ধৈর্য ধরে হেগেন বুঝিয়ে বলল, "তা জানি। কিন্তু দৈবাৎ যদি কিছু একটা ঘটে যায়, সনি আটকা পড়ে যেতে পারে। যতটা পার, কর পীট।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লেমেন্‌জা রকো ল্যাম্পনিকে টেলিফোন করে বলে দিল, গোটাকতক লোক যোগাড় করে লং বীচে যাবার রাস্তাটাতে যেন নজর রাখে। তারপর যে রক্ষীদল ওর বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে তিনজনকে নিয়ে, নিজের প্রাণপ্রিয় ক্যাডিলাক গাড়িতে করে অ্যাটলাণ্টিক বীচ ব্রিজের ওপর দিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের দিকে চলল।

মিষ্টির দোকানের আশেপাশে যারা ঘোরাঘুরি করছিল, তাদের মধ্যে

একজন ছোটখাটো জুয়াড়ি ছিল, সে টাটাগ্লিয়াদের টাকা খেয়ে তাদের খবর সরবরাহ করত ; সে লোকটা তাড়াতাড়ি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু টাটাগ্লিয়ারা তখনো বাহুল্য ঝেড়ে ফেলে, যুদ্ধের জন্য তৈরি ছিল না। অনেকগুলো নিরাপত্তা পর্যায় ভেদ করে তবে একজন ক্যাপোরেজিমির নাগাল পাওয়া গেল। সে লোকটা তখন টাটাগ্লিয়াদের কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করল। ততক্ষণে সনি কর্লিয়নি নিরাপদে নিজেদের প্রাঙ্গণে, তার বাবার বাড়িতে পৌঁছে গেছিল। এবার তাকে বাবার রাগের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

সতেরো

১৯৪৭ সালে কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে বাকি পাঁচটা পরিবারের একজোটের লড়াইতে উভয় পক্ষের ক্ষতি হয়েছিল এন্তার। ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির খুনের একটা সমাধান করবার জন্য পুলিস থেকে যে চাপ দেওয়া হচ্ছিল, তাতে পরিস্থিতিটা আরো জটিল হয়ে উঠেছিল। অনেক রাজনৈতিক পাণ্ডারা এত ক্ষমতাশালী ছিল যে তারা যে-সব জুয়ার আর অন্যান্য দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতা করত, পুলিস বিভাগের পদাধিকারীরা সেগুলোকে ঘাঁটাতে কদাচিৎ সাহস পেত। কিন্তু লুটতরাজে লিপ্ত খ্যাপা সৈনিকদের বিভাগীয় পদাধিকারীরা যখন উপরওয়ালাদের আদেশ মানতে রাজী হয় না, তখন তাঁরা যেমন অসহায় হয়ে পড়েন, এই বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতাদের সেই রকম অবস্থা হয়েছিল।

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কর্লিয়নি পরিবারে যত না ক্ষতি হয়েছিল, ওদের দলের হয়েছিল তার চাইতে অনেক বেশি। কর্লিয়নি গোষ্ঠীর আয়ের বেশির ভাগটাই জুয়া খেলার ওপর নির্ভর করত। ওদের 'নম্বর' খেলা, যাতে অন্য উদ্দেশ্যে কাগজে ছাপা সংখ্যা ধরে লটারি চলত, আর 'পলিসি' নামক দৈনিক লটারি খেলা, মার খেয়েছিল খুব বেশি। যে-সব চররা নানান বেআইনী ব্যবস্থা চালাচালি করত, তাদের কেউ কেউ পুলিসের জালে ধরা পড়েছিল, এদের ফাটকে দেবার আগে, কষে মাঝারি ধরনের ধোলাই দেওয়া হত। এমন কি কোনো কোনো 'ব্যাঙ্ক' বা জুয়োর আস্তানার অবস্থান জেনে, সেখানে খানা-তল্লাসী করার ফলে মোটা টাকারও ক্ষতি হয়েছিল। ঐ সব 'ব্যাঙ্কার'রা নিজেরাও পাকা ঘুঘু ছিল, তারা ক্যাপোরেজিমিদের কাছে নালিশ করত, ক্যাপোরেজিমিরা সেই নালিশ কর্লিয়নি কর্তৃপক্ষের আলোচনা সমিতির কাছে পেশ করত। তবে করার কিছুই ছিল না। ব্যাঙ্কারদের বলা হত ব্যবসা বন্ধ করতে। নিগ্রো পাড়া হারলেম ছিল সব চাইতে লাভের ক্ষেত্র, সেখানকার স্বাধীন স্থানীয় লোকদের তখনকার মতো ব্যবসার ভার নিতে দেওয়া হয়েছিল। তারা এখানে ওখানে ছড়ানো জায়গায় কাজ করত বলে, তাদের বমাল সমেত

ধরতে পুলিসের ভারি অসুবিধা হত।

ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লাস্কির মৃত্যুর পর কোনো কোনো কাগজ তার সঙ্গে সলট্‌সোকে জড়িয়ে নানান বিবৃতি ছেপেছিল। মৃত্যুর অল্পদিন আগে ম্যাকক্লাস্কি যে কোনো জায়গা থেকে অনেক নগদ টাকা পেয়েছিল, ঐ সব বিবৃতিতে তার প্রমাণও প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সব কাহিনী হেগেন রচনা করেছিল, তথ্যও সেই-ই পেশ করেছিল। পুলিস বিভাগ কাহিনীগুলোকে সমর্থনও করেনি, অস্বীকারও করেনি, তবু তার একটা ফল পাওয়া যাচ্ছিল। গুপ্তচররা এবং কর্লিয়নিদের টাকা খেয়ে কিছু পুলিস কর্মচারীও পুলিস বিভাগকে খবর দিয়েছিল যে ম্যাকক্লাস্কি ছিল একজন ভ্রষ্ট পুলিশ। সে যে টাকা কিংবা সাফ ঘুষ খেত এমন নয়, সাধারণ কর্মীদের পক্ষে সেটা এমন কিছু নিন্দনীয় বলে গণ্য ছিল না। নোংরা টাকার মধ্যে যা সব চাইতে মলিন, অর্থাৎ খুনের টাকা, মাদক ব্যবসায়ীর টাকা, ও তাই নিত। পুলিসী নীতিতে এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

হেগেন জানত পুলিসের লোকরা অদ্ভুত রকম সরল ভাবে আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলে। যে জনসাধারণের কাজে ওরা নিয়োজিত, তাদের চাইতে ওরা আইন-শৃঙ্খলাকে বেশি মানে। আইন-শৃঙ্খলার জাদু থেকেই তো ওদের ক্ষমতার উৎপত্তি, ওদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, যা প্রায় সব পুরুষমানুষেরই কাম্য। অথচ সেই সঙ্গে যে জনসাধারণের কাজ ওরা করে, তাদের প্রতি চাপা আগুনের মতো একটা আক্রোশ ওদের মনে সর্বদা লেগে থাকে। ঐ জনসাধারণের ওরা একাধারে রক্ষক ও ভক্ষক। রক্ষিত হিসাবে জনসাধারণ ভারি অকৃতজ্ঞ, কেবল গালি দেয়, কেবল দাবি জানায়। ভক্ষ্য হিসাবে ওরা কেবলই পিছলে যায়, ভারি বিপজ্জনক, ওদের ছলেরও অন্ত নেই। যেই না ওদের একজন পুলিসের খপ্পরে পড়ল, অমনি যে সমাজকে পুলিসের লোকরা রক্ষা করে, সেই সমাজই উল্টে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ঐ শিকারটিকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকরা টান সামলায়। জজরা সব চাইতে জঘন্য গুণ্ডাদের লঘু সাজা দিয়ে, তাও রদ করে দেয়। শ্রদ্ধেয় উকিল মহোদয়রা যদি আগেই দুষ্কৃতকারীদের খালাসের ব্যবস্থা করতে না পারত, তাহলে রাজ্যপালরা এবং স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মহাশয় অপরাধীদের বেকসুর মাপের বন্দোবস্ত করতেন। কিছু দিনের মধ্যে পুলিসের লোকদেরও শিক্ষা হল। গুণ্ডারা টাকা দিতে চায়, তা নেবে না কেন? টাকার দরকার পুলিসেরই সব চাইতে বেশি। তাদের ছেলেরা কলেজে যাবে না কেন? তাদের স্ত্রীরা অভিজাত দোকানে বাজার করবে না কেন? নিজেরাই বা ছুটিতে ফ্লরিডাতে গিয়ে রোদের আরাম উপভোগ করবে না কেন? যে যাই বলুক, ওরা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে, সে তো আর চাট্টিখানি কথা নয়।

তবে সাধারণতঃ পুলিসের লোকদের নোংরামির টাকাতে আপত্তি হত।

চোরা জুয়োখেলার মালিককে কাজ চালিয়ে যেতে দেবার জন্য ওরা টাকা নিত। যে-সব গাড়ির চালকরা ভুল জায়গায় গাড়ি রাখার জন্য, কিংবা বে-আইনী বেগে গাড়ি চালাবার জন্য ধরা পড়ত, তাদের ছেড়ে দিয়ে টাকা নিতে পুলিসের আপত্তি ছিল না। হাতে কিছু পেলে ভাড়াটে মেয়েমানুষদের আর বেশ্যাদেরও ব্যবসা চালাতে দিত। এ সমস্ত দুর্নীতি তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণতঃ পুলিসের লোকরা মাদক-ব্যবসা, সশস্ত্র ডাকাতি, বলাৎকার, খুন এবং আরো কতকগুলো বিকৃত অপরাধের জন্য ঘুষ নিত না। ওদের বিচারে এ ধরনের অপরাধ ওদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার একেবারে মূলে গিয়ে আঘাত করে, সেইজন্য এগুলো একেবারে অসহ্য।

পুলিস ক্যাপ্টেনকে খুন করা রাজহত্যার সামিল। কিন্তু যেই জানাজানি হয়ে গেল যে ম্যাক্‌ক্লাস্কিকে যখন হত্যা করা হয়েছিল, একজন কুখ্যাত মাদক বিক্রেতা তখন তার সঙ্গী ছিল, তাছাড়া খুনের ষড়যন্ত্রে ম্যাক্‌ক্লাস্কি জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, অমনি পুলিসের প্রতিহিংসার ইচ্ছাটাও ক্রমে কমে এল। তাছাড়া, যে যাই বলুক, বাড়ি বন্ধকের টাকা নিয়মিত দিতে হয়, ছেলেপিলেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। বে-আইনী ব্যবসায়ীদের ফর্দের টাকাটা যদি না পেত, পুলিসের লোকদের সংসার চালানো মুশকিল হত। বিনা লাইসেন্সের ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে টিফিনের পয়সাটা পাওয়া যেত। যাদের পার্কিং টিকিট দেওয়া হত, তারা খুচরো পয়সা, পাঁচ সেণ্ট, দশ সেণ্ট, যোগাত। যে সব পুলিসের লোকরা আরেকটু মরিয়া হয়ে উঠত, তারা যত সব সন্দেহ-ভাজন লোকদের কাছ থেকে, সমকাম, কিংবা মারপিট ইত্যাদির জন্য যাদের থানায় আনা হত, তাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায় করত। শেষ পর্যন্ত উপরওয়ালাদের দয়া হল। তাঁরা দাম বাড়িয়ে দিয়ে, পরিবারগুলোকে তাদের ব্যবসা চালাতে দিলেন। আবার নতুন করে থানার চাঁদা আদায়কারীরা ভাগের তালিকা তৈরি করল, তাতে স্থানীয় কর্মীদের প্রত্যেকের নাম আর ভাগের হার লেখা রইল। খানিকটা সমাজিক শৃঙ্খলাও ফিরে এল।

হেগেনের ইচ্ছায় ডন কর্লিয়নির হাসপাতালের ঘরটি প্রাইভেট গোয়েন্দারা পাহারা দিচ্ছিল। এদের ওপরে অবশ্য টেসিওর দলের অনেক বেশি জবরদস্ত সেপাইরাও ছিল। কিন্তু তাতেও সনি সন্তুষ্ট ছিল না। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ডনকে নিরাপদে স্থানান্তরিত করা হল। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে আনা হল। বাড়িটার কতকগুলো সংস্কার করা হয়েছিল, এখন তাঁর শোবার ঘরটিকে একটা হাসপাতালের ঘরের মতো লাগছিল, আকস্মিক কোনো আশঙ্কার কারণ হলে যা কিছুর প্রয়োজন হতে পারত, সে সবের ব্যবস্থা করা ছিল। বিশেষ যত্নের সঙ্গে খবরাখবর নিয়ে তবে কয়েকজন নার্স বহাল করা হয়েছিল, তারা চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন থাকত। ডঃ কেনেডিকে মোটা ফী দিয়ে

এই প্রাইভেট হাসপাতালটির আবাসিক চিকিৎসক হতে রাজী করানো হয়েছিল। অন্ততঃ যতদিন না শুধু নার্সদের যত্নই যথেষ্ট হয়।

প্রাঙ্গণটি একেবারে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো হয়ে উঠেছিল। বাড়তি বাড়িগুলোতে সশস্ত্র কর্মীরা এসে উঠেছিল; সে সব বাড়ির আসল বাসিন্দাদের সমস্ত খরচপত্র দিয়ে, ইটালিতে যার যার নিজের গ্রামে ছুটি কাটাতে পাঠানো হয়েছিল।

ফ্রেডি কর্লিয়নিকে লাস ভেগাসে শরীর সারাতে পাঠানো হয়েছিল; সেই সঙ্গে ফ্রেডি সেখানকার নব-নির্মীয়মাণ শৌখীন হোটেল ও জুয়োখেলার ক্যাসিনো সমাবেশে কর্লিয়নিদের ব্যবসার সুবিধা পর্যবেক্ষণ করবে। পশ্চিম তীরের সাম্রাজ্যের একটা অংশ ছিল লাস ভেগাসে, ওখানকার কেউ পারিবারিক লড়াইতে যোগ দেয়নি এবং ওখানকার ডন কথা দিয়েছিলেন যে ফ্রেডির কোনো বিপদ হবে না। নিউ ইয়র্কের পাঁচটি পরিবারে এতটুকু ইচ্ছা ছিল না ফ্রেডিকে তাড়া করে ওখানে গিয়ে আরো নতুন শত্রুর সৃষ্টি করে। নিউ ইয়র্কেই ওদের যথেষ্ট ঝামেলা।

ডনের সামনে ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করতে ডঃ কেনেডি বারণ করে দিয়েছিলেন। এই আদেশ সম্পূর্ণরূপে অমান্য করা হচ্ছিল। জোর করে ডন তাঁর ঘরে লড়াইয়ের মন্ত্রণাসভা বসিয়েছিলেন। যেদিন উনি বাড়ি এলেন, সেই রাত্রেই সনি, টম হেগেন, পীট ক্লেমেন্জা আর টেসিও ডনের ঘরে জমায়েত হল।

তখনো ডন কর্লিয়নি এত দুর্বল যে বেশি কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু ওঁর ইচ্ছা সব কথা শোনেন এবং চরম সিদ্ধান্ত নিজে নেন। যখন তাঁকে বলা হল ফ্রেডিকে জুয়ার ক্যাসিনোর কাজ শিখতে লাস ভেগাসে পাঠানো হয়েছে, ডন মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানালেন। যখন শুনলেন ব্রুনো টাটাগ্লিয়াকে কর্লিয়নি অস্ত্রধারীরা মেরে ফেলেছে, ডন মাথা নেড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু যে কথা শুনে ডন সব চাইতে বিচলিত হলেন, সে হল মাইকেল সলট্সোকে আর ম্যাক্‌ক্লাস্কিকে হত্যা করে সিসিলিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। খবরটা শুনেই ডন কর্লিয়নি ওদের সকলকে ঘর থেকে চলে যেতে ইশারা করলেন। ওরা তখন কোণার ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল, সেখানে ওদের আইনের বইয়ের লাইব্রেরিটি ছিল।

ডেস্কের পিছনে প্রকাণ্ড আরাম কেদারায় হাত পা মেলে বসে সনি কর্লিয়নি বলল, "আমার মনে হয় হপ্তা তুই বাবাকে বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত, যতদিন না ডাক্তার তাঁকে কাজকর্ম করার অনুমতি দিচ্ছেন।" তারপর একটু থেমে সনি আবার বলল, "বাবা ভালো হবার আগেই আবার কাজকর্ম আরম্ভ করলে ভালো হয়। পুলিস থেকে তো কাজ শুরু করার ইঙ্গিত পাওয়াই গেছে। প্রথম প্রশ্ন হারলেমের পলিসি ব্যাঙ্কগুলোর কি হবে। কালো ছেলেগুলো তো এতদিন খুব মজা লুটেছে, এবার আমাদের আবার ভার নিতে হয়। সমস্ত ব্যাপারটাকে ব্যাটারা আচ্ছা করে ভণ্ডুল করে রেখেছে, ওরা কোনো কাজ হাতে নিলেই

যেমন করে। ওদের চরদের অনেকেই যারা টাকা জেতে, তাদের টাকা দেয় না। ক্যাডিলাক গাড়ি চেপে হাজির হয়ে মক্কেলদের বলে টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নয়তো পাওনা টাকার অর্ধেক দেয়। আমি চাই না যে মক্কেলদের চোখে চরদের খুব পয়সাওয়ালা লোক বলে মনে হয়। আমি চাই না ওরা বড্ড বেশি সেজেগুজে ঘুরে বেড়ায়, কিংবা নতুন গাড়ি চেপে ঘোরে। আমি চাই না ওরা পাওনাদারদের টাকা ফাঁকি দেয়। তাছাড়া আমাদের ব্যবসায় স্বাধীন কারবারিদের রাখতে চাই না, ওদের জন্য আমাদের বড় বদনাম হয়। টম, এ কাজটা যেন এখনি শুরু হয়ে যায়। যেই তুমি খবর পাঠাবে যে চাপ তুলে নেওয়া হয়েছে, অমনি সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।"

হেগেন বলল, "হারলেমে কয়েকটা ঢুঁদে ছোকরা আছে। তারা এখন টাকার স্বাদ পেয়েছে, তারা কি আর চর কিংবা সাব-ব্যাঙ্কারের কাজ করতে রাজী হবে?"

সনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তাহলে ক্লেমেন্জাকে ওদের নামগুলো দিয়ে দিও। এইসবের বন্দোবস্ত করাই তো ওর কাজ।"

ক্লেমেন্জা হেগেনকে বলল "ওটা কোনো সমস্যাই নয়।"

সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলল টেসিও, "আমরা একবার কাজ শুরু করলেই হল, অমনি পাঁচ পরিবার হামলা করতে শুরু করবে। ওরা আমাদের হারলেমের ব্যাঙ্কারদের ওপর, ঈস্ট সাইডের বুক-মেকারদের ওপর হানা দেবে। এমন কি আমাদের ব্যবস্থাপনায় যে সব তৈরি কাপড়ের কারবারগুলো রয়েছে, সেখানেও গোলমাল শুরু করে দেবে। এই লড়াইটার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হবে।"

সনি বলল, "তা হয়তো করবে না। ওরা তো জানে যে আমরাও উল্টে মার দেব। আমি তো চারদিকে শান্তির দূত পাঠিয়েছি, হয়তো টাটাগ্লিয়াদের ছেলেটার জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিলেই সব মিটে যাবে।"

হেগেন বলল, "সে সব প্রস্তাবকে ওরা আমলই দিচ্ছে না। গত ক মাসে ওদের অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে, সেজন্য ওরা আমাদের দায়ী করছে। আসলে ওরা চায় আমরা ওদের মাদক দ্রব্যের ব্যবসাতে সহযোগিতা করি। যাতে রাজনীতির দিক দিয়ে আমরা আমাদের প্রভাব খাটাই। অর্থাৎ কিনা সলট্সোকে বাদ দিয়ে সলট্সোর প্রস্তাবটা মেনে নিই। কিন্তু খানিকটা লড়াই না চালিয়ে এবং আমাদের কিছুটা লোকসান না করে প্রস্তাবটা ওরা উত্থাপন করবে না। তারপর আমাদের খানিকটা নরম করে আনবার পর, ওরা ভাবছে আমরা মাদকদ্রব্যের প্রস্তাবটাতে কান দেব।"

সংক্ষিপ্ত স্বরে সনি বলল, "মাদকদ্রব্য নিয়ে রফা হতে পারে না। বাবা বলেছেন 'না', কাজেই তিনি মত না বদলালে, উত্তরটা 'না'ই রইল।"

হেগেন তাড়াতাড়ি বলল, "তারপর একটা কার্যকরী সমস্যাও উঠছে। আমাদের টাকা খোলাখুলি খাটছে। বুক-মেকিংএর কিংবা পলিসির ব্যবসাতে।

আমাদের মার খাওয়ানো খুব সহজ। কিন্তু টাটাগ্লিয়াদের হল বেশ্যার, ভাড়াটে মেয়েমানুষের, ডকের ইউনিয়নের ব্যবসা। সেগুলোকে কি করে ছাই মার দেওয়া যায়? অন্য পরিবারগুলো কোনো না কোনো রকম জুয়ো খেলার কারবার করে। তবে বেশির ভাগই বাড়ি তৈরির ব্যবসা সংক্রান্ত মহাজনি কারবার, শ্রমিকসঙ্ঘ চালানো, সরকারী কনট্র্যাক্ট সংগ্রহ, এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত। নির্দোষ জনসাধারণের ওপর জবরদস্ত খাটিয়ে কিংবা অন্যান্য অত্যাচার করেও ওদের বেশ রোজগার হয়। ওদের টাকা রাস্তায় ছড়ানো থাকে না। টাটাগ্লিয়াদের নাইট-ক্লাবের এত নামডাক যে ওটাকে ছোঁয়া যায় না, তাহলে বড্ড বেশি দুর্নাম হবে। আর ডন যতদিন অপারগ হয়ে রয়েছেন, ততদিন ওদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আমাদেরই সমান। কাজেই এখানেই আমাদের একটা বড় সমস্যা রয়েছে।"

সনি বলল, "সমস্যাটা আমার, টম। আমিই ওর একটা সমাধান খুঁজে বের করব। ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাটা চালিয়ে যাও, আর অন্য কাজগুলোও করতে থাক। আবার ব্যবসা খোলা যাক, তারপর দেখা যাবে কি হয়। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ক্লেমেন্‌জার আর টেসিওর যথেষ্ট সেপাই আছে, ঐ পাঁচ পরিবারের হাতে যত না বন্দুক আছে আমাদেরও ততই আছে; তাই যদি ওদের ইচ্ছা হয়, আমরা না হয় তোশক নেব।"

হারলেমের সেই স্বাধীন নিগ্রো ব্যাঙ্কারদের হটিয়ে দেওয়া একটা সমস্যাই ছিল না। পুলিসে খবর দেওয়া হল, তারাই হানা দিল। বেশ চুটিয়েই দিল। সে সময়ে কোনো নিগ্রোর পক্ষে নিজের ব্যবসা বাঁচাবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারকে কিংবা কোনো রাজনৈতিক পদাধিকারীকে ঘুষ দেবার উপায় ছিল না। এর মূলে যত না অন্য কারণ ছিল, তার চাইতে বেশি ছিল জাতীয় অনাস্থা। তবে হারলেমকে সর্বদাই একটা গৌণ সমস্যা বলে মনে করা হত, সকলেই জানত সমাধানটাও সহজেই হয়ে যাবে।

পাঁচ পরিবার কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আঘাত করল। তৈরি-কাপড়ের শ্রমিকসঙ্ঘের দুজন ক্ষমতাশালী কর্মচারী নিহত হল। এরা কর্লিয়নি পরিবারের সদস্য ছিল। তারপর কর্লিয়নিদের মহাজনরা সমুদ্রের ধারের জাহাজ-ঘাটে যেতে গিয়ে বাধা পেল, ওদের বুক-মেকারদেরও তাই হল। জাহাজঘাটের যে-সব কর্মীরা ডকে কাজ করত, তাদের শ্রমিকসঙ্ঘ পাঁচ পরিবারের দলে যোগ দিল। শহরময় কর্লিয়নিদের বুক-মেকারদের বিপক্ষদলে যোগ দিতে রাজী করাবার জন্য নানান ভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হতে লাগল। হারলেমের সব চাইতে নাম করা 'নাম্বার্স ব্যাঙ্কার' লোকটি ছিল কর্লিয়নি পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু ও সমর্থক, তাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হল। এবার আর অন্য কোনো পন্থা রইল না। সনি তার ক্যাপোরেজিমিদের বলে দিল তোশক নিতে।

শহরে দুটি ফ্ল্যাট নেওয়া হল, সেখানে সশস্ত্র কর্মীরা শোবে বলে তোশক পাতা হল, খাবার রাখবার জন্য একটা রেফ্রিজারেটর আনা হল আর রইল প্রচুর

গুলি, বারুদ, বন্দুক। একটা ফ্ল্যাটে রইল ক্লেমেন্‌জার লোকরা, অন্যটাতে টেসিওর। কর্লিয়নিদের সমস্ত বুক-মেকারদের দেহরক্ষী দেওয়া হল। তবে হারলেমের পলিসি-ব্যাঙ্কাররা শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল, কাজেই আপাততঃ তাদের বিষয়ে কিছু করবার ছিল না। এ সমস্ত ব্যবস্থার জন্য কর্লিয়নি পরিবারের প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছিল, ওদিকে ঘরে কিছুই আসছিল না। এর পর আরো কটা মাস কাটতেই, আরো কয়েকটা ব্যাপার চোখে পড়ল। তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল : কর্লিয়নি পরিবারের চাইতে বিপক্ষ দলের জোর বেশি হয়ে উঠেছিল।

এর কতকগুলো কারণ ছিল। ডনের তখনো কোনো ব্যাপারে অংশ নেবার মতো শরীরের অবস্থা ছিল না, কাজেই কর্লিয়নিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকখানি অকর্মণ্য হয়ে ছিল। তাছাড়া গত দশ বছরের শান্তিময় জীবনযাত্রার ফলে দুই ক্যাপোরেজিমির যুদ্ধ করবার শক্তি গুরুতরভাবে ক্ষয়ে গেছিল। ক্লেমেন্‌জা তখনো ঘাতক ও ব্যবস্থাপক হিসাবে সক্রিয় ছিল, কিন্তু সৈনিকদের নেতা হবার সে উৎসাহ কিংবা যুবশক্তি তার ছিল না। বয়সের সঙ্গে টেসিও-ও অনেকখানি নরম হয়ে এসেছিল, এখন আর যথেষ্ট নির্মম হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। টম হেগেনেরও নানান ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, যুদ্ধের সময়কার উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা ছিল না। ওর প্রধান দোষ হল যে ও সিসিলির লোক ছিল না।

কর্লিয়নি পরিবারের যুদ্ধকালীন শক্তিবিন্যাসের এই দোষ-দুর্বলতা সনির জানা থাকলেও, তার প্রতিকারের কোনো উপায় ওর হাতে ছিল না। ও তো আর ডন নয়, একমাত্র ডনই ক্যাপোরেজিমি বা কনসিলিওনি বদল করতে পারতেন। তাছাড়া অদলবদল করলেই পরিস্থিতিটা আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, হয়তো বিশ্বাস-ঘাতকতার পথ খুলে যাবে। গোড়ায় সনি ভেবেছিল যে অবস্থাটা যেমন আছে, সেই ভাবেই রক্ষা করে যাবে, যতদিন না ডন সুস্থ হয়ে আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু পলিসি-ব্যাঙ্কারদের দলত্যাগ, বুক-মেকারদের ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির ফলে, লোকের চোখে কর্লিয়নি পরিবারের সম্মানহানি হচ্ছিল। সনি স্থির করল উল্টে আঘাত করবে।

সেই সঙ্গে এও স্থির করল যে শত্রুপক্ষের একেবারে মূলে আঘাত করবে। একটিমাত্র মোক্ষম চাল চেলে পাঁচটি পরিবারের পাঁচটি কর্তার প্রাণদণ্ড দেবে। এই উদ্দেশ্যে সনি ঐ সব কর্তাব্যক্তিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্য এক জটিল পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ফাঁদল। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই শত্রুদের দলপতিরা এমন ভাবে গুম হয়ে গেলেন যে আর তাঁদের চোখেও দেখা গেল না।

পাঁচ পরিবার আর কর্লিয়নি সাম্রাজ্যের এবার চাল মাৎ।

আঠারো

মালবেরি স্ট্রীটে তার 'আণ্ডার টেকারের' দোকান থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরেই আমেরিগো বনাসেরার বাড়ি, কাজেই রোজই সে রাতের খাবার খেতে বাড়ি যেত। আরো সন্ধ্যায় সে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসত, সেখানকার গাম্ভীর্য-মণ্ডিত কক্ষে মৃত ব্যক্তিদের শবগুলি সাজিয়ে রাখা হত, তাদের আত্মীয়-বন্ধুরা শোক প্রকাশ করবার জন্য আসত, বনাসেরা তাদের সঙ্গ দিত।

ওর ব্যবসা এবং সেই সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় নানান পেশাদারী ক্রিয়াদি নিয়ে কেউ তামাশা করলে, বনাসেরা ভারি বিরক্ত হত। বলা বাহুল্য, ওর বাড়ির কেউ, কিংবা আত্মীয়রা বা প্রতিবেশীরা কখনোই তামাশা করত না। যারা বহু শতক ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেটের রুটি যোগাড় করে, তারা সব পেশাকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

মজবুত আসবাব দিয়ে সাজানো তার বাড়িতে বনাসেরা তখন স্ত্রীর সঙ্গে সাপার খেতে বসেছিল। পাশেই খাবার রাখার র‍্যাকে গিল্টি করা কুমারী মেরির মূর্তির সামনে লাল কাচের ডোমের মধ্যে মোমবাতির শিখা কাঁপছিল। বনাসেরা একটা ক্যামেল সিগারেট ধরিয়ে, এক গেলাস অ্যামেরিকার তৈরি হুইস্কি নিয়ে আরাম করে বসেছিল। স্ত্রী দু প্লেট ধূমায়মান গরম স্যুপ এনে টেবিলে রাখল। বাড়িতে এখন ওরা শুধু দুজনেই ছিল। মেয়েকে বস্টনে তার মাসির বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে গিয়ে যাতে সেই দুই দুর্বৃত্তের হাতে পড়ার বিকট অভিজ্ঞতা আর আঘাতের কথা ভুলতে পারে, দুর্বৃত্ত দুটোকে তো ডন কর্লিয়নিই সাজা দিয়েছিলেন।

স্যুপ খেতে খেতে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, "আজ আবার কাজে যাচ্ছ নাকি?" আমেরিগো বনাসেরা মাথা দুলিয়ে জানাল যে যাচ্ছে। ওর স্ত্রী ওর কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও, ঠিক বুঝে উঠত না। এটুকু সে বুঝত না যে আমেরিগোব কাজের কারিগরি দিকটার গুরুত্ব সব চাইতে কম। অধিকাংশ বাইরের লোকের মতো ও-ও ভাবত যে লোকে ওকে টাকা দিত কারণ ওর হাতের কৌশল এতই নিপুণ যে কফিনে শোয়া মৃতদেহগুলিকে একেবারে জীবন্ত বলে মনে হত। বাস্তবিকই সে-দিক দিয়ে ওর দক্ষতা ছিল বইতে লিখে রাখার মতো। কিন্তু তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, তার চাইতেও প্রয়োজনীয় কথা ছিল মৃতের জন্যে নিশিপালনে ওর ব্যক্তিগত উপস্থিতি। রাতে যখন প্রিয়জনের কফিনের পাশে আত্মীয় বন্ধুদের অভ্যর্থনা করবার জন্য শোকাহত পরিবারবর্গ এসে পৌঁছত, তখন আমেরিগো বনাসেরাকে ছাড়া তাদের চলত না।

মৃত্যুর সান্নিধ্যে সে ছিল তাদের কর্তব্যনিষ্ঠ অভিভাবক। মুখে কি গাম্ভীর্য,

অথচ কত শক্তি, কত সান্ত্বনা, কণ্ঠস্বর অবিচলিত, অথচ নিচু পর্দায় নামানো; শোক নিবেদনের অনুষ্ঠানের সে ছিল কর্ণধার। অশোভন শোকোচ্ছ্বাস সে শান্ত করতে পারত; দুর্নিবার ছেলেমেয়েদের সামলাতে মা-বাপের মনের জোরে না কুলোলে, বনাসেরা তাদের শাসন করত। সমবেদনা জানাতে গিয়ে কখনো সে বাড়াবাড়ি করত না, আবার কোনো সময়ই ঔদাসীন্যও দেখাত না। একবার যে পরিবার প্রিয়জনের শেষ পরিচর্যার জন্য বনাসেরার কাছে এসেছে, বারে বারে তারা ফিরে ফিরে আসত। বনাসেরাও পৃথিবীর মাটির ওপর সেই শেষ ভয়ঙ্কর রাতে কাকেও পরিত্যাগ করত না।

খাবার পর সাধারণতঃ সে একটা ঘুম দিয়ে নিত। তারপর উঠে হাতমুখ ধুয়ে, আরেকবার দাড়ি কামিয়ে, প্রচুর পাউডার মেখে দাড়ির ঘন বাড় গোপন করে রাখত। সুগন্ধী ওষুধ দিয়ে কুলকুচি করত। শ্রদ্ধা প্রকাশ করবার জন্য পরিষ্কার গেঞ্জি ইত্যাদি, ধবধবে সাদা শার্ট, কালো টাই, নতুন ইস্ত্রী-করা গাঢ় রঙের স্যুট, অনুজ্জ্বল কালো জুতো, কালো মোজা পরত অথচ সবটা মিলিয়ে বিমর্ষতা প্রকাশ না করে, দর্শকের মনে সান্ত্বনা এনে দিত। তাছাড়া কলপ দিয়ে চুল কালো করে রাখত, ওর সমবয়সী ইতালীয় পুরুষদের কারো মধ্যে এমন চপলতা দেখা যেত না। তবে শৌখীনতার জন্য এমন করত না। কারণটা হল ওর চুল পেকে খানিকটা কালো খানিকটা সাদা চকচকে একটা রূপ নিয়েছিল, ওর মনে হত সেটা ওর পেশার পক্ষে ভারি অশোভন।

সুপ খাওয়া হলে, স্ত্রী ওর সামনে ছোট একটা মাংসের 'স্টেক' এনে রাখল সেই সঙ্গে দিল কয়েক চামচ সবুজ পালংশাক, তার থেকে তেল গড়াচ্ছিল। কমই খেত বনাসেরা। এরপর এক পেয়ালা কফি খেয়ে, শেষে আরেকটা ক্যামেল সিগারেট ধরাল। কফি খেতে খেতে মেয়ে বেচারার কথা মনে হচ্ছিল। আর কখনো সে আগের মতো হবে না। বাইরের সৌন্দর্য আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, কিন্তু চোখে এমন একটা ভীতত্রস্ত জানোয়ারের মতো ভাব এসেছিল যে বনাসেরা ওর দিকে তাকাতে পারত না। সেই জন্য ওকে এখনকার মতো বস্টনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সময়ে ক্ষতস্থানগুলো সেরে যাবে। ব্যথা আর ভয়ের তো আর মৃত্যুর অন্তিম রূপ থাকে না। ওর ঐ পেশার জন্যেই বনাসেরা আশাবাদী হয়ে উঠেছিল।

সবে কফি খাওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় বসবার ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। স্বামী বাড়িতে থাকলে ওর স্ত্রী কখনো ফোন ধরত না। বনাসেরা উঠে দাঁড়িয়ে পেয়ালা শেষ করে, সিগারেটটা ঘষে নিবিয়ে ফেলল। ফোনের কাছে যেতে টাই খুলে ফেলে, শার্টের বোতাম খুলতে লাগল, এবার একটু ঘুমোনো যাবে। তারপর ফোন তুলে শান্ত সৌজন্যের সঙ্গে বলল, "হেলো।"

অন্য দিক থেকে কর্কশ, ক্লিষ্ট স্বর শোনা গেল, "আমি টম হেগেন। ডন

কর্লিয়নির অনুরোধে তাঁর হয়ে কথা বলছি।"

আমেরিগো বনাসেরার পেটে কফিটা টকে, পাক দিয়ে উঠল, একটু গা বমি মনে হল। মেয়ের সম্মান রক্ষা করার জন্য ডনের কাছে ঋণ স্বীকার করার পর এক বছরের বেশি কেটে গেছিল, এই দীর্ঘ সময়ে ঋণ শোধ করার কথা মন থেকে মুছে গেছিল। তখন সেই দুই বদমাইসের রক্তমাখা মুখ দেখে বনাসেরা এত কৃতজ্ঞ হয়েছিল যে ডনের জন্য করতে পারত না এমন কাজ ছিল না। কিন্তু কালের প্রকোপে রূপের চাইতে কৃতজ্ঞতার ক্ষয় হয় বেশি। এই মুহূর্তে সম্মুখে সর্বনাশ দেখলে মানুষের মন যেমন বিষিয়ে ওঠে, বনাসেরারও তাই হল। উত্তর দিতে গলা কেঁপে গেল, "হ্যাঁ, বুঝেছি। বলুন, শুনছি।"

হেগেনের কণ্ঠস্বরের শৈত্য দেখে বনাসেরা অবাক হল। কর্লিয়নির ইতালীয় না হলেও, সর্বদা ভারি ভদ্র ব্যবহার করত। এখন কিন্তু সংক্ষিপ্ত অমার্জিত গলায় সে বলল, "ডন আপনার কাছে একটা কাজ পান। আপনি যে সে ঋণ শোধ করবেন সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই। এই সুযোগটা পেয়ে আপনি খুশি হবেন, তিনি তাও জানেন। এক ঘন্টার মধ্যে, তার আগে নয়, একটু পরেও হতে পারে, উনি আপনার কর্মস্থলে যাবেন, সাহায্য চাইতে। ওঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আপনি উপস্থিত থাকবেন। আপনার কর্মচারীরা কেউ যেন না থাকে। তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। এতে যদি আপনার কোনো আপত্তি থাকে, এখনি বলুন, আমি তাঁকে বলব। তাঁর আরো বন্ধু আছে, তারা এ কাজটা করে দিতে পারবে।"

ভয়ের চোটে আমেরিগো বনাসেরা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি কি করে ভাবতে পারলেন যে আমি ধর্মবাপের অনুরোধ রক্ষা করব না? উনি যা বলবেন, আমি অবশ্যই তাই করব। আমার ঋণের কথা আমি ভুলিনি। এক্ষুনি আমার কর্মস্থলে যাচ্ছি।"

হেগেনের গলাটা আরো কোমল শোনাল, তবু কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল, "অনেক ধন্যবাদ, ডনের মনে আপনার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিল না। ও প্রশ্নটা আমার। আজ তাঁকে সাহায্য করুন, পরে যে কোনো বিপদে আমার কাছে আসবেন, আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আপনি পাবেন।"

এ কথা শুনে বনাসেরা আরো ঘাবড়ে গেল। তোত্‌লামি করতে করতে বলল, "আজ রাতে আমার কাছে ডন নিজে আসবেন?"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ, আসবেন।"

বনাসেরা বলল, "তাহলে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।" এমন একটা টান দিয়ে কথাগুলো বলল সে যে প্রশ্নের মতো শোনাল।

ফোনের অপর প্রান্তে কিঞ্চিৎ নীরবতা, তারপর খুব আস্তে হেগেন বলল, "হ্যাঁ।" কট করে ফোনের কনেকশন কেটে গেল।

বনাসেরার গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। শোবার ঘরে গিয়ে সে শার্ট বদলাল,

কুলকুচি করল। কিন্তু দাড়িও কামাল না, নতুন টাইও বাঁধল না। সারা দিন যেটা গলায় বাঁধা ছিল, সেটাই রইল। কর্মস্থলে টেলিফোন করে ওর সহকারীকে বলে দিল সামনের বসবার ঘরে যে শোকসন্তপ্ত পরিবার রয়েছে, তাদের কাছে থাকতে। বনাসেরা নিজে বাড়িটার যে অংশে লেবরেটরির কাজ হয়, সেখানে থাকবে। সহকারী কিছু জিজ্ঞাসা করবার উদ্যোগ করতেই, বনাসেরা সংক্ষেপে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, যেমন যেমন বলা হয়েছে সেই ভাবে যেন কাজ করে।

ওর স্ত্রী তখনো খাচ্ছিল, কোট গায়ে দিয়ে এ-ঘরে আসতেই সে মুখ তুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বনাসেরা বলল, "আমার কাজ আছে।" ওর মুখের ভাব দেখে স্ত্রী আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে বনাসেরা তার ফিউনারেল পার্লারে পৌছল।

চারদিকে সাদা রেলিং দিয়ে ঘেরা বড় একটা হাতার মধ্যে আলাদা একটা বাড়ি। সরু একটা পথ দিয়ে বড় রাস্তা থেকে বাড়িটার পিছন দিকে যাওয়া যেত, পথটা এত চওড়া যে একটা অ্যাম্বুলেন্স কিংবা শবাধার নিয়ে যাবার গাড়ি যেতে পারে। বনাসেরা গেট খুলে, সেটিকে খোলাই রেখে দিল। তারপর ঘুরে বাড়ির পিছন দিয়ে, সে দিককার চওড়া দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। ঢুকবার সময় দেখতে পেল শোকার্ত আত্মীয়-স্বজনরা সদ্য মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে।

অনেক বছর আগে বনাসেরা এই বাড়িটাকে আরেকজন সমাধি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছিল, তখন দশটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে তবে বাড়ির মধ্যে আসতে হত। এতে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বুড়ো অথর্ব শোকার্ত আত্মীয়-স্বজন মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে বলে মনস্থির করে এসে দেখত ঐ সিঁড়ি উঠতে ওদের ক্ষমতায় কুলচ্ছে না। আগেকার মালিক এদের জন্য একটা মাল ওঠাবার লিফট্ ব্যবহার করত। বাড়ির পাশেই মাটি থেকে ধাতুর তৈরি একটা ছোট মঞ্চের মতো উঠে আসত। এটা আসলে শবাধার কিংবা মৃতদেহ তুলবার জন্য ব্যবহার হত। লিফট্ প্রথমে মাটির নিচে নেমে যেত, তারপর একেবারে বৈঠকখানায় গিয়ে উঠত। শবাধারের পাশেই ঘরের মেঝেতে একটা চোরা দরজা খুলে যেত, অন্যান্য শোককারীরা তাদের কালো চেয়ার সরিয়ে জায়গা করে দিত। সেই চোরা দরজা দিয়ে অথর্ব বুড়োরা উঠে আসত। তারপর তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সারা হলে, পালিশ করা মেঝে ফুঁড়ে লিফট্টা আবার উঠে এসে তাদের নামিয়ে নিচে পৌছে দিত।

আমেরিগো বনাসেরার মনে হয়েছিল এভাবে সমস্যার সমাধান করা অশোভন আর মালিকের কৃপণতার পরিচায়ক। কাজেই সে বাড়ির সামনের দিকটার আমূল সংস্কার করেছিল। সিঁড়ি সুদ্ধ প্রবেশপথটা তুলে ফেলে দিয়ে, তার জায়গায় সামান্য ঢালু একটা পথ তৈরি করিয়েছিল। অবশ্য শবাধার আর মৃতদেহ তুলবার জন্য লিফট্টাও রইল।

বাড়ির পিছন দিকে, বৈঠকখানাগুলো আর শোকাগারের পরে বিশাল এক শব্দ-নিবারক দরজার পিছনে ছিল মালিকের সেরেস্তা, ওষুধ-পত্র দিয়ে মৃতদেহের প্রস্তুতি করার ঘর, শবাধার জমা রাখার ঘর আর একটা সযত্নে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করা ছোট খুপরি, তার মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি আর পেশাদারী বিকট চেহারার যন্ত্রপাতি থাকত। আপিস-ঘরে গিয়ে, ডেস্কের পিছনে বসে, বনাসেরা একটা ক্যামেল সিগারেট ধরাল, যদিও এ বাড়িতে সে কচিৎ ধূমপান করত। তারপর ডন কর্লিয়নির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

নিদারুণ নৈরাশ্য নিয়ে বনাসেরা অপেক্ষা করতে লাগল। কি কাজ ওকে করতে বলা হবে, সে-বিষয়ে ওর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। গত এক বছর ধরে নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবারের সঙ্গে কর্লিয়নিরা লড়াই চালাচ্ছিল, সেই হত্যাকাণ্ডের বিবরণী দিয়ে খবরের কাগজের পাতা ভরা থাকত। উভয় পক্ষের বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এখন কর্লিয়নিরা নিশ্চয়ই এমন উচ্চপদস্থ কাউকে খুন করেছে যে তার মৃতদেহটাকে গুম করতে চাইছে, একেবারে 'নেই' করে দিতে চাইছে। একজন রেজিস্টার করা সমাধি ব্যবসায়ীকে দিয়ে বিধিমতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার চাইতে উৎকৃষ্ট উপায় আর কি হতে পারে? এ-কাজের অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে সে-বিষয়ে বনাসেরার কোনো ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। এর মানে ওকে খুনের সাহায্যকারী হতে হবে। জানাজানি হলে ওকে বছরের পর বছর জেলে কাটাতে হবে। ওর স্ত্রী আর মেয়ে মান হারাবে, ওর নিজের সুনাম, আমেরিগো বনাসেরার সুনাম ম্যাফিয়া লড়াইয়ের রক্তময় কর্দমে লুটোবে।

নিজেকে আরেকটু ছাড়ান দিয়ে আরেকটা ক্যামেল সিগারেট খেল সে। তারপর আরো ভয়াবহ একটা কথা মনে হল। অন্য ম্যাফিয়া পরিবারগুলো যখন জানতে পারবে বনাসেরা কর্লিয়নিদের সাহায্য করেছিল, তখন তারা ওকে শত্রু বলে ঠাওরাবে। তারা ওকে খুন করে ফেলবে। কি কুক্ষণেই না ধর্মবাপের কাছে গিয়ে ও প্রতিহিংসা ভিক্ষা করেছিল। যেদিন ডন কর্লিয়নির স্ত্রীর সঙ্গে ওর স্ত্রীর ভাব হয়েছিল বনাসেরা সেই দিনটাকে শাপাতে লাগল। নিজের মেয়েকে, অ্যামেরিকাকে, নিজের সাফল্যকে শাপাতে লাগল। কিন্তু তারপরেই মনে আশা ফিরে এল। হয়তো সবই ভালোভাবে হয়ে যাবে। ডন কর্লিয়নির ভারি বুদ্ধি। নিশ্চয়ই গোপনীয়তা রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন শুধু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেই হল। কারণ এ-কথা বলাই বাহুল্য যে সব চাইতে সর্বনাশের কথা হল যদি কোনো কারণে ডন কর্লিয়নির অসন্তোষ ঘটে।

কাঁকরের ওপর গাড়ির টায়ারের শব্দ কানে এল। ওর অভ্যস্ত কান জানান দিল যে একটা গাড়ি সরু পথটি ধরে পিছনের উঠোনে এসে থেমেছে। ওদের ভিতরে আনবার জন্য বনাসেরা পিছনের দরজা খুলে দিল। প্রথমে এল বিশাল দেহ ভোঁদা ক্লেমেন্‌জা, তারপর দুজন বুনো চেহারার যুবক। এরা বনাসেরার

সঙ্গে কোনো কথা না বলে ঘরগুলোর খানাতল্লাসী করল। তারপর ক্লেমেনৃজা বেরিয়ে গেল। যুবকরা দুজন বনাসেরার সঙ্গে রইল।

কয়েক মুহূর্ত বাদে সরু পথ দিয়ে একটা ভারি অ্যাম্বুলেন্স আসার শব্দ শোনা গেল। তারপর ক্লেমেনৃজা দেখা দিল, তার পিছনে দুজন লোক একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এল। আমেরিগো বনাসেরার সব চাইতে নিদারুণ আশঙ্কা এবার রূপ নিল। স্ট্রেচারের ওপর ছাই রঙের কম্বল দিয়ে জড়ানো একটি মৃতদেহ ছিল, তার ঈষৎ হলদে দুটি খালি পা এক দিক দিয়ে বেরিয়ে ছিল।

ইশারা করে ক্লেমেনৃজা বাহকদের বলল স্ট্রেচারটাকে ওষুধ করার ঘরে নিয়ে যেতে। তারপর উঠোনের অন্ধকার থেকে আরেকজন লোক আলোকিত আপিস ঘরে ঢুকল। তিনি ডন কর্লিয়নি।

অসুখের জন্য শরীর অনেক হাল্কা হয়ে গেছিল, হাঁটছিলেনও কেমন আড়ষ্ট ভাবে। হাতে টুপি ধরা, বিশাল করোটির ওপর চুলগুলোকেও বড় পাতলা মনে হল। সেই মেয়ের বিয়ের সময় বনাসেরা যা দেখেছিল, তার চাইতে আরো বুড়ো, আরো শুকনো দেখাচ্ছিল ডন কর্লিয়নিকে। বুকের ওপর টুপিটা চেপে ধরে, তিনি বনাসেরাকে বললেন, "কি পুরনো বন্ধু, আমার জন্য এই কাজটা করে দিতে প্রস্তুত আছ তো?"

বনাসেরা মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল। ডন স্ট্রেচারটার পিছন পিছন ওষুধের ঘরে ঢুকলেন, বনাসেরা তাঁর পিছনে আস্তে আস্তে চলল। টেবিলগুলোর দুপাশে নালি কাটা; সেই রকম একটা টেবিলে মৃতদেহ নামানো হয়েছিল। টুপি নেড়ে ইঙ্গিত করতেই অন্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিসফিস করে বনাসেরা বলল, "আমাকে কি করতে বলছেন?" ডন কর্লিয়নি একদৃষ্টে টেবিলটার দিকে চেয়ে ছিলেন। বললেন, "যদি আমার প্রতি তোমার কোনো ভালোবাসা থাকে, তাহলে তোমার সমস্ত সাধ্য, সমস্ত নিপুণতা প্রয়োগ করতে বলছি। আমি চাই না ওর মা ওকে এ-ভাবে দেখেন।" টেবিলের কাছে গিয়ে ছাই রঙের কম্বলটা ডন টেনে নামিয়ে দিলেন। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিনের প্রশিক্ষণ আর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, আমেরিগো বনাসেরার মুখ দিয়ে স্তম্ভিত ভীতির একটা আর্ত নিশ্বাস বেরিয়ে এল। গুলির আঘাতে ভগ্ন মুখে, টেবিলের ওপর শুয়ে আছে সনি কর্লিয়নির মৃতদেহ। বাঁ চোখটি রক্তে ভরা, চোখের তারা বিদীর্ণ। নাকের আর বাঁ দিকের গালের হাড় চূর্ণ, বিধ্বস্ত।

একটি খণ্ড মুহূর্তের জন্য ডন হাত বাড়িয়ে বনাসেরার দেহে ভর দিলেন, তারপর বললেন, "দেখেছ, ওরা কি নির্দয় ভাবে আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে।"

উনিশ

হয়তো ঐ চালমাতের পরিস্থিতির জন্যই সনি কর্লিয়নি শত্রুর ক্ষমতা ক্ষয় করবার উদ্দেশ্যে এক মরণ-যজ্ঞ শুরু করেছিল, যার পরিণাম হয়েছিল নিজের মৃত্যুতে। কিংবা হয়তো ওর তমসাময় হিংসাপরায়ণ প্রবৃত্তি ছাড়া পেয়েছিল। যে কারণেই হোক, সে বছরের বসন্তকালে ও গ্রীষ্মে শত্রু-পক্ষের সমর্থকদের ওপর সনি অনর্থক হামলা করতে আরম্ভ করেছিল। হারলেমে টাটাগ্লিয়াদের বেশ্যা-বাড়ির চরদের গুলি করে মারা হত, জাহাজ-ঘাটার ভাড়াটে গুণ্ডারা প্রাণ হারাত। যে সমস্ত শ্রমিকসঙ্ঘের কর্মচারীরা পাঁচ পরিবারের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যেন কোনো পক্ষে যোগ না দেয়। যে-সময়ে কর্লিয়নিদের বুক-মেকারদের আর মহাজনদের জাহাজঘাটায় যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, সেই সময়ও সনি ক্লেমেন্জাকে সদলবলে সেখানে পাঠিয়েছিল, জাহাজঘাটার শ্রমিকদের তচনচ করে দিতে।

এই মরণ-যজ্ঞের কোনো মানে ছিল না, কারণ ওর ওপর ওদের লড়াইয়ের ফলাফল নির্ভর করত না। সনি অতি বিচক্ষণ কৌশলী ছিল, খণ্ডযুদ্ধে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু যে গুণটির প্রয়োজন ছিল সেটি হল ডন কর্লিয়নির সুদক্ষ পরিচালনা প্রতিভা। সমস্ত ব্যাপারটা একটা মারাত্মক গেরিলা-যুদ্ধের স্তরে নেমে গেছিল, উভয় পক্ষের বৃথাই অজস্র টাকা ও সৈনিক নষ্ট হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কর্লিয়নিরা তাদের কতকগুলো অত্যন্ত লাভের বুক-মেকার ঘাঁটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। তার মধ্যে ছিল কার্লো রিট্সিরটা, যার আয় দিয়ে ওর সংসার চলত। ফলে কার্লো মদ ধরল, নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েমানুষদের পিছু নিল, কনির যন্ত্রণার শেষ রইল না। সনির কাছে মার খাওয়ার পর কার্লো আর স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেনি, কিন্তু তার খাটেও আর শোয়নি। কনি তার পায়ে ধরে কেঁদেছিল, ও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ওর মতে রোমক পুরুষরা ঐ রকম অভিজাত আনন্দের সঙ্গে মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করত। বিদ্রুপ করে বলেছিল, "যাও না দাদাকে ডেকে আনো, বল আমি তোমার সঙ্গে শুচ্ছি না, তাহলে ও হয়তো আমাকে ধরে এমনি পেটাবে যে অমনি শুয়ে পড়ব!"

মুখে যাই বলুক, পরস্পরের সঙ্গে যতই না নিরুত্তাপ ভদ্রতা দেখাক, কার্লো সনিকে ভূতের মতো ভয় করত। কার্লোর এতটা বুদ্ধি ছিল যে বুঝতে পেরেছিল সনি ওকে স্বচ্ছন্দে মেরে ফেলতে পারে, জন্তু জানোয়ারের মতো স্বাভাবিক ভাবেই সনি অনায়াসে মানুষ মারতে পারে, কিন্তু কার্লোকে যদি মানুষ মারতে হয়, তাহলে তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত সংকল্প সংগ্রহ করতে হবে।

এ-কথা কিন্তু কার্লোর একবারও মনে হয়নি যে ঐখানেই প্রমাণ হচ্ছিল যে সনি কর্লিয়নির চাইতেও লোক ভালো, ওদের বিষয়ে যদি ও কথা বলা যায়। সনির ভয়াবহ পাশবিকতা দেখে ওর হিংসা হত; ঐ পাশবিকতার কাহিনী আজকাল লোকের মুখে মুখে ফিরত।

কনসিলিওরি হিসাবে টম হেগেন সনির এ-সব কীর্তিকলাপ অনুমোদন করত না, তবু সে স্থির করেছিল এই নিয়ে ডনের কাছে আপত্তি জানাবে না, কারণ সনির পদ্ধতিটাতে খানিকটা ফল দিত। মনে হত পাঁচ পরিবার শেষ পর্যন্ত নরম হয়ে এসেছিল, তারপর ক্ষয়-যুদ্ধ আরো কিছুদিন চললে পর ওদের প্রতিঘাতগুলো ক্রমে দুর্বল হয়ে, শেষটা একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। শত্রুপক্ষের এই শান্ত রূপটাকে গোড়াতে হেগেন সন্দেহের চোখে দেখত, কিন্তু সনি একেবারে উল্লসিত। সে হেগেনকে বলেছিল, "আমি চালিয়ে যাব, তাহলে হারামজাদারা একটা রফা করবার জন্য কেঁদে পড়বে।"

অন্যান্য বিষয় নিয়েও সনির কিছু দুশ্চিন্তা ছিল। ওর স্ত্রী বিগড়ে গেছিল, কারণ চারদিকে গুজব রটেছিল যে লুসি ম্যানচিনি ওর স্বামীকে জাদু করেছে। যদিও সনির দেহের অঙ্গ আর কায়দা নিয়ে প্রকাশ্যে সাণ্ড্রা হাসি-তামাশা করত, তবু অনেকদিন সনি ওর কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছিল এবং দাম্পত্য শয্যার ওর অনুপস্থিতি স্যাণ্ড্রাকে পীড়া দিচ্ছিল, তাই কেবলই খিটখিট করে সে সনির জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

তার ওপর সনি জানত ও শত্রুপক্ষের ঘাতকদের লক্ষ্য, তার একটা বিষম মানসিক ক্লেশ ছিল। যা কিছু করে, যেখানেই যায়, সর্বদা অত্যন্ত সতর্কভাবে চলতে হত; ও জানত যে লুসি ম্যানচিনির কাছে ওর যাতায়াত শত্রুদের জানা ছিল। তবে এইক্ষেত্রে সনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করত, কারণ ঐখানেই মানুষের ইতিহাস-খ্যাত দুর্বলতা। ওখানে সনি নিরাপদ। লুসি যদিও ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করত না, সান্টিনোর দলের লোকরা চব্বিশ ঘণ্টা ওকে পাহারা দিত। তারপর ঐ বাড়ির ঐ তলাতে একটা ফ্ল্যাট খালি হতেই, দলের সব চাইতে বিশ্বাসী লোকদের একজন সেটি ভাড়া নিয়ে নিল।

ডন্ ক্রমে সেরে উঠছিলেন, শীঘ্রই তিনি আবার নেতৃত্ব করতে পারবেন। অমনি যুদ্ধের ভাগ্য কর্লিয়নিদের পক্ষে ফিরে যেতে বাধ্য। এ বিষয়ে সনির মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। ততদিন সে পারিবারিক সাম্রাজ্য রক্ষা করে যাবে, বাপের শ্রদ্ধা অর্জন করবে আর ডনের পথটা যে-হেতু বংশপরম্পরায় নিশ্চিতভাবে পাবার মতো নয়, কর্লিয়নি সাম্রাজ্যের ওয়ারিশ হবার দাবিটা সনি পাকা করে রাখতে চাইত।

ওদিকে শত্রুপক্ষও ফন্দি আঁটছিল। তারাও পরিস্থিতিটাকে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে সমূহ পরাজয় এড়িয়ে যাবার একমাত্র উপায় হল সনি কর্লিয়নিকে হত্যা করা। এখন ওরা পরিস্থিতিটা আরো ভালো করে

বুঝতে পেরেছিল, ওদের মনে হয়েছিল ডনের সঙ্গে কারবার করা বরং সম্ভব হতে পারে, কারণ সকলেই জানত তিনি যুক্তির নির্দেশ মেনে চলতেন। সনির রক্তলোলুপতাকে সকলে মনে করত পাশবিকতা, সেইজন্য সনি ওদের চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, ও-রকম ব্যবহার খুব একটা ব্যবসায় বুদ্ধিরও পরিচায়ক ছিল না। আগেকার দিনের সংঘর্ষ আর গণ্ডগোল কেউ ফিরে চাইত না।

একদিন সন্ধ্যায় কনি কর্লিয়নির একটা ফোন এল : কোনো মেয়ের গলা, নাম দিল না, কার্লোকে ডাকল। কনি জিজ্ঞাসা করল, "কে কথা বলছে।"

মেয়েটা খিক্-খিক্ করে হেসে বললে, "আমি কার্লোর বন্ধু। আমি শুধু জানাতে চাইছিলাম ওর সঙ্গে আজ রাতে দেখা হবে না। আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে।"

কনি কর্লিয়নি বলে উঠল, "বাদমাইস মেয়েমানুষ কোথাকার!" তারপর টেলিফোনের মধ্যে চ্যাঁচাতে লাগল, "লক্ষ্মীছাড়ী খান্‌কি মাগী!" অন্য দিক থেকে কট্ করে একটা শব্দ শোনা গেল।

কার্লো সেদিন দুপুরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেছিল, ফিরেছিল বেশ রাত করে,বাজি হেরে মেজাজ খিঁচড়ে ; সঙ্গে সর্বদা থাকত একটা মদের বোতল,সেটা থেকে মদ খেয়ে প্রায় আধা মাতাল অবস্থায়। দরজা দিয়ে ভিতরে পা দেবামাত্র কনি গাল পাড়তে শুরু করল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, কার্লো শাওয়ারে স্নান করতে গেল। স্নান সেরে খালি গায়ে বেরিয়ে এসে, কনির সামনেই গা মুছে, বাইরে যাবার জন্য সাজগোজ শুরু করে দিল।

কোমরে হাত দিয়ে কনি এসে দাঁড়াল, রাগের চোটে মুখটাকে ছুঁচলো, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। বলল, "কোথাও যাবে না তুমি। তোমার বান্ধবী টেলিফোন করে বলেছে সে আজ বাড়ি থাকবে না। বজ্জাত কোথাকার, তোমার এতদূর আস্পর্ধা যে খান্‌কিকে আমার টেলিফোন নম্বর দাও! তোমাকে আজ আমি মেরেই ফেলব, হারামজাদা।" এই বলে ওর দিকে তেড়ে গিয়ে লাথি ঝাড়তে আর খিমচোতে লাগল।

একটা পেশীবহুল বাহু দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে রেখে, নিরুত্তাপ কণ্ঠে কার্লো বলল, "তুমি কি পাগল হলে নাকি?" কিন্তু কনি স্পষ্টই বুঝতে পারছিল কার্লোর ভাবনা হয়েছে যে-খ্যাপা মেয়েটার সঙ্গে আস্‌নাই করছিল, এই ধরনের একটা চাল চালা তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। কার্লো বলল, "আরে, ঠাট্টা করছিল, মাথা খারাপ।"

কনি ওর হাতের তলা দিয়ে গলে ওর মুখে আঁচড়ে দেবার চেষ্টা করল। অপ্রত্যাশিত ধৈর্যের সঙ্গে কার্লো ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল। কনি লক্ষ্য করল ওর পেটে ছেলে রয়েছে বলে কার্লো এত সাবধানে কাজ করছে। তাতে আরো রাগ দেখাবার সাহস পেল সে। তাছাড়া খানিকটা উত্তেজিতও হয়েছিল। কিছু

দিন বাদে ওর কিছু করার সাধ্য থাকবে না। ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন শেষ দু মাস স্বামীর সহবাস করবে না। সেই দু মাস শুরু হবার আগে কনির সহবাসের ইচ্ছা হয়েছিল। অথচ সেই সঙ্গে কার্লোর দেহে আঘাত দেবার ইচ্ছাটাও সত্যি ছিল। কার্লোর পিছন পিছন কনিও শোবার ঘরে ঢুকল।

দেখতে পাচ্ছিল কার্লো খানিকটা ঘাবড়ে গেছে, তাই দেখে কনির মনে যুগপৎ ঘৃণা আর আনন্দ হল। সে বলল, 'তুমি বাড়িতে থাকবে, বেরোবে না।"

কার্লো বলল, "আচ্ছা, বেশ, বেশ।" তখনো তার কাপড়চোপড় পরা হয়নি, শুধু শর্টস্ পরা ছিল। ঐ বেশে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত কার্লো, নিজের ভি অক্ষরের মতো সরু কোমর, চওড়া কাঁধ নিয়ে তার গর্ব কত। ক্ষুধার্ত ভাবে কনি ওর দিকে চেয়ে রইল। কার্লো হাসবার চেষ্টা করল, "অন্তত: কিছু খেতে দেবে তো ?"

তাতে কনির রাগ পড়ল, কার্লোর ওকে কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়াতে অন্তত: একটা কর্তব্যের কথা। ভালো রাঁধত কনি, মায়ের কাছে শিখেছিল। মাংস আর মিষ্টি লঙ্কা ভাজতে বসল সে, রান্না চড়িয়ে নানান তরকারি দিয়ে একটা স্যালাড বানাতে শুরু করল। কার্লো এদিকে খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পরদিনের ঘোড়দৌড়ের ফর্মটা দেখতে লাগল। পাশে পুরো এক গেলাস হুইস্কি নিয়ে, থেকে থেকে কার্লো তাতে চুমুক দিচ্ছিল।

কনি শোবার ঘরে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে, যেন না ডাকলে ভিতরে আসতে পারে না। বলল, "টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।"

রেসিং ফর্ম পড়তে পড়তে কার্লো বলল, "আমার এখনো খিদে পায় নি।"

জেদ ধরে কনি বলল, "সব টেবিলে দেওয়া হয়েছে।

কার্লো বলল, "চুলোয় যাক খাবার।" গেলাসের বাকি হুইস্কিটুকু খেয়ে ফেলে, বোতল কাত করে আবার গেলাস ভরতে গেল কার্লো। ওর দিকে ফিরেও তাকাল না।

কনি রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে খাবার ভরতি প্লেটগুলো তুলে বাসন ধোবার বেসিনের ওপর আছড়ে ফেলতে লাগল। বিকট ঝনঝন শব্দ শুনে শোবার ঘর থেকে কার্লো বেরিয়ে এল। রান্নাঘরের দেয়ালময় তেলতেলা মাংস আর লঙ্কা ছড়ানো দেখে ওর পিত্তি জ্বলে গেল, লোকটা পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসত। তিক্ত গলায় বলল, "কোথাকার আহ্লাদে বদ্ মেয়ে তুমি। এক্ষুনি সব সাফ করে তোল, নয়তো পিটিয়ে তোমাকে ঢিট্ করব।

কনি বলল, "করব না আরো কিছু!" জানোয়ারের নখরের মতো করে দু হাতের আঙুল তুলল কনি, এখনি কার্লোর বুক ছিঁড়ে, ফালা ফালা করে দিতে প্রস্তুত।

কার্লো শোবার ঘরে ফিরে গেল, বেরিয়ে এল নিজের বেল্টটাকে ডবল করে মুড়ে হাতে নিয়ে। বলল, "সাফ কর।" গলার শাসানি শুনতে কনির ভুল

হল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে, এতটুকু নড়ল না, বেল্টের বাড়ি এসে পড়ল ওর মাংসল পাছায়, ঝনঝন্ করে উঠল, তবে খুব লাগল না। কনি রান্নাঘরের আলমারির কাছে গিয়ে, দেরাজ থেকে রুটি কাটার লম্বা ছুরিটা বের করে আনল। ছুরি তুলে ধরে রইল কনি।

কার্লো হেসে বলল, "কর্লিয়নিদের মেয়েরাও কি খুনে রে বাবা!" রান্নাঘরের টেবিলে বেল্ট নামিয়ে রেখে, ওর দিকে এগিয়ে এল কার্লো। হঠাৎ এক খোঁচা মারবার চেষ্টা করল কনি, কিন্তু পেটে ছেলে, শরীর ভারি, তাড়াতাড়ি নড়তে পারল না। মারাত্মক সঙ্কল্প নিয়ে কনি ওর কুঁচকি লক্ষ্য করে আঘাত হানবার চেষ্টা করেছিল, কার্লো আঘাতটাকে এড়িয়ে গেছিল। অতি সহজেই ওর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, কার্লো ওর গালে চড় মারতে আরম্ভ করল, খুব বেশি জোরে নয়, চামড়ায় ক্ষত দেখা গেলে তো চলবে না।

বারবার চড় মারতে লাগল কার্লো, কনি ওর কাছ থেকে পালাবার জন্য রান্নাঘরের চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল, শোবার ঘরে দৌড়ে গেল, কার্লোও এল পিছন-পিছন। ওর হাত কামড়ে দিতে চেষ্টা করল কনি; কার্লো কনির চুলের মুঠি ধরে মুখ তুলে, কেবলই থাপ্পড় দিয়ে চলল, যতক্ষণ না ব্যথায় অপমানে ছোট মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কনি। কার্লো তখন তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর খাটের পাশের টেবিল থেকে আবার হুইস্কি নিয়ে খেতে লাগল। মনে হচ্ছিল খুব নেশা হয়েছে, ওর উজ্জ্বল নীল চোখ উন্মাদের চোখের মতো চকচক করছিল। অবশেষে কনির বাস্তবিক ভয় ধরে গেল।

পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বোতল থেকে হুইস্কি খাচ্ছিল কার্লো। কনির ভারি দেহের উরুর কাছের খানিকটা মাংস খামচে ধরে, এমনি চিমটি দিল কার্লো যে বেদনায় কাত্‌রে উঠে দয়া ভিক্ষা করতে লাগল কনি। ঘৃণার সঙ্গে কার্লো বলল, "শূওরের মতো মোটা হয়েছে!" এই বলে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেজায় ভয় পেয়েছিল কনি, সমস্ত সাহস উবে গেছিল। চুপ করে খাটে পড়ে রইল, পাশের ঘরে স্বামী কি করছে দেখবারও সাহস হল না। শেষটা উঠে দরজার ফাঁক দিয়ে বসবার-ঘরে উঁকি মারল। আরেক বোতল হুইস্কি খুলে, হাত পা এলিয়ে সোফার ওপর কার্লো শুয়ে ছিল। একটু পরেই নেশায় বুঁদ হয়ে যাবে, তখন কনি চুপি চুপি রান্নাঘরে গিয়ে লং বীচে বাপের বাড়িতে টেলিফোন করতে পারবে। মাকে বলবে কাউকে পাঠিয়ে ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে। মনে শুধু এই আশা, সনি যেন ফোন না ধরে। টম হেগেনের কিংবা মায়ের সঙ্গে কথা বলাই সব চাইতে ভালো।

যখন ডন কর্লিয়নির বাড়ির রান্নাঘরের টেলিফোন বেজে উঠল, তখন রাত প্রায় দশটা। ডনের দেহরক্ষীদের একজন ফোন ধরে তার যেমন কর্তব্য, কনির

মাকে দিয়ে দিল। কিন্তু কনি যে কি বলছে ওর মা ভালো করে বুঝতেই পারছিলেন না, মেয়ে একে প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, তার ওপর ফিসফিস করে কথা বলার চেষ্টা করছিল, যাতে পাশের ঘর থেকে কার্লো শুনতে না পায়। তাছাড়া চড় খেয়ে কনির মুখ ফুলে গেছিল, ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে কথা বলছিল। বসবার ঘরে টম হেগেনের সঙ্গে সনি ছিল, মিসেস কর্লিয়নি ইশারায় দেহরক্ষীকে বললেন সনিকে ডাকতে।

সনি এসে মার কাছ থেকে ফোন নিয়ে বলল, "বল, কনি।"

এক দিকে স্বামীর ভয়, অপর দিকে দাদা কি করে বসে সেই ভয়, দুই মিলে কনির স্বর আরো অস্পষ্ট হয়ে এল। সে এলোমেলো ভাবে বলতে লাগল, "সনি, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়ে দাও, গিয়ে সব কথা বলব। কিছুই হয়নি, সনি। তুমি নিজে এসো না কিন্তু। টমকে পাঠিও, লক্ষ্মীটি। কিচ্ছু হয়নি, আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে।"

ততক্ষণে হেগেনও ঐ ঘরে এসে গেছিল। ওপর তলার ঘরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ডন ঘুমোচ্ছিলেন। বিপদের সময় সর্বদা টম সনির ওপর চোখ রাখার চেষ্টা করত। বাড়ির ভিতরকার রক্ষীরাও রান্নাঘরে ছিল। সনি ফোনে কথা বলছিল আর সকলে ওর দিকে চেয়ে ছিল।

এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না যে সনির চরিত্রের হিংসাত্মক বৃত্তি-গুলোর উৎপত্তি ওর দেহের গভীরে কোনো রহস্যময় উৎসে। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল ওর গলার মোটা স্নায়ু পর্যন্ত রক্তের স্রোত গিয়ে পৌঁছচ্ছে, বিদ্বেষে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, মুখের অবয়বগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে আড়ষ্ট হয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে; রুগ্ন মানুষ কোনো রকম মৃত্যুর সঙ্গে যুঝলে তার মুখে যেমন ছাই রঙ ধরে, সনির মুখেও তাই হচ্ছিল। শরীরের মধ্যে অ্যাড্রেনালিনের চাপে ওর হাত কাঁপছিল। কণ্ঠস্বরটা কিন্তু সংযত, নিচু গলায় সে ছোট বোনকে বলল, "ওখানে অপেক্ষা কর। অপেক্ষা কর, আর কিছু কোরো না।" ফোন নামিয়ে রাখল সনি।

নিজের রাগে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর সনি বলল, "বজ্জাত নচ্ছার হারামজাদা। বজ্জাত নচ্ছার হারামজাদা!" বলে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

হেগেন সনির মুখের ঐ ভাবটাকে চিনত, ও এখন যুক্তিতর্কের বাইরে। এই মুহূর্তে সনি সব কিছু করতে পারে। তবে হেগেন এও জানত যে শহরে যাবার পথে সনির মাথাটা অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন যুক্তি বুদ্ধি ফিরে আসবে। কিন্তু তাতে ও আরো সাংঘাতিক হয়ে উঠবে, অবশ্য সেই সঙ্গে নিজের রাগের পরিমাণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতাটাও বেড়ে যাবে। গাড়ির মোটরটাকে গর্জন করে উঠতে শুনেই, হেগেন রক্ষীদের বলল, "ওর পিছন পিছন যাও।"

তারপর ফোনের কাছে গিয়ে কয়েকটা কল্ দিল। সনির দলের কয়েকজন লোক শহরে থাকত, হেগেন তাদের বলল কার্লো রিট্সির বাড়ি গিয়ে, তাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতে। আরো কয়েকজন যেন কনির কাছে থাকে, যতক্ষণ না সনি পৌঁছয়। সনির সঙ্কল্পে বাধা দেবার অনেক ঝুঁকি, কিন্তু টম হেগেন জানত সে ডনের সমর্থন পাবে। ওর ভয় ছিল সাক্ষীর সামনেই সনি না কার্লোকে হত্যা করে। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল না টমের মনে। পাঁচ পরিবার দীর্ঘকাল চুপচাপ ছিল, হয়তো কোনো রকমে মিটমাট করে নেবার ইচ্ছা তাদের।

যতক্ষণে সনির বুইক গাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে গর্জন করে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে ওর বুদ্ধিশুদ্ধিও কিয়দংশে ফিরে এসেছিল। ও লক্ষ্য করেছিল রক্ষীরা দুজন ওর পিছন পিছন যাবার জন্য গাড়িতে উঠছে ; এটাতে ওর সমর্থনও ছিল। কোনো বিপদের আশঙ্কা ওর মনে ছিল না, পাঁচ পরিবার পাল্টা আক্রমণ করা বন্ধ করেছিল, আসলে তারা বিশেষ লড়াই-ই দিচ্ছিল না। বেরোবার সময় হলঘর থেকে কোটটা তুলে নিয়েছিল, গাড়ির ড্যাশ-বোর্ডের গোপন খোপে একটা বন্দুক ছিল, গাড়িটাও ওর দলের একজন লোকের নামে রেজিস্টার করা, কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে ওকে আইনের সামনে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কার্লো রিট্সিকে নিয়ে কি করবে, তখন পর্যন্ত সনি ভেবে দেখেনি।

এখন চিন্তা করবার একটু সময় পেয়ে, সনি বুঝতে পারছিল যে একটা অজাত শিশুর বাপকে, যে-বাপ সনির বোনের স্বামী, তাকে মারা ওর কর্ম নয়। একটা দাম্পত্য কলহের জন্যে তো নয়ই। তবে শুধু দাম্পত্য কলহ নয় এটা। কার্লো লোকটাই মন্দ, আর সনির মনে হচ্ছিল যে ব্যাপারটাতে ওর নিজেরও খানিকটা দায়িত্ব আছে, কারণ ওর মধ্যস্থতাতেই কনির সঙ্গে কার্লোর আলাপ হয়েছিল।

সনির হিংস্র প্রকৃতির মধ্যে একটা গরমিল ছিল ; কোনো মেয়ে-মানুষের গায়ে ও হাত তুলতে পারত না, তোলেওনি কখনো। কোনো শিশু কিংবা কোনো অসহায় প্রাণীকেও আঘাত করতে পারত না। সেদিন যে কার্লো ওকে ফিরে মারতে রাজী হয়নি, সেইজন্যই কার্লোকে ও মেরে ফেলতে পারেনি ; সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করলে, ওর হিংস্রতা কেমন নিরস্ত্র হয়ে পড়ত। ছোটবেলায় বাস্তবিকই ওর মনটা বড় নরম ছিল। পরে যে একটা খুনে হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটা নিতান্তই ওর নিয়তি।

কিন্তু আজ একটা পাকা ফয়সালা করে ফেলতেই হবে। এই সব ভাবতে ভাবতে সনি তার বুইক গাড়িটাকে লং বীচ থেকে জলার ওপারে জোন্স বীচে যাবার যে বাঁধ, তার ওপর তুলল। ওদিকেও বেশি যানবাহনের ভিড় থাকবে না। তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকালে মনের মধ্যে যে সাংঘাতিক জটটা পাকিয়েছে,

সেটা খুলে যাবার সুবিধা হবে। এর আগেই দেহরক্ষীদের গাড়িটাকে পিছনে ফেলে সনি অনেক দূর চলে এসেছিল।

বাঁধের ওপর আলো কম; একটাও গাড়ি ছিল না। অনেক সামনে দেখা যাচ্ছিল সাদা গম্বুজওয়ালা তোলা-খানা, ওখানে লোক থাকত। তারই পাশে আরো কটা তোলা-খানা ছিল, কিন্তু সেগুলো শুধু দিনের বেলায় খোলা থাকত, তখন গাড়ি চলত বেশি। সনি গাড়িতে ব্রেক দিতে দিতে পকেটে রেজকি খুঁজতে লাগল, তোলা-খানার শুল্ক দিতে হবে। রেজকি ছিল না মোটে। তাই মানি-ব্যাগ বের করে এক হাতে খুলে ধরে, একটা নোট বের করল। এবার আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে তোলা-খানার সামনের ফাঁকটা জুড়ে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সনি একটু আশ্চর্য হল, চালক হয়তো তোলা-খানার লোকটার কাছ থেকে পথ জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছিল। সনি গাড়ির হর্ন দিতেই বাধ্য ছেলের মতো অন্য গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে ওর গাড়ির জায়গা করে দিল।

সনি তোলা-খানার লোকটাকে এক ডলারের নোট দিয়ে বাকি পয়সার জন্য অপেক্ষা করে রইল। তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা বন্ধ করে দিতে পারলে হয়।

অতলান্ত মহাসাগরের বাতাস লেগে গাড়ির ভিতরটা কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তোলা-খানার লোকটা রেজকি দিতে দেরি করছিল, ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া হাত থেকে পয়সাগুলোই ফেলে দিল। নিচু হয়ে তুলতে গেল যখন, ওর গা-মাথা সব দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সনি লক্ষ্য করল অন্য গাড়িটা এগিয়ে না গিয়ে, কয়েক ফুট আগে ওর পথ বন্ধ করে, থেমে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ দিয়ে দেখতে পেল ডানদিকে অন্ধকার তোলা-খানার ভিতরে আরেকটা লোক আছে। কিন্তু সে বিষয়ে চিন্তা করবার সময় পেল না সনি, সামনের গাড়ি থেকে দুটো লোক নেমে ওর দিকে এগিয়ে এল। তোলা-খানার লোকটাকেও আর দেখা গেল না। তারপর কিছু ঘটবার খণ্ডিত মুহূর্ত আগেই, সনি কর্লিয়নি বুঝতে পারল ওর মৃত্যু সমাগত। তখন ওর মনটা একেবারে নির্মল হয়ে গেল, সব হিংসা মন থেকে খসে পড়ল, যেন সেই গোপন ভীতি বাস্তব রূপ নিয়ে যখন সামনে এল, সনির সমস্ত অপবিত্রতা দূর হয়ে গেল।

তবু জীবনেরও একটা প্রতিক্রিয়া থাকে, সনির বিশাল দেহ গাড়ির দরজার ওপর আছড়ে পড়ল, দরজার চাবি ভেঙে গেল। অন্ধকার তোলা-খানা থেকে সেই লোকটা গুলি চালাল, সনির প্রকাণ্ড শরীর গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতেই, গলায় মাথায় গুলি লাগল। এবার সামনের লোক দুটো বন্দুক তুলে ধরল, তোলা-খানার লোকটা গুলি বন্ধ করল। সনির দেহ পিচ-বাঁধানো রাস্তার ওপর পড়ে গেল, পা দুটি তখনো গাড়ির মধ্যে রইল। লোক দুটোই সনির দেহে গুলি করল, তারপর ওর মুখে লাথি মেরে মুখখানাকে আরো বিকৃত করে দিয়ে, গুলির চাইতেও ব্যক্তিগত শক্তির চিহ্ন রেখে গেল।

কয়েক সেকণ্ডের মধ্যেই ঐ চারটে লোক, তিনজন আসল খুনী আর তোলা-খানার নকল লোকটা, তাদের গাড়িতে উঠে, জোন্স বীচের অন্য দিকে মেডোব্রুক পার্কওয়ের দিকে, সবেগে চলে গেল। মাঝখানে সনির গাড়ি আর সনির দেহ পড়াতে, ওদের অনুসরণ করার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল, তবে কয়েক মিনিট বাদে দেহরক্ষীরা গাড়ি থামিয়ে সনিকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে, আততায়ীদের অনুসরণ করবার কোনো ইচ্ছাই অনুভব করেনি। বিশাল অর্ধবৃত্তাকারে গাড়ি ঘুরিয়ে ওরা আবার লং বীচের পথ ধরেছিল। বাঁধের নিচে সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রথম যে টেলিফোন ঘর দেখল, ওদের একজন লাফিয়ে নেমে সেখানে থেকে টম হেগেনকে ফোন করল। দ্রুত সংক্ষিপ্ত স্বরে সে বলল, "সনি মারা গেছে। ওরা ওকে জোন্স বীচের তোলা-খানার সামনে মেরে ফেলেছে।"

হেগেনের কণ্ঠস্বর একেবারে প্রশান্ত, সে বলল, "বেশ। ক্লেমেন্জার বাড়ি গিয়ে তাকে এখুনি আসতে বল। তোমাদের কি করতে হবে, সে-ই বলে দেবে।"

হেগেন কল্‌টা নিয়েছিল রান্নাঘরে, সেখানে কর্লিয়নিদের মা মেয়ের জন্য কিছু জলখাবার তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন। টম মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল, তাই বুড়ি ভদ্রমহিলা কিছুই টের পাননি। চেষ্টা করলে যে টের পেতেন না এমন নয়, তবে দীর্ঘকাল ডনের সঙ্গে বাস করার ফলে তাঁর এই জ্ঞানটুকু হয়েছিল যে কিছু লক্ষ্য না করাই ভালো। যদি বেদনাদায়ক কিছু জানবার দরকার থাকে, কেউ না কেউ অচিরে সে কথা বলে দেবেই। আর যদি সেই বেদনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তাহলে তাই ভালো। ওঁর পরিবারের পুরুষদের বেদনার অংশ নিতে না হলেই তিনি খুশি, তারা তো আর মেয়েদের বেদনার ভাগ নিতে আসে না। নির্বিকার চিত্তে কনির মা কফি ফোটাতে লাগলেন, টেবিলের ওপর খাবার সাজাতে লাগলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় ব্যথা আর ভয়েতে কিছু খিদে দূর হয় না, বরং কিছু পেটে পড়লে ব্যথা কমে। কোনো ডাক্তার যদি ওঁকে ওষুধ দিয়ে ব্যথা কমাবার চেষ্টা করত উনি নিশ্চয়ই রেগে যেতেন, তবে কফি আর এক টুকরো রুটি দিলে, সে কথা আলাদা। অবশ্য কর্লিয়নিদের মা আরো আদিম একটা সংস্কৃতি নিয়ে জন্মেছিলেন।

কাজেই টম হেগেনকে তিনি মিটিং করার কোণার ঘরে পালাতে দিলেন। সে ঘরে পৌঁছে, শরীরে এমনি কাঁপুনি ধরল যে দু পা একসঙ্গে চেপে, ঘাড় কুঁজো করে, মাথা গুঁজে, দু হাঁটুর মাঝখানে হাত দুটোকে একসঙ্গে মুঠি পাকিয়ে, টম হেগেনকে এমন ভাবে বসে পড়তে হল যেন স্বয়ং শয়তানের কাছে মিনতি জানাচ্ছে।

এখন ও বুঝতে পারছিল যে যুদ্ধে রত পরিবারের উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা ওর নেই। পাঁচ পরিবারের ভয়ের অভিনয় দেখে ও বোকা বনে গেছিল, ঠকে গেছিল। চুপ করে পড়ে থেকে, ওরা এই ভয়ঙ্কর ফাঁদ পেতেছিল। মতলব

এঁটে চুপ করে বসেছিল ওরা, রক্তমাখা হাত তুলে, এদিক থেকে যত প্ররোচনাই দেওয়া হোক না কেন। একটা মোক্ষম আঘাত করবে বলে বসেছিল ওরা। তাই করেওছে। বুড়ো গেন্‌কো আবানদাণ্ডো কখনোই এ ভুল করত না, সে আগে থেকেই ইঁদুরের গন্ধ পেত। তিনগুণ সতর্কতা অবলম্বন করত সে, ধোঁয়া দিয়ে গর্ত থেকে ইঁদুর বের করে আনত। এ সমস্ত চিন্তার ওপর, হেগেনের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সনি ছিল ওর সত্যিকার ভাই, ওর ত্রাণকর্তা, ছোটবেলায় সনি ছিল ওর আদর্শ পুরুষ। ওর সঙ্গে কখনো নিচ আচরণ করেনি সনি, কখনো অত্যাচার করেনি, সর্বদা স্নেহশীল ব্যবহার করেছে, সলট্‌সো ওকে যখন ছেড়ে দিল, সনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। দুজনের আবার দেখা হওয়াতে সনি বাস্তবিক আনন্দিত হয়েছিল। বড় হয়ে সনি যে নিষ্ঠুর, হিংস্র, রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে টম হেগেনের কি?

রান্নাঘর থেকে টম চলে এসেছিল, কারণ ও জানত সনির মাকে ও কিছুতেই সনির মৃত্যুর কথা বলতে পারবে না। ডনকে যেমন মনে হত নিজের বাবা, সনিকে নিজের ভাই, তেমনি সনির মাকে কিন্তু কখনো নিজের মা বলে মনে হয়নি। ফ্রেডি, মাইকেল, কনিকে যেমন স্নেহ করত টম, ওদের মাকেও তেমনি করত। কারো কাছে দয়া পেলে তাকে যে ভাবে স্নেহ করা যায়, সেটা ঠিক ভালোবাসা নয়। তবু তাঁকে টম এ সংবাদ দিতে পারল না। মাত্র ক মাসের মধ্যে তিনি তাঁর সব কটি ছেলেকে হারালেন; ফ্রেডি নেভাডাতে নির্বাসিত, মাইকেল প্রাণ নিয়ে সিসিলিতে লুকিয়ে, আর এখন সান্তিনোও মারা গেল। এদের মধ্যে কাকে তিনি সব চাইতে ভালোবাসতেন? তা তো কখনো প্রকাশ করেননি।

এভাবে মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে টম টেলিফোন তুলে কনির নম্বর ডায়েল করল। অনেকক্ষণ বাজার পর, কনি ফিসফিস করে উত্তর দিল। হেগেন কোমল কণ্ঠে বলল, "কনি, আমি টম। তোমার স্বামীকে ডেকে তোল, তার সঙ্গে কথা আছে।" ভীত, নিচু গলায় কনি জিজ্ঞাসা করল, "টম, সনি কি এখানে আসছে?" হেগেন কোমল কণ্ঠে বলল, "না, সনি যাচ্ছে না। তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। কার্লোকে ডেকে দাও, বল তার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।"

কনির গলায় কান্নার সুর, "টম, ও আমাকে বড্ড মেরেছে। আমার ভয় হচ্ছে আমি বাড়িতে ফোন করেছি জানতে পারলে আমাকে আরো ব্যথা দেবে।"

কোমল কণ্ঠে হেগেন বলল, "দেবে না ব্যথা। আমার সঙ্গে কথা বললেই আমি সব ঠিক করে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওকে বল খুব জরুরী কথা; ওর ফোনে এসে আমার সঙ্গে কথা বলার খুব বেশি দরকার। বুঝতে পারলে?"

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে কার্লোর গলা শোনা গেল, ঘুমে আর মদের নেশায়

জড়নো গলা। ওকে সজাগ করে দেবার জন্য তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেগেন বলল, "শোন, কার্লো, তোমাকে একটা সাংঘাতিক খবর দেব। নিজেকে প্রস্তুত করে নাও; খবরটা শুনে এমন ভাবে আমার কথার উত্তর দিও, যেন বিশেষ কিছুই হয়নি। কনিকে বলেছি তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে, কাজেই ওকে একটা কিছু বলতে হবে। বল যে পরিবার থেকে স্থির হয়েছে তোমাদের দুজনকে প্রাঙ্গণের একটা বাড়িতে উঠিয়ে আনা হবে। আর তোমাকে একটা বড় কাজ দেওয়া হবে। অবশেষে ডন মন স্থির করেছেন, যাতে তোমাদের পারিবারিক জীবনটা আরো সুখের হয়। আমার কথা বুঝতে পারলে?"

কার্লো যখন উত্তর দিল ওর গলার স্বরে একটু আশার আভাস পাওয়া গেল। "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

হেগেন বলতে লাগল, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার দুজন লোক তোমাদের দরজায় টোকা দেবে, ওরা তোমাদের নিয়ে আসতে যাচ্ছে। ওদের বল আগে যেন আমাকে একটা টেলিফোন করে। খালি ঐটুকু বলবে। আর কিছু বল না। ওদের বলে দেব তুমি কনির সঙ্গে ওখানেই থাকবে। বুঝলে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি।" গলাটা কেমন উত্তেজিত শোনাল। হেগেনের গলায় চাপা উত্তেজনার ইঙ্গিত পেয়ে, এতক্ষণ পরে কার্লো সজাগ হয়ে উঠেছিল, বুঝেছিল কোনো গুরুতর সংবাদ আছে।

স্পষ্ট কথা বলল হেগেন, "আজ রাতে ওরা সনিকে মেরে ফেলেছে। কিচ্ছু বল না। তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে, কনি ওকে ফোন করেছিল, ও তাই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি চাই না যে কনি সে-কথা জানতে পারে, কিছু সন্দেহ করে করুক, তবু যেন সঠিক জানতে না পারে। অমনি ভাবতে শুরু করবে যে ওর দোষেই এমন হল। আজ রাতে তুমি ওর কাছে থেকো, কিন্তু ওকে কিচ্ছু বল না। ওর সঙ্গে মিটমাট করে নিও। প্রেমময় স্বামীর মতো ব্যবহার কর। অন্তত ওর ছেলে হওয়া পর্যন্ত তাই কর। কাল সকালে, কেউ একজন, হয় তুমি, নয়তো ডন, কিংবা কনির মা ওকে বলবেন যে ওর ভাই মারা গেছে। আমি চাই তুমি সমস্তক্ষণ ওর কাছে কাছে থাক। আমার এই অনুরোধটি রাখো, ভবিষ্যতে আমিও দেখব কিসে তোমার ভালো হয়। বুঝলে?"

কার্লোর গলাটা একটু কেঁপে গেল, "নিশ্চয়ই, টম, নিশ্চয়ই। শোন, তোমার সঙ্গে আমার তো চিরকালই বনে ভালো। আমি খুবই কৃতজ্ঞ। বুঝলে?"

হেগেন বলল, "বুঝলাম। কনির সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে বলে এই ব্যাপারের জন্য কেউ তোমাকে দায়ী করবে না। তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না, আমি তার ব্যবস্থা করব।" তারপর একটু থেমে, ওকে উৎসাহ দিয়ে আস্তে আস্তে হেগেন বলল, "এবার যাও, কনির যত্ন কর।" ফোন কেটে দিল টম।

কাউকে শাসাতে শেখেনি টম হেগেন, ডনই এই শিক্ষা দিয়েছিলেন ; তবে কথাগুলোর আসল অর্থ কার্লো ঠিকই বুঝেছিল ; মৃত্যুর কাছ থেকে এই মুহূর্তে তার এক চুল তফাত।

হেগেন এর পর টেসিওকে ফোন করে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে লং বীচে চলে আসতে বলল। কেন, তা বলল না ; টেসিও-ও কিছু জিজ্ঞাসা করল না। হেগেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এবারের কর্তব্য সব চাইতে ভয়াবহ।

ওষুধ খেয়ে ডন ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে ডেকে তুলতে হবে। পৃথিবীতে যে মানুষটিকে টম সব চাইতে ভালোবাসত, তাঁকে বলতে হবে যে তাঁর কাজ করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেনি, তাঁর বড় ছেলের প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। তাঁকে বলতে হবে যে তিনি উঠে রণাঙ্গনে না দাঁড়ালে, সব যাবে। হেগেন নিজেকে বিভ্রান্ত করেনি। একমাত্র মহান ডন নিজে, এই নিদারুণ পরাজয়ের মধ্যে থেকেও একটা মাতের চাল উদ্ধার করে আনতে পারেন। তাঁর ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করেনি টম। তাতে কোনো লাভ হত না। তারা যাই বলুক না কেন, এমন কি যদি এ-কথাও বলে যে বিছানা থেকে উঠলে ডনের প্রাণ সংশয় হতে পারে, তবু তার পালক পিতাকে সব কথা বলতে হবে, তারপর তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। এবং ডন কি করবেন সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। চিকিৎসকদের মতামত এখন অবান্তর হয়ে গেছে, সব কিছুই অবান্তর হয়ে গেছে। ডনকে সব কথা বলতে হবে, তারপর হয় তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন, নয়তো পাঁচ পরিবারের কাছে কর্লিয়নিদের সব ক্ষমতা সমর্পণ করতে হবে।

তা সত্ত্বেও এর পরের একটা ঘণ্টাকে টম হেগেন সর্বান্তঃকরণে ডরাচ্ছিল। নিজের ভূমিকাটাকে তৈরি করে রাখবার চেষ্টা করল সে। নিজের দোষটার কড়া বিচার করতে হবে। নিজেকে বেশি দোষ দিতে গেলে, ডনের বোঝা আরো ভারি হবে। নিজের শোক দেখাতে গেলে, ডনের শোক আরো তীব্র হয়ে উঠবে। যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা হবার পক্ষে নিজের অযোগ্যতার কথা তুললে, ফলে এমন একটা অযোগ্য লোককে এত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য মনোনীত করেছিলেন বলে ডনও নিজেকে দোষ দেবেন।

হেগেন জানত খবরটা তাঁকে বলতেই হবে, বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে কি কি করণীয়, সেটুকু বিশ্লেষণ করে দিয়ে, তারপর নীরব হয়ে থাকতে হবে। এর পর হেগেনের যে প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা নির্ভর করবে তার ডনের নির্দেশের ওপর। ডন যদি চান সে তার অপরাধ স্বীকার করে, টম তাই করবে। তিনি যদি নির্দেশ দেন টম শোক প্রকাশ করুক, টম তার আন্তরিক শোক প্রকাশ করবে।

গাড়ির শব্দ শুনে হেগেন মাথা তুলল, প্রাঙ্গণে গাড়ি এসেছে। ক্যাপোরে-জিমিরা এসে পৌঁছচ্ছে। আগে ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে, তারপর

ডন কর্লিয়নিকে জাগাবে। উঠে পড়ে, ডেস্কের পাশের ক্যাবিনেট থেকে টম একটা গেলাস আর বোতল বের করল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল টম, তার সমস্ত মনুষ্যত্ব এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে বোতল থেকে পানীয়টাকে গেলাসে ঢালতে পারছিল না। হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেল ঘরের দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল, ফিরে দেখল, আহত হবার পর এই প্রথম কাপড়-চোপড় পরে, ডন কর্লিয়নি বিছানা থেকে উঠে এসেছেন।

ঘরের এধার থেকে ওধারে হেঁটে গিয়ে ডন তাঁর চামড়া-বাঁধানো প্রকাণ্ড আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। একটু আড়ষ্টভাবে হাঁটছিলেন, কাপড়-চোপড়গুলো গায়ে ঢিলে হয়ে ঝুলছিল তবু হেগেনের মনে হল এই রকমই তাঁকে বারবার দেখতে লাগে। মনে হল যেন মনের জোরে দেহ থেকে সমস্ত দুর্বলতার চিহ্ন তিনি ঝেড়ে ফেলেছেন, যদিও ভিতরে কিছু দুর্বলতা তখনো ছিল। গম্ভীর মুখখানিতে আগেকার সমস্ত শক্তি, সমস্ত বলিষ্ঠতা প্রকাশ পাচ্ছিল। আরাম-কেদারায় সোজা হয়ে বসে হেগেনকে বললেন, "দাও তো এক ফোঁটা অ্যানিসেট।"

বোতল বদলে আনল টম, দুজনের জন্য দুটি গেলাসে যষ্টি-মধুর গন্ধ দেওয়া, তীব্র পানীয় একটু করে ঢালল। ঘরে তৈরি গ্রাম্য জিনিস, দোকানে যা পাওয়া যেত, তার চাইতে অনেক কড়া, পুরনো এক বন্ধুর দান, সে প্রত্যেক বছর ডনকে ছোট এক গাড়ি বোঝাই করে এই জিনিসটি দিত।

ডন কর্লিয়নি বললেন, "ঘুমিয়ে পড়বার আগে আমার স্ত্রী কাঁদছিলেন। জানলা দিয়ে বাইরে দেখলাম আমার ক্যাপোরেজিমিরা এল, এদিকে তো রাত দুপুর। অতএব, হে আমার কনসিলিওরি, সকলে যা জানে সে-কথা তোমার ডনকেও বলা উচিত।"

শান্তকণ্ঠে টম বলল, "মাকে আমি কিছু বলিনি। আপনাকে ডেকে তুলে আমিই সব কথা বলতে যাচ্ছিলাম। একটু বাদেই আপনাকে ডাকতে যেতাম।"

নির্বিকার ভাবে ডন কর্লিয়নি বললেন, "কিন্তু তার আগে একটু মদ খেয়ে নেবার দরকার হয়েছিল।"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ।"

ডন তখন বললেন, "মদ খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আমাকে বলতে পার।" হেগেনের দুর্বলতার জন্য ডনের কণ্ঠে ক্ষীণ একটু অভিযোগ ছিল।

হেগেন বলল, "বাঁধের ওপর সনিকে ওরা গুলি করেছে। সনি মারা গেছে।"

ডন কর্লিয়নি চোখ মিটমিট করলেন। একটা খণ্ডিত মুহূর্তের জন্য তাঁর মনোবল প্রায় ভেঙে পড়েছিল, সমস্ত দেহ থেকে সব শক্তি নির্বাপিত হয়েছিল, মুখখানি দেখেই তা বোঝা গেছিল। তার পরেই নিজেকে সামলে নিলেন।

এর কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন দেহরক্ষী ক্যাপোরেজিমিদের দুজনকে ঘরে নিয়ে এল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল ডন তাঁর ছেলের মৃত্যুর কথা শুনেছেন,

কারণ ওরা আসতেই উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ওরা তাঁকে আলিঙ্গন করল, পুরনো বন্ধুত্বের অধিকারে। সকলেই একটু 'অ্যানিসেট' পান করল, সে রাত্রের ঘটনার বিবৃতি দেবার আগে হেগেন ওদের জন্য মদটুকু ঢেলে দিল।

বলা শেষ হলে ডন কর্লিয়নি শুধু একটা প্রশ্ন করলেন, "ঠিক জান; আমার ছেলে মারা গেছে?"

ক্লেমেন্‌জা উত্তর দিল, "হ্যা। দেহরক্ষীদের আমি নিজে সনির দল থেকে বাছাই করে নিয়েছিলাম। ওরা আমার বাড়িতে এলে, ভালো করে প্রশ্ন করেছিলাম। তোলা-খানার আলোতে ওর দেহটাকে ওরা দেখতে পেয়েছিল। অমন ক্ষত নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। ওদের কথার যথার্থতার জন্য ওরা প্রাণ দিতে রাজী।"

এই চরম সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন ডন কর্লিয়নি, কোনো আবেগ প্রকাশ করলেন না, শুধু কয়েক মহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ এই ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হবে না। কেউ প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না; আমার আদেশ ছাড়া, আমার ছেলের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করবার উদ্দেশ্যে কোনো তদন্ত চালাবে না। আমি নিজে বিশেষভাবে না বললে, পাঁচ পরিবারের সঙ্গে আর লড়াই করা হবে না। আমাদের পরিবারের সমস্ত ব্যবসা বন্ধ থাকবে, আমাদের ব্যবসা রক্ষার জন্যে আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজও বন্ধ থাকবে, যতদিন না আমার ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে যায়। তারপর আমরা আবার এখানে মিলিত হয়ে, কি কর্তব্য সেটা স্থির করব। আজ সান্তিনোর জন্য যতখানি করতে পারি করব, একজন খৃশ্চানের উপযুক্ত আয়োজন করে তাকে সমাধিস্থ করব। পুলিস আর অন্যান্য যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার বন্ধুদের দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করব। ক্লেমেন্‌জা, তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে, আমার দেহরক্ষী হয়ে থাকবে, তুমি আর তোমার দলবল। টেসিও, তুমি আমার পরিবারের আর সকলকে রক্ষা করবে। টম্, আমার ইচ্ছা তুমি একবার আমেরিগো বনাসেরাকে টেলিফোনে ডেকে বল যে আজ রাতে কোনো সময় আমার ওর সাহায্য দরকার হবে। ও যেন ওর কর্মস্থলে আমার জন্য অপেক্ষা করে। এক ঘণ্টা, কি দু ঘণ্টা, কি তিন ঘণ্টাও দেরি হতে পারে। সবাই আমার কথা বুঝতে পারলে কি?"

ওরা তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল যে বুঝেছে। ডন কর্লিয়নি বললেন, "ক্লেমেন্‌জা, কয়েকজন লোক আর কয়েকটা গাড়ি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিচ্ছি। টম, তুমি ভালো কাজ করেছ। কাল সকালে কন্‌স্ট্যান্‌শিয়াকে তার মার কাছে এনে দিও। ওর আর ওর স্বামীর প্রাঙ্গণে থাকার ব্যবস্থা কর। সাণ্ড্রার মেয়ে-বন্ধুদের ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিও, তারা ওর কাছে থাকুক। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলব, তারপর সেও ওখানে যাবে। আমার স্ত্রীই ওকে দুঃসংবাদটা দেবে আর

মেয়েরা গির্জায় গিয়ে আমার ছেলের আত্মার কল্যাণের জন্ম পুজো-প্রার্থনার ব্যবস্থা করবে।”

চামড়া-বাঁধানো চেয়ার থেকে ডন উঠে পড়লেন। অন্যরাও উঠল, ক্লেমেনজা আর টেসিও তাঁকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরল। ডন যাবেন বলে টম হেগেন দরজাটা খুলে ধরল, ডন একটু থেমে ওর মুখের দিকে চাইলেন। তারপর ওর গালে হাত রেখে, তাড়াতাড়ি একটু আদর করে ইতালীয় ভাষায় বললেন, “তুমি আমার সুপুত্র। তোমার কাছে এসে আমি সান্ত্বনা পাই।” তারপর টম হেগেনকে বললেন এই ভয়ঙ্কর সময়ে সে উচিত কাজই করেছে। নিজের শোবার ঘরে চলে গেলেন ডন, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এই সময়ে টম হেগেন সমাধি-ব্যবসায়ী আমেরিগো বনাসেরাকে টেলিফোন করে বলেছিল তাকে এবার কর্লিয়নিদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

পঞ্চম পর্ব

কুড়ি

সান্তিনো কর্লিয়নির মৃত্যুতে দেশের আইনভঙ্গকারীদের জগতে শিহরণ লেগে গিয়েছিল। তারপর যখন জানা গেল ডন কর্লিয়নি রোগশয্যা থেকে উঠে পারিবারিক ব্যবসার নেতৃত্ব হাতে নিয়েছেন, গুপ্তচররা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখে এসে যখন বিবৃতি দিল যে ডনকে দেখে মনে হল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তখন নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবার সচকিত হয়ে উঠে, এবার যে রক্তময় প্রতি-হিংসা-সংগ্রাম অনিবার্য, তার জন্য প্রস্তুত হবার চেষ্টা করতে লাগল। তাঁর পূর্ব দুর্ভাগ্যের জন্য ডন কর্লিয়নিকে হেয় জ্ঞান করা চলে, এ ভুল কেউ করল না। জীবনে তিনি নিজে খুব কম ভুল করেছিলেন এবং যখনই করেছিলেন, সেই ভুল থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভও করেছিলেন।

ডনের প্রকৃত অভিপ্রায় একমাত্র হেগেন আন্দাজ করেছিল, ডন যখন শান্তির প্রস্তাব করে পাঁচ পরিবারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, সে এতটুকু আশ্চর্য হয়নি। শুধুমাত্র শান্তির প্রস্তাবই করেননি ডন, সেই সঙ্গে নিউ ইয়র্কের পাঁচ পারিবারের একটি মিলন-সভার প্রস্তাবও করেছিলেন, সেই সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পারিবারিক সংগঠনকে ডেকেছিলেন। যে-হেতু দেশের মধ্যে নিউ ইয়র্কের ম্যাফিয়া পরিবারগুলোই ছিল সব চাইতে প্রতাপশালী, সকলেই জানত যে তাদের মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল।

প্রথমটা কারো কারো মনে সন্দেহ ছিল। ডন কর্লিয়নি কি ফাঁদ পাতবার তালে আছেন? শত্রুদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছেন? ছেলের মৃত্যুর

প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে কি পাইকারী হত্যার বন্দোবস্ত করছেন? কিন্তু অচিরেই ডন কর্লিয়নি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন যে এটি তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা। শুধু যে সভাতে সমস্ত ম্যাফিয়া পরিবারকে ডাকলেন তাই নয়, লড়াইয়ের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করবার, কিংবা মিত্রশক্তি সংগ্রহ করবার কোনো চেষ্টাই করলেন না। তারপর তাঁর শেষ অপ্রতিহার্য ব্যবস্থাও করলেন, যার ফলে ঐ সব অভিপ্রায়ের আন্তরিকতা এবং যাথার্থ প্রতিপন্ন হয়ে গেল এবং মহাসভায় সদস্যদের নিরাপত্তাও প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি বোচ্চিচ্চিও পরিবারের সহযোগিতা চাইলেন।

এই বোচ্চিচ্চিও পরিবারের বিশেষত্ব হল এই যে সিসিলিতে এক সময় ওরা একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র ম্যাফিয়া দল বলে পরিচিত হলেও, অ্যামেরিকায় এসে অবধি শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে সিদ্ধহস্ত হয়েছিল। একসময়ে যারা বুনো গোঁয়ার্তুমির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করত, এখন তারা যাকে বলা যায় সাধু ও সৎ উপায়ে সংসার চালাত। তাদের একটিমাত্র বড় গুণ ছিল যে ওদের পারবারটা ছিল রক্তসম্পর্কের সুদৃঢ় ঘনিষ্ঠ পাশে আবদ্ধ। যে-সমাজে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততার চাইতেও পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ততার গুরুত্ব বেশি, তাদের মধ্যেও এই বোচ্চিচ্চিও পরিবারের একতা ছিল অদ্বিতীয়।

এক সময় বোচ্চিচ্চিও পরিবারে জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইদের নাতিদের সুদ্ধ ধরলে প্রায় দুশো মাথায় দাঁড়াত, তখন তারা দক্ষিণ সিসিলির একটা ছোট অংশের সমগ্র অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত করত। সে সময় ওদের গোটা পরিবারের আয়ের উৎস ছিল চার-পাঁচটি ময়দার কল, সেগুলোর মালিকানা সকলের হাতে সমানভাবে না থাকলেও পরিবারের কাউকেই খাওয়া, চাকরি আর খানিকটা নিরাপত্তার জন্য ভাবতে হত না। তার ওপর নিজেদের মধ্যে বিয়ে-থা হওয়াতে ওরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হতে পারত।

সিসিলির ঐ অঞ্চলে ওদের সঙ্গে রেষারেষি করবার জন্য কাউকে ময়দার কল, কিংবা বাঁধ তৈরি করতে দেওয়া হত না, যাতে প্রতিযোগীরা জল না পায়, কিংবা ওদের বিক্রির আয়ে কেউ ভাগ না বসায়। একবার একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নিজের ময়দার কল করবার চেষ্টা করেছিল। কলটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। তখন সে সেপাইদের আর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছিল। তারা বোচ্চিচ্চিও পরিবারের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের বিচার হবার আগেই জমিদারের বসতবাড়িতে মশালের আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অমনি নালিশ অভিযোগ তুলে নেওয়া হল। এর কয়েক মাস পরে, ইতালীয় সরকারের শ্রেষ্ঠ পদাধিকারীদের একজন সিসিলিতে এসে ঐ দ্বীপের বারোমেসে জলের অভাব মেটাবার জন্য প্রকাণ্ড একটা বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করেছিল। রোম থেকে স্থপতিরা এল জমি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য; স্থানীয় অধিবাসীরা হাঁড়িমুখে তাদের দিকে তাকিয়ে

রইল, এরা সকলেই বোচ্চোচ্চিও পরিবারের লোক। বিশেষ ভাবে নির্মিত ব্যারাক-বাড়িতে পুলিসের লোকদের থাকার ব্যবস্থা হল ; প্রয়োজনীয় এলাকাটাকে জলে প্লাবিত করা হল।

সকলেই ভেবেছিল এবার বাঁধ তৈরি কেউ ঠেকাতে পারবে না, পালার্মোতে রসদ, মালমশলা, যন্ত্রপাতি জাহাজ থেকে নামানো হল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বোচ্চিচ্চিওরা ইতিমধ্যে তাদের ম্যাফিয়া-নেতা বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের কাছ থেকে সাহায্যের অঙ্গীকার আদায় করে রেখেছিল। ভারি ভারি যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা হল, হালকা জিনিস চুরি গেল। ওদিকে ইতালীয় সংসদে ম্যাফিয়াদের প্রতিনিধিরা বাঁধের প্রস্তাবকারীদের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিক প্রতি-আক্রমণ চালাতে লাগল। কয়েক বছর ধরে এভাবে চলল, তারপর মুসোলিনি ক্ষমতাসীন হলেন। ডিক্টেটর মহাশয় নির্দেশ দিলেন বাঁধ তৈরি করতেই হবে। তবু করা হল না। মুসোলিনি জানতেন ম্যাফিয়ারা তাঁর শাসন-ব্যবস্থাকে বিপন্ন করবার চেষ্টা করবে, তাঁর রাজ্যে তাদের নিজেদের আধিপত্যের আলাদা একটা এলাকা সৃষ্টি করবে। একজন উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্মচারীকে মুসোলিনি পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন, সে লোকটিও সবাইকে জেলে পুরে, নতুবা শ্রম-দ্বীপে নির্বাসিত করে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান করে দিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সে ম্যাফিয়াদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিল, যাকেই ম্যাফিয়াদের সমর্থক বলে সন্দেহ হত তাকেই ইচ্ছামতো ধরে বন্দী করত। এই ভাবে বহু নির্দোষ পরিবারেরও সর্বনাশ হয়েছিল।

এই সীমাহীন ক্ষমতার বিরুদ্ধে জোর খাটানোটা বোচ্চিচ্চিওদের পক্ষে হঠকারিতা হয়েছিল। সশস্ত্র সংগ্রামে পুরুষদের অর্ধেকের প্রাণ গেছিল, বাকি অর্ধেককে দণ্ড দিয়ে দ্বীপান্তরিত করা হয়েছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাকি ছিল ; তাদের জন্য বে-আইনী চোরা পথে, কানাডা পৌঁছে, জাহাজ থেকে পালিয়ে, অ্যামেরিকা যাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কুড়িজন বহিরাগত ইতালীয়, নিউ ইয়র্কের অনতিদূরে, হাডসন ভ্যালির ছোট এক শহরে বসবাস শুরু করল। সেখানে সমাজের নিম্নতম স্তরের কাজ শুরু করে, ক্রমে নিজেদের উন্নতি করে, শেষকালে তারা একটা আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবসার মালিক হল, তাদের নিজেদের কতকগুলো ট্রাকও ছিল। প্রতিযোগিতা করবার মতো কেউ না থাকাতে, তাদের অবস্থাও খুব ভালো হয়ে উঠল। প্রতিযোগিতা না থাকার কারণ হল, কেউ প্রতিযোগিতা করতে এলেই তাদের ট্রাক পুড়ে যেত, ভেঙে যেত। একজন গোঁয়ারগোবিন্দ লোক দাম কমিয়ে ব্যবসা হাতাবার চেষ্টা করেছিল, তাকে দেখা গেল নিজের সংগ্রহ করা আবর্জনার স্তূপের তলায় চাপা পড়ে দম আটকে মরে রয়েছে।

কিন্তু ক্রমে পুরুষদের সকলের বিয়ে হল—বলা বাহুল্য সিসিলীয় মেয়েদের সঙ্গে—তাদের ছেলেপিলে হল, তখন আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবসার আয় দিয়ে

খাওয়া-পরা চলে গেলেও, অ্যামেরিকায় যে-সব উন্নত ধরনের জিনিস পাওয়া যেত, তার খরচ কুলোত না। কাজেই, বাড়তি উপায়ের উদ্দেশ্যে বোচ্চিচ্চিও পরিবার মধ্যস্থতা করে ও জামিন হয়ে, যুদ্ধরত ম্যাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে শান্তিস্থাপনের সহায়ক হত।

এই বোচ্চিচ্চিও পরিবারের মধ্যে একটা নির্বুদ্ধিতার ভাব দেখা যেত, কিংবা সেটা ওদের আদিম স্বভাবও হতে পারে। সে যাই হোক, ওরা নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল, ওরা জানত যে অন্যান্য ম্যাফিয়া পরিবারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, যে-সমস্ত ব্যবসাতে আরো বেশি বাস্তব বুদ্ধির দরকার—যেমন বেশ্যা-ব্যবসা, জুয়ো খেলা, মাদক-দ্রব্যের ব্যবসা, জনসাধারণকে ঠকিয়ে খাওয়া—সে সব গড়ে তোলা বা চালানো ওদের বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠবে না। ওদের ছিল স্পষ্ট কথা, ওরা টহলদার পুলিসের লোককে হয়তো কিছু দিয়ে খুশি করতে পারত, কিন্তু রাজনৈতিক দালালদের কাছে এগুতে পারত না। ওদের শুধু দুটি গুণ ছিল। ওদের সততা আর ওদের হিংস্রতা।

বোচ্চিচ্চিওরা কখনো মিথ্যা কথা বলত না, কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করত না। ওসব করতে গেলে বড় বেশি জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়। তাছাড়া বোচ্চিচ্চিওদের কোনো অনিষ্ট করলে তারা কখনো ভুলত না এবং শোধ তুলতে ছাড়ত না, তার জন্য যে দামই দিতে হোক না কেন। কাজেই, একেবারে আকস্মিকভাবে ওরা যে-ব্যবসাতে ঢুকে পড়েছিল, কালক্রমে তাতেই ওদের লাভ হত সব চাইত বেশি।

যদি যুদ্ধরত পরিবারগুলো বিবাদ মেটাবার ইচ্ছায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইত, তারা বোচ্চিচ্চিও পরিবারকেও খবর দিত। বোচ্চিচ্চিও পরিবারের কর্তা গিয়ে শান্তির প্রস্তাবের কথা পাড়তেন, জামিনের ব্যবস্থা করতেন। যেমন, মাইকেল যখন সলট্সোর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল, মাইকেলের নিরাপত্তার জামিন হয়ে বোচ্চিচ্চিও পরিবারের একজন লোককে কর্লিয়নিদের কাছে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, এই জামিনের টাকা দিয়েছিল সলট্সো। সলট্সো যদি মাইকেলকে মেরে ফেলত, তাহলে কর্লিয়নিরা ঐ জামিনের লোকটিকে মেরে ফেলত। সে ক্ষেত্রে, তাদের পরিবারের লোকের মৃত্যুর কারণ হবার জন্য বোচ্চিচ্চিওরা সলট্সোকে মেরে ফেলত। বোচ্চিচ্চিওদের মধ্যে একটা প্রবল আদিম ভাব থাকার দরুন তারা প্রতিশোধ নেবার পথে কোনো বাধা মানত না, কোনো শাস্তিকে ডরাত না। ওরা স্বচ্ছন্দে নিজেদের প্রাণ দিত; ওদের সঙ্গে যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করত, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। বোচ্চিচ্চিওকে জামিন রাখা ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ বামার মত।

অতএব এই ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করবার জন্য ডন কর্লিয়নি বোচ্চিচ্চিওদের ডেকে এই বন্দোবস্ত করলেন যে শান্তি সভায় যে-সব পরিবারের নেতারা আসবেন, বোচ্চিচ্চিওরা তাঁদের প্রত্যেকের জামিন হবে। কাজেই ডন কর্লিয়নির

আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠল না। বিশ্বাসঘাতকতার কথার কোনো সম্ভাবনাই রইল না। শান্তি সভাটি হল বিয়েবাড়ির মতোই নিরাপদ।

জামিনের ব্যবস্থা হলে, ছোট একটা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের সভাঘরে পরিবারগুলির সভা বসল। ঐ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ডন কর্লিয়নির কাছে কোনো কারণে ঋণী ছিলেন, ডন কর্লিয়নি ঐ ব্যাঙ্কের কিছু শেয়ারের মালিকও ছিলেন, যদিও শেয়ারগুলো ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের নামেই ছিল। প্রেসিডেন্ট ডন কর্লিয়নিকে তাঁর শেয়ারের মালিকানার প্রমাণস্বরূপ একটা লিখিত দলিল দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ না থাকে। প্রেসিডেন্টের কাছে সেই মুহূর্তটি বড় মূল্যবান। ডন কর্লিয়নি আঁতকে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, "আপনাকে বিশ্বাস করে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিতে পারি, আমার নিজের জীবন, আমার সন্তানদের মঙ্গল, সব দিতে পারি। আপনি আমাকে কখনো ঠকাতে পারেন, কিংবা আর কোনো ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন, এ আমি ভাবতেও পারি না। তাহলে আমার সমস্ত জগৎ, আমি মানবচরিত্র বিচার করতে পারি এই বিশ্বাস, সবই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অবশ্য আমার নিজের লিখিত হিসাবপত্র আছে, যাতে হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়, আমার ওয়ারিশরা জানতে পারবে যে আপনি অছি হয়ে ওদের কিছু সম্পত্তি রেখেছেন। কিন্তু এটা আমি জানি আমার ছেলেমেয়েদের অধিকার রক্ষা করবার জন্য আমি যদি এই পৃথিবীতে নাও থাকি, তবু আপনি তাদের বঞ্চিত করবেন না।"

ঐ ব্যাঙ্কের সভাপতি, সিসিলীয় না হয়েও, ভারি অনুভূতিশীল ছিলেন। ডনের কথার মর্ম অমনি বুঝে নিয়েছিলেন। এখন ধর্মবাপ কিছু অনুরোধ করলে, প্রেসিডেন্টের কাছে সেটা আদেশস্বরূপ, কাজেই একটা শনিবার সকালে, নিউ ইয়র্কের পাচ পরিবারের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্কের পরিচালক মহলের সভাঘরটির বড় বড় চামড়া-বাঁধানো চেয়ারের আর একান্ত নির্জনতার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ব্যাঙ্কের প্রহরীদের উর্দি পরে ছোট এক দল বাছাই-করা লোক নিরাপত্তার ভার নিয়েছিল। শনিবার সকালে দশটার সময়ে সভাঘরে লোক জমা হতে লাগল। নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবার ছাড়া, দেশের চারদিক থেকে দশটা পরিবারের প্রতিনিধিরা এসেছিল, বাদ পড়েছিল শুধু শিকাগোর লোকরা; তারা ছিল ওদের জগতের কলঙ্কস্বরূপ। ওদের সভ্যতা শেখাবার চেষ্টাও বাকিরা ছেড়ে দিয়েছিল; এ-রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে তাদের ডাকার কোনো মানে হয় না, সকলেরই এই মত।

মদ পরিবেশনের জন্য একটা 'বার' খোলা হয়েছিল, 'বুফে' টেবিলে খাবার সাজানো ছিল। আলোচনা সভার প্রত্যেকটি সদস্যকে একজন করে সহকারী আনবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ডনদের বেশির ভাগই সহকারীরূপে তাঁদের কনসিলিওরিদের এনেছিলেন, তার ফলে ঘরে অপেক্ষাকৃত খুব অল্পই

কম-বয়সী লোক ছিল। তাদের মধ্যে টম হেগেন হল একজন এবং উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একমাত্র সে-ই সিসিলীয় নয়। সে সকলেরই কৌতূহলের পাত্র ছিল, যেন একটা অদ্ভুত কোনো জীব।

সৌজন্য কাকে বলে হেগেন জানত। সে কথাও বলছিল না, হাসছিলও না। রাজার প্রিয়পাত্র কোনো 'আর্ল' যে ভাবে রাজার পরিচর্যা করে, টম হেগেনও ঠিক সেই ভাবে তার মুনিবের পরিচর্যা করছিল; তাঁর জন্য শীতল পানীয় এনে দিচ্ছিল, তাঁর চুরুট ধরিয়ে দিচ্ছিল, তাঁর ছাইদানিটা ঠিক জায়গায় রাখছিল; সবটাই শ্রদ্ধার সঙ্গে, কিন্তু আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্যের মতো নয়।

গাঢ় রঙের কাঠের প্যানেল দেওয়া দেয়ালে যাদের ছবি ঝুলছিল, একমাত্র হেগেনই তাদের পরিচয় জানত। দামী তেল-রঙে আঁকা অর্থনৈতিক জগতের স্বনামধন্য কয়েকজন লোকের প্রতিকৃতি। একটি ছিল ট্রেজারি সচিব হ্যামিলটনের ছবি। হেগেন মনে না করে পারল না যে একটা ব্যাঙ্ক ভবনে এ ধরনের শান্তিসভা বসছে জানলে হ্যামিলটন বোধ হয় খুশি হতেন। টাকাকড়ির আবহাওয়ার মতো শান্তিকর এবং নিছক যুক্তি-প্রয়োগের পক্ষে উৎসাহকর আর কি হতে পারে?

উপস্থিতির সময় সকাল সাড়ে নটা থেকে দশটা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক দিক দিয়ে ডন কর্লিয়নিকে এই অনুষ্ঠানের গৃহস্বামী বলা চলত, যেহেতু এই শান্তি আলোচনার কথা তিনিই উত্থাপন করেছিলেন, এসেওছিলেন তিনিই সবার আগে, তাঁর বহুবিধ গুণের মধ্যে সময় নিষ্ঠা ছিল একটি। তাঁর পরেই এলেন কার্লো ট্রামন্টি, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশটাকে তিনি নিজের এলাকা বলে বেছে নিয়েছিলেন। আধাবয়সী মানুষটি, চোখে পড়বার মতো সুপুরুষ, সিসিলীয়র পক্ষে মাথায় খুব উঁচু, রোদে পোড়া গায়ের রঙ, নিখুঁত পোশাক-পরিচ্ছদ, কেশ-বিন্যাস। দেখে ইতালীয় মনে হত না, পত্রিকাতে যে সব কোটিপতিদের ছবি বেরুত, নিজেদের শখের 'ইয়াটে' আরাম করে বসে মাছ ধরছে, লোকটি বরং তাদের মতো দেখতে ছিলেন। ট্রামন্টি পরিবারের টাকা আসত জুয়োখেলা থেকে আর তাদের ডনকে দেখলে কেউ সন্দেহও করতে পারত না কি হিংস্র ভাবে সংগ্রাম করে, তাঁকে রাজ্যলাভ করতে হয়েছিল।

ছোট বেলায় সিসিলি থেকে এখানে চলে এসে, ফ্লরিডাতে বসবাস করতেন। সেইখানেই তিনি বড় হয়েছিলেন; দক্ষিণ অঞ্চলের ছোট শহরগুলোতে যারা রাজনীতি করত তাদের একটা সংগঠন ছিল, তারা জুয়োখেলা নিয়ন্ত্রণ করত, ট্রামন্টি তাদের একজন কর্মী ছিলেন। ভারি জবরদস্ত লোক সব, ওখানকার জবরদস্ত পুলিস কর্মচারীরা ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করত, ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে বিদেশ থেকে আগত আনকোরা কাঁচা এই ছোকরা তাদের পরাস্ত করতে পারবে। ওঁর ঐ হিংস্রতার জন্য ওরা প্রস্তুত ছিল না, তার সামনে ওরা দাঁড়াতেই পারেনি, কারণ ওদের মতে এত সামান্য লাভের জন্য এত বেশি

রক্তপাতের কোনো মানে হয় না। বেশি করে লাভের অংশ দিয়ে ট্রামণ্টি পুলিসের লোকদের দলে টেনেছিলেন; লালমুখো গুণ্ডাগুলোর একটুও কল্পনা-শক্তি ছিল না, এরা আবার সংগঠন চালাবে! ট্রামণ্টি এদের সমূলে উৎখাত করে দিলেন। কিউবার সঙ্গে, বাটিস্টা সরকারের সঙ্গে ট্রামণ্টিই সংযোগ স্থাপন করে, হাভানার সুখের নিবাসগুলোর যত জুয়োর আড্ডায় আর বেশ্যা বাড়িতে ট্রামণ্টি অঢেল টাকা ঢেলেছিলেন, যাতে অ্যামেরিকার জুয়াড়ীদের আকৃষ্ট করতে পারেন। এখন ট্রামণ্টি বহু লক্ষ ডলারের মালিক, মায়ামি বীচের সব চাইতে শৌখীন একটা হোটেলের অধিকারী।

সভাঘরে ট্রামণ্টি এলেন, পিছন পিছন এল তাঁরই মতো রোদে পোড়া এক কনসিলিওরি, এসেই ট্রামণ্টি ডন কর্লিয়নিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, ডনের ছেলের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে, মুখে সমবেদনার ভাব দেখালেন।

অন্যান্য ডনরাও এসে পৌঁছতে লাগলেন। সকলেই সকলের চেনা, বহু বছরের দেখাশোনা, কখনো সামাজিক অনুষ্ঠানে, কখনো ব্যবসার ক্ষেত্রে। এঁরা সর্বদাই পরস্পরকে পেশাদারি সৌজন্য দেখাতেন এবং যখন বয়স আরো কম আর দেহ আরো হালকা ছিল তখন পরস্পরকে নানা ভাবে সাহায্যও করতেন। ট্রামণ্টির পর এলেন ডেট্রয়ট থেকে জোসেফ জালুচি। জালুচি পরিবার উপযুক্ত বেনামায় ও ছদ্মবেশ ধরে, ডেট্রয়ট অঞ্চলের একটা ঘোড়-দৌড়ের মাঠের মালিক ছিল। তাছাড়া জুয়োখেলারও একটা বড় অংশ তাদের ছিল। চাঁদমুখো, অমায়িক চেহারার জালুচি, ডেট্রয়টের শৌখীন গ্রোস্ পয়ণ্ট অঞ্চলে এক লাখ ডলার দামের এক বাড়িতে বাস করতেন। ওঁর এক ছেলের কোনো প্রাচীন খ্যাতনামা অ্যামেরিকান পরিবারে বিয়ে হয়েছিল। ডন কর্লিয়নির মতো জালুচিও ভারি কায়দাদুরস্ত। সিসিলীয় পরিবার পরিচালিত যতগুলো শহর ছিল, তার মধ্যে ডেট্রয়ট শহরে হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা ছিল সব চাইতে কম। গত তিন বছরের মধ্যে মাত্র দু-জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি মাদক দ্রব্যের ব্যবসা সমর্থন করতেন না।

জালুচিও তাঁর কনসিলিওরিকে সঙ্গে করে এনেছিলেন, দুজনেই ডন কর্লিয়নির কাছে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। জালুচির গলার স্বর অ্যামেরিকানদের মতো গম্‌গম্ করত, তাতে খুব সামান্য একটু টান ছিল। পোশাক-আষাকে তিনি প্রাচীনপন্থী, ব্যবসাদারের মতো হাবভাব, ওঁর অমায়িক সহৃদয়তাও তারই সামিল। তিনি ডন কর্লিয়নিকে বললেন, "শুধু আপনার ডাক শুনেই আমি এসেছি।" ডন কর্লিয়নি মাথা নিচু করে ধন্যবাদ জানালেন। সমর্থনের জন্য জালুচির ওপর তিনি নির্ভর করতে পারবেন।

এরপর যে দুজন ডন এলেন, তাঁরা পশ্চিম তীরের লোক। এক সঙ্গে এক মোটরেই এসেছিলেন তাঁরা, কাজকর্মও করতেন একই সঙ্গে। তাঁদের নাম ফ্র্যাঙ্ক ফ্যালকনি আর অ্যাণ্টনি মলিনারি; বাকি যাঁরা ঐ সভায় যোগ দিতে

এসেছিলেন, তাঁদের চাইতে এঁদের দুজনের বয়স কম, চল্লিশের কোঠার গোড়ার দিকে। ওঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যদের চাইতে কম কেতাদুরস্ত, ধরন-ধারণে কিঞ্চিৎ হলিউডি কায়দা, যতটা হলেই চলে তার চাইতে একটু বেশি বন্ধুভাব। ফ্র্যাঙ্ক ফ্যাল্‌কনির হাতে ছিল চলচ্চিত্র শ্রমিক সঙ্ঘগুলো, তাছাড়া স্টুডিওর জুয়োখেলা আর একটা বেশ্যা চালানের সংগঠন, সেখান থেকে সুদূর পশ্চিমের গণিকালয়ে বেশ্যা সরবরাহ করা হত। কোনো ডনের পক্ষে 'শো বিজ্‌'-এ জড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিল না; 'শো বিজ্‌' হল নাচ-গান-অভিনয় ইত্যাদি। তবু ফ্যাল্‌কনির সে দিকে একটু শখ ছিল। সুতরাং অন্যান্য ডনরা তাঁকে বিশ্বাস করতেন না।

অ্যান্টনি মলিনারি স্যান ফ্রান্সিস্কোর তীরভূমি পরিচালনা করতেন, খেলা-ধুলো সংক্রান্ত জুয়োখেলাতে তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইতালীয় জেলে বংশের ছেলে, স্যান ফ্রান্সিস্কোর সব চাইতে উৎকৃষ্ট 'সী-ফুড রেস্তোরাঁ'র মালিক, সেখানে সমুদ্রজাত নানা রকম উপাদেয় ভোজ্য ছাড়া কিছু পরিবেশন করা হত না। লোকে বলত ঐ রেস্তোরাঁ নিয়ে লোকটার এত বেশি গর্ব ছিল যে সেখানে এত কম দামে এত ভালো খাবার দেওয়া হত যে ব্যবসাটা লোকসানে চলত। পেশাদারি জুয়াড়ীর মতো ভাবলেশশূন্য মুখ; তার ওপর সকলে জানত যে মেক্সিকোর সীমান্তের ওপার থেকে আর পূর্ব সাগরের অলিগলি দিয়ে যে সব জাহাজ যাতায়াত করত, তাদের কাছ থেকে নিয়ে মলিনারি কিছু মাদক দ্রব্যের চোরা কারবারও করতেন। এঁদের সহকারীদের বয়স কম, বলিষ্ঠ গড়ন, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সহকারীটারী নয়, স্রেফ দেহরক্ষী, অবশ্য এ ধরনের সভায় বন্দুক নিয়ে আসবার সাহস ওদেরও ছিল না। সবাই জানত যে এই দেহরক্ষীরা 'কারাতে' জানত। তাই শুনে অন্য ডনদের হাসি পেল, ক্যালি-ফর্নিয়ার ডনরা যদি পোপের আশীর্বাদী মাদুলীও বেঁধে আসতেন, তার চাইতে একটুও বেশি শঙ্কিত হতেন না। যদিও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল যে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন, ভগবানে বিশ্বাস করতেন।

তারপর এলেন বস্টনের পরিবারের প্রতিনিধি। একমাত্র এঁকেই বাকিরা কেউ শ্রদ্ধা করতেন না। তাঁর নিজের লোকদের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার করেন না বলে তাঁর দুর্নাম ছিল, তাদের নির্মমভাবে ঠকাতেন। তাও ক্ষমা করা যেত, প্রত্যেক মানুষের লোভের মাত্রা আলাদা। যেটা ক্ষমা করা যেত না সেটা হল নিজের এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা তিনি রক্ষা করতে পারতেন না। ঐ বস্টন অঞ্চলে বড় বেশি খুন, ক্ষমতা নিয়ে বড় বেশি নিচ ঝগড়াঝাঁটি, বড় বেশি স্বাধীন অননুমোদিত ক্রিয়াকলাপ, বড় বেশি বেয়াড়াভাবে আইন ভঙ্গ করা। শিকাগোর ম্যাফিয়ারা যদি বুনো জংলি হয়ে থাকে, বস্টনের লোকগুলো তাহলে অমার্জিত অসভ্য বর্বর; স্রেফ গুণ্ডা। বস্টনের ডনের নাম ছিল ডমেনিক পাঞ্জা। বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা; একজন ডনের ভাষায় স্রেফ একটা চোরের মতো দেখতে।

ক্লীভল্যাণ্ডের সঙ্ঘটিই বোধহয় যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে ক্ষমতাশালী নিছক জুয়োখেলার সংগঠন। তাদের প্রতিনিধি হলেন সূক্ষ্ম অনুভবনশীল চেহারার একজন প্রৌঢ়, চোখ মুখ বসে গেছে, সাদা ধবধবে চুল। ওঁর সামনে কিছু না বললেও, পিছনে সবাই ওঁকে বলত 'ইহুদী', তার কারণ সিসিলীয় লোক না রেখে, নিজেকে ইহুদী দিয়ে ঘিরে রাখতেন। এমন কি লোকে এত দূরও বলত যে যদি সাহসে কুলোত তাহলে উনি কনসিলিওরির পদেও একজন ইহুদীকেই বহাল করতেন। মোট কথা হেগেনের জন্য ডন কর্লিয়নির পরিবারকে যেমন বলা হত 'আইরিশ দঙ্গল', তেমনি আরো যুক্তিযুক্ত কারণে ডন ভিনসেণ্ট ফরলেঞ্জার পরিবারকে বলা হত 'ইহুদী পরিবার'। তবে তাঁর সংগঠনটি অতি দক্ষ-ভাবে পরিচালিত ছিল। ডনের মুখের ঐ সূক্ষ্ম চেহারা সত্ত্বেও, রক্ত দেখে তিনি কখনো মূর্ছা গেছেন বলে শোনা যায়নি। তাঁর ঐ মখমলের রাষ্ট্রনৈতিক দস্তানার ভিতরে ছিল প্রচণ্ড লৌহমুষ্টি।

নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবারের প্রতিনিধিরা এলেন সবার শেষে; টম হেগেন অমনি লক্ষ্য করল মফঃস্বল থেকে আগত ঐ সব পাড়াগেঁয়ে নেতাদের চাইতে এঁদের কত বেশি ব্যক্তিত্বের জোর, কত বেশি শ্রদ্ধা করবার মতো চেহারা। প্রথম কথা হল, নিউ ইয়র্কের পাঁচজন ডন প্রাচীন সিসিলীয় ঐতিহ্যের অনুগামী ছিলেন, 'পেট-ওয়ালা মানুষ তাঁরা', অর্থাৎ আলঙ্কারিক ভাষায় বলা হচ্ছে তাঁদের যেমন প্রতাপ তেমনি সাহস, আর বাস্তব ভাষাতেও বলা হচ্ছে গায়ে-পায়ে মাংস ছিল তাঁদের; সত্য কথা বলতে কি, সিসিলীতে ঐ দুটি বৈশিষ্ট্যকে এক সঙ্গেই দেখা যেত। নিউ ইয়র্কের পাঁচজন ডনের শক্ত মেদবহুল চেহারা, সিংহের মতো বিশাল মাথা, বৃহদাকার মুখাবয়ব, মাংসল রাজকীয় নাক, পুরু ঠোঁট, ভারি গালে ভাঁজ পড়া। খুব একটা কায়দাদুরস্ত ভাবে সাজগোজ করেননি, চোস্ত ভাবে পেউরি হননি; তাঁদের দেখলেই মনে হত শৌখীনতা-বর্জিত কাজের মানুষ, এঁদের বাজে জিনিসের সময় নেই।

এঁদের মধ্যে ছিলেন অ্যাণ্টনি স্ট্রাচি, নিউ জার্সির দিকটা ছিল এঁর হাতে আর ম্যানহাটানের পশ্চিম ঘাটার জাহাজি কারবার। জার্সির জুয়োর ব্যবসা ইনি চালাতেন, ডেমক্র্যাট রাজনীতি দলের সঙ্গে তাঁর ভারি দহরম-মহরম। তাঁর একপাল মালবাহী ট্রাক ছিল, তার থেকে তাঁর লক্ষ লক্ষ ডলার আয় হত, তার প্রধান কারণ হল ট্রাকগুলোতে বে-আইনী রকমের বেশি মাল চাপানো হত, অথচ ওজন ইন্সপেক্টররা কেউ সেগুলোকে থামাতে, কিংবা জরিমানা করতে পারত না। এই ট্রাকগুলোর সাহায্যে রাজপথ ভেঙে তচনচ হয়ে যেত, তখন অ্যাণ্টনি স্ট্রাচির রাস্তা মেরামতের কারখানা মোটা মোটা সরকারি কনট্র্যাক্ট পেত, তারপর তারা এসে রাস্তা সারিয়ে দিয়ে যেত। এ ধরনের ব্যবসার কথা শুনতেও ভালো লাগে, এক ব্যবসার ভিতর থেকে কেমন আরেক ব্যবসা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। স্ট্রাচিও সেকেলে ধরনের ছিলেন, বেশ্যা-ব্যবসা তিনি কখনো

ছুঁতেন না, কিন্তু জাহাজ ঘাটার কারবার চালাতেন বলে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা পরিহার করতে পারতেন না। কর্লিয়নিদের বিপক্ষে যে পাঁচটি পরিবার দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে এঁর দলটারই ছিল সব চাইতে কম ক্ষমতা, কিন্তু ইনিই ছিলেন সব চাইতে বন্ধুভাবাপন্ন।

যে ম্যাফিয়া পরিবার নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উত্তরাংশে আধিপত্য করত, তারা ক্যানাডা' থেকে বহিরাগত ইতালীয়দের বে-আইনীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করত, ওদিককার সমস্ত জুয়োর ব্যবসা তাদের হাতে ছিল, ঘোড়দৌড়ের মাঠের লাইসেন্স ব্যাপারেও তাদের 'ভিটো' ছিল। এদের নেতার নাম ছিল ওটিলিও কুনিও। লোকটাকে দেখলে মন গলে যেত, গ্রাম্য ময়রার মতো গোলগাল হাসিখুশি মুখ, তাঁর ন্যায্য ব্যবসা ছিল বৃহৎ একটা দুধের কারবার। কুনিও ছেলেপুলে ভালোবাসতেন, সর্বদা পকেট ভরে লজেঞ্চুস নিয়ে ঘুরতেন, নিজের নাতিনাতনিদের আর বন্ধুবান্ধবদের ছোট ছেলেমেয়েদের খুশি করবার আশায়। মাথায় থাকত গোল একটা ফিডরা টুপি, মহিলাদের রোদ ঠেকাবার টুপির মতো তার কানাটা সর্বদা নামানো থাকত। এমনিতেই মুখখানা চাঁদের মতো গোল, তার ওপর ঐ টুপিটার জন্য মুখটাকে আরো চওড়া দেখাত, ঠিক যেন একটা আমুদে মুখোশের মতো। যে কয়েকজন ডন কখনো গ্রেপ্তার হননি, ইনি তাঁদের একজন, এঁর আসল কীর্তিকলাপ কেউ সন্দেহও করত না। এমনি তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল যে এক সময় তিনি বাস্তু বিভাগের সদস্য ছিলেন, নিউ ইয়র্ক রাজ্যের চেম্বার অফ কমার্স তাঁকে সে বছরের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলে সম্মানিত করেছিল।

টাটাগ্লিয়া পরিবারের সঙ্গে সব চাইতে ঘনিষ্ঠতা ছিল ডন এমিলিও বার্জিনির। ইনি ব্রুকলিনের আর কুইন্সের কিছু কিছু জুয়োখেলার পরিচালনা করতেন। কিছু বেশ্যা-ব্যবসাও ছিল ওঁর। গুণ্ডার দল ছিল। স্টেটন আইল্যাণ্ডে এঁর সম্পূর্ণ আধিপত্য। ব্রঙ্ক্‌স্ আর ওয়েস্ট চেস্টারের খেলাধুলো সংক্রান্ত বাজিরও ব্যাপারে এঁর কিছু হাত ছিল। মাদক-ব্যবসাতে জড়িত ছিলেন। ক্লীভল্যাণ্ড আর পশ্চিম তীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; তাছাড়া যে কপিতয় ব্যক্তি এতটা বিচক্ষণ ছিলেন যে লাস ভেগাস, রিনো আর নেভাডার শহরাঞ্চলেও নজর দিতেন, তিনি তাঁদের একজন। মায়ামি বীচের আর কিউবার সঙ্গে তাঁর কারবার ছিল। নিউ ইয়র্ক শহরে, তথা গোটা দেশে, কর্লিয়নি পরিবারের পরেই এঁর স্থান ছিল। সিসিলি পর্যন্ত এঁর প্রতিপত্তি প্রসারিত ছিল। যেখানে যত বে-আইনী ব্যাপার চলত, সবগুলোতে এঁর হাত ছিল। এমন কি লোকে বলত ওয়াল্ স্ট্রীটও ইনি একটুখানি পা রাখার জায়গা করে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরু থেকেই ইনি অর্থবল আর পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে টাটাগ্লিয়া পরিবারকে সমর্থন করে এসেছিলেন।

তাঁর এই উচ্চাভিলাষ ছিল যে একদিন তিনি আমেরিকার সব চাইতে ক্ষমতাশালী আর শ্রদ্ধাভাজন ম্যাফিয়া বলে স্বীকৃতি পেয়ে ডন কর্লিয়নিকে

পদচ্যুত করবেন এবং কর্লিয়নি সাম্রাজ্যের খানিকটাকে হস্তগত করবেন। তাঁর প্রকৃতিটা অনেকটা ডন কর্লিয়নির মতোই ছিল, তবে ইনি ছিলেন আরো আধুনিক, আরো কেতাদুরস্ত, আরো ব্যবসা-বুদ্ধিসম্পন্ন। এঁকে কেউ 'বুড়ো গুঁফো সরদার' বলে উল্লেখ করত না; যে-সব আরো আধুনিক, আরো অল্প-বয়স্ক, আরো দুঃসাহসিক নেতারা উন্নতির দিকে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল, তারা ওঁর ওপর আস্থা রাখত। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাতে উত্তাপ ছিল না, ডন কর্লিয়নির মতো সহৃদয়তা ছিল না, তবে সেই মুহূর্তে ঐ দলের মধ্যে এঁকেই লোকে সব চাইতে খাতির করত।

সবার শেষে এসে পৌছলেন টাটাগ্লিয়া পরিবারের কর্তা, ডন ফিলিপ টাটাগ্লিয়া। এঁদের পরিবারই সলট্সোকে সমর্থন করে কর্লিয়নিদের ক্ষমতাকে সমরে ডাক দিয়েছিল এবং আরেকটু হলেই কৃতকার্যও হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে বাকিরা সকলেই এঁকে একটু তাচ্ছিল্য করতেন। একটা কথা হল, ইনি সলট্সোর বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন; সত্যি কথা বলতে কি, চতুর তুর্ক এঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত। উপস্থিত হট্টগোল, এই যে ঝামেলা যার জন্য নিউ ইয়র্কের সমস্ত ম্যাফিয়া পরিবারের প্রাত্যহিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, এই সমস্তর জন্য বাকিরা এঁকেই দায়ী করছিলেন। তাছাড়া লোকটার ষাট বছর বয়স, অথচ শখের অন্ত নেই এবং ভারি লম্পট। নিজের এই সব দুর্বলতার প্রশ্রয় দেবার যথেষ্ট সুযোগও পেতেন।

তার কারণ টাটাগ্লিয়া পরিবার মেয়েমানুষের ব্যবসা করত। এদের প্রধান কারবারই ছিল বেশ্যাগিরি। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ নাইট-ক্লাব এদের হাতে ছিল, দেশের যে কোনো অঞ্চলে এরা যে-কোনো প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারত। সম্ভাবনাময় গাইয়ে কিংবা ভাঁড়ামির ওস্তাদদের আয়ত্ত করবার জন্য গায়ের জোর খাটাতে ফিলিপ টাটাগ্লিয়ার বাধত না, রেকর্ডের কারবারেও তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। তবে ওঁদের পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস ছিল বেশ্যাগিরি।

অন্যদের কাছে ওঁর চরিত্রটা ছিল অপ্রীতিকর। সব সময় নাকী-কান্না কাঁদতেন, পারিবারিক ব্যবসাটার কি ভীষণ খরচ এই সব বলতেন। ধোপার বিল আছে, রাশি রাশি তোয়ালে দরকার হয়, তাতে লাভের টাকা খেয়ে যায়— যদিও যে কোম্পানি কাপড় কেচে দিত, উনিই ছিলেন সেটারও মালিক। মেয়েগুলোও কুঁড়ে, তাদের বিশ্বাস করা যায় না, কে কখন কেটে পড়ে, আত্ম-হত্যা করে। দালালগুলো বিশ্বাসঘাতক, অসৎ, মালিকের প্রতি এতটুকু আনুগত্য নেই। কাজ করবার ভালো লোক পাওয়া দায়। সিসিলীয় ছোকরা-গুলো এ ধরনের কাজ দেখলে নাক সিঁটকায়, তাদের ধারণা মেয়েমানুষ নিয়ে ব্যবসা করলে, কিংবা তাদের গালাগালি করলে বুঝি অধর্ম হয়। অথচ ব্যাটারা কোটের বুকে ঈস্টারের তালপাতার সাজের ক্রুশ ঝুলিয়ে, দিব্যি গান গাইতে

গাইতে মানুষের গলা কাটে। এইভাবে বকে যেতেন ফিলিপ টাটাগ্লিয়া, শ্রোতাদের না ছিল সহানুভূতি, না ছিল শ্রদ্ধা। ওঁর সব চাইতে রাগ ছিল কর্তৃপক্ষের ওপর, ওঁর নাইট-ক্লাবের আর নাচশালার মদের লাইসেন্স যারা ইচ্ছামতো দিতে-নিতে পারত। উনি বলতেন সরকারী শীল মোহরের চোর মালিকদের উদ্দেশ্যে উনি যত টাকা ঢেলেছেন, তার সাহায্যে উনি ওয়াল্ স্ট্রীটের চাইতেও বেশি লক্ষপতি তৈরি করেছেন।

অথচ এটা বড়ই অদ্ভুত যে কর্লিয়নিদের সঙ্গে লড়াইতে প্রায় জয়ী হয়েও তিনি যথাযোগ্য খাতির পাননি। অন্য ডনরা জানতেন টাটাগ্লিয়ার শক্তি গোড়ায় সলট্সোর কাছ থেকে, পরে বার্জিনির কাছ থেকে ধার করা। তাছাড়া কর্লিয়নিদের অতর্কিতে আক্রমণ করেও জয়লাভ অসম্পূর্ণ থাকার ব্যাপারটাও তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ। আরেকটু দক্ষতা থাকলে, বর্তমান গোলমেলে অবস্থাটা এড়িয়ে যাওয়া যেত। ডন কর্লিয়নির মৃত্যু হলেই লড়াইটাও থেমে যেত।

পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে দুজনেই ছেলে হারিয়েছেন, সে-ক্ষেত্রে ডন কর্লিয়নি আর ফিলিপ টাটাগ্লিয়া যে শুধু একটু মাথা নেড়ে পরস্পরের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দেবেন, সেটা স্বাভাবিক। ডন কর্লিয়নি ছিলেন সকলের দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল, আঘাত আর বিফলতা তাঁর দেহে কতখানি অবসন্নতার ছাপ রেখে গেছে, সে-বিষয়ে সকলেরই কৌতূহল। এই ভেবে সকলে বিস্মিত হয়েছিল যে প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর পর ডন কর্লিয়নি কেন শান্তির প্রস্তাব করছেন। এ তো পরাজয় স্বীকারের সামিল, এর ফলে তাঁর ক্ষমতা কমে যাবে। যাই হোক, শীঘ্রই সব জানা যাবে।

সকলকে অভিবাদন করা হল, পানীয় দেওয়া হল, এইভাবে আরো প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেলে পর পালিশ করা আখরোট-কাঠের টেবিলে, ডন কর্লিয়নি তাঁর আসন নিলেন। ডনের বাঁ দিকে একটা চেয়ার একটু পিছনে সরিয়ে নিয়ে, টম হেগেন বসল, যাতে অনধিকার প্রবেশ করা না হয়। অন্য ডনরা ইঙ্গিত পেয়ে টেবিলে গিয়ে বসলেন। সহকারীরা তাঁদের পিছনে বসল। কনসিলিওরিরা একটু এগিয়ে এল, যাতে দরকার হলে উপদেশ দিতে পারে।

প্রথমে ডন কর্লিয়নি কথা বললেন, এমন ভাবে বললেন যেন কিছু হয়নি। যেন তিনি মর্মান্তিক আঘাত পাননি, বড় ছেলে মারা যায়নি, সাম্রাজ্য তচনচ হয়নি, নিজের পরিবার বিক্ষিপ্ত হয়নি, মলিনারি পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে ফ্রেডি পশ্চিমে চলে যায়নি, মাইকেল সিসিলির বাদাড়ে লুকিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, ডন কর্লিয়নি সিসিলির ভাষাতেই কথা কইলেন।

ডন কর্লিয়নি বললেন, "আপনারা এসেছেন বলে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করি আজ এসে আপনারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুগ্রহ করেছেন, সেজন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী। সুতরাং

শুরুতেই আমি বলে রাখছি আমি কারো সঙ্গে ঝগড়া করতেও আসিনি, কারো মত বদলাতেও আসিনি; আমি শুধু একটু যুক্তি প্রদর্শন করতে চাই আর নিজে যুক্তি ভালোবাসি বলে আজ এখান থেকে আমরা সকলে যাতে বন্ধুভাবে বিদায় নিতে পারি, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে চাই। এ বিষয়ে আমি আপনাদের কথা দিতে পারি, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে চেনেন, তাঁরা জানেন যে আমি লঘুভাবে কখনো কথা দিই না। সে যাই হোক, এখন কাজের কথায় আসা যাক। এখানে যারা সমবেত হয়েছি তারা সকলেই সজ্জন, আমরা তো আর উকিল নই যে সকলে সকলের কাছে প্রতিশ্রুতি দেব।"

এই বলে ডন থামলেন। কেউ কোনো কথা বললেন না। কেউ চুরুট ফুঁকতে, কেউ গেলাসে চুমুক দিতে লাগলেন। এঁরা সকলেই উত্তম শ্রোতা, ধৈর্য ধরে কথা শোনেন। এঁদের সকলের আরেকটা গুণও ছিল। এঁদের মতো মানুষ খুব বিরল, এঁরা কেউ সংগঠিত সমাজের অনুশাসন মানতে রাজী ছিলেন না, এঁরা অন্য মানুষের আধিপত্য স্বীকার করতেন না। এঁরা স্বেচ্ছায় না করলে, কোনো শক্তি কিংবা কোনো মরণশীল মানুষ এঁদের দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারত না। এঁরা চাতুরির সাহায্যে, খুনের সাহায্যে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষণ করতেন। একমাত্র মৃত্যুর সামনে এঁদের স্বাধীন ইচ্ছা নতি স্বীকার করত। কিংবা চরম যুক্তির সামনে।

ডন কর্লিয়নি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তারপর বক্তার যোগ্য ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার এতদূর গড়াল কি করে? সে কথা থাক। অনেক নির্বুদ্ধিতা হয়ে গিয়েছে। শোচনীয়ভাবে, মিছিমিছি। তবু আমি যে-ভাবে বিষয়টাকে দেখেছি, সেটুকু বলি।"

আবার থামলেন ডন, তাঁর পক্ষের বিবৃতি শুনতে কারো যদি আপত্তি থাকে। তারপর শুরু করলেন:

"ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার স্বাস্থ্য আবার আগের মতো হয়েছে, হয়তো ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে আমি সাহায্য করতে পারব। আমার ছেলে হয়তো বড় বেশি হঠকারি, বড় বেশি গোঁয়ার ছিল। সেটা আমি অস্বীকার করি না। সে যাই হোক, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে সলট্সো আমার কাছে একটা ব্যবসার প্রস্তাব এনে, আমার টাকা আর পৃষ্ঠপোষকতা চেয়েছিল। বলেছিল এ ব্যাপারে টাটাগ্লিয়া পরিবারও জড়িত আছে। ব্যবসাটা মাদক-দ্রব্যের, আমার তাতে কোনো উৎসাহ নেই। আমি চুপচাপ থাকতে ভালো-বাসি, ও-সব প্রচেষ্টাতে অনেক রকম ঝামেলা, সে আমার পছন্দ নয়। সলট্সোর আর টাটাগ্লিয়া পরিবারকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাকে আমি এ-সব কথাই বুঝিয়ে বলেছিলাম। সৌজন্য সহকারেই অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম তার ব্যবসা আর আমার ব্যবসার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, সে ঐভাবে টাকা রোজগার করলে আমার কোনো আপত্তিও নেই। সে কিন্তু

কথাটা ভালোভাবে না নিয়ে, আমাদের সকলের শিরে সর্বনাশ ডেকে আনল। এই তো জীবন। এখানে যাঁরা এসেছেন, প্রত্যেকেই নিজের নিজের দুঃখের কথা বলতে পারেন। আমার সে উদ্দেশ্য নয়।"

এই অবধি বলে, ডন কর্লিয়নি থামলেন, হেগেনকে ইশারা করে কিছু ঠাণ্ডা পানীয় আনতে বললেন, হেগেন তাড়াতাড়ি পানীয় এনে দিল।

ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে ডন কর্লিয়নি বললেন, "আমি শান্তি স্থাপন করতে রাজী আছি। টাটাগ্লিয়ার একটি ছেলে গেছে, আমারও একটি ছেলে গেছে। শোধবোধ হয়ে গেছে। সবাই যদি অকারণে মনে মনে বিদ্বেষ পুষে রাখত, তাহলে পৃথিবীটার কি দশা হত? এই হল সিসিলির অভিশাপ; সেখানকার লোকেরা প্রতিশোধ নিতে এত ব্যস্ত থাকে যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মুখে একটু রুটি দেবার পয়সা রোজগার করার সময় পায় না। এ সব হল মূঢ়তা। কাজেই আমি বলি, আগে যেমন ছিল, সেইভাবেই সব থাকুক। আমার ছেলেকে কে ধরিয়ে দিল, কে মারল, তা জানবার আমি চেষ্টাও করিনি। তাতে যদি শান্তি আসে, তাহলে চেষ্টা করবও না। আমার এক ছেলে বাড়ি ফিরে আসতে পারছে না, আমি আপনাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাই যে যখন আমি তার নিরাপদে ফিরে আসার ব্যবস্থা করব, তখন কেউ বাধা দেবেন না, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। এই প্রতিশ্রুতি পেলে, আমরা অন্য বিষয়ে আলোচনা করতে পারব, তাতে আমাদের সকলেরই সুবিধা হবে, লাভও হবে।" হাত দিয়ে কেমন একটা আবেগের আর বিনয়ের ইঙ্গিত করে, ডন কর্লিয়নি বললেন, "এইটুকুই আমি বলতে চাই।"

চমৎকার বললেন। এ তো সেই আগেকার ডন কর্লিয়নি। ইনি যুক্তি মেনে চলেন। অন্যের সুবিধার জন্য মত বদলান। কোমল কথাবার্তা। কিন্তু উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করেছিল যে তিনি ভালো স্বাস্থ্যের দাবি করলেন, অর্থাৎ কর্লিয়নি পরিবারের নানান দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও তাঁকে হেয় জ্ঞান করা চলবে না। এও দ্রষ্টব্য ছিল যে ডন কর্লিয়নি বললেন আগে শান্তির প্রস্তাবটি পাকা না হওয়া পর্যন্ত, অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। এও দ্রষ্টব্য যে তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে চান, অর্থাৎ বিগত একটা বছরে নানান বিপর্যয় ভোগ করা সত্ত্বেও, তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।

সে যাই হোক, ডন কর্লিয়নির কথার উত্তর দিলেন এমিলিও বার্জিনি, টাটাগ্লিয়া নয়। তিনি সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয় সোজা পেশ করলেন, অবশ্য অভদ্র বা অপমানকর কিছু বললেন না।

বার্জিনি বললেন, "আপনি যা বললেন সে সবই সত্যি বটে, কিন্তু তাছাড়া আরো কথা আছে। ডন কর্লিয়নি বড়ই বিনয়ী। আসল ব্যাপার হল ডন কর্লিয়নির সাহায্য না পেলে সলট্সোর আর টাটাগ্লিয়াদের পক্ষে তাদের নতুন ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। এমন কি তাঁর অস্বীকৃতি মানেই তাদের ক্ষতি।

সেটা অবশ্য তাঁর দোষ নয়। মোদ্দা কথা হল, যে-সব বিচারকরা আর রাজনীতিবিদ্‌রা ডন কর্লিয়নির কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে রাজী আছেন, এমন কি নেশার ওষুধপত্র সংক্রান্ত ব্যাপারেও, তাঁরাই কিন্তু মাদকদ্রব্যের বেলা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হতে প্রস্তুত নন। সলট্‌সোর লোকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ নরম ব্যবহার করবে, এই আশ্বাস না পেলে, সে-ই বা কি করে কাজ করত? এ তো আমরা সবাই জানি। নইলে আমরা সকলেই গরীব হয়ে যেতাম। আজকাল শাস্তির গুরুত্বও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য চালাতে গিয়ে আমাদের কোনো লোক যদি ধরা পড়ে, তাহলে বিচারকরা আর অভিযোগের অ্যাটর্নিরা বড় কঠোর আচরণ করেন। কুড়ি বছরের মেয়াদের ভয়ে সিসিলির লোকরা পর্যন্ত তাদের 'ওমের্তা' অর্থাৎ নীরবতার নিয়ম ভেঙে সব কথা ঝেড়েঝুড়ে বলে ফেলতে পারে। তা হলে তো চলবে না। এর কলকাঠি ডন কর্লিয়নির হাতে। উনি সে কলকাঠি আমাদের জন্য না নাড়লে, বন্ধুর কাজ করা হয় না। আমাদের স্ত্রী পুত্র-পরিবারের মুখ থেকে রুটি কেড়ে নেওয়া হয়। সময় পাল্টে গেছে, আগেকার দিন আর নেই, যখন যার যেদিকে মন যেত সে সেদিকে চলত। নিউ ইয়র্কের বিচারকরা যদি কর্লিয়নির কেনা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরও তার ভাগ দিতে হবে, আমাদেরও সে সুবিধা করে দিতে হবে। কুয়ো থেকে আমাদেরও জল তুলতে দিতেই হবে। এই হল সহজ কথা।"

বার্জিনির কথা শেষ হলে সকলে চুপ করে রইল। এবার সীমারেখা টানা হয়ে গেল, অর্থাৎ আগেকার অবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না। অবশেষে ডন কর্লিয়নি ও কথার উত্তরে বললেন, "বন্ধুগণ, আমি বিদ্বেষের কারণে অস্বীকার করিনি। আপনারা সকলেই আমাকে চেনেন। কবে আমি কার সুবিধা করে দিতে অস্বীকার করেছি? আমার ওরকম স্বভাবই নয়। কিন্তু এবার অস্বীকার করতে হয়েছিল। কেন? কারণ আমার মতে এই মাদকদ্রব্যের ব্যবসাই একদিন আমাদের সর্বনাশের কারণ হবে। এদেশে এই ধরনের ব্যবসাতে জনগণের প্রবল আপত্তি আছে। এ তো আর হুইস্কি, কিংবা জুয়াখেলা কিংবা মেয়েমানুষের ব্যাপার নয়, ও সব জিনিস বেশির ভাগ লোকই মেনে নেয়; কিন্তু হয় গির্জার নয় সরকারী কর্তাব্যক্তিদের আপত্তির জন্য পায় না। মাদকদ্রব্যের সঙ্গে যারাই সংশ্লিষ্ট থাকে, তাদেরই বিপদ হতে পারে। এর জন্য অন্য সব ব্যবসা বিপন্ন হতে পারে। তাছাড়া আমাকে এটুকু বলবার অনুমতি দিন যে বিচারকদের আর আইন-বিভাগের লোকদের ওপর আমার এত প্রভাব, এ-কথা শুনে আমি খুশি হলেও, কথাটা সত্যি হলে আরো ভালো হত। খানিকটা প্রভাব আছে বটে, কিন্তু যারা আমার পরামর্শকে শ্রদ্ধা করে, তারা যদি জানত যে আমাদের সম্পর্কের সঙ্গে মাদকদ্রব্যের প্রশ্ন জড়িত, তাহলে আমি তাদের অনেকেরই শ্রদ্ধা হারাতাম। তারা এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হতে ভয় পায়, ব্যবসাটা সম্বন্ধে তাদের মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ। এমন কি যে-সব পুলিসের লোকরা আমাদের

জুয়োখেলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাহায্য করে, মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় সাহায্য করতে তারাও রাজী হবে না। সুতরাং ও বিষয়ে আপনাদের সুবিধা করে দিতে বলার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমার নিজের অসুবিধা করতে বলা। তবে আপনারা সকলে যদি তা সত্ত্বেও মনে করেন যে অন্যান্য সমস্যা মেটাতে হলে ওটুকু আমার করা দরকার, বেশ, তাহলে আমি তাই করব।"

ডন কর্লিয়নির কথা শেষ হতেই ঘরের আবহাওয়া আরো সহজ হয়ে এল, সকলে আশ্বস্ত হয়ে ফিসফিস আলোচনা, কথা-কাটাকাটি শুরু করল। প্রধান কথাটাতে ডন কর্লিয়নি রাজী হয়ে গেছেন। মাদকদ্রব্যের কোনো সংগঠিত ব্যবসা চললে, উনি সেটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ সলট্সোর মূল প্রস্তাবের প্রায় সমস্তটাকেই মেনে নেবেন, যদি আজকের এই জাতীয় সভা সে প্রস্তাব সমর্থন করে। তবে এটাও বুঝতে হবে যে ব্যবসার কার্যক্ষেত্রে ওঁর কোনো অংশ থাকবে না, ওঁর টাকাকড়িও তাতে খাটবে না। উনি শুধু আইনের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে, ওঁদের রক্ষা করবার জন্য প্রভাব বিস্তার করবেন। কিন্তু সেটাও কিছু কম কথা নয়।

লস্ আঞ্জেলেসের ডন, ফ্রাঙ্ক ফ্যাল্কনি উত্তরে বললেন, "ও ব্যবসা থেকে আমাদের লোকদের হটাবার কোনো উপায় নেই। তারা নিজেদের দায়িত্বে এগোলেই বিপদে পড়বে। এ ব্যবসাতে এত বেশি লাভ যে লোভ সামলানো যায় না। কাজেই এতে না নামলে আরো বেশি বিপদ। ব্যবসার পরিচালনা যদি আমাদের হাতে থাকে, তাহলে অন্ততঃ রক্ষণাবেক্ষণটা আরো ভালো হবে, সংগঠনের কাজ আরো ভালো হবে, যাতে গোলমাল কম হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে। এ ব্যবসাতে ঢুকলে খুব খারাপ হবে না, পরিচালনা দরকার, রক্ষা করা দরকার, সংগঠন দরকার, এক দঙ্গল নৈরাজ্যবাদীর মতো শুধু যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ালে তো আর চলবে না।"

ডেট্রয়টের ডন অন্যান্যদের চাইতে কর্লিয়নিদের প্রতি আরো বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনিও এখন যুক্তির খাতিরে, বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কথা বললেন, "মাদকদ্রব্যে আমার কোনো আস্থা নেই। বহু বছর ধরে আমার লোকরা যাতে ঐ সব ব্যবসাতে না ঢোকে, তাই আমি তাদের বেশি করে টাকা দিয়েছি। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি, কোনো সুবিধা হয়নি। অন্য কেউ এসে তাদের বলেছে—'আমার কাছে কিছু গুঁড়ো আছে, তোমরা যদি তিন-চার হাজার ডলার খাটাতে পার, তাহলে পঞ্চাশ হাজার ডলার লাভের অংশ আমরা ভাগ করে নিতে পারব।' এমন লাভের প্রস্তাব ক জন লোক ফিরিয়ে দিতে পারে? কাজেই নিজেদের এই সমস্ত বাঁ হাতের ব্যবসা নিয়ে আমার লোকরা এত ব্যস্ত থাকে যে আমার যে-কাজের জন্য তারা মাইনে খায়, তার সময় পায় না। মাদক ব্যবসায়ে লাভ ঢের বেশি। আর সে লাভের অঙ্ক ক্রমে বেড়েই চলেছে। ওটা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই, কাজেই ব্যবসাটা নিজেদের হাতে রেখে, ওর

মান বাঁচানোই ভালো। কোনো স্কুলের আশেপাশে কারবার চলে, তা আমি চাই না। সে বড় জঘন্য কাজ। আমাদের শহরে, ব্যবসাটাকে আমি কালো মানুষদের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাই। সব চাইতে ভালো খদ্দের ওরা, সব চাইতে কম গোলমাল বাধায়, এমনিতেও জানোয়ার বই তো নয়। নিজেদের স্ত্রীদের সম্মান রাখে না, নিজেদের পরিবারেরও না, নিজেদেরও না। মাদক ব্যবহার করে যাক না ওরা গোল্লায়। তবু একটা কিছু করতেই হয়, লোকরা যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে যাবে, সকলের সঙ্গে গণ্ডগোল পাকাবে, এ রকম তো আর চলতে পারে না।”

ডেট্রয়টের ডনের এই বক্তৃতা শুনে সকলে চাপা গলায় বেশ জোরে জোরে বাহবা দিতে লাগলেন। ঠিক জায়গায় আঘাত করেছিলেন তিনি। টাকা দিয়েও তো লোককে মাদক-ব্যবসা থেকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আর ঐ যে উনি স্কুলের ছেলেমেয়েদের কথা বললেন, ওটা ওর বিখ্যাত স্পর্শকাতরতা, ওঁর কোমল হৃদয়ের কথা। যে যাই বলুক, ছেলেপুলেদের কাছে কে আবার মাদক বেচতে যাচ্ছে? ছোটরা আবার টাকাকড়ি কোথায় পাবে? আর ঐ যে কালো মানুষদের কথা বললেন, ও তো কেউ শুনলই না। নিগ্রোদের কেউ কোনো মূল্যই দেয় না, ওদের কোনো জোরও নেই। সমাজ যে ওদের মাটিতে পিষে ফেলতে পারছে, তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে ওদের কোনো মনুষ্যত্ব নেই। ওদের কথা উত্থাপন করে ডেট্রয়টের ডন প্রমাণ করে দিলেন যে ওর মনটা সর্বদা অবান্তর বিষয়ের দিকে ঝোঁকে। তারপর সব ডনরা কথা বলতে লাগলেন, সকলেই দুঃখ করতে লাগলেন মাদকদ্রব্যের ব্যবসা বড় খারাপ জিনিস, কিন্তু ওটা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। এ ব্যবসায় বড্ড বেশি লাভ, সুতরাং সব রকম ঝুঁকি নিয়েও লোকে এতে হাত দেবেই। মানুষের স্বভাবই তাই।

শেষ পর্যন্ত রফা হয়ে গেল। মাদকদ্রব্যের ব্যবসা চলবে এবং পূর্বাঞ্চলে ডন কর্লিয়নি কিছু আইনের আশ্রয় দেবেন। স্থির হল যে বার্জিনি আর টাটাগ্লিয়া পরিবার বৃহৎ ব্যবসার বেশির ভাগটা হাতে রাখবে। এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে পর, অন্যান্য আরো ব্যাপক সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হল। কতকগুলো জটিল সমস্যার সমাধান করার দরকার ছিল। স্থির হল লাস ভেগাস আর মায়ামি হবে মুক্ত শহর, সেখানে যে কোনো ম্যাফিয়া পরিবার ব্যবসায় নামতে পারবে। সকলেই মেনে নিলেন যে ও দুটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উপরন্তু আরো স্থির হল যে ও-দুটি শহরে কোনো হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চলবে না আর কোনো ছোটখাটো ছ্যাঁচোড় দুষ্কৃতকারীদের ওখানে যেতে উৎসাহিত করা হবে না। আরো স্থির হল যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বড় ব্যাপারে, যাতে জনসাধারণের প্রবল অপত্তি এমন কোনো কাজের দরকার থাকলে, কিছু করার আগে এই সভার অনুমোদন পাওয়া চাই। সকলে একমত হলেন যে সকলের অস্ত্রধারী কর্মীরা আর সৈনিকরা কোনো ব্যক্তিগত কারণে পরস্পরের ওপর কোনো হিংসাত্মক ব্যবস্থা কিম্বা

প্রতিশোধ নেবে না। কোনো ম্যাফিয়া পরিবার অনুরোধ করলে অন্যান্য পরিবার-গুলো তাদের সাহায্যে দেবে, যেমন ঘাতকের ব্যবস্থা করা এবং কোনো বিশেষ কার্যোদ্ধারের জন্য জুরিকে ঘুষ দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে পেশাদারি সহযোগিতা করবে; কোনো কোনো সময়ে এ ধরনের সাহাযোর ওপর মানুষের প্রাণ পর্যন্ত নির্ভর করে। এই সব আলোচনা হয়েছিল বন্ধুভাবে আলাপের মধ্যে দিয়ে, অতি উচ্চ পর্যায়ে। এতে সময়ও লেগেছিল যথেষ্ট, মাঝখানে মধ্যাহ্নভোজন আর 'বুফে বার' থেকে পানীয় গ্রহণের জন্য বিরতি।

অবশেষে ডন বার্জিনি আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করে বললেন, "এই তো গেল সমস্ত ব্যাপারটা। শান্তি স্থাপন হয়ে গেল, এবার ডন কর্লিয়নিকে আমার শ্রদ্ধা জানাই, তাঁকে আমি অনেক বছর ধরে চিনি। কথা দিলে তিনি সর্বদা কথা রাখেন। এর পর যদি আবার কোনো মতভেদ হয়, আমরা আবার মিলিত হতে পারি, আরো মূঢ়তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার দিক থেকে পথটা নতুন করে পরিষ্কার হয়ে গেল। সব মিটমাট হয়ে গেল বলে আমি খুশি।"

একমাত্র ফিলিপ টাটাগ্লিয়ার মনে তখনো কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা ছিল। আবার যদি লড়াই বাধে, তাহলে সান্তিনো কর্লিয়নিকে হত্যা করার জন্য তাঁর অবস্থাটা সব চাইতে কাহিল হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই প্রথম মুখ খুললেন:

"আমি সব কিছুতে সম্মতি দিয়েছি। আমি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে যেতে রাজী আছি। কিন্তু কর্লিয়নির কাছ থেকে আমি আশ্বাসবাণী শুনতে চাই। উনি কি ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন? আরো কিছু সময় গেলে, ওঁর অবস্থা হয়তো আরো জোরালো হয়ে উঠবে, তখন কি উনি ভুলে যাবেন যে আমরা বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছি? কি করে বুঝব যে আরো তিনচার বছর বাদে ওঁর মনে হবে না ওঁর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, জোর করে ওঁকে দিয়ে চুক্তি সই করানো হয়েছে, অতএব এ-সব শর্ত ভাঙার ওঁর অধিকার আছে? আমাদের কি চিরকাল পরস্পর সম্পর্কে সতর্ক হয়ে চলতে হবে? নাকি সত্যি সত্যি শান্তিতে এবং মনের শান্তি নিয়ে এখান থেকে যেতে পারব? আমি যেমন আমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কর্লিয়নিও কি তাঁর প্রতিশ্রুতি দেবেন?"

এই সময়ে ডন কর্লিয়নি তাঁর সেই অবিস্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন; উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই সব চাইতে দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিৎ, সেই বক্তৃতায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছিল; এত সাধারণ বুদ্ধি, এত আন্তরিকতা আর কোথায় পাওয়া যাবে, বিষয়টার মূলে গিয়ে কে এমন আঘাত করতে পারত? এই বক্তৃতাতেই তিনি একটি বাক্যাংশ রচনা করেছিলেন, সেটি পরে প্রায় চার্চিলের 'লৌহ পরদার' মতোই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল, যদিও আরো দশ বছর না গেলে কথাটি সাধারণ লোকের কানে পৌঁছয়নি।

এই প্রথম কর্লিয়নি উঠে দাঁড়িয়ে সভাকে সম্বোধন করলেন :

"কেমন ধারা মানুষ আমরা, যদি বিচারবুদ্ধি হারাই ? তাহলে বনের পশুর চাইতে আমরা কিসে ভালো ? কিন্তু বিচারবুদ্ধি আছে আমাদের, আমরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্তিমতো আলোচনা করতে পারি, নিজেদের সঙ্গেও পারি। কি উদ্দেশ্যে আমি আবার ঐ গণ্ডগোল, ঐ হিংসাত্মক ব্যাপার, ঐ অশান্তি শুরু করব ? আমার ছেলে মরে গেছে, সেই বড় দুঃখ ; সে দুঃখ আমাকে সইতে হবে, তার জন্য আমার চারদিককার নির্দোষ জগৎকে কষ্ট দিলে চলবে না। কাজেই আমি বলছি, ধর্ম সাক্ষী করে বলছি যে আমি কখনো প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করব না, অতীতে যে-সব কীর্তি হয়ে গেছে, সে-বিষয়ে কিছু জানবারও চেষ্টা করব না, নির্মল চিত্ত নিয়ে এখান থেকে আমি বিদায় নেব।

"আমাকে এ-কথা বলতে দিন যে আমরা সর্বদা নিজেদের স্বার্থ দেখব। আমরা এমন মানুষ যারা বোকা বনতে রাজী হইনি, যারা ওপরওয়ালাদের হাতের সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো নাচতে অস্বীকার করেছি। এদেশে আমাদের কপাল খুলে গেছে। এরই মধ্যে আমাদের সন্তানরা উন্নততর জীবনের আস্বাদ পেয়েছে। আপনাদের কারো কারো ছেলেরা অধ্যাপক হয়েছে, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতশিল্পী হয়েছে, আপনারা সৌভাগ্যবান। হয়তো আপনাদের নাতি-নাতনিরা আগামী দিনের কর্তাব্যক্তি হবে। আমরা কেউ চাই না যে আমাদের ছেলেরা আমাদের পদানুসরণ করে। এ বড় কঠিন জীবন। ওরা অন্যদের মতো হতে পারে, ওদের পদমর্যাদা আর নিরাপত্তা আমাদের সৎসাহসের ফলস্বরূপ। আমার এখন নাতি-নাতনি হয়েছে, আমি আশা করছি কে জানে হয়তো একদিন তাদের ছেলেরাই রাজ্যপাল হবে, প্রেসিডেন্ট হবে, আমেরিকায় কিছুই অসম্ভব নয়। অবশ্য কালের সঙ্গে আমাদেরও অগ্রসর হতে হবে। বন্দুক আর হত্যা আর খুনের দিন গেছে। আমাদের ধূর্ত হতে হবে, ব্যবসায়ীদের যেমন হওয়াই উচিত, তাতে আরো টাকা রোজগার হবে। আমাদের সন্তানদের পক্ষে, তাদের সন্তানদের পক্ষেও সেই তো ভালো।

"আর আমাদের কীর্তির কথা যদি বলেন, ঐ সব '৯০ ক্যালিবারের' হোমরা চোমরাদের কাছে আমরা দায়ী নই ; তারা ভাবে আমাদের জীবন নিয়ে আমরা কি করি না করি, ওরা বুঝি তার হর্তা-কর্তা-বিধাতা ; তারা লড়াই বাধিয়ে ভাবে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য আমরা বুঝি লড়াই করব। কে বলেছে যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার আর আমাদের ক্ষতি সাধনের জন্য ওরা যে-সব আইন তৈরি করেছে, আমাদেরও সেগুলো মানতে হবে ? আমরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করলে তারা নাক গলাতে যায় কোন অধিকারে ? এ-সব আমাদের ব্যাপার। আমাদের জগৎটা আমাদের জগৎ, তার ব্যাপার আমরা সামলাব। কাজেই বাইরে থেকে যারা অনধিকার প্রবেশ করে, তাদের কাছ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সকলকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে ওরা

আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, যে-ভাবে নেপ্‌ল্‌সের আর ইটালির লক্ষ লক্ষ লোকের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

"এই কারণে আমি আমার মরা ছেলের জন্য প্রতিশোধের দাবি ছেড়ে দিচ্ছি, সাধারণের কল্যাণের জন্য। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে যতদিন আমি আমার পরিবারের আচরণের জন্য দায়ী থাকব, ততদিন ন্যায্য কারণ কিংবা গুরুতর প্ররোচনা ছাড়া উপস্থিত কারো বিপক্ষে কেউ একটি আঙুল তুলবে না। সাধারণের কল্যাণের জন্য আমার বৈষয়িক স্বার্থ পর্যন্ত আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। এই আমার কথা রইল, ধর্ম সাক্ষী রইল, এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানেন, আমি কখনো কথার বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি না।

"তবে আমার একটা স্বার্থপর উদ্দেশ্যও আছে। আমার ছোট ছেলেকে এখান থেকে পালাতে হয়েছিল কারণ তাকে সলট্‌সোর আর একজন পুলিস-ক্যাপ্টেনের হত্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছিল। এখন যাতে তার ওপর থেকে ঐ সব মিথ্যা অভিযোগ তুলে নেওয়া হয় আর সে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে পারে, আমাকে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। হয়তো আসল অপরাধীকে ধরে দিতে হবে, নয়তো আমার ছেলের নির্দোষিতা সম্বন্ধে সরকারকে আশ্বস্ত করতে হবে, কিংবা সাক্ষীরা আর খবর-সরবরাহকারীরা তাদের মিথ্যা কথা ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু আবার বলি এগুলো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আমার বিশ্বাস আমার ছেলেকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারব।

"তবু একটি কথা বলব। আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস করি, জানি ওটা একটা হাস্যকর দুর্বলতা, তবু কথাটা স্বীকার করতে হচ্ছে। যদি আমার ছেলের কোনো অশুভ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে, যদি কোনো পুলিস অফিসারের বন্দুক থেকে দৈবাৎ গুলি ছুটে ওর গায়ে লাগে, যদি ও নিজের সেলে নিজের গলায় দড়ি দেয়, যদি নতুন সাক্ষী ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য দেখা দেয়, আমার কুসংস্কারের বশে আমার মনে হবে যে এখানকার কারো মনে আমার ওপর বিদ্বেষ আছে বলেই অমন হল। আরেকটু বলি। যদি আমার ছেলের মাথায় বাজ পড়ে, তা হলেও এখানকার কাউকে কাউকে দায়ী করব। যদি ওর প্লেন সমুদ্রে পড়ে, ওর জাহাজ যদি ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে যায়, ও যদি কোনো মারাত্মক-জ্বরে পড়ে, ওর গাড়ি যদি ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খায়, এমনি আমার কুসংস্কার যে আমি ভাবব এখানকার কারো অশুভ ইচ্ছার জন্য অমন হয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, সেই অশুভ ইচ্ছাকে, সেই দুর্ভাগ্যকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু সেটা বাদ দিলে, আমার নাতি-নাতনিদের আত্মার দিব্যি, আজ যে শান্তি করলাম এ-শান্তি আমি কখনো ভঙ্গ করব না। যে যাই বলুক, ঐ যে-সব হোমরাচোমরারা আমাদের জীবনকালেই অগুন্তি কোটি লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে, তাদের চাইতে আমরা ভালো, না কি ভালো না?"

এই বলে ডন কর্লিয়নি তাঁর জায়গা থেকে সরে টেবিলের ধারে যেখানে ডন ফিলিপ টাটাগ্লিয়া বসেছিলেন, সেখানে গেলেন। টাটাগ্লিয়া উঠে তাঁকে অভিবাদন করলেন; তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, পরস্পরের গালে চুমো খেলেন। ঘরে অন্য ডন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা জয়ধ্বনি দিয়ে, উঠে পড়ে সামনে যাকে পেলেন তাঁর সঙ্গেই হ্যাণ্ডশেক করলেন এবং ডন কর্লিয়নিকে আর ডন টাটাগ্লিয়াকে তাঁদের নতুন বন্ধুত্বের জন্য অভিনন্দন জানালেন। দুনিয়াতে হয়তো এর চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আরো ছিল, এঁরা হয়তো বড়দিনের সময় পরস্পরকে শুভেচ্ছা উপহার পাঠাবেন না, আবার তেমনি পরস্পরকে খুনও করবেন না। এঁদের দুনিয়াতে তাকেই যথেষ্ট বন্ধুত্ব বলা যেত, তার বেশি কিছুর দরকার ছিল না।

ডন কর্লিয়নির ছেলে ফ্রেডি পশ্চিমাঞ্চলে মলিনারি পরিবারের হেপাজতে ছিল, সুতরাং সভা ভেঙে গেলে পর ডন কর্লিয়নি স্যান ফ্রান্সিস্কোর ডনকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য একটু অপেক্ষা করলেন। মলিনারিও যতটুকু বললেন তার থেকে ডন কর্লিয়নি বুঝলেন যে ফ্রেডি সেখানে তার উপযুক্ত কর্মস্থলই খুঁজে পেয়েছে, সে সুখেই আছে, মহিলাদের সঙ্গে তার খুব জমে। মনে হল হোটেল চালানো ব্যাপারে তার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা আছে। বিস্মিত হয়ে ডন কর্লিয়নি মাথা নাড়লেন, নিজেদের সন্তানদের মধ্যে অভাবিত গুণের কথা শুনলে অনেক বাপই যেমন মাথা নাড়েন।

এ কথা কি সত্যি নয় যে মাঝে মাঝে বিষম দুর্ভাগ্যের ফলে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ করা যায়? এ বিষয়ে দুজনেই এক মত। ইতিমধ্যে ডন কর্লিয়নি স্যান ফ্রান্সিস্কোর ডনকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে ফ্রেডিকে আশ্রয় দিয়ে তিনি কর্লিয়নিদের যে মহৎ উপকার করেছেন তার জন্য ডন কর্লিয়নি তাঁর কাছে ঋণী। ডন কর্লিয়নি আরো বললেন যে তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করবেন যাতে সমস্ত প্রধান ঘোড়দৌড়ের তারবার্তার সুবিধা মলিনারির লোকরা পায়, ভবিষ্যতে ক্ষমতা-ব্যবস্থার যত পরিবর্তনই হোক না কেন। এ-ধরনের গ্যারান্টির অনেক মূল্য ছিল, কারণ এই সুবিধাটুকু নিয়ে সর্বদাই খ্যাঁচাখেঁচি চলত, যথেষ্ট বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হত, অবস্থাটা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াত কারণ শিকাগোর লোকগুলোর ভারি হাতও এর মধ্যে ছিল। কিন্তু সেই বর্বরদের মুলুকেও ডন কর্লিয়নি একেবারে ক্ষমতাশূন্য ছিলেন না, কাজেই তাঁর ঐ প্রতিশ্রুতির সোনার সমান দাম।

লং বীচের প্রাঙ্গণে যখন ডন কর্লিয়নি, টম হেগেন আর ওঁদের দেহরক্ষী-চালক রকো ল্যাম্পনি পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। বাড়িতে ঢুকেই ডন হেগেনকে বললেন, "আমাদের চালক, ঐ ল্যাম্পনি লোকটার ওপর একটু দৃষ্টি রেখো। আমার মনে হচ্ছে ও এর চাইতে ভালো পদের যোগ্য।" এই মন্তব্য শুনে টম হেগেন একটু বিস্মিত হল। সারাদিনের মধ্যে ল্যাম্পনি একটি

কথাও বলেনি, একবারও পিছনের সীটের আরোহী দুজনের দিকে ফিরে তাকায়নি। ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে গাড়ির কাছে এসেছিল, ল্যাম্পনি ডনের জন্য গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিল, সব কাজই সে যথাযোগ্য ভাবে করেছিল, কিন্তু কোনো শিক্ষিত চালকের চাইতে বেশি কিছু করেনি। বোঝাই গেল ডন নিশ্চয় এমন কিছু দেখেছিলেন যা টমের চোখে পড়েনি।

এরপর ডন টমকে ছেড়ে দিয়ে, বলে দিলেন যেন রাতের খাবারের পর আবার ফিরে আসে। তবে কোনো তাড়া নেই, টম যেন একটু বিশ্রাম করে নেয়, কারণ অনেক রাত অবধি পরামর্শ চলবে। আরো বললেন ডন, যেন ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও উপস্থিত থাকে। তারা যেন দশটার সময় আসে, তার আগে নয়। দিনের বেলায় সভায় কি হয়েছে না হয়েছে, টম যেন ক্লেমেন্‌জাকে আর টেসিওকে জানিয়ে দেয়।

রাত দশটায় ডন তাঁর কোণার ঘরে ওদের তিনজনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঐ ঘরটি তাঁর আপিস, তাঁর আইনের বইয়ের লাইব্রেরি ওখানে, তাঁর বিশেষ টেলিফোনও ওখানে। একটা ট্রেতে হুইস্কির বোতল, বরফ, সোডা রাখা ছিল। ডন তাঁর নির্দেশ দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, "আজ আমরা শান্তি স্থাপন করলাম। আমি আমার কথা দিয়েছি, ধর্ম সাক্ষী রেখেছি, তোমাদের সকলের পক্ষেও সেটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। তবে আমাদের বন্ধুরা সকলে অতটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কাজেই আমাদের এখনো সতর্ক থাকতে হবে। আর কোনো অপ্রত্যাশিত অঘটন যেন না ঘটে।" তারপর হেগেনের দিকে ফিরে বললেন, "বোচ্চিচ্চিওর জামিনদের ছেড়ে দিয়েছ তো?"

হেগেন মাথা দুলিয়ে বলল, "বাড়ি পৌঁছেই ক্লেমেন্‌জাকে ফোন করে দিয়েছিলাম।"

কর্লিয়নি বিশাল-দেহ ক্লেমেন্‌জার দিকে ফিরলেন। ক্যাপোরেজিমি মাথা দুলিয়ে বলল, "সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি। বল দেখি, ধর্মবাপ, বোচ্চিচ্চিওরা যতটা ভান করে, কোনো সিসিলীয়র পক্ষে কি অতটা বোকা হওয়া সম্ভব?"

ডন কর্লিয়নি একটু মৃদু হাসলেন, "কিন্তু ভালো রোজগার করার মতো বুদ্ধি আছে ওদের। তার চাইতে বুদ্ধি থাকার কি এমন দরকার বল? এ দুনিয়ার যত গণ্ডগোল, সে সব বোচ্চিচ্চিওরা পাকায় না। তবে এ কথাও সত্যি, সিসিলীয় মাথা নেই ওদের।"

লড়াই বন্ধ হয়েছে, সকলের মনে শান্তি। ডন কর্লিয়নি নিজের হাতে পানীয় মেশালেন, প্রত্যেকের হাতে গেলাস ধরে দিলেন। নিজের গেলাস থেকে সযত্নে চুমুক দিতে লাগলেন, একটা চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, "সনির কি হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান হয়, এ আমি চাই না। ওসব চুকে-বুকে গেছে। আমি চাই অন্যান্য পরিবারগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে, তারা যদি একটু বেশি লোভ করে, আমাদের ন্যায্য পাওনা না-ও দেয়, তবুও।

আমি চাই এই শান্তি যাতে ভাঙতে পারে, এমন কিছু যেন না ঘটে, যতদিন না মাইকেলকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার একটা বন্দোবস্ত করা যায়। আমি চাই এই চিন্তাটাই যেন তোমাদের মনে সব কিছুর আগে থাকে। এটা মনে রেখো, সে যখন ফিরে আসবে, যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবেই আসতে পারে। আমি টাটাগ্লিয়া কিংবা বার্জিনিদের কাছ থেকে কোনো বিপদের কথা বলছি না। পুলিসের লোকদের সম্বন্ধেই আমার যত ভাবনা। বলা বাহুল্য ওর বিরুদ্ধে বাস্তব প্রমাণ যা আছে, সে সব আমরা দূর করে দিতে পারি। ঐ ওয়েটারও সাক্ষ্য দেবে না আর ঐ প্রত্যক্ষদর্শী বা বন্দুকধারী বা ওকে যাই বল না কেন, সেও সাক্ষ্য দেবে না। বাস্তব প্রমাণগুলোর কথা আমরা জানি কাজেই তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যে বিষয় আমাদের ভাবতে হবে সেটা হল পুলিস না মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরি করে রাখে, কারণ ওদের চররা হয়তো নিশ্চিত ভাবে বলেছে যে ওদের কাপ্তানকে যে হত্যা করেছে, সে হল মাইকেল কর্লিয়নি। বেশ। এবার আমাদের দাবি হবে যে নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবার পুলিসের এই ধারণা শুধরে দেবার জন্য তাদের যথাসাধ্য করুক। ওদের যে সব চররা পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তারা নতুন নতুন বিবৃতি দিক। আমার বিশ্বাস আজ দুপুরে আমার বক্তৃতা শুনে ওরা সকলেই বুঝতে পেরেছে এ কাজ করলে তাদেরই সুবিধা হবে। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। আমাদের দিক থেকে এমন একটা বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ঐ নিয়ে আর কোনো দিন মাইকেলকে ভাবতে না হয়। তা না হলে ওর এদেশে ফিরে এসেই বা কি লাভ? কাজেই সকলে মিলে একটু চিন্তা করা যাক। এটাই হল সব চাইতে বড় কথা।

"দেখ, প্রত্যেক মানুষকে জীবনে একবার নির্বোধের মতো কাজ করতে দেওয়া উচিত। আমিও করছি। আমি চাই আমাদের প্রাঙ্গণের চারদিকের সমস্ত জমি কিনে ফেলতে, সমস্ত বাড়ি কিনে ফেলতে। আমি চাই না কেউ তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে আমার বাগান দেখতে পায়, এক মাইল দূর থেকেও নয়। আমি প্রাঙ্গণের চার ধারে বেড়া চাই, সমস্তক্ষণ প্রাঙ্গণে সতর্ক পাহারা চাই। বেড়াতে একটা ফটক চাই। এক কথায়, এখন একটা দুর্গের মতো জায়গায় বাস করতে চাই। এবার তোমাদের বলে রাখি, আমি আর কখনো কাজ করতে শহরে যাব না। আমি আধা-অবসর নেব। আমার বাগানে কাজ করবার ইচ্ছা হচ্ছে। নিজের বাড়িতে থাকব। বেরোব শুধু কোথাও ছুটি কাটাতে, কিম্বা কোনো বিশেষ জরুরী কাজ পড়লে, তখন আমি চাইব যে সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। দেখ, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কিছু পাকিয়ে তুলছি না। আমি শুধু খানিকটা বিচক্ষণ হচ্ছি, চিরকালই আমি তাই, জীবনযাত্রায় অসাবধানতার মতো আর কোনো জিনিসে আমার অরুচি নেই। স্ত্রীলোকদের আর শিশুদের অসাবধান হওয়া চলতে পারে, পুরুষদের বেলা চলবে না। ধীরে সুস্থে সমস্ত বন্দোবস্ত কর, তাড়াহুড়ো

করতে গিয়ে আমাদের বন্ধুদের যেন শঙ্কিত করে তুলো না। এমন ভাবে এ সমস্তই করা যায়, যাতে খুবই স্বাভাবিক দেখায়।

"এখন থেকে ক্রমে ক্রমে তোমাদের তিনজনের হাতে বেশি মাত্রায় কাজের ভার দিয়ে দেব। আমি চাই সান্তিনোর দলটি ভেঙে দিয়ে, ঐ লোকদের তোমরা নিজেদের দলে নিয়ে নাও। তাই দেখে আমাদের বন্ধুদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত, বোঝা উচিত, আমি বাস্তবিকই শান্তি চাই। টম, আমার ইচ্ছা তুমি একদল লোক সংগ্রহ করে, তাদের লাস ভেগাসে পাঠাও। তারপর সেখানে সত্যি করে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে আমাকে একটা সম্পূর্ণ বিবৃতি দিও। ফ্রিডোর বিষয়ে আমাকে জানাবে, বাস্তবিক কি হচ্ছে জানাবে, শুনছি নাকি আমার নিজের ছেলেকে আমি চিনতে পারব না। ও নাকি এখন ভালো রাঁধুনে হয়ে উঠেছে, নাকি অল্পবয়সী মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে। সে সব করার বয়স তো গেছে। দেখ, ছোটবেলায় ও বড় বেশি গম্ভীর ছিল, তাছাড়া কোনো দিনই আমাদের পারিবারিক ব্যবসাতে ওকে মানাত না। সে যাই হোক, এবার ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানা যাক।"

হেগেন আস্তে আস্তে বলল, "আপনার জামাইকে পাঠাব? যাই বলুন, ও তো নেভাডারই ছেলে, ও-দিককার হালচাল ওর জানা।"

ডন কর্লিয়নি মাথা নেড়ে বললেন, "না, ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ কাছে না থাকলে আমার স্ত্রীর বড় একা লাগে। আমি চাই কন্‌স্ট্যান্‌-শিয়া আর তার স্বামী প্রাঙ্গণের একটা বাড়িতে উঠে আসুক। কার্লোকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হোক, ওর সঙ্গে হয়তো বড় কর্কশ ব্যবহার করেছি, তাছাড়া—" মুখ বিকৃত করে ডন কর্লিয়নি বললেন, "আমার ছেলের অভাব। ওকে জুয়োর ব্যাপার থেকে সরিয়ে এনে ইউনিয়নের কাজে দাও। কিছু খাতাপত্র দেখতে পারবে, মেলা কথাও বলতে পারবে। বেশ কথা বলে।" ডনের কণ্ঠে সামান্য একটু তাচ্ছিল্যের সুর শোনা গেল।

হেগেন মাথা দুলিয়ে তাঁকে সমর্থন করে বলল, "বেশ, তাহলে ক্লেমেন্‌জা আর আমি আমাদের সমস্ত লোক যাচাই করে ভগাসের কাজটার জন্য কয়েকজনকে ঠিক করব। কয়েকদিনের জন্য ফ্রেডিকে আনিয়ে নিতে পারি, যদি বলেন।"

ডন মাথা নাড়লেন। নিষ্ঠুর ভাবে বললেন, "কিসের জন্য? আমার স্ত্রীই তো আমাদের রান্না করতে পারেন। ও থাকুক সেখানে।"

হেগেনরা তিনজনেই অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ারে উসখুস করে উঠল। ওরা এত-দিন টের পায়নি যে ফ্রেডির বাবা তার ওপর এতখানি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ওদের সন্দেহ হতে লাগল তার কারণটা নিশ্চয় এমন কিছু যা ওদের জানা নেই।

ডন কর্লিয়নি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার আশা আছে যে এ-বছর বাগানে কিছু ভালো মিষ্টি লঙ্কা আর টোমাটো ফলাব, আমরা যতখানি খেতে পারব, তার চাইতেও বেশি। সেগুলো তোমাদের উপহার দেব। বুড়ো

বয়সে এখন আমি একটু শান্তি চাই, একটু নিরিবিলি, একটু মনের প্রশান্তি ব্যস্, ঐটুকুই বলতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছা হয় তো আরেক গেলাস পানীয় নাও না"

এই ভাবে ওদের বিদায় দিলেন ডন। ওরা উঠে পড়ল। হেগেন ক্লেমেনজা আর টেসিওকে তাদের গাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে, তাদের সঙ্গে আরো বারকতক আলোচনায় বসবার কথা স্থির করে এল ; ডনের ইচ্ছা পালন করতে হলে, ওদের অনেক খুঁটিনাটি কার্যকরী ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর হেগেন আবার বাড়ির ভিতর গেল ও জানত ডন কর্লিয়নি ওর জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

কোট আর টাই খুলে ডন কৌচের ওপর শুয়ে পড়েছিলেন। কঠিন মুখখানিতে ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে আরো নরম দেখাচ্ছিল। একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে ডন বললেন, "এবার বল তো, কনসিলিওরি, আমার আজকের কার্যকলাপের কোনোটাতে কি তোমার আপত্তি আছে ?"

উত্তর দিতে একটু সময় নিল হেগেন, "তা নেই, তবে এর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখছি, আপনার প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক মিলছে না। আপনি বলেছেন সান্তিনোকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছিল আপনি জানতে চান না, তার জন্য প্রতিশোধও চান না। এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি কথা দিয়েছেন শান্তি রক্ষা করবেন, অতএব নিশ্চয়ই শান্তি রক্ষা করবেন, তবু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে আজ আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে আপনার শত্রুদের জয়লাভ বলে মনে হচ্ছে, সেটা আপনি সত্যি সত্যি তাদের দিচ্ছেন। আপনি একটা অপূর্ব হেঁয়ালির সৃষ্টি করেছেন, আমি তার কোনো উত্তরই খুঁজে পাচ্ছি না যে সমর্থন করব কিংবা আপত্তি করব।"

ডনের মুখে একটি পরম পরিতৃপ্তির ভাব দেখা গেল। তিনি বললেন, "সকলের চাইতে তুমি আমাকে ভালো বোঝ। যদিও তুমি সিসিলীয় নও, আমি তোমাকে সিসিলীয় বানিয়েছি। যা বললে তার সবই সত্যি, তবু এর একটা সমাধানও আছে, খেলা শেষ হবার আগেই তুমিও সেটা জানতে পারবে। তুমি মানছ যে সকলকেই আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে আর আমিও আমার কথা রাখব। আমি চাই আমার আদেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। দেখ, টম, সব চাইতে বড় কথা হল যে যত শীঘ্র সম্ভব মাইকেলকে বাড়ি নিয়ে আসতে হবে। এ কথাটাকেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেও করবে এবং কাজেও দেখাবে। আইনের গলিঘুঁজি খুঁজে দেখ, তাতে যত টাকা লাগে লাগুক। ও বাড়ি এলে যেন কোথাও কোনো বিপদ প্রবেশ করার ছিদ্র না থাকে। ফৌজদারী আইন সম্বন্ধে সব চাইতে বড় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ কর। তোমাকে কয়েকজন বিচারকের নাম দেব, তাঁরা তোমার সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করবেন। ততদিন পর্যন্ত সব রকম বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হয়ে চলতে হবে।".

হেগেন বলল, "আপনারই মতো আমিও সত্যিকার বাস্তব প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, আমি শুধু ভাবছি ওরা না কোথাও কোনো জাল প্রমাণের সৃষ্টি করে। তাছাড়া মাইকেল একবার গ্রেপ্তার হলে কোনো পুলিস-বন্ধুও তাকে খুন করতে পারে। ওর সেলে ঢুকে ওকে মেরে ফেলতে পারে, কিংবা লোক দিয়ে হত্যা করাতে পারে। আমি যতদূর বুঝি ও ধরা পড়বে, অভিযুক্ত হবে, এ ঝুঁকিটুকুও আমরা নিতে পারি না।"

ডন কর্লিয়নি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি জানি, আমি জানি। ঐখানেই তো মুশকিল। তাই বলে খুব বেশি দেরিও করা যায় না। সিসিলিতেও গোলমাল আছে। ওখানকার ছোকরারাও আর গুরুজনদের কথামতো চলে না। তাছাড়া এখান থেকে যাদের বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে ওখানকার সেকেলে ডনরা পেরে ওঠে না। মাইকেল যদি দু দলের মধ্যিখানে পড়ে যায়? অবশ্য সে-বিষয়েও আমি কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি, এখনো ভালো একটা গোপন আশ্রয়েই আছে, কিন্তু সে আশ্রয়ও চিরকাল থাকবে না। শান্তি স্থাপন করার সেটাও একটা কারণ। সিসিলিতে বার্জিনির বন্ধুবান্ধব আছে, তারা মাইকেলের খোঁজে আছে। ঐ তো তোমার হেঁয়ালীর একটা উত্তর পেয়ে গেলে। আমার ছেলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার জন্য শান্তি স্থাপন করতে হল। আর কিছু করার উপায় ছিল না।"

এত খবর ডন কোত্থেকে পেলেন, সে-কথা জিজ্ঞাসা করে টম সময় নষ্ট করল না। বিন্দুমাত্র অবাকও হল না এবং এ কথাও সত্যি যে হেঁয়ালির খানিকটা সমাধান পাওয়া গেল। টম জিজ্ঞাসা করল, "খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করবার জন্য যখন টাটাগ্লিয়ার লোকদের সঙ্গে দেখা করব, তখন কি জোর করে বলব যে যারা মাদক-দ্রব্যের মধ্যস্থতা করবে তারা পুলিসের চেনা হলে চলবে না? দাগী আসামীকে লঘু দণ্ড দিতে বিচারকরা কিঞ্চিৎ দো-মনা করতে পারেন।"

ডন কর্লিয়নি কাঁধ তুলে বললেন, "ওটুকু বুঝে নেবার মতো বুদ্ধি ওদের থাকা উচিত। কথাটা তুলো, তবে জোর কর না। আমরা যথাসাধ্য করব, কিন্তু ওরা যদি একটা পেশাদার মাদকওয়ালাকে কাজে লাগায় আর সে ব্যাটা ধরা পড়ে, তাহলে আমরা আঙুলটি তুলব না। ওদের সোজা বলে দেব কিছু করার উপায় নেই। তবে ও-কথা না বললেও বার্জিনি ঠিক বুঝতে পারবে। লক্ষ্য করলে তো এই ব্যাপারে ও নিজের মতামত একবারও বলল না। ও যে এর সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত সেটাও বুঝবার জো ছিল না। এই ধরনের লোকরা কখনো পরাজয়ের পক্ষে থাকে না।"

হেগেন চমকে উঠল, "আপনি কি বলতে চাইছেন ও বরাবরই সলট্‌সো আর টাটাগ্লিয়ার পিছনে ছিল?"

ডন কর্লিয়নি নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "টাটাগ্লিয়াটা তো একটা দালাল। সান্তিনোর সঙ্গে লড়াই করে ও কখনোই পেরে উঠত না। সেইজন্যই কি হয়েছিল

না হয়েছিল আমার জানবার দরকার নেই। ওতে বার্জিনির হাত ছিল, এই জানই যথেষ্ট।"

কথাটা হেগেন মর্মস্থ করল। ডন ওর হাতে কতকগুলো 'ক্লু' দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু বাদ দিচ্ছিলেন। সে জিনিসটা যে কি হেগেন তাও জানত আর এও জানত যে সে-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা শোভা পায় না। গুড্‌নাইট বলে টম বাড়ি যাবার জন্য উঠে পড়ল। ডন একটি শেষ কথা বললেন:

মনে রেখো, মাইকেলকে কি করে বাড়ি আনা যায়, মাথা ঘামিয়ে তার একটা উপায় ঠাওরাতে হবে। আরেকটা কথা। আমাদের টেলিফোনের লোকটার সঙ্গে বন্দোবস্ত কর যাতে ক্লেমেন্‌জাকে আর টেসিওকে প্রতি মাসে কে কটা টেলিফোন করে আর ওরাই বা কাকে কটা করে, আমি তার একটা তালিকা পাই। আমি ওদের কোনো কারণে সন্দেহ করছি না। আমি হলপ করে বলতে পারি আমার সঙ্গে ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবে বড় ঘটনার আগে ছোটখাটো সমস্ত খুঁটিনাটি জানা থাকলেও ক্ষতি নেই।"

মাথা দুলিয়ে হেগেন বেরিয়ে গেল। মনে ভাবছিল কে জানে ওর ওপরেও কোনো উপায়ে ডন কর্লিয়নি নজর রাখছেন কি না, তার পরেই কিন্তু নিজের সন্দেহের কথা ভেবে টম লজ্জা বোধ করল। কিন্তু এবার ও নিশ্চিত জানতে পেরেছিল ধর্মবাপের সূক্ষ্ম জটিল মনে কোনো সুদূরপ্রসারী কর্মের পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছিল, তার তুলনায় সেদিনকার ঘটনাবলী একটা কৌশলী পশ্চাদপসারণ বই তো নয়। তাছাড়া সেই একটা তমসাবৃত তথ্য বাকি ছিল, যার কথা কেউ উল্লেখ করেনি, টম নিজেও জিজ্ঞাসা করার সাহস পায়নি, ডন কর্লিয়নিও উপেক্ষা করে গেছেন। সমস্ত কিছু থেকেই ভবিষ্যতের একটা বোঝাপড়ার দিনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

একুশ

কিন্তু মাইকেলকে গোপনে অ্যামেরিকায় ফিরিয়ে আনতে ডন কর্লিয়নির আরো একটা বছর লেগেছিল। ততদিন কর্লিয়নি পরিবারের সকলে একটা উপযুক্ত উপায় ভেবে সারা হচ্ছিল। আজকাল কার্লো রিট্‌সি প্রাঙ্গণের একটা বাড়িতে কনির সঙ্গে বাস করত, তার কথায় পর্যন্ত লোকে কান দিত। এর মধ্যে কনিদের আরেকটি সন্তান হয়েছিল, আরেকটি ছেলে। কিন্তু যে যত উপায় বাতলেছিল, তার কোনোটাই ডন কর্লিয়নির পছন্দ হয়নি।

শেষ পর্যন্ত নিজেদের একটা শোচনীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে বোচ্চিচ্চিও পরিবারই সমস্যাটার সমাধান করেছিল। ফীলিক্স বলে বোচ্চিচ্চিওদের নিকট

আত্মীয় একটি ছেলে ছিল, তার বয়স পঁচিশের বেশি নয়, অ্যামেরিকায় তার জন্ম, তার মাথায় যত বুদ্ধি ছিল ওদের বংশে কখনো কারো ততটা ছিল না। ওদের আবর্জনা ফেলার পারিবারিক ব্যবসায় ফীলিক্স ঢুকতে রাজী হয়নি ; তারপর একজন ভালো ইংরেজ বংশের অ্যামেরিকান মেয়েকে বিয়ে করে, নিজের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদটাকে আরো পাকা করে এনেছিল। উকিল হবার জন্য সে নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়তে যেত আর দিনের বেলায় সিভিল সার্ভিসের ডাকঘরে কেরানীর কাজ করত। এই সময়ের মধ্যে ওর তিনটি সন্তান হয়েছিল, কিন্তু ওর স্ত্রী ছিল হিসাবী ও সুগৃহিণী, কাজেই যত দিন না ফীলিক্স তার আইনের ডিগ্রি পেল ততদিন ওর আয়টুকু দিয়েই ওদের চলে যেত।

এদিকে অন্যান্য যুবকদের মতো ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিও-ও ভাবত যে এত কষ্ট করে যখন লেখাপড়া শেষ করে আইনের ডিগ্রিটা লাভ করা গেছে, এবার নিশ্চয়ই আপনা থেকেই এত গুণের পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং ভালো গোছের রোজগার হবে। কাজের বেলায় কিন্তু তা হতে দেখা গেল না। ভারি আত্মসম্মান ছিল তার, আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে সে অস্বীকার করল। ওর এক উকিল বন্ধু ছিল, বয়স কম, ভালো ঘরের ছেলে, বড় একটা আইন ব্যবসাতে তার কর্মজীবনের সবে উন্মেষ হচ্ছিল, সে-ই ওকে তুতিয়েবাতিয়ে তার একটা উপকার করতে রাজী করিয়েছিল। ব্যাপারটা ছিল ভারি ঘোরেল, বাইরে থেকে মনে হয়েছিল ওতে বে-আইনী কিছু নেই, একটা দেউলিয়া ব্যাপার সংক্রান্ত জোচ্চুরির কেস। জোচ্চুরিটা ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল দশ লাখে এক। ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিও সে ঝুঁকিটুকু নিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আইনে সে যে-দক্ষতা অর্জন করেছিল, তার ব্যবহারের ওপর জোচ্চুরির সাফল্য নির্ভর করাটাকে তেমন আপত্তিকর কিছু বলে মনে হয়নি, এমন কি অন্যায় বলেও মনে হচ্ছিল না।

যাই হোক, সংক্ষেপে এই নির্বুদ্ধিতার কাহিনী বলতে গেলে বলতে হয় জোচ্চুরি ধরা পড়ল। উকিল বন্ধু ফীলিক্সকে কোনোভাবে সাহায্য করতে অস্বীকার তো করলই, এমন কি টেলিফোন করলেও উত্তর দিত না। জোচ্চুরির ব্যাপারে নাটের গুরু যাঁরা, তাঁরা হলেন দুজন আধা-বয়সী বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ; তাঁরা তো মতলব ফেঁসে যাবার জন্য রেগেমেগে ফীলিক্সের আনাড়িপনাকে দায়ী করলেন, তারপর নিজেরা অপরাধ স্বীকার করে, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে, ফীলিক্সকে জোচ্চুরির পাণ্ডা নির্দেশ করে বললেন, সে নাকি ভীতি-প্রদর্শন করে ওঁদের ব্যবসা হস্তগত করে, নিজের বে-আইনী কীর্তিকলাপে যোগ দিতে তাঁদের বাধ্য করেছিল। এমন সব সাক্ষীও দাঁড় করানো হল, যারা নানান গুণ্ডামির জন্য পুলিসের খাতায় নাম লেখানো বোচ্চিচ্চিও পরিবারের ভাই-বেরাদারদের সঙ্গে ফীলিক্সকে জড়িত করে ফেলল। এটাই হল সর্বনাশের মূল। ব্যবসায়ী দুজনের শাস্তি রদ হয়ে গেল, ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওকে এক থেকে পাঁচ

বছর কারাদণ্ড দেওয়া হল, তার তিন বছর সে মেয়াদ খেটেছিল। বোচ্চিচ্চিওরা অন্যান্য ম্যাফিয়া পরিবারের কিংবা ডন কর্লিয়নির সাহায্য চায়নি, কারণ ফীলিক্স তাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়নি, অতএব তাকে এই শিক্ষা দেওয়া দরকার যে একমাত্র নিজের পরিবারের কাছ থেকেই করুণা লাভ করা যায় এবং সমাজের চাইতে পরিবারের ওপরেই বেশি বিশ্বাস ও আস্থা রাখা যায়।

যে যাই হোক, তিন বছর মেয়াদ খাটার পর ফীলিক্স তো ছাড়া পেল। তখন সে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে আর তিনটি সন্তানকে চুমো খেয়ে, বছর খানেক শান্তিতে বাস করার পর, প্রমাণ করে দিল যে শেষ পর্যন্ত সেও বোচ্চিচ্চিও পরিবারেরই যোগ্য বংশধর। নিজের অপরাধ গোপন করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে, ফীলিক্স একটা অস্ত্র যোগাড় করল, একটা বন্দুক, তাই দিয়ে প্রথমে সে উকিল-বন্ধুকে গুলি করে মেরে ফেলল। তারপর সেই দুই ব্যবসায়ীকে খুঁজে বের করল, তাঁরা একটা রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছিলেন, ফীলিক্স নির্বিকারচিত্তে দুজনের মাথায় গুলি চালিয়ে দিল। লাস দুটো রাস্তায় পড়ে থাকল, ফীলিক্স রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক পেয়ালা কফি ফরমায়েস দিয়ে বসে বসে পেয়ালায় চুমুক দিতে আর অপেক্ষা করতে লাগল পুলিস কখন এসে ওকে ধরে নিয়ে যায়।

খুব তাড়াতাড়ি ওর বিচার হয়ে গেল, বিচারকের রায় হল নির্মম। প্রকাশ হল যে দুর্বৃত্তদের জগতের একজন সদস্য নির্দয়ভাবে দুজন সরকারী সাক্ষীকে হত্যা করেছে, কারণ তাদের সাক্ষ্যের জন্য তার উপযুক্তভাবেই কারাদণ্ড হয়েছিল। এভাবে সামাজিক নিয়মকে তাচ্ছিল্য করা কোনোমতেই চলতে পারে না, কাজেই এই একবারের মতো দেখা গেল জনসাধারণ, সংবাদপত্র এবং কোমলচিত্ত জনহিতকারীরা সকলে একবাক্যে ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওর প্রাণদণ্ড দাবি করতে লাগল। রাজ্যপালের নিকটতম রাজনৈতিক সহকারীদের একজন বলল খোঁয়াড়ের পদাধিকারীরা যেমন কখনো পাগলা কুকুরের প্রাণরক্ষা করে না, তেমনি রাজ্যপালও কখনোই ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওকে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না। বোচ্চিচ্চিও পরিবার অবশ্য উচ্চতর আদালতে আপীলের জন্য যত টাকা লাগে ঢালতে প্রস্তুত ছিল, এখন তারা ফীলিক্সকে নিয়ে গর্ব বোধ করছিল। কিন্তু পরিণামে কি হবে সে তো জানা কথা। আইনের কচকচি শেষ হলে, তাতে কিছু সময় নেবে, ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিও ইলেকট্রিক চেয়ারে মারা যাবে।

এই কেসটা ডন কর্লিয়নির নজরে এনেছিল টম হেগেন। বোচ্চিচ্চিওদের একজনের আশা হয়েছিল ডন কর্লিয়নি যদি হতভাগ্য যুবকের জন্য কিছু করতে পারেন; সে-ই হেগেনের কাছে এসেছিল। ডন কর্লিয়নি সংক্ষেপে অস্বীকার করেছিলেন। উনি তো আর জাদুকর নন। লোকে তাঁর কাছে যত অসম্ভব জিনিস চায়। কিন্তু এর পরদিন ডন হেগেনকে তাঁর আপিস-ঘরে ডেকে পাঠিয়ে, ঘটনাটার খুঁটিনাটি সব কথা শুনেছিলেন। হেগেনের বিবৃতি শেষ হলে, ডন কর্লিয়নি ওকে বললেন বোচ্চিচ্চিও পরিবারের কর্তাকে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য প্রাঙ্গণে নিয়ে আসতে।

তারপর যা ঘটেছিল, তাতে ছিল প্রতিভার সরলতা। ডন কর্লিয়নি বোচ্চিচ্চিও নেতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে প্রচুর পরিমাণে মাসোহারা দেওয়া হবে এবং তার জন্য যে-টাকা লাগবে সে-টাকা এখনি বোচ্চিচ্চিও পরিবারের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। তার বদলে ফীলিক্সকে স্বীকার করতে হবে যে সলট্সোর আর পুলিস-কাপ্তান ম্যাক্লাস্কির খুনের জন্যেও সে-ই দায়ী।

এ ব্যাপারের অনেক খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ফীলিক্সকে এমন-ভাবে দোষ স্বীকার করতে হবে যাতে শ্রোতাদের মনে প্রত্যয়, অর্থাৎ খুনের ঘটনার আসল ব্যাপারের খুঁটিনাটি সমস্তই তার জানা দরকার। তাছাড়া পুলিস-কাপ্তানকে মাদকদ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত করতে হবে। তারপর লুনা রেস্তোরাঁর সেই ওয়েটারকে রাজী করাতে হবে যাতে সে ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওকেই অপরাধী বলে সনাক্ত করে। এতে খানিকটা সাহসের দরকার হবে। কারণ তাকে আততায়ীর পূর্বেকার বর্ণনার আমূল পরিবর্তন করতে হবে, ফীলিক্স মাইকেলের চাইতে অনেক বেশি বেঁটে আর মোটা ছিল। তবে সে-ব্যবস্থাও ডন কর্লিয়নিই করবেন। তাছাড়া দণ্ডিত ব্যক্তির উচ্চশিক্ষায় অনেক আস্থা ছিল, নিজেও পাস করা গ্র্যাজুয়েট, সে নিশ্চয় চাইবে তার সন্তানরাও কলেজে যায়। কাজেই ডন কর্লিয়নিকে আরো কিছু টাকা দিতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েদের কলেজের খরচটা চলে যায়। তারপর বোচ্চিচ্চিও পরিবারকে বোঝাতে হবে যে মূল তিনটি খুনের অপরাধের কোনো ক্ষমার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এই নতুন স্বীকৃতির ফলে নিঃসংশয় সর্বনাশ আরো দৃঢ় হয়ে যাবে।

সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল, টাকা দেওয়া হল, দণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হল যাতে সে সমস্ত নির্দেশ ও উপদেশ পায়। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হল, দণ্ডিত ব্যক্তির স্বীকৃতি সব কাগজেই বড় বড় হরপে ছাপা হল। সমস্ত ব্যাপারটা সাফল্যমণ্ডিত হল। কিন্তু ডন কর্লিয়নি সর্বদাই ভারি হুঁশিয়ার হয়ে চলতেন; চার মাস পরে ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওর প্রাণদণ্ড হয়ে গেলে পর, তবে তিনি মাইকেলের বাড়ি আসার নির্দেশ দিলেন।

বাইশ

সনির মৃত্যুর পর এক বছর কেটে গেছিল, লুসি ম্যান্চিনির মনটা তখনো তার জন্য হাহাকার করত, তার তীব্র শোকের সঙ্গে কোনো প্রাচীন কাহিনীর নায়িকার শোকের তুলনা হয় না। ওর স্বপ্নগুলি কোনো স্কুলের ছাত্রীর পান্‌সে স্বপ্নের মতো ছিল না, ওর বাসনা সাধ্বী-স্ত্রীর বাসনার মতোও নয়।

'জীবনসঙ্গী'কে হারিয়ে লুসি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েনি, তার বলিষ্ঠ চরিত্রের অভাব তাকে পীড়া দিচ্ছিল না। কোনো আবেগপূর্ণ উপহারের কোমল স্মৃতি ওর মনে ছিল না ; তরুণচিত্তের কোনো বীরপূজার স্মৃতিও নয় ; লুসির কোনো স্নেহের কথা, রসের কথা শুনে সে মানুষটির মুখে হাসি, চোখে সরসতার আভাস ফুটে ওঠার স্মৃতিও নয়।

তা নয়। সনির অভাব বোধ করার প্রধান কারণ ছিল যে একমাত্র সে-ই যৌনমিলনে লুসির দেহকে পরিতৃপ্ত করতে পারত। ঐ তরুণ বয়সে, অনভিজ্ঞ মনে লুসির ধারণা ছিল যে আর কেউ তাকে কখনো সেই পরিতৃপ্তি দিতে পারবে না।

এক বছর বাদে এখন লুসি নেভাডার মিষ্টি বাতাসে রোদ পোয়াচ্ছিল। পায়ের কাছে শুয়ে একজন ছিপছিপে শরীর, সোনালী চুল যুবক ওর পায়ের আঙুল নিয়ে খেলা করছিল। রবিবার দুপুর, ওরা হোটেলের পাশে জলাধারের ধারে শুয়ে ছিল, চারদিকে এত লোকজন থাকা সত্ত্বেও যুবক ওর অনাবৃত উরুতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

লুসি বলল, "ও জুল্‌স্‌, এবার থামো। আমি তো ভাবলাম ডাক্তাররা অন্ততঃ অন্য পুরুষদের মতো বোকা হয় না।"

জুল্‌স্‌ একগাল হেসে বলল, "আমি যে লাস ভেগাসের ডাক্তার।" লুসির উরুর ভিতর দিকে একটু সুড়সুড়ি দিতেই, অবাক হয়ে জুল্‌স্‌ দেখল এই সামান্য স্পর্শেই সে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। গোপন করার চেষ্টা করলেও, ওর মুখ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। সত্যি বড় আদিম, নির্দোষ মেয়েটি। তাহলে ওকে কেনই বা আয়ত্ত করতে পারছে না জুল্‌স্‌? এটা একটা ভেবে দেখবার মতো কথা; ঐ যে হারানো প্রিয়তমের জায়গায় কাউকে বসানো যায় না ওসব বাজে কথা। এই তো হাতের নিচে সজীব পদার্থ, সজীব পদার্থ অন্য সজীব পদার্থই চায়। ডঃ জুল্‌স্‌ সীগল স্থির করল, ওর নিজের ফ্ল্যাটে আজ রাতে একটা মোক্ষম চেষ্টা দেবে। জুল্‌সের ইচ্ছা ছিল চালাকির শরণ না নিয়েই ওকে আয়ত্ত করে, কিন্তু চালাকিই যদি করতে হয় তবে তাও করবে। বিজ্ঞানের জন্য কি না করা যায়। তা ছাড়া এ বেচারা তো সেটার জন্যই মরে যাচ্ছে।

লুসি বলে উঠল, "জুল্‌স্‌, থামো, থামো লক্ষীটি।" তখুনি জুল্‌স্‌ বেজায় অনুতপ্ত হয়ে বলল, "আচ্ছা, বেশ, মানিক।" লুসির কোলে মাথা রেখে, ওর নরম উরু দুটিকে বালিশ বানিয়ে ছোট একটা ঘুম দিয়ে নিল জুল্‌স্‌। লুসির কিলবিল করে ওঠা, লুসির কটিদেশের উত্তাপ, সব দেখে ওর হাসি পাচ্ছিল। তারপর যেই লুসি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল, খেলাচ্ছলে ওর হাতের কব্জি ধরে রাখল, যেন আদর করে, কিন্তু আসলে ওর নাড়ি দেখবার জন্য। ঘোড়ার মতো ধমনীর বেগ। আজ ওকে আয়ত্ত করতেই হবে, রহস্য ভেদ

করতেই হবে, তা সে ছাই যাই হোক না কেন। এই আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ডঃ জুল্‌স্‌ সীগল ঘুমিয়ে পড়ল।

লুসি চেয়ে চেয়ে জলাধারের চারদিকের লোকদের দেখতে লাগল। দু বছরও হয়নি, এর-ই মধ্যে ওর জীবনের এতখানি পরিবর্তন হতে পারে, এ-কথা সে ভাবতেও পারত না। কনি কর্লিয়নির বিয়ের দিন ওর সেই 'মূঢ়তার' জন্য সে কখনো অনুতপ্ত হয়নি। ওর জীবনে এমন অপূর্ব ঘটনা কখনো ঘটেনি। স্বপ্নে লুসি সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি করত। যেমন বারে বারে পরবর্তী কটা মাসের পুনরাবৃত্তি করত।

সপ্তাহে একদিন সনি ওর কাছে আসত, কখনো বেশি, কিন্তু কখনো তার চাইতে কম নয়। সনিকে পুনরায় দেখার আগের দিনগুলিতে ওর সারা দেহে সে কি যন্ত্রণা। পরস্পরের জন্য ওদের এই কামনা ছিল নিতান্ত আদিম, প্রাথমিক, তার মধ্যে কাব্যের কিংবা মনীষিতার মিশ্রণ ছিল না। এ ছিল সব চাইতে স্থূল ধরনের প্রেম, স্রেফ দৈহিক প্রেম, বিপরীত মাংসের জন্য মাংসের কামনা।

সনি যেই ফোন করে বলত সে আসছে, লুসি অমনি দেখে রাখত বাড়িতে যথেষ্ট মদ আছে কিনা, রাতের ও সকালের জন্য যথেষ্ট খাবার আছে কি না, কারণ সনি বেশ বেলা করে বিদায় নিত। প্রাণ ভরে ওকে পেতে চাইত সনি, ও-ও তাকে প্রাণ ভরে পেতে চাইত। সনির নিজের চাবি ছিল, ও দরজা দিয়ে ঢুকবা-মাত্র লুসি ওর বিশাল বাহুবন্ধনে ছুটে যেত। পশুর মতো সোজাসুজি কারবার ছিল ওদের, পশুর মতো আদিম ভাবে। লুসির বাড়ির হলঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রেম করত ওরা, সেই প্রথম দিনের প্রেম করার পুনর্ঘটন হত, তারপর লুসিকে তুলে শোবার ঘরে নিয়ে যেত সনি।

বিছানায় শুয়েও প্রেম করত ওরা। খালি গায়ে ষোল ঘণ্টা কাটাত বাড়ির মধ্যে। মহা ঘটা করে রাঁধত লুসি। মাঝে মাঝে সনির টেলিফোন আসত, সম্ভবতঃ কাজের কথা হত, লুসি কখনো শুনত না। সনির দেহটাকে আদর করতে ও ব্যস্ত থাকত, হাত বুলোত, চুমু খেত, মুখ গুঁজে রাখত। মাঝে মাঝে সনি পানীয় আনবার জন্য উঠত, ওর পাশ দিয়ে যেতেই, লুসি হাত বাড়িয়ে ওর নগ্ন দেহ স্পর্শ করত, ধরে রাখত, প্রেম নিবেদন করত, যেন সনির দেহের অঙ্গগুলো ওর খেলার জিনিস। বিশেষ ভাবে তৈরি, বিচিত্র, নির্দোষ খেলনা, বড় পরিচিত, তবু তার মধ্যে কত অপ্রত্যাশিত আনন্দের বিকাশ। প্রথম প্রথম নিজের এই উচ্ছ্বাসের জন্য লুসি লজ্জা বোধ করত, পরে দেখল এতে দয়িত খুশি হয়, তার দেহের আকর্ষণের কাছে লুসির সম্পূর্ণ নতি স্বীকারে সনির আত্মতৃপ্তি বাড়ত। এই সমস্তর মধ্যে একটা পশুসুলভ নির্মল ভাব ছিল। দুজনে দুজনকে পেয়ে ওরা বড় সুখী ছিল।

যখন সনির বাবা রাস্তার মধ্যে আততায়ীর গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হলেন, সেই প্রথম লুসির মনে হয়েছিল তাহলে সনিরও তো বিপদ ঘটতে পারে।

সেদিন বাড়িতে একা বসে লুসি ফুঁপিয়ে কাঁদেনি, জানোয়ারের মতো গলা তুলে বিলাপ করেছিল। সনি যখন তিন সপ্তাহের মধ্যে একবারও এল না, তখন লুসির উপজীব্য হয়ে উঠেছিল ঘুমের বড়ি, মদ, আর হৃদয়ের বেদনা। সে বেদনা ছিল বাস্তবিক দেহেরই বেদনা, ওর গা ব্যথা করত। অবশেষে যখন সনি এল, সমস্তক্ষণ তাকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকল লুসি। এর পর প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার আসত সনি, যতদিন না সে নিহত হয়েছিল।

খবরের কাগজে ওর মৃত্যুসংবাদ পড়েছিল লুসি। সেই রাতে রাশি রাশি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল সে। কে জানে কেন, তাতে মরেনি লুসি; বেজায় অসুস্থ হয়ে টলতে টলতে ফ্ল্যাটের হলঘর থেকে বেরিয়ে এসে, লিফটের সামনে মাটিতে পড়ে গেছিল। সেখান থেকে ওকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সনির সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা বিশেষ কেউ জানত না, কাজেই সংবাদপত্রে ওর সম্বন্ধে মাত্র কয়েক ইঞ্চি বিবৃতি বেরিয়েছিল।

ও যখন হাসপাতালে ছিল, টম হেগেন ওকে দেখতে আর সমবেদনা জানাতে গেছিল। লাস ভেগাসে সনির ভাই ফ্রেডি যে হোটেলটি চালাত, সেখানে টম হেগেনই ওর জন্য একটা চাকরি ঠিক করে দিয়েছিল। টম হেগেনই ওকে বলেছিল যে কর্লিয়নি পরিবারের কাছ থেকে ও একটা বার্ষিক আয় পাবে, সনি ওর জন্য এই ব্যবস্থা করেছিল। টম জিজ্ঞাসা করেছিল ও অন্তঃসত্ত্বা কি না, যেন সেই জন্যই লুসি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। লুসি বলেছিল সে অন্তঃসত্ত্বা নয়। সেই মর্মান্তিক রাতে সনি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না, কিংবা ফোন করে আসবার কথা বলেছিল কি না জিজ্ঞাসা করাতে, লুসি বলেছিল, না, আসেওনি, ফোনও করেনি। কাজ শেষ হয়ে গেলে লুসি সর্বদা সনির জন্য বাড়িতে বসে থাকত। সত্যি কথাই বলেছিল লুসি, "একমাত্র ওকেই আমি ভালোবাসতে পেরেছি, আর কাউকে কখনো পারব না।" লক্ষ্য করেছিল, কথাটা শুনে হেগেন একটু আশ্চর্যও হল। লুসি জিজ্ঞাসা করেছিল, "কথাটাকে কি অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে? তুমি যখন ছোট ছেলে ছিলে, ও-ই না তোমাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল?"

হেগেন বলেছিল, "তখন ও অন্য রকমের ছিল। বড় হয়ে একেবারে বদলে গেছিল।"

লুসি বলেছিল, "আমার কাছে নয়। অন্যদের কাছে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়।" তখনো লুসির শরীর বড় দুর্বল, ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেননি যে সনি ওর সঙ্গে বড় কোমল ব্যবহার ছাড়া কখনো আর কিছু করেনি। কখনো রাগ করেনি, এতটুকু বিরক্ত হয়নি, ঘাবড়ায়নি।

লুসির লাস ভেগাস যাবার সব বন্দোবস্ত হেগেন করে দিয়েছিল। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয়েছিল, হেগেন নিজে ওকে বিমানঘাঁটিতে নিয়ে গেছিল,

ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল সেখানে গিয়ে নিঃসঙ্গ মনে হলে, কিংবা কোনো অসুবিধার কারণ হলে, হেগেনকে যেন জানায়, সে যেমন করে পারে ওকে সাহায্য করবে।

প্লেনে উঠবার আগে, একটু ইতস্ততঃ করে লুসি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এ-সব করছ সনির বাবা জানেন?"

হেগেন মৃদু হেসে বলল, "আমি তাঁর হয়ে এবং নিজের হয়ে এ-সব করছি। এ-সমস্ত বিষয়ে তিনি বড় সেকেলে, সনির বৈধ স্ত্রীর বিরুদ্ধে কখনো তিনি কিছু করবেন না। কিন্তু ওঁর মতে তুমি একজন তরুণী, কাজেই সনির আর একটু আক্কেল থাকা উচিত ছিল। তাছাড়া তুমি যখন অতগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললে, সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল।" টম হেগেন লুসিকে বলেনি যে ডনের কাছে কারো পক্ষে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করাটাই একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

লাস ভেগাসে আঠারো মাস বাস করার পর, লুসি এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল যে এখন তাকে প্রায় সুখীই বলা চলে। কোনো কোনো রাতে সে সনির স্বপ্ন দেখত, তারপর ভোরের আগে জেগে উঠে নিজেকে নিজে আদর করে স্বপ্নটাকে আরো প্রলম্বিত করত, যতক্ষণ না আবার চোখে ঘুম আসে। সেই অবধি লুসি কোনো পুরুষমানুষের দিকে তাকায়নি। কিন্তু লাস ভেগাসে সে মনের মতো জীবন পেয়েছিল। হোটেলের জলাধারে সাঁতার কাটত, লেক মীডে নৌকোয় বেড়াত আর ছুটির দিনে মরুভূমির মধ্যে মোটরে করে ঘুরত। আগের চাইতে রোগা হয়ে গেছিল লুসি, তাতে শরীরের গড়নটাকে আরো সুন্দর লাগত। এখনো লুসি ভোগবিলাসী ছিল, কিন্তু প্রাচীন ইতালীয় ধরনে না হয়ে, নব্য মার্কিনী ধরনে। হোটেলের জন-সংযোগ বিভাগে অভ্যর্থনা-কর্মীর কাজ করত সে। ফ্রেডির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, তবে দেখা হলেই ফ্রেডি একটু দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে গল্প করে যেত। ফ্রেডির এত পরিবর্তন দেখে লুসি আশ্চর্য হয়ে গেছিল। মহিলাদের সঙ্গে তার আজকাল ভারি ভাব; চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদ পরত; জুয়োখেলার শৌখীন হোটেল ব্যবসায়ে তার বাস্তবিক দক্ষতা ছিল। আবাসিক দিকটা ফ্রেডি পরিচালনা করত, ক্যাসিনোর মালিকরা সাধারণতঃ এ কাজ করত না। সুদীর্ঘ, বেজায় গরম গ্রীষ্মের মরসুমের আর হয়তো সক্রিয় যৌন জীবনের ফলে সেও রোগা হয়ে গেছিল। তার ওপর হলি-উডে তৈরি পোশাক-আশাকের জন্য ওকে মারাত্মক রকমের খাপসুরৎ দেখাত।

ছ মাস বাদে টম হেগেন লাস ভেগাসে এসেছিল লুসির কি হল দেখতে। প্রত্যেক মাসে লুসি ছশো ডলারের একটা চেক পেত, তার ওপর মাইনেটাও ছিল। হেগেন বুঝিয়ে বলেছিল যে ঐ চেকের টাকা কোথা থেকে আসছে সেটা দেখানো দরকার, তাই লুসি যেন ওকে সম্পূর্ণ আমমোক্তারনামা সই করে দেয়, তাহলে হেগেনের পক্ষে টাকাটা এনে দেওয়ার সুবিধা হবে। আরো বলেছিল হেগেন, বিধিমতে লুসির নাম হোটেলের মালিকানার ফর্দে পাঁচ পয়েন্টের

অধিকারিণী বলে উঠবে। নেভাডার আইনমতে ওর যা কিছু করণীয় তার সবই করতে হবে; অবশ্য ওর নিজের দায়িত্ব খুব কমই থাকবে, সমস্ত কর্তব্যই ওর হয়ে করে দেওয়া হবে। কিন্তু হেগেনের অনুমতি ছাড়া যেন এ বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা না করে। সব দিক দিয়ে আইনের কাছে ওর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে, ও প্রতি মাসে নিয়মিত টাকা পাবে। কর্তৃপক্ষ থেকে কিংবা কোনো আইন সংস্থা থেকে ওকে কখনো কোনো প্রশ্ন করা হলে, লুসি যেন সোজাসুজি তার উকিলকে জানিয়ে দেয়, তাহলে ওকে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

এতে লুসি সম্মত হয়েছিল। ব্যাপারখানা ও সমস্তই বুঝেছিল, কিন্তু ওকে যে-ভাবে কর্লিয়নিদের সুবিধায় লাগানো হচ্ছিল তাতে ওর কোনোই আপত্তি ছিল না। ওর মনে হয়েছিল এটুকু ওর করাই উচিত। কিন্তু হেগেন যখন বলল হোটেলের চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে এবং ফ্রেডি ও ফ্রেডির ওপরওয়ালার ওপর দৃষ্টি রাখতে, তখন লুসি বলল, "ও টম, ফ্রেডির ওপরেও চোখ রাখতে হবে নাকি?" ফ্রেডির ওপরওয়ালাটি হোটেলের অনেকগুলো শেয়ারের মালিক ছিল, সে-ই হোটেলটা চালাত।

লুসির কথায় হেগেন হেসেছিল, "ফ্রেডির বাবা ওর জন্য বড্ড ভাবেন। ঐ মো গ্রীনটি ওর সঙ্গী, সে বড়ই উঁচুতে ওড়ে, আমরা শুধু এইটুকু চাইছিলাম যে ফ্রেডি যেন কোনো বিপদে না পড়ে।" লুসিকে একথা বুঝিয়ে বলা দরকার বলে হেগেনের মনে হল না যে লাস ভেগাসের মরুভূমির মধ্যিখানে এই হোটেল তৈরি করতে ডন কর্লিয়নি যে অজস্র টাকা ঢেলেছিলেন তার কারণ শুধু তাঁর ছেলের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় সৃষ্টি করা নয়, বৃহত্তর প্রচেষ্টার চৌকাঠ পেরোবার ইচ্ছাটাও তাঁর ছিল।

এই সাক্ষাৎকারের অল্পদিন বাদেই হোটেলের আবাসিক চিকিৎসকের পদে বহাল হয়ে ডঃ জুল্স্ সীগল এসেছিল। খুব রোগা, খুব সুদর্শন, ভারি প্রীতিকর ধরন-ধারণ, ডাক্তার হবার পক্ষে বয়সটা যেন বড়ই কম, অন্ততঃ লুসির সেই রকম মনে হত। ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, যখন লুসির হাতের কব্জির ওপরে একটা পিণ্ডমতো হয়ে ফুলে উঠেছিল। কয়েক দিন তাই নিয়ে উদ্বেগে কাটাবার পর, একদিন সকালে হোটেলের মধ্যে ডাক্তারের আপিসে গিয়ে লুসি উপস্থিত হয়েছিল। হোটেলের কোরাসের দুজন নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েও অপেক্ষা করছিল, তারা নিজেদের মধ্যে গালগল্প করছিল। সোনালী চুল, পীচফলের মতো রূপ তাদের; এরকম চেহারা দেখলে লুসির ঈর্ষা হত। দেখতে যেন দেবদূত। কিন্তু একজন আরেকজনকে বলছিল, "মাইরি বলছি, আরেকবার হলে আমি নাচা ছেড়ে দেব।"

ডঃ জুল্স্ সীগল যখন দরজা খুলে একজন মেয়েকে ডেকে নিলেন, লুসির ইচ্ছা করছিল চলে যায়; যদি ব্যাধিটা আরো ব্যক্তিগত আর গুরুতর হত,

গ-২—৬

তাহলে সত্যিই চলে যেত সে। ডঃ সীগলের পরনে ছিল স্ল্যাক্স আর গলা খোলা শার্ট। চোখে শিং-এর ফ্রেমের চশমা থাকাতে আর শান্ত গম্ভীর ধরন-ধারণে অবস্থাটার খানিকটা উন্নতি হয়েছিল, তবু দেখে মনে হয়েছিল কেমন যেন ঘরোয়া ধরনের মানুষ। ভিতরে ভিতরে লুসি ছিল সেকেলে, তাই সেকেলে লোকদের মতো ওরও বিশ্বাস ছিল চিকিৎসকদের ঘরোয়া ভাব থাকতে নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন লুসি ডাক্তারের ঘর অবধি পৌঁছল, ডাক্তারের ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা আশ্বাস পেল যে ভয়ভীতিগুলো সঙ্গে সঙ্গে উবে গেল। প্রায় কিছুই বলেনি ডাক্তার, তাই বলে কিছু রূঢ়ও হয়নি, সময় নিয়ে ওকে দেখেছিল। যখন লুসি জানতে চাইল ফুলোটা কি ব্যাপার, ধৈর্য ধরে ডাক্তার বুঝিয়ে বলেছিল ওটা খুবই সাধারণ একটা অংশুপিণ্ড, ওতে ক্যান্সারের কোনো ভয়ও নেই, দুশ্চিন্তারো কারণ নেই। তারপর একটা মোটা ডাক্তারি বই তুলে বলেছিল, হাতটা একটু বাড়ান দেখি।"

ভয়ে ভয়ে হাতটা বাড়িয়েছিল লুসি। ওর দিকে চেয়ে এই প্রথম একটু হাসল ডাক্তার, "একটা অস্ত্রোপচারের ফী থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছি। এই বইয়ের এক বাড়ি দিলেই ওটা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। পরে আবার গজাতে পারে বটে, কিন্তু কাটাকুটি করতে গেলে আপনার টাকাও খরচ হবে, আবার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ও বেড়াতে হবে। কি বলেন ?"

তখন লুসিও ওর দিকে ফিরে হেসেছিল। যে কারণেই হোক, ডাক্তারের ওপর তার বিশ্বাস জন্মে গেছিল। বলেছিল, "বেশ।" পর মুহূর্তেই লুসি চিৎকার করে উঠেছিল, কারণ ডাক্তার সেই ভারি বইটা দিয়ে দুম্ করে ওর হাতে এক বাড়ি বসিয়ে দিয়েছিল। ফলে ফুলো জায়গাটা প্রায় সমান হয়ে গেছিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, "খুব লাগল নাকি ?"

লুসি বলল, "না।" ডাক্তার ওর কেসের বিবৃতির কার্ড লিখতে লাগল, লুসি তাকিয়ে রইল। "ব্যস, আর কিছু না ?"

ডাক্তার মাথা দুলিয়ে জানাল আর কিছু না। ওর দিকে আর নজর দিল না। লুসি বিদায় নিল।

এক সপ্তাহ বাদে কফির দোকানে আবার দেখা ; ডাক্তার এসে লুসির পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, "হাত কেমন ?

হেসে লুসি বলল, "খুব ভালো। নিজের নিয়মে চলেন বটে, কিন্তু আপনার কাজ খুব ভালো।"

একগাল হাসল ডাক্তার, "আপনার কোনো ধারণাই নেই আমি কতখানি নিজের নিয়মে চলি। আর আমিও জানতাম না আপনি এত বড়লোক। ভেগাসের 'সান্' পত্রিকাতে হোটেলের মালিকানার ফর্দ বেরিয়েছে, আপনার দেখছি দিব্যি দশ পয়েন্ট রয়েছে। ঐ পিণ্ডটার জন্য বেশ দু পয়সা করে নিতে পারতাম।"

হঠাৎ হেগেনের সতর্কবাণীর কথা মনে পড়াতে লুসি কোনো উত্তর দিল না। আবার দাঁত বের করে হাসল ডাক্তার, "কোনো চিন্তা নেই, আমি ব্যাপারটা বুঝি, আপনি শুধু একটা পুতুল। ঐ রকম পুতুলে ভেগাস বোঝাই। আমার সঙ্গে আজ রাতে একটা শো দেখতে যাবেন নাকি? আমি আপনাকে ডিনার খাওয়াব। তারপর ক্যাসিনোতে রুলেট্ খেলার 'চিপ্' পর্যন্ত কিনে দেব।"

লুসি দোমনা করছিল। ডাক্তার পেড়াপীড়ি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লুসি বলল, "যেতে তো ইচ্ছে করে, কিন্তু সন্ধ্যার শেষটা দেখে না আপনি হতাশ হন। এখানকার মেয়েদের মতো আমি কিন্তু আসলে খুব একটা চাল দিই না।"

প্রফুল্লচিত্তে জুল্‌স্ বলেছিল, "সেই জন্যেই তো আপনাকে বলছি। নিজের জন্যেও যে এক রাতের বিশ্রামের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে রেখেছি।"

লুসি হাসল ওর দিকে চেয়ে, একটু করুণ ভাবে বলল, "অতটা চোখে পড়ার মতো নাকি?" মাথা নাড়ল ডাক্তার। তখন লুসি বলল, "বেশ, তাহলে সাপার খেতে যাব। কিন্তু রুলেটের 'চিপ্' আমি নিজে কিনব।"

সাপার খেতে, শো দেখতে গিয়েছিল ওরা; জুল্‌স্ ওকে খুব হাসিয়েছিল ডাক্তারি পরিভাষায় মহিলাদের নগ্ন উরুর আর বক্ষদেশের বর্ণনা দিয়ে; তাই বলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কিছু বলেনি, ভারি সরস ভাবেই বলেছিল। পরে ওরা একই চক্রে রুলেট খেলে, একশো ডলারের বেশি জিতেছিল। আরো পরে চাঁদের আলোয় বোল্ডার বাঁধে মোটরে বেড়াতে গেছিল। সেখানে ডাক্তার একটু প্রেম করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দুটো-একটা চুমু খাওয়ার পর লুসি আপত্তি জানালে মেনে নিয়েছিল যে ও বাস্তবিকই ওসব চায় না, তখন ডাক্তার ক্ষান্ত হয়েছিল। হাসিমুখেই সে পরাজয় বরণ করেছিল। আধা-অপরাধীর মতো লুসি বলেছিল, "বলেই ছিলাম ও-সব আমার চলবে না।"

জুল্‌স্ বলল, "আহা, আমি একটা চেষ্টা না দিলে, তুমিই তো অপমান বোধ করতে।" হাসতে বাধ্য হয়েছিল লুসি, কারণ কথাটা সত্যি।

এর পর কয়েক মাসের মধ্যে ওরা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তাকে প্রেম বলে না, কারণ ওরা কখনও প্রেম করত না। লুসি ওকে কিছু করতেই দিত না। দেখত এতে ডাক্তার কিঞ্চিৎ বিস্মিত হত, কিন্তু অন্য পুরুষদের মতো আহত হত না, তাতে ওর ওপর লুসির আস্থা আরো বেড়ে গেছিল। ও আবিষ্কার করেছিল যে বাইরে গুরুগম্ভীর পেশাদারী ডাক্তারি চেহারার তলায় তলায় ভারি ফুর্তিবাজ বেপরোয়া একটা মানুষ বাস করত। শনি রবিবার ডাক্তার একটা সংস্কার করা এম-জি গাড়ি নিয়ে ক্যালিফর্নিয়ার মোটর রেসে যোগ দিত। ছুটি নিয়ে, মেক্সিকোর অভ্যন্তরে চলে যেত, লুসিকে বলত সে বড় বুনো জংলী জায়গা, পায়ের জুতোর লোভে ওখানকার লোকরা বিদেশীদের

খুন করতে ছাড়ে না, হাজার বছর আগেকার আদিম জীবনযাত্রা ওখানে এখনো চলেছে। দৈবাৎ লুসি জানতে পেরেছিল জুল্স্ একজন অস্ত্র-চিকিৎসক, এককালে নিউ ইয়র্কের কোনো বিখ্যাত হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

এ-সব শুনে ওর আরো আশ্চর্য লাগত, তাহলে জুল্স্ কেন এই হোটেলে চাকরি নিল। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল, "তোমার গোপন রহস্য আমাকে বললে, আমারটাও তোমাকে বলব।"

মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছিল লুসির, ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিল। জুল্স্ও ও-বিষয়ে আর কিছু বলেনি। ওদের সম্পর্কটা আগের মতোই রইল,' অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, তার ওপর লুসি যে কতখানি নির্ভর করত, সে নিজেই বুঝত না।

এই মুহূর্তে জুল্সের সোনালী মাথা কোলে নিয়ে জলাধারের ধারে বসে লুসির চিত্ত ওর প্রতি গভীর স্নেহে অভিভূত হয়ে উঠল। লুসির দেহ কামনায় ব্যথিত হয়ে উঠল, নিজের অজ্ঞাতে জুল্সের গলায় হাত বুলোতে লাগল সে। মনে হল জুল্স্ ঘুমোচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছে না, গায়ের সঙ্গে জুল্সের গায়ের স্পর্শ লাগতেই লুসি উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। হঠাৎ ওর কোল থেকে মাথা তুলে, জুল্স্ উঠে দাঁড়াল। ওর হাত ধরে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে ওকে সিমেণ্ট বাঁধানো পথের ওপর তুলল জুল্স্। বাধ্য শিষ্যার মতো ওর পিছন পিছন চলল লুসি; একটি কটেজে জুল্স্ থাকত, সেখানেও লুসি ওর সঙ্গে গেল। ভিতরে ঢুকে দুজনের জন্য জুল্স্ দুটি লম্বা গেলাসে পানীয় ঢালল। বাইরের চোখঝলসানো রোদের আর নিজের কামময় চিন্তার ওপর ঐ পানীয় লুসির মাথায় চড়ে গেল, মাথা ঘুরতে লাগল। তখন জুল্স্ ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল, সাঁতারের পোশাক পরা প্রায় অনাবৃত দেহের সঙ্গে দেহ সংলগ্ন হল। নিচু গলায় লুসি বলেছিল, "কর না।" কিন্তু কণ্ঠে কোনো প্রত্যয় ছিল না, জুল্স্ কান দেয়নি। তাড়াতাড়ি ওর অন্তর্বাস খুলে ওর ভারি বক্ষে আদর করল জুল্স্, ওর সাঁতারের পোশাক ছাড়িয়ে ওর সর্বাঙ্গে, সুডৌল উদরে, উরুতে চুমো খেতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের সাঁতারের পোশাক ছেড়ে ওকে জড়িয়ে ধরল জুল্স্। তারপর শয্যার ওপর ওদের মিলন হল, এতটুকু স্পর্শ লাগতেই লুসির দেহের চরম মুহূর্ত উপস্থিত হল, তার পরেই জুল্সের দেহের ভঙ্গি থেকে বোঝা গেল সে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে। সনিকে পাবার আগেকার সেই বিষম লজ্জা আবার লুসিকে গ্রাস করল, কিন্তু জুল্স্ লুসির শরীরটাকে খাটের কিনারায় বিশেষ ভাবে রক্ষা করে পুনরায় মিলন ঘটাল, ওকে চুমো খেল জুল্স্, এবার সেও চরিতার্থ হল।

ওর দেহ থেকে জুল্স্ সরে যেতেই লুসি খাটের কোনায় শরীরটাকে গুঁজে

কাঁদতে লাগল। এ কি লজ্জা তার। তারপরেই চমকে উঠে শুনল জুল্‌স্‌ আস্তে আস্তে হাসছে। জুল্‌স্‌ বলল, "ওরে মুখ্যু ইতালীয় মেয়ে, এইজন্যেই বুঝি এতদিন আমাকে অস্বীকার করেছ। হাঁদা কোথাকার।" ওর মুখের ঐ সস্নেহ 'হাঁদা' ডাক শুনে ওর দিকে ফিরল লুসি। জুল্‌স্‌ তার নগ্ন দেহ বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "স্রেফ মধ্যযুগীয়, একেবারে মধ্যযুগীয়।" ওর কণ্ঠস্বরে কত সান্ত্বনা, কত আশ্বাস, কান্নার মধ্যে দিয়ে সেটা অনুভব করল লুসি।

জুল্‌স্‌ একটা সিগারেট ধরিয়ে ওর মুখে পুরে দিয়েই ধোঁয়া খেয়ে লুসি কেশে উঠল, কান্না থামাতে হল। জুল্‌স্‌ বলল, "এবার আমার কথা শোন, তুমি যদি আরেকটু আধুনিক হতে, বিংশ শতাব্দীর পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা পেতে, তাহলে তোমার সমস্যা কোন্ কালে মিটে যেত। এবার তোমার অসুবিধাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি। তোমার সমস্যা কুচ্ছিত হওয়ার জন্য, কর্কশ চামড়ার, কিংবা ট্যারা চোখের জন্য নয়, ওসব জিনিস প্ল্যাস্টিক সার্জারি দিয়েও সম্পূর্ণ সারানো যায় না। তোমার সমস্যাটা বরং থুত্‌নিতে একটা আঁচিল কিংবা জড়ুল থাকার মতো, কিংবা কানের গড়নে দোষ থাকার মতো। যৌন দিক থেকে ও-বিষয়ে চিন্তা করা ছাড়ো। এ-কথা ভাবা বন্ধ কর যে তোমার শ্রোণীর আকার বড় বলে কোনো পুরুষ সঙ্গম করে সুখ পেতে পারে না। খানিকটা গড়নের দোষ আছে বটে, ডাক্তাররা তাকে বলে শ্রোণীর তলদেশের দুর্বলতা। সাধারণতঃ সন্তান প্রসবের পর ওরকম হয়ে থাকে, হাড়ের আকৃতির দোষেও হয়। অনেক মেয়েরই অমন থাকে, তারা মহা অসুখী অবস্থায় জীবন কাটায়, অথচ সামান্য একটা অপারেশন করিয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। অনেকে এর জন্য এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। তোমার এমন অপূর্ব গড়ন, তোমারও যে ঐ সমস্যা তা আমি ভাবতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম মানসিক কিছু বোধ হয়, কারণ তোমার কাহিনী আমার জানা আছে, তুমি নিজেও অনেকবার বলেছ, তোমার আর সনির কথা। কিন্তু একবার যদি তোমার শরীরটাকে ভালো করে পরীক্ষা করতে দাও, তাহলেই আমি বলে দিতে পারব কতখানি কি করা দরকার হবে। এবার যাও, শাওয়ারে স্নান কর।"

লুসি গিয়ে শাওয়ারে স্নান করল। ওর আপত্তি সত্ত্বেও অনেক ধৈর্য ধরে জুল্‌স্‌ ওকে পা আলগা করে খাটে শোয়াল। ঘরে একটা বাড়তি ডাক্তারি ব্যাগ থাকত, সেটা খোলাই ছিল। খাটের পাশে, ওপরে কাচ দেওয়া একটা ছোট টেবিল ছিল, তার ওপরেও কিছু যন্ত্রপাতি ছিল। পেশাদারী ডাক্তার বনে গেল জুল্‌স্‌, লুসিকে পরীক্ষা করল, ভেতরে আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালো করে দেখল। লুসি একটু কুণ্ঠা বোধ করছিল, কিন্তু জুল্‌স্‌ ওর নাভির ওপর চুমো খেয়ে বলল, "এই প্রথম কাজ করে আনন্দ পেলাম।" তারপর ওকে উপুড় করে শুইয়ে গুহ্যদ্বারও পরীক্ষা করল। পরীক্ষা করার সময় সস্নেহে ওর

গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল জুল্‌স্। পরীক্ষা হয়ে গেলে, আবার ওকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে, ঠোঁটে চুমো খেয়ে বলল, "মানিক, আমি তোমার শরীরটাকে আবার নতুন করে গড়ে দেব, তারপর নিজে পরীক্ষা করে দেখব। এ বিষয়ে এই আমার প্রথম ডাক্তারি প্রচেষ্টা, তাই নিয়ে ডাক্তারি পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে পারব।"

সব কিছুই জুল্‌স্ এমন একটা সরল সস্নেহ ভাব নিয়ে করছিল, লুসির ওপর ওর মনের টানটি এত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে লুসির সেই লজ্জা পাওয়ার, অপ্রতিভ হওয়ার ভাবটা একেবারে কেটে গেল। এমন কি তাক থেকে ডাক্তারি বই নামিয়ে ওর মতো আরেকটা কেসের বিবৃতি আর অস্ত্রোপচারের কথাও জুল্‌স্ ওকে শোনাল। লুসি দেখল তারও বাস্তবিক কৌতূহল হচ্ছে।

জুল্‌স্ বলল, "স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এটার দরকার আছে। এখন সারিয়ে না নিলে, পরে তোমার শরীরের সমস্ত নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটার গোলমাল হয়ে যাবে। অস্ত্র করে শুধরে না নিলে, জায়গাটা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায়। বড়ই দুঃখের কথা যে সেকেলে কুণ্ঠার কারণে অনেক ডাক্তার কোথায় গলদ, তাই নির্ণয় করতে পারেন না, তাই রুগীর কোনো সুরাহাও হয় না; ঐ একই কারণে অনেক মেয়েও মুখ ফুটে কিছু বলে না।"

লুসি বলে উঠল, "ও বিষয়ে আর কিছু বল না, দোহাই তোমার।"

জুল্‌স্ বুঝতে পারছিল লুসি তার গোপন রহস্যের কথা, তার 'বিশ্রী বিকৃতির' কথা ভেবে এখনো লজ্জিত, কুণ্ঠিত। ডাক্তারি প্রশিক্ষণ পাওয়া জুল্‌সের মনে হচ্ছিল এ বড় বোকামি, তবু ওর মনটা এতই কোমল যে সহানুভূতিও হচ্ছিল। সেটাই ছিল লুসির মন ভালো করে দেবার প্রকৃষ্ট উপায়।

জুল্‌স্ বলল, "বেশ, এখন তো তোমার গোপন কথাটা আমি জেনে ফেললাম, এবার আমারটাও তোমাকে বলি। তুমি কেবলই আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার মতো পূর্বাঞ্চলের একজন কমবয়সী, প্রতিভা-সম্পন্ন ডাক্তার এই শহরে কি করতে এসেছে।" নিজের বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটা বিবৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করল জুল্‌স্, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি গর্ভপাতের বিশেষজ্ঞ; এমনিতে কাজটা খুব মন্দ নয়, ডাক্তারি পেশার অর্ধেকটাই মন্দ নয়। কিন্তু আমি ধরা পড়ে গেছিলাম। কেনেডি নামে আমার এক ডাক্তার বন্ধু ছিল, আমরা একসঙ্গে হাসপাতালের মধ্যে চিকিৎসা করতাম; সে বাস্তবিক বড় সজ্জন, সে বলেছিল আমাকে সাহায্য করবে। যতদূর জানি, টম হেগেন তাকে বলেছিল কখনো কোনোরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে, কর্লিয়নি পরিবার ওর কাছে ঋণী, এ-কথা যেন মনে রাখে। কাজেই কেনেডি হেগেনের সঙ্গে কথা বলেছিল। তার পরেই শুনলাম আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আর পূর্বাঞ্চলের কর্তৃপক্ষ আমাকে ব্ল্যাক্-লিস্ট করে দিল। তাই কর্লিয়নি পরিবার আমার এই চাকরিটা

করে দিয়েছিল। ভালো রোজগার; প্রয়োজনীয় কাজ করি। এইসব নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েগুলো কেবলই ফ্যাসাদে পড়ে, আমার কাছে সময়মতো এলে ওদের গর্ভপাত করিয়ে দেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। পোড়া হাঁড়ি চাঁচার মতো করে সব কিউরেট করে দিই। ঐ ফ্রেডি কর্লিয়নিটি সাংঘাতিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় আমি এখানে আসার পর গোটা পনেরো মেয়েকে বিপদে ফেলেছে। সত্যি সত্যি ভাবছি ওর সঙ্গে একদিন যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে বাপের মতো কিছু জ্ঞান দেব। বিশেষতঃ যখন তিনবার গনরিয়া আর একবার সিফিলিসের জন্য ওর চিকিৎসা করতে হয়েছে। সাংঘাতিক লম্পট ঐ ফ্রেডি।"

জুল্স্ চুপ করল। ইচ্ছে করেই ভিতরের কথা বলে দিচ্ছিল সে, এ-রকম সে বড় একটা করত না, ওর উদ্দেশ্য ছিল লুসিকে জানিয়ে দেওয়া যে অন্য লোকদেরও, এমন কি ফ্রেডি কর্লিয়নির মতো যাদের লুসি শ্রদ্ধা ও ভীতির চোখে দেখত, তাদেরও অনেক গোপন লজ্জার কথা থাকে।

জুল্স্ বলল, "মনে কর তোমার শরীরের এক টুকরো ইলাস্টিক ঢিলে হয়ে গেছে, তার খানিকটা কেটে বাদ দিলেই আবার আঁটো হয়ে যাবে।"

লুসি বলল, "বেশ, ভেবে দেখব।" কিন্তু ও জানত যে এ অপারেশন ও করাবেই, জুল্সের ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস। হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ল, "কত টাকা লাগবে?"

জুল্স্ ভুরু কুঁচকে বলল, "ও-ধরনের অস্ত্র করার যন্ত্রপাতি তো এখানে নেই, তাছাড়া ও-বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞও নই। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসে আমার একজন বন্ধু আছে, সে এ-বিষয়ে সব চাইতে দক্ষ, ওখানকার শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে বন্দোবস্ত করে দিতেও পারবে। যত সব চিত্রতারকাদের শরীর ও এঁটে দেয়। ভদ্রমহিলারা যখন দেখেন মুখের চামড়া, বুকের চামড়া টেনে তুলে সেলাই করিয়ে নিলেও পুরুষরা ওঁদের যথেষ্ট ভালোবাসে না, তখন ওর কাছে যান। ও আমার কাছে কিঞ্চিৎ ঋণী আছে। আমি ওর গর্ভপাতের কেস করে দিই। দেখ, নীতির কথা না উঠলে, তোমাকে কয়েকজন চিত্র-সম্রাজ্ঞীর কথা বলতাম, যারা ঐ অপারেশন করিয়েছেন।"

অমনি লুসির কৌতূহল, "আহা, বলই না।" এ তো ভারি রসালো পরচর্চার গল্প; আরেকটা কথা হল যে জুল্সের কাছে নারীসুলভ পরচর্চা-প্রীতি প্রকাশ করা যায়। ও তাই নিয়ে ঠাট্টা করবে না।

জুল্স্ বলল, "বলব, যদি আমার সঙ্গে ডিনার খাও আর রাত কাটাও। তোমার ঐ-সব বোকামির জন্য অনেক জিনিস বাকি আছে, সে সব পূরণ করতে হবে।"

এত দয়া জুল্সের মনে যে লুসি ওর প্রতি স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়ল। তবু এটুকু কোনোমতে বলল, "আমার সঙ্গে শোবার দরকার হবে না। এখন আমি যেমন আছি, এতে কোনো আনন্দ পাবে না।"

জুল্‌স্ হেসে ফেলল, "কি মুখ্যু রে বাবা, কি অবিশ্বাস্য রকমের মুখ্যু! জান না যে প্রেম করার আরো কত উপায় আছে, আরো প্রাচীন আরো বেশি সীভ্য। এমন সরল তুমি?"

লুসি বলল, "ও, তার কথা বলছ?"

ওর নকল করে জুল্‌স্ বলল, "হ্যাঁ, তার কথা বলছি। ভালো মেয়েরা ওসব করে না, বীর্যবান পুরুষরাও করে না। ১৯৪৮ সালেও নয়। দেখ মানিক, আমি তোমাকে এই লাস ভেগাস শহরেই খুদে এক বুড়ির কাছে নিয়ে যেতে পারি, এককালে সে এখানকার সব চাইতে জনপ্রিয় বেশ্যাবাড়ির কনিষ্ঠা মাসি ছিল, সেই উন্মাদ ওয়াইল্ড ওয়েস্টের সময়, হয়তো ১৮৮০ সালে। সেকালের গল্প করতে সে ভালোবাসে। জান, সে আমাকে কি বলেছে? সেকালের বন্দুকধারী, পৌরুষের প্রতিমূর্তি, বীর্যবান, কথায় কথায় গুলি ছোটানো ঐ সব 'কাউ-বয়রাও' এসে তাই চাইত, ডাক্তাররা যাকে 'ফেলাশিও' বলে। তোমার পেয়ারের সনির সঙ্গে কখনো করনি ওসব?"

এই প্রথম লুসির কথায় জুল্‌স্ বাস্তবিক অবাক হল। ওর দিকে ফিরে, লুসি জুল্‌সের মতে মোনালিসার ছবির মতো হাসল। জুল্‌সের বৈজ্ঞানিক মন সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে ছুটে গেল, এই কি তবে সেই শতাধিক বছরের রহস্যের উত্তর? লুসি শান্ত কণ্ঠে বলল, "সনির সঙ্গে সব করেছি। এই প্রথম কারো কাছে সে-কথা স্বীকার করল লুসি।

এর দু সপ্তাহ বাদে, লস অ্যাঞ্জেলেসের হাসপাতালের অপারেশনের ঘরে, জুল্‌স্ সীগল তার বন্ধু ডঃ ফ্রেডারিক কেল্‌নারকে ঐ বিশেষ অপারেশনটি করতে দেখল। লুসিকে অজ্ঞান করবার আগে, জুল্‌স্ নিচু হয়ে ফিসফিস করে ওকে বলেছিল, "ডাক্তারকে বলেছি তুমি আমার অতি বিশেষ বান্ধবী, তাই ডাক্তার খুব ভাল করে চারদিকটা এঁটে দেবে।" কিন্তু তার আগেই ঘুম পাড়াবার প্রাথমিক বড়ি খেয়ে লুসির ঘুম আসছিল, কাজেই সে একটুও হাসেনি। তবে জুল্‌সের ঐ পরিহাসটি শুনে লুসির অপারেশনের ভয় কিছুটা কমে গেছিল।

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ডঃ কেল্‌নার ছুরি বসালেন। শ্রোণীর তলদেশ শক্ত করতে হলে দুটি কাজ করতে হয়। পেশীর ঝুল কমিয়ে দিতে হয় আর যোনির ছিদ্র সামনে সরিয়ে আনতে হয়, যাতে ওপর থেকে বেশি চাপ না পড়ে। শ্রোণীর ঝুল কমানোকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় 'পেরিন্‌কোরাফি', যোনির দেয়াল সেলাই করাকে বলা হয় 'কল্পোরাফি'।

জুল্‌স্ লক্ষ্য করল, এবার ডাক্তার খুব সাবধানে কাজ করছেন, ছুরি চালাবার প্রধান বিপদ হল, যদি বেশি কাটা হয়ে যায়, তাহলে গুহ্যদ্বারে পৌঁছে যাবে। এ কেসে বিশেষ কোনো জটিলতা ছিল না। জুল্‌স্ এক্স-রে আর নানান পরীক্ষার বিবৃতি দেখেছিল। কোনো গণ্ডগোল হওয়ার কথা নয়। তবে শল্য-চিকিৎসায় সর্বদাই গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে।

কেল্‌নার 'ডায়াফ্রাম স্লিং'-এর ওপর কাজ করছিল, টি-ফর্সেপ দিয়ে যোনির খাপ ধরা ছিল, তাতে 'অ্যানি' পেশী আর 'ফ্যাসি,' অর্থাৎ যেটা দিয়ে ওটি জড়ানো থাকে, দুই-ই দেখা যাচ্ছিল। কেল্‌নারের গজ দিয়ে ঢাকা আঙুল মধ্যিখানের ঢিলা টিস্যু সরিয়ে দিচ্ছিল। জুল্‌সের চোখ ছিল যোনির দেয়ালের ওপর, সেখানে শিরা দেখা গেলেই বুঝতে হবে গুহ্যদ্বার জখম হয়েছে। কিন্তু কেল্‌নার ভারি ওস্তাদ। ছুতোর যেমন সহজে পেরেক দিয়ে কাঠ জোড়ে, তেমনি সহজে ডাক্তারও শরীরের অংশ জুড়ে নতুন জিনিস করে দিচ্ছিল।

যোনির দেয়ালের বাড়তি অংশ কেল্‌নার ছেঁটে ফেলছিল; যেখানে খানিকটা জায়গা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে এমন ভাবে সেলাই দিচ্ছিল যাতে কোনো খোঁচ-খাঁচ না গজায়। ছিদ্র এখন ছোট হয়ে গেছিল, তার মধ্যে দিয়ে কেল্‌নার তিনটি আঙুল চালাবার চেষ্টা করছিল, তারপর দুটি আঙুল। কোনোমতে দুটি আঙুল ঢুকিয়ে, ভিতরটা একবার হাতড়ে দেখল। এক মুহূর্তের জন্য জুল্‌সের দিকে তাকাল ডাক্তার, গজের মুখোশের ওপরে উজ্জ্বল নীল চোখ দুটি নেচে উঠল, যেন জুল্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করছে যথেষ্ট সরু হল কি না। তারপর আবার সেলাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সব কাজ শেষ হল। লুসিকে ট্রলি করে সুস্থ হবার জন্য 'রিকভারি রুমে' নিয়ে যাওয়া হল। জুল্‌স্‌ কেল্‌নারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ডাক্তার মহা খুশি, তার মানে নিশ্চয়ই সব ভালোভাবে হয়ে গেছে। জুল্‌স্‌কে সে বলল, "কোথাও কোনো গোলমাল নেই। ভিতরেও কিছু গজাচ্ছে না, অতি সহজ কেস। চমৎকার শরীর, এসব কেসে সেটা খুব দেখা যায় না, আর এখন তো ফুর্তি করবার সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। আমি তোমাকে ঈর্ষা করি। অবিশ্যি কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, তারপর এই আমি বলে দিলাম আমার হাতের কাজ নির্ঘাত তোমার পছন্দ হবে।"

জুল্‌স্‌ হেসে বলল, "তুমি একটি পিগ্‌মেলিয়ন, ডাক্তার। বাস্তবিক তুমি জাদু জান।"

ডঃ কেল্‌নার ঘোঁতঘোঁত করে বলল, "এ তো ছেলেখেলা, তোমার গর্ভপাতের মতো। সমাজের যদি আরেকটু বাস্তব-বুদ্ধি থাকত, তাহলে তোমার আমার মতো প্রতিভাবান লোকরা সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারত, হেতুড়েদের জন্য এসব ছেড়ে দিয়ে। ভালো কথা, আসছে হপ্তায় তোমার কাছে একটি মেয়ে পাঠাব, খুব ভালো মেয়ে, তারাই দেখছি যত রকম গোলমালে পড়ে। তাহলেই আজকের এই কাজটার শোধবোধ হয়ে যাবে।"

জুল্‌স্‌ ডঃ কেল্‌নারের করমর্দন করে বলল, "ধন্যবাদ, ডাক্তার। একবার এসোই না আমাদের ওখানে। মাগনা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে দেব।"

কেল্‌নার বাঁকা হাসি দিল। "রোজ জুয়ো খেলি, তবে তোমাদের ঐ সমস্ত রুলেটের চক্র আর ক্র্যাপের টেবিলের দরকার করে না আমার। এমনিতেই

ভাগ্যের সঙ্গে যথেষ্ট মাথা ঠোকাঠুকি করি। তুমি এখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ, জুল্‌স্! আর তুটো বছর গেলে, সত্যিকার শল্য-চিকিৎসা তুমি ভুলে যাবে। পেরেই উঠবে না।" এই বলে ডাক্তার সরে গেল।

জুল্‌স্ জানত ডাক্তারের কথায় অনুযোগ ছিল না, ও কথা বলেছিল ওকে সাবধান করে দেবার জন্য। তবু মনটা বড় দমে গেল। আরো অন্ততঃ বারো ঘণ্টা না গেলে লুসি 'রিকভারি রুম' থেকে ছাড়া পাবে না, কাজেই জুলুস্ সন্ধ্যেটা হৈচৈ করে কাটাল, খুব বেশি মদ খেল। তার একটা কারণ হল যে লুসির অপারেশনটা এত ভালোভাবে হয়ে গেছে বলে ও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।

পরদিন সকালে লুসিকে দেখতে হাসপাতালে গিয়ে জুল্‌স্ অবাক হল। ঘরময় ফুল আর তুজন লোক ওর খাটের পাশে বসে। বালিশে ঠেস দিয়ে লুসি বসেছিল, মুখখানি উদ্ভাসিত। জুল্‌সের অবাক হবার কারণটা হল লুসির সঙ্গে তার বাড়ির লোকদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল, লুসি নিজে বলেছিল ওদের খবর দিয়ে দরকার নেই, এক যদি না বাড়াবাড়ি কিছু হয়। অবশ্য ফ্রেডি কর্লিয়নি জানত একটা ছোট অপারেশনের জন্য লুসি হাসপাতালে ভরতি হয়েছে; ওকে সে রকম বলার দরকার ছিল যাতে জুল্‌স্ আর লুসি তুজনেই ছুটি পায়। ফ্রেডি বলেছিল হোটেলের তহবিল থেকে লুসির অপারেশনের সমস্ত খরচ মিটিয়ে দেওয়া হবে।

লুসি সেই লোক তুজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, অমনি একজনকে জুল্‌স্ চিনতে পারল। সে হল বিখ্যাত জনি ফণ্টেন। অন্য লোকটা লম্বা চওড়া ষণ্ডা আনাড়িপানা এক ইতালীয়, তার নাম নিনো ভ্যালেন্টি। তুজনেই জুল্‌সের সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করে, তারপর আর ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। ওরা লুসির সঙ্গে মস্করা করছিল, নিউ ইয়র্কের পুরনো পাড়ার গল্প করছিল, নানান লোক আর ঘটনার কথা বলছিল, যাতে জুল্‌সের কোনো অংশ ছিল না। কাজেই সে লুসিকে বলল, "পরে আবার আসব, এখন একবার ডঃ কোলনারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

কিন্তু জনি ফণ্টেন এবার ওকে মুগ্ধ করতে বসল। সে বলল, "দাঁড়াও বন্ধু, আমাদেরও তো যেতে হবে, তুমি লুসির কাছে থাক। ওর খুব যত্ন কর, ডাক্তার।" জুল্‌স্ লক্ষ্য করল জনির কণ্ঠস্বরটা কেমন অদ্ভুত রকম ভাঙা, তারপরেই হঠাৎ মনে পড়ল লোকটা এক বছরের ওপর প্রকাশ্যে গান গায়নি, কিন্তু অভিনয় করার জন্য অ্যাকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে। এত বয়সে লোকটার গলা ভাঙল নাকি? খবরের কাগজগুলো কথাটা চেপে গেছে, সবাই চেপে গেছে? জুল্‌স্‌ও ভিতরকার খবর শুনতে ভালোবাসত, ও কান পেতে জনির গলার আওয়াজ শুনতে লাগল, গলদটা যদি ধরতে পারে। হয়তো অতিরিক্ত

পরিশ্রম, কিংবা মদ্যপান আর সিগারেট, কিংবা বড্ড বেশি মেয়েমানুষ এর কারণ। কেমন যেন একটা বিশ্রী আওয়াজ, কেউ আর এখন ওকে মধুর গাইয়ে বলবে না।

অবশেষে জুল্‌স্ জনিকে বলল, "আপনার সর্দি হয়েছে মনে হচ্ছে।"

ভদ্রতার সঙ্গে জনি ফন্টেন বলল, "স্রেফ পরিশ্রম, কাল রাতে গাইবার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না যে আমার গলাটা বদলে গেছে। বুড়ো হলে যা হয়।" বেপরোয়া ভাবে হাসল জনি।

যেন কথাচ্ছলে জুল্‌স্ বলল, "ডাক্তার দেখাননি? হয়তো সারানো যায়।"

ফন্টেনের ব্যবহারটা এখন আর তত মিষ্টি মনে হল না। নিরুত্তাপভাবে জুল্‌সের দিকে চেয়ে সে বলল, "সবার আগে তাই করেছিলাম, দু বছর আগে। শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে, আমার নিজের ডাক্তারকেও তো সবাই এখানকার সেরা বিশেষজ্ঞ বলেই জানে। সবাই বলছে বিশ্রাম নিতে। কিচ্ছু হয়নি, শুধু বয়সটা বাড়ছে। বয়স হলে মানুষের স্বর বদলায়।"

এই বলে ফন্টেন আর জুল্‌সের দিকে তাকাল না, লুসির দিকে ফিরে তাকে মোহিত করে ফেলতে লাগল, যেমন মেয়েমাত্রকেই করত। জুল্‌সের কান রইল ওর গলার দিকে। এর স্বরতন্ত্রীতে একটা কিছু গজিয়েছে, এ না হয়ে যায় না। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সেটা কেন ছাই ধরতে পারেনি? তবে কি ওটা ম্যালিগ্‌ন্যান্ট, অস্ত্রোপচারের বাইরে? তাহলে তারো তো অন্য চিকিৎসা আছে।

ফন্টেনের কথায় বাধা দিয়ে জুল্‌স্ বলল, "শেষ কবে ওটাকে বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলেন?"

বোঝাই যাচ্ছিল ফন্টেনের বিরক্ত লাগছে, তবু লুসির কথা ভেবে ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টা করে সে বলল, "এই আঠারো মাস হল।" জুল্‌স্ জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নিজের ডাক্তার গলাটাকে মাঝে-মধ্যে দেখেন নাকি?"

খিটখিটে গলায় জনি ফন্টেন বলল, "দেখেন বৈকি। একটা কোডীন স্প্রে লাগিয়ে বিদায় করে দেন। বলেই তো দিয়েছেন স্বরটার বয়স হচ্ছে আর ঐ অত মদ সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি। আপনি বোধ হয় তাঁর চাইতেও বেশি জানেন?"

জুল্‌স্ জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর নাম কি?"

একটুখানি গর্বের আভাস দিয়ে জনি বলল, "টাকার। ডঃ জেম্‌স্ টাকার। তাঁর সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

নামটা পরিচিত, বিখ্যাত স্ত্রী-জাতীয় চলচ্চিত্র-তারকাদের এবং একটা বহুমূল্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

একগাল হেসে জুল্‌স্ বলল, "খাসা সাজগোজ করেন।" এবার ফন্টেন সত্যি চটে গেল, "আপনি কি ভাবেন ওঁর চাইতে আপনি ভালো ডাক্তার?"

জুল্‌স্‌ হেসে ফেলল, "আপনি কি কারমেন লম্বার্ডোর চাইতে ভালো গাইয়ে ?" তাই শুনে নিনো ভ্যালেন্টিকে হো-হো করে হেসে উঠে, চেয়ারে মাথা ঠুকতে দেখে জুল্‌স্‌ তো অবাক। রসিকতাটা তেমন কিছু ভালো হয়নি। তারপর হাসির দমকের সঙ্গে বোর্বনের গন্ধ নাকে আসতেই জুল্‌স্‌ টের পেল এত সকালেই ঐ মিঃ ভ্যালেন্টি, তা তিনি যে-ই হোন না কেন, আধা বুঁদ হয়ে আছেন।

বন্ধুরদিকে ফিরে একগাল হেসে জনি বলল, "এই ব্যাটা, তোর তো আমার রসিকতা শুনে হাসবার কথা, ওর নয়।" ইতিমধ্যে হাত বাড়িয়ে লুসি জুল্‌স্‌কে খাটের কাছে টেনে এনেছিল।

লুসি ওদের বলল,"দেখতে আনাড়ি হলে কি হবে, ভারি প্রতিভাবন সার্জন। ও যদি বলে ডঃ টাকারের চাইতে ভালো, তবে নিশ্চয়ই ও ডঃ টাকারের চাইতে ভালো। ওর কথাটা শোনই না, জনি।"

সেই সময় নার্স এসে বলল, এবার সবাইকে যেতে হয়। আবাসিক ডাক্তার লুসিকে দেখতে আসবেন, কেউ থাকলে চলবে না। জুল্‌সের হাসি পেল দেখে যে লুসি এমনভাবে মাথা ঘুরিয়ে নিল যাতে জনি ফন্টেনের আর নিনো ভ্যালেন্টির চুমো ওর ঠোঁটে না পড়ে, গালে পড়ে। তবে মনে হল ওরা তাই আশা করেছিল। জুল্‌স্‌কে কিন্তু ঠোঁটে চুমো খেতে দিল। ফিসফিস করে বলল, "বিকেলে আবার এসো, কেমন ?" জুল্‌স্‌ মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল।

বাইরের করিডরে বেরিয়ে ভ্যালেন্টি জিজ্ঞাসা করল, "অপারেশনটা কিসের জন্য ? শক্ত কিছু নাকি ?"

জুল্‌স্‌ মাথা নেড়ে বলল, "খানিকটা মেয়েলী ব্যাপার। সাধারণ নিত্য-নৈমিত্তিক জিনিস, বিশ্বাস করুন। আপনাদের চাইতে আমারই বেশি ভাবনা। ওকে বিয়ে করব বলে আশা করছি !"

ওকে যাচাই করার মতো করে ওরা তাকাতেই, জুল্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করল, "ও যে হাসপাতালে ভরতি হয়েছে, আপনারা জানলেন কি করে ?"

ফন্টেন বলল, ফ্রেডি ফোন করে বলেছিল একবার গিয়ে দেখে আসতে। আমরা সবাই এক পাড়াতেই মানুষ। ফ্রেডির বোনের বিয়েতে লুসি নীত-কনে হয়েছিল।"

জুল্‌স্‌ বলল, "তাই বুঝি।" ও যে সব কথা জানে সেটা আর প্রকাশ করল না, তার কারণ হয়তো ওরাও লুসির সঙ্গে সনির সম্বন্ধটা গোপন করতে এত ব্যস্ত।

করিডর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় জুল্‌স্‌ ফন্টেনকে বলল, "এই হাসপাতালের আমি একজন ভিজিটিং ডাক্তারের সুবিধা পাই। আপনার গলাটা একবার দেখতে দিন না।"

ফণ্টেন মাথা নেড়ে বলল, "আমার তাড়া আছে।" নিনো ভ্যালেন্টি বলল, "লাখ টাকা দামের গলা ওটি। আজেবাজে ডাক্তারকে দেখানো যায় নাকি?" কিন্তু ওর হাসি দেখে জুল্‌স্‌ বুঝল ভ্যালেন্টি ওরই পক্ষে।

প্রফুল্ল চিত্তে জুল্‌স্‌ বলল, "আমি কিছু আজেবাজে ডাক্তার নই। পূর্ব তীরের আমিই ছিলাম সব চাইতে কম-বয়সী প্রতিভাবান সার্জন। তারপর একটা গর্ভপাতের কেসে ধরা পড়ে গেলাম।"

যেমন ভেবেছিল জুল্‌স্‌, কথাটা শুনে ওরা ওর মতামতকে অনেকখানি গুরুত্ব দিল। নিজের অপরাধ স্বীকার করাতে ওদের মনে পারদর্শিতা সম্বন্ধে উঁচু ধারণা হয়ে গেল। ভ্যালেন্টি আগে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "জনি যদি আপনার চিকিৎসা না চায়, আমার এক বান্ধবী আছে তাকে একবার দেখাই, তবে গলার দিকটা নয়।"

একটু ভয়ে ভয়ে ফণ্টেন বলল, "দেখতে কতক্ষণ লাগবে?" জুল্‌স্‌ বলল, "দশ মিনিট।" কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু জুল্‌স্‌ লোকের কাছে মিথ্যা বলায় বিশ্বাস করত। ডাক্তারি করার সঙ্গে সত্যি কথা বলা খাপ খায় না, এক বিশেষ সঙ্কটের অবস্থায় ছাড়া, এবং তখনো কিনা সন্দেহ।

ফণ্টেন বলল, "বেশ।" ভয়ের চোটে গলাটাকে আরো চাপা, আরো কর্কশ শোনাল।

জুল্‌স্‌ একজন নার্সের আর একটা কন্‌সাল্টিং রুমের বন্দোবস্ত করল। যা যা লাগবে সেখানে তার সব না থাকলেও, যথেষ্ট ছিল। জনির স্বরতন্ত্রীতে একটা কিছু গজিয়েছে এই তথ্য আবিষ্কার করতে দশ মিনিটও লাগল না। খুবই সহজ কাজ। ঐ ব্যাটা টাকার, সাজগোজ করা হলিউডি ন্যাকা নটবর, ওরই এটা ধরতে পারা উচিত ছিল। ও হরি, হয়তো ব্যাটার ডাক্তারি লাইসেন্সই নেই, আর থাকলেও সেটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। এখন আর জুল্‌স্‌ ওদের দুজনের দিকে ফিরে তাকিয়ে, ঐ হাসপাতালের কণ্ঠ-চিকিৎসককে একবার আসবার জন্য ফোন করে দিল। তারপর নিনো ভ্যালেন্টির দিকে ঘুরে বসে বলল, "খানিকটা সময় নেবে। আপনি চলে গেলেই বোধ হয় ভালো হয়।"

ঘোর অবিশ্বাসের সঙ্গে জনি ফণ্টেন জুল্‌সের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি মনে করেছ, হারামজাদা, আমাকে এখানে আটকে রাখবে? আমার গলা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে?"

অতিশয় আনন্দের সঙ্গে—এত আনন্দ পাবে জুল্‌স্‌ নিজেও ভাবেনি—জুল্‌স্‌ জনিকে স্পষ্ট কথা বলল, "আপনার যা খুশি করতে পারেন। আপনার স্বরতন্ত্রীতে, অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রে একটা কিছু গজিয়েছে। এখানে কয়েক ঘণ্টা থাকলে, জিনিসটা যে কি তা সঠিক জানা যাবে, ক্যান্সার কিংবা ক্যান্সার নয় বোঝা যাবে। অস্ত্র করাই ভালো, নাকি ওষুধপত্র চলবে তাও স্থির করা যাবে। আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারি। অ্যামেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের নাম দিতে

পারি, তিনি আজ রাতেই প্লেনে করে চলে আসতে পারেন, অবশ্য আপনি খরচ দিলে এবং আমি দরকার মনে করলে। কিংবা আপনি এখান থেকে চলে গিয়ে আপনার সেই হেতুড়ে বন্ধুকে দেখাতে পারেন, কিংবা ভেবে সারা হয়ে আর কাউকে দেখাতে পারেন, কিংবা অপারগ কারো কাছো ওরা আপনাকে পাঠাতে পারে। তারপর যদি সত্যি ক্যান্সার হয়, ওটা আরো বেড়ে যাবে, তখন আপনার গোটা বাগ্‌যন্ত্রটাকেই ওরা কেটে বাদ দিয়ে দেবে, নইলে মরে যাবেন। নয়তো স্রেফ বসে ঘামতে পারেন। আমার কাছে কষ্ট করে কয়েক ঘণ্টা কাটালে, অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। খুব জরুরী কোনো কাজ আছে নাকি?"

ভ্যালেন্টি বলল, "এখানেই থাকা যাক, জনি, আবার কোন্ চুলোয় যাবে? আমি হল-ঘরে গিয়ে, স্টুডিওতে খবর দিচ্ছি। ওদের কিছুই জানাব না, খালি বলব একটু আটকা পড়ে গেছি। তারপর ফিরে এসে, তোমার কাছে বসে থাকব।"

দুপুরটা মনে হল কাটতেই চায় না, কিন্তু ফল ভালো হল। হাসপাতালের কণ্ঠ-চিকিৎসক নির্ভুলভাবেই রোগ নির্ণয় করে দিলেন; এক্স-রে সোয়াব বিশ্লেষণ ইত্যাদি দেখে জুল্‌সের অন্ততঃ তাই মনে হল। মুখ ভরা আয়োডিন, গালের মধ্যে গোঁজা গজের রোলের ওপর দিয়ে ওয়াক্ তুলে, মাঝ পথে জনি ফণ্টেন উঠে যায় আর কি। নিনো ভ্যালেন্টি ওর কাঁধ ধরে চেপে আবার ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। সব হয়ে গেলে, ফণ্টেনের দিকে তাকিয়ে, দাঁত বের করে হেসে জুল্‌স বলল, "আঁচিল।"

ফণ্টেন প্রথমটা বুঝতেই পারেনি। জুল্‌স আবার বলল, "কয়েকটা আঁচিলের মতো হয়েছে। বড় সসেজের ছাল ছাড়ায় যেমন করে, সেইভাবে ওগুলোকে ছাড়িয়ে আনা হবে। কয়েক মাসের মধ্যেই আপনি একেবারে ভালো হয়ে যাবেন।"

শুনে ভ্যালেন্টি আনন্দের চোটে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু ফণ্টেন তখনো ভুরু কুঁচকে বলল, "তারপর গান গাওয়া? পরে আমার গান গাওয়ার কি হবে?"

জুল্‌স্ কাঁধ তুলে বলল, "সে-বিষয়ে তো আর কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। কিন্তু এখনো তো গাইতে পারছেন না, কি আর ক্ষতি হবে?"

বিরূপভাবে ওর দিকে তাকিয়ে ফণ্টেন বলল, "কি ছাই বলছ, নিজেই তার মানে বুঝতে পারছ না, ছোকরা। তোমার ভাবখানা যেন আমাকে কতই না সুখবর দিচ্ছ, আসলে বলতে চাইছ যে হয়তো আর কোনোদিনই গাইতে পারব না। ঠিক কি না, হয়তো আর কোনোদিনই গাইতে পারব না?"

শেষ পর্যন্ত জুল্‌সের ঘেন্না ধরে গেছিল। সত্যিকার ডাক্তারের কাজই সে করেছিল, করে আনন্দও পেয়েছিল। এই হতভাগার একটা বড় উপকার করেছিল, অথচ এর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওর বেজায় ক্ষতি করা হয়েছে।

ঠাণ্ডা গলায় জুল্‌স্ বলল, "শুনুন মিঃ ফন্টেন, আমি একজন পাস-করা ডাক্তার, আমাকে ডাক্তার বলে সম্বোধন করবেন, ছোকরা বলে নয়। আপনাকে সত্যিই খুব সুখবর দিয়েছি। আপনাকে যখন এখানে নিয়ে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই শব্দযন্ত্রে ক্যান্সার হয়েছে, অর্থাৎ সবটা কেটে বাদ দিতে হবে। তার ফলে মরেও যেতে পারতেন। আমার ভাবনা হচ্ছিল যে হয়তো আপনাকে বলতে হবে আপনার মৃত্যু নির্ধারিত। সেইজন্য যখন 'আঁচিল' কথাটা বলতে পারলাম, বড় খুশি হয়েছিলাম। কারণ আপনার গান শুনে বড় আনন্দ পেয়েছি, কম বয়সে ঐ গানের জোরেই কত মেয়ে বাগিয়েছি, সত্যিকার শিল্পী আপনি। কিন্তু সেই সঙ্গে আদর দিয়ে দিয়ে আপনার মাথাটিও খাওয়া হয়েছে। আপনার কি ধারণা যে আপনি জনি ফন্টেন বলে আপনার ক্যান্সার হতে পারে না? কিংবা ব্রেনে এমন টিউমার হতে পারে না যার অস্ত্র করার উপায় নেই? কিংবা আপনার হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হতে পারে না? আপনি কি ভাবেন আপনি কোনোদিনও মরবেন না? সবটাই শুধু মধুর সঙ্গীত নয়, যদি সত্যিকার দুঃখকষ্ট দেখতে চান তো'এই হাসপাতালটার ভিতর দিয়ে একবার হেঁটে যান, তখন গলা দিয়ে আঁচিল সম্বন্ধে প্রেমের গান বেরুবে। কাজেই বাজে কথা বন্ধ করে, কাজে নামুন। আপনার ঐ অ্যাডলফ্ মেন্‌জুর মতো দেখতে ডাক্তারটি আপনার জন্য ভালো সার্জন ঠিক করে দিতে পারে, কিন্তু সে নিজে যদি অপারেশনের ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করে, তাহলে আমি বলি কি ওকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে পুলিসের হাতে দিয়ে দিন।"

জুল্‌স্ এই বলে ঘর থেকে বেরিয়েই যাচ্ছিল, এমন সময় ভ্যালেন্টি বলল, "বাহবা, ডাক্তার, মোক্ষম বলেছেন!"

চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে জুল্‌স্ জিজ্ঞাসা করল, "বেলা বারোটার আগেই কি রোজ আপনার নেশা হয়?"

ভ্যালেন্টি বলল, "নিশ্চয়।" বলে এমন প্রসন্ন সরলতার সঙ্গে দাঁত বের করে হাসতে লাগল যে জুল্‌স্ যতটা ভেবেছিল তার চাইতেও নরম গলায় বলল, "ওভাবে চললে কন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে খতম হয়ে যাবেন, মনে থাকে যেন।"

নাচের ভঙ্গিতে ছোট ছোট পা ফেলে জুল্‌সের দিকে এগিয়ে এসে, ভ্যালেন্টি ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। ওর নিশ্বাসে বোর্বনের গন্ধ। বড্ড বেশি হাসছিল সে, "পাঁচ বছর?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, "এত বেশি দিন লাগবে?"

অপারেশনের এক মাস বাদে লুসি ম্যান্‌চিনি ভেগাস হোটেলের জলাধারের ধারে এক হাতে একটা ককটেলের গেলাস নিয়ে বসে ছিল। অন্য হাতটা ওর কোলে রাখা জুল্‌সের মাথায় বুলোচ্ছিল।

ঠাট্টা করে জুল্‌স্‌ বলল, "সাহস সঞ্চয় করবার কোনো দরকার নেই। আমাদের ঘরে শ্যাম্পেন অপেক্ষা করে আছে।"

লুসি জিজ্ঞাসা করল, "এত শিগ্‌গির কিছু হবে না তো?" জুল্‌স্‌ বলল, "আমি হলাম ডাক্তার। আজ সেই পরম রজনী। বুঝতে পারছ কি যে ডাক্তারি ইতিহাসে আমিই হলাম প্রথম ডাক্তার যে তার নিজের হস্তকর্ম নিজেই পরীক্ষা করবে। জানই তো 'পূর্বে এবং পরে'। এ-বিষয়ে কাগজে লিখতে আমার খুব ভালো লাগবে। দাঁড়াও দেখি, যদিও মানসিক কারণে এবং চিকিৎসক-অধ্যাপকের দক্ষতার কারণে পূর্বের অনুষ্ঠানটিও আনন্দদায়ক ছিল, অস্ত্রোপচারের পরবর্তী কালের রতিক্রিয়া অতিশয় সুফলপ্রসূ ছিল, যেহেতু স্নায়ুঘটিত—" ঐখানে থামতে হয়েছিল, কারণ লুসি এমনি জোরে ওর চুল ধরে টেনেছিল যে জুল্‌স্‌ ব্যথার চোটে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

মাথা নিচু করে ওর দিকে চেয়ে হেসেছিল লুসি, বলেছিল, "আজ যদি খুশি না হও, তাহলে বলতে হবে তোমারই দোষ।"

জুল্‌স্‌ বলল, "আমার কাজের গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। যদিও কেল্‌নার বুড়োকে হাতের কাজটুকু করতে দিয়েছিলাম, পরিকল্পনাটা আমার। এখন একটু বিশ্রাম করা যাক, আমাদের সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাতের গবেষণা।"

তারপর যখন ওরা ঘরে গেল—আজকাল ওরা একসঙ্গেই থাকত—লুসি দেখে ওকে অবাক করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে: ভোজন-বিলাসীর খাদ্য আর ওর শ্যাম্পেনের গেলাসের পাশে একটি গয়নার বাক্স, তাতে মস্ত এক হীরে-বসানো বাগদানের আংটি।

জুল্‌স্‌ বলল, "নিজের কাজের ওপর আমার কতখানি আস্থা, এটা তারই প্রমাণ। এবার দেখব তুমি তার কতখানি যোগ্যা।"

ভারি স্নেহময়, ভারি কোমল জুল্‌সের আচরণ। গোড়ায় লুসি একটু ভয় পাচ্ছিল, জুল্‌সের স্পর্শে ওর শরীর সঙ্কুচিত হচ্ছিল, কিন্তু তারপর আত্ম-প্রত্যয় জন্মাল, সমস্ত দেহে এমন প্রবল কামনার প্রবাহ সঞ্চারিত হল, যেমন আর কখনো হয়নি। প্রথম মিলনের পর জুল্‌স্‌ ওর কানে কানে বলল, "আমার কাজটা ভালোই।" ফিসফিস করে লুসি বলল, "সত্যি ভালো, সত্যি ভালো।" পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসেছিল ওরা, তারপর আবার প্রেমের খেলা শুরু করেছিল।

তেইশ

সিসিলিতে পাঁচ মাসের নির্বাসনের পর, মাইকেল কর্লিয়নি একদিন বাদে তার বাবার চরিত্র আর নিয়তির কথা বুঝতে পারল। লুকা ব্রাসিকে, নির্মম ক্যাপোরেজিমি ক্লেমেনজাকে, নিজের মায়ের আত্মসমর্পণ এবং নির্ধারিত ভূমিকা মেনে নেওয়া, এ সমস্তই মাইকেল বুঝতে পারল। ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই না করলে, ওদের যে কি অবস্থা হত, সিসিলি গিয়ে মাইকেলের সে জ্ঞান হয়েছিল। এবার সে বুঝতে পারল ডন কেন সর্বদা বলেন, "মানুষের মাত্র একটাই নিয়তি থাকে।" কর্তৃপক্ষের কিংবা আইনসম্বলিত সরকারের প্রতি অবজ্ঞা, যারা নীরবতার, অর্থাৎ 'ওমের্তা'র নিয়ম ভঙ্গ করে, তাদের প্রতি কেন ঘৃণা হয়, ক্রমে ক্রমে এ সমস্তেরই মানে উপলব্ধি করল মাইকেল।

পুরনো কাপড়-চোপড় পরিয়ে, মাথায় ঠোঁট-লাগানো টুপি দিয়ে, মাইকেলকে প্যালের্মোর জাহাজঘাটা থেকে সিসিলি দ্বীপের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, একটা ম্যাফিয়া পরিচালিত প্রদেশের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, সেখানকার নেতা এক সময় মাইকেলের বাবার কাছ থেকে বড় রকমের উপকার পেয়েছিলেন। এই প্রদেশেই কর্লিয়নি শহর অবস্থিত; বহুকাল আগে বাবা যখন অ্যামেরিকায় চলে গেছিলেন, এই শহরের নামেই নিজের নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু ডনের আত্মীয়-স্বজনরা এখন আর কেউ জীবিত ছিল না। মেয়েরা সকলে বুড়ো হয়ে মারা গেছিল। পুরুষদের অনেকে গৃহযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল, বাকিরা অ্যামেরিকা, কিংবা ব্রেজিল, কিংবা ইটালির অন্য প্রদেশে চলে গিয়ে বসবাস করছিল। পরে মাইকেল শুনেছিল যে এই ছোট গরীব গ্রামটির খুনের হার পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশি।

সেই ম্যাফিয়া নেতার এক চিরকুমার খুড়োর বাড়িতে অতিথি হল মাইকেল। খুড়োর বয়স বছর সত্তর, সে ঐ অঞ্চলের ডাক্তারও বটে। ম্যাফিয়া নেতার নাম ডন টমাসিনো, পঞ্চাশের কোঠার শেষের দিকে বয়স, সিসিলির সব চাইতে অভিজাত এক পরিবারের বিশাল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন। এই ধরনের তত্ত্বাবধায়কদের বলা হত 'গ্যাবেলোটো', তাদের আরেকটা কাজ ছিল খেয়াল রাখা গরীবরা যাতে পতিত জমি দখল করে না বসে, কিংবা বে-আইনী-ভাবে যাতে মালিকের জমিতে শিকার না করে, বা ফসল না তোলে। মোট কথা, গ্যাবেলোটোরা ছিল ম্যাফিয়াদেরই লোক, তারা টাকার বিনিময়ে, গরীবদের সব রকম ন্যায্য কিংবা অন্যায় দাবির হাত থেকে ধনী মুনিবদের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করত। গরীব চাষীরা যদি আইনের অধিকার নিয়ে কোনো

পতিত জমি চাষ করার চেষ্টা করত, তাহলে গ্যাবেলোটোরা তাদের মারপিট করে, কিংবা হত্যার ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিত। কাজটা এতই সহজ ছিল।

ঐ অঞ্চলে জল বণ্টনের অধিকারও ছিল ডন টমাসিনোর; ওখানে রোমক সরকার কোনো নতুন বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করলে, তিনি সেটা নাকচ করে দিতেন। বাঁধ হলে, তাঁর হাতে যে-সব আর্টেজীয় কুয়ো ছিল তার লাভজনক জলবিক্রির ব্যবসাটি যে মাটি হবে। জল বেজায় সস্তা হয়ে যাবে, শত শত বছর ধরে কষ্ট করে এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জল-সরবরাহের নীতি গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটাও যাবে নষ্ট হয়ে। সে যাই হোক, ডন টমাসিনো ছিলেন একজন সেকেলে ম্যাফিয়া নেতা, তিনি মাদক দ্রব্যের, কিংবা বেশ্যার ব্যবসা ছুঁতেন না। এই ক্ষেত্রে, প্যালের্মোর মতো বড় বড় শহরে যে সব নব্য ম্যাফিয়া নেতারা দেখা দিচ্ছিল, তাদের ওপর ইটালিতে নির্বাসিত মার্কিনী গুণ্ডাদের প্রভাব বড় বেশি করে পড়েছিল, তাদের কিন্তু অতশত বাছবিচার ছিল না।

এই ম্যাফিয়া নেতাটি ছিলেন বেজায় মোটা, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হত 'পেটওয়ালা মানুষ', দৈহিক ভাবেও, আবার আলঙ্কারিক ভাষাতেও ও-কথার মানে দাঁড়ায় 'যে মানুষকে সকলে ভয় ও সম্ভ্রম করে'। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় থাকলে, মাইকেলের কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না; তবু ওর পরিচয়টাকে গোপন রাখতে হয়েছিল। কাজেই ডনের খুড়ো ডঃ তাজার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগানের মধ্যেই মাইকেল আবদ্ধ থাকত।

সিসিলীয়র পক্ষে ডঃ তাজা ছিলেন খুব লম্বা, মাথায় প্রায় ছ ফুট, লাল-লাল গাল, ধবধবে সাদা চুল। সত্তরের ওপর বয়স হলেও তিনি প্রতি সপ্তাহে প্যালের্মো যেতেন, ওখানকার তরুণী বেশ্যাদের নমস্কার জানাতে, তাদের বয়স যতই কম হত, ততই ভালো। ডঃ তাজার অপর দুর্বলতা ছিল বই পড়া। সব কিছু পড়তেন তিনি, তারপরে সে-বিষয়ে গ্রামের অন্য লোকদের কাছে, তাঁর রুগীদের কাছে—তাদের বেশির ভাগই ছিল নিরক্ষর চাষা—আর জমিদারির রাখালদের কাছে গল্প করতেন। এর ফলে স্থানীয় লোকরা তাঁকে বুদ্ধু বলত। বইয়ের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কি?

সন্ধ্যাবেলায় ডঃ তাজা, ডন টমাসিনো মাইকেলের সঙ্গে প্রকাণ্ড বাগানে বসে থাকতেন। বাগানে রাশি রাশি শ্বেতপাথরের মূর্তি সাজানো ছিল, মনে হত ওখানকার কড়া রসে ভরা কালো আঙুরের মতোই মূর্তিগুলোও বুঝি মাটি থেকে গজিয়ে উঠেছে। ডঃ তাজা ম্যাফিয়ার বিষয়ে এবং তাদের শত শত বছরের কীর্তিকলাপের বিষয়ে গল্প বলতে ভালোবাসতেন, মাইকেল কর্লিয়নি মুগ্ধ হয়ে শুনত। এমন কি মাঝে মাঝে সন্ধ্যার মধুর বাতাসের, ফলের গন্ধে ভরা কড়া মদের আর বাগানটির শান্ত আরামের প্রভাবে, ডন টমাসিনো পর্যন্ত অভিভূত হয়ে গিয়ে, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার দুটো-একটা গল্প বলতেন।

সেই প্রাচীন বাগানে বসে মাইকেল কর্লিয়নি তার বাপের বংশের মূল কোথায় বুঝতে পেরেছিল। 'ম্যাফিয়া' শব্দের আদি মানে হল 'আশ্রয়স্থল'। তারপর নামটা বলতে বোঝাত যে-সরকার দেশের আর দেশের লোকদের ওপর শত শত বছর ধরে অত্যাচার করে এসেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য যে-সংগঠন আপনা থেকে গড়ে উঠেছিল সেটিকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সিসিলির মতো আর কোনো দেশকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয়নি। মোমক 'ইন্‌কুইজিশন' অর্থাৎ ধর্মযাজকদের শাসন, ধনী-দরিদ্রের ওপর সমান ভাবে অত্যাচার করত। বড় বড় জমিদারদের আর ক্যাথলিক চার্চের রাজ-পুরুষদের ওখানকার রাখালদের আর চাষীদের ওপর অসীম প্রতিপত্তি ছিল। পুলিস বিভাগ তাদের হাতের ক্রীড়নক ছিল, তাদের সঙ্গে এমন ভাবে অঙ্গীভূত ছিল যে সিসিলিয়ানদের পক্ষে কাউকে 'পুলিসম্যান' বলার চাইতে জঘন্য গালি ছিল না।

এই বাধাবন্ধহীন পাশবিক ক্ষমতার সম্মুখীন হয়ে, নিপীড়িত দেশবাসীরা একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যাবার ভয়ে, নিজেদের রাগ বিদ্বেষ সর্বদা গোপন করে রাখতে শিখেছিল। এও শিখেছিল যে শত্রুকে শাসালে নিজেদেরই দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়, কারণ সঙ্গে সঙ্গে উল্টো আক্রমণ আসে। ওরা শিখেছিল সমাজ ওদের শত্রু, কাজেই অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে হলে গোপনে বিদ্রোহী ম্যাফিয়ার কাছে যেতে হয়। ওদিকে ম্যাফিয়া সংগঠনও 'ওমের্তা' অর্থাৎ নীরবতার নিয়ম প্রবর্তন করে নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি আরো দৃঢ় করে এনেছিল। সিসিলির পাড়াগাঁয়ে অচেনা কেউ এসে যদি নিকটতম শহরের যাবার পথ জিজ্ঞাসা করত, স্থানীয় লোকরা তার প্রশ্নের উত্তর দেবার ভদ্রতা-টুকুও দেখাত না। ম্যাফিয়া-সদস্যর পক্ষে ঘোরতম অন্যায় কাজ হল কেউ তাকে গুলি করলে বা অন্য কোনো অনিষ্ট করলে পুলিসের শরণাপন্ন হওয়া। ওমের্তাই স্থানীয় লোকদের ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। কোনো মেয়ের স্বামীকে কেউ খুন করলে, পুলিসের কাছে সে স্বামীর হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করত না, সন্তানের হত্যা-কারীর নামও নয়, কন্যার যে ধর্ম নষ্ট করেছে তার নামও নয়।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো কালেও ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি, কাজেই দেশবাসীরা রবিন হুডের মতো যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করত, সেই ম্যাফিয়ারই শরণ নিত। ম্যাফিয়াও অনেকাংশে এই ভূমিকা সার্থকভাবে সম্পাদন করত। কোনো বিপদের অবস্থা ঘটলেই দেশবাসীরা স্থানীয় ম্যাফিয়া নেতার সাহায্য চাইত। তিনিই তাদের সমাজসেবক, তাদের আঞ্চলিক কর্তা, খাবারের ঝুড়ি আর চাকরি নিয়ে তিনিই সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন; তিনিই তাদের রক্ষক ছিলেন।

কিন্তু ডঃ তাজা যে-কথার উল্লেখ করেননি পরবর্তী ক' মাসে মাইকেল যা নিজে আবিষ্কার করেছিল, সেটি হল যে আজকাল সিসিলির ম্যাফিয়া সংগঠন

বড়লোকদের বে-আইনী অনুচরে পরিণত হয়েছিল, এমন কি ওদের ও-দেশের ন্যায্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহকারীও বলা চলত। সিসিলির ম্যাফিয়া তখন একটা অধঃপতিত ধনিক্ সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা গণতন্ত্রবিরোধী এবং উদারতাবিরোধী হয়ে গেছিল। যে কোনো ব্যবসার ওপর তারা নিজেদের কর চাপাত, তা সে যত অকিঞ্চিৎকর কারবারই হোক না কেন।

এই প্রথম মাইকেল কর্লিয়নি বুঝতে পারল ওর বাবার মতো লোকেও কেন ন্যায্য সমাজের সভ্য না হয়ে চোর খুনে হয়ে গেছিলেন। যে-কোনো তেজী পুরুষের পক্ষে এই ভীষণ দারিদ্র্য, ভীতি, হীনতা মেনে নেওয়া অসম্ভব। কোনো কোনো সিসিলীয় অ্যামেরিকাতে গিয়ে বসবাস করলেও, ধরে নিয়েছিল সেখানকার কর্তৃপক্ষও সিসিলির মতোই নিষ্ঠুর।

ডঃ তাজা মাইকেলকে প্যালের্মোর বেশ্যাবাড়িতে তাঁর সাপ্তাহিক যাত্রার সঙ্গী করতে চেয়েছিলেন। মাইকেল রাজী হয়নি। সিসিলিতে পালিয়ে আসাতে ওর ভাঙা চোয়ালের যথাযোগ্য চিকিৎসা হয়নি, এখনো সে মুখের বাঁ দিকটাতে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে বেড়াত। হাড়গুলো বাঁকা হয়ে জোড়া লেগেছিল, এক পাশ থেকে দেখলে মুখটাকে তির্যক দেখাত, কেমন একটু দুশ্চরিত্র মনে হত। নিজের চেহারা সম্বন্ধে মাইকেলের মনে সর্বদাই একটু গর্ব ছিল, এই কারণে ও মনে বড় কষ্ট পেত, এতটা কষ্ট পাবে নিজেও ভাবতে পারত না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যথাও আসত যেত, তাতে ওর ততটা এসে যেত না, ডঃ তাজা বড়ি খাইয়ে বেদনাবোধ বন্ধ করতেন। তাজা ওর মুখের চিকিৎসা করতে চেয়েছিলেন, মাইকেল রাজী হয়নি। সিসিলিতে এতদিন বাস করার ফলে ও বুঝেছিল যে তাজা বোধহয় সেখানকার সব চাইতে বাজে ডাক্তার। ডাক্তারি বইপত্র ছাড়া তিনি সব কিছু পড়তেন, নিজেই স্বীকার করতেন যে ও-সব তিনি বুঝতেই পারেন না। সিসিলির প্রধান ম্যাফিয়া নেতার সুপারিশে তিনি তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষা পাস করেছিলেন। সে ভদ্রলোক এই উদ্দেশ্যেই প্যালের্মো গিয়ে তাজার অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছিলেন তাজাকে কি রকম নম্বর দেওয়া যেতে পারে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে সিসিলির ম্যাফিয়া সংগঠন যে-সমাজে বাস করত, তারই দেহে কর্কট-রোগের মতো কুরে খেত। কাজের কোনো মূল্যই ছিল না। সিসিলির ধর্মবাপ উপহারের মতো অনুগতদের পেশা দান করতেন।

সব বিষয়ে চিন্তা করে দেখবার যথেষ্ট সময় ছিল মাইকেলের হাতে। দিনের বেলায় সে পল্লী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত, সঙ্গে থাকত ডন টমাসিনোর জমিদারির দুজন রাখাল। সিসিলি দ্বীপের রাখালরা অনেক সময় ম্যাফিয়ার ভাড়াটে খুনের কাজ করত, একাজ তারা করত স্রেফ জীবিকার উপায় করবার জন্য। মাইকেল তার বাবার সংগঠনের কথা ভাবত। ঐ-সংগঠন যদি আরো সাফল্য

লাভ করে, তাহলে সময়কালে এই দ্বীপের সংগঠনের মতোই তার দশা হবে, কর্কট রোগের মতো তার বিষময় প্রতিক্রিয়া সমস্ত দেশটাকে নষ্ট করে দেবে। সিসিলি তো এরই মধ্যে একটা ভূতের দেশ হয়ে গেছে। খাওয়া-পরার টাকা রোজগার করবার জন্য, কিংবা নিজেদের রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ফলে হত্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য, পুরুষরা দেশত্যাগী হয়ে পৃথিবীর সব জায়গায় চলে যাচ্ছিল।

অনেক দূর অবধি বেড়াতে গিয়ে, দেশটার মহীয়ান সৌন্দর্য দেখে মাইকেল সব চাইতে প্রভাবিত হত। এখানে ওখানে কমলার বাগান খাদের মধ্যে গভীর ছায়া রচনা করে রেখেছিল, যীশুর জন্মের আগে তৈরি বিশাল দাঁতালো সাপের মুখ দেওয়া নালার মধ্যে দিয়ে বাগানে জল ঝরে পড়ত। বাড়িগুলো প্রাচীন রোমক বাগানবাড়ির ধাঁচে তৈরি, শ্বেত-পাথরের বিশাল প্রবেশদ্বার, প্রকাণ্ড খিলান দেওয়া ঘর, সব ভেঙেচুরে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল, সব বে-ওয়ারিশ ভেড়ার বাস। দূর দিগন্তে প্রস্তরময় পাহাড়গুলো সাদা হয়ে যাওয়া পুরনো ন্যাড়া হাড়ের ঢিপির মতো চকচক করত। সেই মরুভূমির মতো দৃশ্যপটে উজ্জ্বল সবুজ বাগান আর ক্ষেত দেখে মনে হত যেন মাটির গলায় ঝকঝকে সবুজ পান্নার হার শোভা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাইকেল কর্লিয়নি গ্রাম অবধি হেঁটে যেত, সেখানকার নিকটতম পাহাড়ের গায়ে বাড়ি করে আঠারো হাজার স্থানীয় বাসিন্দারা থাকত। মনে হত পাহাড়ে সারি সারি দাগ পড়েছে।

দরিদ্রের কুটির সব, পাহাড়ের গা কেটে কালো পাথর বের করে তাই দিয়ে তৈরি। গত এক বছরে কর্লিয়নিতে ষাটটা খুন হয়েছিল, মনে হত শহরটার ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে আছে। আরো দূরে চাষের জমির কঠোর একঘেঁয়েমি ভেঙে ফিকুৎসার বন বিস্তীর্ণ।

মাইকেলের সঙ্গে বেরুলে রাখাল দেহরক্ষীরা সর্বদা বন্দুক নিত। এই বন্দুককে বলা হত 'লুপারা', এই মারাত্মক সিসিলীয় শট্‌গান ছিল ম্যাফিয়ার প্রিয় অস্ত্র। বাস্তবিকই মুসোলিনি যখন সিসিলি থেকে ম্যাফিয়া ক্ষমতা একেবারে দূর করে দেবার জন্য একজন পুলিসের কর্তাব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রথম কাজের মধ্যে একটি ছিল সিসিলিতে যেখানে যত পাথরের দেয়াল ছিল, সবগুলোকে ভেঙে মাত্র তিন ফুট উঁচু পর্যন্ত রাখা, যাতে লুপারা-হাতে খুনেরা দেয়ালের পিছনে লুকিয়ে বসে লোক মারতে না পারে। এতে অবশ্য খুব একটা সুবিধা হয়নি, শেষ পর্যন্ত যত পুরুষমানুষকে ম্যাফিয়া সমর্থক বলে সন্দেহ হয়েছিল, সব কটাকে ধরে দ্বীপান্তরিত করে, তবে ঐ নেতা তাঁর সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন।

মিত্রপক্ষের সৈন্য যখন সিসিলিকে মুক্ত করে, তখন মার্কিনী সামরিক সরকারের ধারণা ছিল যে ফ্যাসিস্ট শাসনকালে যাকেই জেলে পোরা হয়েছিল, সে-ই নিশ্চয়ই গণতন্ত্রবাদী। কাজেই মার্কিনীরা আসবার পরে ম্যাফিয়া

সমর্থকদের অনেককেই গ্রামের মেয়রের পদে, কিংবা সামরিক সরকারের দোভাষীর পদে বহাল করা হয়েছিল। এই সৌভাগ্যের ফলে ম্যাফিয়া ক্ষমতা আবার পুনর্গঠিত হয়ে, আবার আগের মতোই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

অনেক দূর অবধি বেড়ানোর এবং রাতে এক বোতল কড়া মদ আর এক প্লেট গুরুপাক 'পাস্তা' আর মাংস খাওয়ার ফলে মাইকেলের খানিকটা ঘুম হত। ডঃ তাজার লাইব্রেরিতে ইতালীয় ভাষায় লেখা অনেক বই ছিল। মাইকেল যদিও প্রাদেশিক ইতালীয় ভাষা বলতে পারত আর কলেজেও খানিকটা ইটালিয়ান পড়েছিল, তবু অনেক সময় ও শ্রম স্বীকার করে তবে বইগুলি পড়তে হত। শেষ পর্যন্ত ওর ভাষায় আর বিদেশী টান শোনা যেত না এবং যদিও নিজেকে স্থানীয় অধিবাসী বলে চালাতে পারত না, তবু লোকে মনে করতে পারত যে, সুইট্‌জারল্যাণ্ড আর জার্মানীর সীমানার কাছে সুদূর উত্তর ইটালি থেকে এই অদ্ভুত মানুষটি এসেছে।

মুখের বাঁ দিককার একটেরে ভাবের জন্য ওকে আরো এদিকের লোক বলে মনে হত। চেহারার এ ধরনের বিকৃতি সিসিলিতে প্রায়ই দেখা যেত, কারণ এখানে চিকিৎসার বড়ই অভাব। টাকার অভাবে ছোটখাটো ক্ষত আঘাতের সংস্কার হত না। অনেক ছেলে-বুড়োর শরীরে এমন সব বিকৃতি দেখা যেত, যা অ্যামেরিকাতে সামান্য একটু অস্ত্রোপচারের কিংবা ডাক্তারির সাহায্যে শুধরে দেওয়া হয়ে থাকে।

মাইকেল প্রায়ই কে-র কথা ভাবত, তার হাসি, তার দেহ। তার কাছ থেকে একটি বিদায়ের কথা না বলে চলে আসার জন্য কেবলই বিবেক দংশন করত। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ যে দুটো লোককে খুন করে চলে এসেছিল, তাদের সম্বন্ধে বিবেক কিছু বলত না। সলট্‌সো তো মাইকেলের বাবাকে মারবার চেষ্টা করেছিল আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি চিরকালের মতো ওকে বিকৃতাঙ্গ করে দিয়েছে।

মাইকেলের একটেরে মুখের অস্ত্র-চিকিৎসা করাবার জন্য ডঃ তাজা কেবলই পেড়াপীড়ি করতেন, বিশেষতঃ মাইকেল যখন ব্যথার ওষুধ চাইত। যতই দিন যেতে লাগল ব্যথাটাও আরো তীব্র, আরো ঘন-ঘন হতে লাগল। তাজা বুঝিয়ে বলেছিলেন যে চোখের নিচে মুখের একটা স্নায়ু থেকে অনেকগুলো স্নায়ু বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। বাস্তবিকই ম্যাফিয়া উৎপীড়কদের ঐ জায়গাটা ভারি পছন্দ ছিল; উৎপীড়িতের গালের ঠিক ঐ স্থানটি বেছে নিয়ে ঐখানে বরফ ভাঙার গাঁইতির ছুঁচের মতো সরু ডগা দিয়ে ওরা খোঁচা দিত। মাইকেলের মুখের ঐ স্নায়ুটিই জখম হয়েছিল, কিংবা হয়তো ওর মধ্যে সরু এক চিলতে হাড়ি ফুটে ছিল। প্যালের্মোর হাসপাতালে গিয়ে সামান্য একটু অস্ত্রোপচার করিয়ে নিলে, চিরদিনের মতো ব্যথাটা দূর হবে।

মাইকেল যেতে অস্বীকার করল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন তার কারণ কি, এক গাল হেসে মাইকেল বলল, "ওটা যে বাড়ি থেকে আনা জিনিস।"

ব্যথাতে ওর বিশেষ এসে যেত না, সামান্য একটু টনটন করত, খুলির মধ্যে একটু স্পন্দনের মতো, ঠিক যেন কোনো যন্ত্র চালিয়ে পরিষ্কার করবার জন্য জলীয় পদার্থে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রায় সাত মাস ধরে অলস পল্লীজীবন কাটাবার পর মাইকেলের সত্যিই একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করল। এই সময়ে ডন টমাসিনোও বড়ই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বাগানবাড়িতে তাঁকে বড় একটা দেখাই যেত না। প্যালের্মোতে নব্য ম্যাফিয়া দলের উত্থান হয়েছিল, তারা ঐ শহরের যুদ্ধোত্তর গৃহনির্মাণ কাজে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাচ্ছিল। সেই টাকার জোরে তারা পুরনো ম্যাফিয়া নেতাদের পাড়াগাঁর জমিদারিতে অনধিকার প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল। বুড়ো নেতাদের ওরা তাচ্ছিল্য করে বলত 'গুঁফো সরদার'। ডন টমাসিনো কাজে কাজেই নিজের সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং মাইকেলও তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত ছিল এবং ডঃ তাজার গল্প শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছিল, এতদিনে তিনিও আবার পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি শুরু করেছিলেন।

একদিন সকালে মাইকেল স্থির করল কর্লিয়নি ছাড়িয়ে পাহাড়ের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াতে যাবে। বলা বাহুল্য, সঙ্গে গেল সেই দুই রাখাল দেহরক্ষী। কর্লিয়নি পরিবারের শত্রুদের কারণে এ ব্যবস্থা করা হয়নি। সত্যি সত্যিই, স্থানীয় লোক ছাড়া কারো পক্ষে ওভাবে একলা বেড়ানো নিরাপদ ছিল না। স্থানীয় লোকদেরও বিপদ ঘটতে পারত। ঐ অঞ্চলে চোর-ডাকাত গিজগিজ করত, তার ওপর ম্যাফিয়া দলগুলোও নিজেদের মধ্যে মারামারি করত, তাতে আশেপাশে সকলেরই বিপদ ঘটত। তাছাড়া ওকে দেখে কেউ 'পাগ্লিয়াও' চোর বলেও ভুল করতে পারত।

'পাগ্লিয়াও' বলতে বোঝাত ক্ষেতের মধ্যিখানে খড়ের চালের কুটির, তাতে চাষবাসের হাতিয়ার রাখা হত, ক্ষেতের শ্রমিকরাও দরকার হলে ওখানে আশ্রয় নিতে পারত। এই ব্যবস্থার ফলে গাঁ থেকে এত দূরে রোজ রোজ হাতিয়ারগুলো বয়ে আনতে হত না। সিসিলির চাষীরা তাদের ক্ষেতের ধারে থাকত না। তার অনেক বিপদ; তাছাড়া, কারো যদি চাষের জমি থাকে, তাহলে সেটার ওপর ঘর তুলে কেউ জায়গাটা নষ্ট করতে চাইত না। তার চাইতে বরং ওরা গ্রামে থাকত আর সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দূরে যে যার ক্ষেতে চলে যেত, এদের এক রকম পায়ে হাঁটা 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' বলা যায়। কোনো চাষী যদি পাগ্লিয়াওতে পৌছে দেখত হাতিয়ার লুট হয়ে গেছে, তার বাস্তবিকই বড় ক্ষতি হত। সেদিনের মতো তার মুখে রুটি জুটত না। আইন যখন ব্যর্থ হল, ম্যাফিয়া সংগঠন তখন গরীব চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করার ভার নিয়ে নিজেদের নিয়মে সমস্যার সমাধান করে দিল। যেখানে যত 'পাগ্লিয়াও'

চোর ছিল, সবাইকে তারা তাড়িয়ে বের করে মেরে ফেলতে লাগল। এই ব্যবস্থায় কিছু নির্দোষ লোকের হত্যাও এড়ানো গেল না। কোনো সন্ত-লুট-করা পাগ্‌লিয়াওয়ের পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে মাইকেলকেও ওরা অপরাধী মনে করতে পারত, যদি না চেনা কেউ সঙ্গে জামিনের মতো থাকত।

এই ভাবে এক রোদে ভরা সকালে মাইকেল ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল, দুই বিশ্বাসী রাখালও পিছন পিছন চলল। তাদের একজন ছিল সাদাসিধে ভালোমানুষ, বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় কিছুই ছিল না, মরা মানুষের মতো মুখে কথাও ছিল না, রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো ভাবলেশহীন মুখ। ছোটখাটো পাতলা ক্ষিপ্র শরীর, মধ্যবয়সে গায়ে চর্বি লাগার আগে আসল সিসিলীয়রা যেমন হয়ে থাকে। লোকটার নাম কালো।

অন্য রাখালটি আরো উৎসাহী, বয়সও কম, পৃথিবীর অন্য দেশও কিছু কিছু তার দেখা ছিল। যা দেখেছিল তার বেশির ভাগই সমুদ্র, কারণ যুদ্ধের সময় সে ইটালির নৌ-বহরের নাবিক হয়েছিল, কিন্তু জাহাজ-ডুবি হবার আগে সবেমাত্র হাতে উল্কি পরার সময়টুকু পেয়েছিল, তার পরেই সে বৃটিশদের হাতে বন্দী হয়েছিল। কিন্তু ঐ উল্কির জন্য গ্রামে ফিরে সে একটা কেউ-কেটা বনে গেছিল। সিসিলির লোকরা বড় একটা উল্কি পরত না, সুযোগও পেত না, ইচ্ছাও ছিল না। তবে ফ্যাব্রিৎসিও নামের ঐ রাখালের উল্কি পরার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পেটের ওপর লাল ধ্যাবড়া মতো একটা জরুল ঢাকা। অথচ ম্যাফিয়া সংগঠনের হেটুরেদের কাঠের গাড়িগুলোর দু পাশে খাসা সব রঙচঙে দৃশ্যপট আঁকা থাকত, চমৎকার সব আদিম ধরনের ছবি, কত স্নেহে, কত যত্নে আঁকা। সে যাই হোক, নিজের পৈতৃক গ্রামে ফিরে এসে ঐ উল্কিটা সম্বন্ধে ফ্যাব্রিৎসিও খুব বেশি গর্ব বোধ করত না, যদিও আঁকার বিষয়বস্তুটি ছিল সিসিলীয়দের আত্মসম্মানজ্ঞান সংক্রান্ত জনপ্রিয় ব্যাপার: ফ্যাব্রিৎসিওর লোমশ পেটের ওপর একজন উলঙ্গ পুরুষ আর স্ত্রী জড়াজড়ি করে রয়েছে, আর প্রতারিত স্বামীটি তাদের ছোরা মারছে। ফ্যাব্রিৎসিও মাইকেলের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করত, অ্যামেরিকা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করত। বলা বাহুল্য, মাইকেলের আসল জাতির কথা এই দুটি লোকের কাছ থেকে গোপন রাখা সম্ভব ছিল না। তবে ওরা সঠিক জানত না মাইকেল আসলে কে। শুধু এটুকু জানত যে সে লুকিয়ে আছে, কাজেই তার বিষয়ে কোথাও কিছু বলা বারণ। ফ্যাব্রিৎসিও মাঝে মাঝে মাইকেলকে চিজ এনে দিত, এত তাজা, যে-দুধে তৈরি, চিজের গায়ে তখনো সেই দুধ ঘামের মতো লেগে থাকত।

পাড়াগাঁর ধুলোয় ঢাকা পথ ধরে চলল ওরা, পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল গাধায় টানা রঙচঙে ছবি-আঁকা গাড়ি। সব জায়গায় গোলাপী ফুল, কমলার বাগান, কাগজি বাদামের আর জলপাইয়ের কুঞ্জবন। দেখে দেখে অবাক হয়ে গেল মাইকেল। সিসিলীয়দের দারিদ্র্যের কথা কত বইতে লেখা হয়েছে,

মাইকেল ভেবেছিল এসে দেখবে ন্যাড়া বন্ধ্যা জমি। অথচ দেখল এ-দেশে প্রাচুর্য উপচে পড়ছে, পায়ের তলায় ফুলের গালচে, বাতাসে লেবু-ফুলের সুবাস। এমন অপূর্ব সুন্দর দেশ ছেড়ে চলে যাবার দুঃখ এখানকার লোকরা কি করে সইতে পারে, ভেবেই পেল না মাইকেল। মানুষ যে মানুষের ওপর কি নির্মম অত্যাচার করতে পারে, এই নন্দন-কানন থেকে দলে দলে লোকের চলে যাওয়া থেকেই তার একটা পরিমাপ পাওয়া যায়।

ভেবেছিল সমুদ্রতীরে মাজারা গ্রাম অবধি হেঁটে গিয়ে, বিকেলের দিকে বাসে করে কর্লিয়নি ফিরবে। তাহলে শরীর এমনি ক্লান্ত হয়ে যাবে যে রাতে ঘুম হবে। রাখালদের পিঠে ঝোলানো থলিতে রুটি আর চিজ ছিল, পথে খাবার জন্য। প্রকাশ্যভাবেই 'লুপারা' ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছিল তারা, যেন শিকার করে দিন কাটাতে যাচ্ছে।

অপূর্ব সুন্দর সকালটি। ছোটবেলায় গ্রীষ্মকালে মাইকেল একবার ভোরে উঠে বল খেলতে গেছিল, আজও মনটা সেই রকম লাগছিল। তখন মনে হত প্রতিটি দিন কেউ নতুন করে ধুয়ে, রঙ দিয়ে এঁকে দিয়েছে। এখনো সেই রকম মনে হচ্ছিল। সিসিলিতে জমকালো ফুলের গালচে পাতা থাকে, কমলার আর লেবুর ফুলের সুগন্ধে বাতাস এত ভারি যে মুখে আঘাত লেগে এত দিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা গন্ধনালী দিয়ে সে সুবাস মাইকেল গ্রহণ করতে পারল।

মুখের বাঁ দিকের ভগ্নাংশের ক্ষত সম্পূর্ণ সেরে গেছিল, কিন্তু হাড়টা উপযুক্ত ভাবে জোড়া লাগেনি আর সাইনাসগুলির ওপর ক্রমাগত চাপ লাগাতে বাঁ চোখে ব্যথা লেগে থাকত। নাক দিয়েও অনবরত জল ঝরত, শ্লেষ্মায় রুমাল ভরে যেত, চাষাদের মতো মাটির ওপর নাক ঝাড়তে হত। ছোটবেলায় যখনই দেখত বুড়ো ইতালীয়রা ইংরিজি বাবুগিরি বলে রুমাল ব্যবহার না করে পিচ্-বাঁধানো পথের ধারের নালায় নাক ঝাড়ছে, মাইকেলের বড় ঘেন্না করত।

তাছাড়া মুখটাকে বড় ভারি মনে হত। ডঃ তাজা বলেছিলেন তারও কারণ ঐ বিকৃতভাবে হাড় জোড়া লাগার ফলে সাইনাসে চাপ পড়া। ডঃ তাজা ডাক্তারি ভাষায় বলেছিলেন 'জাইগোমার', ডিমের-খোলা ভাঙন। বলেছিলেন হাড় জোড়া লাগার আগে ডাক্তার দেখালে, চামচের মতো একটা যন্ত্রের সাহায্যে হাড়টাকে ঠেলে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেই এ অবস্থা সেরে যেত। তবে এখন কিছু করতে হলে প্যালের্মোতে গিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়ে 'ম্যাক্সিলো-ফেশ্যাল সার্জারি' নামক বড় গোছের একটা ব্যাপার করতে হবে, তাতে হাড়টাকে আবার ভেঙে নিতে হবে। মাইকেলের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। সে রাজী হল না। অথচ ব্যথার চাইতেও, ক্রমাগত নাকে সর্দি আসার চাইতেও, মুখের ঐ ভারি ভাবটাতে ওর বেশি কষ্ট হত।

সেদিন ওর আর সমুদ্রতীরে পৌঁছনো হল না। মাইল পনেরো যাবার পর, মাইকেল আর তার রাখালরা একটা কমলা বনের শীতল সবুজ আর্দ্র ছায়ায়

বসে পড়ল, দুপুরের খাবার আর সঙ্গে আনা মদটুকু খাবার জন্য। ক্যাব্রিৎসিও কেবলই বকে যাচ্ছিল ও কেমন একদিন অ্যামেরিকায় যাবে। পানাহারের পর ওরা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল, ক্যাব্রিৎসিও তার শার্টের বোতাম খুলে পেটের পেশী সঙ্কুচিত করে উল্কির ছবিটাকে জীবন্ত করে তুলছিল। বুকের ওপর নগ্ন প্রেমিক-প্রেমিকার দেহ প্রেমের উচ্ছ্বাসে মোচড় দিয়ে উঠল, প্রতারিত স্বামী ওদের শরীরে যে ছোরাখানি বসিয়ে দিয়েছিল সেটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। দেখে মাইকেলদের সকলের খুব মজা লাগছিল। ঠিক সেই সময় সিসিলির লোকরা যাকে 'বজ্রাহত হওয়া' বলে, মাইকেলের তাই হল।

কমলাকুঞ্জের পিছনে জমিদারের ক্ষেত, তার ধারে ধারে সবুজ পাড় দেওয়া। কুঞ্জবনের একটু দূরে একটি বাগানবাড়ি, সেটি এতই রোমক ধাঁচে তৈরি যে মনে হয় বুঝি পম্পিয়াইয়ের ভগ্নাবশেষ থেকে খুঁড়ে বের করে আনা হয়েছে। ছোটখাটো একটি প্রাসাদের মতো, বিশাল শ্বেতপাথরের গাড়ি বারান্দা, লম্বা খাঁজ কাটা গ্রীসীয় থাম। সেই থামের মাঝখান দিয়ে এক দল গ্রামের মেয়ে বেরিয়ে এল, তাদের সঙ্গে কালো পোশাক-পরা দুজন মোটা গিন্নীগোছের মহিলা। গ্রাম থেকে তারা এসেছিল জমিদারের জন্য তাদের আবহমান কালের কর্তব্য সম্পাদন করতে, অর্থাৎ বাগানবাড়িটিকে সাফ করে, তাঁর শীত কাটাবার উপযুক্ত করে রাখতে। এখন ওরা মাঠে চলেছিল, সেখান থেকে ফুল তুলে এনে ঘরে ঘরে সাজিয়ে রাখবে। গোলাপী 'সুলা'র, বেগুনী উইস্টারিয়ার সঙ্গে কমলা-ফুল, লেবু-ফুল। মেয়েগুলি লক্ষ্যই করেনি যে তিনটে পুরুষমানুষ কমলা-বনে বিশ্রাম করছে, তাই ক্রমে খুব কাছে এসে পড়েছিল।

গায়ের সঙ্গে লাগা সস্তা ছাপা কাপড়ের পোশাক পরা মেয়েগুলির বয়স হবে কুড়ির নিচে, কিন্তু এই রোদের দেশে মেয়েদের শরীরে অল্প বয়সেই পরিপূর্ণ নারীত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে। ওদের মধ্যে তিন-চারজন মিলে একটি মেয়েকে তাড়া করে ঐ কমলা-বনটির দিকেই নিয়ে আসছিল। সে মেয়েটির হাতে বেগুনী আঙুরের মস্ত এক গুচ্ছ, তার থেকে সে একটা একটা ফল ছিঁড়ে অনুসরণকারিণীদের দিকে ছুঁড়ে মারছিল। ঐ আঙুরের মতোই গাঢ় বেগুনী একরাশি চুল তার মাথায় মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছিল আর দেহখানি যেন ত্বকের বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

কুঞ্জবনে প্রায় পৌঁছে গিয়ে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল, পুরুষদের শার্টের বিজাতীয় রঙ ওর চোখে পড়েছিল। আঙুলের ডগায় ভর করে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়ে, হরিণীর মতো যেন এখনি ছুটে পালাবে। ততক্ষণে সে খুবই কাছে এসে পড়েছিল, এত কাছে যে পুরুষরা তিনজন ওর মুখের প্রত্যেকটি অবয়ব দেখতে পাচ্ছিল।

দেহের রেখাগুলি ডিম্বাকৃতি, আলম্বিত চোখ, মুখের কাঠামো, কপালের ডৌল। ঘন ঘি রঙের অপরূপ গায়ের রঙ; আয়ত লোচন, গাঢ় বেগুনী কিংবা

কাল্‌চে, সুদীর্ঘ ঘন পক্ষ্ম, অপূর্ব সুন্দর মুখের ওপর তার ছায়া পড়েছে। ঠোঁট দুটি পরিপূর্ণ কিন্তু স্থুল নয়, মিষ্টি কিন্তু দুর্বল নয়, আঙুরের রস লেগে রঙ তার গাঢ় লাল। এ মেয়ে এমন অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর যে ফ্যাব্রিৎসিও চাপা গলায় বলে উঠল, "প্রভু যীশু! আমাকে তুলে নাও, আমি মরে গেলাম।" যেন ওর কথা শুনতে পেয়েই মেয়েটি আঙুলের ডগা থেকে দেহের ভার নামিয়ে, চর্কিবাজির মতো ঘুরে আবার তার অনুসরণকারিণীদের কাছে ফিরে গেল। আঁটো ছাপা পোশাকের নিচে বন্য প্রাণীর মতো সহজ চলার ভঙ্গি, প্রকৃতির কন্যার মতোই নিষ্পাপ কামনাময়। বন্ধুদের কাছে পৌঁছে, আবার ফিরে দাঁড়িয়ে আঙুরের গুচ্ছসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে কুঞ্জবনের দিকে দেখিয়ে দিল। অমনি মেয়েরা সহাস্যে ছুটে পালাল, কালো পোশাক-পরা মোটা গিন্নীরা বকবক করতে করতে তাদের তাড়া দিয়ে, নিয়ে চলল।

আর মাইকেল কর্লিয়নির কথা কি বলা যায়? সে নিজেই বুঝতে পারল সে উঠে দাঁড়িয়েছে, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ধড়াস-ধড়াস করছে। একটু একটু মাথা ঘুরছে। দেহের শিরায় শিরায় রক্তে তার বান ডেকেছে, দেহের শেষ প্রান্তে, হাতের পায়ের আঙুলের ডগায় পৌঁছে সে রক্তের স্রোত আছড়ে পড়ছে। বাতাসে ভর করে দ্বীপের যত সুগন্ধ উড়ে এল, কমলা-ফুলের, লেবু-ফুলের, আঙুরের, কুসুম সম্ভারের যত সুগন্ধ। মাইকেলের মনে হল ওর দেহটা আর ওর মধ্যে নেই, বাইরে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর শুনতে পেল রাখালরা দুজন হাসছে।

ফ্যাব্রিৎসিও বলল, "মাথায় বাজ পড়ল, কেমন কি না?" বলে ওর কাঁধে চাপড় দিল। কালো পর্যন্ত বন্ধুর মতো ওর হাত চাপড়ে বলল, "ঠাণ্ডা হও ব্যাটা, ঠাণ্ডা হও। কিন্তু কথাগুলো সস্নেহে বলল। মাইকেল যেন মোটর-গাড়ির ধাক্কা খেয়েছে, এমন ভাবে ফ্যাব্রিৎসিও একটা মদের বোতল এগিয়ে দিল, মাইকেল অমনি বোতলে একটা লম্বা টান দিল। তাতে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

তখন সে বলল, "ওরে হতভাগা মেষ-পালক, তোরা বলছিসটা কি?"

ওরা দুজনেই হাসতে লাগল। কালোর ভালোমানুষের মতো মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল, সে বলল, "দেখ, মাথায় বাজ পড়লে, সে আর লুকোবার জো নেই। সবাই দেখতে পায়। ও হরি, তাই নিয়ে আবার লজ্জা কিসের, কত লোক তো বাজ পড়ার আশায় পুজো দেয়। তুমি তো সৌভাগ্যবান।"

ওর মনের কথা এরা দু'জন এত সহজে বুঝে নিল দেখে মাইকেল খুব খুশি হল না। কিন্তু ওর জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। কৈশোরে একে ওকে ভালো লাগত, এ একেবারে অন্য রকমের। কে-কে যে এত দিন ভালোবেসেছিল, এর সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য নেই। যে ভালোবাসার মূলে ছিল কে-র স্বাভাবিক মাধুর্য, তার বুদ্ধিমত্তা, একজনের কালো চুল, একজনের সোনালী, তার আকর্ষণ।

আর এ হল অধিকার করবার দুর্দম বাসনা; মেয়েটির মুখের প্রতিচ্ছবি

মাইকেলের মগজে গ্রথিত হয়ে গেছিল ; মাইকেল বুঝতে পারছিল এ মেয়েকে না পেলে, সমস্ত জীবন ধরে ওর স্মৃতি মনকে পীড়া দেবে। জীবনটা কেমন সহজ হয়ে এল, একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হল, বাকি যা কিছু সে-সব এক মুহূর্তের চিন্তারও আযোগ্য বলে মনে হতে লাগল। এই নির্বাসনের দিনগুলিতে মাইকেল অহরহ কে-র কথাই ভাবত, মনে হত আর কখনো ওদের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ হতে পারবে না, বন্ধুত্বেরও নয়। যাই বলা যাক, ও এখন একজন খুনে বই তো নয়, একজন 'ম্যাফিয়োসো,' যার পৌরুষের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবার কে-র সব স্মৃতি মাইকেলের চেতনা থেকে মুছে গেল।

তড়বড় করে ফ্যাব্রিৎসিও বলল, "গ্রামে গিয়ে, ওর বিষয় সব খবর নিয়ে আসি। কে জানে, যতটা ভাবছি, মেয়েটি হয়তো ততটা দুষ্প্রাপ্য নয়। বাজ পড়ার তো একটিমাত্র ওষুধ আছে, কি বল, কালো ?"

গম্ভীরভাবে অন্য রাখাল মাথা দোলাল। মাইকেল কিছু বলল না। রাখালরা দুজন যখন পাশের গ্রামের পথ ধরল, ও-ও ওদের পিছন পিছন চলল। মেয়ের দল ঐ গ্রামেই অদৃশ্য হয়ে গেছিল।

মধ্যিখানে একটা খোলা জায়গা, তার ভিতর একটি ফোয়ারা, তার চারদিক ঘিরে গ্রামের বাড়িঘর, এ অঞ্চলে সর্বদাই যেমন হয়ে থাকে। তবে বড় রাস্তার ওপর হওয়াতে, কয়েকটা দোকান আর মদের দোকানও ছিল, আর একটা ছোট কাফে বা রেস্তোরাঁ, তার খুদে চাতালে তিনটি টেবিল পাতা। রাখালরা গিয়ে একটা টেবিলে বসেছিল, মাইকেলও তাদের সঙ্গে জুটল। কিন্তু মেয়েদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না, তাদের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। কয়েকটা ছোট ছেলে আর একটা ভ্রাম্যমাণ গাধা ছাড়া মনে হচ্ছিল গ্রামে কোনো বাসিন্দাই নেই।

কাফের মালিক ওদের আপ্যায়ন করতে এল। গাঁট্টাগোঁট্টা ছোট-খাটো মানুষটি প্রায় একটা বেঁটে বামুনের মতোই খাটো। ওদের প্রফুল্লবদনে অভিবাদন করে, টেবিলের ওপর এক প্লেট ভাজা মটর রেখে বলল, "আপনারা এখানে নতুন এসেছেন, কাজেই একটু পরামর্শ দিই। আমার মদটি চেখে দেখুন। আমার বাগানের আঙুর দিয়ে আমার ছেলেরা তৈরি করেছে। তার সঙ্গে কমলা আর লেবু মিশিয়েছে। এই হল ইটালির সেরা মদ।"

ওরা তাকে জগ ভরে মদ আনবার অনুমতি দিল। বাস্তবিক ও যা বলেছিল, জিনিসটা তার চাইতেও ভালো, গাঢ় বেগুনী রঙ, ব্র্যাণ্ডির মতো তেজ। ফ্যাব্রিৎসিও মালিককে বলল, "ঠিক জানি, আপনি এদিককার সব মেয়েকে চেনেন। পথে আসতে কয়েকজন রূপসীকে দেখলাম, তাদের একজনকে দেখে আমাদের এই বন্ধুটির মাথায় বাজ পড়েছে।" এই বলে মাইকেলকে দেখাল।

নতুন কৌতূহলের সঙ্গে মালিক তখন মাইকেলের দিকে তাকাল। এর আগে ওর ভাঙা মুখটাকে খুব সাধারণ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু যে মানুষের

মাথায় বাজ পড়েছে, তার ব্যাপারই আলাদা। মালিক বলল,"তাহলে, বন্ধু, বরং কয়েকটা বোতল সঙ্গে নিয়ে যান। রাতে ঘুমের সময় সাহায্য দরকার হবে।"

মাইকেল তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এমন কোনো মেয়েকে চেনেন, যার চুল খুব কোঁকড়া, দুধের সরের মতো গায়ের রঙ, এই বড় বড় চোখ, খুব কালো চোখ? এ গ্রামে এমন কোনো মেয়েকে চেনেন?"

কাফের মালিক সংক্ষেপে বলল, "না, ও-রকম কাউকে চিনি না।" এই বলে চাতাল ছেড়ে কাফের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা তিনজন ধীরে ধীরে মদ খেতে লাগল, জগটা শেষ হলে, আরো চাইল। মালিকের দেখা নেই। ফ্যাব্রিৎসিও তার খোঁজে কাফেতে গিয়ে ঢুকল। বেরিয়ে এসে মুখ বিকৃত করে মাইকেলকে বলল, "যা ভেবেছিলাম, যার কথা বলছিলাম সে ওরই মেয়ে। এখন বাড়ির পিছনে বসে আমাদের অনিষ্ট করবার জন্য রক্ত গরম করছে। এবার বোধ হয় কর্লিয়নির দিকে হাঁটা দিলেই ভালো।"

এত মাস দ্বীপে বাস করা সত্ত্বেও যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে সিসিলীয়দের এই স্পর্শকাতরতা আজ পর্যন্ত মাইকেলের অভ্যাস হল না, তাছাড়া একজন সিসিলীয়র পক্ষেও এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাখালরা মালিকের ব্যবহারটাকে নৈত্যনৈমিত্তিকের মধ্যেই ধরে নিচ্ছিল। মাইকেল কখন রওনা হয় ওরা তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ফ্যাব্রিৎসিও বলল, "হারামজাদা বলেছিল ওর নাকি দুটো ছেলে আছে, এই লম্বা, ষণ্ডাগুণ্ডা, তাদের একবার ডাকলেই হল। রওনা দেওয়া যাক।"

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মাইকেল; এতাবৎ ওকে দেখা গেছিল চুপচাপ, নম্র যুবক, অ্যামেরিকানরা যেমন হয়, তবে সিসিলিতে এসে যখন লুকোতে হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই পুরুষোচিত কোনো কাজ করেছিল। 'কর্লিয়নি দৃষ্টি' রাখালরা এই প্রথম দেখল। ডন টমাসিনো মাইকেলের আসল পরিচয় এবং কীর্তির কথা জানতেন, কাজেই তিনি ওর সঙ্গে সতর্ক হয়ে চলতেন, তাঁরই মতো আরেকজন বলে সমীহ করতেন। কিন্তু এই সব অশিক্ষিত মেষপালকদের মাইকেল সম্পর্কে অন্য ধারণা ছিল, সে ধারণাটা কিছু বিচক্ষণও ছিল না। ঐ ঠাণ্ডা দৃষ্টি, মাইকেলের আড়ষ্ট সাদা মুখ, বরফ থেকে যেমন ধোঁয়া ছাড়ে তেমনি মাইকেলের গা থেকে রাগের প্রকাশ—এসব দেখে ওদের হাসি উবে গেল, চেনা বন্ধুর মতো ভাবখানাও দপ্‌ করে নিবে গেল।

মাইকেল যখন দেখল এদের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ পাওয়া গেছে, তখন সে বলল, "ঐ লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

তারা এক মুহূর্ত ইতস্তত: করল না। কাঁধে বন্দুক তুলে, ছায়াময় শীতল কাফের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত বাদে, দুজনার মাঝখানে মালিককে নিয়ে, আবার তারা বেরিয়ে এল। বেঁটে লোকটা যে খুব ভয় পেয়েছে তাও মনে হল না, তবে ওর রাগের মধ্যে এখন খানিকটা সতর্কতা দেখা যাচ্ছিল।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে মাইকেল লোকটাকে একটুক্ষণ নিরীক্ষণ করল। তারপর খুব শান্তভাবে বলল, "শুনলাম আপনার মেয়ের কথা বলাতে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেজন্য আমি দুঃখিত, আমি বিদেশ থেকে এসেছি, এখানকার হালচাল ভালো করে জানি না। তবে এইটুকু বলতে চাই যে আপনার প্রতি কিংবা তার প্রতি অসম্মান দেখানো আমার অভিপ্রায় ছিল না।"

রাখাল দেহরক্ষীরা তো থ। আগে যখন ওদের সঙ্গে কথা বলেছে, কই, তখন তো মাইকেলের গলার স্বর এমন শোনায়নি। ক্ষমা চাইছে, অথচ কথার মধ্যে আদেশ আর কর্তৃত্ব। কাফের মালিক আরো সাবধান হয়ে গিয়ে কাঁধ তুলল, এবার সে বুঝতে পারল যে চাষার ছেলের সঙ্গে কারবার করছে না। সে বলল, "আপনি কে? আমার মেয়ের কাছ থেকে কি চান?"

একটুও ইতস্ততঃ না করে মাইকেল বলল, "আমি একজন অ্যামেরিকান, আমাদের দেশের পুলিসের কাছ থেকে পালিয়ে এখানে লুকিয়ে আছি। আমার নাম মাইকেল। আপনি পুলিসে খবর দিলে, অনেক টাকা পাবেন, কিন্তু আপনার মেয়ে স্বামী তো পাবেই না, উপরন্তু বাপকে হারাবে। সে যাই হোক, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সব সৌজন্য রক্ষা করে, সম্মানের সঙ্গে। আমি একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ, তার ধর্মে আঘাত করবার ইচ্ছা আমার নেই। তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, কথা বলতে চাই, তারপর যদি মনের মিল হয়, আমাদের বিয়ে হবে। আর তা যদি না হয়, আর কখনো আমার মুখ দেখতে পাবেন না। শেষ পর্যন্ত হয় তো মনের মিল হবে না, তাহলে কারো কিছু করবার থাকবে না। কিন্তু উপযুক্ত সময় এলে, স্ত্রীর বাপের যা যা জানা উচিত, আমি আপনাকে সে-সবই বলব।"

ওরা তিনজনেই আশ্চর্য হয়ে মাইকেলের দিকে চেয়ে ছিল। ভক্তি ভরে ফ্যাব্রিৎসিও ফিসফিস করে বলল, "সত্যি সত্যি বাজ পড়েছে।" এই প্রথম কাফের মালিকের মুখে ততটা আত্ম-প্রত্যয় কিংবা তাচ্ছিল্য দেখা যাচ্ছিল না; রাগটার মধ্যেও অনিশ্চয়তা এসে গেছিল। অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি বন্ধুদের বন্ধু?"

কোনো সাধারণ সিসিলীয় যেহেতু 'ম্যাফিয়া' শব্দ মুখে আনতে পারত না, মাইকেল ম্যাফিয়ার সদস্য কি না, এ প্রশ্ন এর চাইতে স্পষ্ট করে বলা মালিকের সাধ্য ছিল না। সাধারণতঃ ঐ প্রশ্ন এই ভাবেই করা হত, তবে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বড় একটা জিজ্ঞাসা করা হত না।

উত্তরে মাইকেল বলল, "না, আমি বিদেশ থেকে এসেছি।" কাফের মালিক ওর দিকে আরেকবার তাকাল, মুখের বাঁ দিক ভাঙা, অমন লম্বা পা-ও সিসিলিতে বিরল। তারপর লুপারা কাঁধে দুই রক্ষকের দিকে খোলাখুলি নির্ভয়ে চেয়ে দেখল, মনে পড়ল ওরা সোজা কাফেতে ঢুকে বলেছিল, ওদের মুনিব মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চান। কাফের মালিক খেঁকিয়ে উঠেছিল, শালার

ব্যাটা এক্ষুনি চাতাল থেকে চলে যাক, তখন রাখালদের একজন বলেছিল, "আমার কথা বিশ্বাস করুন, বাইরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে নিজে কথা বললে সব চাইতে ভালো হয়।" তাই শুনে কেন জানি মালিক বেরিয়ে এসেছিল। এই মুহূর্তে মনে হল এই অচেনা লোকটির প্রতি সৌজন্য দেখালেই ভালো হয়। খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে মালিক বলল, "রবিবার বিকেলের দিকে আসুন। আমার নাম ভিটেলি, গ্রামের ওপরে ঐ পাহাড়টাতে আমার বাড়ি। কিন্তু আগে এইখানে আসুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব।"

ফ্যাব্রিৎসিও কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাইকেল তার দিকে এমনি কটমট করে তাকাল যে মুখের মধ্যে জিব জমে বরফ। একটা ভিটেলির চোখ এড়াল না। কাজেই মাইকেল যখন উঠে হাত বাড়িয়ে দিল, মালিক হাতটা ধরে একটু হাসল। অবশ্য কিছু খোঁজখবর নিতে হবে, উত্তরগুলো ঠিক না হলে শট-গান হাতে মাইকেলের অভ্যর্থনা করবার জন্য ছেলে দুটো তো রয়েইছে। বন্ধুদের সঙ্গে মালিকের যে কোনো সম্পর্ক ছিল না এমনও নয়। কিন্তু মালিকের মন বলল যে সিসিলির লোকরা যে সর্বদা অকারণ সৌভাগ্যে বিশ্বাস করে, এও তাই। মন বলল মেয়ের রূপের জন্য এবার তার আর পরিবারের সকলের ভাগ্য খুলে যাবে। তাই ভালো। কয়েকটা স্থানীয় ছোকরা এরই মধ্যে মেয়েটার আশেপাশে ভনভন করতে শুরু করেছিল, এই মুখ-ভাঙা বিদেশী লোকটি তাদের দরকারমতো খেদিয়ে দিতে পারবে। শুভেচ্ছা জানাবার জন্য, ভিটেলি ওর সেরা মদের ঠাণ্ডা-করা এক বোতল ওদের হাতে দিয়ে বিদায় দিল। মালিক লক্ষ্য করল বিলের টাকা শোধ করল রাখালদের একজন। এতে সে আরো প্রভাবিত হল, কারণ এতে প্রমাণ হয়ে গেল যে দুই সঙ্গীর চাইতে মাইকেলের পদমর্যাদা বেশি।

বেড়ানোর দিকে মাইকেলের আর মন ছিল না। একটা গ্যারাজ খুঁজে বের করে, একটা মোটর ও চালক ভাড়া করে ওরা রাতের খাওয়ার কিছু আগেই কর্লিয়নি পৌঁছল। রাখালরা নিশ্চয়ই এসেই ডঃ তাজাকে সব কথা জানিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায়, বাগানে বসে ডঃ তাজা ডন টমাসিনোকে বললেন, "আমাদের বন্ধুর মাথায় আজ বাজ পড়েছিল।"

ডন টমাসিনো তাতে একটুও অবাক হলেন বলে মনে হল না। ঘোঁতঘোঁত করে বললেন, "প্যালের্মোর ঐ-সব ছোকরাদের কারো কারো মাথায় বাজ পড়লে ভালো হত, তাহলে আমি হয়তো খানিকটা শান্তি পেতাম।"

প্যালের্মোর বড় শহরে যে-সব নব্য ম্যাফিয়া-নেতার উত্থান হচ্ছিল, ডন টমাসিনো তাদের কথা বলছিলেন। তারা ওঁর মতো প্রাচীন নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে রেষারেষি করছিল।

মাইকেল টমাসিনোকে বলল, "আমার ইচ্ছা আপনি ঐ দুই রাখালকে বলেন রবিবার যেন আমার সঙ্গে না যায়। আমি ঐ মেয়েটির বাড়ির লোকদের সঙ্গে ডিনার খেতে যাব আর ওরা সেখানে ঘোরাঘুরি করবে,এ আমি চাই না।"

ডন টমাসিনো মাথা নেড়ে বললেন, "দেখ, আমি তোমার নিরাপত্তার জন্য তোমার বাবার কাছে দায়ী, আমাকে ও-রকম অনুরোধ করো না। আরেকটা কথা, শুনলাম নাকি তুমি বিয়ের কথাও তুলেছ। আগে কাউকে পাঠিয়ে তোমার বাবার মতটা নিই, তা না হলে সে আমি হতে দেব না।"

খুব সাবধান হয়ে গেল মাইকেল, হাজার হোক ইনি একজন সম্রান্ত ভদ্রলোক। "ডন টমাসিনো, আপনি তো বাবাকে চেনেন। ওঁর কথায় কেউ 'না' বললে উনি স্রেফ কালা বনে যান। যতক্ষণ না তারা 'হ্যাঁ' বলছে, উনিও শ্রুতিশক্তি ফিরে পান না। উনি কিন্তু আমার মুখের 'না' শব্দ অনেকবার শুনেছেন। দুই রক্ষকের কথা মেনে নিচ্ছি, আমি আপনার অসুবিধা করতে চাই না, আসুক ওরা আমার সঙ্গে রবিবার দিন, কিন্তু বিয়ে করবার ইচ্ছা হলে, বিয়ে আমি করবই। আমার ব্যক্তিগত জীবনে যখন নিজের বাপকে হস্তক্ষেপ করতে দিইনি, তখন আপনাকে হস্তক্ষেপ করতে দিলে যে তাঁকে অপমান করা হয়।"

ম্যাফিয়া নেতা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন, "তাহলে বিয়ে হতেই হবে। তোমার ঐ বজ্রপাটিকে আমি চিনি। খুব ভালো মেয়ে, পরিবারটিও ভদ্র। ওদের অসম্মান করলে, বাপটি কিন্তু তোমাকে মারবার চেষ্টা না করে ছাড়বে না, তখন আবার তোমাকেও রক্তপাত করতে হবে। তাছাড়া পরিবারটার সঙ্গে আমার খুবই জানাশোনা, ও-রকম আমি হতে দিতে পারি না।"

মাইকেল বলল, "আমাকে দেখেই হয়তো ওর পিত্তি জলে যাবে, খুবই ছেলেমানুষ, আমাকে হয়তো বেজায় বুড়ো ভাববে।" মাইকেল লক্ষ্য করল তাজা আর টমাসিনো ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন। "আমার কিছু টাকার দরকার হবে, উপহার ইত্যাদি দেবার জন্য, বোধ হয় একটা গাড়িরও দরকার হবে।"

ডন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, "ও-সব ব্যাপার ফ্যাব্রিৎসিও ঠিক করে দেবে, ভারি চালাক ছেলে, নৌ-বহরে যন্ত্রপাতির কাজ শিখেছিল। কাল সকালে তোমাকে কিছু টাকা দেব আর তোমার বাবাকে সব কথা জানাব। সেটা আমাকে করতেই হবে।"

মাইকেল ডঃ তাজাকে বলল, "আপনার কাছে কোনো ওষুধপত্র আছে, যাতে নাক থেকে এই ক্রমাগত সর্দি পড়া বন্ধ হয়? ঐ মেয়ে আমাকে সারাক্ষণ নাক মুছতে দেখলে চলবে কেন।"

ডঃ তাজা বললেন, "তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে একটা ওষুধ লাগিয়ে দেব। তাতে জায়গাটা একটু অবশমতো হয়ে থাকবে, কিন্তু তাতে কি হয়েছে, এক্ষুনি তো আর ওকে চুমু খাচ্ছ না।" এই রসিকতায় ডাক্তার আর ডন দুজনই হাসলেন।

রবিবারের মধ্যে মাইকেলের জন্য একটা অ্যালফা রোমিও গাড়ি যোগাড়

হল, ঝড়ঝড়ে কিন্তু কাজ চলে যায়। বাসে করে প্যালের্মো গিয়ে মাইকেল মেয়েটির আর তার বাড়ির লোকদের জন্য কিছু উপহারও কিনে এনেছিল। শুনে'ছল মেয়েটির নাম অ্যাপলোনিয়া, রোজ রাতে মাইকেল ওর সুন্দর মুখখানির আর সুন্দর নামের কথা ভাবত। একটুখানি ঘুমের জন্য অনেকখানি মদ খেতে হত, বাড়ির বুড়ী পরিচারিকাদের বলে দেওয়া হয়েছিল মাইকেলের খাটের পাশে যেন এক বোতল ঠাণ্ডা মদ রেখে দেয়। রোজ রাতে মাইকেল বোলতাটাকে শেষ করে ফেলত।

রবিবার সারা সিসিলির সব গির্জায় ঘণ্টা বাজতে লাগল, তারই মধ্যে অ্যাল্‌ফা রোমিও চালিয়ে গ্রামে পৌঁছে, গাড়িটাকে মাইক কাফের বাইরে রাখল। পিছনের সীটে, লুপারা হাতে কালো আর ফ্যাব্রিৎসিও বসে ছিল। মাইকেল ওদের বলে রেখেছিল ওরা কাফেতে অপেক্ষা করবে, মালিকের বাড়িতে আসবে না। কাফে বন্ধ ছিল, কিন্তু খালি চাতালের বেড়ায় ঠেস দিয়ে ভিটেলি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সকলে হ্যাণ্ডশেক করার পর, উপহারের মোড়ক তিনটি হাতে নিয়ে, ভিটেলির সঙ্গে মাইকেল পাহাড়ের ওপরে তার বাড়ির দিকে হেঁটে চলল। দেখা গেল সাধারণ গ্রামের কুটিরের চাইতে বাড়িটা বড়, ভিটেলিরা নিতান্ত দরিদ্র ছিল না।

বাড়ির ভিতরটাকে চেনা চেনা মনে হল, কাচের ডোমের মধ্যে যীশুর মা'র কয়েকটি মূর্তি, তাদের পায়ের কাছে পূজার প্রদীপ জ্বলছে। ভিটেলির দুই ছেলেও অপেক্ষা করছিল, তারাও রবিবারের যোগ্য কালো পোশাক পরেছিল। দিব্যি বলিষ্ঠ দুই যুবক, হয়তো সবে উনিশ পেরিয়েছে, তবে খামারের অতিরিক্ত খাটুনির ফলে, বয়সটা একটু বেশি দেখাচ্ছিল। ওদের মা-ও শক্তসমর্থ, প্রায় স্বামীর মতোই মোটাসোটা। মেয়েটির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

ওকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল বটে, কিন্তু কোনো কথাই মাইকেলের কানে গেল না। সকলে একটা ঘরে গিয়ে বসল, সেটা বসবার ঘরও হতে পারে, কিংবা আনুষ্ঠানিক খাবার ঘরও হতে পারে। নানা রকম আসবাবে ঠাসা, খুব বড় নয়, তবু সিসিলির পক্ষে সে-ঘর মধ্যবিত্ত সচ্ছলতার পরিচয় দিচ্ছিল।

মাইকেল সিনিয়র ভিটেলিকে আর সিনিওরা ভিটেলিকে তাদের উপহার দুটি দিল। বাপের জন্য একটা সোনার চুরুট-কাটা, মায়ের জন্য প্যালের্মোর সব চাইতে মিহি মূল্যবান কাপড়ের এক থান। মেয়েটির উপহারটা তখনো দেওয়া হয়নি। মা-বাপ সংযতভাবে ধন্যবাদ জানাল। উপহারগুলো বড় বেশি আগে থাকতেই দিয়ে ফেলা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার আসার আগে কিছু দেওয়াটা ঠিক হয়নি।

পাড়াগাঁর লোকে যেমন স্পষ্ট কথা বলে, বাপ বলল, "ভেবো না আমরা

এতই অকিঞ্চিৎকর যে বাড়িতে যে আসবে, তাকেই আদর করে ডেকে নেব কিন্তু ডন টমাসিনো তোমার অনুমোদন করেছেন, এ অঞ্চলে এমন কেউ নেই যে তাঁর মতো ভালো লোকের কথা অবিশ্বাস করবে। তাই তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবু তোমাকে এ-কথা বলে রাখছি যে আমার মেয়ের সম্বন্ধে যদি যথার্থই তোমার কোনো সৎ অভিপ্রায় থাকে তাহলে আমাদেরও তোমার এবং তোমার পরিবার সম্পর্কে আরো কিছু জানা দরকার। এ-কথা তো তোমার বোঝাই উচিত, তোমরাও এ-দেশেরই মানুষ।"

মাইকেল মাথা দুলিয়ে, ভদ্রতার সঙ্গে বলল, "যে কোনো সময়ে আপনি যা-কিছু জানতে চাইবেন, আমি সমস্তই বলব।"

সিনিয়র ভিটেলি হাত তুলে বললেন, "পরের ব্যাপারে আমি বড় একটা নাক গলাই না। আগে দেখা যাক তার কোনো প্রয়োজন হবে কি না। আপাততঃ ডন টমাসিনোর বন্ধু বলে এ-বাড়িতে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

নাকের ভিতর ওষুধ লাগানো সত্ত্বেও, ঘরের মধ্যে মেয়েটির উপস্থিতির সুবাস সত্যি-সত্যি মাইকেলের নাকে এল। ফিরে দেখে, বাড়ির পিছন দিকে যাবার খিলান দেওয়া দরজায় সে এসে দাঁড়িয়েছে। তাজা ফুলের গন্ধ, লেবু ফুলের, অথচ ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামে সে ফুল কিংবা আর কিছু পরেনি, সাদাসিধা কালো পোশাকে কোনো অলঙ্কার নেই; এটিই নিশ্চয়ই ওর সব চাইতে ভালো পোশাক, রবিবারে পরে। চকিত একটা দৃষ্টি দিল সে, ছোট্ট একটু হাসি, তারপর চোখ নামিয়ে সলজ্জভাবে মায়ের পাশে গিয়ে বসল।

আবার মাইকেলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, সমস্ত দেহের মধ্যে এ কিসের প্লাবন, এ তো ঠিক কামনা নয়, বরং ওকে আয়ত্ত করবার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা। এই প্রথম মাইকেল অনুভব করল ইটালির পুরুষদের বহু কথিত সেই প্রাচীন ঈর্ষা। সেই মুহূর্তে কেউ যদি এ মেয়েকে স্পর্শ করত, দাবি করত, মাইকেলের কাছ থেকে সরিয়ে নিত, মাইকেল তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত ছিল। কৃপণ যে-ভাবে সোনার মুদ্রার অধিকারী হতে চায়, ভাগচাষী যে-ভাবে নিজের চাষের জমির অধিকার চায়, মাইকেলও তেমনি উদ্দামভাবে এই মেয়েকে অধিকার করতে চাইছিল। এই মেয়ের স্বামীত্ব থেকে কেউ ওকে বঞ্চিত করতে পারবে না; একে আয়ত্ত করা, ঘরে তালাচাবি দিয়ে রাখা, নিতান্ত নিজের জন্য একে বন্দিনী করে রাখা। ওকে কেউ চেয়ে দেখে, সেটুকু পর্যন্ত মাইকেলের ইচ্ছা নয়। ভাইদের একজনের দিকে হেসে ফিরে তাকাতেই, সে-বেচারার দিকে মাইকেল নিজেরই অজান্তে বিষদৃষ্টি হানল। পরিবারের সবাই টের পেল এ সেই প্রাচীন 'বাজ-পড়া'র ব্যাপার, দেখে তারা আশ্বস্ত হল। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত, ও মেয়ের হাতে এ মানুষটি একদলা মাটির মতো হয়ে থাকবে। তারপর অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হবে, কিন্তু তাতে কি বা এসে যায়।

প্যালের্মোতে মাইকেল নিজের জন্যে নতুন কাপড়চোপড় কিনেছিল, এখন

আর তাকে মোটা কাপড় পরা চাষী বলে মনে হচ্ছিল না, সবাই বুঝতে পারল ও কোনো ডনের পদের অধিকারী। ভাঙা মুখে ও নিজে যতটা ভাবত, আসলে ওকে ততটা খারাপ দেখাত না; অন্য পাশ থেকে দেখলে এতই সুপুরুষ মনে হত যে বিকৃতিটাকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপকই লাগত। হাজার হোক, এ এমন দেশ যেখানে বিকলাঙ্গ নাম পেতে হলে, শারীরিক অপঘাতগ্রস্ত মস্ত একদল লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়।

মাইকেল সোজাসুজি মেয়েটির দিকে তাকাল, কি অপূর্ব আলম্বিত সুগোল মুখের গড়ন। ঠোঁটে এত রক্তের চাপ যে অধরোষ্ঠের রঙ মনে হচ্ছিল ঘন নীল। মেয়ের নামটুকু মুখে আনার সাহসে কুলোল না। মাইকেল বলল, "কমলা বনের ধারে সেদিন তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি পালিয়ে গেলে। আশা করি আমাকে দেখে ভয় পাওনি।"

একটি খণ্ডিত মুহূর্তের জন্য সে চোখ তুলে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল। কিন্তু ও-চোখ এত অপরূপ যে মাইকেল দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল। মাটি ঝাঁজালো স্বরে বলল, "বেচারার সঙ্গে কথা বল, অ্যাপলোনিয়া, তোমাকে দেখতে কত দূর থেকে এসেছে।" তবু মেয়ের ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্ম পাখির ডানার মতো চোখ দুটিকে ঢেকে রাখল। সোনালী কাগজে মোড়া উপহারটি মাইকেল ওর হাতে দিতেই, ও সেটিকে কোলের উপর রেখে দিল। ওর বাবা বলল, "খুলেই দেখ না, মেয়ে।" তবু হাতদুটি সরল না। ছোট ছোট পাটকিলে রঙের হাত, ছোট ছেলের হাতের মতো। মা হাত বাড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে, কিন্তু সযত্নে, যাতে বহুমূল্য কাগজটা না ছেঁড়ে, মোড়কটা খুলে ফেলল। ভিতরকার লাল মখমলের গয়নার বাক্স দেখে সে থেমে গেল, এমন জিনিস কখনো সে হাতে করে নেয়নি, কেমন করে খুলতে হয় তাই জানে না। যাই হোক, সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বাক্স খুলে উপহারটি মা বের করল।

ভারি সোনার একটা গলার হার, তাই দেখে ওরা হকচকিয়ে গেল, শুধু ওর মূল্যের কথা ভেবে নয়, ওদের সমাজে সোনার জিনিস দেওয়াই মানে অতিশয় সুগম্ভীর ইচ্ছা প্রকাশ করা। এ তো বিয়ের প্রস্তাবের চাইতে কম নয়, অন্ততঃ বিয়ের প্রস্তাবের ইচ্ছার স্বীকৃতি। এই অচেনা লোকটির উদ্দেশ্যের সততা সন্দেহ করার আর কারণ রইল না। এবং তার সচ্ছলতা নিয়েও প্রশ্ন উঠল না।

তখন পর্যন্ত অ্যাপলোনিয়া তার উপহারটি হাতে করে নেয়নি। মা হারটাকে ওকে দেখাবার জন্য তুলে ধরলে, চোখের দীর্ঘ পক্ষ্ম তুলে ও একবার সোজাসুজি মাইকেলের দিকে চাইল। হরিণীর মতো গাঢ় রঙের চোখে, গাম্ভীর্যে ভরা। সে বলল, "ধন্যবাদ।" এই প্রথম তার গলার স্বর শুনল মাইকেল।

সে স্বরে তারুণ্যের আর লজ্জার, মখমল সদৃশ কোমলতা। মাইকেলের কানে সে স্বরের অনুরণন জাগল। অন্য দিকে তাকাতে লাগল মাইকেল, ওর

মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, কারণ ওর দিকে চাইলে, মনের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। তবু এটুকু মাইকেল লক্ষ্য করেছিল যে যদিও তার পোশাকটি ছিল সেকেলে ধরনে ঢিলেঢালা, তবু বস্ত্র ভেদ করে ওর দেহের ইন্দ্রিয়াসক্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছিল। আরো লক্ষ্য করেছিল ওর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠাতে, গায়ের রঙ আরো গাঢ় দেখাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত মাইকেল যাবার জন্য উঠে পড়ল, ওরা সকলেও উঠে দাঁড়াল। বিধিমতে সকলে বিদায় নিল, অবশেষে মেয়েটি ওর সামনা-সামনি এসে ওর করমর্দন করল। মাইকেলের ত্বকে ওর ত্বকের স্পর্শ লাগতেই মাইকেল শিউরে উঠল, উষ্ণ ঈষৎ কর্কশ ত্বক, চাষীদের ত্বক। বাপ মাইকেলের সঙ্গে নেমে গাড়ি পর্যন্ত এসে, পরের রবিবার ওকে ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করল। মাইকেল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল বটে, কিন্তু সে মনে মনে জানত মেয়েটিকে না দেখে ও কিছুতেই এক সপ্তাহ থাকতে পারবে না।

তা থাকেওনি। পরদিনই, রক্ষীদের না নিয়ে, গাড়ি চালিয়ে গ্রামে গিয়ে কাফের চাতালে মেয়ের বাপের সঙ্গে মাইকেল গল্প করতে বসল। শেষটা সিনিয়র ভিটেলির দয়া হল, স্ত্রীকে মেয়েকে ডেকে পাঠাল, ওদের সঙ্গে এসে বসবার জন্য। এবারকার সাক্ষাৎ ততটা কুণ্ঠার ব্যাপার হল না। অ্যাপলোনিয়ার লজ্জা কিছুটা কমেছিল, সে আরেকটু কথাবার্তাও বলেছিল। প্রতিদিনকার ছাপা কাপড়ের ফ্রক পরেছিল, ওর গায়ের রঙের সঙ্গে মানিয়েছিল বেশি।

তার পর দিন আবার তাই হল। তফাত শুধু এই যে সেদিন অ্যাপলোনিয়া মাইকেলের দেওয়া সোনার হার গলায় দিয়েছিল। তাই দেখে মাইকেল ওর দিকে চেয়ে হেসেছিল, বুঝেছিল ওটা একটা ইঙ্গিত। তার সঙ্গে হেঁটে পাহাড়ে উঠেছিল মাইকেল, মা-ও পিছনেই ছিল। কিন্তু গায়ের সঙ্গে গায়ের একটুখানি স্পর্শ অপরিহার্য ছিল, একবার অ্যাপলোনিয়া হোঁচট খেয়ে ওর গায়ের ওপর পড়েছিল, ওকে ধরে ফেলতে হয়েছিল, হাতের নিচে ওর উষ্ণসজীব দেহের স্পর্শ লাগতেই, মাইকেলের রক্তে প্রবল ঢেউ উঠেছিল। মা যে পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে, সেটা ওরা লক্ষ্য করল না; হাসির কারণ অ্যাপলোনিয়া ছিল একটি পাহাড়ী ছাগল বিশেষ, কুলোট্ পরা ছেড়ে অবধি কখনো এ-পথে যেতে সে হোঁচট খায়নি। আরো হেসেছিল এই ভেবে যে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ছোকরা একমাত্র এইভাবেই ওর গায়ে হাত দিতে পারে।

দু সপ্তাহ ধরে এইভাবে চলেছিল। যতবার মাইকেল আসত, ওর জন্য উপহার নিয়ে আসত, ক্রমে ক্রমে ওরও লজ্জা কেটে যেতে লাগল। কিন্তু একজন অভিভাবক উপস্থিত না থাকলে ওদের দেখা হত না। গ্রামের মেয়ে বই তো নয়, কোনোমতে অক্ষর চিনত, দুনিয়া সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই ছিল না; তবু ওর কেমন একটা সজীবতা ছিল, একটা প্রাণের উচ্ছ্বাস ছিল, তার ওপর ছিল ভাষার বাধা, তাতে ও আরো রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল।

মাইকেলের অনুরোধে সমস্ত ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। তাছাড়া অ্যাপলোনিয়া জানত মাইকেল শুধু যে ওকে দেখে মুগ্ধ তা নয়, উপরন্তু নিশ্চয়ই বেশ ধনী, কাজেই দু সপ্তাহ বাদে একটা রবিবার বিয়ের দিন স্থির হল।

এবার ডন টমাসিনো হাত লাগালেন। অ্যামেরিকা থেকে তিনি খবর পেয়েছিলেন যে মাইকেলকে কোনো আদেশ মেনে চলতে হবে না, তবে সব রকম প্রাথমিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কাজেই ডন টমাসিনো বর-কর্তা হলেন যাতে তাঁর নিজের দেহরক্ষীদের মজুত রাখতে পারেন। কর্লিয়নি বরযাত্রী হয়ে কালো আর ফ্যাব্রিৎসিও গেল, ডঃ তাজাও গেলেন। বর কনে বিয়ের পর তাজার পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িতে থাকবে স্থির হয়েছিল।

চাষীদের বাড়িতে যেমন বিয়ে হয়ে থাকে, সেইভাবেই বিয়ে হল। গাঁয়ের লোকরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে বরযাত্রীদের, বর-কনের আর অতিথিদের সকলের গায়ে ফুল ছুঁড়ল, তারপর পায়ে হেঁটে তারা গির্জা থেকে কনের বাড়ি গেল। বিয়ের শোভাযাত্রায় যারা যোগ দিয়েছিল তারা প্রতিবেশীদের গায়ে চিনি মাখানো কাগজি বাদাম আর প্রাচীন নিয়ম অনুসারে চিনির মিষ্টি ছুঁড়ে মারল। যে মিষ্টি বাকি রইল তাই দিয়ে বিবাহ-শয্যার ওপর সাদা চিনির ঢিপি তৈরি করে রাখা হল। এ ক্ষেত্রে অবিশ্যি এটা হল শুধু নিয়মরক্ষার জন্য, কারণ বর-কনের প্রথম রাতটি কাটবে কর্লিয়নি গ্রামের বাইরে ডঃ তাজার বাগান-বাড়িতে। মধ্যরাত পর্যন্ত বিয়ের ভোজ চলবে, কিন্তু তার আগেই বর-কনে অ্যাল্‌ফা রোমিও গাড়ি চড়ে বিদায় নেবে। যাবার সময়, মাইকেল অবাক হয়ে দেখল কনের অনুরোধে তার মা-ও সঙ্গে চলেছে। বাবা বুঝিয়ে বলল মেয়ে বড় ছেলেমানুষ, কুমারী, একটু ভয় পেয়ে গেছে, বিয়ের পর-দিন সকালে কারো সঙ্গে ও হয়তো একটু কথা বলতে চাইবে, কোনো গোলমাল হলে একজন বুঝিয়ে বলার লোক দরকার হতে পারে। এ সব ব্যাপার মাঝে-মধ্যে একটু গোলমেলে হয়। মাইকেল চেয়ে দেখল অ্যাপলোনিয়া তার বিশাল হরিণ-চোখে অনিশ্চয়তা নিয়ে, ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দিকে মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল মাইকেল।

কাজেই ঘটনাক্রমে ওরা মাকে সুদ্ধ সঙ্গে করে কর্লিয়নিতে ফিরে এল। কিন্তু ভদ্রমহিলা সেখানে পৌঁছেই ডঃ তাজার পরিচারিকাদের সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করে, মেয়েকে আদর করে চুমো খেয়ে, দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিল। মাইকেল আর তার নববধূ বিশাল শোবার ঘরে একাই প্রবেশ করেছিল।

অ্যাপলোনিয়ার গায়ে তখনো বিয়ের সাজ ছিল, তার ওপরে শুধু একটা ক্লোক জড়িয়ে নিয়েছিল। গাড়ি থেকে ওর ট্রাঙ্ক আর সুটকেস শোবার ঘরে নিয়ে আসা হয়েছিল। ছোট একটা টেবিলে এক বোতল মদ আর এক প্লেট ছোট ছোট বিয়ের কেক সাজানো ছিল। ঝালর দেওয়া প্রকাণ্ড খাটটি সব সময়

চোখে পড়ছিল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তরুণী অপেক্ষা করে ছিল, মাইকেল প্রথম উদ্যোগ করবে বলে।

কিন্তু এতদিনে ওকে একাকিনী পেয়ে, ওর ন্যায্য স্বামী হয়ে, যে-মুখের যে-দেহের রোজ রাতে মাইক স্বপ্ন দেখত, তাকে উপভোগ করার পথে কোনো বাধা না থাকা সত্ত্বেও, মাইকেল তার কাছে অগ্রসর হতে পারছিল না। চেয়ে দেখল মাইকেল, অ্যাপলোনিয়া গা থেকে বিয়ের শাল খুলে একটা চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখল, বিয়ের মুকুট খুলে ছোট ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। প্যালের্মো থেকে নানা রকম সুগন্ধ দ্রব্য আর ক্রীম আনিয়েছিল মাইকেল, সেগুলো টেবিলে সাজানো ছিল। মেয়েটি সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

মাইকেল ভাবল হয়তো কাপড় ছাড়বার সময় ওর অন্ধকারের আশ্রয় ভালো লাগবে, এই ভেবে আলো নিবিয়ে দিল। কিন্তু জানলার খড়খড়ি খোলা ছিল, সেখান দিয়ে সিসিলির সোনার মতো উজ্জ্বল চাঁদের আলো ঘরে আসতে লাগল; মাইকেল খড়খড়ি খানিকটা বন্ধ করল, সব বন্ধ করলে ঘর বড় গরম হয়ে উঠবে।

মেয়েটি তখনো টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল, অগত্যা মাইকেল ঘর ছেড়ে হলের ওধারে স্নানের ঘরে গেল। এসেই ডঃ তাজা আর ডন টমাসিনোর সঙ্গে মাইকেল বাগানে বসে এক গেলাস মদ খেয়েছিল, মহিলারা তখন শোবার জন্য প্রস্তুত হতে গেছিল। মাইকেল ভেবেছিল এসে দেখবে অ্যাপলোনিয়া রাতের পোশাক পরে শুয়ে পড়েছে। ওর মা ওর জন্য এ কাজটুকু করে দেয়নি, তাই দেখে মাইকেল একটু আশ্চর্য হয়ে গেছিল। হয়ত অ্যাপলোনিয়ার ইচ্ছা ছিল মাইকেলের সাহায্য নেয়। কিন্তু মাইকেল নিশ্চিত জানত এ মেয়ে বড় সলজ্জ, বড় নিষ্পাপ, অতটা এগোবার সাহস এর নেই।

এবার শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখে ঘর একেবারে অন্ধকার, কেউ খড়খড়িগুলোকে আগাগোড়া বন্ধ করে দিয়েছে। হাতড়ে হাতড়ে খাটের কাছে গিয়ে, আবছায়াতে চাদরের নিচে অ্যাপলোনিয়ার দেহের আকৃতি দেখতে পেল, ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে, শরীরটা কুঁকড়ে অন্য দিকে ফেরানো। কাপড় ছেড়ে মাইকেলও চাদরের নিচে ঢুকল। হাত বাড়াতেই রেশমের মতো কোমল ত্বকের স্পর্শ পেল। গায়ে রাত-কামিজ নেই; তার এই সাহস দেখে মাইকেল মহা খুশি। আস্তে আস্তে, খুব যত্নে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে একটু চাপ দিল মাইকেল, যাতে সে ওর দিকে ফেরে। আস্তে আস্তে ফিরল সে, তার সুযোগ কোমল বক্ষের স্পর্শ পেল মাইকেল, তারপরেই বিদ্যুতের ঝলকের মতো ওরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। অবশেষে ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে মাইকেল ওর উষ্ণ অধরে গাঢ় চুম্বন দিল, অ্যাপলোনিয়ার কোমল দেহ নিজের দেহের সঙ্গে জাপটে মাইকেল।

ওর গা, ওর চুল যেন আঁটো রেশম; অ্যাপলোনিয়া পরম আগ্রহে, কুমারী

মেয়ের অধীর কামনায় মাইকেলকে জড়িয়ে ধরল। চরম মিলনের মূহুর্তে তার মুখ দিয়ে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রেম যখন চরিতার্থ হল, দুজন দুজনের দেহের সঙ্গে এমন দুর্দম আকর্ষণে আশ্লিষ্ট হয়ে রইল যে পরস্পরকে ছেড়ে দেওয়াটা ছিল যেন মৃত্যুর পুর্বের শিহরণের মতো।

সেই রাতে এবং পরবর্তী সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, মাইকেল কর্লিয়নি বুঝল অনগ্রসর সমাজের লোক কৌমার্যকে এত মূল্য দেয় কেন। এর আগে কখনো সে এমন গভীর ভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগ করেনি, সেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে এবার নিজের পৌরুষকেও উপলব্ধি করেছিল মাইকেল। প্রথম দিকে অ্যাপলোনিয়া ওর ক্রীতদাসীর মতো হয়ে গেছিল। বিশ্বাস থাকলে, প্রেম থাকলে, স্বাস্থ্যবতী তরুণীর যখন প্রথম যৌন চেতনা জাগ্রত হয়, সে হয় পাকা ফলটির মতো মধুর।

এদিকে অ্যাপলোনিয়াও ঐ বাগানবাড়িটার নিরানন্দ নারীবর্জিত আবহাওয়াটাকে অনেকখানি হাল্কা করে এনেছিল। বিয়ের পরদিনই মাকে সে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারুণ্যের প্রফুল্ল মাধুরী দিয়ে চারদিক আলো করে, সে খাবার টেবিলে সকলের দেখাশুনো করত। রোজ রাতে ডন টমাসিনো ওদের সঙ্গে খেতেন, বাগানে বসে মদ খেতে খেতে ডঃ তাজা তাঁর সমস্ত পুরনো গল্প আরেকবার করে বলতেন, বাগান-ভরা শ্বেতপাথরের মূর্তির গলায় লাল ফুলের মালা দুলত, ভারি আনন্দে সন্ধ্যাগুলো কাটত। রাতে তাদের শোবার ঘরে নবীন দম্পতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধীর ভাবে প্রেম করে কাটাত। অ্যাপলোনিয়ার নিখুঁত ভাবে গড়া শরীর, মধু রঙের ত্বক, কামদীপ্ত আয়ত নয়ন, দেখে দেখে মাইকেলের মন উঠত না। ওর গায়ের গন্ধ বড় মিষ্টি ছিল, সজীব, নারী সৌরভ লাগা দৈহিক গন্ধ, কামনা তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ওর নির্মল বাসনা কিন্তু তীব্রতায় প্রায় মাইকেলের দাম্পত্য লালসার সমানই ছিল। এক একদিন ক্লান্ত হয়ে ওরা যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন ভোর হয়ে এসেছে। কখনো ক্লান্ত হলেও মাইকেলের চোখে ঘুম আসত না; জানলার চৌকাঠে বসে ও অ্যাপলোনিয়ার ঘুমন্ত নগ্ন দেহের দিকে চেয়ে থাকত। সুপ্ত মুখখানি কি অপূর্ব সুন্দর, এমন নিখুঁত মুখ এর আগে মাইকেল দেখেছিল শুধু ইতালীয় শিল্পের বইতে। মাডনার মুখ, যীশুর কুমারী মায়ের মুখ। সে মুখেও এত কৌমার্য ফুটে উঠত না।

বিয়ের পর প্রথম সপ্তাহে ওরা অ্যাল্ফা রোমিও চড়ে বেড়াতে যেত, চড়িভাতি করত। তারপর ডন টমাসিনো মাইকেলকে ডেকে বুঝিয়ে বললেন যে বিয়েটার ফলে ইটালির ঐ অঞ্চলে মাইকেলের উপস্থিতি ও পরিচয় সকলে জেনে গেছে, কাজেই কর্লিয়নি পরিবারের শত্রুদের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ শত্রুদের লম্বা হাত এই ছোট দ্বীপের আশ্রয় পর্যন্ত পৌঁছেছে। বাগানবাড়ির চারদিকে ডন টমাসিনো সশস্ত্র প্রহরী রাখলেন, দেয়ালের ভিতরে

রইল দুই রক্ষী, কালো আর ফ্যাব্রিৎসিও। কাজেই মাইকেল আর তার স্ত্রী বাগানবাড়ির হাতার মধ্যে থাকতে বাধ্য হল।

অ্যাপলোনিয়াকে ইংরিজি লিখতে পড়তে আর দেয়াল ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে গাড়ি চালাতে শিখিয়ে মাইকেলের সময় কাটত। এই সময় ডন টমাসিনোকে কেমন অন্যমনস্ক মনে হত, কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেন না। ডঃ তাজা বললেন প্যালের্মো শহরের নব্য ম্যাফিয়া নেতাদের সঙ্গে তখনো গোলমাল চলছিল।

একদিন রাতে ও-বাড়ির এক বুড়ি ঝি এক পাত্র জলপাই বাগানে এনে, ওদের দিল। বুড়ি ঐ গ্রামের মেয়ে, সে মাইকেলের দিকে ফিরে, জিজ্ঞাসা করল, "সবাই বলছে তুমি নাকি নিউ ইয়র্ক শহরের ধর্মবাপ, ডন কর্লিয়নির ছেলে, একথা কি সত্যি?"

মাইকেল তাকিয়ে দেখল গোপন কথাটা এভাবে জানাজানি হয়ে যাওয়াতে বিরক্ত হয়ে ডন টমাসিনো মাথা নাড়ছেন। বুড়ি কিন্তু এতই ব্যস্ত হয়ে মাইকেলের দিকে চেয়ে রইল যে মনে হল ওর কাছে সত্যি কথাটার বিশেষ গুরুত্ব আছে। কাজেই মাথা হেলিয়ে মাইকেল বলল, "আমার বাবাকে তুমি চেন নাকি?"

বুড়ির নাম ছিল ফিলোমিনা, আখরোটের মতো কোঁচকানো মেটে রঙের মুখ তার, পাটকিলে দাঁতগুলো মুখের পাতলা খোলের ভিতর দিয়ে দেখা যেত। মাইকেল বাগানবাড়িতে এসে অবধি এই প্রথম বুড়িকে ওর দিকে চেয়ে হাসতে দেখল। বুড়ি বলল, "ধর্মবাপ একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আর আমার মাথাটাও।" মাথার দিকে দেখাল বুড়ি।

বোঝাই গেল তার আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, মাইকেল হেসে তাকে উৎসাহ দিল। ভয়ে ভয়ে বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, "এ কথা কি সত্য যে লুকা ব্রাসি মরে গেছে?"

মাইকেল মাথা হেলিয়ে কথাটা সমর্থন করতেই, বুড়ির মুখে পরম নিষ্কৃতির ভাব দেখে অবাক হল। ফিলোমিনা বুকের ওপর শূন্যে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলল, "ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু ওর আত্মা যেন অনন্ত নরকে পোড়ে।"

ব্রাসি সম্বন্ধে মাইকেলের পুরনো কৌতূহল আবার জেগে উঠল। ওর মনে হল হেগেন আর সনি ওকে যে কথা বলতে রাজী হয়নি, এই বুড়িও নিশ্চয় সে-কথা জানে। বুড়িকে এক গেলাস মদ ঢেলে দিয়ে, মাইকেল তাকে বসাল। তারপর কোমল স্বরে বলল, "বল তো আমাকে বাবার আর লুকা ব্রাসির কথা। কিছুটা অবশ্য জানি, কিন্তু ওদের ভাব হয়েছিল কোথায় আর লুকাই বা বাবাকে অত ভক্তি করত কেন? কোনো ভয় নেই, বল আমাকে।"

ফিলোমিনার কোঁচকানো মুখ আর কিসমিসের মতো কালো চোখ ডন

টমাসিনোর দিকে ফিরল, তিনিও ইশারা করে অনুমতি দিলেন। অতএব লুকা ব্রাসির গল্প বলে ফিলোমিনা ওদের সন্ধ্যা কাটাতে সাহায্য করল।

ত্রিশ বছর আগে, নিউ ইয়র্ক শহরের টেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউয়ের ইতালীয় উপনিবেশে, বুড়ি ধাত্রীর কাজ করত। ওখানকার মেয়েদের কেবলই ছেলেপিলে হত, ফিলোমিনারও ভালো রোজগার হত। মাঝে মাঝে কারো প্রসবের সময় জটিলতা দেখা দিলে, ডাক্তাররা হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করত, ফিলোমিনাই তাদের দু-চারটে জিনিস শিখিয়ে দিত। ওর স্বামীর একটা মুদীর দোকান ছিল, সেটাও ভালো চলত। এখন সে গত হয়েছে, ফিলোমিনা তার আত্মার কল্যাণ কামনা করে, যদিও জীবনকালে লোকটা তাস পিটে আর মেয়েমানুষ নিয়ে পয়সা ওড়াত, দুদিনের জন্য এক পয়সাও তুলে রাখত না। সে যাক গে, ত্রিশ বছর আগে, এক অভিশপ্ত রাতে, যখন সব সৎ লোক বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ফিলোমিনার দোরে কে টোকা দিল। তাতে অবিশ্যি সে একটুও ঘাবড়ায়নি, কারণ এই রকম শান্তিপূর্ণ সময়তেই শিশুরা খুব বুদ্ধি করে, এই পাপের সংসারে নিরাপদে প্রবেশ করে। কাজেই কাপড়চোপড় পরে, সে দরজা খুলে দিল। বাইরে লুকা ব্রাসি দাঁড়িয়ে ছিল, ঐ অত কাল আগেও তার ভয়ঙ্কর বদনাম ছিল। তাছাড়া সবাই জানত ও অবিবাহিত। অমনি ফিলোমিনা ভয় খেয়ে গেল। ভাবল হয়তো লুকা ওর স্বামীর কোনো অনিষ্ট করতে এসেছে, হয়তো ওর স্বামী বোকার মতো কোনো ছোটখাটো বিষয়ে লুকাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছে।

ব্রাসি কিন্তু মামুলী উদ্দেশ্যেই এসেছিল। সে বলল একজন মেয়ে এখনি প্রসব হবে, বাড়িটা এ-পাড়ার বাইরে, কিছুটা দূরে, ফিলোমিনাকে লুকার সঙ্গে যেতে হবে। টপ্‌ করে ফিলোমিনা বুঝে নিল কোথাও কোনো গলদ আছে। সেই রাতে ব্রাসির পাশবিক মুখটাকে পাগলের মতো দেখাচ্ছিল, বোঝাই যাচ্ছিল ওকে ভূতে পেয়েছে। আপত্তি করার চেষ্টা করেছিল ফিলোমিনা, কিন্তু ব্রাসি ওর হাতে কতকগুলো নোট গুঁজে দিয়ে, কর্কশভাবে ওর সঙ্গে আসতে বলল। ভয়ের চোটে ফিলোমিনা অস্বীকার করতে পারল না।

রাস্তায় একটা ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তার চালকটি ব্রাসিরই জুড়ি। যেতে ত্রিশ মিনিটের বেশি লাগল না; গন্তব্যস্থল লং আইল্যাণ্ড সিটিতে একেবারে পুলের ওপর ছোট একটা কাঠের বাড়ি। বাড়িতে দুটি পরিবার থাকতে পারে, তবে বোঝা গেল সে সময়ে শুধু ব্রাসি আর তার সঙ্গী-স্যাঙাতরা থাকত। আরো কতকগুলো গুণ্ডা চেহারার লোক রান্নাঘরে বসে তাস খেলছিল আর মদ খাচ্ছিল। ব্রাসি ফিলোমিনাকে ওপরতলার একটা শোয়ার ঘরে নিয়ে গেল। খাটের ওপর একজন সুন্দর অল্পবয়সী মেয়ে শুয়ে ছিল। মনে হল আইরিশ, মুখে রঙ মাখা, লাল চুল, পেটটা ফুলে গিয়ে শুয়োরের মতো লাগছে। ভীষণ ভয় পেয়েছিল মেয়েটা। ব্রাসিকে দেখেই আতঙ্কে—

হ্যাঁ, আতঙ্কে—মুখ ফিরিয়ে নিল। বাস্তবিকই ব্রাসির বিকট মুখের ঐ বিদ্বেষের ভাব দেখে ফিলোমিনারই এমনি ভয় হচ্ছিল, যেমন জীবনে কখনো হয়নি। এই বলে ফিলোমিনা আবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

অল্প কথায় বলতে গেলে, ব্রাসি ঘর থেকে চলে গেল। ওর লোকদের দুজন ধাত্রীকে সাহায্য করল, বাচ্চাটা জন্মাল, মা'র এমন ক্লান্তি এল, সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে আচ্ছন্ন হল। ব্রাসিকে ডাকা হল, ফিলোমিনা নবজাত শিশুটিকে একটা কম্বলে জড়িয়ে রেখেছিল, তাকে ব্রাসির দিকে বাড়িয়ে ধরে সে বলল, "আপনি যদি ওর বাবা হন, তাহলে নিন। আমার কাজ শেষ।"

কটমট করে ব্রাসি ওর দিকে চেয়ে রইল, ব্রাসির মুখে অশুভ চিন্তার ছাপ, পাগলের মতো ভাব। সে বলল, "হ্যাঁ, আমি ওর বাবা। কিন্তু আমি চাই না ও জাতের কেউ বেঁচে থাকে। ওকে নিচে বেস্‌মেন্টে নিয়ে গিয়ে চুল্লিতে ফেলে দাও।"

মুহূর্তের জন্য ফিলোমিনার মনে হয়েছিল হয়তো লুকার কথা ঠিক বোঝেনি। 'জাত' কথাটা তুলল কেন ভেবে পেল না। মেয়েটা ইতালীয় নয় বলে কি? নাকি মেয়েটা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, অর্থাৎ বেশ্যা বলে? নাকি লুকার ঔরসে যার জন্ম সে বাঁচবার যোগ্য নয়? তারপর মনে হল বোধ হয় এটা নিষ্ঠুর পরিহাস। সংক্ষেপে। ফিলোমিনা বলেছিল, "আপনার সন্তান, যা ইচ্ছা করুন।" তারপর খুদে পুঁটলিটা ব্রাসির হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল ফিলোমিনা।

ঠিক এই সময় শিশুর ক্লান্ত মা জেগে উঠে, পাশ ফিরে ওদের দিকে মুখ করল। ফিরেই দেখল ব্রাসি খুদে পুঁটলিটাকে ফিলোমিনার বুকের ওপর সজোরে ঠেলে দিচ্ছে। দুর্বল কণ্ঠে সে বলে উঠল, "ও লুক্, ও লুক্, আমি খুব দুঃখিত।" ব্রাসি ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

ফিলোমিনা এখন বলল, সে নাকি বড় জঘন্য ব্যাপার। সে যে কি জঘন্য। দুটো উন্মাদ জানোয়ারের মতো দুজনে। মানুষ নয়। পরস্পরের প্রতি ওদের সে নিদারুণ ঘৃণা যেন ঘরময় জ্বলে উঠল। সেই মুহূর্তে ওদের কাছে আর কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, নবজাত শিশুটিরও নয়। অথচ সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা লালসাও ছিল। একটা রক্তময়, পৈশাচিক লালসা, সেটা এতই অস্বাভাবিক যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার জন্য ওদের চিরকালের মতো সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারপর লুকা ব্রাসি ফিলোমিনার দিকে ফিরে বলল, "যা বলছি তাই করলে তোমাকে বড়লোক করে দেব।"

ভয়ের চোটে ফিলোমিনার কথা বেরুল না। শুধু মাথা নাড়ল। শেষটা অনেক কষ্টে ফিস ফিস করে বলেছিল, "যা হয় আপনি করুন, আপনি ওর বাপ, আপনি করুন।" ব্রাসি তার কোনো উত্তর না দিয়ে, শার্টের ভিতর থেকে একটা ছোরা বের করে বলেছিল, "তোমার গলা কেটে ফেলব।"

একটু ক্ষণের জন্য ফিলোমিনা জ্ঞান হারিয়ে থাকবে, কারণ তার পরেই

মনে পড়ছে ওরা সকলে ঐ বাড়ির নিচের বেস্‌মেণ্টে, একটা লোহার চারকোণা চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তখনো খুকিটা ফিলোমিনার কোলে, সে এ পর্যন্ত এতটুকু শব্দ করেনি। ফিলোমিনা বলল, "যদি কাঁদত, যদি আমার এতটুকু বুদ্ধি হত যে একটা চিম্‌টি কাটি, তাহলে হয়তো ব্রাসির দয়া হত।"

লোকগুলোর একজন নিশ্চয় চুল্লির দরজা খুলেছিল, কারণ আগুন দেখা যাচ্ছিল। তারপরেই ফিলোমিনা দেখল ঐ বেস্‌মেণ্টে ও আর ব্রাসি ছাড়া কেউ নেই, চারদিকে গরম জলের নল থেকে ঘামের মতো বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে, কেমন একটা ইঁদুর ইঁদুর গন্ধ, ব্রাসির হাতে আবার ছোরাটা দেখা যাচ্ছে। ব্রাসি যে ওকে মেরে ফেলতে প্রস্তুত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সামনে আগুনের হল্‌কা, আর ব্রাসির চোখ। শয়তানের বিকৃত মুখের নক্সার মতো ওর মুখ। মানুষের মতো নয়, প্রকৃতিস্থ নয়। চুল্লির খোলা দরজার দিকে ব্রাসি ওকে ঠেলে দিল।

এই অবধি বলে ফিলোমিনা চুপ করল। কোলের ওপর দুই হাত জোড় করে, মাইকেলের মুখের দিকে চাইল। ও জানত সে কি চায়, নিজের স্বর দিয়ে প্রকাশ না করে ও কি বলতে চায়। কোমল কণ্ঠে মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি তাই করলে?" মাথা হেলিয়ে ফিলোমিনা জানাল তাই।

এর পর আরেক গেলাস মদ খেয়ে, ক্রুশ চিহ্ন এঁকে, বিড়বিড় করে খানিকটা প্রার্থনা করে, তার পর ফিলোমিনা আবার গল্পটা বলতে লাগল। ওকে একগোছা টাকা দিয়ে গাড়ি করে বাড়ি পাঠানো হয়েছিল।

ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এ বিষয়ে একটি কথা বললে ওর মৃত্যু হবে। কিন্তু দু দিন পরে ব্রাসি ঐ শিশুর তরুণী মা'টিকে খুন করল। ওকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল। ফিলোমিনা, ভয়ে আধমরা হয়ে, ধর্মবাপের কাছে গিয়ে সব কথা বলেছিল। তিনি ওকে চুপ করে থাকতে বলেছিলেন, বলেছিলেন তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। সে সময়ে ব্রাসি ডন কর্লিয়নির কাজ করত না।

ডন কর্লিয়নি সব ঠিক করে দেবার আগেই, লুকা ব্রাসি তার সেলে, নিজের গলায় কাচের টুকরোর কোপ মেরে, আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল। ওকে জেলের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেরে উঠবার আগেই, ডন কর্লিয়নি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। আদালতে প্রমাণ দেবার মতো কিছু পুলিসের হাতে ছিল না, তাই লুকা ব্রাসি খালাস পেল।

যদিও ডন কর্লিয়নি ফিলোমিনাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে লুকা ব্রাসি, কিংবা পুলিস, কারো কাছ থেকেই ওর ভয়ের কিছু নেই, তবু ওর মনে শান্তি ছিল না। ওর আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়ে গেছিল, নিজের পেশায় মন দিতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে তার মুদীর দোকান বিক্রি করতে রাজী করিয়ে, ওরা ইটালিতে ফিরে এসেছিল। ওর স্বামী লোকটি ভালো ছিল, তাকে সব কথা

বলতে সে সমস্তই বুঝেছিল। কিন্তু মানুষটি ছিল দুর্বল, এতকাল অ্যামেরিকায় খেটেখুটে ওরা অনেক টাকা জমিয়েছিল, দেশে ফিরে সে-টাকা ওর স্বামী উড়িয়ে দিল। কাজেই তার মৃত্যুর পর ফিলোমিনাকে চাকরানীর কাজ করতে হচ্ছে। ফিলোমিনার গল্প শেষ হল। আরেক গেলাস মদ খেয়ে সে মাইকেলকে বলল, "তোমার বাবার নামে আমি আশীর্বাদ জানাই। যখনি আমার টাকার দরকার হয়েছে, উনি পাঠিয়ে দিয়েছেন; ব্রাসির হাত থেকে উনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। ওঁকে বল রোজ রাতে আমি ওঁর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি, মৃত্যুর পর ওঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই।"

সে চলে গেলে, মাইকেল ডন টমাসিনোকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ও যা বলল, সে কি সত্যি?" ম্যাফিয়া নেতা মাথা হেলিয়ে জানালেন যে সব-ই সত্যি। মাইকেল ভাবল সাধে কেউ এ গল্প ওকে বলেনি। গল্প বটে! লুকাও একটা চিজ্ বটে!

পরদিন সকালে মাইকেলের ইচ্ছা ছিল সমস্ত ব্যাপারটা ডন টমাসিনোর সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু শুনল একজন বার্তাবহের মুখে কোনো জরুরী খবর পেয়ে তিনি প্যালের্মো গেছেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে মাইকেলকে আলদা করে ডেকে নিয়ে বললেন অ্যামেরিকা থেকে কিছু সংবাদ এসেছে। বড়ই দুঃসংবাদ। সান্তিনো কর্লিয়নি নিহত হয়েছে।

চব্বিশ

মাইকেলের শোবার ঘরটি সিসিলির ভোরের ঈষৎ হলদে রোদে ভরে গেছিল। জেগেই টের পেল অ্যাপলোনিয়ার স্যাটিনের মতো মোলায়েম শরীরটা ওর নিজের ঘুমের উষ্ণতা-লাগা শরীরের সঙ্গে লেগে রয়েছে, প্রেম দিয়ে ওকে জাগাল মাইকেল। এত মাসের পরিপূর্ণ অধিকারের পরেও মাইকেল ওর বাসনা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারত না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অ্যাপলোনিয়া, হলের ওধারে স্নানের ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে আসতে। মাইকেল তখনো খালি গায়ে খাটে শুয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করছিল, সকালের রোদ গায়ে এসে পড়ছিল। এই বাগানবাড়িতে এই ওদের শেষ রাত। সিসিলির দক্ষিণ তীরে, অন্য এক শহরে, ডন টমাসিনো ওদের থাকার বন্দোবস্ত করেছিলেন। অ্যাপলোনিয়া তখন এক মাস অন্তঃসত্ত্বা, কয়েক সপ্তাহ বাপের বাড়িতে কাটিয়ে সে-ও যাবে মাইকেলের কাছে, তাদের নতুন গোপন আশ্রয়ে।

আগের রাতে অ্যাপলোনিয়া শুতে গেলে পর, ডন টমাসিনো মাইকেলের

সঙ্গে বাগানে এসে বসেছিলেন। তাঁকে বড় উদ্বিগ্ন বড় ক্লান্ত মনে হয়েছিল। স্বীকার করেছিলেন যে মাইকেলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁর বড় ভাবনা। বললেন, "বিয়েটার জন্য তুমি লোকের চোখে পড়ে গেছ। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে তোমার বাবা তোমার জন্য অন্য কোথাও বন্দোবস্ত করছেন না সে যাই হোক, প্যালের্মোর নব্য তুর্কদের নিয়ে আমাকেও যথেষ্ট ভুগতে হচ্ছে। ওদের কিছু কিছু সুবিধা করে দিতে চেয়েছি, যাতে ওরা ওদের ন্যায্য ভাগের কিছু বেশিই পায়. কিন্তু হতভাগারা সমস্তটাই চায়। ওদের হাবভাব বুঝে উঠছি না। কয়েকটা চালাকি করার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু আমাকে মারা অত সহজ নয়। ওরা নিশ্চয় জানে অতটা হেলাফেলা করার পক্ষে আমি অনেক বেশি শক্তি ধরি। ঐ তো ছেলেমানুষদের নিয়ে অসুবিধা, তা তারা যতই গুণী হোক না কেন। সবটা ভেবে দেখবে না, কুয়োর সমস্ত জল খেয়ে ফেলতে চাইবে।"

তারপর ডন টমাসিনো বলেছিলেন যে ঐ দুজন রাখাল, ফ্যাব্রিৎসিও আর কালো, রক্ষী হয়ে মাইকেলের গাড়িতে যাবে। ডন টমাসিনো আজ রাতেই বিদায় নেবেন, কারণ কাল ভোরে তাঁকে কাজকর্ম দেখতে প্যালের্মো যেতে হবে। মাইকেল যেন নতুন জায়গায় যাওয়া সম্বন্ধে ডঃ তাজাকে না বলে, কারণ উনি সন্ধ্যেটা প্যালের্মোতে কাটাবেন. কোথায় কার কাছে কি বকবক করে আসবেন কে বলতে পারে।

মাইকেল জানত ডন টমাসিনো অসুবিধায় পড়েছেন। রাতে সশস্ত্র প্রহরীরা বাগানবাড়ির দেয়ালের চারদিকে টহল দিত। বাড়ির মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা লুপারা হাতে কয়েকজন বিশ্বাসী রাখাল থাকত। ডন টমাসিনো নিজেও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরুতেন, সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রক্ষীরা সর্বদা থাকত।

ক্রমে রোদটা বড় কড়া হয়ে এল। মাইকেল সিগারেট নিবিয়ে, সিসিলির শ্রমিকদের মতো প্যান্ট, শার্ট আর ঠোঁট-লাগানো টুপি পরল। খালি পায়ে, জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে দেখল ফ্যাব্রিৎসিও বাগানের একটা চেয়ারে বসে, আয়েস করে তার ঘন কালো চুল আঁচড়াচ্ছে, টেবিলের ওপর অসাবধান ভাবে ওর লুপারাটা পড়ে আছে। মাইকেল শিস দিতেই, সে ওপর দিকে তাকাল।

মাইকেল ডেকে বলল, "গাড়িটা নিয়ে এসো। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হব। কালো কোথায়?"

ফ্যাব্রিৎসিও উঠে দাঁড়াল, শার্টের বোতাম খোলা থাকাতে বুকের লাল-নীল উল্কি দেখা গেল, সে বলল, "কালো রান্নাঘরে কফি খাচ্ছে। তোমার স্ত্রীও সঙ্গে আসছেন নাকি?"

মাইকেল ভুরু কুঁচকে তাকাল। ওর মনে হল ক' সপ্তাহ ধরে ফ্যাব্রিৎসিওর চোখ যেন অ্যাপলোনিয়াকে বড় বেশি অনুসরণ করছিল। অবিশ্যি ডনের বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে কোনো বাড়াবাড়ি করার সাহস ওর কখনোই হবে না। সিসিলিতে ওর চাইতে নিশ্চিত মৃত্যুর পথ আর নেই। নিরুত্তাপ কণ্ঠে মাইকেল বলল, "না, ও

আগে বাপের বাড়িতে থাকবে, কয়েক দিন বাদে আমাদের কাছে যাবে। একটা পাথরের কুটির অ্যাল্‌ফা রোমিওটার গ্যারাজের কাজ করত, মাইকেল ফ্যাব্রিৎসিওকে তাড়াতাড়ি সেদিকে যেতে দেখল।

তারপর সে হলের ওধারে হাত-মুখ ধুতে গেল। অ্যাপলোনিয়া সেখানে ছিল না। হয়তো রান্নাঘরে গিয়ে নিজের হাতে মাইকেলের জন্য খাবার তৈরি করছিল; সিসিলির অন্য প্রান্তে চলে যাবার আগে বাপের বাড়ির লোকদের দেখবার এত আগ্রহের জন্য বোধহয় ওর বিবেক দংশন করছিল, সেই পাপ স্খালন করবার জন্যই রাঁধতে বসেছে। পরে মাইকেলের কাছে অ্যাপলোনিয়ার যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা ডন টমাসিনোই করে দেবেন।

নিচের রান্নাঘরে ফিলোমিনা ওর কফি এনে দিয়ে সলজ্জভাবে বিদায় নিল। মাইকেল বলল, "বাবার কাছে তোমার কথা বলব।" বুড়ি মাথা দোলাল। কালো রান্নাঘরে এসে মাইকেলকে বলল, "বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে। তোমার ব্যাগ নিয়ে আসি?"

মাইকেল বলল, "না, আমি আনছি। অ্যাপলা কোথায়?"

কালোর মুখে আমোদের হাসি দেখা গেল, "ও তো গাড়ির চালকের আসনে বসে আছে, স্টার্ট দেবার আগ্রহে অধীর। অ্যামেরিকায় পৌঁছবার আগেই ও সত্যি সত্যি মার্কিনী বনে যাচ্ছে।" সিসিলির কোনো চাষীর মেয়ে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করবে, এ কথা কেউ ভাবতেও পারত না।

মাইকেল কিন্তু মাঝে মাঝে অ্যাপলোনিয়াকে বাগানবাড়ির পাচিলের ভিতরে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে দিত, অবশ্য নিজে সর্বদা ওর পাশে থাকত, কারণ কখনো কখনো ব্রেকে চাপ না দিয়ে, ও ভুলে অ্যাক্সেলারেটরে চাপ দিত।

মাইকেল কালোকে বলল, "ফ্যাব্রিৎসিওকে ডেকে নিয়ে গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা কর।" রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মাইকেল ছুটে দোতলায় উঠল। ব্যাগ আগেই গোছানো হয়েছিল। ব্যাগ তুলে নেবার আগে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখল রান্নাঘরের দরজার বাইরে না থেকে, গাড়িটা গাড়ি-বারান্দার সামনে রয়েছে। অ্যাপলোনিয়া গাড়িতে বসে ছিল, হাত দুটো চালকের চাকার ওপর, যেন ছোট মেয়ে খেলা করছে। কালো পিছনের সীটে খাবারের টুকরি রাখছিল। তারপরেই মাইকেল বিরক্ত হয়ে দেখল ফ্যাব্রিৎসিও কি কাজে বাগানবাড়ির ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। করছেটা কি সে? দেখল ফ্যাব্রিৎসিও একবার পিছন ফিরে তাকাল, কেমন যেন একটা চোরা চাহনি। ব্যাটাকে একটু ধমকাতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে, মাইকেল ভাবল রান্নাঘরে গিয়ে, ফিলোমিনার কাছ থেকে আবার বিদায় নেবে। বুড়িকে সে জিজ্ঞাসা করল, "ডঃ তাজা কি এখনো ঘুমোচ্ছেন?"

ফিলোমিনার কোঁচকানো মুখে একটা ধূর্ত ভাব ফুটে উঠল, "বুড়ো মোরগদের সূর্যোদয় সহ্য হয় না। উনি কাল রাতে প্যালের্মো গেছেন।"

মাইকেল হাসল। রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, ওর বন্ধ নাকেও লেবু ফুলের গন্ধ এল। দশ পা দূরে গাড়িতে বসে অ্যাপলোনিয়া হাত নাড়ল, মাইকেল বুঝল ওকে ঐখানেই থাকতে বলছে, অ্যাপলোনিয়া গাড়ি চালিয়ে সেখানে নিয়ে আসবে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কালো দাঁত বের করে হাসছিল, হাত থেকে লুপারাটা ঝুলছিল। কিন্তু ফ্যাব্রিৎসিওর টিকি দেখা গেল না। ঠিক সেই মুহূর্তে, সচেতন ভাবে কিছু চিন্তা না করেই, মাইকেলের মনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। সে চেঁচিয়ে অ্যাপলোনিয়াকে বলল, "না! না!" কিন্তু অ্যাপলোনিয়া ততক্ষণে ইগ্‌নিশনে চাবি দিয়েছিল এবং একটা ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দে মাইকেলের কথা চাপা পড়ে গেছিল। রান্নাঘরের দরজা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, বাগানবাড়ির দেয়ালের ধারে দশ পা দূরে মাইকেল ছিটকে পড়ল। বাড়ির ছাদ থেকে পাথর খসে ওর কাঁধের ওপর পড়ল, মাটিতে পড়ে রইল মাইকেল, মাথায়ও একটা পাথর ছিটকে লাগল। যে অল্প সময় ওর জ্ঞান ছিল, তার মধ্যে দেখতে পেল চারটি চাকা আর চাকাগুলিকে একসঙ্গে জুড়বার ডাণ্ডাগুলো ছাড়া অ্যাল্‌ফা রোমিও গাড়িটার আর কিছু বাকি নেই।

যখন জ্ঞান হল, মনে হল ঘরটা বড় অন্ধকার; মানুষের গলার স্বর শুনল, কিন্তু এত আস্তে যে কথা না হয়ে শুধু আওয়াজের মতো লাগল। একটা সহজাত জান্তব বুদ্ধির বলে মাইকেল অচৈতন্যের ভান করবার চেষ্টা করল, কিন্তু গলার স্বরগুলো বন্ধ হল, খাটের পাশ থেকে কেউ ওর দিকে ঝুঁকে, স্পষ্ট গলায় বলল, "এবার শেষ পর্যন্ত ও আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।" একটা আলো জ্বলল, চোখের তারার ওপর যেন সাদা আগুনের ঝলক লাগল, মাইকেল মাথা ফেরাল। মাথাটাকে বড় ভারি, বড় অবশ মনে হল। তারপর চিনতে পারল খাটের ওপর যে মুখটি ঝুঁকে পড়েছে, সেটি ডঃ তাজার মুখ।

কোমল কণ্ঠে ডঃ তাজা বললেন, "একবার তোমাকে দেখি, তারপর আলো নিবিয়ে দেব।" বলে, ছোট একটা পেনসিল টর্চের আলো ফেললেন মাইকেলের চোখে। তারপর বললেন, "ভালো হয়ে যাবে।" ঘরে আর কেউ ছিল, তার দিকে ফিরে বললেন, "ওর সঙ্গে কথা বলতে পার।"

খাটের কাছেই আরেকটা চেয়ারে ডন টমাসিনো বসে ছিলেন। এবার মাইকেল তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেল। ডন টমাসিনো বললেন, "মাইকেল, মাইকেল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি? নাকি বিশ্রাম করতে চাও?"

কথা বলার চাইতে হাত তুলে ইশারা করা সহজ। মাইকেল তাই করল। ডন টমাসিনো বললেন, "গ্যারাজ থেকে কি ফ্যাব্রিৎসিও গাড়িটা এনেছিল?

নিজের অজ্ঞাতে মাইকেল হাসল। অদ্ভুত এক সম্মতির হাসি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। ডন টমাসিনো বললেন, "ফ্যাব্রিৎসিও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

শোন আমার কথা, মাইকেল। তুমি এক সপ্তাহ অচেতন ছিলে। বুঝতে পারছ? সকলের ধারণা তুমি মরে গেছ, কাজেই তুমি নিরাপদ, ওরা আর তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে না। তোমার বাবাকে খবর দিয়েছি, তিনিও কতকগুলো নির্দেশ দিয়েছেন। তোমার অ্যামেরিকায় ফিরে যেতে আর দেরি নেই। ততদিন এইখানে নিরিবিলি বিশ্রাম করবে। এটা পাহাড়ের ওপর একটা ছোট খামার বাড়ি, আমি এ বাড়ির মালিক, এখানে তুমি নিরাপদ। প্যালের্মোর লোকরা আমার সঙ্গে শান্তি করেছে, কারণ সকলে ভাবছে তুমি মরে গেছ, আসলে এতদিন তুমিই ওদের হামলার লক্ষ্য ছিলে। ওরা তোমাকে মার-বার তালে ছিল, অথচ সবাইকে ভাবতে দিয়েছিল যে আমাকে মারতে চায়। এটা তোমার জানা উচিত। বাকি যা কিছু, সে-সব আমার হাতে ছেড়ে দাও। তুমি সুস্থ-সবল হয়ে ওঠ, মনটাকে শান্ত কর।"

এখন মাইকেলের সব কথা মনে পড়তে লাগল। ও জানত যে ওর স্ত্রী মারা গেছে, কালো মারা গেছে। রান্নাঘরের বুড়ির কথা মনে হল। ওর সঙ্গে সেও বাইরে এসেছিল কিনা মনে পড়ল না। ফিসফিস করে মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "ফিলোমিনা?" ডন টমাসিনো আস্তে আস্তে বললেন, "তার লাগেনি, বিস্ফোরণের দমকায় শুধু নাক দিয়ে রক্ত পড়েছিল। তার জন্য ভেবো না।"

মাইকেল বলল, "ফ্যাব্রিৎসিও। আপনার রাখালদের বলুন যে আমার কাছে ফ্যাব্রিৎসিওকে এনে দেবে, সে সিসিলির শ্রেষ্ঠ ঘাস জমির মালিক হবে।"

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ডন আর ডাক্তার। পাশের টেবিল থেকে একটা গেলাস তুলে ডন টমাসিনো একটা হলদে পানীয়তে চুমুক দিলেন, তার ফলে তাঁর মাথাটা সোজা হয়ে উঠল। ডঃ তাজা খাটে বসে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "জান, তুমি বিপত্নীক। সিসিলিতে ও-জিনিস বড় একটা দেখা যায় না।" যেন ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু থেকে মাইকেল খানিকটা সান্ত্বনা পাবে।

মাইকেল ইশারা করে ডন টমাসিনোকে আরো নিচু হতে বলল। ডন খাটে বসে পড়ে, মাথা নামালেন। মাইকেল বলল, "বাবাকে বলুন আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। তাঁকে বলুন আমি তাঁর পুত্র হতে চাই।"

কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে উঠতে মাইকেলের আরো একটা মাস লেগেছিল, তারপর দেশে ফেরার কাগজপত্র যোগাড় করে অন্যান্য ব্যবস্থা করতে আরো দু মাস। তারপর প্লেনে করে প্যালের্মো থেকে রোম আর রোম থেকে নিউ ইয়র্ক। এত দিনের মধ্যেও ফ্যাব্রিৎসিওর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

পঁচিশ

কলেজের ডিগ্রি পাবার পর, কে অ্যাডামস্ তাদের নিজেদের নিউ হ্যাম্প-শেয়ারের শহরে একটা গ্রেড্ স্কুলে শিক্ষিকার পদ নিয়েছিল। মাইকেল অদৃশ্য

হয়ে যাবার পর প্রথম ছ' মাস প্রতি সপ্তাহে কে মিসেস কর্লিয়নিকে ফোন করে মাইকেলের খবর নিত। তিনি সর্বদাই সস্নেহ ব্যবহার করতেন এবং প্রত্যেক বার কথার শেষে বলতেন, "তুমি বড় ভালো মেয়ে। মাইকের কথা ভুলে যাও, কোনো ভালো ছেলেকে বিয়ে কর।" অমন স্পষ্ট কথা শুনে কে কিছু মনে করত না, ও বুঝত যে মাইকের মা ওর মঙ্গল চিন্তা করেই অমন কথা বলছেন, কারণ ও ছেলেমানুষ এবং পরিস্থিতিটাও অসম্ভব।

অধ্যাপনার প্রথম টার্ম শেষ হলে, কে স্থির করল নিউ ইয়র্কে গিয়ে কিছু ভদ্রগোছের কাপড়চোপড় কিনবে আর কলেজের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে। নিউ ইয়র্কে একটা মনের মতো কাজ খুঁজে নেবার কথাও ওর মনে হচ্ছিল। প্রায় দু বছর ব্রহ্মচারিণীর মতো বাস করেছে, বই পড়েছে, অধ্যাপনা করেছে, পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে অস্বীকার করেছে, বাড়ি থেকে বেরোতেই চায়নি, যদিও লং বীচে টেলিফোন করা অনেক দিন হল ছেড়ে দিয়েছে। ওটা যে আর চলবে না সেটুকু বুঝেছিল কে, ওর ফলে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে থাকত। ওর বরাবর বিশ্বাস ছিল, মাইকেল ওকে চিঠি লিখবে, কিংবা কোনো রকম খবর পাঠাবে। সে যে তা করেনি, তাতে ওর অপমান লাগত; মাইকেল যে ওকেও এতটুকু বিশ্বাস করে না, তাই ভেবে ওর দুঃখ হত।

ভোরের ট্রেন ধরে, দুপুরবেলায় গিয়ে নিউ ইয়র্কের হোটেলে উঠল কে। মেয়ে-বন্ধুরা চাকরি করে, সেখানে তাদের বিরক্ত করবার ইচ্ছা হল না, ভাবল রাতে ফোন করবে। ট্রেন যাত্রাটা বড়ই ক্লান্তিকর, এখন আর কেনা-কাটাও করতে ইচ্ছা করছিল না। হোটেলের ঘরে একলা বসে মনে পড়ে গেল মাইকেল আর ও কেমন হোটেলের ঘরেই প্রেম করত, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বিশেষ করে এই কারণেই ওর লং বীচে মাইকেলের মাকে ফোন করার কথা মনে হল।

কর্কশ পুরুষালি কণ্ঠে কেউ উত্তর দিল; কে-র মনে হল নিউ ইয়র্কের লোকদের কথায় বোধহয় ঐরকম টান থাকে। কে মিসেস কর্লিয়নির সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর, শুনতে পেল ঐ রকম টান দিয়েই কেউ ওর পরিচয় জানতে চাইছে।

এবার কে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমার নাম কে অ্যাডাম্‌স্‌, মিসেস কর্লিয়নি, আমাকে মনে আছে কি?"

মিসেস কর্লিয়নি বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয় মনে আছে। আজকাল যে আর ফোন কর না? বিয়ে করেছ নাকি?"

কে বলল, "না, না, কাজে ব্যস্ত ছিলাম।" আশ্চর্য লাগল যে ও ফোন করা ছেড়ে দিয়েছে বলে মাইকের মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কে জিজ্ঞাসা করল, "মাইকেলের কোনো খবর পেয়েছেন? সে ভালো আছে তো?"

একটুক্ষণ ফোনটা নীরব রইল, তারপর মিসেস কর্লিয়নির বলিষ্ঠ স্বর শোনা গেল, "মাইকি তো বাড়ি এসেছে। সে কি তোমাকে ফোন করেনি? তোমার সঙ্গে দেখা করেনি?"

এমনি চমকে গেল কে যে পেটের মধ্যে দুর্বল বোধ করতে লাগল, লজ্জাকর ভাবে কান্না পেল। গলা ভেঙে এল, জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন হল বাড়ি এসেছে?"

মিসেস কর্লিয়নি বললেন, "ছয় মাস।"

কে বলল, "ও, বুঝেছি।" বাস্তবিকই বুঝেছিল। মাইকেল ওকে এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, এ-কথা মাইকেলের মা জানতে পারলেন বলে কে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। তারপর বেজায় রাগ হল। মাইকেলের ওপর, তার মায়ের ওপর, সব বিদেশীদের ওপর, ইতালীয়দের ওপর, তাদের এতটুকু ভদ্রতাজ্ঞান নেই যে প্রেমের সম্পর্ক চুকে গেলে পর একটা বন্ধুত্বের ভাব রক্ষা করতে পারে না। মাইকেল কি জানে না যে যদি কে-কে সে শয্যাসঙ্গিনীরূপে না-ই চায়, বিয়ে করতে না-ই চায়, তবু বন্ধুভাবেও তো ওর জন্য কে-র ভাবনা হতে পারে? ও কি ভেবেছে যে কে-ও একজন তমসাচ্ছন্ন ইতালীয় মেয়ে যে সতীত্ব সমর্পণ করবার পর পরিত্যক্ত হয়ে, অমনি আত্মহত্যা করে বসবে, কিংবা রাগমাগ করে লোক জড়ো করবে?

গলাটাকে যথাসাধ্য সংযত করে নিয়ে, মাইকেলের মাকে কে বলল, "বুঝেছি, আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। মাইকেল বাড়ি এসেছে, ভালো আছে জেনে খুব খুশি হলাম। ঐটুকুই জানতে চেয়েছিলাম। আপনাকে আর টেলিফোন করব না।"

ফোনের মধ্যে দিয়ে মিসেস কর্লিয়নির অসহিষ্ণু স্বর শোনা গেল, যেন কে-র কোনো কথাই কানে যায়নি, "যদি তুমি মাইকির সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাহলে এখুনি চলে এসো। অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমাকে দেখলে সে খুব খুশি হবে। একটা ট্যাক্সি নিও, আমি আমাদের গেটের লোকটাকে বলে দেব সে ভাড়াটা দিয়ে দেবে। তুমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলবে ডবল ভাড়া পাবে, নইলে এত দূর আসতে চাইবে না। কিন্তু তুমি ভাড়া দেবে না। গেটে আমার স্বামীর লোক আছে, সে দেবে।"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কে বলল, "সে হয় না, মিসেস কর্লিয়নি। মাইকেলের যদি আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকত, সে এর আগেই আমাদের বাড়িতে টেলিফোন করত। বোঝাই যাচ্ছে সে আমাদের আগেকার সম্পর্কটা রাখতে চায় না।"

ফোনে মিসেস কর্লিয়নির চটপটে কথা শোনা গেল, "তুমি খুব ভালো মেয়ে, তোমার পায়ের গড়ন খুব সুন্দর, কিন্তু তোমার খুব বেশি বুদ্ধি নেই। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো, মাইকির সঙ্গে নয়। আমি তোমার সঙ্গে কথা

বলতে চাই। এক্ষুনি চলে এসো। ট্যাক্সি ভাড়া তুমি দেবে না। আমি তোমার জন্য বসে আছি।"

কট্ করে একটা শব্দ হল। মিসেস কর্লিয়নি ফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কে ফোন করে বলতে পারত সে আসতে পারবে না, কিন্তু সে জানত মাইকেলের সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা নিতান্ত দরকার, তা সে ভদ্রতার খাতিরে হলেও। এখন যদি সে প্রকাশ্য ভাবে বাড়ি এসে থাকে, তার মানে হল ওর আর কোনো বিপদ নেই, স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারবে। খাট থেকে লাফিয়ে নেমে, মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য কে তৈরি হতে লাগল। খুব যত্ন করে সাজ-পোশাক, মেক-আপ করল সে। যাবার আগে আয়নায় নিজের চেহারা দেখল। মাইকেল অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় থেকে চেহারাটা কি এখন আরো ভালো হয়েছে? নাকি বয়স বিশ্রী রকম বেশি মনে হচ্ছে? গড়নটাতে আরো নারীত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, কোমরের কাছটা আরো সুগোল, বুকটা আরো ভারি। শোনা যায় ইতালীয়রা ঐ রকমই ভালোবাসে, যদিও মাইকেল সর্বদা বলত ও অত রোগা বলেই ওকে আরো ভালো লাগে। আসলে এ-সবে কিছুই এসে যাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে মাইকেল ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না, নইলে ছয় মাস হল বাড়ি ফিরেছে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ফোন করত।

যে ট্যাক্সিটাকে ডাকল কে, সে প্রথমে লং বীচে যেতে রাজী হচ্ছিল না, যতক্ষণ না মিষ্টি হেসে কে ডবল ভাড়া দিতে চাইল। যেতে এক ঘণ্টা লাগল; কে লক্ষ্য করল শেষ যা দেখেছিল তারপর প্রাঙ্গণের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন চারদিকে লোহার রেলিং, প্রবেশপথে লোহার গেট। স্ল্যাক্সের সঙ্গে লাল শার্ট, সাদা কোট পরা একটা লোক গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে মিটার দেখে, চালককে কয়েকটা নোট দিল। কে দেখল কোনো চালক আপত্তি করল না, টাকা পেয়ে যেন বেশ খুশিই হল, তখন সে গাড়ি থেকে নেমে, প্রাঙ্গণ পার হয়ে, মধ্যিখানের বাড়িটাতে গেল।

মিসেস কর্লিয়নি নিজে দরজা খুলে, কে-কে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন; কে তো অবাক। তারপর তিনি কে-র দিকে তাকিয়ে তাকে যাচাই করে খোলাখুলি বললেন, "তুমি ভারি সুন্দর দেখতে। আমার ছেলেগুলো বোকা।" কে-কে টেনে বাড়ির মধ্যে এনে, সোজা রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে এক থালা খাবার সাজানোই ছিল, স্টোভে এক পাত্র কফি ফুটছিল। বললেন, "মাইকেল একটু পরেই বাড়ি আসবে। তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

দুজনে এক সঙ্গে বসল, মা কে-কে জোর করে খাওয়াতে লাগলেন এবং অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন। কে স্কুলে পড়াচ্ছে, পুরনো মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে নিউ-ইয়র্কে এসেছে আর তার মোটে চব্বিশ বছর বয়স শুনে তিনি মহা খুশি হয়ে এমন করে মাথা দোলাতে লাগলেন যেন তিনি মনে মনে যেমন ঠিক করে রেখেছিলেন সবই মিলে যাচ্ছে।

কে এত ঘাবড়ে গেছিল যে শুধু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল, তার বেশি কিছু বলছিল না।

কে-ই ওকে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল, আগে দুজন অন্য লোক নামল, তারপর মাইকেল নামল। ঐ লোকদের একজনের সঙ্গে কথা বলবার জন্য মাইকেল মাথা তুলল। মুখের বাঁ পাশটা কে দেখতে পেল। ভাঙা, তোবড়ানো, ছোট মেয়ে প্ল্যাস্টিকের পুতুলের মুখে লাথি মারলে যেমন হয়। কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে কে-র চোখে এতে মাইকেলের সৌন্দর্য একটুও কমল না, কিন্তু চোখে জল এল। কে দেখল মাইকেল একটা ধবধবে সাদা রুমাল নিয়ে নাকে মুখে একটু চেপে ধরল, তারপর ফিরে বাড়িতে ঢুকল।

তারপর দরজা খোলার শব্দ, তারপর হলঘর থেকে পায়ের শব্দ রান্নাঘরের দিকে এল। তার পরেই রান্নাঘরের খোলা জায়গাটুকুতে পৌঁছে মাইকেল ওর মাকে আর কে-কে দেখতে পেল। প্রথমে কোনো ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল না, তারপর সে একটু হাসল, মুখের ভাঙা অর্ধেকটার কাছে এসে হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল। কে ভেবেছিল, মাথাটাকে যতটা পারে ঠাণ্ডা রেখে বলবে 'হ্যালো, কেমন আছ?' কিন্তু কাজের বেলায় চেয়ার ছেড়ে ছুটে ওর বাহুবন্ধনে ঢুকে পড়ে, ওর কাঁধে মুখ গুঁজল। মাইকেল ওর ভিজে গালে চুমো খেল, কান্না থামা অবধি ওকে জড়িয়ে ধরে রইল, তারপর ওকে গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে, রক্ষীদের বিদায় দিয়ে, ওকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কে রুমাল দিয়ে মুখ-চোখ মুছে নিয়ে ভারি সহজ উপায়ে মেক-আপ মেরামত করল।

কে বলল, "ওরকম করবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমাকে তো কেউ বলেনি তোমাকে ওরা কি ভীষণভাবে জখম করেছে।"

মাইকেল হেসে, নিজের মুখের ভাঙা দিকটা ছুঁয়ে বলল, "এটার কথা বলছ? ও কিছু নয়। তবে খালি খালি সর্দি গড়ায়। এখন বাড়ি এসেছি, ওটাকে হয়তো সারিয়ে নেব। তোমাকে চিঠি লিখবার কিংবা কিছু করবার উপায় ছিল না। সবার আগে সেইটা তোমাকে বুঝতে হবে।"

কে বলল, "বেশ।"

মাইকেল বলল, "শহরে আমার একটা আস্তানা আছে। সেইখানেই যাওয়া হবে, নাকি রেস্তোরাঁয় গিয়ে পানাহার হবে?"

কে বলল, "আমার খিদে পায়নি।"

নীরবে ওর নিউ ইয়র্কের পথ ধরে খানিকটা এগুলো। মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "ডিগ্রিটা পেয়েছ?"

কে বলল, "হ্যাঁ। এখন আমাদের শহরের একটা স্কুলে পড়াচ্ছি। যে লোকটা ঐ পুলিস-কাপ্তানকে মেরেছিল, সে কি ধরা পড়েছে? তাই বুঝি তুমি বাড়ি আসতে পারলে?"

একটুক্ষণ কোনো উত্তর দিল না মাইকেল, তারপর বলল, "হ্যাঁ ভাই। নিউ ইয়র্কের খবরের কাগজে সব কথা ছেপেছিল। পড়নি ?"

মাইকেল খুনী, সে-কথা সে অস্বীকার করাতে কে পরম নিশ্চিন্তে হেসে বলল, "আমাদের শহরে শুধু 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পাওয়া যায়। হয়তো খবরটা উননব্বুই পৃষ্ঠায় চাপা পড়ে গেছিল। পড়লে, আরো আগেই তোমার মাকে ফোন করতাম।" একটু থামল কে, তারপর বলল, "তোমার মা কিন্তু কি রকম যেন অদ্ভুত কথা বলতেন, আমার তো প্রায় বিশ্বাসই জন্মে গেছিল যে তুমি ঐ কাণ্ড করেছ। তারপর আজ তুমি আসবার ঠিক আগেই, কফি খেতে খেতে বললেন একটা খ্যাপা লোক খুন স্বীকার করেছে।"

মাইকেল বলল, "আগে হয়তো মা'র ঐ রকম ধারণাই ছিল।"

কে বলল, "তোমার নিজের মায়ের ?"

এক গাল হেসে মাইকেল বলল, "মায়েরা তো পুলিসের লোকের মতো হয়। সব চাইতে মন্দ জিনিসটা বিশ্বাস করে।"

মাল্‌বেরি স্ট্রীটের একটা গ্যারেজে মাইকেল গাড়ি তুলল, মনে হল মালিক ওকে চেনে। মোড় ঘুরিয়ে কে-কে একটা বেশ ভগ্নদশাপ্রাপ্ত পাটকিলে পাথরের বাড়ির সামনে নিয়ে গেল, চারদিকে ভাঙাচোরা বাড়িঘর, তার মধ্যে বাড়িটাকে বেশ মানিয়ে গেছিল। মাইকেলের কাছে সদর দরজার চাবি ছিল, ভিতরে ঢুকে কে দেখল বাড়িটা একজন কোটিপতির শহরের বাড়ির মতো মূল্যবান আরামের জিনিস দিয়ে সাজানো।

মাইকেল ওকে ওপরতলার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল; বিশাল বসবার ঘর, মস্ত রান্নাঘর আর সেখান থেকে একটা দরজা দিয়ে ঢুকলে শোবার ঘর। বসবার ঘরের এক কোণায় একটা 'বার', মাইকেল দুজনের জন্য পানীয় মিশিয়ে আনল। পাশাপাশি দুজনে সোফায় বসল, মাইকেল আস্তে আস্তে বলল, "বরং শোবার ঘরে গেলেই হয়।"

গেলাসে একটা লম্বা টান দিয়ে, ওর দিকে চেয়ে, কে হেসে বলল, "চল।"

সেদিনের প্রেম করাটা কে-র দিক থেকে ঠিক আগেরই মতো হয়েছিল, তবে মাইকেলকে যেন আরেকটু রূঢ়, সোজাসুজি এবং আগের মতো অতটা কোমল মনে হল না। যেন কে-র কাছেও সতর্কতা অবলম্বন করছে। কিন্তু কোনো অনুযোগ করার ইচ্ছা হল না কে-র। এ ভাবটা কেটে যাবে। কে-র মনে হল এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুরুষরাই যেন একটু অদ্ভুত রকম স্পর্শকাতর হয়। ওর নিজের কাছে তো দু বছর অদেখার পরেও মাইকেলের সঙ্গে প্রেম করাটাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন এর মধ্যে মাইকেল কোথাও চলে যায়নি।

মাইকেলের গায়ের কাছে গুঁজে শুয়ে, কে বলল, "চিঠি লিখতে পারতে,

আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। আমি না হয় নিউ ইংল্যাণ্ডের 'ওমের্তা' পালন করতাম। ইয়াঙ্কিরাও যথেষ্ট মুখ বুজে থাকতে পারে, তা জান ?"

অন্ধকারে মাইকেল আস্তে আস্তে হাসল, বলল, "তুমি অপেক্ষা করে থাকবে আমি কখনো ভাবিনি। যে ব্যাপার ঘটে গেল, তার পরেও তুমি অপেক্ষা করবে ভাবতে পারিনি।"

কে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি তুমি ঐ লোক দুটোকে মেরেছিলে। খালি তোমার মায়েরও যখন সেই রকম ধারণা দেখলাম, তখন ছাড়া। তবে মনে মনে কখনো বিশ্বাস করিনি। তোমাকে যে বড্ড ভালো করে চিনি।"

মাইকেলকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়তে শোনা গেল। সে বলল, "মেরেছি কি মারিনি, তাতে কিছু এসে যায় না। এটুকু তোমাকে বুঝতে হবে।"

ওর স্বরের শীতলতায় কে থমকে গেছিল। সে বলল, "তাহলে এখনি বল, মেরেছিলে না মারনি ?"

মাইকেল বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসল, অন্ধকারে একটু আলোর শিখা দেখা গেল, মাইকেল সিগারেট ধরিয়ে বলল, "যদি তোমাকে বলি আমাকে বিয়ে কর, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে কি আমাকে তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ?"

কে বলল, "আমি কেয়ার করি না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ওসব আমি কেয়ার করি না। তুমিও যদি আমাকে ভালোবাসতে, তাহলে সত্যি কথাটা বলতে অত ভয় পেতে না। আমি গিয়ে পুলিসের কাছে লাগাব, এ কথা তোমার মনেই হত না। তাই না ? আসলে তুমি একজন গুণ্ডা, তাই না ? কিন্তু সত্যি আমার তাতে এসে যায় না। আমার যাতে এসে যায়, সেটা হল সে বোঝাই যাচ্ছে তুমি আমাকে ভালোবাস না। বাড়ি ফিরে একবার জানালে না পর্যন্ত।"

মাইকেল সিগারেট ফুঁকছিল, খানিকটা জ্বলন্ত ছাই কে-র খালি পিঠে পড়ল। কে একটু সঙ্কুচিত হয়ে ঠাট্টা করে বলল, "আমাকে নির্যাতন কোরো না, কাউকে কিছু বলব না।"

মাইকেল কিন্তু হাসল না। গলার স্বরটা কেমন অন্যমনস্ক শোনাল, "তুমি জান, বাড়ি ফিরে নিজের আত্মীয়স্বজন, বাবা, মা, বোন কান, টম, এদের সবাইকে দেখে আমার সেরকম আনন্দ হয়নি। ভালো লেগেছিল বৈকি, তবে সেরকম কিছু মনে হয়নি। তারপর আজ রাতে বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে তোমাকে দেখেই মনটা আনন্দে ভরে গেল। তাকেই কি ভালোবাসা বলে ?"

কে বলল, "ভালোবাসার এত কাছাকাছি যে ওতেই আমার চলে যাবে।"

আবার কিছুক্ষণ প্রেমের খেলা চলল। এবার মাইকেলের ব্যবহারে আরো কোমলতা দেখা গেল। তারপর মাইকেল বেরিয়ে গিয়ে দুজনের জন্য পানীয়

নিয়ে এল। ফিরে এসে, খাটের সামনে একটা আরাম-কেদারায় বসে, মাইকেল বলল, "এবার একটু গম্ভীর হওয়া যাক। আমাকে বিয়ে করার বিষয়ে কি মনে হয়?" কে মৃদু হেসে বিছানার দিকে ইঙ্গিত করল। মাইকেলও মৃদু হেসে বলল, "কাজের কথা হোক। যা হয়ে গেছে সে বিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারব না। এখন আমি বাবার কাজ করছি। আমাদের পারিবারিক জলপাই-তেলের ব্যবসাটার ভার নেবার জন্য আমাকে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু জানই তো আমাদের পরিবারের অনেক শত্রু আছে, বাবার শত্রু আছে। তুমি একজন তরুণী বিধবা হয়ে যেতে পার, তার খানিকটা সম্ভাবনা আছে, খুব বেশি নয়, তবু ওরকম হতেও পারে। তাছাড়া আপিসে কি হয় না হয়, রোজ সে কথা তোমাকে বলতে পারব না। আমার কাজকর্মের কথা কিছুই তোমাকে বলতে পারব না। তুমি আমার স্ত্রী হবে, কিন্তু আমার কর্ম-জীবনের যাকে বলে অংশীদার হবে না। অন্ততঃ সমান সমান অংশীদার হবে না। সেটা হবার জো নেই।"

কে বিছানায় উঠে বসল। পাশেই রাতের টেবিলে একটা মস্ত বাতি ছিল। সেটি জ্বেলে, সে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বালিশে ঠেস দিয়ে বসে শান্তকণ্ঠে বলল, "অর্থাৎ তুমি বলছ তুমি একজন গুণ্ডা, এই তো? তুমি বলছ যে তুমি কোনো কোনো লোকের হত্যার জন্য আর হত্যাসংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধের জন্য দায়ী। সে বিষয়ে আমি কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাব না, ভাবতে পর্যন্ত পাব না। এ হল হরর ফিল্মের মতো, নর-পিশাচ যখন রূপসী নায়িকাকে বলে তাকে বিয়ে করতে।"

মুখের ভাঙা দিকটা ওর দিকে ফিরিয়ে মাইকেল একগাল হাসল। অনুতপ্ত হয়ে কে বলল, "ও মাইক, ওটা আমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না, সত্যি বলছি আনি না।"

মাইক হেসে বলল, "তা জানি। আমারও আজকাল ওটাকে বেশ লাগে, তবে নাকে কেবলই সিক্‌নি গড়ায়, এই যা।"

কে বলল, "তুমি আমাকে গম্ভীর হতে বলেছ। আমাদের বিয়ে হলে আমাকে কি রকম ভাবে জীবন কাটাতে হবে? তোমার মায়ের মতো? একজন ইতালীয় স্ত্রীর মতো, শুধু ছেলেপুলে ঘরকন্না নিয়ে? আর ধর, যদি কিছু হয়? কোনোদিন হয়তো তোমাকে জেলেও যেতে হতে পারে।"

মাইকেল বলল, "না, সেটা সম্ভব নয়। খুন, হ্যাঁ; জেল, না।"

এই স্বীকারোক্তিতে কে হাসল, সে হাসির মধ্যে গর্বের সঙ্গে আমোদ, অদ্ভুতভাবে মিশে ছিল। বলল, ও-কথা কি করে বলতে পারলে? সত্যি বল।"

মাইকেল দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "ঐ সব কথাই তো তোমাকে বলতে পারব না। বলতে চাইও না।"

কে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, "এত মাস ধরে কোনো

খোঁজখবর না নিয়ে, এখন আবার বিয়ে করতে চাইছ কেন? আমি কি এতই ভালো শয্যাসঙ্গিনী?"

গম্ভীর মুখে মাথা হেলিয়ে, মাইকেল বলল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু মিনি মাগ্‌নাই যখন পাচ্ছি, তখন আবার ঐজন্য বিয়ে করতে চাইব কেন? শোন, এখনি উত্তর দিও না। এখন থেকে আমাদের মেলামেশা চলতে থাকুক। তোমার মা-বাপের সঙ্গে পরামর্শ করতে পার। শুনেছি, নিজের ক্ষেত্রে তোমার বাবাটিও কিছু কম যান না। তাঁর উপদেশ শুনো।"

কে বলল, "কিন্তু কেন চাও, তা তো বললে না।" রাতের টেবিলের টানা থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে মাইকেল সেটাকে নাকে চেপে ধরল। রুমালে নাক ঝেড়ে, মুছে ফেলে বলল, "আমাকে বিয়ে না করার এইটাই প্রধান কারণ। যে সারাক্ষণ কেবল নাক ঝাড়ে এমন লোককে সব সময়ে কাছে রাখতে ভালো লাগবে?"

অসহিষ্ণুভাবে কে বলল, "শোন, গম্ভীর হও, একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম যে।"

রুমাল হাতে নিয়ে মাইকেল বলল, "বেশ। এই একবারের মতোই বলছি। তুমিই একমাত্র লোক যার ওপর আমার টান আছে, যার প্রতি আমার অনুরাগ আছে। তোমাকে ফোন করিনি, কারণ আমি ভাবতেও পারিনি যে এত কাণ্ডের পরেও আমার প্রতি তোমার কোনো আকর্ষণ থাকবে। এ কথা সত্যি যে আমি তোমার পিছন পিছন ঘুরতে পারতাম, তোমাকে ধাপ্পা দিতে পারতাম, কিন্তু সে রকম কিছু করবার ইচ্ছাও হয়নি। এবার একটা কথা বলছি, তোমাকে বিশ্বাস করেই বলছি, তোমার বাবার কাছেও এ কথাটা বলবে না। যদি সব ভালোমতে চলে, তাহলে আর পাঁচ বছরের মধ্যে কর্লিয়নি পরিবার কোনো বে-আইনী কাজে জড়িত থাকবে না। তবে সেটা সম্ভব হবার আগে কয়েকটা খুব ঘোড়েল কাজ করতে হবে। ঐ সময়েই তুমি একজন অবস্থাপন্ন বিধবায় পরিণত হতে পার। এবার বলছি, তোমাকে কেন চাই। বেশ, আমি তোমাকে চাই, নিজস্ব একটা পরিবার চাই। আমি ছেলেপুলে চাই, তার সময়ও হয়েছে। আমি চাই না আমার ছেলেপুলেরা আমার প্রভাবে পড়ে, আমি যে ভাবে বাবার প্রভাবে পড়েছিলাম। অবশ্য ইচ্ছা করে তিনি আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, এ কথা বলছি না। তা তিনি কখনো করেননি। এমন কি আমি পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকি, এও তিনি চাননি। উনি চেয়েছিলেন আমি একজন অধ্যাপক, কিংবা ডাক্তার, কিংবা ঐ ধরনের একটা কিছু হই। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল, আমাদের পরিবারের জন্য আমাকে লড়াই করতে হল। লড়াই করতেই হল, কারণ বাবাকে আমি ভালোবাসি, ভক্তি করি। এতখানি ভক্তির যোগ্য মানুষ আমি আর দেখিনি। এত ভালো স্বামী, ভালো বাপ, যাদের কপাল মন্দ তাদের এত বড় বন্ধু আর দেখিনি। ওঁর আরেকটা দিকও

আছে ; আমি ওঁর ছেলে বলে সে দিকটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সে যাই হোক, আমি চাই না আমাদের সন্তানদের ও রকম কিছু হয়। আমার ইচ্ছা ওরা পুরোপুরি অ্যামেরিকান ছেলেমেয়ে হয়ে উঠুক, সত্যিকার অ্যামেরিকান, একেবারে আগাগোড়া সব দিক থেকে। কে জানে, হয়তো ওরা, কিংবা ওদের নাতি-নাতনিরা রাজনীতি করবে।" তারপর একগাল হেসে মাইকেল বলল, "হয়তো ওদের মধ্যে কেউ অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। হবে না-ই বা কেন? ডার্টমাথে পড়তাম যখন, ইতিহাস পাঠক্রমে অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টদের ব্যক্তিগত তথ্যের কথা ছিল, তাদের কারো কারো বাপ-ঠাকুরদার অনেক ভাগ্যি যে কেউ তাদের ফাঁসিকাঠে লটকে দেয়নি। অতটা না হলেও, আমার ছেলেমেয়েরা ডাক্তার, কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ, কিংবা অধ্যাপক হলেই আমি খুশি। মোট কথা, পারিবারিক ব্যবসাতে ওরা কেউ ঢুকবে না। অবশ্য ওরা অতটা বড় হতে হতে আমিও অবসর নেব। তখন তুমি আমি শহরের বাইরে কোনো ক্লাবের সভ্য হয়ে, অবস্থাপন্ন অ্যামেরিকানদের যোগ্য সহজ সরল স্বাস্থ্যময় জীবন কাটাব। এ প্রস্তাবটা কেমন লাগছে বল?"

কে বলল, "অপূর্ব! তবে ঐ বিধবা হওয়ার জায়গাটা যেন বাদ দিলে।"

রুমাল দিয়ে নাক থাবড়ে মাইকেল বলল, "তার খুব একটা সম্ভাবনা নেই, ন্যায্য কথা বলতে হয় বলে বললাম।"

কে বলল, "আমি কিন্তু ও কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না, তুমি ঐরকম লোক আমি বিশ্বাস করি না।" ওর মুখ দেখে মনে হল ভারি বিভ্রান্ত হয়েছে, বলল, "কি করে যে ওটা সম্ভব হল, তার আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

কোমল কণ্ঠে মাইকেল বলল, "দেখ, এর বেশি আমি আর বোঝাতে পারব না। ও বিষয়ে তোমার চিন্তা করবার কোনো দরকারই নেই, বুঝলে? আসলে ওর সঙ্গে তোমার, কিংবা আমাদের যদি বিয়ে হয় তাহলে আমাদের মিলিত জীবনের কোনো সম্পর্কই থাকবে না।"

কে মাথা নাড়ল। "কি করে যে আমাকে বিয়ে করতে চাইছ, কি করে যে ইঙ্গিত করছ তুমি আমাকে ভালোবাস—কথাটা অবিশ্যি কখনো মুখে আন না—অথচ এক্ষুনি বললে তোমার বাবাকে তুমি ভালোবাস, আমাকে ভালোবাস সে-কথা কখনো বলনি ; বলবেই বা কি করে, যখন আমাকে এতই অবিশ্বাস কর যে তোমার জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোই বলতে পার না? যাকে বিশ্বাস করতে পারবে না এমন মেয়ে বিয়ে করতেই বা চাও কেন? তোমার বাবা যে তোমার মাকে বিশ্বাস করেন, সেটা আমি জানি।"

মাইকেল বলল, "নিশ্চয়ই করেন, কিন্তু তার মানে নয় যে উনি মাকে সব কথা বলেন। আর জানই তো, মাকে বিশ্বাস করবার ওঁর যথেষ্ট কারণও আছে। শুধু মাকে বিয়ে করেছেন এবং মা ওঁর স্ত্রী বলেই নয়। কিন্তু যে সময়ে সন্তান হওয়া খুব নিরাপদ ছিল না, সেই সময় মা বাবার চারটি সন্তান ধারণ করেছিলেন।

লোকে বাবাকে গুলি করলে, মা ওঁর সেবা করতেন, ওঁকে পাহারা দিতেন। বাবার ওপর মা'র আস্থা ছিল। চল্লিশ বছর ধরে মা'র প্রথম কর্তব্য ছিল বাবার প্রতি। তুমিও তাই করলে পর, হয়তো আমিও তোমাকে এমন দু-চারটে কথা বলব, যা তুমি মোটেই শুনতে চাইবে না।"

কে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কি প্রাঙ্গণে থাকব?"

মাইকেল মাথা হেলিয়ে জানাল যে তাই থাকবে, "আমাদের নিজেদের আলাদা বাড়ি থাকবে, সে রকম খারাপ লাগবে না। আমার মা-বাবা ছেলে-মেয়ের ব্যাপারে নাক গলান না। আমরা নিজেদের মতো থাকব। কিন্তু যতদিন না সব গোলমাল মিটে যাচ্ছে, আমাকে প্রাঙ্গণেই থাকতে হবে।"

কে বলল, "কারণ বাইরে থাকা তোমার পক্ষে বিপজ্জনক।"

মাইকেলের সঙ্গে চেনা-জানা হয়ে অবধি কে মাইকেলকে এই প্রথম রাগতে দেখল। কি ভয়ঙ্কর শীতল বরফের মতো রাগ, বাইরে তার কোনো ইঙ্গিত দেখা গেল না, গলার স্বর বদলাল না। মৃত্যুর শৈত্যের মতো সে শীতলতা ওর শরীর থেকে উদ্গত হল। কে অমনি বুঝতে পারল যে যদি মাইকেলকে বিয়ে করবে না বলেই সে স্থির করে, তার কারণ হবে এই শৈত্য।

মাইকেল বলল, "যত নষ্টের গোড়া হল ঐসব চলচ্চিত্র আর সংবাদপত্র। আমার বাবা আর কর্লিয়নি পরিবার সম্বন্ধে তোমার ধারণা একেবারে ভুল। আমি এই শেষবারের মতো কথাটা বুঝিয়ে বলছি, এরপর বাস্তবিকই আর বলব না। আমার বাবা একজন ব্যবসাদার, তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আর এমন সব বন্ধুবান্ধব যারা বিপদের সময়ে তাঁর সহায় হবে, এদের সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করেন। আমরা যে-সমাজে বাস করি তিনি তার নিয়ম-কানুন মানেন না, কারণ সে নিয়ম মেনে চলতে গেলে তাঁকে তাঁর মতো অসাধারণ শক্তি আর চরিত্রসম্পন্ন মানুষের অযোগ্য জীবন যাপন করতে হত। তোমাকে এইটা বুঝতে হবে যে বাবার মতে তিনি প্রেসিডেন্টদের, প্রধান মন্ত্রীদের, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের, কিংবা রাজ্যপালদের চাইতে কোনো অংশে কম নন। যে-সব আইন অন্য লোকে প্রবর্তন করেছে, যে আইন মানলে তাঁকে নিকৃষ্ট জীবন গ্রহণ করতে হবে, সে আইন মেনে চলতে তিনি নারাজ। কিন্তু তাঁর অন্তিম উদ্দেশ্য হল অনেকখানি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে, তারপর তিনি ঐ সমাজভুক্ত হবেন। যাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকে না, ও-সমাজ আসলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে না। যতদিন না তা হচ্ছে, ততদিন তিনি এমন কতকগুলো নীতি মেনে চলবেন, তাঁর মতে যেগুলো সমাজগ্রাহ্য আইনের বিধির চাইতে অনেক উন্নত।"

কে মাইকেলের দিকে অবিশ্বাসের সঙ্গে তাকিয়ে ছিল। "কিন্তু তাই কখনো হয়? সমাজের সব লোক যদি ঐ কথা বলত, তাহলে কি হত? সমাজের কাজ তাহলে কি করে চলত বল, আমরা সবাই যে তাহলে গুহাবাসীদের যুগে

ফিরে যেতাম। তুমি যা বললে, তুমি নিজে নিশ্চয়ই তা বিশ্বাস কর না, কর কি ?"

একগাল হাসল মাইক, "আমার বাবা কি বিশ্বাস করেন, সেই কথা বলছিলাম। আমি চাই তুমি এইটুকু বোঝ যে বাবা আর যাই হন, দায়িত্বজ্ঞানহীন নন, অন্ততঃ তিনি যে সমাজের সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তা নন। উনি মোটেই একটা খ্যাপা মেশিনগানধারী গুণ্ডাদের পাণ্ডা নন, তুমি যে রকম ভাবছ। নিজের মতো করে উনি অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন।"

শান্ত কণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করল, "আর তুমি কিসে বিশ্বাস কর ?"

মাইকেল কাঁধ দুটো তুলে বলল, "আমি আমার পরিবারকে বিশ্বাস করি। তোমাকে আর তুমি আমি যে পরিবার গড়ে তুলতে পারি, তাতে বিশ্বাস করি। সমাজ আমাদের রক্ষা করবে এ বিশ্বাস আমার নেই। যাদের একমাত্র কৃতিত্ব হল যে তারা ভাঁওতা দিয়ে এক দল লোকের ভোট যোগাড় করতে সফল হয়েছে, এমন লোকদের হাতে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু সে হল এখনকার কথা। আমার বাবার কাল শেষ হয়ে গেছে। তিনি যে-সব কাজ করেছেন, অনেকখানি বিপদের ঝুঁকি কাঁধে না নিলে, সে-সব আর করার উপায় নেই। আমাদের ইচ্ছা থাকুক বা না-ই থাকুক, কর্লিয়নি পরিবারকে ঐ সমাজেই যোগ দিতে হবে। কিন্তু যোগ যখন দেবে, আমার ইচ্ছা অনেকখানি ক্ষমতা হাতে করেই দেবে, অর্থাৎ অনেক টাকার আর অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের মালিকানা নিয়ে। সকলের ভাগ্যের ভাগীদার হবার আগে, আমি চাই আমার সন্তানরা যতটা সম্ভব সচ্ছল হয়ে উঠুক।"

কে বলল, "কিন্তু তুমি তো স্বেচ্ছায় স্বদেশের জন্য লড়াই করেছিলে, তুমি যুদ্ধের সময় বীর বলে খ্যাতি পেয়েছিলে, তারপর কি এমন হল যে এতটা বদলে গেলে ?"

মাইকেল বলল, "এ সব আলোচনায় কোনো লাভ নেই। তোমাদের পাড়াগাঁয়ে যে সব খাঁটি সেকেলে রক্ষণশীল মানুষ গজিয়ে ওঠে, আমিও হয়তো তাদেরই একজন। আমি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখি। ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে কোনো সরকার তার প্রজাদের জন্য বিশেষ কিছু করে না, তবে আসলে সে-কথাও ঠিক নয়। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমার বাবাকে সাহায্য করতে হবে, তাঁর পক্ষ নিতে হবে। আর তুমি আমার পক্ষ নেবে কি না, সে বিষয়ে তোমাকেও মন স্থির করতে হবে।" ওর দিকে চেয়ে মাইকেল হেসে বলল, "বিয়ে করার প্রস্তাবটা বোধ হয় খুব সুবিধার নয়।"

কে বিছানাটা থাবড়ে বলল, "বিয়েটিয়ের কথা জানি না, কিন্তু আমি দু বছর ধরে পুরুষ-বর্জিত জীবন কাটিয়েছি, এখন আর তোমাকে সহজে ছাড়ছি না। এখানে এসো দেখি।"

বিছানায় শুয়ে, আলো নিবিয়ে, মাইকেলের কানে কানে কে বলল, "তুমি চলে গিয়ে অবধি আমি কোনো পুরুষের কাছে যাইনি এ কথা বিশ্বাস করবে?"

মাইকেল বলল, "বিশ্বাস করি।"

আরো কোমল কণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করল, "আর তুমি?"

মাইকেল বলল, "আমি গিয়েছি।" বুঝতে পারল কে-র শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল। "তবে গত ছ মাসের মধ্যে নয়।" কথাটা সত্যি। অ্যাপলোনিয়ার মৃত্যুর পর, এই প্রথম মাইকেল কারো সঙ্গে প্রেম করল।

ছাব্বিশ

জমকালো ঘরগুলি থেকে হোটেলের পিছন দিককার নকল পরীর দেশটা দেখা যেত: অন্য জায়গা থেকে তুলে এনে লাগানো তালগাছ, তাদের গা বেয়ে কমলা রঙের আলোর লতা উঠেছিল; মরুভূমির তারার আলোয় সাঁতার কাটবার জন্য দুটি বিশাল জলাধার উজ্জ্বল গাঢ় নীল রঙ ধরেছিল। মধ্যিখানে নিয়ন-বাতি-ভরা উপত্যকায় লাস ভেগাস শহর, দিগন্তে তাকে ঘিরে ছিল বালি আর পাথরের পর্বতমালা। জনি ফন্টেন সূক্ষ্ম কারুকার্যময় ছাই রঙের ভারি পর্দা নামিয়ে দিয়ে, ঘরের মধ্যে ফিরে গেল।

জুয়ো খেলার জন্য চারজন বিশেষভাবে নির্বাচিত একজন 'পিট্-বস্', একজন 'ডীলার', একজন বাড়তি লোক আর ককটেল পরিবেশন করবার জন্য নাইট ক্লাবের সংক্ষিপ্ত বেশে একজন ওয়েট্রেস্, এরা সবাই মিলে প্রাইভেট জুয়ো খেলার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করছিল। ঘরের বৈঠকখানা অংশটাতে, হাতে একটা জলের গেলাস ভরা হুইস্কি নিয়ে নিনো ভ্যালেন্টি সোফায় শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে সে ক্যাসিনোর লোকদের ব্ল্যাক্জ্যাক্ খেলার টেবিল সাজানো দেখছিল। টেবিলের বাইরের আকৃতিটা ঘোড়ার নালের মতো, তার চারধারে নিয়মমতো ছটি গদী-আঁটা চেয়ার। ঠিক মাতাল না হলেও নিনোর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, সে বলল, "বাঃ, চমৎকার! চমৎকার! জনি, এদিকে এসে আমার পক্ষ নিয়ে এই বেজন্মাগুলোর সঙ্গে একটু জুয়ো খেল্, দেখি। আমার পয় আছে। ব্যাটাদের হারিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব।"

কৌচের উল্টো দিকে জনি একটা পা রাখার টুলে বসেছিল, সে বলল, "তুই তো জানিস আমি জুয়ো খেলি না। এখন কেমন লাগছে?"

দাঁত বের করে হেসে নিনো ভ্যালেন্টি বলল, "খাসা লাগছে। রাত বারোটায় কজন মেয়েমানুষ আসবে, তারপর সাপার খাওয়া, তারপর আবার ব্ল্যাক্জ্যাক্

খেলা। জানিস ক্যাসিনো থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার জিতেছি আর ওরা এক হপ্তা ধরে আমার পিছনে লেগে রয়েছে।"

জনি ফন্টেন বলল, "হ্যাঁ রে, তুই মলে ওগুলো কাকে দিয়ে যাবি ?" নিনো এক চুমুকে গেলাস শেষ করে বলল, "বল্ তো জনি, উড়নচড়ে বলে নাম কিনলি কি করে ? তুই তো একটা মরা মানুষের বাড়া। এই শহর যারা দেখতে আসে, তারাও তোর চাইতে বেশি ফুর্তি করে।"

জনি বলল, "হ্যাঁ। তোকে ঐ ব্ল্যাক্‌জ্যাক্ টেবিল অবধি তুলে নিয়ে যেতে হবে নাকি ?"

অনেক কষ্টে নিনো সোফার ওপর খাড়া হয়ে উঠে বসে, পা দুটোকে গালিচের ওপর গেড়ে বসাল। "আমি নিজেই পারব।" এই বলে ব্ল্যাক্‌জ্যাক্ টেবিল পর্যন্ত ধীর পদক্ষেপে হেঁটে গেল। 'ডীলার' প্রস্তুত ছিল। 'পিট্-বস্' তার পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যাপার দেখছিল। বাড়তি ডীলার টেবিল থেকে কিছু তফাতে একটা চেয়ারে বসেছিল। কক্‌টেল পরিবেশটাও এমন জায়গায় আরেকটা চেয়ারে বসে ছিল, যাতে নিনো ভ্যালেন্টি এতটুকু ইশারা করলেই দেখতে পায়।

নিনো টেবিলের সবুজ বনাতের ওপর হাতের গাঁট দিয়ে টোকা মেরে বলল, "চিপ্ দাও।"

'পিট্-বস্' পকেট থেকে একটা প্যাড বের করে, একটা চিরকুটে কিছু লিখে, একটা খুদে ফাউন্টেন পেনসুদ্ধ নিনোর সামনে রেখে বলল, "এই নিন, মিঃ ভ্যালেন্টি, গোড়াতে পাঁচ হাজার, যেমন সর্বদা নিয়ে থাকেন।" নিনো চিরকুটের তলায় নাম সই করে দিতেই, 'পিট্-বস্' সেটিকে নিজের পকেটে পুরে, 'ডীলারে'র দিকে মাথা নাড়ল।

অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে 'ডীলার' তার সামনে টেবিলে বসানো খোপ থেকে কালো আর সোনালী একশো ডলার চিপের গোছা বের করতে লাগল। পাঁচ সেকেণ্ড না যেতেই নিনোর সামনে একশো ডলার চিপের পাঁচটি সমান থাক সাজানো হয়ে গেল। একেক থাকে দশটি করে চিপ।

টেবিলের সবুজ বনাতের ওপর খেলার তাসের চাইতে সামান্য বড় মাপের সাদা রঙের ছটি চৌকো আঁকা ছিল। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের বসবার জায়গার সামনে একটি করে সাদা চৌকো। এবার নিনো তিনটি খোপে বাজি রাখল, একেক খোপে একটি চিপ, অর্থাৎ একেক হাতে একশো ডলার দিয়ে নিনো খেলা শুরু করল। তিনটি হাতেই পেটাতে নিনোর আপত্তি ছিল, কারণ ডীলারের হাতে 'ছয় আপ', একটা 'বার্স্ট কার্ড' আর শেষ পর্যন্ত হলও তাই। নিনো তার জিতের চিপগুলো আঁকশি দিয়ে টেনে এনে, জনি ফন্টেনকে বলল, "এই রকম করে রাতটা শুরু করতে হয়, বুঝলি জনি।"

জনি হাসল। খেলার সময় চিরকুটে সই করতে বাধ্য হওয়াটা নিনোর মতো

জুয়াড়ির পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল না। মুখের কথা বললেই সাধারণতঃ কাজ হত। হয়তো ওদের ভয় ছিল যদি মদের ঝোঁকে নিনো কত টাকা নিয়েছে সে কথা ভুলে যায়। ওরা জানত না যে নিনোর সব কথা মনে থাকত।

নিনো জিতেই চলল। তিন দান খেলার পর সে আঙুল বাঁকিয়ে ককটেল ওয়েট্রেস্‌কে ডাকল। মেয়েটি ঘরের অন্য মাথায় 'বার' থেকে জলের গেলাসে করে নিনোর নিত্যনৈমিত্তিক রাই হুইস্কি এনে দিল। গেলাসটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিল নিনো, যাতে ওয়েট্রেসের কোমর জড়িয়ে ধরতে পারে। "আমার কাছে বস, মানিক, কয়েক দান খেলে আমার পয় এনে দাও।"

ককটেল ওয়েট্রেস্‌টি দেখতে ভারি সুন্দরী, কিন্তু জনি টের পাচ্ছিল যে ওর যত আগ্রহ, সে সমস্তই বাইরে বাইরে; একেবারে অন্তঃসারশূন্য; যদিও চেষ্টার অন্ত ছিল না। নিনোর দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসলেও, ঐ কালো-সোনালী চিপ-গুলোর একটার জন্য ওর জিব থেকে নাল ঝরছিল। তারপর জনি ভাবল, চুলোয় যাক গে, নেবে না-ই বা কেন দুটো-একটা চিপ। জনির একমাত্র দুঃখ ছিল টাকার বদলে নিনো এর চাইতে ভালো জিনিস পেল না।

নিনো মেয়েটিকে কয়েক দান খেলতে দিয়ে ওর হাতে একটা চিপ আর পশ্চাদভাগে একটা থাবড়া দিয়ে, টেবিল থেকে বিদায় দিল। জনি মেয়েটিকে ইশারা করে কিছু পানীয় আনতে বলল। এনে দিল সে, কিন্তু এমন ভাবে এনে দিল যেন পৃথিবীর সব চাইতে রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্রের সব চাইতে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিতে অভিনয় করছে। বিখ্যাত জনি ফন্টেনের ওপর ওর সমস্ত মোহিনী মায়া ঢেলে দিল ঐ মেয়ে। চোখে আবাহনের দ্যুতি আনল, চলার মধ্যে এমন যৌন ভাব খেলাল যা কেউ কখনো দেখেনি, ঠোঁট দুটি ঈষৎ আলগা রাখা, যেন তার প্রত্যক্ষ কামনার বস্তুটিকে কাছে পেলেই এক কামড় বসাবে। একমাত্র কোনো কামাসক্ত জানোয়ারের সঙ্গে ওর তুলনা চলে, অথচ আগাগোড়া সবটাই নকল। জনি ফন্টেন ভাবছিল, হরি হে, আবার ঐ রকম একটা! যে-সব মেয়েরা ওর শয্যাসঙ্গিনী হতে চাইত, এই ভাবে অগ্রসর হতেই তারা ভালোবাসত। খুব মত্ত অবস্থায় না থাকলে, জনির ওপর এর কোনো প্রভাবই হত না, এখন সে মোটেই মত্ত অবস্থায় ছিল না। মেয়েটার দিকে চেয়ে, দাঁত বের করে ওর সেই বিখ্যাত হাসি দিয়ে, জনি বলল, "ধন্যবাদ, মানিক।" মেয়েটাও ওর দিকে চেয়ে, ঠোঁট ফাঁক করে ধন্যবাদের হাসি হাসল, চোখ দুটো কেমন ধোঁয়াটে হয়ে গেল, শরীরটা কাঠ হল, জালি কাটা মোজা পরা, ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা লম্বা পা দুটি সোজা রেখে, কোমরের ওপরের অংশটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিল। মনে হল ওর সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে ক্রমে একটা চাপা উত্তেজনা জমে উঠছে; এমন কি বুকটাও কেমন স্ফীত হয়ে ওঠে, এমনিতেই বে-আব্রু কাটের জামাটাকে ফাটো-ফাটো করে আনল। তারপর সারা দেহে কেমন একটা শিহরণ লাগল, তার থেকে আরেকটু হলেই বোধ হয় একটা যৌন ঝঙ্কার শোনা যেত।

সবটা দেখে মনে হল জনি ফণ্টেন ওর দিকে চেয়ে হেসে ধন্যবাদ জানিয়েছে বলে মেয়েটার চরম যৌন পরিতৃপ্তি হল। চমৎকার অভিনয়। এত ভালো অভিনয় জনি আগে দেখেনি। তবে এতদিনে জনি জেনে গেছিল এ সমস্তই নকল। তাছাড়া যারা এ রকম অভিনয় করে, তারা যে সত্যিকার শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে কোনো কর্মের নয়, তার সম্ভাবনাও খুবই বেশি।

মেয়েটা কেমন করে চেয়ারে ফিরে যায় দেখতে লাগল জনি, পানীয়টাতে অল্প অল্প চুমুক দিতে দিতে। ঐ খেল্ আর দেখার ইচ্ছা ছিল না। আজ সে রকম মেজাজ ছিল না ওর।

নিনো ভ্যালেণ্টির কাবু হতে আরো এক ঘণ্টা লাগল। প্রথমে এক দিকে ঝুঁকে পড়ল, টলতে টলতে সোজা হল, তারপর ঝপ্ করে চেয়ার থেকে একেবারে মেঝের দিকে। কিন্তু 'পিট্ বস্' আর বাড়তি 'ডীলার'কে আগে থাকতেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, মাটিতে পড়বার আগেই তারা ওকে ধরে ফেলেছিল। তারাই ওকে তুলে ধরে, পর্দা সরিয়ে, পাশের শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

জনি দেখতে লাগল অন্য দুজন লোকের সঙ্গে ককটেল ওয়েট্রেস্ও নিনোর কাপড় ছাড়িয়ে ওকে লেপের তলায় পুরে দিতে কেমন সাহায্য করল। 'পিট্ বস্' নিনোর চিপগুলো গুনে, চিরকুটের গোছায় কি যেন লিখে রাখল, তারপর 'ডীলারে'র চিপ সুদ্ধ টেবিলটাকে পাহারা দিতে লাগল। জনি তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন ধরে এ ভাবে চলছে?"

'পিট্ বস্' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আজ তো সকাল সকাল বেহুঁশ হলেন। প্রথমবার হোটেলের ডাক্তার ডেকে আনতে হয়েছিল; তিনি মিস্টার ভ্যালেণ্টিকে ওষুধপত্র খাইয়ে চাঙ্গা করে তুলে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারপর উনি আমাদের বলে দিয়েছিলেন ডাক্তার ডাকার দরকার নেই, ও রকম হলে ওঁকে শুইয়ে দিলেই, সকালের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবেন। আজকাল আমরা তাই করি। ভারি পয়মন্ত কিন্তু, আজ রাতেও তিন হাজার ডলার জিতেছেন।"

জনি ফণ্টেন বলল, "তা হোক, আজকের মতো হোটেলের ডাক্তারকে ডাকা যাক, কেমন? দরকার হলে ক্যাসিনোতে লোক পাঠাও।"

জুল্স্ সীগল যখন এসে ঘরে ঢুকল, তখন প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেছিল। বিরক্তির সঙ্গে জনি লক্ষ্য করল এ ব্যাটাকে দেখে কখনো ডাক্তার বলে মনে হয় না। আজ রাতে পরে এসেছে সাদা পাড় দেওয়া ঢিলেঢালা একটা নীল পোলো-শার্ট, সাদা স্যুয়েডের জুতো, মোজাটোজা ছাড়া। ডাক্তারের চিরাচরিত কালো ব্যাগ হাতে লোকটাকে বেজায় মজার দেখাচ্ছিল।

জনি বলল, "একটা গল্ফের থলি ছেঁটে নিয়ে তাতে করে জিনিসপত্র নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে ফেল না কেন?"

সহানুভূতি সহকারে জুল্স্ হেসে বলল, "যা বলেছ, এই ডাক্তারি স্কুলের

হোল্ডঅল্‌টি নিয়ে বেড়ানো মহা জ্বালা। দেখেই লোকে ভয়ে আধমরা। অন্ততঃ রঙটা বদলানো উচিত।"

খাটে-শোয়া নিনোর কাছে গিয়ে, ব্যাগ খুলে জুল্‌স্‌ জনিকে বলল, "ঐ যে কন্‌সালটেশন ফীর চেকটা পাঠালে, তার জন্য ধন্যবাদ। তবে বড্ড বেশি পাঠিয়েছ। আমি আর কতটুকু করেছিলাম।"

জনি বলল, "না, করনি !! সে-কথা যাক গে, অনেক দিনের পুরনো ব্যাপার। নিনোর কি হয়েছে ?"

তাড়াতাড়ি করে নিনোর হৃৎপিণ্ড, নাড়ী, রক্তচাপ দেখে নিল ডাক্তার। তারপর ব্যাগ থেকে সুই বের করে নিনোর হাত ফুঁড়ে দিল। অমনি নিনোর ঘুমন্ত মুখের মোমের মতো ফ্যাকাশে ভাব কমে গেল, গালে একটু রঙ ফিরে এল, যেন রক্ত চলাচল আরেকটু দ্রুত হয়েছে।

চটপট করে জুল্‌স্‌ বলল, "রোগ নির্ণয় খুবই সহজ ব্যাপার। প্রথম যেদিন এখানে এসে অজ্ঞান হয়ে গেছিল, সেদিনই ওকে ভালো করে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, রক্ত ইত্যাদিও পরীক্ষা করিয়ে ছিলাম। জ্ঞান হবার আগেই ওকে হাসপাতালে সরিয়ে ফেলেছিলাম। ওর রোগ হল ডায়াবিটিস্‌, 'মাইল্ড অ্যাডাল্ট স্ট্যাবিলি' ; ওষুধপত্র খেলে, খাওয়াদাওয়ার ধরকাট করলে ওটা একটা সমস্যাই নয়। ও কিন্তু কিছুতেই সেকথা শুনবে না। তাছাড়া ও মদ খেয়ে মরবে বলে পণ করেছে। লিভারটা যেতে বসেছে, মগজটাও যাবে। এক্ষুনি একটু ডায়াবিটিসের কোমা হয়েছে। আমি বলি কি ওকে আটক করে রাখা উচিত।"

জনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। তাহলে সে-রকম গুরুতর কিছু নয়। নিনো যদি খানিকটা সাবধানে থাকে তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, "ঐ যে-সব জায়গা আছে যেখানে মোদোদের শুকিয়ে সারায়, তার কথা বলছ তো ?"

ঘরের অন্য ধারে 'বারে'র কাছে গিয়ে, নিজের জন্য খানিকটা পানীয় ঢেলে নিয়ে, জুল্‌স্‌ বলল, "না, আমি বলছি বন্ধ করে রাখার কথা, যাকে পাগলা-গারদ বলে।"

জনি বলল, "ক্ষেপলে নাকি ?"

জুল্‌স্‌ বলল, "আমি ঠাট্টা করছি না। মানসিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ না হলেও, খানিকটা বুঝি, আমার পেশাতে বুঝতেই হয়। তোমার বন্ধু নিনোকে অনেকখানি সুস্থ করে তোলা যায়, যদি না লিভারের খুব বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে, সেটা অবশ্য ময়না তদন্ত ছাড়া সঠিক বুঝবার উপায় নেই। তবে ওর আসল ব্যামো হল মাথার। মোট কথা মরে যেতেও ওর কোনো আপত্তি নেই, হয়তো নিজেকে মেরে ফেলতেই চায়। সে-রোগটা না সারানো পর্যন্ত ওর কোনো আশাই নেই। কাজেই আমি বলি ওকে অপ্রকৃতিস্থ বলে

বন্ধ করার ব্যবস্থা কর, তবেই ওর প্রয়োজনীয় মানসিক চিকিৎসা করা সম্ভব হবে।"

দরজায় কেউ টোকা দিতেই, জনি দরজা খুলতে গেল। লুসি ম্যানচিনি এল। সোজা জনির বাহুবন্ধনে ঢুকে, ওকে চুমো খেয়ে বলল, "ও জনি, তোমাকে দেখে কি যে ভালো লাগছে।"

জনি ফন্টেন বলল, "অনেক দিন দেখা হয়নি। লক্ষ্য করল যে লুসি আর সে লুসি নেই, অনেক রোগা হয়ে গেছে, সাজপোশাক ঢের ভালো, সেগুলো পরেছেও ঢের ভালো করে। ঐ রকম মুখের সঙ্গে ছেলেদের মতো করে কাটা চুলটি মানিয়েছে ভালো। বয়স কম দেখাচ্ছে, আগে কখনো ওকে এত সুন্দরও লাগেনি। একবার মনে হল ভেগাসে এলে এই মেয়ে তো-খাসা সঙ্গিনী হতে পারে। সত্যিকার একটা মেয়ের মতো মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে পারলে খুব আনন্দ হবে। কিন্তু ওকে মোহিত করবার চেষ্টা দেবার আগেই মনে পড়ে গেল ও তো ডাক্তারের বান্ধবী। অতএব ও-সব চলবে না। কাজেই হাসিটাকে স্রেফ বন্ধুত্বের হাসি বানিয়ে জনি বলল, "এর মানে কি ? এত রাতে যে বড় নিনোর বাড়িতে এসেছ ?"

ওর কাঁধে একটা কিল মেরে লুসি বলল, "শুনলাম নিনোর অসুখ, জুল্‌স্‌ ওকে দেখতে এসেছে। তাই দেখতে এলাম যদি কোনো কাজে লাগি। নিনো ভালোই আছে, তাই না ?"

জনি বলল, "নিশ্চয়, ও ঠিক আছে।"

জুল্‌স্‌ সীগল কৌচের ওপর লম্বা হয়েছিল, সে বলল, "ঠিক না আরো কিছু। আমি বলি কি আমরা সবাই মিলে ওর জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এইখানে বসে থাকি, তারপর ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আটক থাকতে রাজী করাই। দেখ লুসি, ও তোমাকে পছন্দ করে, তুমি বোধ হয় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে। জনি, তুমি, যদি বাস্তবিকই নিনোর বন্ধু হয়ে থাক, তুমিও আমাদের দলে থাকবে। তা না হলে অনতিবিলম্বে কোনো ডাক্তারি কলেজের ল্যাবরেটরিতে একটা পাথরের তাকের ওপর নিনোর লিভারটা 'এগ্‌জিবিট এ' রূপে সাজানো থাকবে।"

ডাক্তারের এই লঘু ভাব দেখে জনি অসন্তুষ্ট হল। লোকটা নিজেকে কি ভাবে ? সে-কথা সবে বলতে যাবে, এমন সময় খাট থেকে নিনোর গলা শোনা গেল, "ওরে ভাই, একটু মদ খেলে কেমন হয় ?"

নিনো খাটের ওপর উঠে বসল। লুসির দিকে একগাল হেসে বলল, "আরে বেটি, এসো নিনোবুড়োর কাছে।" দু হাত বাড়িয়ে দিল নিনো, খাটের কিনারায় বসে লুসি ওকে জড়িয়ে ধরল। আশ্চর্যের বিষয় যে নিনোকে এখন আর অসুস্থ মনে হচ্ছিল না, প্রায় স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

আঙুল মটকে নিনো বলল, "কি করছিস, জনি, একটু হুইস্কি দে। সবে তো সন্ধ্যে হল। আমার ব্ল্যাক্‌জ্যাক্ টেবিলটা কোন্ চুলোয় গেল ?"

জুল্‌স্‌ তার গেলাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল, মদ-টদ চলবে না। তোমার ডাক্তারের বারণ।"

নিনো ভ্রূকুটি করে বলল, "ডাক্তারের মুখে ঝ্যাঁটা।" তারপর মুখে একটা নাটুকে অনুতাপের ভাব এনে বলল, "ওহে জুলি, সে তো তুমি। তুমিই তো আমার ডাক্তার, ঠিক কি না? আমি তোমাকে কিছু বলছি না, বন্ধু। এই জনি, দে একটু মদ, নইলে উঠে গিয়ে নিজে নিয়ে আসব।"

জনি কাঁধ তুলে 'বারে'র দিকে এগোতেই, উদাসীন ভাবে জুল্‌স বলল, "বলছিলাম কি, ও-সব ওর খাওয়া উচিত নয়।"

জনি জানত জুল্‌সকে দেখলে ওর মেজাজ কেন খিঁচড়ে যায়। ওর গলার স্বরটা সর্বদা শান্ত, অবস্থা যতই সঙ্গীন হোক না কেন, ওর ভাষায় তার জেরটা প্রকাশ পায় না, কণ্ঠস্বর সর্বদা শান্ত সংযত। যদি সতর্ক করে দেবার ইচ্ছা থাকে সেটা শুধু ওর কথা থেকেই ধরতে হত, স্বরটা কেমন নিরপেক্ষ, যেন কোনো কিছুতেই এসে যাচ্ছে না। এই জন্যেই জনি এমনি চটে গেল যে নিনোকে তার জলের গেলাস ভরতি হুইস্কি এনে দিল। ওর হাতে সেটি দেবার আগে জনি জুল্‌সকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা খেলে তো আর ও মরে যাবে না?"

শান্ত ভাবে জুল্‌স্‌ বলল, "না, ওতে মরবে না।" উদ্বিগ্ন ভাবে লুসি ওর দিকে তাকাল, কি যেন বলতে গিয়ে, আবার চুপ করে গেল। ততক্ষণে নিনো হুইস্কিটা নিয়ে গলায় ঢেলে দিয়েছে।

জনি ওর দিকে চেয়ে হাসছিল, ডাক্তার ব্যাটাকে বেশ শিক্ষা দেওয়া গেল। হঠাৎ নিনো ফোঁস করে উঠল, মুখটা নীল হয়ে গেল, মনে হল নিশ্বাস নিতে পারছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাছের মতো ওর শরীরটা লাফিয়ে উঠল, মুখটা রক্তের চাপে লাল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। জুল্‌স্‌ খাটের অন্য পাশে গিয়ে, জনির আর লুসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিনোর গলা ধরে স্থির করিয়ে, কাঁধ আর গলার জোড়ার কাছে সুই ফুটিয়ে দিল। নিনো ওর হাতে ন্যাতার মতো হয়ে গেল, শরীরের আন্দোলন থেমে গেল, এক মুহূর্তের মধ্যে ও বালিশের ওপর শুয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে চোখ বন্ধ হল।

জুনি, লুসি, জুল্‌স্‌ সুইটের বসবার ঘরের দিকে গিয়ে প্রকাণ্ড মজবুত কফি-টেবিল ঘিরে বসল। ফিকে নীল টেলিফোনের একটাকে তুলে নিয়ে লুসি কিছু কফি আর স্যাণ্ডউইচ ওপরে পাঠাতে বলে দিল। জনি 'বারে'র কাছে গিয়ে নিজের জন্য পানীয় মিশিয়ে নিল।

জুল্‌সকে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি জানতে হুইস্কি খেলে ওর ঐরকম প্রতিক্রিয়া হবে?"

জুল্‌স্‌ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আঁচ করেছিলাম ঐরকম হবে।"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জনি বলল, "তাহলে আমাকে সতর্ক করে দাওনি কেন?"

জুল্‌স্‌ বলল, "দিয়েছিলাম তো।"

নিরুত্তাপ উমার সঙ্গে জনি বলল, "ভালো করে দাওনি। সত্যি তুমি ডাক্তার বটে। কাঁচকলাও কেয়ার কর না। কি বললে, না নিনোকে পাগলা-গারদে দাও, কেন 'চিকিৎসাকেন্দ্রে'র মতো একটা ভালো কথা ব্যবহার করতে পারতে না? তুমি মানুষের আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে ভালোবাস, তাই না?"

লুসি নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে ছিল, জুল্‌স্‌ তখনো জনির দিকে চেয়ে হাসছিল। "নিনোকে ঐ মদের গেলাসটা দেওয়া থেকে কোনোমতেই তোমাকে ঠেকানো যেত না। তোমাকে কিনা দেখাতেই হবে যে আমার সতর্কবাণী, আমার হুকুম মানবার তোমার দরকার নেই। মনে আছে, তোমার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পদ দিতে চেয়েছিলে? আমি রাজী হইনি, কারণ আমি জানতাম আমাদের বনিবনা হবে না। ডাক্তার ভাবে সে একজন দেবতা, আধুনিক সমাজের মহাপুরোহিত, ওটা হল ওর কাজের একটা পুরস্কার। তোমার কাছে গেলে আমাকে একটা নফর-দেবতা হয়ে থাকতে হত। তোমাদের হলিউডের ডাক্তাররা যেমন হয়। ওদের কোত্থেকে ধরে আন বল দিকিনি? হায় হরি, ওরা কি সত্যি কিছু জানে না, নাকি কেয়ার করে না? নিনোর শরীরে কি কাণ্ড হচ্ছে ওরা নিশ্চয়ই জানে, অথচ খালি ওকে খাড়া করে রাখবার জন্য নানারকম ওষুধ দিয়েই চলেছে। ওরা ঐ সব সিল্কের সুট গায়ে দিয়ে, তোমাদের পা চাটে, কারণ তোমরা হলে গিয়ে ক্ষমতাশালী ছবি-করনে-ওয়ালা, কাজেই তোমরাও মনে কর ওরা সব বড় বড় ডাক্তার। তোমরা বল 'শো বিজ্‌, ডাক্তার, একটু ক্ষমা-ঘেন্না কর।' ঠিক কি না? কিন্তু তোমরা মলে কি বাঁচলে তাতে তো ওদের ভারি বয়ে গেল। আমার আবার একটা 'হবি' আছে, হতে পারে সেটা ক্ষমার যোগ্য নয়, হবিটা হল আমি লোকদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই। নিনোকে ঐ মদের গেলাস দিতে দিলাম, কারণ তোমাদের দেখাতে চেয়েছিলাম ওর কি হতে পারে।" জনির দিকে ঝুঁকে বসল জুল্‌স্‌, ওর গলার স্বরটা তখনো শান্ত, ভাবলেশবর্জিত, "তোমার বন্ধুর প্রায় হয়ে এসেছে। কথাটা বুঝলে কি? চিকিৎসা আর কড়া ডাক্তারি নিয়মে সেবা-যত্ন ছাড়া ওর বাঁচার কোনো আশাই নেই। ওর রক্ত-চাপ আর ডায়াবিটিস আর বদভ্যাসের ফলে এই মুহূর্তে ওর মস্তিষ্কে রক্ত-ক্ষরণ হতে পারে। মগজটা স্রেফ ফেটে যাবে। যথেষ্ট স্পষ্ট করে বললাম কি? আলবৎ বলেছি 'পাগলা-গারদ'। কি জিনিস দরকার, সেটা তোমাদের বোঝাতে চাইছিলাম। নইলে তোমরা এক চুল নড়বে না। সোজা কথাই বলছি। যদি বন্ধুকে অপ্রকৃতিস্থ সাব্যস্ত করে আটক রাখতে পার, তবেই ওকে বাঁচাতে পারবে। নইলে ওকে চুমো খেয়ে বিদায় দাও।"

নিচু গলায় লুসি বলল, "জুল্‌স্‌, জুল্‌স্‌, মানিক, অত কড়া কথা না-ই বললে। কথাটা জানিয়ে দিলেই তো হল।"

জুল্‌স্‌ উঠে দাঁড়াল। ওর রোজকার শান্ত ভাবটা এবার দূর হয়ে গেছিল।

তাই দেখে ফন্টেন সন্তুষ্ট হল। ওর গলার স্বরের শান্ত একটানা একঘেয়ে ভাবটাও ঘুচে গেছিল।

জুল্‌স্ বলল, "তুমি কি ভেবেছ এই প্রথম আমি এই রকম একটা পরিস্থিতিতে, তোমার মতো একজন লোককে, এই ধরনের কথা বলছি? রোজ বলতে হত। লুসি বলছে 'কড়া কথা বোলো না,' কিন্তু কি যা-তা বলছে ও নিজেই বুঝছে না। জান, আমি সবাইকে বলতাম, 'অত খেয়ো না, মরে যাবে; অত ধূমপান কোরো না, মরে যাবে, অত খেটো না, মরে যাবে; অত মদ খেয়ো না, মরে যাবে।' কেউ শোনে না। কেন জান? কারণ আমি বলি না 'কালকেই মরবে'। তবে নিনোর বেলা বলে দিতে পারি ওর কালকেই মরে যাওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়।"

জুল্‌স্ 'বারের' কাছে গিয়ে নিজের জন্য আরো খানিকটা পানীয় মেশাল। তারপর বলল, "কি বল জনি? নিনোকে অপ্রকৃতিস্থ সাব্যস্ত করাবে?"

জনি বলল, "বুঝতে পারছি না।"

জুল্‌স্ তাড়াতাড়ি বারে গিয়ে এক গেলাস পানীয় খেয়ে, আবার গেলাস ভরে এনে বলল, "জান তো এই বড় আশ্চর্য ব্যাপার যে একটা মানুষ ধূমপান করে মরতে পারে, মদ খেয়ে মরতে পারে, খেটে খেটে মরতে পারে, এমন কি খেয়ে খেয়েও মরতে পারে। কেউ কিছু বলবে না। ডাক্তারির দিক থেকে একটি জিনিস করা যায় না, সেটা হচ্ছে রমণ করে করে মরা, অথচ তার বেলাই সকলের যত আপত্তি।" একটু থেমে জুল্‌স্ পানীয়টা শেষ করে আরো বলল, "তবে হ্যাঁ, মেয়েদের বেলা তাতেও গোলমাল। আমার কাছে এমন সব মহিলা আসত, যাদের আর ছেলেপুলে হবার কথা নয়। তাদের বলতাম, 'আর হওয়াতে বিপদ আছে।' বলতাম, 'আপনি মরে যেতে পারেন।' এক মাস বাদে আবার এসে হাজির হয়ে বলত, 'ডাক্তার, আমি বোধ হয় অন্তঃসত্ত্বা।' আর যা বলেছে ঠিক তাই। বলতাম, 'কিন্তু এতে যে বড় বিপদ।' সেকালে আমার গলার স্বরে ভাব প্রকাশ পেত। ওরা হেসে বলত, 'কিন্তু আমার স্বামী আর আমি যে গোঁড়া ক্যাথলিক'।"

দরজায় টোকা দিয়ে দুজন ওয়েটার ঠেলাগাড়ি করে খাবার আর রূপোর পাত্রে কফি নিয়ে এল। গাড়ির তলা থেকে একটা পর্টেব্‌ল্ টেবিল বের করে সাজিয়ে দিতেই, জনি ওদের বিদায় দিল।

টেবিলের ধারে বসে ওরা লুসির ফরমায়েস করা গরম স্যাণ্ডউইচ্ আর কফি খেল। জনি চেয়ারে ঠেস দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে বলল, "অর্থাৎ তুমি মানুষের প্রাণ বাঁচাও। তাহলে তুমি গর্ভপাত করাতে কি করে?"

এই প্রথম লুসি কথা বলল, "মেয়েরা বিপদে পড়লে ও তাদের সাহায্য করতে চাইত; নইলে তারা হয় আত্মহত্যা করবে, নয়তো ভ্রূণ হত্যা করার চেষ্টায় বিপজ্জনক কিছু করে বসবে।"

জুল্‌স্‌ ওর দিকে চেয়ে, হেসে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল, "ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অবশেষে আমি একজন সার্জন হলাম। আমার হাত ভালো, যারা বল খেলে তারা যেমন বলে। কিন্তু আমি এতই ভালো ছিলাম যে বেজায় ভয় খেয়ে যেতাম। কোনো হতভাগ্যের পেট কেটেই দেখতাম তার বাঁচার আশা নেই। অস্ত্র করতাম, কিন্তু জানতাম যে ক্যানসারটা কিংবা টিউমারটা আবার হবে। তবু একগাল হেসে, একগাদা বাজে কথা বলে, তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। হয়তো এক বেচারা মেয়ে এল, তার একটা স্তন কেটে বাদ দিলাম। পরের বছর আবার এল, অন্য স্তনটা বাদ দিলাম। তার পরের বছর আবার যখন এল, তখন ফুটির ভিতর থেকে যেমন বিচি চেঁচে বের করে দেয়, ওর ভিতর থেকেও তাই করলাম। এত সব করেও, মরে যে যাবে সে তো জানা কথা। এদিকে স্বামীরা কেবলই টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করে, 'টেস্ট্‌ থেকে কি বোঝা গেল?'

কাজেই বাড়তি একজন সেক্রেটারি রাখলাম, সে টেলিফোনে কথাবার্তা বলত। আমি রুগীকে দেখতাম, পরীক্ষা, টেস্ট হয়ে গেলে, অস্ত্রোপচারের জন্য রুগী প্রস্তুত হলে পর, যতটা কম সময় সম্ভব, রুগীর কাছে কাটাতাম, তার কারণ, যে যাই বলুক, আমি যে একটা কাজের মানুষ ছিলাম। অবশেষে রুগীর স্বামীকে মিনিট দুই কথা বলার সময় দিতাম। তাকে বলতাম, 'এটাই টার্মিনেল অর্থাৎ চরম চেষ্টা।' কথাটা ওদের কানে যেত না। মানেটা বুঝত, কিন্তু শুনত না। প্রথম প্রথম ভাবতাম হয়তো নিজেরই অজান্তে কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গলা নামিয়ে ফেলছি, কাজেই ইচ্ছা করে জোরে উচ্চারণ করতাম। তবু ওরা শুনতে পেত না। এক ব্যাটা এত দূর পর্যন্ত বলেছিল, 'কি বাজে বকছেন, জার্মিনেল'!" এই বলে জুল্‌স্‌ হাসতে লাগল, "তা জার্মিনেলই বল বা টার্মিনেলই বল, কি এসে যায়। অতএব গর্ভপাত শুরু করলাম। সহজ সরল ব্যাপার, সবাই খুশি, বাসনপত্র ধুয়ে, সিঙ্ক সাফ করে রাখার মতো। ঐ আমার কাজ। খুব ভালো লাগত। গর্ভপাতক হওয়া বেড়ে মজা। দু মাসের ভ্রূণকে আমি জীবন্ত মানুষই বলি না, কাজেই সে-দিক দিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। অল্পবয়সী মেয়ে, কিংবা বিবাহিতা মহিলারা বিপদে পড়েছে, তাদের সাহায্য করছি, সঙ্গে সঙ্গে পয়সাও কামাচ্ছি। কিন্তু সামনের লাইন থেকে সরে যেতে হয়েছিল। যখন ধরা পড়লাম, মনে হল ফেরারীকে ধরে আনা হল। তবে আমার কপালটা ছিল ভালো, একজন বন্ধুর সুপারিশে ছাড়া পেয়ে গেলাম, কিন্তু এখন আর কোনো বড় হাসপাতালে অপারেশন করার অনুমতি পাই না। কাজেকাজেই আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছ। আবার সবাইকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছি, কিন্তু সে পরামর্শ সবাই উপেক্ষা করছে। ঠিক আগেকার দিনের মতোই।"

জনি ফন্টেন বলল, "আমি কিছু তোমার পরামর্শ উপেক্ষা করছি না। ও বিষয়ে ভেবে দেখছি।

লুসি শেষ পর্যন্ত অন্য প্রসঙ্গ তুলল, "তুমি ভেগাসে কি করছ, জনি হলিউডের কর্তাব্যক্তির পরিশ্রম থেকে ছুটি নিয়েছ, নাকি কাজে এসেছ ?"

জনি মাথা নেড়ে বলল, "মাইক কর্লিয়নি আমার সঙ্গে দেখা করে কিছু বলতে চায়। টম হেগেনের সঙ্গে ও আজ রাতের প্লেনে এসে পৌঁছচ্ছে। টম বলছিল তোমার সঙ্গেও দেখা করবে, লুসি। কি বিষয়ে, কিছু জান নাকি ?"

লুসি মাথা নাড়ল, "কাল রাতে সবাই এক সঙ্গে ডিনার খাচ্ছি, ফ্রেডিও থাকবে। মনে হচ্ছে হোটেল সংক্রান্ত কিছু হতে পারে। ক্যাসিনোটা লোকসানে চলছে, তা হওয়া উচিত নয়। ডন বোধ হয় মাইককে খোঁজ নিতে বলেছেন।"

জনি বলল, "শুনছি শেষ পর্যন্ত মাইক তার মুখটাকে মেরামত করে নিয়েছে।"

লুসি হাসল, "কে বোধ হয় মত করিয়েছিল। বিয়ের সময় তো কিছু করতে রাজী হয়নি। কি জানে কেন। কি বিশ্রী দেখতে লাগত, নাক দিয়ে জল গড়াত। আরো আগেই করানো উচিত ছিল।" একটু থামল লুসি, তারপর বলল, "ঐ অপারেশনটার জন্য কর্লিয়নি পরিবার জুল্‌স্‌কে ডেকে নিয়ে গেছিল। কন্‌সালট্যান্ট আর পরিদর্শক হিসাবে।"

মাথা দুলিয়ে নীরস গলায় জনি বলল, "আমিই ওর নাম অনুমোদন করেছিলাম।

লুসি বলল, "তাই নাকি। সে যাই হোক, মাইক বলছিল জুল্‌সের জন্য সে কিছু করতে চায়। সেই জন্যই কাল রাতে আমাদের ডিনারে বলেছে।"

চিন্তান্বিত ভাবে জুল্‌স্‌ বলল, "কাউকে ও বিশ্বাস করে না। আমাকে বলেছিল সকলের ওপর চোখ রাখতে। অপারেশনটা কিন্তু সাদাসিধা ব্যাপার, কোনো জটিলতা ছিল না। যে কোনো দক্ষ লোকই করতে পারত।"

শোবার ঘর থেকে একটা শব্দ কানে আসাতে ওরা দরজার পর্দার দিকে তাকাল। নিনোর আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। জনি গিয়ে, খাটের কিনারায় বসল। নিনো ক্ষীণ হেসে বলল, "বেশ, আর বেশি চালাকি করব না। সত্যি ভারি শরীর খারাপ লাগছে। জনি, তোর মনে আছে এক বছর আগে আমরা পাম স্প্রিংসে সেই দুটো মেয়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম ? তোকে হক্ কথা বলছি ওখানে যা ঘটেছিল তার জন্য আমার একটুও হিংসা হয়নি। আমি খুশিই হয়েছিলাম। আমার কথা বিশ্বাস করছিস তো, জনি ?"

জনি ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই, নিনো, তোর কথা বিশ্বাস করছি বৈকি।"

লুসি আর জুল্‌স্‌ পরস্পরের দিকে তাকাল। জনির সম্বন্ধে ওরা যা শুনেছিল, নিজেরাও যা দেখেছিল, তার থেকে ওদের মনে হয়েছিল যে নিনোর মতো অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছ থেকে কোনো মেয়েকে ভাগিয়ে নেওয়া জনির পক্ষে অসম্ভব।

আর ঘটনাটার এক বছর বাদে নিনোই বা কেন বলছে যে ওর হিংসা হয়নি ? দুজনের মনেই একটা চিন্তা এল তবে কি কোনো মেয়ে ওকে ছেড়ে জনির কাছে চলে গেছিল বলে রোমাঞ্চময়ভাবে নিনো মদ খেয়ে মরতে বসেছে ?

জুল্‌স্ আরেকবার নিনোকে পরীক্ষা করে বলল, "আমি একজন নার্সের বন্দোবস্ত করছি, সে আজ রাতে এখানে থাকবে। দিন দুই তোমাকে সত্যি সত্যি শুয়ে থাকতে হবে। চালাকি চলবে না।"

নিনো মৃদু হেসে বলল, "যা বল, ডাক্তার, তবে নার্সটি যেন বড় বেশি সুন্দরী না হয়।"

জুল্‌স্ নার্সের বন্দোবস্ত করল, তারপর ও আর লুসি বিদায় নিল। জনি খাটের পাশে চেয়ারে বসে নার্সের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। নিনোর আবার ঘুম আসছিল, মুখে গভীর ক্লান্তির ভাব। জনি নিনোর কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছিল, এক বছর আগে পাম স্প্রিংসে ঐ দুটো মেয়ের সঙ্গে কি ঘটেছিল, তাই নিয়ে নিনোর মনে কোনো ঈর্ষা ছিল না। জনির কিন্তু একবারও মনে হয়নি যে নিনোর ঈর্ষা হতে পারত।

এক বছর আগে জনি ফণ্টেন তার শৌখীন আপিসে বসে ছিল, ও যে চলচ্চিত্র কোম্পানির মালিক, আপিসটি তাদের। এত বিশ্রী লাগছিল যে জীবনে কখনো তার চাইতে বেশি খারাপ লাগেনি। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়, কারণ ওর হাতের প্রথম ছবি, ও যার নায়ক আর নিনোর যাতে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল, সেটি দেদার টাকা কামাচ্ছিল। সব ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছিল। যে যার নিজের কাজ করেছিল। খরচও হিসাবের মধ্যেই ছিল। সকলে এই ছবি থেকে মেলা টাকা পাবে আর জ্যাক য়োল্‌ট্‌সের বয়স দশ বছর বেড়ে যাবে। এখন জনি আরো দুটি ছবিতে হাত দিয়েছিল, একটির নায়ক নিজে, একটির নায়ক নিনো। পর্দার ওপর নিনোর ভারি সাফল্য, এমন মিষ্টি নেশায়-পাওয়া চেহারার প্রেমিকদেরই তো মেয়েরা বুকে জড়িয়ে ধরতে ভালোবাসে। হারিয়ে যাওয়া ছোট ছেলের মতো। জনি যা ছোঁয় তাতেই টাকা হয়; স্রোতের মতো ঘরে টাকা আসছিল। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ধর্মবাপ তাঁর ভাগ পাচ্ছিলেন, সে কথা ভেবেও জনির ভালো লাগত। ওর ধর্মবাপ যে ওকে এতখানি বিশ্বাস করেছেন, ও-ও সে বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা করেছে। আজ কিন্তু ওসব কথা মনে করেও কোনো সুবিধা হচ্ছিল না।

জনি একজন সফল স্বাধীন চিত্রপ্রযোজক হয়েছে, গাইয়ে বলে তার যত প্রতিপত্তি ছিল, এখন শুধু তার সমান কেন, হয়তো আরো বেশিই হয়েছে। আগের মতোই রূপসী মেয়েরা ওর গায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে, তার কারণটা অবিশ্যি আগের চাইতে আরো বৈষয়িক। জনির আজকাল নিজস্ব প্লেন আছে, আগের চাইতেও জাঁকজমকের মধ্যে সে বাস করে, ট্যাক্স সম্পর্কে আজকাল

ব্যবসাদার হিসাবে ও যে-সব সুবিধা পায়, আগে শিল্পী হিসাবে সে-সব পেত না। তবে আবার কি নিয়ে মন খারাপ ?

কারণটা জনি জানত। মাথার সামনের দিকটাতে ব্যথা, নাকের ভিতরকার নালিগুলিতে ব্যথা, গলা খুসখুস। ঐ গলা খুসখুসটা চুলকে আরাম করার একমাত্র উপায় ছিল গান গাওয়া, এদিকে গান গাইবার চেষ্টা করতেও ভয় করত। জুল্‌স্‌ সীগলকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিল কবে থেকে নিরাপদে গান গাইবার চেষ্টা করা যায়। জুল্‌স্‌ বলেছিল যখনি ইচ্ছা হবে তখনি। কাজেই গান গাইবার চেষ্টা করেছিল জনি, কিন্তু সে এমনি বিশ্রী হেঁড়ে গলা বেরুল যে গানের চেষ্টা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তার ওপর পরদিন গলায় সে কি ব্যথা, গুটলিগুলো কাটিয়ে ফেলার আগে যে ধরনের ব্যথা হত, তার থেকে এ অন্য রকম। আরো বেশি ব্যথা, জ্বলুনি মতো। গান গাইতে ভয় করত, মনে হত হয় তো চিরকালের মতো গলাটা হারাল, কিংবা গলা খারাপ হয়ে গেল।

আর গাইতেই যদি না পারল, তবে আর কি দিয়ে কি হবে ? বাকি যা কিছু তার কানাকড়িও দাম নেই। একটি কাজই জনি করতে পারত, সে হল গান গাওয়া। গানের বিষয়ে, ও যে-ধরনের গান গাইত, সে বিষয়ে পৃথিবীতে হয়তো কেউ ওর চাইতে বেশি জানত না। ও যে কত ভালো ছিল, এতদিনে নিজে সেটা বুঝতে পারছিল। অত বছরের অভিজ্ঞতার ফলে ও একজন সত্যিকার পেশাদার গাইয়ে হয়ে উঠেছিল। ওকে কারো বলে দেবার দরকার হত না কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হত না। ও নিজেই সমস্ত জানত। এ কি ক্ষতি, কি বিষম ক্ষতি।

সেদিন শুক্রবার, জনি স্থির করেছিল শনি-রবিবার ভার্জিনিয়া আর মেয়েদের সঙ্গে কাটাবে। বরাবর যেমন করত, ওকে ফোন করেছিল সে-কথা বলতে। আসলে ওকে 'না' বলার সুযোগ দিত জনি। জিনি কখনো 'না' বলত না। ওদের ছাড়াছাড়ির পর এত বছর কেটে গেছে, কখনো সে 'না' বলেনি। কারণ ওর মেয়েরা তাদের বাবাকে দেখবে, তাতে সে কখনো বাধা দিতে পারত না। মেয়ে বটে জিনি। জিনি সম্বন্ধে জনির কপালটা খুব ভালো বলতে হবে। কিন্তু জনি জানত যে যদিও জিনির চাইতে আর কোনো মেয়ের ওপর তার বেশি টান নেই, সেই সঙ্গে সে এও জানত যে জিনির সঙ্গে আর কখনো স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা সম্ভব হবে না। হয়তো যখন ওদের পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে, লোকে যে-বয়সে অবসর নেয়, তখন দুজনে একসঙ্গে অবসর নিতে পারবে, সব কিছু থেকে অবসর।

কিন্তু বাস্তব সত্য এসে এইসব চিন্তা ছিন্নভিন্ন করে দিল, জনি যখন সেখানে পৌঁছে দেখল ভার্জিনিয়ার নিজের মেজাজ খারাপ আর মেয়েরাও বাপকে দেখে সে রকম নেচে উঠছে না, কারণ ক্যালিফর্নিয়ার কোথায় একটা 'র‍্যাঞ্চে' কয়েকজন

মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে তাদের শনি-রবি কাটাবার কথা হয়েছিল, সেখানে গেলে ওরা ঘোড়ায় চড়তে পারবে।

জনি ভার্জিনিয়াকে বলল ওদের সেখানে পাঠিয়ে দিতে, নিজেও মুখে একটু আমোদের হাসি নিয়ে, চুমো খেয়ে তাদের বিদায় দিল। ওদের মন জনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল। কোন্ ছোট মেয়ে খিটখিটে বাবাকে ফেলে—তাও এমন বাবা যে ইচ্ছা মতো আসে যায়—র‍্যাঞ্চে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে না চায়? জনি ভার্জিনিয়াকে বলেছিল, "আমিও দু-চারটে পানীয়ের পর সরে পড়ব।"

জিনি বলেছিল, "বেশ।" তার মনের অবস্থা যে ভাল ছিল না সেটা বোঝাই যাচ্ছিল; এ রকম ক্বচিৎ হত। তবে ও যেভাবে জীবন কাটাত, সেটা খুব আরামদায়ক ছিল না।

জিনি দেখল জনি অনেকখানি মদ ঢেলে নিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার আবার মন ভালো করবার কি দরকার? তোমার তো এখন পোয়া বারো। তুমি যে আবার এত ভালো ব্যবসাদার এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

জনি ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, "তেমন শক্ত কাজ নয়।" সঙ্গে সঙ্গে জনির মন বলল, তবে এইখানেই গলদ। জনি মেয়েদের বুঝত, তখনি ও বুঝে নিল ভার্জিনিয়ার মন খারাপ, কারণ ওর ধারণা জনি আজকাল মনের মতো সাফল্য পাচ্ছে। তাদের পুরুষরা বড্ড বেশি সাফল্যমণ্ডিত হবে, মেয়েরা আসলে তা চায় না। ওতে তাদের বিরক্তি লাগে। প্রেম, যৌন অভ্যাস, বিবাহ-বন্ধন ইত্যাদির সাহায্যে পুরুষদের ওপর ওরা যে আধিপত্য বিস্তার করে, পুরুষরা বেশি সাফল্য লাভ করলে, সে দিক থেকে ওদের মনে অনিশ্চয়তা আসে। কাজেই যত না নিজের অনুযোগ শোনাতে, তার চাইতে বরং জিনির মন ভালো করে দেবার জন্য জনি বলল, "গাইতেই যদি না পারলাম, তাহলে এসবে কি এসে যায়?"

ভার্জিনিয়ার কণ্ঠে বিরক্তির স্বর শোনা গেল, "আহা জনি, এখন তো আর তুমি ছোটটি নও। তোমার পঁয়ত্রিশের ওপরে বয়স। ঐ ছাই গানের ব্যাপার নিয়ে এত ভাব কেন বল তো? প্রযোজক হিসাবে তো ঢের বেশি টাকা করছ।"

অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকাল জনি। তারপর বলল, "আমি একজন গাইয়ে। আমি গাইতে ভালবাসি। বয়স হওয়ার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?"

ভার্জিনিয়া অধীর হয়ে উঠল, যাই বল, আমার কিন্তু কোনোকালেই তোমার ঐ গান গাওয়াটা ভালো লাগত না। এখন তো প্রমাণ করেই দিয়েছ যে তুমি ছবি তৈরি করতে পার; আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি আর গাইতে পার না।"

জনি যখন রেগেমেগে উত্তর দিল, দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেল, "ও কি বদ্ বিশ্রী কথা।" জনি অত্যন্ত আহত হয়েছিল। এমন কথা ভার্জিনিয়ার মনে এল কি করে? জনিকে ভার্জিনিয়া এত ঘৃণা করতে পারেই বা কি করে?

ও আহত হয়েছে দেখে ভার্জিনিয়া মৃদু হেসেছিল, কারণ জনির পক্ষে ওর ওপর রেগে ওঠা বেজায় অন্যায় কথা। জিনি বলল, "তুমি ভালো গাও বলে ঐসব মেয়েগুলো যখন তোমার পিছনে ছুটোছুটি করত, তখন আমার কেমন লাগত বল দিকিনি? আমি যদি বিবস্ত্র হয়ে পথ দিয়ে হেঁটে যেতাম, যাতে পুরুষরা সবাই আমার পিছন পিছন ছুটে আসে, তখন তোমার কেমন লাগত? তোমার গানও সেই রকম ছিল। আমার ইচ্ছা করত তোমার গলা নষ্ট হয়ে যাক, আর গান গাইতে পের না তুমি। তবে ও সব হল আমাদের বিয়ে ভাঙার আগেকার কথা।"

জনি হাতের পানীয়টা শেষ করে বলল, "তুমি কিছুই বোঝ না। এক ফোঁটাও বোঝ না।" রান্নাঘরে গিয়ে জনি নিনোকে টেলিফোন করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেল যে দুজনে মিলে পাম স্প্রিংসে গিয়ে শনি-রবি কাটাবে। জনি নিনোকে একটি মেয়ের টেলিফোন নম্বর দিল, তরুণী সুকুমারী সুন্দরী, কিছুদিন থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা জনি ভাবছিল। "ও-ই তোর জন্য একজন বান্ধবী নিয়ে আসবে। আমি ঘণ্টখানেকের মধ্যেই তোর বাড়িতে পৌছচ্ছি।"

যাবার সময় ভার্জিনিয়া নিরুত্তাপভাবে ওকে বিদায় দিয়েছিল। তাতে ওর কাঁচকলাও এসে যায়নি, ও সহজে জিনির ওপর রাগ করত না, এবার কিন্তু করেছিল। চুলোয় যাক গে সব, শনি-রবিটা তো ফুর্তি করে শরীর থেকে সমস্ত গরল ঝেড়ে ফেলা যাবে।

যা ভেবেছিল, স্প্রিংসে কি চমৎকার সময় কাটল। ওখানে ওরা জনির নিজের বাড়িতে উঠেছিল, বছরের এই সময়ে বাড়িটাকে সর্বদা খোলা রাখা হত, লোকজন থাকত। মেয়ে দুটোর বয়স এত কম যে ওদের নিয়ে খুব আনন্দ করা গেল, তাছাড়া নিজেদের জন্য কোনো রকম সুবিধা করে নেবার লোভ ওদের তখনো হয়নি। রাতের খাবার আগে পর্যন্ত কয়েকজন বন্ধু এসে জলাধারের কিনারায় ওদের সঙ্গে জুটেছিল। তারপর নিনো তার বান্ধবীকে নিয়ে সাপারের জন্য তৈরি হতে ঘরে গেল। রোদ লেগে গা গরম, মেয়েটার সঙ্গে এই সময় একটু আশ্‌নাইও করা যাবে। জনি অন্য রকম মেজাজে ছিল; তার বান্ধবীটির নাম টিনা, ছোটখাটো মামুলী ধরনের সুন্দরী, সোনালী চুল, জনি তাকে শাওয়ারে স্নান করতে পাঠিয়ে দিল। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, ও অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারত না।

বসবার ঘরটি ছিল কাচ দিয়ে মোড়া বারান্দার মতো, সেখানে একটা পিয়ানো ছিল। জনি সেখানে গেল। যখন ব্যাণ্ডের দলে জনি গান গাইত,

মজা করবার জন্য অনেক সময় ও পিয়ানোতে টুংটাং করত, কোমল, নকল জ্যোৎস্না-মাখা পুরনো গানের সুর ও পিয়ানোতে তুলতে পারত। এখন বসে বসে পিয়ানোর সঙ্গে, খুব নিচু গলায়, দু-এক কলি গাইল জনি, গুনগুন করে কটি কথা, তাকে ঠিক গানও বলা চলে না। ও টের পাবার আগেই টিনা বসবার ঘরে এসে ওর জন্য একটা পানীয় মিশিয়ে, ওর পাশে গিয়ে বসল। পিয়ানোতে কয়েকটা সুর তুলল জনি, টিনা গুনগুন করে গাইল। ওকে পিয়ানোর সামনে বসিয়ে রেখে জনি স্নান করতে গেল। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে, জনি আরো কটা কলি গাইল, কথা বলার মতো করে। তারপর কাপড়চোপড় পরে জনি নিচে গেল। তখনো টিনা একা বসে ছিল। নিনো হয় তার বান্ধবীকে নিয়ে মত্ত ছিল, নয়তো মদ খেয়ে মাতাল হচ্ছিল।

জনি আবার পিয়ানোর সামনে বসল, টিনা ঘুরতে ঘুরতে, বাইরে জলাধার দেখতে লাগল। জনি একটা পুরনো গান ধরল। এবার আর গলায় জ্বালা করল না। সুরগুলো গলা থেকে বেরুতে লাগল, একটু চাপা ভাবে, কিন্তু পরিপূর্ণ নিটোল হয়ে। বারান্দার দিকে তাকাল জনি, টিনা তখনো বাইরে, কাচের জানলা বন্ধ, সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কে জানে কেন, কেউ ওর গান শোনে, জনির সে ইচ্ছা ছিল না। পুরনো একটা প্রিয় 'ব্যালাড' ধরল জনি। এবার গলা ছেড়ে গাইল জনি, যেন জনসাধারণের সামনে গাইছে, নিজেকে একেবারে মুক্ত করে গাইল, তারপর অপেক্ষা করে রইল, গলার মধ্যে সেই চেনা জলুনিটার জন্য। কিন্তু কিছু হল না। নিজের কণ্ঠ নিজে শুনল জনি, কেমন যেন অন্য রকম মনে হল, তবু ভালো লাগল। স্বরটা আরো গাঢ় মনে হল, এ পুরুষের গলা, ছেলেমানুষের গলা নয়; মনে হল গলায় একটা সমৃদ্ধি এসেছে, সুগভীর সমৃদ্ধ স্বর। নিশ্চিন্ত হয়ে গান শেষ করল জনি, তারপর পিয়ানোর সামনে বসে গানটার কথা ভাবতে লাগল।

পিছন থেকে নিনো বলল, "মন্দ নয়, বন্ধু, একেবারেই মন্দ নয়।"

ঘুরে বসল জনি। দরজার কাছে একা দাঁড়িয়ে নিনো। মেয়েটা ওর সঙ্গে ছিল না। জনি নিশ্চিন্ত হল। নিনো শুনলে ওর কোনো আপত্তি ছিল না।

জনি বলল, "যা বলেছ। মেয়ে দুটোকে সরিয়ে দেওয়া যাক। ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দে।"

নিনো বলল, "তুই পাঠিয়ে দে। ওরা খুব ভালো মেয়ে, আমি ওদের মনে কষ্ট দিতে পারব না। আমার মেয়েটার সঙ্গে এক্ষুনি দুবার প্রেম করলাম। এখন ওকে না খাইয়ে বাড়ি পাঠালে, কি রকম দেখাবে বল্ দিকিনি?

জনি ভাবল চুলোয় যাক। শুনুক গে মেয়েরা, হোক না বিশ্রী গলা। পাম স্প্রিংসে ওর চেনা এক ব্যাণ্ড লীডারকে ফোন করে জনি একটা ম্যাণ্ডোলিন পাঠাতে বলল। সে আপত্তি করতে লাগল, "ক্যালিফর্নিয়াতে কেউ ম্যাণ্ডোলিন বাজায় না।"

জনি চেঁচিয়ে বলল, "পাঠিয়ে তো দাও।"

বাড়ি বোঝাই রেকর্ড করার যন্ত্রপাতি। মেয়ে দুটিকে দিয়ে জনি যন্ত্র চালানো আর বন্ধ করা, শব্দ কমানো বাড়ানো ইত্যাদি অভ্যাস করিয়ে নিল। খাবার পর জনি কাজে লাগল। ম্যাণ্ডোলিনে নিনোকে সঙ্গত করতে হল; জনি তার সব পুরনো গান গাইল। গলা ছেড়ে গান গাইল, গলাটাকে একটু রেহাই দিল না। চমৎকার গলার অবস্থা, মনে হল অনন্তকাল ধরে গেয়ে যেতে পারবে। কত মাস ধরে গাইতে পারেনি, শুধু গানের কথা ভেবেছে, কল্পনা করেছে এখন গীত গাইতে হলে, অল্প বয়সে যে ভাবে গাইত, তার চাইতে অন্য রকম করে গাইবে। মনে মনে গানগুলো গাইত জনি, গলার আরো বেশি ওস্তাদি আর স্বর-সংঘাত দিয়ে। এখন সে সত্যি সত্যি সেইভাবে গাইতে লাগল। গাইতে গিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, মাথার মধ্যে যেমন শুনেছিল, কাজের বেলায় জোরে গাইতে গিয়ে ঠিক সুরটি বেরোল না। ভাবল মনে, জোরে গাইতে হবে। এখন আর নিজের গলা নিজে শুনছিল না জনি, এখন ওর মনোযোগ গেছিল গানের ওস্তাদির দিকে। তাল রাখতে গিয়ে একটু ঠেকে গেছিল; ও কিছু নয়, অনভ্যাসের জন্য অমন হয়েছিল। মাথার মধ্যেই ওর 'মেট্রোনোম' ছিল, তাতে কখনো ভুল হত না। একটু অভ্যাস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবশেষে গান থামাল জনি। উজ্জ্বল চোখে কাছে এসে টিনা ওকে লম্বা একটা চুমো দিয়ে বলল, "এবার বুঝলাম মা কেন তোমার প্রত্যেকটা ছবি দেখতে যায়।" ঠিক এই মুহূর্তটিতে ছাড়া, অন্য কোনো সময় এমন কথা বলা ভুল হত। জনি আর নিনো হাসতে লাগল।

টেপটা ওরা বাজিয়ে শুনল, এবার জনি ভালো করে নিজের গান শুনতে পেল। গলাটা অনেক বদলে গেছে, বেজায় বদলে গেছে, তবু এ যে জনি ফণ্টেনের গলা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটু আগেই যেমন জনি লক্ষ্য করেছিল কণ্ঠস্বরটা আরো গাঢ় আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে আগেকার সেই ছেলেমানুষের গলা এখন পুরুষের গলায় পরিণত হয়ে উঠেছে। এ কণ্ঠস্বরে অনেক বেশি যথার্থ আবেগ, অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য ছিল। কৌশলের দিক থেকেও এর আগে জনি কখনো এত ভালো গায়নি। এ একেবারে গুণীর কাজ। এখন অনভ্যস্ত গলাতেই যদি এত ভালো কাজ দেখাতে পারে, তাহলে পরে আরো কত ভালো হবে কে বলতে পারে? এক গাল হেসে জনি নিনোকে জিজ্ঞাসা করল, "যতটা ভাবছি, সত্যি কি ততটাই ভালো?"

নিনো ওর আনন্দে ভরা মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বলল, "খুব ভালো সন্দেহ নেই। তবে কাল কিরকম গাও দেখা যাবে।"

নিনোকে এত নিরুৎসাহ দেখে জনি আহত হয়ে বলল, "ব্যাটা হারামজাদা, তুই ভালো করেই জানিস তুই অমন করে গাইতে পারবি না। কালকের জন্য ভাবিস না। আমার ভারি উৎসাহ হচ্ছে।" কিন্তু সে রাতে জনি আর গায়নি।

নিনোকে আর মেয়েদের একটা পার্টিতে নিয়ে গেছিল। টিনা ওর বিছানায় রাত কাটালেও জনিকে দিয়ে কোনো সুবিধা হয়নি। মেয়েটা একটু হতাশ হয়েছিল। জনি ভাবল, কি জ্বালা, একদিনেই কি আর সব হয়?

সকালে জনি ঘুম থেকে উঠেছিল একটা দুর্ভাবনা নিয়ে, মনে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা যে গলা ফিরে পাবার ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন নয় তো? তারপর যখন বুঝল যে স্বপ্ন নয়, তখন ভয় হতে লাগল যে গলাটা আবার না নষ্ট হয়ে যায়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একটু গুনগুন করে, রাতের পাজামা পরেই নিজের বসবার ঘরে নেমে গেছিল জনি। পিয়ানোতে প্রথমে একটা সুর বাজিয়ে, একটু বাদে তার সঙ্গে গাইতে চেষ্টা করেছিল।

প্রথমে চাপা গলায় গান গেয়েছিল সে, কিন্তু যখন বেদনাও হল না, গলাও ভাঙল না, তখন গলা ছেড়ে দিল। নিখুঁত, পরিপূর্ণ সুর বেরুতে লাগল, এতটুকু জোর করতে হল না। কি সহজে সুর ঝরে পড়তে লাগল। জনি বুঝতে পারল ওর দুঃখের দিন কেটে গেছে, আবার সব ফিরে এসেছে। ছবি করতে গিয়ে এখন যদি বিফলও হয়, জনির কিছু এসে যাবে না; টিনার সঙ্গে কাল জমাতে পারেনি, তাতেও কিছু এসে যাচ্ছে না; আবার গাইতে পারছে বলে ভার্জিনিয়া যদি ওর ওপর চটে যায়, তাহলেও কিছু এসে যাবে না। এক মুহূর্তের জন্য মনে একটুখানি খেদ এসেছিল। ওর মেয়েদের জন্য গাইতে গিয়ে যদি গলাটা ফিরে আসত, তাহলে কি ভালোই না হত। কত যে ভাল হত তা হলে।

এই সময়, একটা ঠেলা-গাড়িতে ওষুধপত্র নিয়ে হোটেলের নার্স এসে হাজির হল। উঠে দাঁড়িয়ে, জনি নিনোর দিকে চেয়ে রইল, ও কি ঘুমোচ্ছে, নাকি মরে যাচ্ছে? ও জানত ওর গলা ফিরে এসেছে বলে নিনোর এতটুকু ঈর্ষা হয়নি। ও বুঝতে পেরেছিল যে নিনোর ঈর্ষার একমাত্র কারণ হল গলা ফিরে পেয়ে জনি কেন এত বেশি খুশি হবে। কেন জনি এত বেশি গান ভালোবাসবে। এতক্ষণে যে সত্যটি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটি হল: নিনো ভ্যালেন্টি দুনিয়াতে কোনো জিনিসকে এতটা ভালোবাসে না যে তার জন্য বেঁচে থাকতে চাইবে।

সাতাশ

অনেক রাতে মাইকেল কর্লিয়নি এসে পৌছল, তার নিজের আদেশে কেউ তাকে আনতে এয়ারপোর্টে যায়নি। সঙ্গে মাত্র দুইজন লোক এনেছিল, টম হেগেন আর অ্যালবার্ট নেরি বলে একজন নতুন দেহরক্ষী।

মাইকেল আর তার সঙ্গীদের জন্য হোটেলের সব চাইতে জমকালো স্যুইটটা রাখা হয়েছিল। যাদের যাদের সঙ্গে মাইকেলের দেখা হওয়া দরকার, তারা সকলেই আগে থাকতে সেখানে জমায়েত হয়েছিল।

ভাইকে ফ্রেডি সাদর আলিঙ্গন দিয়ে অভ্যর্থনা করল। ফ্রেডি অনেকখানি মোটা হয়ে গেছিল; আরো অমায়িক চেহারা, আরো প্রফুল্ল বদন এবং অনেক বেশি শৌখিন সাজগোজ। নিখুঁত কাটের ছাই রঙের রেশমী স্যুট পরনে, টাই মোজা ইত্যাদির রঙ তার সঙ্গে মানিয়ে পরা। ক্ষুর দিয়ে চাঁচা চুল, চিত্রতারকার চুলের মতো সাজানো, পরিপাটি করে দাড়িগোঁফ কামানো, মুখখানি ঝকঝকে, হাতের নখে পেশাদারী যত্ন। চার বছর আগে যে মানুষকে নিউ ইয়র্ক থেকে চালান দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে এ-ফ্রেডির আকাশ-পাতাল তফাত।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে ফ্রেডি সস্নেহে মাইকেলের দিকে চেয়েছিল। "মুখটা সারিয়ে এখন তোমাকে ঢের বেশি ভালো দেখাচ্ছে। তোমার স্ত্রী বুঝি শেষ পর্যন্ত রাজী করাল? কে আছে কেমন? আমাদের সঙ্গে দেখা করতে কবে আসবে সে এদিকে?"

মাইকেল ভাইয়ের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, "তোমাকেও তো দিব্যি ভালো দেখাচ্ছে। এবার আসত কে, কিন্তু আবার একটা বাচ্চা হবে, বড়টারও দেখাশুনো করতে হয়। তাছাড়া এবার তো কাজে আসা, ফ্রেডি, কাল রাতের প্লেনেই আমাকে ফিরতে হবে, নিদেন পরশু সকালে।"

ফ্রেডি বলল, "আগে কিছু খাও তো। আমাদের হোটেলের সেফ্‌টি চমৎকার, এত ভালো খাবার কোথাও খাওনি। শাওয়ারে স্নান কর, কাপড় ছাড়, ততক্ষণে এইখানেই সব ব্যবস্থা করে ফেলা হচ্ছে। যাদের সঙ্গে দেখা করা দরকার, সবাই তৈরি হয়ে আছে, তুমি বললেই তারা আসবে, একবার ডাকলেই হল।"

প্রসন্নভাবে মাইকেল বলল, "মো গ্রীনকে একেবারে শেষের জন্য রাখা যাক, কি বল? জনি ফন্টেন আর নিনোকে আমাদের সঙ্গে খেতে বল। আর লুসিকে আর তার ডাক্তার বন্ধুকে। খেতে খেতে কথা হবে।" তারপর হেগেনের দিকে ফিরে বলল, "আর কাউকে বলতে চাও নাকি, টম?"

হেগেন মাথা নাড়ল। মাইকেলের চাইতে হেগেনের প্রতি ফ্রেডি অনেক কম আদর দেখিয়েছিল। তবে হেগেন সবই বুঝেছিল। ফ্রেডির ওপর তার বাবা খুবই অপ্রসন্ন, ফ্রেডি যে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে না দেবার জন্য কন্‌সিলিওরিকে দায়ী করবে, সেটাও স্বাভাবিক। এ কাজটা হেগেন খুশি হয়েই করে দিত, কিন্তু ফ্রেডির বাপ তার ওপর কেন চটে গেছেন, সেটাই হেগেনের জানা ছিল না। ডন কখনো কোনো অনুযোগ ভাষায় প্রকাশ করতেন না। শুধু অসন্তোষটুকুই প্রকাশ করতেন।

মাইকেলের স্যুইটে বিশেষ ভাবে আয়োজিত ডিনার টেবিলের চার দিকে

ওরা যখন বসল, তখন রাত বারোটা বেজে গেছিল। লুসি মাইকেলকে চুমো খেয়েছিল, কিন্তু অস্ত্র করিয়ে মুখখানা কত ভালো দেখাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। জুল্‌স্‌ সীগল প্রকাশ্যেই মাইকেলের মেরামত-করা গালের হাড়টা পর্যবেক্ষণ করে মাইকেলকে বলেছিল, "খুব ভালো কাজ হয়েছে। সুন্দর জোড়া লেগেছে। সাইনাস নিয়ে আর কোনো গোলমাল নেই তো?"

মাইকেল বলল, "খুব ভালো আছি। তোমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।"

নৈশভোজনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মাইকেল। কথায়, হাবভাবে ডনের সঙ্গে ওর সাদৃশ্যটা সকলেই লক্ষ্য করেছিল। কি রকম অদ্ভুত ভাবে, ওকে দেখে সকলের মনে সেই একই ভক্তি, একই ভীতি জাগছিল, অথচ ওর ব্যবহারটা ছিল একেবারে স্বাভাবিক, কেউ যাতে কুণ্ঠা বোধ না করে সেদিকে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হেগেন তার অভ্যাসমতো, খানিকটা অন্তরালে সরে রইল। নতুন লোকটিকে কেউ চিনত না। সে বলল তার খিদে পায়নি, এই বলে দরজার কাছে একটি আরাম-কেদারায় বসে একটা স্থানীয় খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

কয়েক গেলাস মদ আর খাদ্যবস্তুগুলো খাবার পর ওয়েটারদের বিদায় দেওয়া হল। তারপর মাইকেল জনিকে বলল, "শুনলাম তোমার গলাটা আগের মতোই ভালো হয়ে গেছে, পুরনো ভক্তরা সবাই ফিরে এসেছে। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।"

জনি ধন্যবাদ জানাল। মাইকেল কেন ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়, সে বিষয়ে ওর যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। ওর কাছ থেকে না জানি ওরা কি চাইবে।

সাধারণ ভাবে সকলের উদ্দেশ্যে মাইকেল বলল, "কর্লিয়নি পরিবার এখানে, এই ভেগাসে উঠে আসার কথা ভাবছে। জলপাই তেলের ব্যবসায় আমাদের সমস্ত অংশ বিক্রি করে দিয়ে, এখানে এসে বসবাস করব। ডন আর হেগেন আর আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, আমাদের মনে হয়েছে আমাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ জীবন হবে এখানে। তার মানে নয় এক্ষুনি, কিংবা আসছে বছরেই উঠে আসছি। সব কিছু গুছিয়ে ব্যবস্থা করতে দুই, তিন, এমন কি চার বছরও লাগতে পারে। তবে মোটামুটি ঐ রকম একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের কয়েকজন বন্ধু এই হোটেলের আর ক্যসিনোর অনেকখানির মালিক, এটাই হবে আমাদের ভিত্তি। মো গ্রীন তার অংশটা আমাদের কাছে বেচে দেবে, তা হলে হোটেলের সমস্তটার মালিকানা আমাদের বন্ধুদের হাতে আসবে।"

ফ্রেডির চাঁদমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেল। "মাইক, ঠিক জান মো গ্রীন তার অংশ বিক্রি করবে? আমার কাছে ও কিন্তু সে-কথা কখনো বলেনি, এই ব্যবসাটাকে ও বেজায় ভালোবাসে। আমার কিন্তু মনে হয় না ও বিক্রি করবে।"

মাইকেল শান্ত কণ্ঠে বলল, "তাকে এমন অফার দেব যে সে আর না বলবে না।"

সাধারণ কণ্ঠস্বরে কথাগুলো বললেও, কেমন একটা থমথমে ভাবের সৃষ্টি হল। হয়তো ডন প্রায়ই ও-কথা বলতেন বলে। মাইকেল জনি ফন্টেনের দিকে ফিরে বলল, "এখানে ব্যবসার গোড়াপত্তন করবার জন্য ডন তোমার ওপর নির্ভর করে আছেন। আমাদের বোঝানো হয়েছে যে জুয়াখেলায় লোক আকর্ষণ করতে হলে, ভালো রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা রাখতে হয়। আমরা আশা করছি তুমি আমাদের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট সই করবে যে বছরে পাঁচবার আমাদের মঞ্চে তোমাকে দেখতে পাওয়া যাবে, একেকবারে হয়তো পাঁচদিন করে। আশা করছি তোমার ফিল্মের বন্ধুরাও তাই করবে। তাদের অনেক উপকার করেছ, এবার তাদের ডাক দিতে পারবে।"

জনি বলল, "নিশ্চয়, তুমি তো জানই, মাইক, আমার ধর্মবাপের জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত।" কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু অনিশ্চয়তার সুর শোনা গেল।

মাইকেল হেসে বলল, "তাতে তোমার কিংবা তোমার বন্ধুদের কোনো আর্থিক ক্ষতি হবে না। সবাই হোটেলের ভাগ পাবে ; আরো যদি এমন কেউ থাকে যাদের তুমি যথেষ্ট প্রাধান্য দাও, তাদেরও ভাগ দেওয়া যাবে। হয়তো আমার ওপর তোমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, কাজেই তোমাকে বলে রাখছি এ হল ডনের মুখের কথা।"

জন তাড়াতাড়ি বলল, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, মাইক। তবে কি জান, এই অঞ্চলে এখন আরো দশটা হোটেল আর ক্যাসিনো তৈরি হচ্ছে। তোমরা যখন এসে কাজ করবে ততদিনে হয়তো বাজার বোঝাই হয়ে যাবে। প্রতিযোগিতা খুব বেশি বেড়ে গেলে তোমাদের না বড্ড দেরি হয়ে যায়।"

এবার টম হেগেন মুখ খুলল, "ঐ হোটেলগুলোর তিনটি কর্লিয়নি পরিবারের বন্ধুদের টাকাতেই হচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে জনি বুঝে নিল তার মানে ঐ তিনটি হোটেল আর ক্যাসিনোর মালিক হল কর্লিয়নি পরিবার। এবং অনেকগুলো 'পয়েণ্ট' ভাগ করে দেওয়া হবে।"

জনি বলল, "বেশ, আমি কাজ আরম্ভ করে দেব।" মাইকেল এবার লুসি আর জুল্‌স্ সীগলের দিকে ফিরে জুল্‌স্‌কে বলল, "আমি তোমার কাছে ঋণী। শুনলাম তুমি আবার মানুষ কাটাকাটি করতে চাও, অথচ হাসপাতালগুলো তোমাকে সুবিধা দেয় না, সেই পুরনো গর্ভপাতের ব্যাপারটার জন্য। তোমার কাছ থেকে আমার জানা দরকার, তুমি তাই চাও কি না।"

জুল্‌স্ মৃদু হাসল, "তাই তো মনে হয়। কিন্তু ডাক্তারি পরিবেশটা কি রকম তা তুমি জান না। তোমার যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, ওরা গ্রাহ্য করবে না। আমার ভয় হচ্ছে যে এ বিষয়ে তুমি কিছু করে উঠতে পারবে না।"

অন্যমনস্কভাবে মাথা দুলিয়ে মাইকেল বলল, "ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার কয়েকজন বন্ধু, তাদের যথেষ্ট নাম-ডাক আছে, তারা ভেগাসে একটা বড়

হাসপাতাল করবে। শহরটা যে-রকম বড় হয়ে গেছে আর যে-ভাবে বাড়বে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে, একটা বড় হাসপাতালের দরকার হবেই। ওদের ঠিক ভাবে বললে, ওরা হয়তো তোমাকে অপারেশন-রুমে কাজ করতে দেবে। তোমার মতো দক্ষ কটা সার্জন পাচ্ছে ওরা এই মরুভূমির মধ্যিখানে? কিংবা তোমার অর্ধেক ভালো? আমরা হাসপাতালের একটা বড় উপকার করে দিচ্ছি। কাজেই এদিকে লেগে থাক। শুনলাম লুসি নাকি তোমাকে বিয়ে করবে?"

জুল্‌স্‌ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "কাজের কিছু সুবিধা করতে পারলে, তবে বিয়ে।"

কাষ্ঠ হেসে লুসি বলল, "মাইক, তুমি যদি ঐ হাসপাতালটা তৈরি না কর, আমাকে কিন্তু আইবুড়ো অবস্থায় মরতে হবে।"

সকলেই হাসতে লাগল, জুল্‌স্‌ ছাড়া। সে মাইকেলকে বলল, "ও-রকম চাকরি নিলে তার সঙ্গে কোনো শর্ত বাঁধা থাকবে নাকি?"

শীতল কণ্ঠে মাইকেল বলল, "কোনো শর্ত থাকবে না। আমি তোমার কাছে ঋণী, তাই সে ঋণটা শোধ করে দিতে চাই।"

লুসি নিরুদ্বেগভাবে বলল, "মাইক, চোটো না।"

ওর দিকে ফিরে হাসল মাইক, "চটিনি তো।" তারপর জুল্‌স্‌কে বলল, "ওটা কিন্তু বোকার মতো কথা হল। কর্লিয়নি পরিবার তোমার জন্য কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তুমি কি ভেবেছ আমি এতই বোকা যে তোমাকে এমন কাজ করতে বলব, যা তোমার খুব খারাপ লাগবে? কিন্তু তাই যদি করি, তাতেই বা কি? তুমি যখন মুশকিলে পড়েছিলে, আমরা ছাড়া আর কে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য একটি আঙুল তুলেছিল শুনি? যেই আমি শুনলাম তুমি আবার দস্তুরমতো অস্ত্র-চিকিৎসা করতে চাও, তোমার কোনো সুবিধা করে দিতে পারি কিনা জানবার জন্য আমি যথেষ্ট সময় খরচ করলাম। বাস্তবিকই সুবিধা করে দিতে পারি। তার বদলে তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না। কিন্তু তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা কর, তাহলে আমিও বুঝব যে তোমার অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জন্য যা কর, আমার জন্যেও সেটুকু করবে। ঐটুকুই আমার শর্ত। ইচ্ছা হলে অস্বীকার করতেও পার।"

টম হেগেন মাথা নিচু করে একটু হাসল। স্বয়ং ডনও এর চাইতে বেশি করতে পারতেন না।

জুল্‌সের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, "মাইক, আমি মোটেই ওভাবে বলিনি। আমি তোমার আর তোমার বাবার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি কিছু বলেছিলাম, সেকথা ভুলে যাও।"

মাথা দুলিয়ে মাইকেল বলল, "ভালো কথা। যতদিন না হাসপাতালটা তৈরি হচ্ছে এবং খোলা হচ্ছে, ততদিন তুমি ঐ চারটে হোটেলের মেডিকেল

ডিরেক্টর হয়ে থাকবে। তোমার প্রয়োজনীয় লোকজন যোগাড় কর। তোমার টাকাও বাড়িয়ে দেওয়া হবে, পরে সে বিষয়ে টমের সঙ্গে কথা বল। আর লুসি, আমি চাই তুমিও একটা আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর। হোটেলের নিচে যেসব দোকান খুলবে, হয়তো সেগুলোর মধ্যে যাতে একটা সমন্বয় থাকে সেটা দেখা-শুনোর ভার নিতে হবে। অর্থাৎ টাকাকড়ির দিক থেকে। কিংবা ক্যাসিনোর কাজের জন্য মেয়ে নিয়োগ করার কাজ। ঐ ধরনের কিছু। তাহলে জুল্‌স্ যদি তোমাকে বিয়ে নাও করে, তবু তুমি একজন পয়সাওয়ালা আইবুড়ো হতে পারবে।"

ফ্রেডি এতক্ষণ রেগেমেগে চুরুট ফুঁকছিল। মাইকেল তার দিকে ফিরে কোমলকণ্ঠে বলল, "আমি শুধু ডনের বার্তাবহ ছোকরা, ফ্রেডি। তোমাকে কি করতে হবে, উনি নিজেই বলবেন নিশ্চয়ই। তবে আমার মনে হয় ভালো কাজই দেবেন, যাতে তুমি সুখী হও। সবাই বলছে তুমি এখানে খুব ভালো কাজ করছ।"

ফ্রেডি খুঁতখুঁত করতে লাগল, "তবে কেন আমার ওপর বিরক্ত হয়ে আছেন? ক্যাসিনোটা লোকসানে চলছে, শুধু এই জন্য? ও দিকটা তো আমার হাতে নয়, ওটা মো গ্রীন দেখে। বুড়ো ভদ্রলোক আমার কাছে কি ছাই চান বল তো?"

মাইকেল বলল, "তাই ভেবে মাথা খারাপ কোরো না।" তারপর জনি ফন্টেনের দিকে ফিরে বলল, "নিনো কোথায়? আমি কত আশা করেছিলাম ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

জনই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "নিনোর শরীর বেশ খারাপ। একজন নার্সের হেপাজতে ও নিজের ঘরে আছে। কিন্তু ডাক্তার বলছে ওকে অপ্রকৃতিস্থ বলে বন্ধ করে রাখা উচিত, ও নিজেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। নিনো!"

মাইকেল বাস্তবিকই অবাক হয়ে, চিন্তিতভাবে বলল, "নিনো তো বরাবরই খুব ভালো ছেলে ছিল। আমি তো কখনো শুনিনি ও কোনো নিচ কাজ করেছে কিংবা কারো মনে আঘাত দিয়ে কিছু বলেছে। কোনো কিছুতেই ওর এসে যেত না। এক মদ ছাড়া।"

জনি বলল, "ঠিক তাই। স্রোতের মতো টাকা আসছে; ছবিতে গান গাইবার জন্য প্রচুর কাজ পেতে পারে ও। আজকাল ছবি পিছু পঞ্চাশ হাজার ডলার পায়। সমস্তটা উড়িয়ে দেয়। বিখ্যাত হবার এতটুকু আগ্রহ নেই। এত বছর ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, কখনো কোনো খারাপ কাজ করতে দেখিনি। আর এখন কিনা হারামজাদা মদ খেয়ে মরবার তালে আছে।"

জুল্‌স্ একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। জুল্‌স্ অবাক হয়ে দেখল যে-লোকটা কাগজ পড়ছিল, সে দরজার সব চাইতে কাছে থাকা সত্ত্বেও দরজা খোলার কোনো চেষ্টা না করে, কাগজ পড়েই চলল।

হেগেন গিয়ে দরজা খুলল। ওকে এক রকম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, বড় বড় পা ফেলে মো গ্রীন ঘরে এল, তার পিছন পিছন এল তার দুই দেহরক্ষী।

মো গ্রীন ছিল একজন সুদর্শন গুণ্ডা, ব্রুকলিনে সে একটা ভাড়াটে গুণ্ডাদলের ঘাতক হিসাবে নাম করেছিল। পরে কর্মক্ষেত্র বিস্তার করে জুয়োর ব্যবসা ধরেছিল এবং টাকা করবার আশায় পশ্চিম অ্যামেরিকায় গেছিল। লাস ভেগাস শহরের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওই-ই সবার আগে সচেতন হয়েছিল, ঐ অঞ্চলের প্রথম যে কটা হোটেল-ক্যাসিনো হয়েছিল, তার একটাকে ওই-ই তৈরি করেছিল। এখনো থেকে থেকে ওর ঘাড়ে খুনে রাগ চাপত, তাই হোটেলের সকলেই ওকে ভয় করে চলত; ফ্রেডি, লুসি আর জুল্‌স্ সীগলও বাদ যেত না। সম্ভব হলেই ওরা সকলে ওকে এড়িয়ে চলত।

এখন ওর সুশ্রী মুখটাকে হাঁড়িপানা দেখাচ্ছিল। এসেই মাইকেল কর্লিয়নিকে বলল, "তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে অপেক্ষা করেছিলাম, মাইক। কাল আমার অনেকগুলো কাজ আছে, কাজেই ভাবলাম আজ রাতেই তোমাকে ধরব। কি বল?"

মাইকেল কর্লিয়নি ওর দিকে তাকাল, ওর দৃষ্টিতে বন্ধুত্ব আর বিস্ময় দুই-ই দেখা গেল। বলল, "নিশ্চয়ই।" হেগেনকে ইশারা করে বলল, "মিঃ গ্রীনের জন্য কিছু পানীয় এনে দাও, টম।"

জুল্‌স্ লক্ষ্য করল অ্যালবার্ট নেরি বলে লোকটা ভারি মনোযোগ দিয়ে মো গ্রীনকে পর্যবেক্ষণ করছে, দরজায় ঠেস দিয়ে যে দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে তাকাচ্ছেও না। ও জানত কোনো হিংসাত্মক ঘটনার সম্ভাবনা নেই, অন্ততঃ ভেগাস শহরে নেই। এ বিষয়ে কড়া নিষেধ ছিল, কারণ তার ফলটা ভেগাস শহরের পক্ষে মর্মান্তিক হত, গোলমাল হলে এখানে আর অ্যামেরিকার জুয়াড়িরা আইনসম্বলিত প্রশ্রয় পেত না।

মো গ্রীন তার দেহরক্ষীদের বলল, "এদের সকলের জন্য কিছু চিপ্ যোগাড় করে দাও, যাতে এরা হোটেলের খরচায় জুয়ো খেলতে পারে।" বোঝাই গেল কথাগুলো জুল্‌স্, লুসি, জনি ফন্টেন আর মাইকেলের দেহরক্ষী অ্যালবার্ট নেরির উদ্দেশ্যে বলা হল।

প্রসন্নভাবেই মাইকেল রাজী হয়ে বলল, "খুব ভালো বুদ্ধি।" এতক্ষণ বাদে নেরি চেয়ার থেকে উঠে অন্যদের পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করল।

তাদের বিদায় দেবার পর, ঘরের মধ্যে বাকি থাকল শুধু ফ্রেডি, টম হেগেন, মো গ্রীন আর মাইকেল কর্লিয়নি।

গ্রীন তার পানীয়টি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে, অনেক কষ্টে রাগ চেপে বলল, "এ-সব কি শুনছি, কর্লিয়নি পরিবার নাকি আমার হোটেলের শেয়ার-

গুলো সব কিনে নিতে চায় ? বরং আমি তোমাদের শেয়ার কিনে নেব। আমার অংশ তোমাদের কিনতে হবে না।"

যুক্তি দেখিয়ে মাইকেল বলল, "তোমার ক্যাসিনোটা তো প্রত্যেক বাজিতেই লোকসান দিচ্ছে। তুমি যে-ভাবে কাজ কর, তাতে কোথাও গলদ আছে। আমরা হয়তো আরো ভালো কাজ দেখাতে পারব।"

কর্কশভাবে হেসে উঠল গ্রীন, "যত শালার 'ভেগো' এসে জুটেছ। আমি কোথায় তোমাদের উপকার করবার জন্য ফ্রেডিকে নিলাম, যখন তোমাদের মন্দ সময় যাচ্ছিল আর এখন তোমরা কি না আমাকে তাড়াতে চাও। তা তোমরা ভাবতে পার। তবে আমাকে কেউ তাড়াতে পারবে না, আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা আমাকে সমর্থন করবে।"

তখনো মাইকেল যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলল, "ফ্রেডিকে যে নিয়েছিলে তার কারণ হল কর্লিয়নি পরিবার তোমাকে মোটা টাকা দিয়েছিল, তোমার হোটেলের আসবাব ইত্যাদি কেনায় সাহায্য করতে। আর তোমার ক্যাসিনোর খরচ জোগাতে। আর যে-হেতু তীর অঞ্চলের মলিনারি পরিবার ওর নিরাপত্তার জামিন হয়েছিল এবং ওকে নেবার মূল্যস্বরূপ ওরা তোমার কিছু সুবিধা করে দিয়েছিল। কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে তোমার শোধবোধ হয়ে গেছে। কি নিয়ে এত রাগ দেখাচ্ছ তা বুঝলাম না। তুমি একটা ন্যায্য দাম বল, আমরা সেই দামেই তোমার শেয়ার কিনব। এতে অন্যায়টা কি হল ? তোমার ক্যাসিনো যখন এত লোকসান দিচ্ছে, আমরা তো তোমার উপকার করতেই চাইছি।"

গ্রীন মাথা নেড়ে বলল, "কর্লিয়নি পরিবারের আর সে গায়ের জোর নেই। ধর্মবাপ অসুস্থ। অন্য পরিবারগুলো তোমাদের নিউ ইয়র্ক থেকে খেদিয়ে দিচ্ছে, তাই তোমরা ভাবছ এখানে এসে আরো সহজে দু পয়সা করে নেবে। আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি, মাইক, সে চেষ্টা ছাড়।"

নরম গলায় মাইকেল বলল, "সেই জন্যেই কি তুমি ভেবেছিলে বাইরের লোকের সামনে ফ্রেডিকে হেনস্থা করতে পারবে ?"

চমকে গিয়ে টম হেগেন ফ্রেডির দিকে মনোযোগ দিল। ফ্রেডির মুখ লাল হয়ে উঠছিল, সে বলল, "আহা মাইক, ওটা কিছু নয়। মো কিছু মনে করেনি। মাঝেমাঝে ও এমনি ক্ষেপে ওঠে, আসলে আমাদের মধ্যে খুব সদ্ভাব আছে। তাই না, মো ?"

গ্রীন সতর্ক হয়ে উঠল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। এ জায়গাটা ভালো করে চালাতে হলে মাঝেমাঝে এর ওর পশ্চাদ্ভাগে পদাঘাত করতেই হয়। আমি ফ্রেডির ওপর চটে গেছিলাম কারণ ও সমস্ত ককটেল-ওয়েট্রেসদের সঙ্গে প্রেম করছিল আর ওরাও কাজে গাফিলতি দেখাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একটু তর্কাতর্কি হয়েছিল, আমি ওকে সমঝে দিয়েছিলাম।"

ভাবলেশহীন মুখে ফ্রেডির দিকে চেয়ে মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "এখন সমঝে গেছ, ফ্রেডি?"

ফ্রেডি তার ছোট ভাইয়ের দিকে গোমড়ামুখে তাকিয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। গ্রীন হেসে বলল, "আরে ব্যাটা একসঙ্গে দুজনকে নিয়ে শুত, সেই পুরনো স্যাণ্ডউইচের কায়দায়। তবে ফ্রেডি, এটা আমাকে মানতেই হচ্ছে যে মেয়েমানুষগুলোকে তুমি সত্যি সত্যিই রপ্ত করে নিতে। তুমি ওদের ছেড়ে দিলে, আর কেউ ওদের সুখী করতে পারত না।"

হেগেন লক্ষ্য করল যে মাইকেল এ-কথা শুনে বেজায় অবাক হয়ে গেছিল। ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। তা হলে ফ্রেডির ওপর ডনের অসন্তোষের এটাই বোধ হয় আসল কারণ। যৌন ব্যাপার বিষয়ে ডন বড় গোঁড়া ছিলেন। তাঁর মতে এভাবে দু-দুটো মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করাটা চরম দুর্নীতি। তাছাড়া মো গ্রীনের মতো একটা লোকের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে অপমান সহ্য করলে কর্লিয়নি পরিবারের অসম্মান হয়। সেটাও হয়তো ফ্রেডির বাপের বিরক্তির আরেকটা কারণ।

চেয়ার থেকে উঠে, বিদায়ের সুরে মাইকেল বলল, "কাল আমাকে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে। কাজেই তোমার শেয়ারের দামের কথাটা ভেবো।"

হিংস্রভাবে গ্রীন বলল, "হারামজাদা, তুমি কি ভেবেছ ঐভাবে আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে? ওসব ছেড়ে দেবার আগে আমি তোমার চাইতে ঢের বেশি লোক মেরেছি। আমি প্লেনে করে নিউ ইয়র্কে গিয়ে স্বয়ং ডনের সঙ্গে কথা বলব। তাঁকে একটা প্রস্তাব দেব।"

ভয়ে ভয়ে ফ্রেডি টম হেগেনকে বলল, "টম, তুমি তো কনসিলিওরি, তুমি ডনের সঙ্গে কথা বলে, তাঁকে বুদ্ধি দিও।"

এই সময়ে মাইকেল ভেগাসের ঐ দুজনের ওপর তার ব্যক্তিত্বের হিমশীতল বার্তা বইয়ে দিয়ে বলল, "ডন এক রকম আধা অবসর নিয়েছেন। আজকাল আমি আমাদের পারিবারিক ব্যবসা চালাচ্ছি। আমি টমকে কনসিলিওরির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। ও এখন থেকে এই ভেগাস শহরে আমার উকিলের কাজ ছাড়া কিছু করবে না। মাস দুয়ের মধ্যে ও সপরিবারে এখানে চলে এসে আইনের দিকের কাজ শুরু করে দেবে। কাজেই তোমাদের কিছু বলবার থাকলে, আমার কাছে বল।"

কেউ উত্তর দিল না। মাইকেল ভদ্রতা করে বলল, "ফ্রেডি, তুমি আমার বড় ভাই, তাই তোমাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আর কোনোদিনও অন্য লোকের সঙ্গে জুটে, আমাদের পরিবারের বিপক্ষে কথা বল না। ডনের কাছে এ-কথার আমি উল্লেখ পর্যন্ত করব না।" তারপর মো গ্রীনের দিকে ফিরে বলল, "যারা তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছে, তাদের কখনো অপমান কোরো না। তার চাইতে বরং ক্যাসিনো কেন লোকসানে চলছে, সেদিকে নজর দিও। কর্লিয়নি পরিবার

ওটাতে অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু তার যথোপযুক্ত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তোমাকে গালাগাল দিতে আমি এখানে আসিনি। তোমাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। তুমি যদি সেই হাতে থুতু ফেল, সে তুমি বুঝবে। আমার আর কিছু বলার নেই।"

একবারও গলা তোলেনি মাইকেল, কিন্তু ওর কথা শুনে গ্রীন আর ফ্রেডি দুজনেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। মাইকেল ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে, টেবিলের কাছ থেকে সরে গেল, অর্থাৎ বুঝিয়ে দিল এবার ওদের বিদায় নিতে হয়।

টম হেগেন উঠে দরজা খুলে দিল। ওরা দুজন 'গুড-নাইট' না বলেই চলে গেল।

পরদিন সকালে মাইকেল মো গ্রীনের কাছ থেকে খবর পেল: সে তার শেয়ার বিক্রি করবে না, তাকে যত দামই দেওয়া হোক না কেন। ফ্রেডি এসে খবরটা দিয়ে গেল। মাইকেল কাঁধ তুলে বলল, "নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবার আগে একবার নিনোকে দেখতে চাই।"

নিনোর স্যুইটে গিয়ে ওরা দেখল জনি ফন্টেন কৌচে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। শোবার ঘরের পরদা টানা, তার পিছনে জুল্‌স্ নিনোকে পরীক্ষা করছে। অবশেষে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল।

নিনোর চেহারা দেখে মাইকেলের চক্ষুস্থির। চোখের সামনে লোকটা যেন ভেঙে পড়ছিল। চোখে স্তম্ভিত ভাব, মুখ ঝুলে পড়েছে, গালের পেশীগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। মাইকেল ওর খাটের পাশে বসে বলল, "নিনো, তোমাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরে খুশি হলাম। ডন সর্বদা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন।"

নিনো দাঁত বের করে হাসল, সেই পুরনো হাসি। বলল, "তাঁকে বল আমি মরতে বসেছি। বল যে জলপাই তেলের ব্যবসার চাইতেও এই নাচ-গানের ব্যবসাটা আরো বেশি বিপজ্জনক।"

মাইকেল বলল, "তুমি ঠিক হয়ে যাবে। যদি কোনো দুশ্চিন্তা থাকে, কর্লিয়নি পরিবারের কিছু করার থাকে, আমাকে বল, ভাই।"

নিনো মাথা নেড়ে বলল, "না, কিছুই নেই।"

ওর সঙ্গে কয়েক মিনিট গল্প করে মাইকেল চলে গেল। ফ্রেডি ওদের সঙ্গে এয়ারপোর্টে এল, কিন্তু মাইকেলের অনুরোধে প্লেন ছাড়া অবধি থাকল না। টম হেগেন আর অ্যালবার্ট নেরির সঙ্গে প্লেনে উঠতে উঠতে মাইকেল নেরির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, "ওকে ভালো করে আঁচ করে নিয়েছ তো?"

নেরি কপালে টোকা দিয়ে বলল, "মো গ্রীনকে এখানে গুছিয়ে নম্বর দিয়ে রেখেছি।"

আটাশ

নিউ ইয়র্কে ফিরবার পথে মাইকেল কর্লিয়নি গায়ে একটু ঢিল দিয়ে, ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বৃথা। ওর জীবনের সব চাইতে সাংঘাতিক সময় আসন্ন, সময়টা একেবারে মর্মান্তিকও হতে পারে। সব প্রস্তুত ছিল, সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল, দু বছর ধরে আটঘাট বাঁধা হয়েছিল। আর বেশি দেরি করা যায় না। গত সপ্তাহে ডন যখন তাঁর ক্যাপোরেজিমিদের আর কর্লিয়নি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে তাঁর অবসর নেবার সঙ্কল্পের কথা বলেছিলেন, তখনি মাইকেল বুঝেছিল বাবা তাঁর নিজস্ব নিয়মে ওকে জানিয়ে দিলেন এবার সময় হয়েছে।

সিসিলি থেকে ফিরে আসার পর তিন বছর কেটে গেছে, দু বছর হল কে-র সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। এই তিনটি বছরে ও পারিবারিক ব্যবসাটাকে রপ্ত করে নিয়েছিল। টম হেগেনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় বসতে হয়েছিল, ডনের সঙ্গেও তাই। কর্লিয়নি পরিবার যে প্রকৃতপক্ষে কত ধনী আর কত শক্তিশালী তা দেখে মাইকেল অবাক হয়ে গেছিল। নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যভাগে ওদের অনেকগুলো বহুমূল্য স্থাবর সম্পত্তি ছিল, গোটা-গোটা অফিস-বাড়ি। বেনামায় ওয়াল স্ট্রীটে দুটি দালালী ব্যবসার অংশীদার ওরা, লং আইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের শেয়ার ছিল, কতকগুলো তৈরি পোশাকের কোম্পানির শেয়ার ছিল। এ-সব ছাড়াও বেআইনী জুয়োখেলার কারবার ছিল।

সবচাইতে কৌতুহলোদ্দীপক খবর হল যে কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো দলিলপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে মাইকেল আবিষ্কার করেছিল যে যুদ্ধের অনতিকাল পরে একদল জালিয়াত কর্লিয়নি পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নিয়মিত টাকা দিত, তারা গানের রেকর্ড জাল করত। বিখ্যাত গাইয়েদের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের নকল তৈরী করে, এমন বুদ্ধি করে পাচার করে দিত যে কখনো ধরা পড়েনি। বলা বাহুল্য ঐসব রেকর্ড বিক্রির টাকার অংশের এক পয়সাও গাইয়েরা কিংবা মূল রেকর্ড পরিবেশকরা পেত না। মাইকেল কর্লিয়নি লক্ষ্য করেছিল যে এদের কেরামতির জন্য জনি ফন্টেনেরও অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছিল, কারণ সে সময়ে, ওর গলা খারাপ হবার ঠিক আগেকার সময়টাতে, সারা দেশের মধ্যে ওর গানের রেকর্ডই সবচাইতে জনপ্রিয় ছিল।

টম হেগেনকে মাইকেল এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। ডন কেন ঐ সব জালিয়াতদের তাঁর ধর্মপুত্রকে ঠকাতে দিয়েছিলেন? হেগেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল যে ব্যবসা হল ব্যবসা। তাছাড়া ঐ সময় জনি তার ছোটবেলাকার

প্রিয়ার সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল, মার্গট অ্যাশটনকে বিয়ে করার জন্য। এতে ডন বড়ই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "শেষ পর্যন্ত ঐ লোকগুলো তাদের ব্যবসা বন্ধ করল কেন? পুলিসের তাড়ায় নাকি?"

হেগেন মাথা নেড়ে বলল, "ডন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে দিলেন। কনির বিয়ের পরেই।"

এই রকম ব্যাপার মাইকেলকে বহুবার দেখতে হয়েছিল। যাদের দুর্দশা তিনি নিজে কিয়দংশে ঘটিয়েছিলেন, তাদেরই আবার তিনি সাহায্য করতে লেগে যেতেন। কোনো ধূর্ততা কিংবা মতলবের জন্য নয়, বরং তাঁর নানান বিচিত্র বিষয়কর্মের কারণে, কিংবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐ রকম নিয়ম বলে; ভালোয়-মন্দয় জড়িয়ে থাকা; সেটাই স্বাভাবিক।

কে-র সঙ্গে মাইকেলের বিয়ে হয়েছিল নিউ ইংল্যাণ্ডে, নিরিবিলিতে, শুধু কে-র বাড়ির লোকরা আর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিল। তারপর ওরা প্রাঙ্গণের একটা বাড়িতে এসে উঠেছিল। মাইকেলের মা-বাবার সঙ্গে, প্রাঙ্গণের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে কে কেমন বনিয়ে চলত দেখে মাইকেল আশ্চর্য হয়ে গেছিল। বলা বাহুল্য সেকেলে ভালো ইতালীয় বৌদের মতো অল্পদিনের মধ্যেই কে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, তাতে ফল ভালোই হয়েছিল। দু বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তানের সম্ভাবনাটা হয়েছিল সোনায় সোহাগা।

কে নিশ্চয় ওর জন্য এয়ারপোর্টে এসে অপেক্ষা করবে, ও সর্বদাই তাই করত; কোনো জায়গা থেকে মাইকেল যখন ঘুরে আসত, কে বড় খুশি হত। মাইকেলও খুশি হত। এখন ছাড়া। তার কারণ এই যাত্রার সমাপ্তির মানেই হল যে-কাজের জন্য আজ তিন বছর ধরে ওর প্রস্তুতি চলছিল, এবার সে কাজ শুরু করতে হবে। ডন ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। ক্যাপোরেজিমিরা অপেক্ষা করে থাকবে। আর তাকে, অর্থাৎ মাইকেল কর্লিয়নিকে এমন সব আদেশ দিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যার ওপর তার এবং তাদের পরিবারের ভাগ্য নির্ভর করবে।

রোজ সকালে উঠে কে অ্যাডাম্‌স্ কর্লিয়নি যখন তার খোকার ভোর বেলাকার খাবার ঠিক করত, ও দেখতে পেত ডনের স্ত্রী, কর্লিয়নিদের মাকে দেহরক্ষীদের একজন গাড়ি করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ফিরতেন এক ঘণ্টা বাদে। অল্পদিনের মধ্যেই কে শুনেছিল যে ওর শাশুড়ী প্রত্যেক দিন সকালে গির্জায় যান।

ফিরে এসে প্রায়ই তিনি সকালের কফি খাবার আর নতুন নাতিকে দেখবার জন্য ওদের বাড়িতে আসতেন।

এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন কে কেন ক্যাথলিক হবার কথা চিন্তা করছে না; ভুলেই যেতেন যে ইতিপূর্বেই কে-র ছেলেকে প্রটেস্টান্ট মতে দীক্ষা

দেওয়া হয়ে গেছিল। কাজেই কে-র মনে হল মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে দোষ নেই, কেন তিনি রোজ সকালে গির্জায় যান, ক্যাথলিক হলে কি তাই করতেই হয়?

বুড়ি ভদ্রমহিলা হয়তো ভাবলেন এই জন্যেই কে ক্যাথলিক হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না, কোনো কোনো ক্যাথলিক তো শুধু ঈস্টার আর বড় দিনের সময় গির্জায় যায়। যখনই যাবার ইচ্ছা হয়, তখনি যেতে হয়।"

কে হেসে বলল, "তা হলে আপনি কেন রোজ সকালে যান?"

অতি স্বাভাবিক ভাবে শাশুড়ী বললেন, "আমার স্বামীর জন্যে আমি যাই।" তারপর ঘরের মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "যাতে ওঁকে ঐ নিচের দিকে যেতে না হয়।" একটু থেমে আবার বললেন, "রোজ আমি ওঁর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি, যাতে উনি ঐ ওপর দিকে যেতে পারেন।" এই বলে আকাশের দিকে দেখালেন। বলবার সময় তাঁর মুখে এমন একটা দুষ্টুমির হাসি দেখা গেল, যেন কোনো উপায়ে স্বামীর মতলব ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন, কিংবা কোনো পরাজিত পক্ষকে জিতিয়ে দিচ্ছেন। প্রায় পরিহাস-ছলে, কিন্তু গুরু-গম্ভীর ইতালীয় বুড়ির মতো করেই কথাগুলো বলা হল আর ডন উপস্থিত না থাকলে যেমন সর্বদাই হত, শাশুড়ীর হাবভাবে ডনের প্রতি বেশ খানিকটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেল।

ভদ্রতা করে কে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার স্বামী আজ কেমন আছেন?"

কাঁধ তুলে শাশুড়ী বললেন, "ওঁকে ওরা গুলি করার পর থেকে উনি আর আগের মতো নেই। আজকাল মাইকেলকে দিয়ে সব কাজ করান। নিজে তাঁর বাগান আর লঙ্কাগাছ আর টোমাটো গাছ নিয়ে খেলা করেন। এখনো যেন সেই চাষীর ছেলেটিই আছেন। তবে পুরুষরা ঐ রকমই হয়।"

আরেকটু বেলা হলে কনি কলিয়নি তার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রাঙ্গণ পার হয়ে কে-র সঙ্গে গল্প করতে আসত। কে-র কনিকে ভালো লাগত, কেমন হাসি-খুশি, কি উৎসাহ আর মাইকেলের প্রতি যে ভারি প্রাণের টান সে দেখলেই বোঝা যেত। কনি কে-কে ইতালীয় রান্না কিছু কিছু শিখিয়েছিল, তবু মাঝে মাঝে মাইকেলকে চা খাবার জন্য নিজেই আরো সুপটু ভাবে এটা-ওটা রেঁধে আনত।

প্রায়ই যেমন করত, আজও কনি কে-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কনির স্বামী কার্লো সম্বন্ধে মাইকেলের কি রকম ধারণা। মাইকেল কি সত্যিই কার্লোকে পছন্দ করে, দেখে তো তাই মনে হয়। এর আগে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কার্লোর খুব বনিবনা ছিল না, কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে মনে হত সে-সমস্ত মিটে গেছে। শ্রমিক সংঘে ও বাস্তবিকই ভালো কাজ করছিল। কিন্তু বড্ড বেশি খাটতে হচ্ছিল, সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে। কনি তো বরাবরই বলে এসেছে কার্লো সত্যিই মাইকেলকে পছন্দ করে। অবিশ্যি মাইকেলকে সবাই পছন্দ

করে, কনির বাবাকেও যেমন পছন্দ। মাইকেল তো অবিকল আরেকটি ডন। মাইকেল যে ওদের জলপাই তেলের পারিবারিক ব্যবসা চালাবে, এর চাইতে ভালো কথা আর কি হতে পারে।

কে লক্ষ্য করেছিল যে কনি যখনই পারিবারিক প্রসঙ্গে ওর স্বামীর কথা বলত, সর্বদাই কি রকম ভয়ে ভয়ে চেষ্টা করত কার্লো সম্বন্ধে দুটো প্রশংসার কথা হোক। মাইকেল কার্লোকে পছন্দ করে কিনা, এই বিষয়ে কনির মনে কি রকম ভয় আর দুশ্চিন্তা, সেটা যদি কে-র চোখে না পড়ত, তাহলে তাকে বোকা বলতে হত। একদিন রাতে কে সে-কথা মাইকেলকে বলেছিল আর এ-কথাও বলেছিল যে সনি কর্লিয়নির বিষয়ে কেন কেউ কিছু বলে না, তার নাম পর্যন্ত করে না, অন্ততঃ কে-র সামনে তো নয়। একবার ডন আর তাঁর স্ত্রীর কাছে কে তার দুঃখ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিল, তাঁরা প্রায় অভদ্র ভাবে চুপ করে কথাটা শুনেছিলেন, তারপর একেবারে উপেক্ষা করে গেছিলেন। কনিকেও তাঁর বড় ভাই সম্বন্ধে কথা বলাবার চেষ্টা করে কে ব্যর্থ হয়েছিল।

সনির স্ত্রী সাণ্ড্রা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ফ্লরিডাতে চলে গেছিল, সেখানে তার মা-বাবা থাকতেন। কিছু টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ও আর ওর ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে থাকতে পারে, তবে সনি কোনো স্থাবর সম্পত্তি রেখে যায়নি।

খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে মাইকেল ওকে বুঝিয়ে বলেছিল সনির মৃত্যুর রাত্রে কি হয়েছিল। কার্লো তার স্ত্রীকে মেরেছিল, কনি প্রাঙ্গণে টেলিফোন করেছিল, সনি টেলিফোন ধরেছিল, ব্যাপার শুনেই রাগে অন্ধ হয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিল। কাজেই কনির আর কার্লোর এই ভয় ছিল যে বাড়ির অন্যান্য লোকরা কনিকে পরোক্ষভাবে সনির মৃত্যুর কারণ বলে মনে করে। অর্থাৎ তার স্বামী কার্লোকে দোষী করে। কিন্তু আসলে সে রকম কিছু নয়। তার প্রমাণস্বরূপ ওরা কনি কার্লোকে প্রাঙ্গণের মধ্যেই বাড়ি দিয়েছে, শ্রমিক সংঘের সংগঠনে কার্লোকে একটা গুরুত্বপূর্ণ চাকরি দিয়েছে। আর কার্লোও আজকাল শুধরে গেছে, মদ খায় না, মেয়েমানুষ নিয়ে ঘোরে না, বেশী চালাকি করার চেষ্টাও করে না। গত দু'বছর ওর কাজ আর হাবভাব দেখে কর্লিয়নি পরিবারও সন্তুষ্ট। যা ঘটেছিল তার জন্য কেউ তাকে দোষ দেয় না।

কে বলল, "তা হলে কেন একদিন সন্ধ্যায় ওদের এখানে নেমন্তন্ন করে, কনিকে আশ্বস্ত করে দাও না? বেচারার সদাই ভয় ওর স্বামী সম্বন্ধে তোমার না জানি কি মতামত। ওকে বলেই দাও না। বল যে মাথা থেকে ঐ সব পাগলামি দূর করে দিতে।"

মাইকেল বলল, "তা করতে পারি না। আমাদের বাড়িতে ও সব নিয়ে আলোচনা করা হয় না।"

কে বলল, "তুমি কি চাও যে আমাকে যা বললে, সেটুকু ওকে বলি?"

এই রকম একটা সহজ কর্তব্য নিয়ে মাইকেলের এত ভাববার কি আছে কে বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মাইকেল বলল, "আমার মনে হয় কিছু না বলাই উচিত, কে। বলে কোনো লাভ হবে না। ও এই নিয়ে ভাববেই। এ এমন একটা জিনিস যাতে বাইরের কেউ কিছু করতে পারে না।"

কে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বুঝতে পারত কনি মাইকেলকে এতটা ভালোবাসলেও, মাইকেল সর্বদা অন্যদের প্রতি যে রকম সস্নেহ ব্যবহার করত, কনির সঙ্গে তার চাইতে কম করত। কে জিজ্ঞাসা করল, "আশা করি সনির মৃত্যুর জন্য তুমি কনিকে দায়ী কর না?"

একটা নিশ্বাস ছেড়ে মাইকেল বলল, "নিশ্চয় করি না। ও আমার ছোট বোন, ওকে আমি খুব ভালোবাসি। ওর জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। কার্লো অনেক শুধরে গেছে, তবু সত্যি কথা বলতে কি, ও ওর উপযুক্ত স্বামী নয়। ঐ রকম হয় মাঝে মাঝে। ও-কথা ভুলে যাওয়া যাক।"

স্বামীর পিছনে টিকটিক করা কে-র স্বভাব ছিল না, কাজেই ও প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিল। তাছাড়া এতদিনে ও বুঝেছিল যে মাইকেলকে বেশি পেড়াপীড়ি করা যায় না, করতে গেলে মাইকেলও কিরকম স্নেহশূন্য অপ্রীতিকর ব্যবহার করে। কে জানত যে একমাত্র ও-ই মাইকেলের মত বদলাতে পারে, সেই সঙ্গে কিন্তু এ-ও জানত যে বারবার প্রয়োগ করলে ও ক্ষমতাটি সে হারাবে। তা ছাড়া গত দু বছর ওর সঙ্গে বাস করার ফলে মাইকেলের প্রতি ওর প্রেম আরো গভীর হয়ে উঠেছিল।

মাইকেলকে ও ভালোবাসত কারণ মাইকেল সর্বদা ন্যায় ব্যবহার করত। জিনিসটা একটু অদ্ভুত। কিন্তু সর্বদা মাইকেল ওর চারপাশের সকলের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার করত, কখনো কোনো ছোটখাটো বিষয়েও বিধিবহির্ভূত কাজ করত না। কে দেখত মাইকেলের আজকাল প্রচুর প্রতিপত্তি, কত লোকে ওদের বাড়িতে আসত মাইকেলের পরামর্শ নিতে, উপকার চাইতে। তারা ওকে সমীহ করত, শ্রদ্ধা করত। তবে অন্য সব কিছুর চাইতে, একটি জিনিসের জন্য মাইকেলের প্রতি ওর ভালোবাসা দিনে দিনে বেড়ে উঠছিল।

ভাঙা মুখ নিয়ে মাইকেল সিসিলি থেকে ফিরে এসে অবধি, বাড়ির সকলে কেবলই ওকে পেড়াপীড়ি করত ভাঙা হাড়ে অস্ত্র করাও। মাইকেলের মা তো অনবরত ঐ কথা বলতেন। একটা রবিবার প্রাঙ্গণে সমস্ত পরিবার এক সঙ্গে ডিনার খেতে বসেছিল, তারই মধ্যে মা চেঁচামেচি করতে লাগলেন, "তোমাকে ঠিক ফিল্মের গুণ্ডার মতো দেখতে লাগছে, যীশুখৃষ্ট আর তোমার স্ত্রী বেচারার কথা মনে করে মুখটা সারিয়ে নাও। তাহলে দিন-রাত একটা আইরিশ মাতালের মতো নাক দিয়ে জল গড়াবে না।"

টেবিলের মাথার দিকে ডন বসেছিলেন, সব লক্ষ্য করছিলেন, তিনি কে-কে বললেন, "তোমার কি খুব খারাপ লাগে?"

কে মাথা নাড়ল। ডন তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "ও এখন তোমার হাতের বাইরে, তুমি এই নিয়ে মাথা ঘামিও না।" বুড়ি ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন। স্বামীকে যে তিনি ভয় করে চলতেন, তা নয়; তবে অন্যদের সামনে এই নিয়ে তর্কাতর্কি করলে তাঁকে অসম্মান করা হত।

ডনের সব চাইতে আদরের সন্তান কনি, সে রান্নাঘরে সেদিনকার রান্নাবান্না করছিল। এই সময় সে এসে বলল, "আমার মতে ওর মুখটা মেরামত করে নেওয়া উচিত। আগে আমাদের মধ্যে ও-ই সব চাইতে সুন্দর দেখতে ছিল। কি বল মাইক, বল মুখটা সারাবে?"

মাইকেল ওর দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল। মনে হল ও বাস্তবিকই কনির কথা শুনতে পায়নি। উত্তর তো দিলই না।

বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কনি, বাবাকে বলল, "ওকে অস্ত্র করাতে বাধ্য কর, বাবা।" বাবার কাঁধে দুই হাত রেখে, আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কনি। একমাত্র ও-ই বাবার এত কাছে যেতে পারত। বাবার প্রতি ওর ভালোবাসা দেখলে মন অভিভূত হত। যেন ছোট মেয়ের মতো ও বাবার ওপর নির্ভর করে থাকত। ডন ওর একটা হাত আস্তে আস্তে থাবড়ে বললেন, "খিদেয় আমাদের পেট জ্বলে গেল যে। আগে টেবিলে স্প্যাগেটিটা রাখ, তারপর বকবক করিস।"

কনি তার স্বামীর দিকে ফিরে বলল, "কার্লো, তুমি মাইককে বল না ওর মুখটা সারাতে। তোমার কথা হয়তো ও শুনবে।" ভাবখানা যেন অন্যান্যদের চাইতে কার্লোর সঙ্গেই মাইকেলের সব চাইতে বেশি বন্ধুত্ব।

কার্লোর চেহারাটা রোদে-রাঙা, সুশ্রী, সোনালী চুল পরিপাটি করে ছাঁটা, আঁচড়ানো; সে তার ঘরে তৈরি মদের গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে বলল, "মাইক কারো কথায় চলে না।" প্রাঙ্গণে উঠে এসে অবধি কার্লো অন্য রকম হয়ে গেছিল। কর্লিয়নি পরিবারে ওর নিজের স্থান বুঝে নিয়ে ও সেই রকম আচরণ করত।

এই সমস্তর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা কে সঠিক বুঝে উঠতে পারত না, একটা কিছু যা ঠিক প্রকট হয়ে উঠত না। নারীর চতুর চোখ দিয়ে ও দেখতে পেত যে কনি ইচ্ছা করে বাবাকে খুশি করার চেষ্টা করত, সুন্দরভাবে কাজটা করত সে, মন থেকেই করত। তবু যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নয়। কার্লোও যেমন উত্তর দেবার সময় ভারি পৌরুষ দেখিয়ে নিজের কপালে আঙুল দিয়ে টোকা দিয়েছিল। মাইকেল এ-সব কিছুই যেন দেখতেই পেল না।

স্বামীর মুখের বিকৃত চেহারা নিয়ে কে মাথা ঘামাত না, কিন্তু তার ফলে যে সাইনাসের কষ্ট হত তাই নিয়ে তার যথেষ্ট ভাবনা ছিল। অস্ত্র করে মুখের হাড় সারালে, সাইনাসের গণ্ডগোলটাও সেরে যাবে। এই জন্যই কে-র ইচ্ছা ছিল মাইকেল হাসপাতালে ভরতি হয়ে, প্রয়োজনীয় কাজটুকু করিয়ে নেয়। কিন্তু

সেই সঙ্গে কে এও বুঝত যে কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য ভাবে ঐ বিকৃতিটাকে মাইকেল পুষে রাখতে চাইত। কে-র বিশ্বাস ছিল যে এ কথাটা ডনও বুঝতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ওদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর, কে-কে অবাক করে দিয়ে মাইকেল জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কি চাও যে আমি আমার মুখটাকে সারিয়ে নিই?"

কে মাথা হেলিয়ে জানিয়েছিল তাই চায়, বলেছিল, "জানই তো ছেলেপিলে কেমন হয়, তোমার ছেলে যেই একটু বড় হয়ে বুঝতে শিখবে যে তোমার মুখটা স্বাভাবিক নয়, ওর খুব খারাপ লাগবে। মোট কথা আমি চাই না যে আমাদের ছেলে তোমার ভাঙা মুখ দেখে! সত্যি বলছি, মাইকেল, আমার নিজের কিছুই মনে হয় না।"

মাইকেল ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছিল,, "বেশ। তাই করিয়ে নেব।"

কে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসা অবধি মাইকেল অপেক্ষা করেছিল, তারপরেই সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। খুব ভালোভাবে অস্ত্র হয়ে গেল। গালের তোবড়ানো জায়গাটা দেখাই যেত না।

বাড়ির সকলেই মহা খুশি, বিশেষতঃ কনি। রোজ হাসপাতালে সে মাইকেলকে দেখতে যেত, কার্লোকেও টেনে নিয়ে যেত। মাইকেল বাড়ি এলে, তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে, সপ্রশংস নয়নে ওর দিকে চেয়ে কনি বলেছিল, "বাঃ! এই তো আমার সুন্দর ভাইটি!"

কিন্তু ডনের দিক থেকে কোনো প্রভাব দেখা গেল না, তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন, "কি এমন তফাত হল?"

কিন্তু কে ভারি কৃতজ্ঞ। সে জানত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাইকেল এ-কাজটি করেছে। করেছে, কারণ কে ওকে অনুরোধ করেছিল, সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র কে-ই ওকে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করাতে পারত।

যেদিন বিকেলের দিকে মাইকেল ভেগাস থেকে ফিরল সেদিন রকো ল্যাম্পনি লিমুসীন গাড়িটাকে প্রাঙ্গণে নিয়ে এল, কে-কে তুলে ঐ গাড়ি মাইকেলকে আনবার জন্য এয়ারপোর্টে যাবে। শহরের বাইরে মাইকেল কোথাও গেলেই, ও ফেরার সময় কে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকত, কারণ মাইকেল কাছে না থাকলে ওর বড় একা লাগত, এমনিতেই প্রাঙ্গণটা ছিল একটা দুর্গের মতো।

কে টম হেগেন আর অ্যালবার্ট নেরি বলে ওদের নতুন লোকটির সঙ্গে মাইকেলকে প্লেন থেকে নামতে দেখল। নেরিকে কে-র খুব ভালো লাগত না, ওকে দেখে লুকা ব্রাসির কথা মনে পড়ত, ওর মধ্যেও সেই রকম একটা চাপা হিংস্রতা ছিল। কে দেখল নেরি টপ করে মাইকেলের পিছনে, এক পাশে সরে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আশপাশের সকলের ওপর বুলিয়ে নিল। নেরিই প্রথম

কে-কে দেখতে পেয়ে, মাইকেলের কাঁধে একটু হাত রেখে তার চোখ কে-র দিকে ফিরিয়ে দিল।

কে ছুটে গেল স্বামীর বাহুবন্ধনে ; ওকে তাড়াতাড়ি একটা চুমো খেয়ে, মাইকেল ছেড়ে দিল। মাইকেল, টম হেগেন আর কে লিমুসীন চড়ল, অ্যালবার্ট নেরি অদৃশ্য হয়ে গেছিল। কে লক্ষ্যই করল না যে নেরি আরো দুটো লোকের সঙ্গে আরেকটা গাড়িতে চড়ে, লং বীচের বাড়ি পর্যন্ত ওদের গাড়ির পিছন পিছন চলল।

কে মাইকেলকে কখনো জিজ্ঞাসা করত না তার কাজকর্ম কেমন হল। ভদ্রতা করে এই ধরনের প্রশ্ন করলেও সেটা কুণ্ঠার কারণ হতে পারে বলে ও ধরে নিয়েছিল। মাইকেল যে ঐ রকম ভদ্রতা করেই তার প্রশ্নের জবাব দিত না, তাও নয়, কিন্তু প্রশ্ন করলেই হয়তো দুজনেরই মনে পড়ে যাবে ওদের বিবাহিত জীবনে মস্ত একটা নিষিদ্ধ ক্ষেত্র চিরকাল থেকে যাবে। তাই নিয়ে কে আজকাল আর মন খারাপ করত না। কিন্তু মাইকেল যখন বলল যে আজ রাতে ওকে বাবার কাছে যেতে হবে, ভেগাসের ব্যাপার সম্বন্ধে সব কথা বলতে হবে, তখন নিরাশ হয়ে কে একটু ভুরু না কুঁচকে পারল না।

মাইকেল বলল, "আমারও খুব খারাপ লাগছে। কাল আমরা নিউ ইয়র্কে গিয়ে একটা 'শো' দেখব আর ডিনার খাব, কেমন ?" এই বলে কে-র পেটটি আস্তে আস্তে চাপড়ে দিল মাইকেল, ও তখন পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিল। মাইকেল বলল, "বাচ্চাটা জন্মাবার পর তো তুমি আবার বাড়িতে আটকা পড়বে। ইস্, তুমি দেখছি যত না ইয়াঙ্কি, তার চাইতে বেশি ইতালীয়। দু বছরে দুটো বাচ্চা !"

ঝাঁঝালো সুরে কে বলল, "আর তুমি যত না ইতালীয়, তার চাইতে বেশি ইয়াঙ্কি। ফিরে এসে প্রথম দিন কোথায় বাড়িতে থাকবে, তা না, ব্যবসা আর ব্যবসা !" কিন্তু কথাগুলো বলবার সময় কে-র মুখে হাসি দেখা যাচ্ছিল, "বেশি দেরি করে ফিরবে না তো ?"

মাইকেল বলল, "মাঝরাতের আগেই ফিরব। তুমি কিন্তু জেগে বসে থেকো না।"

কে বলল, "আমি জেগে থাকব।"

সে রাতে ডন কর্লিয়নির বাড়ির কোণের লাইব্রেরিতে ডন নিজে, মাইকেল, টম হেগেন, কার্লো রিট্‌সি আর দুই ক্যাপোরেজিমি, ক্লেমেনজা আর টেসিও পরামর্শ করতে বসেছিল।

এ মিটিঙে আগেকার মতো হৃদ্যতার আবহাওয়া ছিল না। যে-দিন থেকে ডন কর্লিয়নি আধা অবসর গ্রহণের কথা আর মাইকেলের হাতে পারিবারিক ব্যবসার ভার দেবার কথা বলেছিলেন, সেদিন থেকেই কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব দেখা যাচ্ছিল। কর্লিয়নি পরিবারের ব্যবসার মতো ব্যাপারে পরিচালনার

তার উত্তরাধিকারসূত্রে বাপ থেকে ছেলের হাতে বর্তাত না। অন্য কোনো পরিবার হলে, ক্লেমেনৃজা কিংবা টেসিওর মতো ক্ষমতাশালী ক্যাপোরেজিমিদের একজন ডনের পদ নিতে পারত। অন্তত: তাদের আলাদা হয়ে গিয়ে নিজের নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার দেওয়া হত।

আরেকটি কথা হল, পাঁচ পরিবারের সঙ্গে ডন কর্লিয়নি শান্তি স্থাপন করা অবধি কর্লিয়নিদের শক্তি কমে গেছিল। আজকাল নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে বার্জিনি পরিবারই যে সব চাইতে প্রতিপত্তিশালী সে কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারত না। টাটাগ্লিয়াদের সঙ্গে একজোট হয়ে তারাই আজকাল কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো শ্রেষ্ঠ আসনটি অধিকার করেছিল। তাছাড়া অতি ধূর্তভাবে ওরা এখানে-ওখানে একটু একটু করে কর্লিয়নিদের ক্ষমতা থেকে খুবলে খাচ্ছিল। ওদের জুয়োর ব্যবসাতে জোর-জবরদস্তি করে সেঁদোচ্ছিল; যেখানেই দুর্বলতার চিহ্ন দেখছিল, সেখানেই নিজেদের বুকমেকার বসাচ্ছিল।

ডন অবসর নিচ্ছেন শুনে অবধি বার্জিনিরা আর টাটাগ্লিয়ারা আহ্লাদে আটখানা। মাইকেল যতই না দুরন্ত হোক, ডনের মতো চতুর আর প্রভাবশালী হয়ে উঠতে ওর এখনো দশ বছর লাগবে। কর্লিয়নি পরিবারের যে এখন পড়ন্ত অবস্থা সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

অবশ্য কর্লিয়নিদের কতকগুলো বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ফ্রেডি একটা হোটেলওয়ালা আর মেয়েঘেঁষা নটবর ছাড়া আর কিছুই নয়; মেয়েঘেঁষা নটবরের একটা ইতালীয় পরিভাষা আছে, কিন্তু সেটার অনুবাদ হয় না, তবে তার মানেটা দাঁড়ায় মাই-চোষা পেটুক ছেলে—এক কথায় পৌরুষবর্জিত। সনির মৃত্যুতে সর্বনাশ হয়েছিল। সে ছিল ভয় করবার মতো একটা মানুষ, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যেত না। অবশ্য তুর্ককে আর পুলিস-কাপ্তানকে মারবার জন্য ছোট ভাই মাইকেলকে পাঠানোটা ওর ভুল হয়েছিল। উপস্থিত পরিস্থিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে হলেও, দূরদর্শী পরিকল্পের দিক থেকে ওখানে একটা গুরুতর ভুল হয়ে গেছিল। তার ফলে ডনকে রোগশয্যা থেকে উঠে আসতে হয়েছিল। মাইকেলকে দুটি বছরের মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং বাপের কাছে প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। ডন অবশ্য জীবনে একটি মাত্র বোকামি করেছিলেন, শেষটা একটা আইরিশ লোককে কনসিলিওরির পদে বসিয়েছিলেন। ধূর্ততার দিক থেকে কোনো আইরিশ ছেলের সাধ্য নেই যে সিসিলির লোকদের সমান হয়। এই ছিল অন্য পরিবারগুলোর অভিমত, কাজেই কর্লিয়নিদের চাইতে তারা বার্জিনি-টাটাগ্লিয়া জোটকেই বেশি খাতির করত। মাইকেল সম্পর্কে ওদের ধারণা ছিল যে শক্তিতে সে সনির সমকক্ষ ছিল না, যদিও বুদ্ধিসুদ্ধি অবশ্যই বেশি ছিল, তবে তাও বাপের মতো ছিল না। উত্তরাধিকারী হিসেবে মাইকেল মাঝারি মানের, ওকে বেশি ভয় করবার কোনো কারণ ছিল না।

এ-সব ছাড়া, যদিও শান্তি স্থাপন করার ব্যাপারে ডনের কূটনীতিকে সকলেই শ্রদ্ধা করত, তবু ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন না বলে কর্লিয়নি পরিবার লোকের চোখে অনেকখানি সম্মান হারিয়েছিল। সকলেরই মনে হয়েছিল ঐরকম কূটনীতির মূলে ছিল দুর্বলতা।

সে রাতে ঐ ঘরে যারা বসেছিল তারা সকলেই এ সমস্ত কথা জানত, কেউ কেউ হয়তো বিশ্বাসও করত। কার্লো রিটসি মাইকেলকে পছন্দ করত, কিন্তু সনিকে যতখানি ভয় করত ওকে ততটা করত না। ক্লেমেনজাও তাই; যদিও সে তুর্ক আর পুলিস-কাপ্তান হত্যার ব্যাপারে মাইকেলের বাহাদুরির প্রশংসা করত, তবু এ-কথা ও মনে না করে পারত না যে ডন হবার পক্ষে মাইকেলের মন বড় নরম। ক্লেমেনজা আশা করেছিল ওকে নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়া হবে, কর্লিয়নিদের এলাকা থেকে আলাদা ভাবে নিজের একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু ডন ওকে জানতে দিয়েছিলেন যে তা হবার নয় আর ডনকে ক্লেমেনজা এত ভক্তি করত যে তাঁর কথা অমান্য করতে পারত না। যদি না সমস্ত পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে ওঠে।

মাইকেল সম্পর্কে টেসিওর ধারণা আরো ভালো ছিল। টেসিও ওর মধ্যে আরো কিছুর সন্ধান পেত, চতুরভাবে গোপন করা একটা শক্তি, সাধারণের দৃষ্টি থেকে নিজের প্রকৃত ক্ষমতা অতি সাবধানে রক্ষা করা, ডনের সেই পুরনো শিক্ষা অনুসরণ করা: বন্ধুরা যেন তোমার গুণের মাপ কমিয়ে দেখে আর শত্রুরা যেন তোমার দোষের মাপ বাড়িয়ে দেখে।

ডনের নিজের কিংবা টম হেগেনের মনে অবশ্য মাইকেল সম্বন্ধে কোনো বিভ্রান্তি ছিল না। মাইকেল আবার কর্লিয়নি পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, ডনের মনে যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকত তিনি কখনোই অবসর নিতেন না। গত দু বছর ধরে হেগেন মাইকেলের প্রশিক্ষণের ভার নিয়েছিল, পারিবারিক ব্যবসার নানান অন্ধি-সন্ধি মাইকেল কেমন টপ করে বুঝে নিত দেখে সে অবাক হয়ে গেছিল। যেমন বাপ, তাঁর তেমন ছেলে।

ক্লেমেনজা আর টেসিও দুজনেই মাইকেলের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ সে ওদের দল দুটিকে আরো হাল্কা করে দিয়েছিল, তার ওপর সনির দলটাকে নতুন করে গড়েনি। বাস্তবিকই আজকাল কর্লিয়নি পরিবারের দুটিমাত্র সেনাদল ছিল, তাদের লোকবলও আগের চাইতে কম হয়ে গেছিল। ক্লেমেনজা আর টেসিও সেটাকে আত্মহত্যার সামিল বলে মনে করত, বিশেষতঃ আজকাল যখন ওদের সাম্রাজ্যে বার্জিনি টাটাগ্লিয়া দল অনধিকার প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। এবার ওদের খুব আশা হয়েছিল হয়তো এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ঐ-সব ভুলগুলো সংশোধন করা হবে।

গোড়াতেই মাইকেল তার ভেগাস যাত্রার বিবরণী দিল; মো গ্রীন তার শেয়ার কিনে নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে সে-কথা বলল। বলেই

মাইকেল আরো বলল, "কিন্তু ওর কাছে এবারে এমন প্রস্তাব দেওয়া হবে যেটা ও প্রত্যাখ্যান করতেই পারবে না। তোমরা সকলেই জান যে কর্লিয়নি পরিবারের কাজকর্ম পশ্চিমে তুলে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভেগাসের স্ট্রিপ্ বলে জায়গাটাতে আমরা চারটে হোটেল ক্যাসিনোর মালিকানা নেব। তবে এক্ষুনি এত সব হয়ে উঠবে না। সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে।" এবার মাইকেল ক্লেমেন্‌জাকে সোজাসুজি বলল, "পীট, তুমি আর টেসিও আছ, তোমরা দুজন বিনা প্রশ্নে, বিনা আপত্তিতে একটা বছর আমার মত মেনে নিয়ে কাজ কর। বছরের শেষে তোমরা দুজনেই কর্লিয়নি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে, নিজেরাই মালিক হয়ে নিজেদের পরিবার প্রতিষ্ঠা করো। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধটা সর্বদা বজায় থাকবে। অন্য কিছু ভেবে নিয়ে, তোমাদের কিংবা বাবার প্রতি তোমাদের আনুগত্যের অপমান করব না। কিন্তু এই একটা বছর আমি চাই তোমরা আমার নেতৃত্ব মেনে চল। কোনো চিন্তার কারণ নেই। এমন সব ব্যবস্থাপনা চলেছে, যার ফলে তোমরা যে-সব সমস্যার সমাধান হয় না বলে মনে করছ, সেগুলোরও সমাধান হয়ে যাবে। কাজেই শুধু একটু ধৈর্য ধরে থাকা, আর কিছু নয়।"

এবার টেসিও মুখ খুলল, "মো গ্রীন যদি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাকে বলতে দিতে দোষ কি? ডন তো সর্বদা সকলকে রাজী করিয়ে এসেছেন, ওঁর যুক্তিবাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি।"

ডন এ-কথার খোলাখুলি উত্তর দিলেন, "আমি তো অবসর নিয়েছি। আমি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করলে, মাইকেলকে অসম্মান করা হয়। তা ছাড়া ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে আমার আপত্তি আছে।"

টেসিওর তখন মনে পড়ল কি সব গল্প শুনেছিল, মো গ্রীন নাকি একদিন রাতে ভেগাস হোটেলের ভিতরে ফ্রেডি কর্লিয়নিকে চড় মেরেছিল। কেমন একটা সন্দেহ হল টেসিওর। সে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসল। ভাবল মো গ্রীনকে তাহলে খরচের খাতায় লিখে রাখতে হয়। কর্লিয়নি পরিবার তাকে রাজী করাতে চায় না।

কার্লো রিটসি এবার কথা বলল, "তবে কি কর্লিয়নি পরিবার তাদের নিউ ইয়র্কের ব্যবসা একেবারে বন্ধ করে দেবে?"

মাইকেল মাথা হেলিয়ে কথাটার সমর্থন করল। "আমরা জলপাই তেলের ব্যবসাটা বেচে দিচ্ছি। যতখানি পারা যায়, ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কার্লো, আমি চাই না যে তুমি তোমার চাকরি নিয়ে চিন্তা কর। তুমি নেভাডাতে মানুষ হয়েছ, জায়গাটা জান, সেখানকার লোকদের চেন। আমি আশা করে আছি আমরা ওখানে উঠে গেলে, তুমি আমার ডান হাত হবে।"

কার্লো চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসল, আত্মপ্রসাদে তার মুখখানা রাঙা হয়ে

উঠল। এবার ওর দিন আসছে, এবার গ্রহের প্রভাবে ও ক্ষমতা লাভ করবে।

মাইকেল বলে যেতে লাগল, "টম হেগেন আর কনসিলিওরির পদে রইল না। ভেগাসে গিয়ে ও আমাদের উকীল হবে। আর দু মাসের মধ্যে ও সপরিবারে সেখানে গিয়ে পাকাপাকি বসবাস শুরু করবে। ও শুধু আইনের কাজই করবে। এখন থেকে আর কোনো কাজ নিয়ে কেউ ওর কাছে যাবে না। এতে টমের ওপর কোনো রকম ইঙ্গিত করা হচ্ছে না। এই ব্যবস্থাই আমি চাই। তাছাড়া আমার যদি পরামর্শেরই দরকার হয়, বাবার চাইতে কে আমাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবে?" সবাই হেসে ফেলল। কিন্তু ঠাট্টা করলেও, কথার মর্মটা সকলেই গ্রহণ করেছিল। টম হেগেন এবার বাদ পড়ল, তার হাতে আর কোনো ক্ষমতা রইল না। সকলেই একবার করে তার মুখের দিকে চকিত দৃষ্টি দিল, কিন্তু হেগেনের মুখ ভাবলেশহীন।

মোটা মানুষের হেঁপো গলায় ক্লেমেনৃজা জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে আর এক বছরের মধ্যে আমরা যে যার নিজেরটা বুঝে নেব, তুমি এই বলতে চাইছ?"

সৌজন্যের সঙ্গে মাইকেল বলল, "তার আগেও হতে পারে। অবিশ্যি তোমরা যদি চাও তো চিরকাল কর্লিয়নি পরিবারের অঙ্গ হয়ে থাকতে পারবে। তবে আমাদের শক্তির কেন্দ্র হবে পশ্চিমে, স্বাধীন ভাবে কাজে নামলে তোমাদের হয়তো সুবিধাই হবে।"

শান্তভাবে টেসিও বলল, "সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তোমার উচিত আমাদের রেজিমির জন্য নতুন লোক বহাল করবার অনুমতি দেওয়া। ঐ বার্জিনি বেজন্মারা কেবলই আমার এলাকায় খামচা মারে। আমার মনে হয় ওদের একটু ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

মাইকেল মাথা নেড়ে বলল, "না। ওতে কোনো লাভ হবে না। একটু থিতিয়ে বস। সব ব্যবস্থা করা হবে, আমরা যাবার আগে সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া হবে।"

টেসিওকে কিন্তু অত সহজে সন্তুষ্ট করা গেল না। মাইকেলের অসন্তোষের ঝুঁকি নিয়ে, সে সরাসরি ডনকে বলল, "মাপ কর, ধর্মবাপ, আমাদের দীর্ঘকালের বন্ধুত্বের দায় নিয়ে এ কথাগুলো বলছি। আমার মনে হয় এই নেভাডার ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি আর তোমার ছেলে খুব ভুল করছ। তোমাদের পিছনে এখানকার এই শক্তি না থাকলে, সেখানে গিয়ে কি করে সাফল্য আশা কর? শক্তি আর সাফল্য একটাকে বাদ দিলে আরেকটা হয় না। তোমরা এখানে না থাকলে, বার্জিনি আর টাটাগ্লিয়া, এদের দুজনের সঙ্গে আমরাও পেরে উঠব না। আমি আর পীট মহা মুশকিলে পড়ে যাব; আগেই হোক পরেই হোক শেষটা ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বার্জিনি লোকটাকে আমার ধাতে সয় না। আমি বলি কি কর্লিয়নি পরিবারকে যদি

জায়গা বদল করতে হয়, সেটা যেন আমাদের জোর আছে বলেই হয়, দুর্বলতার জন্য নয়। আমাদের উচিত দলগুলোকে নতুন করে গড়ে তুলে, অন্ততঃ স্টেটেন আইল্যাণ্ডের হারানো এলাকাগুলোকে আবার দখল করা।"

ডন মাথা নেড়ে বললেন, "মনে নেই, আমি ওদের সঙ্গে শান্তি করেছি ? আমি কথার খেলাপ করতে পারব না।"

টেসিওকে থামানো দায়। সে বলল, "সবাই জানে, তার পরেও বার্জিনি তোমাকে যথেষ্ট খুঁচিয়েছে। তা ছাড়া, মাইকেল যদি কর্লিয়নি পরিবারের নতুন নেতা হয়ে থাকে, ও কিসের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারবে না, যদি দরকার মনে করে ? তোমার কথা দিয়ে তো আর ও বাঁধা পড়ছে না।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মাইকেল বাধা দিল, এবার তাকে বাস্তবিকই নেতা বলে চেনা গেল ; সে টেসিওকে বলল, "যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে, সব দুশ্চিন্তা ঘুচে যাবে। আমার কথাকে যদি যথেষ্ট মনে না কর, তোমার ডনকে জিজ্ঞাসা করতে পার।"

ততক্ষণে টেসিও বুঝতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ডনকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে মাইকেলের শত্রুতা অর্জন করতে হবে। কাজেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল, "আমি কর্লিয়নি পরিবারের ভালোর জন্য ও-কথা বলেছিলাম, নিজের জন্য নয়। আমার নিজের ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব।"

সহৃদয় ভাবে হাসল মাইকেল, "টেসিও, আমি তোমাকে একটুও অবিশ্বাস করছি না। কোনোদিনই করিনি। কিন্তু তুমিও আমার ওপর বিশ্বাস রেখো। বলা বাহুল্য এ-সব ব্যাপারে আমি তোমার কিংবা পীটের সমান হতে পারব না, কিন্তু হাজার হোক, বাবা আছেন, আমাকে পরামর্শ দেবেন। সে রকম দুরবস্থা হবে না আমাদের, শেষ পরিণাম ভালোই হবে।"

মিটিং শেষ হয়ে গেল। বড় খবর হল যে ক্লেমেন্জা আর টেসিও নিজের নিজের দল থেকে নিজেদের পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। টেসিওর হাতে থাকবে ব্রুকলিনের জুয়োর আড্ডাগুলো আর জাহাজ ঘাটা। ক্লেমেন্জার হাতে থাকবে ম্যানহাটানের জুয়োর আড্ডাগুলো আর লং আইল্যাণ্ডের ঘোড়-দৌড়ের ব্যাপারে কর্লিয়নি পরিবারের অংশটি।

দুই ক্যাপোরেজিমি বিদায় নিল, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হয়েই, ওদের মন তখনো খুঁতখুঁত করছিল। কার্লো রিটসি একটুক্ষণ থেকে গেল, তার মনে এই আশা ছিল যে এত দিন পরে হয়তো তাকেও পরিবারের একজন মনে করবার সময় এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল যে মাইকেলের সে রকম কোনো মতলব নেই। তখন কার্লো, ডন, টম হেগেন আর মাইকেলকে কোনার ঘরে রেখে, সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। অ্যালবার্ট নেরি তাকে দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিল, আলোকিত প্রাঙ্গণ পার হবার সময় কার্লো লক্ষ্য করল নেরি তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

যারা বহুকাল একই বাড়িতে, একই পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে, তারা একত্র হলে ভারি একটা স্বস্তি বোধ করে, এদের তিনজনেরও তাই হল। মাইকেল ডনকে 'অ্যানিসেট' ঢেলে দিল, টম হেগেনকে দিল স্কচ্ হুইস্কি। নিজেও একটু ঢেলে নিল, যদিও সে কদাচিৎ পান করত।

প্রথমে টম হেগেন কথা বলল, "মাইক, তুমি কেন সব কাজ থেকে আমাকে বাদ দিচ্ছ?"

মনে হল মাইকেল একটু চমকে গেল, "ভেগাসে তুমিই তো আমার প্রধান কর্মী হবে। আমরা আগাগোড়া আইন মেনে চলব আর তুমিই হলে আমাদের আইনজ্ঞ। আর তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কি হতে পারে?"

হেগেন একটু করুণ ভাবে হাসল। "আমি ও-কথা বলছি না। আমি বলছি রকো ল্যাম্পনির কথা, সে আমাকে না জানিয়ে একটা গোপন দল গড়ছে। আমার কিংবা ক্যাপোরেজিমিদের একজনের মধ্যস্থতায় না করে, তুমি সরাসরি নেরির সঙ্গে কারবার করছ, আমি সেই কথা বলছি। এক যদি ল্যাম্পনি কি করছে, সেটা তোমারও অজানা থাকে।"

নরম গলায় মাইকেল বলল, "ল্যাম্পনির দলের কথা তুমি জানলে কি করে?"

হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "ব্যস্ত হয়ো না, কিছু জানাজানি হয়নি, আর কেউ জানে না। তবে আমার এই পদের জন্য আমি সব কিছু জানতে পারি। তুমি ল্যাম্পনির আলাদা জীবিকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছ, ওকে অনেকখানি স্বাধীনতাও দিয়েছ। কাজেই ওর খুদে সাম্রাজ্য চালাবার জন্য লোক দরকার হয়। কিন্তু যত লোক কাজে বহাল হচ্ছে, প্রত্যেকেরই বিবৃতি আমার হাতে পৌঁছচ্ছে। আমিও লক্ষ্য করছি যে-কাজের জন্য ও যে-লোককে নিয়োগ করছে, সে ঐ পদের পক্ষে বড় বেশী ভালো এবং মাইনেও পাচ্ছে পদের অনুপাতে বড় বেশি। ভালো কথা, নেরিকে যখন বেছে নিয়েছিলে উপযুক্ত লোকই নিয়েছিলে। চমৎকার কাজ করছে।"

মাইকেল মুখ বিকৃত করল। "তোমার চোখে যখন ধরা পড়ে গেছে, তার মানে ততটা নিখুঁত কাজ করছে না। তা ছাড়া ওকে বেছে নিয়েছিলেন ডন নিজে।"

টম বলল, "বেশ। তা হলে আমি কেন বাদ পড়ছি?" তখন মাইকেল ওর দিকে ফিরে এতটুকু কুণ্ঠিত না হয়ে, সোজাসুজি বলল, "টম, যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা হবার যোগ্য তুমি নও। আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি, তার ফলে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতে পারে, হয়তো লড়তে হবে। তাছাড়া তোমাকে বিপদের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে চাই, কে জানে কি হয়।"

হেগেনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ডন যদি ওকে ঠিক এই কথা বলতেন ও হয়তো সবিনয়ে মেনে নিতে পারত। কিন্তু মাইক কি বলে এই রকম একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল?

হেগেন বলল, "বেশ, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত। আমারও মনে হয় তুমি ভুল নিয়মে কাজ করছ। শক্তি আছে বলে এটা করছ না, দুর্বল বলে করছ। এমন কাজ কখনো ভাল হয় না। বার্জিনি একটা নেকড়ে বাঘের মতো, সে যদি তোমাদের ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে, অন্য পরিবারগুলো থেকে কেউ তোমাদের সাহায্য করতে ছুটে আসবে না।"

অবশেষে ডন কথা বললেন, "টম, সিদ্ধান্তটা একা মাইকেলের নয়। আমিই ওকে ঐ রকম পরামর্শ দিয়েছি। এমন সব কাজ করার দরকার পড়তে পারে, যার দায়িত্ব আমি কোনোমতেই নিতে প্রস্তুত নই। এটা আমারই ইচ্ছা, মাইকেলের নয়। আমি কখনোই তোমাকে অযোগ্য কনসিলিওরি মনে করিনি; আমি সান্তিনোকে অযোগ্য ডন মনে করতাম, তার আত্মা শান্তি পাক। তার মনটা ভালো ছিল, কিন্তু আমার ঐ ছোট দুর্ঘটনার সময়, পরিবারের নেতা হবার উপযুক্ত মানুষ ও ছিল না। তাছাড়া কে ভাবতে পেরেছিল যে ফ্রিডো মেয়েদের দাসানুদাস হয়ে দাঁড়াবে? কাজেই মন খারাপ কোরো না। মাইকেলের ওপরে যেমন আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তেমনি তোমার ওপরেও আছে। কিন্তু তোমার অজ্ঞাত কতকগুলো কারণে, এখন যে-সব ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনা হতে পারে, তার মধ্যে তুমি থাকলে চলবে। ভালো কথা, আমি মাইকেলকে বলেই ছিলাম ল্যাম্পনির গোপন দল তোমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে না; এর থেকেই বুঝতে পারছ তোমার ওপর আমার কত আস্থা আছে।"

মাইকেল হেসে বলল, "সত্যি আমি ভাবিনি, ও ব্যাপারটাও তুমি ছোঁক-ছোঁক করে আবিষ্কার করবে।"

হেগেন বুঝতে পারল ওকে স্তোকবাক্য দেওয়া হচ্ছে। সে বলল, "আমি হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারি।"

দৃঢ়সঙ্কল্প ভাবে মাথা নেড়ে মাইকেল বলল, "না, টম, তুমি বাদ।"

টম তার হুইস্কিটা শেষ করে, বিদায় নেবার আগে মাইকেলকে কোমল ভাবে ভর্ৎসনা করে গেল, সে বলল, "মাইকেল, তুমি প্রায় তোমার বাবার মতোই ভালো হয়ে উঠেছ। কিন্তু একটি জিনিস তোমার এখনো শিখতে বাকি আছে।"

ভদ্রতা করে মাইকেল বলল, "সেটি কি?"

হেগেন উত্তর দিল, "কেমন করে 'না' বলতে হয়।"

গম্ভীর মুখে মাথা দুলিয়ে মাইকেল বলল, "ঠিক বলেছ। এ-কথাটা মনে রাখব।"

হেগেন চলে গেলে, পরিহাসের ছলে মাইকেল তার বাবাকে বলল, "তা হলে তুমি আমাকে আর সবই শিখিয়ে দিয়েছ। এবার বল কি ভাবে লোককে 'না' বললে, তারা খুশি হয়।"

ডন গিয়ে তাঁর বড় ডেস্কটার পিছনে বসে বললেন, "যাদের ভালোবাসা যায়,

তাদের 'না' বলা যায় না, অন্ততঃ খুব বেশি বার নয়। এ হল গোপন পন্থা। তবু যদি 'না' বলতেই হয়, তাহলে এমন ভাবে বলতে হবে 'হ্যাঁ'র মতো শুনতে লাগে। কিংবা অপর পক্ষকে দিয়েই 'না'টি বলিয়ে নিতে হবে। একটু সময় দিতে হয়, কষ্ট করতে হয়। তবে আমি হলাম গিয়ে সেকেলে, তোমরা হলে নব্য এবং আধুনিক, আমার কথা শুনো না।"

মাইকেল হেসে ফেলল, "ঠিক বলেছ। কিন্তু টমকে বাদ দেওয়া সম্বন্ধে তুমি আমাকে সমর্থন করছ তো?"

ডন মাথা হেলিয়ে বললেন, "ওকে এর মধ্যে জড়ানো যায় না।"

মাইকেল শান্ত ভাবে বলল, "আমার মনে হয় তোমাকে এ-কথা বলার সময় হয়েছে যে আমি যা করতে যাচ্ছি, সে শুধু অ্যাপলোনিয়া আর সনির জন্য প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে নয়। এ কাজ করাই উচিত। বার্জিনিদের বিষয়ে টেসিও আর টম ঠিক কথাই বলেছে।"

ডন কর্লিয়নি মাথা হেলিয়ে বললেন, "প্রতিশোধ জিনিসটা ঠাণ্ডা হলে মিঠে হয়। ওদের সঙ্গে আমি কখনোই শান্তি করতাম না, যদি না জানতাম যে শান্তি না করলে তুমি জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে পারবে না। যদিও আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বার্জিনি তা সত্ত্বেও তোমার ওপর শেষ একটা চেষ্টা দিয়েছিল। হয়তো শান্তি স্থাপনের আগেই ঐ রকম ব্যবস্থা করেছিল, পরে সেটা রদ করবার সময় পায়নি। তুমি ঠিক জান যে ওরা আসলে ডন টমাসিনোকে মারতে চায়নি?"

মাইকেল বলল, "ঐ রকম ভাব দেখাতেই ওরা চেয়েছিল, তাহলেই কাজটা নিখুঁত হত, তুমি পর্যন্ত কিছু সন্দেহ করতে না। আমি বেঁচে যাওয়াতেই সব মাটি হয়ে গেল। আমি নিজে দেখেছি ফ্যাব্রিৎসিও গেট দিয়ে বেরিয়ে, পালিয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে, বলা বাহুল্য, সমস্তটা খতিয়ে দেখেছি।"

ডন জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ রাখালটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে?"

মাইকেল বলল, "আমি পেয়েছি। এক বছর আগে। বাফেলোতে একটা পিৎসা পাইয়ের দোকান খুলেছে। নতুন নাম নিয়েছে, নকল পাসপোর্ট, নকল পরিচয়। খুব ভালো ব্যবসা চালাচ্ছে, ফ্যাব্রিৎসিও বলে সেই রাখাল।"

ডন মাথা হেলিয়ে বললেন, "তাহলে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। তুমি কবে রওনা হবে?"

মাইকেল বলল, "কে-র ছেলে হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে চাই। যদি কোথাও কোনো গোলমাল হয়। আর আমি চাই তার আগেই টম গিয়ে ভেগাসে গুছিয়ে বসে, যাতে এই ব্যাপারের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক না থাকে। ধর এখন থেকে এক বছর বাদে।"

ডন জিজ্ঞাসা করলেন, "সব বন্দোবস্ত করেছ? কথাটা বলবার সময় তিনি মাইকেলের দিকে তাকালেন না।

মাইকেল কোমল কণ্ঠে বলল, "এর মধ্যে তুমি থাকবে না। এর জন্য তুমি দায়ী নও। আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি। তোমাকে 'ভিটো' দেবার ক্ষমতা দিতেও আমি রাজী নই। এখন যদি তা করতে যাও, আমি পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাব। তুমি এর কোনো দায়িত্ব নেবে না।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ডন, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "বেশ, তাই হোক। হয়তো সেইজন্যই আমি অবসর নিয়েছি, সেইজন্যই তোমার হাতে সব ছেড়ে দিয়েছি। এ জীবনে আমার যা করণীয়, সব করেছি; এখন আর সে মন নেই। তাছাড়া এমন কতকগুলো কর্তব্যও থাকে, যেগুলোর ভার মানবশ্রেষ্ঠও নিতে পারে না। তাহলে তাই ঠিক থাকল।"

সেই বছরে কে অ্যাডামস্ কর্লিয়নির দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দিল, আরেকটি ছেলে। অতি সহজে সন্তান প্রসব করত কে, কোনো গোলমাল হত না, হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এলে তাকে রাজেন্দ্রাণীর মতো অভ্যর্থনা করা হল। কনি কর্লিয়নি খোকাটাকে রেশমের তৈরি ইটালিতে হাতে সেলাই করা সুন্দর কাপড়চোপড় দিয়েছিল, ভীষণ দামী জিনিস, ভারি সুন্দর দেখতে। কনি কে-কে বলেছিল, "কার্লো ওটা খুঁজে বের করেছে। সমস্ত নিউইয়র্ক শহর চুঁড়ে ফেলেছিল বাচ্চাটার জন্য অসাধারণ উপহারের খোঁজে। আমি তো পছন্দমতো কিছু দেখতেই পেলাম না।" কে একটু হেসে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। এবং তখনি বুঝে নিয়েছিল এই চমৎকার কথাটা মাইকেলকে বলতে হবে। কে-ও প্রায় সিসিলিয়ান বনে যাচ্ছিল।

সেই বছরেই নিনো ভ্যালেন্টিও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মারা গেছিল। ট্যাব্লয়ড্ পত্রিকার প্রথম পাতায় ওর মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছিল কারণ তার কয়েক সপ্তাহ আগেই জনি ফন্টেন নিনোকে নায়ক করে যে ছবি তৈরি করেছিল, সেটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছবির অসামান্য জনপ্রিয়তা এবং নিনোর শ্রেষ্ঠ তারকা পদে প্রতিষ্ঠা। কাগজে লিখেছিল জনি ফন্টেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব ভার নিয়েছে, সমাধিস্থ করার দিন বাইরের কেউ আসবে না, শুধু বাড়ির লোকরা আর নিনোর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা উপস্থিত থাকবে। এক রোমাঞ্চকর বিবৃতিকার এতদূর দাবি করেছিল যে একটা সাক্ষাৎকারে জনি ফন্টেন নাকি বন্ধুর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। বলেছিল নাকি ওর উচিত ছিল বন্ধুকে ডাক্তারের হেপাজতে দিয়ে দেওয়া, কিন্তু বিবৃতিটা এমন ভাবায় লেখা হয়েছিল যে জনির কথাগুলো শোনাচ্ছিল কোনো শোচনীয় দুর্ঘটনার স্পর্শকাতর নির্দোষ দর্শকের আত্মগ্লানির মতো। বালবন্ধুকে জনি ফন্টেন চিত্রতারকা বানিয়ে দিয়েছিল, বন্ধুর জন্য তার বেশি আর কত করা যায়?

অন্ত্যেষ্টি হল ক্যালিফর্নিয়ায়; ফ্রেডি ছাড়া কর্লিয়নি পরিবারের কেউ উপস্থিত ছিল না। আর ছিল লুসি আর জুলস্ সীগল। ডন নিজে যেতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্র সামান্য বিকল হওয়াতে এক মাসের মতো শয্যা নিতে হয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা ফুলের 'রীদ্' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরিবারের মামুলী প্রতিনিধিস্বরূপ অ্যালবার্ট নেরিও পশ্চিমে গিয়েছিল।

নিনোর সমাধির দুদিন বাদে মো গ্রীনকে কেউ তার চিত্রতারকা প্রণয়িনীর বাড়িতে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। এ-সব ঘটনার প্রায় এক মাস পরে নেরিকে আবার নিউইয়র্কে দেখা গেল। ক্যারিবিয়ান সাগরতীরে ছুটি কাটিয়ে রোদে পুড়ে প্রায় কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে সে ফিরেছিল। মাইকেল কর্লিয়নি সহাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করে, দুটো-চারটে প্রশংসার কথা বলেছিল, সেই সঙ্গে এও বলেছিল যে এবার থেকে নেরি কিছু বাড়তি ভাতা পাবে, ঈস্ট সাইডের একটা বুক মেকারের ঘাঁটির আয়টুকু, সবাই বলত সেও চাট্টিখানি কথা নয়। নেরি তাতে খুশি; যে-জগতে কর্তব্যপালনের জন্য মুনাফা পাওয়া যায়, সেখানে বাস করতে পেরে নেরি সন্তুষ্ট।

উনত্রিশ

সব রকম সম্ভাব্য ঘটনা সম্বন্ধে মাইকেল কর্লিয়নি সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। ওর পরিকল্পনায় কোনো খুঁত ছিল না, ওর নিরাপত্তা ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। অনেক ধৈর্য ছিল মাইকেলের, মনে করেছিল গোটা বছর ধরে প্রস্তুতি চালাবে। কিন্তু এক বছর সময় ওর কপালে ছিল না, ভাগ্যই ওর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। কারণ স্বয়ং ধর্মবাপ, মহান্ ডন নিজে, মাইকেল কর্লিয়নিকে ব্যর্থ করেছিলেন।

একটা রোদে ভরা রবিবার সকালে, বাড়ির মেয়েরা সকলে তখন গির্জায় গিয়েছে, এই সময়ে ডন ভিটো কর্লিয়নি তাঁর বাগান-করার উর্দি গায়ে চড়ালেন; ঢলঢলে ছাই-রঙের পেন্টেলুন, রঙ-জলা নীল শার্ট, তোবড়ানো ময়লা মেটে রঙের ফিডরা টুপি, তাতে আবার একটা দাগধরা ছাই-রঙের রেশমি ফিতে পরানো, এই হল তাঁর উর্দি। বিগত কয়েক বছরে ডন বেশ মোটা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলতেন নাকি স্বাস্থ্যের কারণে উনি টোমাটো-লতার যত্ন করেন। তবে কারো চোখে ধুলো দিতে পারতেন না।

আসল কথা হল বাগানের কাজ করতে উনি ভালোবাসতেন। ভোরে উঠে বাগান দেখতে তাঁর বড় ভালো লাগত। ষাট বছর আগে সিসিলি দ্বীপে তাঁর শৈশবের কথা মনে ফিরে আসত, তাঁর বাবার মৃত্যুর বিভীষিকা আর শোকের স্মৃতিটুকু বাদ দিয়ে। তখন সারি সারি শিমগাছের ডগায় কচি কচি সাদা ফুল ধরেছিল, পেঁয়াজগাছের মজবুত সবুজ বোঁটা বেড়ার মতো তাদের ঘিরে রেখেছিল।

বাগানের এক কোণে একটা মুখ-লাগানো পিপে যেন বাগান পাহারা দিচ্ছিল পিপে ভরতি জলীয় গোবর সার, তার চাইতে ভালো সার হয় না। বাগানের অন্য দিকে নিজের হাতে ডন অনেকগুলো কাঠের চারকোনা ফ্রেম বানিয়েছিলেন, আড় দিকের কাঠিগুলোকে মোটা সাদা দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন। তার ওপর দিয়ে টোমাটো-গাছগুলো লতিয়ে উঠেছিল।

ডন তাড়াতাড়ি এসেছিলেন গাছে জল দিতে। রোদটা বেশি গরম হয়ে ওঠার আগেই জল দিতে হয়, তা না হলে জল তেতে আগুন হয়ে লেটুস গাছের কচি পাতা পুড়ে খাক হয়ে যায়। জলের চাইতে রোদের প্রকোপ বেশি, তবে জলেরও গুরুত্ব আছে; কিন্তু এই দুটি জিনিসকে মেশাবার সময়ে বুদ্ধি করে কাজ না করলে, ফলে হয় সর্বনাশ।

ডন তাঁর বাগানের মধ্যে পিঁপড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। পিঁপড়ে থাকা মানেই তরকারিতে এঁটেলপোকা ধরেছে, পিঁপড়েরা তাদের সন্ধানে আছে, তার মানে তরকারি গাছে পিচকিরি দিয়ে কীটনাশক ওষুধ ছড়াতে হবে।

সময়মতোই জল দেওয়া হল। রোদটা বড়ই গরম হয়ে উঠেছিল, ডন ভাবছিলেন 'বিবেচনা, বিবেচনা করে সব করতে হয়।' কিন্তু তখনো কয়েকটা গাছকে কাঠিতে তুলে দেওয়া বাকি ছিল। ডন আবার নিচু হলেন। ভাবলেন এই শেষ সারিটার কাজ হলেই ঘরে ফিরে যাবেন।

হঠাৎ মনে হল সূর্যটা যেন তাঁর মাথার বড্ড কাছে নেমে এসেছে। সমস্ত শূন্যটাকে জুড়ে ছোট্ট ছোট্ট সোনালী কণা নাচতে শুরু করেছে। মাইকেলের বড় ছেলে বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছিল, তার দাদু যেখানে হাঁটু গেড়ে রয়েছেন সেই দিকে, হঠাৎ মনে হল চোখ-ঝল্‌সানো হলুদ আলোয় সে আড়াল হয়ে গেল। কিন্তু ডনকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যেত না, পাকা অভিজ্ঞ লোক তিনি। ঐ জ্বলন্ত হলুদ ঢালটার পিছনে মৃত্যু লুকিয়ে ছিল, তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। ইশারা করে ডন ছেলেটাকে তফাতে সরে যেতে বললেন। আরেকটু হলেই বড় দেরি হয়ে যেত। বুকের মধ্যে কামারের হাতুড়ির ঘা পড়ল, দম বন্ধ হয়ে এল। ডন মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

ছেলেটা তার বাপকে ডাকতে ছুটল। মাইকেল কর্লিয়নি আর ফটকের কাছে যারা ছিল তাদের কজন ছুটে এসে দেখল ডন উপুড় হয়ে শুয়ে, মুঠো মুঠো মাটি খাবলাচ্ছেন। অমনি তাঁকে তুলে ওরা ছায়ায় ঘেরা, পাথর দিয়ে বাঁধানো, বারান্দায় নিয়ে গিয়ে শোয়াল। মাইকেল বাপের হাত ধরে, তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। বাকিরা ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে গেল।

প্রবল চেষ্টা করে ডন চোখ খুলে আরেকবার ছেলের দিকে তাকালেন। প্রচণ্ড হার্ট অ্যাটাকে তাঁর লালচে মুখ নীল হয়ে গেছিল। এই তাঁর অন্তিম অবস্থা। বাগানের সুগন্ধ তার নাকে এল, হলুদ আলোর পাত তাঁর চোখে লাগল, ফিসফিস করে ডন বললেন, "জীবন কি সুন্দর।"

বাড়ির মেয়েদের অশ্রু তাকে দেখতে হয়নি, তারা গির্জা থেকে ফিরবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ডাক্তার কিংবা অ্যাম্বুলেন্সও এসে পৌঁছয়নি। মরবার সময় তাঁর চারদিকে শুধু পুরুষরাই ছিল, প্রিয়তম পুত্রের হাত ধরে ডন মারা গেলেন।

খুব ঘটা করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিল। পাঁচ পরিবারের ডন আর ক্যাপোরেজিমিরা এসেছিল, টেসিওর আর ক্লেমেন্জার পরিবারও এসেছিল।

মাইকেলের বারণ সত্ত্বেও জনি ফন্টেন এসেছিল, তাই ট্যাব্লয়ড্ পত্রিকায় ঘটনাটার শিরোনামা বড় বড় হরপে বেরিয়েছিল। ফন্টেন সংবাদপত্রের লোকদের কাছে বিবৃতি দিয়েছিল যে ভিটো কর্লিয়নি তার ধর্মবাপ, এত ভালো লোক সে জীবনে আর দেখল না, এমন মানুষের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার এই সুযোগ পাওয়াতে সে সম্মানিত বোধ করছে, এ কথা সকলকে জানাতে তার এতটুকু দ্বিধা নেই।

প্রাঙ্গণের বাড়িতে, সেকেলে প্রথা অনুসারে নিশি-পালন হয়েছিল। আমেরিগো বনাসেরা এর চাইতে ভালো কাজ কখনো করেনি : মা যেমন করে বিয়ের কনেকে কত স্নেহে কত যত্নে সাজায়, সেও তেমনি করে তার পুরনো বন্ধুকে, তার ধর্মবাপকে সাজিয়ে দিয়ে, জীবনের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিল। উপস্থিত সকলেই মন্তব্য করেছিল যে স্বয়ং মৃত্যুও ডনের ললাট থেকে তাঁর আভিজাত্য আর মহিমা হরণ করে নিতে পারেনি ; এসব কথা শুনে আমেরিগো বনাসেরার চিত্ত সজ্ঞান গর্বে আর অদ্ভুত একটা শক্তির চেতনায় পূর্ণ হয়েছিল। একমাত্র সেই-ই জানত মৃত্যুর করাল হাত ডনের চেহারায় কি ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটিয়েছিল।

সব পুরনো বন্ধু আর অনুচররা এসেছিল। নাজোরিনি, তার স্ত্রী আর মেয়ে, মেয়ের স্বামী আর তাদের ছেলেমেয়েরা, লাস ভেগাস থেকে লুসি ম্যানচিনি আর ফ্রেডি। টম হেগেন, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে, স্যান ফ্রান্সিস্কো আর লস অ্যাঞ্জেলেস, বস্টন আর ক্লীভল্যাণ্ড থেকে সব ডনরা। রকো ল্যাম্পনি আর অ্যালবার্ট নেরি শবাধার বয়ে নিয়ে গেছিল, তাদের সঙ্গে ছিল ক্লেমেন্জা আর টেসিও আর বলা বাহুল্য ডনের ছেলেরা। প্রাঙ্গণ আর প্রাঙ্গণের সব কটি বাড়ি ফুলে, ফুলের 'রীদে' ভরে গেছিল।

প্রাঙ্গণের ফটকের বাইরে সাংবাদিকরা আর ফটোগ্রাফাররা জড়ো হয়েছিল ; একটা ছোট ট্রাকও ছিল, সবাই জানত তার মধ্যে বসে এফ-বি-আই-এর লোকরা তাদের মুভি ক্যামেরা দিয়ে এই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি তুলে নিচ্ছিল। কয়েকজন সাংবাদিক বিনা নিমন্ত্রণে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রাঙ্গণের ফটকে আর বেড়াতে সিকিউরিটি পাহারাদার, তারা সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিল, নিমন্ত্রণ পত্র দেখতে চাইছিল। যদিও সাংবাদিকদের প্রতি অত্যন্ত সৌজন্য দেখানো হয়েছিল এবং পানীয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবু

তাদের ভিতরে যেতে দেওয়া হয়নি। আত্মীয়রা যখন বেরিয়ে আসছিল তখন তাদের কারো কারো সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু উত্তরে তারা অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, একটি কথাও বলেনি।

সেই দিনটির বেশির ভাগ মাইকেল কর্লিয়নি কোণার লাইব্রেরি ঘরে কে, টম হেগেন আর ফ্রেডির সঙ্গে কাটিয়েছিল। ওদের সমবেদনা জানাবার জন্য অতিথিদের সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। মাইকেল সকলকে সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিল, এমন কি যখন কেউ কেউ তাকে ধর্মবাপ কিংবা ডন মাইকেল বলে সম্বোধন করেছিল, তখনো; একমাত্র কে-ই লক্ষ্য করেছিল যে ও ডাক শুনে মাইকেলের ঠোঁট দুটি অসন্তোষে কঠিন হয়ে উঠেছিল।

পরে ক্লেমেনজা আর টেসিও এসে এই অন্তরঙ্গ দলটিতে যোগ দিয়েছিল। মাইকেল নিজে হাতে করে তাদের পানীয় দিয়েছিল। ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু গল্পগুজব হয়েছিল। মাইকেল ওদের জানিয়েছিল যে প্রাঙ্গণটা আর তার ভিতরকার সব বাড়ি একটা উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণ সংস্থার কাছে বেচে দেওয়া হচ্ছে। প্রচুর লাভ রেখে; ডনের অসাধারণ প্রতিভার এও আরেকটি দৃষ্টান্ত।

সকলেই বুঝল যে এখন থেকে সমস্ত কর্লিয়নি সাম্রাজ্য পশ্চিমাঞ্চলে উঠে যাবে। কর্লিয়নি পরিবার তাদের নিউইয়র্কের সংগঠন তুলে দিচ্ছে। এ ব্যবস্থা এতদিন শুধু ডনের মৃত্যু কিংবা অবসর গ্রহণের অপেক্ষায় ছিল।

এ বাড়িতে এত লোকসমাগম শেষবারের মতো হয়েছিল প্রায় দশ বছর আগে, কন্সট্যান্‌শিয়া কর্লিয়নি আর কার্লো রিটসির বিয়ের পর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে, যেন এই রকম মন্তব্য করেছিল। মাইকেল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সেখান থেকে বাগানটা দেখা যেত। অতগুলো বছর আগে ঐ বাগানে সে কে-র সঙ্গে বসে ছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে ভবিতব্য একদিন তার এই অদ্ভুত অবস্থা করবে। মারা যাবার সময় বাবা বলেছিলেন, "জীবন কি সুন্দর।" বাবা কখনো মৃত্যু সম্বন্ধে একটি কথাও বলেছিলেন বলে মাইকেলের মনে পড়ল না, মনে হল বাবা মৃত্যুকে এত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন যে তাই নিয়ে তত্ত্বকথা বলতে পারতেন না।

সমাধি ক্ষেত্রে যাবার সময় হয়ে এল। মহান ডনকে এবার মাটি দিতে হবে। কে-র হাতে হাত দিয়ে মাইকেল বাগানে বেরিয়ে এসে শোকার্তদের দলে যোগ দিল। ওর পিছনে এল ক্যাপোরেজিমিরা, তারপর তাদের সৈনিকরা; তারও পিছনে এল দলে দলে দীনদুঃখী মানুষ, জীবনকালে ধর্মবাপ যাদের সর্বদা আশীর্বাদ করতেন। সেই রুটিওয়ালা নাজোরিনি, বিধবা কলম্বো আর তার ছেলেরা, তাছাড়া আরো অগুন্তি মানুষ, তাঁর হেপাজতে যারা বাস করত, যাদের ওপর তাঁর কড়া কিন্তু ন্যায্য শাসন ছিল। আরো কেউ কেউ এসেছিল, যারা ছিল তাঁর বিপক্ষ দলের, তারাও তাঁকে সম্মান জানাতে এসেছিল।

সমস্তই লক্ষ্য করেছিল মাইকেল, মুখে একটা আড়ষ্ট কিন্তু ভদ্র হাসি নিয়ে।

তবু যদি মরবার সময় আমিও বলে যেতে পারি, 'জীবন কি সুন্দর!' তাহলে আর কিছুতেই কিছু এসে যাবে না। নিজের ওপর যদি এতখানি আস্থা রাখতে পারি, আর কিছুর দরকারও থাকবে না। ভাবছিল বাবার পদ অনুসরণ করতে হবে। নিজের ছেলে-মেয়েদের, নিজের পরিবারের, নিজের এলাকার যত্ন নিতে হবে। ওর ছেলেমেয়েরা কিন্তু অন্য এক জগতে মানুষ হয়ে উঠবে। ওরা ডাক্তার হবে, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক হবে, রাজ্যপাল, প্রেসিডেন্ট। সব কিছু হবে। শুধু এইটুকু ওকে দেখতে হবে যে ওরা যেন মানবজাতির বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত হয়; কিন্তু মাইকেল নিজে একজন ক্ষমতাশালী, বিবেচনাশীল অভিভাবক রূপে অতি অবশ্যই ঐ বৃহৎ গোষ্ঠীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

সমাধির পরদিন সকালে কর্লিয়নি পরিবারের সব চাইতে বড় বড় পদাধিকারীরা প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়েছিল। বেলা বারোটার একটু আগে তারা ডনের শূন্য বাড়িতে প্রবেশ করল। মাইকেল নিজে তাদের অভ্যর্থনা করল।

কোণার লাইব্রেরি ঘরটি লোকে প্রায় ভরে গেল। দুই ক্যাপোরেজিমি ক্লেমেনজা আর টেসিও ছিল; রকো ল্যাম্পনি ছিল, তার ভারি দক্ষ, যুক্তিসঙ্গত ধরনধারণ; কার্লো রিটসি ছিল চুপচাপ, যেন নিজের পদ সম্বন্ধে খুব সচেতন; টম হেগেন ছিল, এই সঙ্কটকালে তার ওকালতি ছেড়ে সেও এসে জুটেছিল; অ্যালবার্ট নেরি ছিল, সে মাইকেলের যতটা কাছাকাছি সম্ভব থাকতে চেষ্টা করছিল, নতুন ডনের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছিল, পানীয় মিশিয়ে দিচ্ছিল, তার সমস্ত আচরণের মধ্যে দিয়ে, কর্লিয়নি পরিবারের সাম্প্রতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও তাদের প্রতি নিজের অবিচল বিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছিল।

ডনের মৃত্যু এই পরিবারের পক্ষে একটা বড় ধরনের দুর্ভাগ্য। মনে হচ্ছিল তাঁর অভাবে এদের অর্ধেক শক্তি চলে গেছে, বার্জিনি টাটাগ্লিয়া জোটের বিরুদ্ধে দরাদরির ক্ষমতাও প্রায় সমস্তটাই চলে গেছে। ঘরে যারা ছিল, তারা সকলেই এ কথা জানত। মাইকেল কি বলে, সকলে তারই অপেক্ষায় ছিল। তাদের চোখে কিন্তু সে তখনো নতুন ডনের পদ পায়নি। সে পদমর্যাদা, সে উপাধি মাইকেল তখনো অর্জন করেনি। ধর্মবাপ যদি আরো বাঁচতেন, তিনি তার ছেলের উত্তরাধিকারটিকে নিশ্চয়তা দান করতে পারতেন; এখানে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

নেরি সকলের হাতে পানীয় দেওয়া অবধি অপেক্ষা করে, তারপর মাইকেল বলল, "এখানে যারা আছ তাদের সকলকে এইটুকু মাত্র বলতে চাই যে তোমাদের মনের মধ্যে কেমন হচ্ছে আমি বুঝি। আমি জানি তোমরা সকলে আমার বাবাকে কত শ্রদ্ধা করতে, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের নিজেদের আর নিজেদের পরিবারের জন্য চিন্তা করতে হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ

কেউ ভাবছ যা ঘটে গেছে তার ফলে আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা কি রকম দাঁড়াবে, আমি যাকে যা কথা দিয়েছি তার কি হবে। তার উত্তরে আমি বলছি কিছুতেই কোনো পরিবর্তন হবে না। আগে যেমন স্থির হয়েছিল, সব সেই ভাবেই চলবে।"

ক্লেমেন্‌জা তার মোষের মতো বিশাল ঝাঁকড়া মাথা দোলাতে লাগল। চুলগুলোতে তার লোহার মতো ছাই রঙ ধরেছিল; নাক মুখের চার দিকে আরো চর্বি জমায় সেগুলো যেন তার মধ্যে বসে গেছিল, মুখের ভাব অপ্রীতিকর। সে বলল, "বার্জিনি টাটাগ্লিয়ারা এবার আমাদের খুব চেপে ধরবে, মাইক। তোমাকে তাদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতেই হবে।" ঘরের আর সকলে লক্ষ্য করল যে ক্লেমেনজা মাইকেলকে মামুলী ভাবেও সম্বোধন করেনি, ডন বলে ডাকা দূরে থাকুক।

মাইকেল বলল, "একটু অপেক্ষা করে দেখাই যাক কি হয়। ওদেরই আগে শান্তিভঙ্গ করতে দেওয়া যাক।"

টেসিওর স্বরটা নরম ছিল, সে বলল, "ওরা তাই করেওছে, মাইক। আজ সকালে ব্রুকলিনে দুটো বুক মেকারের আড়তে হামলা দিয়েছে। ওখানকার থানায় যে পুলিস-কাপ্তান আমাদের রক্ষিতদের ফর্দ রাখে, তার কাছে খবর পেলাম। এক মাসের মধ্যে সমস্ত ব্রুকলিন আমার বেহাত হয়ে যাবে, একটা টুপি ঝুলোবার জায়গা পাব না।"

চিন্তিত ভাবে মাইকেল ওর দিকে চেয়ে বলল, "সে বিষয়ে কিছু করেছ নাকি?"

টেসিও তার ছোট নেউল-মাথাটি নেড়ে বলল, "না, তোমার জন্য আরেকটা সমস্যার সৃষ্টি করতে চাইনি।"

মাইকেল বলল, "ভালো কথা। খালি চেপে বসে থাক। ঐ কথাই আমি তোমাদের সবাইকে বলতে চাই। যে যার চেপে বসে থাক। খোঁচা খেলেও প্রতিক্রিয়া দেখিও না। সব গুছিয়ে নিতে আমাকে কয়েক সপ্তাহ সময় দাও, কোন্ দিক দিয়ে বাতাস বইবে দেখতে দাও। তারপর এখানে যারা যারা আছ, সকলের জন্য যতটা ভালো বন্দোবস্ত সম্ভব, তাই আমি করে দেব। তারপর শেষ একটা আলোচনা সভা ডেকে, কতকগুলো অন্তিম সিদ্ধান্ত নেব।"

ওদের বিস্ময়ের ভাব মাইকেল দেখেও দেখল না, অ্যালবার্ট নেরি সকলকে দরজা অবধি পৌঁছে দিতে লাগল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে মাইকেল বলল, "টম, কয়েক মিনিট বসে যাও।"

প্রাঙ্গণের সামনে জানলার কাছে গিয়ে হেগেন দাঁড়াল। যতক্ষণ না দেখল নেরি ক্যাপোরেজিমিদের, কার্লো রিট্‌সি আর ন্যাম্পনিকে সুরক্ষিত ফটকের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, ততক্ষণ টম অপেক্ষা করে রইল। তারপর

মাইকেলের দিকে ফিরে বলল, "সমস্ত রাজনৈতিক কনেকশনগুলোর তার-সংযোগ ঠিক করে রেখেছ?"

সখেদে মাথা নেড়ে মাইকেল বলল, "সবগুলো নয়। আমার আরো চার মাস সময় দরকার ছিল। ঐ নিয়েই ডন আর আমি কাজ করছিলাম। তবে বিচারকরা সবাই হাতে আছে, সবার আগে ঐটি করা হয়েছে, আর আছে কংগ্রেসের কয়েকজন বেশি প্রতিপত্তিশালী সদস্য। তাছাড়া এখানে, নিউ-ইয়র্কের দলীয় নেতাদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, সে-কথা বলাই বাহুল্য। লোকে যা ভাবে, আসলে কর্লিয়নি পরিবার তার চাইতে অনেক শক্তিশালী, কিন্তু আমার আশা ছিল কোথাও এতটুকু ছিদ্র রাখব না।" এই বলে হেগেনের দিকে চেয়ে হেসে, মাইকেল বলল, "এত দিনে তুমি বোধ হয় সমস্ত পরিকল্পনা-টাকেই আঁচ করে ফেলেছ।"

হেগেন মাথা দুলিয়ে বলল, "সে আর শক্ত কি। তবে আমাকে কেন বাদ দিয়েছ, সেটা আগে বুঝিনি। শেষটা মাথায় সিসিলীয় টুপি আঁটতেই, তাও পরিষ্কার হয়ে গেল।"

মাইকেল হাসল। "বাবা বলেছিলেন তুমি ঠিক বুঝে নেবে। তবে এখন আর ওসব বিলাসিতা করলে আমার চলবে না। তোমাকে আমার এখানে দরকার। অন্ততঃ আরো কয়েক সপ্তাহের জন্য। তুমি বরং ভেগাসে ফোন করে তোমার স্ত্রীকে বলে রেখো। বল যে কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার।"

চিন্তান্বিতভাবে হেগেন বলল, "কি ভাবে ওরা তোমার ওপর হামলা করবে মনে হয়?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মাইকেল বলল, "বাবা সেটা বলে দিয়েছিলেন। খুব অন্তরঙ্গ কারো সাহায্য নেবে। বার্জিনি এমন কারো সাহায্য নেবে, যে আমার এতটা অন্তরঙ্গ যে তাকে সন্দেহ করার কথা আমার মনেও হবে না।"

হেগেন মৃদু হেসে বলল, "আমার মতো কেউ।"

মাইকেলও উত্তরে হেসে বলল, "তুমি তো আইরিশ, তোমার ওপর ওদের বিশ্বাস নেই।"

হেগেন বলল, "আমি জর্মান-অ্যামেরিকান।"

মাইকেল বলল, "তাকেই ওরা আইরিশ বলে। ওরা তোমার দিকেও এগোবে না, নেরির দিকেও নয়, কারণ নেরি পুলিসের লোক ছিল। তাছাড়া তোমরা দুজনেই আমার বড় বেশি কাছের মানুষ। অতটা ঝুঁকি নিতে ওরা পারবে না। রকো ল্যাম্পনি আবার যথেষ্ট কাছের নয়। না, ওরা বেছে নেবে ক্লেমেনৃজা, কিংবা টেসিও, কিংবা কার্লো রিটসিকে।"

নিচু গলায় হেগেন বলল, "বাজি ধরছি কার্লোই ওদের লোক।"

মাইকেল বলল, "দেখাই যাবে কে। আর বেশি দেরি নেই।"

পর দিন, সকালে হেগেন আর মাইকেল একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল। লাইব্রেরিতে গিয়ে মাইকেল একটা ফোন ধরল। তারপর রান্নাঘরে ফিরে এসে হেগেনকে বলল, "সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজ থেকে এক সপ্তাহ বাদে বার্জিনির সঙ্গে আমি দেখা করতে যাব। ডন মারা গেছেন তাই নতুন করে শান্তি করতে হবে।" এই বলে মাইকেল হাসল।

হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "কে ফোন করল? ওদের সঙ্গে যোগাযোগই বা করল কে?" ওরা দুজনেই জানত কর্লিয়নি পরিবার থেকে যে ঐ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, সে-ই বিশ্বাসঘাতক।

খেদে ভরা ছোট একটা করুণ হাসির সঙ্গে মাইকেল বলল, "টেসিও।"

কোনো কথা না বলে ওরা খাওয়া শেষ করল। কফি খেতে খেতে মাথা ঝাঁকিয়ে হেগেন বলল, "আমি হলপ করে বলতে প্রস্তুত ছিলাম কার্লোই বিশ্বাসঘাতক, নিদেন ক্লেমেন্জা। টেসিওর কথা একবারও মনে হয়নি। ও-ই ওদের মধ্যে সব চাইতে গুণী।"

মাইকেল বলল, "ও সব চাইতে মেধাবী। ওর যেটাকে সব চাইতে বুদ্ধির কাজ বলে মনে হয়েছে, ও তাই করেছে। ও আমাকে বার্জিনির হাতে তুলে দিয়ে, কর্লিয়নি পরিবারের উত্তরাধিকারী হতে চায়। আমার সঙ্গে থাকলে, শেষটা কে কবে ওকে কোতল করবে কে বলতে পারে। ও আঁচ করেছে আমি জিততে পারব না।"

হেগেন একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "আঁচ করাটা কতখানি ঠিক হয়েছে?"

মাইকেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ভাবতে খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু একমাত্র আমার বাবা জানতেন যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা আর ক্ষমতার দাম দশটা রেজিমির সমান। আমার মনে হয় বাবার অধিকাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতাই এখন আমার হাতে এসেছে, কিন্তু এ-কথা আমি ছাড়া কেউ সঠিক জানে না।" হেগেনের দিকে চেয়ে হাসল মাইকেল, সে হাসিতে আশ্বাসবাণী ছিল। বলল, "আমাকে ডন বলে ডাকতে ওদের বাধ্য করব। কিন্তু টেসিওর কথা ভেবে বড়ই খারাপ লাগছে।"

হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "বার্জিনির সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছ?"

মাইকেল বলল, "হয়েছি। আজ রাত থেকে এক সপ্তাহ বাদে। ব্রুকলিনে, টেসিওর এলাকায়, সেখানে আমি নিরাপদ।" আবার হাসল মাইকেল।

হেগেন বলল, "তার আগে পর্যন্ত সাবধানে থেকো।"

এই প্রথম হেগেনের সঙ্গে মাইকেলের কথায় শীতলতা দেখা গেল, "ঐ রকম পরামর্শ দেবার জন্য আমার কনসিলিওরির দরকার হয় না।"

কর্লিয়নি আর বার্জিনি পরিবারের শান্তি সভার আগের সপ্তাহে মাইকেল

হেগেনকে দেখিয়ে দিয়েছিল সে কত সাবধান হতে পারে। প্রাঙ্গণের বাইরে সে একবারও পদার্পণ করল না, নেরি পাশে না থাকলে কারো সঙ্গে দেখাই করল না। এর মধ্যে একটিমাত্র বিরক্তিকর পরিস্থিতি ঘটেছিল। কনি কার্লোর বড় ছেলের ক্যাথলিক গির্জায় 'আহ্বান' অনুষ্ঠান হবার কথা। কে মাইকেলকে বলেছিল ছেলেটির ধর্মবাপ হতে। মাইকেল রাজী হয়নি।

কে বলেছিল, "তোমার কাছে আমি বড় একটা অনুরোধ করি না। কিন্তু আমার জন্য এবার এটুকু কর। কনির বড় সাধ। কার্লোরও। ওদের কাছে এর অনেক গুরুত্ব। লক্ষীটি, মাইকেল।"

কে লক্ষ্য করেছিল যে পেড়াপীড়ি করার জন্য মাইকেল ওর ওপর বিরক্ত হয়েছে, ভেবেছিল কথা রাখবে না। তাই মাইকেল মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালে কে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছিল। মাইকেল বলেছিল, "বেশ। কিন্তু আমি তো প্রাঙ্গণের বাইরে যাব না। ওদের বল পাদ্রীকে বলে এইখানে অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করতে। যা খরচ লাগে আমি দেব। গির্জার লোকরা এই নিয়ে গণ্ডগোল করলে হেগেন সব ঠিক করে দেবে।"

কাজেই বার্জিনি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগের দিন, কার্লো আর কনি রিটসির ছেলের আহ্বাবান হবার অনুষ্ঠানে মাইকেল ছেলের ধর্মবাপ হয়েছিল। ভাগ্নেকে মাইকেল একটা খুব দামী সোনার হাতঘড়ি আর ব্যাণ্ড উপহার দিয়েছিল। কার্লোর বাড়িতে একটি ছোটখাটো প্রীতি সম্মেলন হয়েছিল, তাতে ক্যাপোরেজিমিদের, হেগেনের, ল্যাম্পনির আর প্রাঙ্গণের অন্যান্য বাসিন্দাদের এবং বলা বাহুল্য ডনের বিধবা স্ত্রীর নিমন্ত্রণ হয়েছিল। কনি এমনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে ভাইকে আর কে-কে সারা সন্ধ্যা বারে বারে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল। কার্লো রিটসির পর্যন্ত আবেগ দেখা গেছিল, সে সুযোগ পেলেই ওদের সেকেলে নিয়মে মাইকেলের হাত ঝাঁকিয়ে তাকে ধর্মবাপ বলে সম্বোধন করেছিল। মাইকেলকেও এর আগে কখনো এত অমায়িক আর মিশুকে বলে মনে হয়নি। কনি ফিসফিস করে কে-কে বলেছিল, "আমার মনে হয় এখন থেকে কার্লোর সঙ্গে মাইকের খুব বন্ধুত্ব হবে। এই রকম একেকটা ব্যাপারেই তো মানুষে মানুষে ভাব হয়।"

কে তার ননদের হাতে একটু চাপ দিয়ে বলেছিল, "আমি বড্ড খুশি হয়েছি।"

ত্রিশ

অ্যালবার্ট নেরি ব্রঙ্কসে তার ফ্ল্যাটে বসে তার পুরনো নীল সার্জের পুলিসের পোশাকটিতে সযত্নে বুরুশ চালাচ্ছিল। তারপর ব্যাজটার পিন খুলে, পালিশ

কারবার জন্য সেটিকে টেবিলে রাখল। একটা চেয়ারের ওপর পুলিসের হলস্টার আর বন্দুক ঝোলানো ছিল। এই সব ছোট ছোট পুরনো কর্তব্যগুলো অভ্যাস করতে গিয়ে ওর কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল; প্রায় দু বছর আগে ওর স্ত্রী ওকে ত্যাগ করে চলে যাবার পর থেকে কদাচিৎ ওর এমন আনন্দ হত।

রিটাকে যখন ও বিয়ে করেছিল সে তখনো স্কুলে পড়ত আর ও নিজেও সবে পুলিসে ঢুকে ছিল। ভারি লাজুক মেয়েটি, চুলগুলো কালো, গোঁড়া ইতালীয় পরিবারের কন্যা, তারা রাত দশটার পর ওকে বাইরে থাকতে দিত না। নেরি ওর সরলতা, ওর সততা, ওর মিষ্টি চেহারা আর কালো চুলের সঙ্গে গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিল।

রিটা নেরিও প্রথম দিকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কি দারুণ গায়ের জোর; রিটা লক্ষ্য করত ওর ঐ গায়ের জোরের আর কঠিন ন্যায়-অন্যায় বোধের জন্য লোকে ওকে ভয় করত। তবে ও কদাচিৎ কারো মন জুগিয়ে চলত। কোনো দলের কিংবা কোনো লোকের সঙ্গে মতভেদ হলে, ও হয় একেবারে মুখ বুজে থাকত, নয়তো কর্কশভাবে প্রতিবাদ জানাত। নম্রভাবে কখনো সে সম্মতি জানাত না। তার ওপর ছিল সিসিলির খাঁটি রাগ, নেরির ছিল চণ্ডাল রাগ। কিন্তু স্ত্রীর ওপর সে কখনো রাগ করত না।

পাঁচ বছরের মধ্যে লোকে নিউইয়র্ক শহরের গোটা পুলিস-বিভাগে নেরির মতো আর কাউকে ভয় করত না। তার ওপর ও ছিল সব চাইতে সততাপরায়ণ পুলিসের একজন। কিন্তু আইন প্রয়োগ করবার ওর নিজস্ব নিয়ম ছিল। গুণ্ডা ছোকরাদের ও দেখতে পারত না, যখনি দেখত রাতে মোড়ের মাথায় গুণ্ডা ছোকরার দল পথচারীদের জ্বালাতন করছে, সঙ্গে সঙ্গে ও দৃঢ়ভাবে কাজে নেমে যেত। ওর গায়ে ছিল বাস্তবিক অসাধারণ জোর, ও সেই জোর প্রয়োগ করত, নিজেও বুঝতে পারত না সে জোর কি প্রবল।

একদিন রাতে, সেণ্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে, টহলদার গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে, কালো রেশমী কোট পরা ছজন গুণ্ডা ছোকরাকে ও সারি দিয়ে দাঁড় করাল। ওর সহকারী ওকে চিনত, কাজেই তার এ ব্যাপারে জড়িত হবার ইচ্ছা ছিল না, সে গাড়িতেই চালকের আসনে বসে রইল। ছেলেগুলোর বয়স হবে কুড়ির কাছাকাছি, তারা রাস্তার লোকেদের থামিয়ে সিগারেট চাইছিল, চাওয়ার ধরনে খানিকটা ভীতি প্রদর্শন থাকলেও, কারো কোনো ক্ষতি করছিল না। তাছাড়া পাশ দিয়ে মেয়েরা চলে গেলে যৌন ইঙ্গিত করে তাদের জ্বালাতন করছিল, এ-রকম ফ্রান্সে দেখা গেলেও, অ্যামেরিকায় ততটা যেত না।

সেণ্ট্রাল পার্ক আর এইট্থ্ অ্যাভেনিউয়ের মাঝখানে একটা পাথরের দেয়াল, তারই সামনে নেরি ওদের সারি দিয়ে দাঁড় করাল। তখনো সূর্যাস্তের পড়ন্ত আলো ছিল, তবু নেরির হাতে ছিল তার প্রিয় হাতিয়ার, মস্ত একটা

টর্চবাতি। ও কখনো বন্দুক বের করত না, তার দরকারও হত না। রেগে গেলে ওর মুখে এমন একটা পাশবিক হিংস্র ভাব দেখা যেত, তার ওপর গায়ে পুলিসের পোশাক, তাই দেখেই সাধারণ গুণ্ডারা একেবারে ঘাবড়ে যেত। এরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

কালো রেশমী কোট পরা প্রথম ছোকরাকে নেরি জিজ্ঞাসা করলে, "কি নাম তোমার?" ছেলেটা একটা আইরিশ নাম করল। নেরি তাকে বলল, "রাস্তা থেকে কেটে পড়। ফের যদি আজ রাতে তোমাকে দেখতে পাই, তোমাকে ক্রুশে ঝোলাব।" টর্চবাতি দিয়ে ইঙ্গিত করতেই ছেলেটা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। পর পর আরো দুটো ছেলের সঙ্গে এই একই ব্যাপার হল। নেরি ওদেরও ছেড়ে দিল। চতুর্থ ছেলেটা একটা ইতালীয় নাম বলে নেরির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, যেন আত্মীয়তার দাবি করছে। নেরিকে দেখেই তার ইতালীয় বংশ ধরা পড়ে যেত। এক মুহূর্ত ছেলেটার দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রয়োজন ভাবে নেরি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি ইতালীয়?" ছেলেটা পরম আশ্বস্তভাবে হাসল।

অমনি তার মাথায় নেরি প্রচণ্ড এক টর্চের বাড়ি মারল। ছেলেটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কপালের চামড়া মাংস ফেটে মুখের ওপর দিয়ে রক্তের স্রোত বইতে লাগল। তবে আঘাতটা হাড় পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কর্কশভাবে নেরি তাকে বলল, "হারামজাদা, তুই ইতালীয়দের কলঙ্ক। তোর জন্য আমাদের বদনাম হয়। উঠে দাঁড়া।" ছেলেটার গায়ে একটা লাথি দিল নেরি, আস্তেও নয়, খুব জোরেও নয়। "যা বাড়ি যা, আর পথে বেরোস না। আর কখনো যেন তোকে ঐ কোট পরতে না দেখি। দেখলে তোকে হাসপাতালে পাঠাব। এখন বাড়ি যা। তোর ভাগ্যি যে আমি তোর বাবা নই।"

বাকি ছেলে দুটোকে নিয়ে নেরি আর মাথা ঘামাল না। তাদের পশ্চাতে লাথি মারতে মারতে অনেকখানি পথ পার করে দিয়ে, শুধু বলল সে রাতে যেন তারা আর পথে না বেরোয়।

এ-সব মোকাবিলা এমন তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয়ে যেত যে ভিড় জমবার, কিংবা নেরির আচরণের প্রতিবাদ জানাবার সময় থাকত না। নেরি টহলদার গাড়িতে চড়বার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী গাড়ি হাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। অবশ্য মাঝে-মধ্যে একেকটা সত্যিকার মারকুটে ঢ্যাটা ছেলের দেখা পাওয়া যেত, তারা লড়তে আসত, ছোরাছুরিও বের করত। এদের বাস্তবিকই শোচনীয় অবস্থা হত। নেরি তাদের বিকট হিংস্রভাবে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে, টহলদার গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলত। তারপর তাদের গ্রেপ্তার করা হত, পুলিস-অফিসারকে আক্রমণ করার অভিযোগে। তবে সাধারণতঃ ওরা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া অবধি বিচার মুলতুবি রাখতে হত।

অবশেষে নেরিকে ইউনাইটেড নেশন্স বাড়িটার এলাকায় বদলি করা হল

তার প্রধান কারণ ছিল পূর্বতন থানার সার্জেন্টকে নেরি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাত না। এখন ইউনাইটেড নেশন্সের কর্মীদের ছিল রাষ্ট্রদূতের অনাক্রম্যতা, তারা পুলিসের নিয়মের ধার ধারত না, যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্ক করত। নেরি থানায় গিয়ে নালিশ করাতে, ওকে বলা হয়েছিল এই নিয়ে যেন জলে নাড়া না দেয়, ওদিকে যেন চোখ বুজে থাকে। একদিন রাতে কিন্তু অসবধানে রাখা গাড়ির জন্য একটা গোটা ছোট রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। ততক্ষণে রাত বারোটা বেজে গেছিল, নেরি তার টর্চবাতিটা দিয়ে রাস্তার এক মাথা থেকে অন্য মাথা অবধি সব গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। গাড়ির মালিকরা যতই গণ্যমান্য রাষ্ট্রদূত হন না কেন, উইণ্ডস্ক্রীন সারাতে কারো বেশ ক'দিনের কম লাগেনি। এ-রকম বর্বরতার বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় স্রোতের মতো অভিযোগ আসতে লাগল।

এক সপ্তাহ ধরে রোজ উইণ্ডস্ক্রীন ভাঙার পর আসল ব্যাপার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চৈতন্যের উদয় হওয়াতে, অ্যালবার্ট নেরিকে হার্লেমে বদলি করে দেওয়া হল।

তার অল্পদিন পরেই একটা রবিবার নেরি তার স্ত্রীকে ব্রুকলিনে তার বিধবা বোনের বাড়িতে নিয়ে গেছিল। সব সিসিলীয়দের মতোই, অ্যালবার্ট নেরিও বোনকে বড় ভালোবসত, তাকে সব আঘাত থেকে হিংস্রভাবে রক্ষা করতে চাইত। মাস দুই পর পর একবার করে গিয়ে নেরি দেখে আসত বোন ভালো আছে কি না। বোন ওর চাইতে অনেক বড় ছিল, তার কুড়ি বছর বয়সের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটার নাম টমাস, বাপের শাসন না থাকায়, মাকে জ্বালাচ্ছিল। কয়েকটা ছোটখাটো বিপদে পড়েছিল, কেমন দুর্দান্ত স্বভাবের হয়ে উঠেছিল। পুলিসে নেরির কিছু প্রভাব ছিল, তারই জোরে একবার টমাসকে ছিঁচকে চুরির দায় থেকে সে রক্ষাও করেছিল। সেবার কোনো-মতে নেরি রাগ দমন করেছিল, তবে ভাগ্নেকে খুব সাবধান করে দিয়েছিল। বলেছিল, "টমি, ফের তুমি আমার দিদিকে কাঁদাবে তো আমি নিজে এসে তোমাকে সিধে করব।" কথাটা ভীতি-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি, শুভার্থী মামার সতর্কবাণী মাত্র। যদিও টমি ছিল ব্রুকলিনের ঐ গুণ্ডাপাড়ার ছোকরাদের মধ্যে সব চাইতে জবরদস্ত, মামার ভয়ে সে কিন্তু জুজু!

এবার যখন নেরি দিদির বাড়ি গেছিল, শনিবার রাতে খুব দেরি করে ফিরে টম অনেক বেলা অবধি ঘুমচ্ছিল। ওমা মা ওকে ডাকতে গেল, বলল কাপড়চোপড় পরে মামা-মামীর সঙ্গে দুপুরে খেতে বসবে এসো। মধ্যিখানের দরজাটা একটু খোলা ছিল, ভিতর থেকে ছেলের কর্কশ উত্তরটা শোনা গেল, "তাতে আমার ভারি বয়ে গেল, আমাকে ঘুমতে দাও।" কাজে কাজেই কুণ্ঠিত-ভাবে মা আবার রান্নাঘরে ফিরে এল।

শেষ পর্যন্ত ওকে বাদ দিয়েই খাওয়া হল। নেরি দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিল

এর মধ্যে টম আর ওকে কোনো বাড়াবাড়ি রকমের জ্বালাতন করেছে কি না, দিদি মাথা নেড়েছিল।

নেরি আর তার স্ত্রী সবে বিদায় নিচ্ছে, এমন সময় টমি অবশেষে উঠল। কোনোমতে গজগজ করে একটা 'হেলো' বলে, সে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। শেষটা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "এই মা, আমার জন্য কিছু রেঁধে দেবে না?" কথাগুলো অনুরোধের মতো শোনাল না। বরং মনে হল আহ্লাদে ছেলের আব্দার।

মা-ও তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, "একেবারে রাতে খাবার সময়ে উঠো, তখন খেও। আমি তোমার জন্য আরেকবার রাঁধতে পারব না।"

বিশ্রী একটা দৃশ্য, সংসারে যেরকম প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু ঘুম থেকে সদ্য উঠে টমির মেজাজ খিটখিটে হয়েছিল, সে একটা ভুল করে বসল। সে বলল, "উঃ, চুলোয় যাও তুমি আর তোমার খ্যাঁচখ্যাঁচানি! আমি বাইরে খেতে যাচ্ছি।" কথাগুলো বলামাত্র সে বুঝতে পারল যে বলা উচিত হয়নি।

ইঁদুরের ওপর বেড়ালের মতো ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল ওর মামা। এই একটা বিশেষ দিনে মাকে ওভাবে অপমান করার জন্য যত না, তার চাইতে বেশি কারণ হল যে স্পষ্ট বোঝা গেল কেউ কাছে না থাকলে মায়ের সঙ্গে ও ঐভাবেই কথা বলে। মামার সামনে এর আগে টমি কখনো মায়ের সঙ্গে ঐভাবে কথা বলেনি। এই রবিবার স্রেফ অসাবধানতাবশতঃ বলে ফেলেছে। সেটা ওর নিজেরই দুর্ভাগ্য।

দুজন মহিলার ভীত দৃষ্টির সামনে অ্যাল নেরি ভাগ্নেকে নির্মম ভাবে, সযত্নে সর্বাঙ্গে পেটাল। গোড়ায় ছোকরা খানিকটা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শীঘ্রই সে-সব ছেড়ে দিয়ে, দয়া ভিক্ষা করতে শুরু করেছিল। যতক্ষণ না ওর ঠোঁট ফুলে রক্ত বেরোয়, নেরি ওর গালে চড় মারল। মুণ্ডু ধরে জোরে দেয়ালে ঠুকে দিল। পেটে ঘুঁষি মেরে, মাটিতে পেড়ে ফেলে গালচেতে মুখ ঘষে দিল। তারপর মহিলাদের দুজনকে অপেক্ষা করতে বলে, টমিকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে, গাড়িতে তুলে বসাল। তারপর তাকে বকে ভূত ভাগিয়ে দিল। "ফের যদি দিদির কাছে শুনি তুমি ওভাবে কথা বলেছ, তখন যা করব, তার তুলনায় আজকের মারটাকে মেয়েমানুষের চুমো মনে হবে। আমি দেখতে চাই যে তুমি একেবারে শুধরে গেছ। এখন বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বল আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি।"

এই ঘটনার দু মাস পরে অ্যাল নেরি একদিন ডিউটি শেষ করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখল ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে গেছে। কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে সে বাপের বাড়ি চলে গেছিল। শ্বশুর ওকে বললেন যে রিটা ওকে ভয় করে। ওর এমন চণ্ডাল রাগ যে রিটার ওর সঙ্গে থাকতে ভয় লাগে। শুনে অ্যাল স্তম্ভিত, কথাটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

স্ত্রীর গায়ে সে কখনো হাত তোলেনি, কখনো কোনো রকম ভয়ও দেখায়নি, তার প্রতি ওর মনে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুর স্থান ছিল না। ওর এই আচরণে নেরি এতই বিভ্রান্ত হয়েছিল যে স্থির করেছিল কয়েক দিন যাক, তারপর ওর বাপের বাড়ি গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এর পরের রাতেই ডিউটিতে গিয়ে একটা গোলমালে পড়তে হল। হার্লেম থেকে ডাক এল, মারাত্মক আক্রমণের ব্যাপার, নেরির গাড়ি সেখানে গেল। গাড়ি একেবারে থামবার আগেই অভ্যাসমতো নেরি লাফিয়ে নেমে পড়ল। রাত বারোটা বেজে গেছিল, ওর হাতে ছিল সেই টর্চবাতিটা। অকুস্থল খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। একটা বস্তী বাড়ির দরজায় লোকের ভিড় দেখা গেল। একজন নিগ্রো মেয়ে নেরিকে বলল, "ওখানে একটা লোক একটা ছোট মেয়েকে কেটে ফেলছে।"

নেরি বাড়িটার হল্‌ঘরে ঢুকল। হল্‌ঘরের অন্য মাথায় একটা খোলা দরজা দিয়ে আলো বেরোচ্ছিল, গোঙানির শব্দও শোনা যাচ্ছিল। টর্চবাতি হাতে নিয়েই, হল্‌ পেরিয়ে নেরি খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

ঢুকেই দুটো দেহের ওপর হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। একজন বছর পঁচিশের নিগ্রো মেয়ে, অন্যজন নিগ্রো কিশোরী, তার বয়স বারো বছরের বেশি হবে না। দুজনেরই গায়ে মুখে ক্ষুর দিয়ে কাটার দাগ। বসবার ঘরে আততায়ীকেও নেরি দেখতে পেল। লোকটাকে ও খুব চিনত।

তার নাম ওয়াক্স বেন্‌স্‌, বেশ্যাবাড়ির দালাল, মাদক ব্যবসাদার, গুণ্ডা। নেশার ঘোরে এখন তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল, হাতে ধরা রক্ত-মাখা ছুরিটা কাঁপছিল। এর দু সপ্তাহ আগে, একজন বেশ্যাকে রাস্তায় গুরুতর ভাবে মারধোর করার জন্য নেরি এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করেছিল। বেন্‌স্‌ ওকে বলেছিল, "দেখ বাপু, এর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।" নেরির সহকারীও এই রকম কি যেন বলেছিল, নিগ্রোগুলোর ইচ্ছা হয় তো পরস্পরকে কেটে কুচি-কুচি করুক না। নেরি কিন্তু ওকে টেনে থানায় নিয়ে গেছিল। অবশ্য তার পরদিনই সে জামিনে খালাস পেয়েছিল।

নেরি কোনো দিনই নিগ্রোদের খুব একটা পছন্দ করত না, আর হার্লেমে কাজ করতে এসে অবধি পছন্দটা আরো কমে গেছিল। বাড়ির মেয়েরা চাকরি করত, বেশ্যাগিরি করত আর পুরুষগুলো খালি নেশা করত, মদ খেত। হারামজাদাগুলোর একটাকেও নেরি সহ্য করতে পারত না। কাজেই বেন্‌সের এ রকম বেপরোয়া ভাবে আইন অমান্য করা দেখে ও রেগে চতুর্ভুজ হয়ে গেল। আর ক্ষুর দিয়ে কাটা-ছেঁড়া ছোট মেয়েটাকে দেখে ওর গা-বমি করতে লাগল। ঠাণ্ডা মাথায়, নেরি মনে মনে স্থির করল এ লোকটাকে গ্রেপ্তার করবে না। এদিকে ওর পিছন পিছন ফ্ল্যাটের ভিতরে গাদা গাদা সাক্ষী এসে ঢুকেছিল, কেউ কেউ ঐ বাড়িরই বাসিন্দা, নেরির টহলদার গাড়ির সহকারীও এসেছিল।

নেরি বেন্‌সকে হুকুম করল, "ছুরি ফেল, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।"

বেন্‌স্ হেসে উঠল, "ও হে বাপু, আমাকে গ্রেপ্তার করতে হলে তোমার বন্দুক লাগবে।" তারপর ছুরি তুলে বলল, "নাকি এইটে চাও?"

তীরবেগে ছুটে গেল নেরি, যাতে সহকারী বন্দুক বের করবার সময় না পায়। নিগ্রো লোকটি ছুরি মারল, কিন্তু নেরির অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা ছিল, বাঁ হাতের তেলো দিয়ে কোপটা আটকাল। আর ডান হাত ঘুরিয়ে টর্চবাতি দিয়ে মোক্ষম এক বাড়ি দিল। আঘাতটা লাগল বেন্‌সের মাথার পাশে, সে হাঁটু মুড়ে মোদো মাতালের মতো হাস্যকর ভাবে বসে পড়ল। হাত থেকে ছুরি পড়ে গেল। লোকটা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। কাজেকাজেই নেরির দ্বিতীয় আঘাতটা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। এ কথা পুলিসের বিভাগীয় শুনানিতে আর পরে ফৌজদারি আদালতে বিচারের সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের আর নেরির দিকের সহকর্মীর সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণ হয়ে গেছিল। বেন্‌সের মাথার খুলির ওপরে নেরি এমনি প্রচণ্ড বাড়ি মেরেছিল যে টর্চবাতির কাচ টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল, এনামেল করা ঢাকনিটা আর বাল্বটা ছিটকে বেরিয়ে, ঘরের অন্য ধারে গিয়ে পড়েছিল। টর্চের ভারি এনামেলের চোঙাটা পর্যন্ত বেঁকে গেছিল, ভিতরে ব্যাটারির সেলগুলো না থাকলে দুমড়ে দু-ভাঁজ হয়ে যেত। ঐ বাড়ির বাসিন্দা, একজন নিগ্রো দর্শক, স্তম্ভিত হয়ে বলেছিল, "বাপ রে, ঐ নিগ্রোর মাথাটা কি শক্ত!"

কিন্তু তাই বলে বেন্‌সের মাথাটা যথেষ্ট শক্ত ছিল না। আঘাতের চোটে খুলিটা টোল খেয়ে গেছিল। এই ঘটনার দু ঘণ্টা পরে সে হার্লেমের হাসপাতালে মারা গেছিল।

অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগের জন্য যখন তাকে বিভাগীয় অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, অ্যালবার্ট নেরি ছাড়া কেউ এতটুকু আশ্চর্য হয়নি। তাকে সাসপেণ্ড করা হল, তার নামে ফৌজদারি মামলা জারি করা হল। নরহত্যার জন্য সে অভিযুক্ত হল, দোষী সাব্যস্ত হল, এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাবাসে নেরি দণ্ডিতও হল। ততদিনে কিন্তু ব্যর্থ আক্রোশে আর সমস্ত সমাজের প্রতি বিদ্বেষে ওর অন্তঃকরণ এমনি ভরে গেছিল যে রায় শুনে সে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। শেষটা ওকেই অপরাধী সাব্যস্ত করল এত বড় আস্পর্ধা! ঐ নিগ্রো বেশ্যার দালালটার মতো একটা জানোয়ারকে মেরে ফেলেছে বলে কি না ওকে জেলে দিল, এমন আস্পর্ধা!! ঐ যে মহিলাকে আর ছোট মেয়েটাকে কেটেকুটে এ জন্মের মতো বিকলাঙ্গ করে দিল, এখন পর্যন্ত তারা হাসপাতালে পড়ে আছে, তাদের জন্য কারো কাঁচকলাও এসে গেল না!!

জেলকে নেরি ভয় করত না। ওর বিশ্বাস ছিল যে যেহেতু ও পুলিসে কাজ করত আর বিশেষ করে ওর অপরাধটার প্রকৃতির জন্য ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহারই

করা হবে। পুলিস অফিসারদের মধ্যে কয়েকজন বন্ধু তারই মধ্যে ওকে আশ্বাস দিয়েছিল যে তাদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে ওর কথা বলে দেবে। একমাত্র ওর শ্বশুর, বিচক্ষণ সেকেলে ইতালীয় ব্যবসাদার, ব্রঙ্কসের ওদিকে একটা মাছের বাজারের মালিক তিনি, তিনিই বলেছিলেন জেলে গেলে অ্যালবার্ট নেরি এক বছরও বাঁচবে কি না সন্দেহ। হয় ওর সঙ্গী কোনো কয়েদী ওকে মেরে ফেলবে, নয়তো ও তাদের একজনকে মেরে ফেলবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ওঁর মেয়ে এত ভালো স্বামীকে শুধু মেয়েলী ঢং করে ছেড়ে গেছিল বলে শ্বশুর নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করতেন। তাঁর কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তাঁদের প্রতিনিধির কাছে উনি আত্মরক্ষার্থে টাকা দিতেন, তাছাড়া উপহারস্বরূপ ওঁর সেরা মাছগুলো তাঁদের বাড়িতে পাঠাতেন। নেরির শ্বশুর নিজে গিয়ে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করেছিলেন।

কর্লিয়নি পরিবারের লোকরা অ্যালবার্ট নেরির কথা জানত। ন্যায়পরায়ণ জবরদস্ত পুলিসের লোক বলে ও একটা কিংবদন্তীর মতো ছিল। লোকে বলত ওকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যায় না, পুলিসের ইউনিফর্ম আর ন্যায্যভাবে যে বন্দুকটা ওর সঙ্গে থাকত, সেগুলোকে বাদ দিলেও ওর ঐ ব্যক্তিত্বের জন্যই সকলে ওকে ভয় করত। এই ধরনের লোক সম্বন্ধে কর্লিয়নি পরিবারের বরাবরই উৎসাহ ছিল। ও যে পুলিসের কর্মী, ওদের কাছে সে তথ্যটার ততখানি মূল্য ছিল না। বহু যুবক ভুল পথ ধরে তাদের ভবিতব্যের ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। কাল এবং ভাগ্য তাদের সহায় হয়।

অব্যর্থ ভাবে ভালো কর্মী খুঁজে খুঁজে বের করবার ক্ষমতা ছিল পীট ক্লেমেন্‌জার, টম হেগেনের নজরে নেরির ব্যাপারটা সেই-ই এনেছিল। পুলিসের বিভাগীয় বিবৃতি পড়ে আর ক্লেমেন্‌জার বিবরণী শুনে হেগেন বলেছিল, "এইখানে বোধহয় আরেকটি লুকা ব্রাসির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।"

ক্লেমেন্‌জা সোৎসাহে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল। লোকটা বেজায় মোটা হলেও, ওর মুখে মোটা মানুষের অমায়িকতার চিহ্ন দেখা যেত না। সে বলল, "আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। এদিকে মাইকের নিজের একটু নজর দেওয়া উচিত।"

কাজেই ঘটনাচক্রে অ্যালবার্ট নেরিকে তার সাময়িক কারাগার থেকে রাজ্যের অন্যত্র স্থায়ী আবাসে নিয়ে যাবার আগেই তাকে জানানো হল যে উচ্চ পুলিস পদাধিকারীদের পেশ করা নতুন তথ্য আর হলফনামার ওপর নির্ভর করে জজ ওর পুনর্বিচার করেছেন। আগেকার রায় মকুফ হয়েছে। নেরিকে মুক্তি দেওয়া হল।

অ্যালবার্ট নেরি মোটেই বোকা ছিল না, ওর শ্বশুরও কিছু লাজুক বনফুলটি ছিলেন না। নেরি সমস্ত ব্যাপার শুনে, রিটার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে শ্বশুরের ঋণ পরিশোধ করেছিল। তারপর সে লং বীচে গেল তার উপকারীদের

কৃতজ্ঞতা জানাতে। বলা বাহুল্য আগে থাকতেই তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মাইকেল তার সঙ্গে লাইব্রেরিতে দেখা করেছিল।

মামুলী সুরে ধন্যবাদ জানিয়েছিল নেরি, এবং মাইকেল যে-রকম সহৃদয়তার সঙ্গে সেটি গ্রহণ করেছিল, তাই দেখে নেরি আশ্চর্য আর কৃতার্থ হয়ে গেছিল।

মাইকেল বলেছিল, "আরেকজন সিসিলীয়র সঙ্গে ওদের ও-রকম ব্যবহার করতে দিই কি করে? ওদের উচিত ছিল তোমাকে একটা পদক দেওয়া। কিন্তু সব শালার রাজনীতিওয়ালারা দলীয় চাপ ছাড়া আর কিছুর ধার ধারে না। শোন, আমি যদি সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে এ-কথা না বুঝতাম যে তোমার ওপর ভয়ঙ্কর অবিচার করা হয়েছে, তাহলে আমি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করতাম না। আমাদের লোকদের একজন তোমার দিদির সঙ্গে কথা বলেছে, তোমার দিদি বলেছেন তুমি সর্বদা তাঁর আর তাঁর ছেলের জন্য কত ভেবেছ, ছেলেটাকে সিধে করে দিয়েছ, যাতে বিগড়ে না যায় সেই ব্যবস্থা করেছ। তোমার শ্বশুর বলেন তোমার মতো ভালো লোক হয় না। এ-রকম বড় একটা শোনা যায় না।" বুদ্ধি করে নেরির স্ত্রীর গৃহত্যাগের কথা মাইকেল উল্লেখ করেনি।

কিছুক্ষণ ওরা বসে গল্প করেছিল। নেরির চিরকাল বড় চাপা স্বভাব, কিন্তু এখন আপনা থেকেই মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে সে মন খুলে কথা বলেছিল। মাইকেল হয়তো ওর চাইতে মাত্র পাঁচ বছরের বড় ছিল, কিন্তু নেরি এমনভাবে কথা বলছিল যেন মাইকেল অনেক বড়, ওর বাপের বয়সী।

শেষ পর্যন্ত মাইকেল বলেছিল, "তোমাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে, ব্যস্ অকূলে ভাসিয়ে দেবার তো কোনো মানে হয় না। আমি তোমার জন্য কিছু কাজের বন্দোবস্ত করতে পারি। লাস ভেগাসে আমাদের বিষয়-আশয় আছে, তোমার এই রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বচ্ছন্দে সেখানকার নিরাপত্তার ভার নিতে পারবে। কিংবা যদি নিজে কোনো ছোটখাটো ব্যবসা খুলতে চাও, ব্যাঙ্ক থেকে যাতে মূলধনের টাকা অগ্রিম পাও, তার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।"

কৃতজ্ঞতা আর কুণ্ঠায় নেরি অভিভূত হয়ে পড়েছিল। গর্বের সঙ্গে ঐ-সব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, "আমার দণ্ড মকুফ হলেও আমাকে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকতে হবে যে।"

চটপট করে মাইকেল বলল, "ও-সব বাজে কথা। ও আমি ঠিক করে দিতে পারব। পরিদর্শনের কথা ভুলে যাও, ব্যাঙ্ক থেকে যাতে কোনো কথা না ওঠে, তাই তোমার 'হলুদ কাগজ'টা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থাও করতে পারি।"

যে কোনো ব্যক্তির অপরাধের তালিকা তৈরি করে রাখত পুলিস থেকে, তাকেই বলা হত 'হলুদ কাগজ'। কোনো আসামীকে দণ্ড দেবার আগে জজের হাতে সাধারণতঃ ঐ হলুদ কাগজটি দেওয়া হত, তিনি সেটি পড়ে দেখে, তবে স্থির করতেন কি রায় দেবেন। এতকাল পুলিসে কাজ করার ফলে নেরি ভালো করেই জানত যে বহু বদমাইসকে লঘু দণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ পুলিসের

রেকর্ড বিভাগ ঘুষ খেয়ে নির্দোষ 'হলুদ কাগজ' তৈরি করে দেয়। কাজেই মাইকেল কর্লিয়নি ঐ কাজ করতে পারে শুনে সে বিশেষ আশ্চর্য হল না। তবে তার জন্য মাইকেল এতটা কষ্ট করবে শুনে নেরি আশ্চর্য হয়েছিল।

মাইকেলকে সে বলেছিল, "সাহায্য দরকার হলে, আপনাকে জানাব।"

মাইকেল বলল, "খুব ভালো। এসো, আমার আর আমার পরিবারের সঙ্গে খাবে চল। বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। চল, তাঁর বাড়িতে হেঁটে যাই। মা নিশ্চয় লঙ্কা ভাজা, ডিম, সসেজ ইত্যাদি তৈরি করে রেখেছেন। খাঁটি সিসিলীয় কায়দায়।"

কৈশোরের পর এত আনন্দে অ্যালবার্ট নেরির দুপুরবেলা কাটেনি। ওর পনেরো বছর বয়সে মা-বাবাকে হারাবার পর আর কখনো নয়। ডন কর্লিয়নি ভারি প্রসন্ন মেজাজে ছিলেন, তিনি যখন আবিষ্কার করলেন যে নেরির মা-বাবার আদি বাস ছিল যে ছোট গ্রামটিতে, সেখান থেকে তাঁদের গ্রামে হেঁটে যেতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে, ভারি খুশি হলেন। খুব সদালাপ হল, খাবার-দাবার অতি উপাদেয়, মদটির রঙ গাঢ় লাল, ভারি পুষ্টিকর। নেরির খেয়াল হল এ যেন নিজের আপন জনের মাঝখানে এসে পড়েছে। ও জানত আজ ও একজন বহিরাগত অতিথি। কিন্তু এ-ও বুঝতে পারল যে এখানে ও একটা স্থায়ী জায়গা পেতে পারে, এ জগতে ও সুখী হতে পারে।

মাইকেল আর ডন ওর সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেলন। ডন ওর সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করে বললেন, "খাসা ছেলে তুমি। এই যে আমার ছেলে মাইকেলকে দেখছ, আমি ওকে জলপাই তেলের ব্যবসা শেখাচ্ছি। বুড়ো হচ্ছি, অবসর নিতে চাই। এমন সময় ও এসে বলে কি না তোমার ব্যাপারে মাথা গলাতে চায়। আমি বলি কি তেলের ব্যবসা শিখছিস, তাই নিয়েই থাক্। তা মানবে না। বলে এ বড় ভালো লোক, সিসিলিতে বাড়ি, আর ওরা কি না ওর ওপর এই রকম অবিচার করেছে। কেবলই ঐ রকম বলে, এতটুকু শান্তি দেয় না আমাকে, যতক্ষণ না আমি হাত লাগালাম। তোমাকে এত কথা বলার কারণ যে আমার মতে ও ঠিকই বলেছিল। এখন তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে, আমরা হস্তক্ষেপ করেছিলাম বলে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। কাজেই তোমার জন্য যদি আর কিছু করতে পারি, সে উপকারটুকু চেও। বুঝতে পারলে? আমরা তোমার জন্য কিছু করতে পারলেই খুশি।"

(ডনের দয়ার কথা মনে করে নেরি ভাবছিল আজ তিনি বেঁচে থাকলে কি ভালোই না হত, নিজে দেখে যেতেন আজ সে কেমন সেবা দেবে।)

মন ঠিক করতে নেরির তিন দিনও সময় লাগেনি। সে বুঝতে পারছিল ওকে তোয়াজ করা হচ্ছে, কিন্তু তারও বেশি কিছু বুঝতে পারছিল। বুঝতে পারছিল যে যে-কাজের জন্য সমাজ তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড দিয়েছিল, কর্লিয়নি পরিবার সেই কাজ অনুমোদন করে। কর্লিয়নি পরিবার ওর মূল্য

বোঝে, সমাজ বোঝে না। বুঝতে পারছিল বাইরের জগতের চাইতে এই যে-জগৎ কর্লিয়নিরা তৈরি করেছে এখানে সে অনেক বেশি সুখে থাকবে। তাছাড়া নেরি এও বুঝেছিল যে তাদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমানার ভিতরে কর্লিয়নিরা সমাজের চাইতেও বেশি শক্তিশালী।

মাইকেলের সঙ্গে আবার দেখা করেছিল সে, তাকে নিজের দিকটা খোলা-খুলি বলেছিল। ভেগাসে কাজ করবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিউইয়র্কে ওদের কাজ করতে ও রাজী। নিজের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রাখেনি সেখ শুনে মাইকেল যে অভিভূত হয়েছিল, সেটা নেরিও লক্ষ্য করেছিল। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু মাইকেল প্রথমেই নেরিকে মিয়ামিতে কর্লিয়নিদের হোটেলে কয়েক দিনের জন্য ছুটি কাটাতে জোর করে পাঠিয়ে দিল। খরচপত্র লাগল না, এক মাসের মাইনে আগাম দেওয়া হল, যাতে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবার টাকা হাতে থাকে।

এই প্রথম নেরি বিলাসিতার আস্বাদ পেল। হোটেলের লোকরা ওর বিশেষ আদর-যত্ন করেছিল, বলেছিল, "আহা, আপনি যে মাইকেল কর্লিয়নির বন্ধু।" কথাটা জানাজানি হল। ওকে সব চাইতে শৌখীন স্যুইটের মধ্যে একটা দেওয়া হল। গরীব আত্মীয়স্বজনদের যেরকম ক্ষমা-ঘেন্না করে সস্তার ঘর দেওয়া হয়, এ সে-রকম ব্যবস্থা নয়। যে-লোকটার হাতে নাইট-ক্লাবের ভার ছিল সে ওকে কয়েকজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। নেরি যখন আবার নিউ-ইয়র্কে ফিরে এল, জীবন সম্বন্ধে ওর মোটের ওপর ধারণাটা ততদিনে কিঞ্চিৎ বদলে গেছিল।

ওকে ক্লেমেন্জার দলে ভরতি করে দেওয়া হল; কর্মী যাচাই করতে ক্লেমেন্জা ছিল যেমন মেজাজী তেমনি দক্ষ, সে ওকে ভালো করে পরখ করে নিল। কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। যাই হোক না কেন, এককালে তো নেরি পুলিসের লোক ছিল। কিন্তু ওর মধ্যে একটা সহজাত হিংস্রতা ছিল; আইনের বিপক্ষদলের সঙ্গে কাজ করতে যদি বা ওর গোড়ায় মনে মনে একটু 'কিন্তু' থেকে থাকে, ঐ হিংস্রতার জোরে সে-সব ঘুচে গেল। ঝানু হয়ে উঠতে নেরির এক বছরও লাগেনি। ততদিনে ফিরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছিল।

ক্লেমেন্জা ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আশ্চর্য মানুষ নেরি, নবতন লুকা ব্রাসি। দেমাক করে ক্লেমেন্জা বলত, এ লুকার চাইতেও ভালো হবে। হাজার হোক, নেরিকে তো ক্লেমেন্জা আবিষ্কার করেছিল। শারীরিক দিক থেকে লোকটাকে দেখলে অবাক হতে হত। এমনি তার প্রতিক্রিয়া, এমনি সমন্বয়-বোধ যে ইচ্ছা করলেই ও বেস্ বল্ খেলায় নেমে আরেকটা জো ডিম্যাজিও হতে পারত। সেই সঙ্গে ক্লেমেন্জা এও জানত যে ওর মতো একজন লোক নেরির মতো মানুষকে কখনোই সামলাতে পারবে না। নেরিকে তাই সরাসরি মাইকেল কর্লিয়নির কাছে জবাবদিহি করতে হত, প্রয়োজন হলে টম হেগেনের মধ্যস্থতায়। নেরি

হল একজন বিশেষ ব্যক্তি, সেই হিসাবে অনেক টাকা মাইনে পেত, কিন্তু আলাদা করে একটা জীবিকার ব্যবস্থা পেত না, একটা বুকমেকিং ব্যবসা, কিংবা পালোয়ানের দল, এ-সব নয়। স্পষ্টই বোঝা যেত যে কর্লিয়নির ওপর ওর অগাধ ভক্তি ছিল। একদিন ঠাট্টা করে হেগেন মাইকেলকে বলেছিল, 'কেমন, এবার তো তোমার লুকা ব্রাসি পেলে।'

মাইকেল মাথা দুলিয়ে সায় দিয়েছিল। বাস্তবিকই কাজটা খুব ভালো হয়েছিল। মৃত্যু পর্যন্ত অ্যালবার্ট নেরির বিশ্বাস অবিচলিত থাকবে। বলা বাহুল্য কায়দাটা স্বয়ং ডনের কাছ থেকেই শেখা। কাজ শিখবার সময়, বাবার কাছে দীর্ঘদিন শিষ্যত্ব করবার সময় মাইকেল একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "লুকা ব্রাসির মতো একটা লোককে তুমি কি করে কাজে লাগালে? ও তো একটা জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়।"

তখন ডন ওকে জ্ঞান দিতে বসেছিলেন। বলেছিলেন, "দেখ, পৃথিবীতে এমন সব লোক আছে যারা নিহত হতেই চায়, দাবি করে বেড়ায়। এ রকম লোক নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। জুয়ো খেলতে বসে তারা ঝগড়া করে; কেউ যদি তাদের গাড়ির ফেণ্ডারে দৈবাৎ এতটুকু একটা আঁচড় কাটে, অমনি তারা রাগে অন্ধ হয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে; যে-সব লোকের ক্ষমতা সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, তাদের অপমান করে, তাদের ওপর অত্যাচার করে। আমি একটা লোককে দেখেছি, এমনি আহাম্মুক যে ইচ্ছা করে একদল বিপজ্জনক লোককে চটাচ্ছিল, অথচ তার নিজের কোনো রকম সংস্থান ছিল না। এমন সব লোক আছে যারা পৃথিবীময় এই বলে চ্যাচাতে চ্যাচাতে ঘুরে বেড়ায়— আমাকে মারো! আমাকে মারো! আর সর্বদাই দেখা যায় তখন আরো কতকগুলো এসে জোটে যারা ওদের অনুরোধ রক্ষা করতে আগ্রহী। এ রকম ঘটনার কথা আমরা রোজ কাগজে পড়ি। বলা বাহুল্য এ ধরনের লোকরা অপরেরও প্রচুর অনিষ্ট করে।

লুকা ব্রাসি ছিল এই জাতের লোক। কিন্তু এমনি অসাধারণ লোক ছিল যে বহুদিন পর্যন্ত কেউ ওকে মারতে পারেনি। এদের অধিকাংশের সঙ্গেই আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু ব্রাসির মতো মানুষকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে, সে একটা প্রবল অস্ত্রের মতো হয়ে দাঁড়ায়। গোপন কথাটা হল যে ও যখন মৃত্যুকে ভয় পায় না, এমন কি তাকে খুঁজে বেড়ায়, তাহলে নিজেকে এমন মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে একমাত্র তোমার হাতে ব্রাসি বাস্তবিকই মরতে চাইবে না। ওর ঐ একটি ভয়, সে মৃত্যুভয় নয়, সে ভয় হল তুমি যদি তাকেমারতে চাও। এ যদি করতে পার, ব্রাসি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। মৃত্যুর আগে ডন এর চাইতে মূল্যবান কোনো বিদ্যা মাইকেলকে দেননি। সেই বিদ্যার জোরে মাইকেল নেরিকে তার লুকা ব্রাসি করে গড়ে তুলেছিল।

অবশেষে এই মুহূর্তে, তার ব্রঙ্কসের বাসাবাড়িতে, একলা বসে, অ্যালবার্ট

মেরি তার পুরনো পুলিসের পোশাকটি পরবার যোগাড় করছিল। সযত্নে পোশাকটাকে সে বুরুশ করছিল। তারপর বন্দুক ঝোলাবার চামড়ার স্ট্র্যাপটাকেও পালিশ করতে হবে। পুলিসের টুপিটিও, তার সামনের 'ভাইজর'টা সাফ করা দরকার। মজবুত কালো জুতো-জোড়াকেও চকচকে করতে হবে। খুশি মনে নেরি কাজ করে যাচ্ছিল। এ জগতে সে তার নিজের জায়গাটি খুঁজে পেয়েছিল। মাইকেল কর্লিয়নি তাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে, আজ নেরি সে বিশ্বাসের হানি করবে না।

একত্রিশ

সেই দিনই দুটি লিমুসীন গাড়ি লং বীচের প্রাঙ্গণের সামনে এসে থামল। একটা বড় গাড়ি কনি কর্লিয়নি, তার মা, তার স্বামী আর দুই ছেলেকে নিয়ে এয়ার-পোর্টে যাবে বলে অপেক্ষা করে রইল। পাকাপাকি ভাবে লাস ভেগাসে উঠে যাবার প্রস্তুতিস্বরূপ কার্লো রিটসির পরিবার সেখানে ছুটি কাটাতে যাচ্ছিল। কনির আপত্তি সত্ত্বেও মাইকেল কার্লোকে সেই রকম হুকুম দিয়েছিল। মাইকেল কারো কাছে একটু কষ্ট করে বুঝিয়ে বলেনি যে কর্লিয়নি-বার্জিনি সাক্ষাৎকারের আগেই সকলে প্রাঙ্গণ থেকে চলে যায়, তাই তার অভিপ্রায়। বাস্তবিকই ঐ সাক্ষাৎকারের কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল। পরিবারের নেতারা ছাড়া ও বিষয়ে কেউ কিছু জানত না।

অন্য গাড়িটা কে-র জন্য, সে তার ছেলেদের নিয়ে নিউ হ্যাম্পশেয়ারে বাপের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিল। মাইকেলকে প্রাঙ্গণেই থাকতে হবে, তার এত গুরুত্ব-পূর্ণ কাজের চাপ যে কোথাও যাওয়া অসম্ভব।

আগের দিন রাতে মাইকেল কার্লোকে খবর পাঠিয়েছিল যে কয়েক দিনের জন্য তারও প্রাঙ্গণে থাকা দরকার, সপ্তাহের শেষের দিকে না হয় পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবে। কনি বেজায় চটে গেছিল। মাইকেলকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে তখন নিউইয়র্কে। এখন কনির চোখ দুটো প্রাঙ্গণের মধ্যে মাইকেলকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু সে টম হেগেনের সঙ্গে বন্ধ ঘরে গোপন পরামর্শ করছিল, ব্যাঘাত দেওয়া অসম্ভব। কার্লো কনিকে গাড়িতে তুলে দেবার সময়, কনি তাকে চুমো খেয়ে বিদায় নিল।

কনি শাসাচ্ছিল, "যদি তুমি দুদিনের মধ্যে না আস, আমি ফিরে এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাব।"

কার্লো শান্তভাবে নম্র একটি স্বামীসুলভ যৌন ষড়যন্ত্রের হাসি দিয়ে বলল, "আমি ঠিক হাজির হব।"

জানলা দিয়ে ঝুঁকে কনি জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, মাইকেল তোমাকে থাকত বলল কেন বল তো?" দুশ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকে গেছিল, দেখতে বয়স বেশি, বিশ্রী লাগছিল।

কার্লো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমাকে তো একটা বড় সুবিধা পাইয়ে দেবে বলেছিল। হয়তো সেই বিষয়ই কথা বলতে চায়। সেই রকমই ইঙ্গিত করেছিল।" সে রাতে বার্জিনি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা কার্লো জানত না।

আগ্রহের সঙ্গে কনি বলল, "সত্যি, কার্লো?" কার্লো আশ্বাস দিয়ে মাথা নাড়ল। গাড়িটা প্রাঙ্গণের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রথম গাড়িটা রওনা হয়ে গেল, তারপর মাইকেল কে-কে আর নিজের ছেলে দুটিকে বিদায় জানাবার জন্য দেখা দিল। কার্লোও এগিয়ে এসে কে-কে আরামে যেতে আর আনন্দে ছুটি কাটাতে বলল। অবশেষে দ্বিতীয় গাড়িটাও রওনা হয়ে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মাইকেল বলল, "তোমাকে আটকে রাখতে হল বলে আমি দুঃখিত, কার্লো। দু দিনের বেশি লাগবে না।"

কার্লো তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

মাইকেল বলল, "ভালো কথা, ফোনের কাছে থেকো। দরকার হলেই ডাকব। তার আগে কতকগুলো খবর জানতে হবে। কেমন?"

কার্লো বলল, "নিশ্চয়, মাইক, নিশ্চয়।" এই বলে নিজের বাড়ি গিয়ে তার রক্ষিতাকে ফোন করে জানাল যে বেশি রাতে একবার যাবার চেষ্টা করবে। কার্লো ভারি সতর্কতা অবলম্বন করে ঐ মেয়েটাকে ওয়েস্টবারিতে রাখত। তারপর এক বোতল রাই হুইস্কি নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। দুপুরের কিছু পরেই ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকতে লাগল। কার্লো একটা গাড়ি থেকে ক্লেমেন্জাকে নামতে দেখল, কিছুক্ষণ পরে আরেকটা থেকে টেসিও বেরিয়ে এল। রক্ষীদের একজন দুজনকেই মাইকেলের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা বাদে ক্লেমেন্জা চলে গেল, কিন্তু টেসিওকে আর দেখা গেল না।

কার্লো একবার বেরিয়ে প্রাঙ্গণের মধ্যেই খানিকটা হাওয়া খেয়ে এল, তাতে দশ মিনিটের বেশি লাগল না। প্রাঙ্গণে যে সমস্ত গার্ডরা পাহারা দিত তারা সবাই ওর চেনা, কারো কারো সঙ্গে ওর একটু ভাবও ছিল। ভাবল তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে খানিকটা সময় কাটানো যাক। গিয়ে অবাক হয়ে দেখল আজকের পাহারাদারদের মধ্যে চেনা কেউ নেই। সকলেই অচেনা। তার চাইতেও আশ্চর্যের কথা ফটকের ভার ছিল রকো ল্যাম্পনির হাতে; কার্লো জানত রকো ল্যাম্পনি এতই উচ্চপদস্থ কর্মচারী যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটবার সম্ভাবনা আছে, নইলে তাকে এত নিকৃষ্ট কাজ দেওয়া হত না।

ভদ্রতার সঙ্গে রকো হাসল, 'হেলো' বলল। কার্লো সতর্কতা অবলম্বন করল।

রকো বলল, "সে কি, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ডনের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছ?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কার্লো বলল, "মাইক আমাকে দিন দুই থেকে যেতে বলেছে। আমাকে কি একটা কাজ দেবে।"

রকো ল্যাম্পনি বলল, "হ্যাঁ, আমাকেও। তারপর বলল ফটকের ওপর নজর রাখতে। চুলোয় যাক গে, মুনিব যা হুকুম করে।" রকোর ভাব দেখে মনে হল ওর মতে বাপের সঙ্গে মাইকেলের তুলনা হয় না; একটু যেন নিন্দাসূচক কথার সুর।

কার্লো সে সুরটাকে উপেক্ষা করে বলল, "মাইক ঠিকই জানে সে কি করছে।" তিরস্কারটাকে রকো নীরবে গ্রহণ করল। কার্লো তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। একটা কিছু ঘটবে ঠিকই, তবে রকো সে বিষয়ে কিছু জানে না।

মাইকেল তার বসবার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কার্লোকে প্রাঙ্গণে বেড়াতে দেখেছিল। হেগেন তাকে একটা পানীয় এনে দিল, কড়া ব্র্যাণ্ডি। কৃতজ্ঞচিত্তে মাইকেল গেলাসে চুমুক দিতে লাগল। পিছন থেকে কোমল কণ্ঠে হেগেন বলল, "মাইক, এবার কাজ শুরু কর। সময় হয়েছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মাইকেল বলল, "এত শীগগির না হলে ভালো হত। বাবা আরো কিছু দিন বাঁচলে ভালো হত।"

হেগেন বলল, "কোনো গোলমাল হবে না। আমি যখন টের পাইনি, অন্য কেউও পায়নি। তুমি খাসা পরিকল্পনা করেছ।"

জানলা থেকে সরে এল মাইকেল, "বেশির ভাগটা বাবাই করে গিয়েছেন। ওঁর যে কত বুদ্ধি আমি আগে বুঝতাম না। তবে তুমি নিশ্চয়ই সে কথা জান।"

হেগেন বলল, "তাঁর মতো কেউ হয় না। এও কিন্তু চমৎকার। এর চাইতে ভালো কিছু হতে পারত না। কাজেই তুমিও নেহাত মন্দ নও।"

মাইকেল বলল, "দেখা যাক কি হয়। ক্লেমেনজা টেসিও প্রাঙ্গণে আছে?"

হেগেন মাথা দুলিয়ে জানাল, আছে। মাইকেল গেলাসের ব্র্যাণ্ডিটুকু শেষ করে বলল, "ক্লেমেনজাকে পাঠিয়ে দাও। আমি নিজে তাকে নির্দেশ দেব। টেসিওকে আমি দেখতেও চাই না। তাকে শুধু বলে রাখ আধ ঘণ্টা বাদে তাকে নিয়ে বার্জিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব। তারপর ক্লেমেনজার লোকরা ওর ভার নেবে।"

উদাস কণ্ঠে হেগেন বলল, "ওকে মাপ করবার উপায় নেই?"

মাইকেল বলল, "কোনো উপায় নেই।"

ঐ রাজ্যের মধ্যে বাফেলো শহরের ছোট একটা রাস্তায় একটা ছোট পিট্‌সা

পাইয়ের দোকানে জোর ব্যবসা চলেছিল। লাঞ্চের সময়টা পার হয়ে যেতেই, খদ্দেরের ভিড়ও কমে এল। যে লোকটা খাবার বিক্রি করছিল সে তখন গোল ট্রের বাকি কয়েক স্লাইস পাই ইঁট বাঁধানো প্রকাণ্ড ওভেনের ওপরের তাকে তুলে দিল। ওভেনের মধ্যে আরেকটা পাই বেক হচ্ছিল, লোকটা সেটিকে একবার দেখে নিল। তখনো চিজটা ফুটতে আরম্ভ করেনি। যে কাউন্টার থেকে রাস্তার লোকরা খাবার কিনত সেদিকে ফিরেই লোকটা দেখে একজন কম-বয়সী জবরদস্ত চেহারার লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে লোকটা বলল, "আমাকে এক স্লাইস দাও।"

দোকানদার কাঠের খুন্তি দিয়ে এক স্লাইস ঠাণ্ডা পাই তুলে ওভেনের মধ্যে গরম করতে দিল। খদ্দেরটি রাস্তায় অপেক্ষা না করে, ভিতরে এসে পাই নেবে স্থির করল। দোকানে আর লোক ছিল না। দোকানদার ওভেনের দরজা খুলে, গরম স্লাইসটা বের করে, একটা কাগজের প্লেটে করে খদ্দেরকে দিল। সে কিন্তু পাইয়ের দাম না দিয়ে, দোকানদারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

তারপর সে বলল, "শুনলাম তোমার বুকে মস্ত একটা নক্সা উল্কি করা আছে। তোমার শার্টের গলা দিয়ে তার ওপর দিকটা দেখা যাচ্ছে, বাকিটা দেখতে দেবে নাকি?"

দোকানদার জমে বরফ। যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। খদ্দের বলল, "শার্ট খোল।"

দোকানদার মাথা নেড়ে, বিদেশী টান দিয়ে বলল, "আমার উল্কি নেই। রাতে যে লোকটা কাজ করে, তার আছে।"

খদ্দের হাসল। সে কি বিশ্রী হাসি, কর্কশ, জোর করা হাসি। সে বলল, "এসো, এসো, শার্ট খোল, দেখতে দাও।"

দোকানদার পিছু হটতে লাগল, তার মতলব প্রকাণ্ড ওভেনের পিছনে আশ্রয় নেবে। কিন্তু খদ্দের কাউন্টারের ওপরে হাত ওঠাল, হাতে একটা বন্দুক। খদ্দের গুলি করল। গুলিটা দোকানদারের বুকে লাগতেই সে ওভেনের ওপর আছড়ে পড়ল। খদ্দের আবার গুলি করল, দোকানদার মাটিতে পড়ে গেল। খদ্দের কাউন্টারের কোনা ঘুরে এদিকে এসে, হাত বাড়িয়ে, শার্টের বোতাম-গুলো খুলে ফেলল। রক্তে রক্তময় বুকটা, তবু নক্সাটা দেখা যাচ্ছিল প্রেমিক যুগল জড়াজড়ি করে আছে, একটা ছোরা দুজনের গায়ে বিঁধে রয়েছে। দোকানদার ক্ষীণভাবে একটা হাত তুলে যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছিল। বন্দুক-ধারী বলল, "ক্যাত্রিৎসিও, মাইকেল কর্লিয়নি নমস্কার জানিয়েছে।" এবার হাত বাড়িয়ে লোকটা দোকানদারের মাথার খুলি থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে বন্দুক ধরে আরেকবার ঘোড়া টিপল। তারপর সে হেঁটে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। ফুটপাথের ধারে দরজা খুলে, ওর জন্য একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ও লাফিয়ে গাড়িতে চড়তেই, সেটা বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। . .

গেটের লোহার থামে একটা টেলিফোন বসানো ছিল, সেটা বাজতেই রকো ল্যাম্পনি ধরল। একজন কাউকে বলতে শুনল, "তোমার প্যাকেজ তৈরি।" সঙ্গে সঙ্গে কট্ করে ফোন কেটে গেল। রকো গাড়ি চেপে প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে পড়ল। সে জোন্‌স্ বীচ্ কজ্‌ওয়ে পার হয়ে গেল, এই সেতুর ওপরেই সনি কর্লিয়নিকে হত্যা করা হয়েছিল। রকো ওয়াণ্টাগ্ রেল স্টেশন অবধি গিয়ে, সেখানে নিজের গাড়ি পার্ক করল। ওর জন্য আরেকটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, তার মধ্যে দুজন লোক ছিল। সেখান থেকে দশ মিনিটের পথ, সান্‌রাইজ হাইওয়েতে একটা মোটেলে পৌঁছে ওরা তার উঠোনে গাড়ি রাখল। অন্য লোক দুটিকে গাড়িতেই রেখে রকো ল্যাম্পনি, সুইস্ পাহাড়ের বাগানবাড়ির মতো দেখতে একটা বাংলোর কাছে গেল। এক লাথি মেরে দরজা খুলে লাফ দিয়ে রকো ভিতরে ঢুকে পড়ল।

সত্তর বছরের বুড়ো ফিলিপ টাটাগ্লিয়া, ছোট খোকার মতো উদোম হয়ে, একটা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল; খাটে একটি অল্পবয়সী মেয়ে শুয়ে ছিল। ফিলিপ টাটাগ্লিয়ার মাথাভরা ঘন কালো চুল, কিন্তু গায়ের লোম পাকা। শরীরটা পাখির মতো নরম, গোলগাল। রকো তার গায়ে চারটে গুলি মারল, সবগুলো পেটের ওপর। তার পরেই ফিরে এক দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। সেই লোক দুজন ওকে ওয়াণ্টাগ্ রেল স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে গেল। ও সেখান থেকে নিজের গাড়ি নিয়ে একেবারে প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হল। এক মিনিটের জন্য ভিতরে গিয়ে মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে দেখা করে, রকো আবার ফটকের কাছে নিজের জায়গা নিল।

নিজের বাসা-বাড়িতে একলা বসে অ্যালবার্ট নেরি তার ইউনিফর্ম সাফ করা শেষ করল। তারপর ধীরে ধীরে পোশাকটা পরল, প্যাণ্ট, শার্ট, টাই, কোট, হল্‌স্টার, বন্দুক ঝোলাবার বেল্ট। পুলিসের চাকরি যাবার সময় নেরি তার বন্দুক জমা দিয়েছিল, কিন্তু কোথাও কোনো বিভাগীয় অসর্তকতার ফলে ওর ব্যাজটা কেউ নেয়নি। ক্লেমেন্‌জা ওকে নতুন একটা '৩৮ পুলিস স্পেশ্যাল দিয়েছিল, সেটা কোথা থেকে এসেছে ধরবার কোনো সূত্র ছিল না। নেরি বন্দুকটা খুলে, তেল দিয়ে, ঘোড়া পরখ করে, আবার জোড়া দিয়ে, ঘোড়া টিপে দেখল। তারপর সিলিণ্ডারগুলো ভরে নিয়ে, যাবার জন্য তৈরি হল।

একটা পুরু কাগজের থামে পুলিসের টুপিটা ভরে, একটা মামুলী ওভারকোট গায়ে দিয়ে ইউনিফর্মটা গোপন করল। তার পর ঘড়ি দেখল। ওকে নিতে নিচে গাড়ি আসতে তখনো পনেরো মিনিট বাকি। সেই পনেরো মিনিট আয়নায় নিজের চেহারা পর্যবেক্ষণ করে নেরি কাটিয়ে দিল। এ নিয়ে কোনো কথা উঠতে পারে না। ওকে সত্যিকার পুলিসের লোক বলেই মনে হচ্ছিল।

গাড়িটা নিচে অপেক্ষা করছিল, সামনের সীটে রকো ল্যাম্পনির দুজন লোক

বসেছিল। নেরিদের পাড়া ছেড়ে গাড়িটা শহরের পথ ধরতেই নেরি ওভারকোট খুলে গাড়ির মধ্যে পায়ের কাছে ফেলে, কাগজের থলি ছিঁড়ে পুলিস-অফিসারের টুপিটা বের করে মাথায় দিল।

ফিফ্‌টিফিফ্‌থ্‌ স্ট্রীট আর ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভেনিউতে পৌঁছে গাড়ি ফুটপাথের ধারে গিয়ে থামল। নেরি নেমে পড়ে, ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভেনিউ ধরে হাঁটতে শুরু করল। মনে একটা অদ্ভুত ভাব এল, ঠিক যেন আবার উর্দিপরা পুলিসম্যান হয়ে গেছে, আগে যেমন কতশত বার রাস্তায় টহল দিয়েছে, তেমনি আবার দিচ্ছে। চারদিকে বেজায় ভিড়। শহরের দিকে এগিয়েই চলল নেরি যতক্ষণ না রকফেলার সেণ্টারের সামনে পৌঁছল সেণ্ট প্যাট্রিকের বড় গির্জার উল্টো দিকে। ও যে লিমুসীন গাড়িটাকে খুঁজছিল সেটাকে ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভেনিউয়ের এ ধারেই দেখতে পেল। এক সারি লাল রঙের ‘নো পার্কিং’ আর ‘নো স্ট্যাণ্ডিং’ নোটিসের মধ্যিখানে অনাবৃত একা গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। নেরি তার চলার বেগ কমাল। বড় বেশি আগে এসে পড়েছিল। থেমে ‘সমনে’র বইতে কি যেন লিখে, আবার হেঁটে চলল। নেরি লিমুসীনটার পাশে এসে পৌঁছল। বেঁটে লাঠি দিয়ে গাড়িটার ফেণ্ডারে টোকা দিতেই চালক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল। নেরি লাঠি দিয়ে ‘নো স্ট্যাণ্ডিং’ নোটিসটা দেখিয়ে, ইশারা করে চালককে বলল গাড়ি সরাতে। চালক মাথা ঘুরিয়ে নিল।

নেরি তখন রাস্তায় নেমে চালকের পাশের খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চালককে দেখে গুণ্ডা প্রকৃতির মনে হল, এ-রকম লোকদেরই নেরি টিট করতে ভালোবাসত। ইচ্ছাকৃত অপমানকর ভাবে নেরি তাকে বলল, “বলি, চাঁদ, সমন গুঁজে দেব, নাকি নিজে থেকেই সরবে?”

চালক নির্বিকারভাবে বলল, “তোমার থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জেনে এসো। আমাকে টিকিটটা না হয় দিয়ে দাও, তাই যদি ইচ্ছা হয়।”

নেরি বলল, “এখান থেকে সর বলছি, নয়তো গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে পিঠ ভেঙে দেব।”

যেন জাদুবলে চালকের হাতে ছোট্ট চারকোনা করে ভাঁজ করা একটা এক ডলারের নোট দেখা দিল, এক হাতে সে সেটি নেরির কোটের পকেটে গুঁজে দেবার চেষ্টা করল। নেরি পিছু হটে, ফুটপাথে উঠে, আঙুল বাঁকিয়ে চালককে ডাকল। সে গাড়ি থেকে নেমে এল।

নেরি বলল, “দেখি তোমার লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশন।” তার আশা ছিল গাড়িটাকে ব্লকটার চারদিকে ঘুরে আসতে বাধ্য করতে পারবে, কিন্তু এখন আর তার জো ছিল না। চোখের কোণা দিয়ে নেরি দেখতে পেল তিনজন মোটা বেঁটে বেঁটে লোক প্লাজা বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে নেমে, পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে। স্বয়ং বার্জিনি আর তার দুই দেহরক্ষী। তারা মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। এটুকু দেখতে না দেখতে, একজন

দেহরক্ষী এগিয়ে এল বার্জিনির গাড়ি নিয়ে আবার কি গণ্ডগোল হল তাই দেখতে।

সে এসে চালককে জিজ্ঞাসা করল, "কি হল ?"

চালক সংক্ষেপে বলল, "টিকিট পাচ্ছি, কিছু ভাববেন না। এ লোকটা বোধহয় থানায় নতুন এসেছে।"

ঠিক সেই সময় অন্য দেহরক্ষীটির সঙ্গে বার্জিনি এসে পৌঁছল। হেঁড়ে গলায় সে বলল, "কি জ্বালা, আবার কি হল ?"

নেরি 'সমনে'র বইতে লেখা শেষ করে, চালকের রেজিস্ট্রেশন আর লাইসেন্স ফিরিয়ে দিল। তারপর সমনের বইটা হিপ পকেটে পুরে, এক টানে '৩৮ স্পেশ্যালটাকে বের করল।

অন্য তিনজন লোক যতক্ষণে তাদের স্তম্ভিত ভাব কাটিয়ে, ঝাঁপ দিয়ে আশ্রয় নিল, ততক্ষণে বার্জিনির পিপের মতো বুকে নেরি তিনটি গুলি ছুঁড়ে দিয়েছিল। এবং নেরিও ভিড়ের মধ্যে বেমালুম মিলিয়ে গিয়ে মোড় ঘুরে, তার অপেক্ষামান গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছিল। গাড়িটা বেগে নাইন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউ অবধি গিয়ে আবার শহরের কেন্দ্রের দিকে ফিরল। চেল্‌সি পার্কের কাছে আরেকটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, নেরি সেটাতে গিয়ে উঠল, তার আগেই টুপি ত্যাগ করে, কাপড় বদলে, ওভারকোটটাকে আবার গায়ে দিয়ে নিয়েছিল। পুলিসের পোশাক আর বন্দুক আগেকার গাড়িতেই রইল। সে গাড়ি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক ঘণ্টা বাদে লং বীচে পৌঁছে প্রাঙ্গণে গিয়ে নেরি মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

বুড়ো ডনের বাড়ির রান্নাঘরে টেসিও কফি খাচ্ছিল, টম হেগেন তাকে নিতে এল। হেগেন বলল, "মাইক তোমার জন্য তৈরি। বার্জিনিকে ফোন করে বরং রওনা হতে বলে দাও।"

টেসিও দেয়ালে ঝোলানো ফোনটার কাছে গিয়ে, নিউইয়র্কে বার্জিনির নম্বর ডেকে সংক্ষেপে বলল, "আমরা ব্রুকলিন যাব বলে রওনা হচ্ছি।" ফোন ঝুলিয়ে রেখে হেগেনের দিকে ফিরে হাসল টেসিও। "আশা করি আজ রাতে মাইক আমাদের ভালো বন্দোবস্ত করবে।"

হেগেন গম্ভীর মুখে বলল, "তা করবে নিশ্চয়।" এই বলে টেসিওর সঙ্গে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে, প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়ে মাইকেলের বাড়ির দিকে গেল। দরজার কাছে দেহরক্ষীদের একজন ওদের থামিয়ে বলল, "কর্তা বলেছেন তিনি আলাদা গাড়িতে যাবেন। আপনারা দুজন এগিয়ে যান।"

ভ্রূকুটি করে টেসিও হেগেনের দিকে ফিরে বলল, "কি মুশকিল, তা করলে চলবে কেন ? আমার সব ব্যবস্থা তাহলে পণ্ড হয়ে যাবে যে।"

ঠিক সেই সময়ে আরো তিনজন দেহরক্ষী ওদের চারদিকে দেখা

দিল। নরম গলায় হেগেন বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারব না, টেসিও।"

বেজিমুখো ক্যাপোরেজিমি নিমেষের মধ্যে এক ঝলকে সব বুঝে গেল। এবং সব মেনে নিল। এক মুহূর্তের জন্য শরীর দুর্বল হয়ে গেছিল, তারপরেই সামলে নিয়ে হেগেনকে বলল, "মাইককে বল এ-সবই ব্যবসার খাতিরে, ওকে আমার বরাবরই ভালো লাগে।"

হেগেন মাথা দুলিয়ে বলল, "সে-কথা ও জানে।"

এক মুহূর্ত থেমে, আস্তে আস্তে টেসিও বলল, "টম, আমাকে রেহাই দিতে পার না? অনেক দিনের সম্বন্ধ।"

হেগেন মাথা নেড়ে বলল, "না, পারি না।"

দেখল দেহরক্ষীরা টেসিওকে ঘিরে ফেলে অন্য আরেকটা গাড়িতে নিয়ে গেল। একটু গা-বমি করছিল ওর। টেসিও ছিল কর্লিয়নি পরিবারের শ্রেষ্ঠ সৈনিক। লুকা ব্রাসি ছাড়া, ওর-ই ওপর বুড়ো ডন সব চাইতে নির্ভর করতেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে এত বুদ্ধিমান লোক হয়েও টেসিও এত বয়সে এমন মারাত্মক একটা ভুল করে বসল।

কার্লো রিটসি তখনো মাইকেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। এত লোকের আসা-যাওয়া দেখে ওর কেমন ভয় ধরে যাচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে একটা বড় ধরনের কিছু পাকাচ্ছে, যা থেকে সম্ভবতঃ ওকে বাদ দেওয়া হবে। অসহিষ্ণুভাবে ও মাইকেলকে ফোন করল। দেহরক্ষাদের একজন ধরল, তারপর মাইকেলকে ডাকতে গেল। সে ফিরে এসে বলল মাইকেল কার্লোকে চুপ করে বসে থাকতে বলেছে, শীগগিরই মাইকেল তার বক্তব্য জানাবে।

কার্লো তার রক্ষিতাকে আবার ফোন করে আশ্বাস দিল ওকে একটু দেরিতে সাপার খেতে নিয়ে যাবে আর ওর কাছে রাত কাটাবে। মাইকেল বলেছে শীঘ্রই ডাকবে, যে-কাজ ওকে দেবে সেটা সারতে নিশ্চয় দুই-এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। তারপর ওয়েস্টবারি যেতে চল্লিশ মিনিট। এ ব্যবস্থা চলতে পারে। কার্লো কথা দিল ওর কাছে যাবে, তারপর ওর রাগ ভাঙাবার জন্য আরো কিছু মিষ্টি কথাও বলল। তারপর ফোন নামিয়ে ঠিক করল এখনি ভালো কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে থাকবে, যাতে পরে সময় নষ্ট করতে না হয়। সবে একটা পরিষ্কার শার্ট গায়ে দিয়েছে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। কার্লো মনকে বোঝাল মাইক নিশ্চয় ফোন করবার চেষ্টা করে এনগেজ্‌ড্‌ সিগ্‌নেল পেয়ে, ওকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছে। দরজার কাছে গিয়ে, দরজা খুলে দিল কার্লো। ভীষণ আতঙ্কে ওর সমস্ত দেহ দুর্বল হয়ে গেল। দরজার বাইরে মাইকেল কর্লিয়নি দাঁড়িয়ে ছিল, তার মুখে ছিল মৃত্যুর ছাপ, স্বপ্নে কার্লো সে-মুখ বহুবার দেখেছে।

মাইকেল কর্লিয়নির পিছনে হেগেন আর রকো ল্যাম্পনি দাঁড়িয়ে ছিল। সকলের গম্ভীর মুখ, যেন প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো বন্ধুকে দুঃসংবাদ দিতে এসেছে। তিনজনে বাড়ির মধ্যে ঢুকল, কার্লো তাদের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। প্রথম শকটা ততক্ষণে সে সামলে নিয়েছিল, ভাবছিল এ স্নায়ুর দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। মাইকেলের কথা শুনে বাস্তবিক সে অসুস্থ বোধ করতে লাগল, গা গুলিয়ে উঠল।

মাইকেল বলল, "সান্তিনোর জন্য তোমাকে জবাব দিতে হবে।"

কার্লো কোনো উত্তর দিল না, ভাব দেখাল যেন কিছু বুঝতেই পারছে না। হেগেন আর ল্যাম্পনি দু দিকের দুই দেয়ালের কাছে সরে গেছিল। কার্লো আর মাইকেল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল।

ভাবশূন্য কণ্ঠে মাইকেল বলল, "তুমি সনিকে বার্জিনির লোকদের হাতে তুলে দিয়েছিলে। সে রাতে আমার বোনের সঙ্গে যে প্রহসন করেছিলে, তুমি কি বার্জিনির কথায় সত্যি ভেবেছিলে তাতে কর্লিয়নিদের চোখে ধুলো দিতে পারবে?"

কার্লোর আর কোনো মর্যাদা, কোনো আত্মসম্মান বাকি রইল না। মর্মান্তিক ভয়ে সে বলে উঠল, "আমি হলপ করে বলছি আমি নির্দোষ। আমার ছেলেমেয়ের মাথার দিব্যি; আমার কোনো দোষ নেই। মাইক, আমাকে এমন করো না, মাইক।"

মাইকেল শান্তভাবে বলল, "বার্জিনি মরে গেছে। ফিলিপ টাটাগ্লিয়াও গেছে। আজ রাতেই আমি কর্লিয়নি পরিবারের সব হিসাবনিকাশ করতে চাই। কাজেই বল না যে তুমি নির্দোষ। যা করেছিলে সেটা স্বীকার করাই তোমার পক্ষে ভালো।"

হেগেন আর ল্যাম্পনি আশ্চর্য হয়ে মাইকেলের দিকে চেয়ে রইল। ওদের দুজনেরই মনে হচ্ছিল এখনো মাইকেল তার বাবার মতো হয়ে উঠতে পারল না। এই বিশ্বাসঘাতকটাকে দিয়ে তার অপরাধ স্বীকার করানো কিসের জন্য? এ ধরনের ব্যাপারের যতটা প্রমাণ সম্ভব সে তো হয়েই গেছে। উত্তর অবশ্য প্রকট। এখনো মাইকেলের মনে নিজের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠছে, এখনো তার অন্যায় করে ফেলার ভয়, মনের মধ্যে এখনো যে এককণা সন্দেহ রয়েছে, একমাত্র কার্লো রিটসির স্বীকারোক্তি সেটাকে দূর করতে পারে, এখনো মাইকেল তাই নিয়ে চিন্তা করছে।

তবু কোনো উত্তর নেই। প্রায় সদয় কণ্ঠে মাইকেল বলল, "অত ভয় কিসের? তুমি কি ভেবেছ আমি আমার বোনের বৈধব্য ঘটাব? ভাগ্নেদের পিতৃহারা করব? হাজার হোক, আমি না তোমার একটা ছেলের ধর্মবাপ? না, তোমার শাস্তি হবে যে কর্লিয়নি পরিবারে কোনো কাজ আর তোমাকে করতে দেওয়া হবে না। তোমাকে প্লেনে করে ভেগাসে তোমার স্ত্রী আর

ছেলেমেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেখানেই থেকে যাবে। কনি একটা মাসোহারা পাবে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। তাই বলে আর বলো না তুমি নির্দোষ। ওতে আমার বুদ্ধির অপমান করা হয়। আমাকে চটিও না। কে তোমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, টাটাগ্লিয়া না বার্জিনি ?"

প্রাণের আকুল আশায়, তাকে মেরে ফেলা হবে না শুনে মধুর স্বস্তির ধারায় ডুবে গিয়ে, কার্লো ফিসফিস করে বলল, "বার্জিনি।"

মাইকেল আস্তে আস্তে বলল, "ভালো কথা।" তারপর ডান হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, "এখন তবে যাও। তোমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে।"

দরজা দিয়ে কার্লো সবার আগে বেরিয়ে গেল, ওর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিনজন লোকও বেরিয়ে এল। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছিল, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো প্রাঙ্গণ ফ্লাড লাইটের আলোয় আলোকিত। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। কার্লো দেখল ওর নিজেরই গাড়ি। চালককে চিনতে পারল না। পিছনের সীটের অন্য ধারে কেউ একজন বসে ছিল। সামনে দরজা খুলে ল্যাম্পনি কার্লোকে গাড়িতে উঠতে বলল। মাইকেল বলল, "তোমার স্ত্রীকে টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি যে তুমি রওনা হয়ে গেছ।" কার্লো গাড়িতে উঠল। ওর রেশমী শার্টটা ঘামে ভিজে গেছিল।

গাড়িটা রওনা হয়ে সবেগে গেটের দিকে চলল। পিছনের লোকটা চেনা কেউ কিনা দেখবার জন্য কার্লো সবে মাথা ঘুরোতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় ছোট মেয়েরা যেমন দক্ষভাবে, পরিপাটি করে বেড়াল বাচ্চার গলায় রেশমী ফিতে পরিয়ে দেয়, তেমনি করে ক্লেমেনজা কালো রিটসির গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। সজোরে দড়িতে ক্লেমেনজা টান দিল, মসৃণ দড়ি কার্লোর গলায় এঁটে বসে তার দম বন্ধ করে দিল। ছিপের দড়ির আগায় মাছের মতো কার্লো রিটসির শরীরটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল, কিন্তু ক্লেমেনজা দড়িটাকে শক্ত করে ধরে, ফাঁসটাকে আরো কষে আনল, যতক্ষণ না শরীরটা নেতিয়ে পড়ল। নিশ্চিন্ত হবার জন্য সে আরো কিছুক্ষণ ফাঁসটাকে এঁটে ধরে রাখল, তারপর সেটাকে ঢিলে করে খুলে এনে পকেটে পুরে রাখল। কার্লোর দেহ দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ক্লেমেনজা কুশনে ঠেস দিয়ে একটু জিরিয়ে নিল।

এবার কর্লিয়নি পরিবারের জয়-জয়কার। ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্লেমেনজা আর ল্যাম্পনি তাদের দলবলকে ছেড়ে দিয়েছিল; তারা কর্লিয়নি এলাকার মধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের উপযুক্ত সাজা দিয়েছিল। নেরিকে টেসিওর দলের ভার নিতে পাঠানো হয়েছিল। বার্জিনি বুকমেকারদের ব্যবসা গ্রাস করা হয়েছিল; ওদের সব চাইতে উচ্চপদস্থ দুই জোরজবরদস্তওয়ালা মালবেরি স্ট্রীটের একটা ইতালীয় রেস্তোরাঁতে ডিনার খেয়ে, নিশ্চিন্তমনে খড়কে-কাঠি দিয়ে খুঁটছিল, এমন সময় কে বা কারা এসে তাদের গুলি করে মেরে ফেলেছিল,

ঘোড়-দৌড়ের মাঠের এক কুখ্যাত দুষ্কৃতকারী অনেক টাকা জিতে বাড়ি ফিরছিল, সে-ও মারা পড়েছিল। জাহাজঘাটার দুজন সব চাইতে ওস্তাদ মহাজনও বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছিল ; অনেক মাস বাদে নিউ জার্সির জলাভূমিতে তাদের পাওয়া গেছিল।

ঐ একটি মাত্র হিংস্র আক্রমণের সাহায্যে মাইকেল কর্লিয়নি সম্মান অর্জন করেছিল এবং কর্লিয়নি পরিবারকে পুনরায় আগের মতো নিউইয়র্কে সিসিলীয় পরিবারের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। সে এত সম্মান পেয়েছিল শুধু তার অত্যাশ্চর্য কর্মকৌশলের জন্য নয়, সেই সঙ্গে বার্জিনি ও টাটাগ্লিয়া পরিবারের সব চাইতে সেরা ক্যাপোরেজিমিরা সকলে ওর দলে চলে এসেছিল বলে।

মাইকেল কর্লিয়নির জয়োল্লাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, যদি ওর মধ্যে একটি খুঁত না থাকত। ওর ছোট বোন কনি খুব একচোট হিস্টিরিয়ার প্রকাশ দেখিয়েছিল।

ছেলেমেয়েদের ভেগাসে রেখে কনি তার মায়ের সঙ্গে প্লেনে করে ফিরে এসেছিল। লিমুসীনটা প্রাঙ্গণে এসে ঢোকা পর্যন্ত কোনো রকমে কনি তার বৈধব্যের শোকোচ্ছ্বাস দমন করে রেখেছিল। তারপর, ওর মা ওকে ঠেকাবার আগেই ও ছুটে মাইকেল কর্লিয়নির বাড়ি চলে গেছিল। দরজা দিয়ে ছুটে ভিতরে ঢুকে দেখে বসবার ঘরে মাইকেল আর কে। কে ওর দিকে এগিয়ে এসেছিল, বুকে জড়িয়ে ধরে ননদকে সান্ত্বনা দেবে মনে করে, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেছিল। কনি তার ভাইকে দেখেই চিৎকার করে অভিশাপ আর অভিযোগ ঝাড়তে শুরু করে দিয়েছিল। "লক্ষ্মীছাড়া হারামজাদা। তুমি আমার স্বামীকে খুন করেছ। বাবা মরা অবধি অপেক্ষা করে ছিলে, তারপর আর তোমাকে ঠেকায় কে। ওকে মেরে ফেললে! ফেললে তো মেরে। সনির মৃত্যুর জন্য তুমি ওকে দোষী মনে করতে, বরাবরই তাই করতে, সকলে করত। কিন্তু আমার কথা একবারও ভাবলে না। আমার জন্য কোনো দিনই তোমার কিছু এসে যায় না। এখন আমি কি করি, বল, আমি কি করি?" চেঁচিয়ে বিলাপ শুরু করল কনি। মাইকেলের দেহরক্ষীদের দুজন এগিয়ে কনির পিছনে দাঁড়িয়েছিল, মাইকেলের হুকুমের অপেক্ষায়। সে কিন্তু নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে, বোনের কথার শেষ অবধি শুনল।

কে স্তম্ভিত হয়ে বলল, "কনি, তোমার মাথার ঠিক নেই, অমন কথা বলো না।"

ততক্ষণে কনির হিস্টিরিয়া সেরে গেছিল। ওর কণ্ঠস্বরে মর্মান্তিক গরল। ও বলল, "ও আমার সঙ্গে অমন স্নেহশূন্য ব্যবহার কেন করত ভেবেছ? কার্লোকে কেন প্রাঙ্গণে এনে রেখেছিল? ও বরাবর মনে মনে জানত একদিন আমার স্বামীকে মারবে। বাবা বেঁচে থাকতে সে সাহসে কুলোয়নি। বাবা

থাকলে বাধা দিতেন। ও সে-কথা জানত। তাই অপেক্ষা করে ছিল। আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য আমাদের ছেলের ধর্মবাপ হয়েছিল। হৃদয়হীন পিশাচ। তুমি ভাব তোমার স্বামীকে খুব চেন? জান আমার কার্লো'র সঙ্গে আরো কজনকে খুন করিয়েছে? একবার খবরের কাগজ পড়। বার্জিনি, টাটাগ্লিয়া, আরো কত কে। আমার ভাই সকলকে হত্যা করিয়েছে।"

বলতে বলতে কনির মাথায় আবার হিস্টিরিয়া চড়ে যাচ্ছিল। মাইকেলের মুখে থুতু দেবার চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু সব থুতু শুকিয়ে গেছিল।

মাইকেল এবার বলল, "ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে পাঠাও।" রক্ষীরা অমনি কনির হাত চেপে ধরে, তাকে টেনে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল।

কে তখনো স্তম্ভিত, ভীতিবিমূঢ়। স্বামীকে সে বলল, "অমন কথা ও কেন বলল, মাইকেল? ও কথা ও বিশ্বাস করল কি করে?"

মাইকেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ওর হিস্টিরিয়া হয়েছে।"

কে মাইকেলের চোখের দিকে চেয়ে বলল, "মাইকেল, ও কথা সত্যি নয়, বল ও কথা সত্যি নয়।"

ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে মাইকেল বলল, "সত্যি নয়ই তো। আমার কথা বিশ্বাস কর। এই একবারের মতো তোমাকে আমার কাজকর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করতে দিচ্ছি এবং তোমার প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছি। কথাটা সত্যি নয়।" ওর কথায় এর চাইতে বেশি আশ্বাস কখনো প্রকাশ পায়নি। সোজা কে-র চোখের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলল মাইকেল। ওদের দুজনের বিবাহিত জীবনে পরস্পরের মধ্যে যে বিশ্বাসের বন্ধন ওরা গড়ে তুলেছিল, তার সবটুকুকে পণ করে মাইকেল কে-কে ওর কথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করেছিল। আর কে-র মনে কোনো সন্দেহের ছায়া রইল না। ক্ষুণ্ণভাবে ওর দিকে চেয়ে হাসল কে, বাহুবন্ধনে এসে একটি চুমো দিল।

তারপর কে বলেছিল, "আমাদের দুজনেরই কিঞ্চিৎ পানীয়ের প্রয়োজন।" বরফ আনতে রান্নাঘরে গেছিল সে, সেখান থেকে শুনতে পেল সদর দরজা খোলার শব্দ। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে, দেহরক্ষীদের সঙ্গে ক্লেমেনজা, নেরি আর রকো ল্যাম্পনিকে ভিতরে আসতে দেখল কে। মাইকেল ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কে একটু সরে দাঁড়াল যাতে তাকে পাশ থেকে দেখতে পায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লেমেনজা ওর স্বামীকে বিধিমতে উদ্দেশ করে বলল, "ডন মাইকেল।"

মাইকেল কিভাবে দাঁড়িয়ে ওদের নতি-স্বীকৃতি গ্রহণ করল, তাও দেখতে পেল কে। রোমে দেখা প্রাচীন মূর্তির কথা মনে পড়ল, সেকালের রোমক সম্রাটদের মূর্তি, যাঁরা দৈব অধিকারে অন্য মানুষদের দণ্ডমুণ্ড অধিকর্তা ছিলেন। কোমরে একটা হাত; পাশ থেকে দেখা মুখটিতে শীতল গর্বিত ক্ষমতার বিকাশ; সহজ, দাম্ভিক দেহের ভঙ্গি, একটি পা অপরটির চাইতে কিঞ্চিৎ পিছনে

রাখা, তারই ওপর শরীরের ভার ন্যস্ত। ক্যাপোরেজিমিরা সামনে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে কে বুঝতে পারল মাইকেলের বিরুদ্ধে কনি যত অভিযোগ এনেছিল, সব সত্যি। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে, কে কাঁদতে লাগল।

বত্রিশ

কর্লিয়নি পরিবারের রক্তময় জয়লাভ সম্পূর্ণতা পেতে এক বছর সময় লেগেছিল। সেই এক বছরের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কারসাজির ফলে মাইকেল কর্লিয়নি যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে শক্তিশালী ইতালীয় পরিবারের নেতা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বারো মাস ধরে মাইকেলকে তার লং বীচের প্রাঙ্গণের হেড কোয়ার্টারের আর ভেগাসের বসত বাড়ির মধ্যে সমানভাবে সময় ভাগ করে দিতে হয়েছিল। কিন্তু বছরের শেষে মাইকেল স্থির করে ফেলল নিউ-ইয়র্কের কারবার তুলে দিয়ে, প্রাঙ্গণের বাড়িঘর ও সম্পত্তি বেচে দেবে। সেই জন্য শেষ একবারের মতো সে তার পরিবারকে পূর্বাঞ্চলে নিয়ে এল। এক মাস থাকা হবে, ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে, কে ওদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্সবন্দী করবে, গৃহস্থালীর সামগ্রী জাহাজে করে যাবে। আরো লক্ষ রকম ছোটখাটো কাজও ছিল।

এখন কর্লিয়নি পরিবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ক্লেমেন্‌জা তার নিজের পরিবার গড়েছিল। রকো ল্যাম্পনি কর্লিয়নিদের ক্যাপোরেজিমি। নেভাডায় অ্যালবার্ট নেরি ছিল কর্লিয়নি পরিবার পরিচালিত হোটেলপুঞ্জের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কর্তা। হেগেনও মাইকেলের পশ্চিমাঞ্চলের পরিবারের সদস্য।

কালের সদয় হাত পড়ে পুরনো ব্যথা সেরে যায়। মাইকেলের সঙ্গে কনি কর্লিয়নির ঝগড়া মিটে গেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, মাইকেলের বিরুদ্ধে ঐ সাংঘাতিক অভিযোগ আনবার এক সপ্তাহের মধ্যে কনি ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছিল, কে-কে বলেছিল ওর কথায় বিন্দুমাত্র সত্য ছিল না, ওসব সদ্য বিধবার হিস্টিড়িয়া ছাড়া কিছু নয়।

অতি সহজেই কনি নতুন স্বামী পেয়ে গেছিল; এমন কি নিয়ম রক্ষার জন্য নির্ধারিত এক বছরও সে অপেক্ষা করেনি। তার আগেই খাসা এক অল্পবয়সী পাত্র ওর দাম্পত্যশয্যার সঙ্গী হয়েছিল। লোকটি কর্লিয়নি পরিবারের সেক্রেটারির কাজ নিয়ে ঢুকে ছিল। নির্ভরযোগ্য ইতালীয় পরিবারের ছেলে, কিন্তু অ্যামেরিকান শ্রেষ্ঠ বিজ্‌নেস কলেজ থেকে পাস করা। বলা বাহুল্য ডনের বোনের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তার ভবিষ্যতের জন্য কোনো চিন্তা রইল না।

কে অ্যাডাম্‌স্ কর্লিয়নি ক্যাথলিক ধর্মে শিক্ষা আর দীক্ষা নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির সকলকে খুশি করেছিল। কাজেই ওর দুই ছেলেও ক্যাথলিক ধর্মেই

মানুষ হচ্ছিল, যেমন ওদের নিয়ম। মাইকেল এ ব্যবস্থায় খুব সুখী হয়নি। ছেলেরা প্রটেস্টান্ট হলে ও বেশি খুশি হত, তাতে নাকি আরো গভীরভাবে মার্কিনী হওয়া যায়।

নেভাডায় বাস করতে এত ভালো লাগছে দেখে কে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছিল। এখানকার দৃশ্যপট ওকে মুগ্ধ করত, উঁচু পাহাড় আর উগ্র লাল পাথরের খাদ, অগ্নিময় মরুভূমি, অপ্রত্যাশিত অপূর্ব প্রাণ শীতল-করা হ্রদ, এমন কি গরমটাকেও ওর ভালো লাগত। ওর দুই ছেলে নিজেদের ঘোড়া চড়ে বেড়াত। সত্যিকার চাকর ছিল কে-র বাড়িতে, দেহরক্ষী নয়। আর মাইকেল আরো স্বাভাবিক ভাবে জীবন কাটাত। তার নিজের একটা গৃহ নির্মাণের ব্যবসা ছিল। ব্যবসায়ীদের ক্লাবের সভ্য হয়েছিল, আর পৌর সংস্থার সদস্য। প্রকাশ্য ভাবে হস্তক্ষেপ না করলেও, রাজনীতি সম্পর্কে তার ভারি কৌতূহল ছিল। বড় ভালো এ জীবন। নিউইয়র্কের বাড়ি তুলে দেওয়া হচ্ছিল বলে কে খুব খুশি, এখন থেকে লাস ভেগাসেই ওদের স্থায়ী নিবাস। নিউইয়র্কে আসতে ওর খুব খারাপ লেগেছিল। তাই এই শেষ বারের মতো এসে যত তাড়াতাড়ি পারে আর যতটা দক্ষতার সঙ্গে সম্ভব জিনিসপত্র গুছিয়ে, জাহাজে তুলে, এই শেষ দিনটাতে ফিরে যাবার জন্য ওর মনে সে কি আকুলতা, অনেকদিন হাসপাতালে থাকলে বাড়ি যাবার জন্য রুগীদের প্রাণও এই রকম আকুল হয়।

ঐ শেষ দিনটিতে কে অ্যাডাম্‌স্‌ কর্লিয়নির ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেছিল। প্রাঙ্গণ থেকে ট্রাকের মোটরের গর্জন কানে এল। ঐ ট্রাকে করে সব বাড়ি খালি করে আসবাব নিয়ে যাওয়া হবে। দুপুরের পর কর্লিয়নিদের মা সুদ্ধ সমস্ত কর্লিয়নি পরিবার প্লেনে করে লাস ভেগাসে ফিরে যাবে।

কে যখন স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, মাইকেল তখন বালিশে ঠেস দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। সে বলল, "আচ্ছা, রোজ সকালে তোমার গির্জায় যাবার কি দরকার বল তো? রবিবার যাও আপত্তি নেই, কিন্তু তাই বলে সপ্তাহের মধ্যেও কেন? তুমিও দেখছি মায়ের মতো খারাপ হয়ে উঠেছ।" অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে মাইকেল টেবিলের আলো জ্বালল।

কে খাটের কিনারায় বসে মোজা পরতে লাগল। বলল, "জানই তো দীক্ষা-নেওয়া ক্যাথলিকরা কি রকম হয়, ধর্ম জিনিসটাকে ওরা আরো গুরুত্ব দেয়।"

মাইকেল হাত বাড়িয়ে ওর উরুটা ছুঁল, ঠিক সেখানে নাইলনের মোজা শেষ হয়ে গেছে, সেখানকার চামড়াটা কোমল, উষ্ণ। কে বলল, "কর না। আজ সকালে আমি 'কমিউনিয়ন' নিচ্ছি।"

খাট থেকে উঠে পড়ল কে, মাইকেল বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করল না। সামান্য হেসে সে বলল, "অত গোঁড়া ক্যাথলিকই যদি হলে, তাহলে ছেলেরা এত গির্জা ফাঁকি দেয়, কিছু বল না যে?"

একটু অস্বস্তি বোধ করল কে, সতর্কও হয়ে গেল। ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মাইকেল, কে যাকে বলত 'ডনের চোখ'।

সে বলল, "ওদের গির্জা যাবার সময় পড়ে আছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে ওদের আরো নিয়মিত ভাবে পাঠাব।"

যাবার আগে মাইকেলকে চুমো খেয়ে গেল কে। বাড়ির বাইরে, এরই মধ্যে বাতাসটা গরম হয়ে উঠছিল। পূর্বদিকে গ্রীষ্মের সূর্য উঠছিল, তার রঙটা লাল। প্রাঙ্গণের গেটের কাছে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, কে সেখানে হেঁটে গেল। বিধবার কালো পোশাকে ওর শাশুড়ী গাড়ির ভিতরে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এটা একটা প্রাত্যহিক নিয়মে দাঁড়িয়েছিল, একসঙ্গে ভোরের 'মাস্' অনুষ্ঠানে যাওয়া।

বুড়ী ভদ্রমহিলার কোঁচকানো গালে চুমো খেয়ে, কে চালকের আসন নিল। সন্দেহেতে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রেকফাস্ট খেয়ে এলে নাকি?"

কে বলল, "না।"

শাশুড়ী সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলালেন। কে একবার ভুলে গেছিল যে সকালে পবিত্র 'কমিউনিয়ন' নিতে হলে, রাত বারোটার পর থেকে উপোসী থাকতে হয়। সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু সেই ইস্তক শাশুড়ী ওকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, তাই রোজ জিজ্ঞাসা করে নিতেন। বললেন, "তোমার শরীর ভালো আছে তো?"

কে বলল, "আছে।"

ছোট গির্জাটিকে ভোরের রোদে কেমন যেন নির্জন বিষণ্ণ মনে হত। জানলার রঙিন কাচের জন্য বাইরের গরম ভিতরে আসতে পারত না, জায়গাটা বেশ শীতল, বিশ্রাম করবার মতো। সাদা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় কে শাশুড়ীকে সাহায্য করল, তারপর তাঁকে আগে যেতে দিল। তিনি বেদীর একেবারে সামনে বসতে ভালোবাসতেন। সিঁড়ির ওপর কে আরেক মিনিট অপেক্ষা করেছিল। এই শেষ মুহূর্তটিতে সর্বদা কেমন একটা অনিচ্ছা আসত, একটু ভয় হত।

অবশেষে সেই শীতল অন্ধকারে কে প্রবেশ করল। আঙুলের আগায় করে আধার থেকে পবিত্র জর্দানের জল নিয়ে শূন্যে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল কে, ভিজে আঙুল শুকনো ঠোঁটে ছোঁয়াল। সন্তদের মূর্তির সামনে, ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর মূর্তির সামনে মোমবাতির লাল শিখা কাঁপছিল। নিজের সারিতে গিয়ে বসবার আগে কে একবার হাঁটু মুড়ল, তারপর নিজের আসনের সামনে শক্ত কাঠের রেলে হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল, 'কমিউনিয়ন' নিতে কখন ডাক পড়ে। মাথা নিচু করে ছিল কে যেন প্রার্থনা করছে, কিন্তু তখনো প্রার্থনার জন্য মনটা তৈরি ছিল না।

কেবলমাত্র এখানে, এই সব আবছায়া ঘেরা, খিলান দেওয়া গির্জাতে কে

তার স্বামীর অন্য জীবনটার কথা চিন্তা করতে নিজের মনকে অনুমতি দিত। এক বছর আগেকার সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা ভাবত কে, যেদিন মাইকেল ইচ্ছা করে ওদের পরস্পরের প্রতি প্রেম আর বিশ্বাসের সুবিধা নিয়ে ওকে একটা মিথ্যা কথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করেছিল : যথা, নিজের ভগ্নীপতিকে ও হত্যা করায়নি।

ঐ মিথ্যাটার জন্যেই কে মাইকেলকে ছেড়ে চলে গেছিল। কাজটার জন্য নয়। ছেলেদের নিয়ে সে সোজা নিউ হ্যাম্পশেয়ারে বাপের বাড়ি চলে গেছিল। কাউকে কিছু বলেনি, কি করবে তাও ভালো করে ভেবে দেখেনি। মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাটা বুঝে নিয়েছিল। প্রথম দিন একটা ফোন করে, তারপর আর ওকে বিরক্ত করেনি। আরো এক সপ্তাহ কেটে গেলে পরে টম হেগেনকে নিয়ে কে-র বাপের বাড়ির সামনে নিউইয়র্ক থেকে একটা লিমুসীন এসে দাঁড়িয়েছিল।

টম হেগেনের সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটা দুপুর কাটিয়েছিল কে, ওর জীবনের সব চাইতে ভয়ঙ্কর দুপুর। শহরের বাইরে বনের মধ্যে বেড়াতে গেছিল ওরা এবং টম হেগেন কিছু ছেড়ে কথা বলেনি।

নিষ্ঠুরভাবে ঠাট্টা-তামশা করবার চেষ্টা করেছিল কে, সেটা ভুল, ও-রকম ঠাট্টা-তামাশার মেয়ে ছিল না সে। জিজ্ঞাসা করেছিল, "মাইকেল তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে আমাকে ভয় দেখাবার জন্য নাকি ? আমি ভাবলাম গাড়ি থেকে বুঝি তোমাদের কয়েকজন বন্দুকধারী ছোকরা নেমে এসে আমাকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে।"

হেগেনের সঙ্গে আলাপ হয়ে অবধি, এই প্রথম তাকে রাগতে দেখল কে। কর্কশ কণ্ঠে সে বলল, "ও আবার কি জঘন্য ছেলেমানুষি ঠাট্টা হল। তোমার মতো মেয়ের কাছ থেকে ও ধরনের কথা আমি আশা করিনি। ভালো কথা শোন, কে।"

কে বলল, "বেশ, বল।"

সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড়াগাঁয়ের পথ ধরে ওরা চলেছিল। শান্ত ভাবে হেগেন জিজ্ঞাসা করেছিল, "পালিয়ে এলে কেন ?"

কে বলল, "কারণ মাইকেল আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। কারণ ও যখন কনির ছেলের ধর্মপিতা হয়েছিল, তখনই আমাকে বোকা বানিয়েছিল। আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল মাইকেল। ওরকম লোককে আমি ভালোবাসতে পারব না। ও আমি সইতে পারব না। ওকে আমার ছেলেদের বাপের কাজ করতে দিতে পারব না।"

হেগেন বলল, "কি যে বকছ, তার এক বর্ণ মানে বুঝলাম না।" আপাততঃ ন্যায্য রাগ দেখিয়ে কে ওর দিকে ফিরে বলল, "বলতে চাইছি ও ওর ভগ্নীপতিকে মেরে ফেলেছিল। এ-কথার মানে বুঝতে পারছ তো ?" তারপর একটু থেমে কে আরো বলল, "তার ওপর আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিল।"

অনেকক্ষণ ওরা কোনো কথা না বলে হেঁটে চলল। অবশেষে হেগেন বলল, "ও-কথা যে সত্যি তাই বা কি করে বুঝলে? তবু তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যাক যে কথাটা সত্যি। বাস্তবিকই সত্যি, এ-কথা কিন্তু বলছি না। সেটা ভুলো না। কিন্তু তার যে যথার্থ ন্যায্য কারণ ছিল, যদি এমন কথা বলি? অন্ততঃ ন্যায্য কারণ থাকা সম্ভব, তাই যদি বলি?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওর দিকে তাকাল কে, "এই প্রথম তোমার ওকালতির দিকটা দেখতে পাচ্ছি, টম। ওটা তোমার শ্রেষ্ঠ দিক নয়।"

দাঁত বের করে হেগেন হাসল। বলল, "বেশ, আমার কথার সবটা শোনই তো। কার্লো যদি সনিকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে থাকে? সে রাতে যে কার্লো কনিকে পিটিয়েছিল, সেটাও যদি একটা ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে থাকে, যাতে সনিকে বাইরে বের করে আনা যায়, যদি বলি ওরা জানত জোন্‌স্ বীচ সেতুর ওপর দিয়ে সনি যাবে? সনির হত্যায় সাহায্য করার জন্য কার্লো যদি টাকা নিয়ে থাকে? তাহলে কি হবে?"

কে কোনো উত্তর দিল না। হেগেন বলে চলল, "আর যদি বলি যে ডনের মতো মহাপুরুষ নিজের জামাইকে হত্যা করে ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে কিছুতেই নিজেকে রাজী করাতে পারেননি, সেটাই তাঁর কর্তব্য এ-কথা জেনেও? যদি বলি শেষ পর্যন্ত ও দায়িত্ব বইতে না পেরে, তিনি মাইকেলকে তাঁর উত্তরাধিকারী করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন মাইকেল তাঁর কাঁধ থেকে সে-কর্তব্যের, সে-পাপের বোঝা নামিয়ে নেবে?"

কে-র চোখ ভরে জল এল। সে বলল, "সব তো চুকে-বুকে গেছিল। সবাই সুখে ছিল। কার্লোকে কি ক্ষমা করা যেত না? যেমন চলছিল তেমনি সব চলত, সবাই সব কথা ভুলে যেতে পারত না?"

মাঠের ওপর দিয়ে একটা গাছের ছায়ায় ঘেরা ছোট নদীর ধারে কে হেগেনকে নিয়ে গেছিল। ঘাসের ওপর বসে পড়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল হেগেন। চারদিকে চেয়ে, আবার একটা নিশ্বাস ছেড়ে হেগেন বলল, "এমন জগতে তাও করা যায়।"

কে বলল, "যে মানুষটাকে বিয়ে করেছিলাম, ও আর সে রকম নেই।"

কাষ্ঠ হেসে হেগেন বলল, "তা যদি থাকত, এতদিনে ও মরে যেত। তুমি বিধবা হতে। তোমার আর কোনো সমস্যা থাকত না।"

জ্বলে উঠেছিল কে, "ওর আবার কি মানে হল? শোন, টম, জীবনে এই একবারের মতো স্পষ্ট কথা বল দিকিনি। আমি জানি মাইকেল পারে না, কিন্তু তুমি তো আর সিসিলির ছেলে নও, তুমি একজন মেয়েকে সত্যি কথা বলতে পার, সমতুল্যের মতো ব্যবহার করতে পার, আরেকটা মানুষের মতো ভাবতে পার।"

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হেগেন মাথা নেড়ে বলল, "তুমি

মাইককে ভুল বুঝেছ। তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছিল বলে তুমি চটে আছ। কিন্তু ও তো তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল ব্যবসা সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ো না। ও কার্লোর ছেলের ধর্মবাপ হয়েছিল বলে চটে গেছ, কিন্তু তুমিই ওকে জোর করিয়ে করিয়েছিলে। আসলে কৌশলের দিক থেকে ওর তাই করাই উচিত হয়েছিল, যদি কার্লোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়। ওটা একটা প্রাচীন নিয়ম, শত্রুকে আশ্বস্ত করতে হয়।" কঠোর ভাবে হাসল হেগেন, "যথেষ্ট স্পষ্ট কথা বললাম কি ?" কে কিন্তু মাথা নিচু করে রইল।

হেগেন বলে চলল, "আরো কিছু স্পষ্ট কথা বলছি, শোন। ডন মারা গেলে, মাইকেলের হত্যার ব্যবস্থা হয়েছিল। কে কে সে ব্যবস্থা করেছিল জান ? টেসিও। কাজেই টেসিওকে মারতে হল। কার্লোকে মারতে হল। বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নেই। মাইকেল যদি বা ক্ষমা করতে পারত, বিশ্বাসঘাতকরা কখনো নিজেদের ক্ষমা করতে পারে না, কাজেই ওরা সর্বদা একটা বিপদের কারণ হয়ে থাকে। মাইকেল বাস্তবিকই টেসিওকে পছন্দ করত। বোনকে ও সত্যি ভালোবাসে। কিন্তু টেসিওকে ছেড়ে দিলে মাইকেল তোমার ও তোমার ছেলেদের প্রতি, ওর সমস্ত পরিবারের প্রতি, আমার ও আমার পরিবারের প্রতি, ওর কর্তব্যের অবহেলা করত। ওরা আমাদের সকলের আশঙ্কার হেতু হয়ে থাকত, সারা জীবন ধরে।"

কে ওর কথা শুনছিল আর গাল বেয়ে চোখের জল ঝরছিল। "আমাকে এই কথা বলতেই কি মাইকেল তোমাকে পাঠিয়েছে ?"

বাস্তবিক অবাক হয়ে হেগেন ওর দিকে চেয়ে রইল। বলল, "না, সে তোমাকে বলতে বলেছে তুমি যা চাও তাই পাবে, যা করতে চাও করবে, যতদিন ছেলেদের যত্ন করছ।" হাসল হেগেন, "তোমাকে বলতে বলেছে তুমি ওর ডন। অবিশ্যি ওটা ঠাট্টার কথা।"

হেগেনের বাহুতে হাত রেখে কে বলল, ঐ সব অন্য কথাগুলো আমাকে বলতে বলেনি ?"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল হেগেন, ঠিক যেন ভাবছে চরম সত্যি কথাটি বলবে কি না। তারপর বলল, "তুমি এখনো বুঝতে পারলে না, তোমাকে আজ যা বলেছি, সে-সব যদি মাইকেলকে বলি, তাহলে আর আমাকে বাঁচতে হবে না।" একটু থেমে আরো বলল সে, "এই পৃথিবীতে একমাত্র তোমার আর তোমাদের ছেলেদের ও কোনো অনিষ্ট করতে পারে না।"

তারপর দীর্ঘ পাঁচ মিনিট কেটে গেলে, কে ঘাস থেকে উঠে দাঁড়াল। ওরা বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। প্রায় যখন পৌঁছে গেছে, কে হেগেনকে বলল, "রাতের খাওয়ার পর আমাকে আর ছেলেদের তোমার গাড়ি করে নিউইয়র্কে নিয়ে যেতে পারবে ?"

হেগেন বলল, "সেই জন্যেই তো এসেছি।"

মাইকেলের কাছে ফিরে আসার এক সপ্তাহ পরে ক্যাথলিক ধর্মে গৃহীত হবার জন্য কে একজন পাদ্রীর কাছে শিক্ষা নিতে শুরু করেছিল।

গির্জার গভীরতম স্থান থেকে অনুতাপ করার ঘণ্টা বাজতে লাগল। যেমন তাকে শেখানো হয়েছিল, হাত মুঠো করে কে নিজের বুকে আস্তে আঘাত করল, ঐ হল অনুতাপের আঘাত।

আবার ঘণ্টা বাজতেই, নরম পায়ের শব্দ শোনা গেল, প্রার্থীরা আসন ছেড়ে দেবার পাদমূলে রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। আবার হাত মুঠি করে কে নিজের বুকে আঘাত করল। পাদ্রী ওর সামনে এলেন। পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে, মুখ হাঁ করে, কে কাগজের মতো পাতলা 'ওয়েফার' প্রসাদ গ্রহণ করল। এই মুহূর্তটিই সব চাইতে ভয়াবহ। যতক্ষণ না ওয়েফারটি গলে যায়, সেটিকে গিলে ফেলা যায়, তারপর কে যা করতে এসেছিল, সেই কাজ করতে পারবে।

পাপমুক্ত হয়ে, দেবতার দাক্ষিণ্য পেয়ে, বেদীমূলে কে মাথা নিচু করে, হাত জোড় করে রইল। শরীরটাকে একটু সরিয়ে নিল কে, যাতে হাঁটুতে কম লাগে।

তারপর মন থেকে নিজের, নিজের সন্তানদের সব চিন্তা, সব রাগ, সব বিদ্রোহ, সব প্রশ্ন দূর করে দিল সে। তারপর কার্লো রিটসির হত্যার পর যেমন সে প্রত্যেক দিন করেছিল, বিশ্বাস করবার সুগভীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, বিধাতা যেন তার আকুতি শোনেন এই ভিক্ষা নিয়ে, মাইকেল কর্লিয়নির আত্মার মঙ্গলের জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনাগুলি কে আবৃত্তি করতে লাগল।

সমাপ্ত